বেদান্তসমন্বয়।

মূল সংস্কৃতের

অনুবাদ ও অনুব্যাখ্যা।

ভাষ্যতে প্রেমিতেনায়ং
মহন্নিশ্বসিতাত্মনা।

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা
কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। ১।৫।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্।
নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায়কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত।
"মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। কে, সি, মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৮৩৪ শক।

সবিনয় নিবেদন।

বেদান্তসমন্বয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ শেষ হইল। গ্রন্থকার স্বয়ং গতিবল্লী শেষ করিয়া তত্ত্ববল্লী আরম্ভ করিতেই রুগ্ন হইয়া পড়েন। সুতরাং তত্ত্ববল্লীতে যে সকল ভ্রম ও ত্রুটি দৃষ্ট হইবে তৎসমুদয় বর্ত্তমান অনুবাদকের। এ সকল সত্ত্বেও মূল বিষয়ের অনুসরণ করিতে যত্নের ও পরিশ্রমের ক্রটী হয় নাই। শ্রীমচ্ছঙ্কর যেমন প্রখর জ্ঞানী তেমনি পরম যোগী ছিলেন। তিনি যোগের উচ্চতম ভূমিতে বসিয়া তাঁহার শারীরমীমাংসা লিখিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা সেই ভূমিতে অধিরোহণ না করিয়া তদীয় ব্যাখ্যা সকল পাঠ ও আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট ঐ সকল ব্যাখ্যা অতীব জটিল এবং বিসদৃশ মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। স্বর্গীয় উপাধ্যায় নববিধানের আলোকে বেদান্তভাষ্যে সর্ব্বপক্ষের সমন্বয় দর্শন করিয়া এই বেদান্ত সমন্বয় ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা কোনও বিশেষ পক্ষাশ্রিত, তাঁহাদের নিকট এ সমন্বয় অনায়াসে বোধগম্য হওয়া কঠিন হইলেও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ও স্থানে স্থানে সকল পক্ষের যে সব বিশেষত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা হইতে সর্ব্বপক্ষ-সমন্বয়-দর্শনও সুলভ হইয়াছে। কোনও একটী পক্ষাবলম্বনেই বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ভূমিতে সর্ব্বপক্ষের অবিরোধ তাহা নববিধানে ভগবৎকৃপায় প্রকাশিত হইয়াছে। এ যুগের বিশেষ ভাব উদার সার্ব্বভৌমিকত্ব। আংশিক ভাব লইয়া এ যুগে কেহ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। সুতরাং আমাদের আশা আছে সুধীগণ অবিরোধের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এ গ্রন্থের বিচার করিবেন। অনুবাদের শেষ দুই ফর্ম্মা স্বর্গীয় উপাধ্যায় মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইতে পারা যায় নাই। নশ্বর দেহ ত্যাগের দুই দিবস পূর্ব্বে স্বয়ং আফিসঘরে আসিয়া গ্রন্থাবশিষ্ট কত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং দুই ফর্ম্মা পরিমাণ অবশেষ দেখিয়া একটু যেন বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিলেন। মার্চ্চ মাসের প্রথম দিবসে যখন তিনি দেহত্যাগ করিলেন তখন আমাদের মনে হইল, তাঁহার যে দেহত্যাগ এত নিকট তাহা

যেন তিনি তখন হইতেই বুঝিতেছিলেন। গ্রন্থ শেষ হইতে বিলম্ব দেখিয়া গ্রাহকগণ পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছেন। এক্ষণে ইহা শেষ হইল। ইহা স্বর্গীয় উপাধ্যায় ও গ্রাহকগণের তৃপ্তির কারণ হইলে সুখের বিষয় হইবে। ইতি

বিনয়াবনতস্য
অনুবাদকস্য

অনুক্রম।

অবতরণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

১। আরম্ভবল্লী।

বৈদিককালাবসানে বৈদান্তিক কালের আরম্ভ। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের দোষদর্শন না করিলে পরবর্ত্তী কালে তাহা পরিহার করিয়া নূতন পন্থাবলম্বন হয় না, বেদান্তবাক্য দ্বারা তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈদিক কালে দেবারাধনায় ক্রিয়াবাহুল্য হেতু এবং প্রকৃতির উপাসনাদ্বারা ঐশ্বর্য্যে বিশেষ অনুরক্তিবশতঃ ক্রমে বিমূঢ়তা আসিয়া জ্ঞান চক্ষুকে আবৃত করিয়া দেওয়াতে বেদান্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপার অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার নিন্দা করিয়া অপরা বিদ্যার তিরোধান সাধন এবং পরা বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২। প্রস্থানবল্লী।

একদিকে প্রস্থান করিয়া যেখানে প্রকৃষ্ট স্থান লাভ হয় তাহার নাম প্রস্থান। বেদ হইতে প্রস্থান করিয়া বেদান্ত কোথায় প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিলেন, এ অধ্যায়ে তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। যাহা কিছু অনাত্মা তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত আত্মাতে বিশ্রাম লাভ করিলেন। সূর্য্যাদি বৈদিক দেবতা সকলে পরমাত্মার অধিষ্ঠান; আবরণ অপসারিত করিয়া (১—৪), তৎপর তাহাদিগেতে শক্তিসংক্রমণ প্রদর্শন পূর্ব্বক (৫—১১) ঐ সকল যে সেই অবয়বী পরমাত্মার অবয়ব (১২—১৫),

তাঁহাতেই কৃতার্থতা, আর আর সমুদয় তাঁহারই লীলাস্থান ইহা স্বীকার করিয়া (১৬—২১) তাঁহাকে গ্রহণ এবং তাঁহাতেই প্রস্থান (২২-২৩)।

তৃতীয় অধ্যায়।

৩। আরোহবল্লী।

বৈদিক দেবতা হইতে সোপান পরম্পরায় ব্রহ্মে আরোহণ এই বল্লীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য অধ্যায়ের নাম আরোহবল্লী। বেদে বৈদিক যজ্ঞসাধন জন্য অগ্নিরই প্রাধান্য, কি প্রকারে সেখানে ব্রহ্মে আরোহণ হয় সর্ব্বপ্রথমে (১) তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৎপর (২) ব্রহ্মবাচক প্রণবে (৩।৪) সমষ্টি জীবে, এবং সমষ্টি জগতে ব্রহ্মপ্রদর্শন, (৫) জাগ্রতাবস্থাতে (৬) জীব ও পরমাত্মার ঐক্যসাধনপূর্ব্বক অন্নাদিতে, (৭) আদিত্যপুরুষে, (৮) চাক্ষুষপুরুষে, (৯) আকাশে, (১০) প্রাণে (১১) গায়ত্রীতে, (১২) জ্যোতিতে, (১৩) মন আদিতে, (১৪) দিগাদিতে, (১৫) সুখস্বরূপ আকাশে, (১৬) পুনরায় অক্ষিগত পুরুষে, (১৭) ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পুনরায় প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূমিতে, (১৮।১৯) পুনর্ব্বার আকাশে, (২০) মূর্ত্তিতে ও অমূর্ত্তিতে, (২১) অন্তর্য্যামীর সহিত জগৎ ও জীবের ঐক্য সম্পাদন পূর্ব্বক তুরীয় ব্রহ্মে, (২২) অন্তর্য্যামীতে, (২৩) অক্ষিপুরুষাদিক্রমে পুনরায় তুরীয় ব্রহ্মে আরোহণ— কোথাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শনে, কোথাও বা ব্রহ্মলক্ষণ দর্শনে।

চতুর্থ অধ্যায়।

৪। ব্রহ্মবল্ল

পূর্ব্বোধ্যায়ে ব্যবহিত সম্বন্ধে ব্রহ্মনির্দ্দেশ, আর এ অধ্যায়ে অব্যবহিত সম্বন্ধে ব্রহ্মনির্দ্দেশ হইয়াছে। (১) প্রপঞ্চের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রপঞ্চাতীতত্ব, অনন্তত্ববশতঃ দূর ও নিকট সম্বন্ধ। (২) শুদ্ধত্ব জন্য তাঁহাতে বৈষম্যরাহিত্য। (৩) তাঁহাকে প্রপঞ্চরূপে গ্রহণ নিষেধ এবং প্রপঞ্চের প্রেরকরূপে গ্রহণ বিধি। (৪) তিনি দুর্জ্ঞেয় হইলেও তিনি যে স্বয়ং তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানবিধান করেন, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব; (৫) তাঁহাতে ইহপরলোকের একত্ব; (৬) তাঁহার সুখস্বরূপত্ব ও সর্ব্ব-

পঞ্চম অধ্যায়।

৫। পরাত্মবল্লী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৬। ভগবদ্বল্লী।

সপ্তম অধ্যায়।

৭। জীবাত্মবল্লী।

অষ্টম অধ্যায়।

৮। প্রকৃতিবল্লী।

নবম অধ্যায়।

৯। দেবতাবল্লী।

দশম অধ্যায়।

১০। বিদ্যাবল্লী।

একাদশ অধ্যায়।

১১। গতিবল্লী।

দ্বাদশ অধ্যায়।

১২। তত্ত্ববল্লী।

উপনিষৎ-সূচীপত্র।

উপনিষৎ সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

অবতরণিকা।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়।

উপনিষৎ ও বেদান্ত একার্থবাচক। উপনিষৎ বা বেদান্ত একই সময়ে এক জন ঋষিকর্ত্তৃক প্রণীত নহে। প্রত্যেক বেদসংহিতার অন্তে এক এক খানি উপনিষৎ সংযুক্ত আছে, এজন্য উপনিষৎ বেদান্ত-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন্ উপনিষৎ কোন্ সময়ে কোন্ ঋষিকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে, উহাদের কালব্যবধানই বা কি ইহা নির্ণয়করা সুসাধ্য নহে *। কঠাদি নাম বা উপনিষন্মধ্যে উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যাদি নাম গ্রহণ-করিয়া ঋষিনির্ণয় কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের বিশেষ কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না বলিয়া উহাকে ঐতিহাসিক ঘটনারূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে না। যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক উপনিষৎ উক্ত হইয়া থাকে এবং উপনিষৎপাঠে সহজে তাহাই প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে উপনিষৎকে এক অখণ্ড দেবনিশ্বসিত বলিয়া কি প্রকারে উপস্থিত করা যাইতে পারে? ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে যে

* কালব্যবধানসম্বন্ধে স্বয়ং উপনিষদ্গুলির মধ্যে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে এই প্রতীত হয় যে ছান্দোগ্যোপনিষৎ শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক, কেন না ঐ উপনিষদে ঘোর ঋষির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের যে তত্ত্ব শিক্ষার কথা উল্লিখিত আছে, তাহা তৎপ্রচারিত ধর্ম্মমধ্যে নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ পরিক্ষিৎতনয় জনমেজয়ের সমকালিক, কেন না জনকসভাগত লাহ্যায়নি ভুজ্যু যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন, পরিক্ষিৎতনয়গণ কোন্ লোকে বাস করিতেছেন? তদুত্তরে তিনি বলেন তাঁহারা অশ্বমেধযাজিগণের লোকে বাস করিতেছেন। বৃহদারণ্যক শতপথব্রাহ্মণের অন্তিম ভাগ; এই ব্রাহ্মণে জনমেজয়ের অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত আছে। কঠোপনিষৎখানি প্রাচীন, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেও উহার স্থিতি মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ এই যে গীতায় যে আত্মতত্ত্বোপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কঠপ্রবচনানুযায়ী। ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণপূর্ব্বক তদনুষ্ঠান ঈশোপনিষদের প্রধান কথা। ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণপূর্ব্বক তদনুষ্ঠান গীতার প্রধান মত, এ মত সেই উপনিষদ্ হইতে গৃহীত হইয়াছে এ অনুমান কিছু অযুক্ত নহে। তিনি কর্ম্মসমর্পণব্যাপার পাতঞ্জল যোগদর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এ কথা এ অনুমানকে দুর্ব্বল করিতে পারে না, কেন না দর্শনশাস্ত্রগুলির মূল ভিত্তি যখন উপনিষদ্ তখন পতঞ্জলির অগ্রে ঈশোপনিষৎকে স্থান দিলে কিছু অযৌক্তিকতা হয় না। মৈত্রায়ণী উপনিষৎ খানি শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক এবং তাঁহারই মতের পরিপোষক। মৈত্রেয় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরও বিদ্যমান ছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মই বিদুরকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ভাগবতের এ কথা তৎকৃত উপনিষদের শ্রীকৃষ্ণের সমকালিকত্ব প্রমাণ-করিতেছে। এই উপনিষৎখানি মধ্যে যে যে উপনিষদের প্রবচন উদ্ধৃত আছে, সে উপনিষদ্গুলি শ্রীকৃষ্ণের সময়ের পূর্ব্বের এরূপ নির্দ্ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

সকল সত্য উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি অন্য সময়ে উক্ত সত্যসমূহসহকারে সমঞ্জস হইয়া এক অখণ্ড সত্যাকারে প্রকাশ পাইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে সত্যের 'সত্য' এই আখ্যা কখন থাকে না। যাহা স্থায়ী তাহা সত্য। সত্য যদি সত্যকে খণ্ডন করিল অসত্য করিয়া দিল, তবে উহা সত্যনামের যোগ্য হইবে কি প্রকারে? উপনিষৎ বলিতেছেন,

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি।

বৃহ, ৬। ৫। ১১।

এ কথার অর্থ অতি গভীর। পরমাত্মা হইতে যাহা কিছু হইয়াছে হইতেছে, তাহারা সমভাবে তাঁহারই নিশ্বসিত, সমান সত্য, সমান আদরের বিষয়। আর্দ্র ইন্ধন হইতে যে ধূমরাশি বিনিঃসৃত হয়, নিঃসরণকালে সে সকল পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু রাশিতে তাহারা এক ও অখণ্ড, একই ধূম বিনা আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, ইহলোক পরলোক, সমুদায় ভূত যদি সেই পরমাত্মারই নিশ্বসিত, তাঁহা হইতে উদ্ভূত, সন্মূলক; তবে কালে একটিকে অধঃকরণ করিয়া অন্যটির উত্থান হইল কেন? এবং ক্রমান্বয়ে আজ পর্য্যন্ত সেই অধঃকরণব্যাপার চলিতেছে কেন? এরূপ হইতেছে কেন, তাহার কারণ ভ্রূণবিদ্যার আলোচনায় সহজে প্রতীত হয়। ভ্রূণের আরম্ভ হইতে উহার পরিণতিকালপর্য্যন্ত কত আকার প্রকাশ পায়, উহার কোন একটি আকার ছাড়িয়া পরবর্ত্তী আকারের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং চরমে যে আকার প্রকাশ পাইল তাহা অতি সুন্দর সুগঠিত মনোরম হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী আকারগুলিকে তুচ্ছ-ও-ঘৃণা-করা যাইতে পারে না। তিরোহিত আকারগুলি ব্যর্থ নয়, কেন না উহারা জাগতিক বস্তুনিচয়ের কোন্ কোন্ পৃথক্ আকারের ভিতর দিয়া উত্থান করিতে করিতে নয়নানন্দকর শিশুর আকার ধারণ-করিয়াছে তাহা প্রদর্শন-করিয়া থাকে। ভ্রূণে সত্বর সত্বর যে সকল আকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কেহ যদি নিপুণতাসহকারে যন্ত্রযোগে সে সকলের অধ্যয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণিজগতের ক্রমিক আকারপরিবর্ত্তন তাঁহার নিকটে প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আকারের তিরোধানে পর পর আকারের উত্থান পূর্ব্বপূর্ব্বটিকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে পূর্ব্বপূর্ব্বটির বিনাশ বা অত্যন্তাভাব হইল এ কথা বলা যাইতে পারে না। বেদান্তে ঋগ্বেদাদিকে অধঃকরণ-করা হইয়াছে, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, তদন্তর্ভূত বিষয়গুলি বেদান্ত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ-করিয়াছেন, উহাদিগকে অন্তর্ভূত করিয়া লন নাই। বেদান্ত যে ঋগ্বেদাদির বিষয় নূতন ভাবে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছেন, যে কোন ব্যক্তির নিকটে তাহা

সহজে প্রতিভাত হয়। ক্রমিক প্রসার ও পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্য সত্যের লক্ষণ, এ লক্ষণের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। সত্য হইতে সত্যকে খণ্ডিত করিয়া লোকে দেখে তাই উহার পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্য লোকের দৃষ্টিগোচর হয় না এবং সত্যকে অসত্য বলিয়া তাহারা গ্রহণ করে। যত প্রকার মতভেদ ও বিরোধ এই প্রকারে উপস্থিত হইয়াছে এবং এই মতভেদ ও বিরোধ হইতে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি। আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার দৃষ্টান্ত লইয়া ক্রমবিকাশ-প্রদর্শন অবৈদান্তিক মনে হইতে পারে,কিন্তু যদি বেদান্তব্যবহৃত ব্রহ্মের অব্যবহার্য্যস্বরূপটির তত্ত্বালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মকে কেনই বা 'অব্যবহার্য্য' বলা হইল, এবং তাঁহাকে অব্যবহার্য্য বলাতে জগৎ ব্যবহার্য্য বা ব্যাবহারিক হইয়া কোন্ নিগূঢ় সত্যই বা আমাদিগের নিকটে উপস্থিত করিল। অস্ফুটকে স্ফুট করা ব্যবহার-শব্দের অর্থ। ব্রহ্ম নিত্য পূর্ণ সুতরাং তাঁহাতে যাহা আছে চির দিন আছে তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই। জগৎসম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। জগতে নিরন্তর অস্ফুট স্ফুট হইতেছে, অব্যক্ত ব্যক্ত হইতেছে প্রকৃতির নামই এজন্য অব্যক্ত। ভাষ্যকার এ নিমিত্তই বেদান্তসিদ্ধ ব্যাকৃতিশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্যাক্রিয়ত—বি আ অক্রিয়ত বিস্পষ্টং নামরূপবিশেষাবধারণমর্য্যাদং ব্যক্তীভাবমাপদ্যত।

বিস্পষ্ট হয়, নাম ও রূপের বিশেষাবধারণ করিতে পারা যায়, ব্যক্ত হইয়া পড়ে এজন্য ব্যাকৃতি। এই সত্যটিকে ভ্রূণবিদ্যায় নিয়োগ-করিলে উহার ব্যাখ্যা আর অবৈদান্তিক রহিল না।

এক বেদান্ত অবলম্বন-করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের উত্থান কি প্রকারে হইল তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বেদান্তই যদি এ প্রকার ভিন্নতার মূল হন, তাহা হইলে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় এক, কোন বিরোধ নাই, বেদান্তে বেদান্তে সমন্বয় অবশ্যম্ভাবী একথা কি প্রকারে বলা যাইবে। উপরে যে সত্যের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই লক্ষণ যদি বেদান্তমধ্যে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বেদান্তের সত্যত্ব সংশয়াস্পদ। বেদান্তে সৃষ্ট্যাদি নানাবিষয়ের উল্লেখ হইলেও সে সমুদায়ের ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া—ব্রহ্মই তাহাদের সকলের মূল বলিয়া বেদান্তে বেদান্তে বিরোধ নাই, "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্রে সূত্রকার ইহা আপনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ নির্দ্ধারণটি যদি ঠিক না হয় তাহা হইলে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রটি রচনা-করা বিফল হইয়া যায়। কেন না ব্রহ্ম যদি শাস্ত্রের মূল হন, শাস্ত্র যদি তাঁহারই নিশ্বসিত হয়, এবং তাঁহার নিশ্বসিত বলিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে উহা যদি মূল প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বেদান্তে বেদান্তে যদি মিল না থাকে, তাহা হইলে উহার ব্রহ্মনিশ্বসিতত্ব ও ব্রহ্ম-প্রমাণত্ব উভয়ই বিনষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের মত খণ্ডন করিয়াছেন, আত্মমত দৃঢ় করিবার জন্য সমুদায় বেদান্তবাক্যের সমাধান করিতে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় এক এক সম্প্রদায় বেদান্তের এক এক দিক্ দেখিয়া উহাই

সমগ্র বেদান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে একদেশদর্শিত্ব সাম্প্রদায়িকতার কারণ হইয়াছে। শ্রীমদ্রামানুজ ভেদ অভেদ ভেদাভেদ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তবাদিগণের পক্ষ যে বেদান্তসম্মত তাহা দেখাইয়াছেন, অথচ অন্যান্য পক্ষের দোষ দেখাইয়া নিজের পক্ষস্থাপনে যত্নের ক্রটি করেন নাই। কেবল ভেদবাদে জীব ও ব্রহ্ম এত ভিন্ন হইয়া পড়েন যে, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য কোন কালে সম্ভবে না, ভেদাভেদবাদে জীব ও জগদ্গত দোষ ব্রহ্মে উপস্থিত হয়, সুতরাং এ দুই পক্ষ তিনি দোষযুক্ত বলিয়া পরিহার করিয়াছেন ; অথচ বেদান্তসম্মত জানিয়া অভেদ ভেদ এবং ভেদাভেদ এ তিনই তিনি এই প্রকারে সমর্থিত করিয়া লইয়াছেন ;—ব্রহ্ম সর্ব্বশরীর, সুতরাং তিনিই সর্ব্বপ্রকার হইয়া অবস্থিত এ নিমিত্ত অভেদ ; ব্রহ্ম এক অথচ তিনি নানাবিধ চিৎ ও অচিৎ বস্তুর প্রকার হইয়া অবস্থিত, সুতরাং ভেদাভেদ ; চিৎ এবং অচিদ্বস্তুর স্বভাব ও স্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাব ও স্বরূপ হইতে অন্য প্রকার সুতরাং ভেদ। এই ভেদপক্ষাবলম্বন করিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নির্ব্বিকারার্থক শ্রুতিগুলি বিকারের অধীন ব্রহ্মের বিশেষণভূত জগৎ ও জীবকে (চিৎ ও অচিৎকে) লক্ষ্য করিয়া নহে কিন্তু বিকারশূন্য বিশেষ্যভূত পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, সুতরাং এ সকল শ্রুতিকে যদবস্থ তদবস্থ গ্রহণকরিতে হইবে, কোন বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বারা সঙ্গত করিয়া লওয়া নিষ্প্রয়োজন। নিম্বার্কীয়গণ দেখাইয়া দিয়াছেন, এ সিদ্ধান্তে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরিহারকরিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদে প্রবিষ্ট হইতে হইয়াছে। কেন না ব্রহ্ম যদি চিদচিদ্বিশিষ্ট হন এবং সেই রূপেই তাঁহাকে সর্ব্বকারণ ও উপাস্যরূপে গ্রহণকরা হয়, তাহা হইলে তিনি জগৎ ও জীবগত দোষে স্পৃষ্ট হয়েন এবং তাদৃশ উপাস্যের উপাসনা করিয়া মুক্ত পুরুষগণ দোষ সংস্পৃষ্ট হন। আর যদি সর্ব্বকারণ উপাস্য ব্রহ্ম চিদচিদ্বিশিষ্ট না হন, তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রহিল কোথায় নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদই দাঁড়াইল। আমরা বলি, তিনি যে পক্ষ অবলম্বন-করিয়া ভাষ্যরচনা করিয়াছেন, সে পক্ষ প্রকৃতপক্ষে অনুভববাদ, কেন না তন্মতে ব্রহ্ম স্বানুভবস্বরূপ এবং সকলে তাঁহারই অনুভূতি। এই অনুভববাদ হইতেই তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উৎপত্তি। অশেষ-কল্যাণগুণানুভব তাঁহার স্বানুভব, তিনি অশেষ কল্যাণগুণবিশিষ্ট। এই অশেষ কল্যাণগুণ এবং তিনি এক ও অভিন্ন, তাঁহার সর্ব্বানুভূতিত্ব এই কল্যাণগুণেরই অন্তর্নিবিষ্ট, সুতরাং তদ্বিশিষ্টতায় দ্বৈতাপত্তি হইতেছে না, এবং নিম্বার্কীয়গণ তাঁহার মতে যে দোষ দিয়াছেন তাহাও ঘটিতেছে না। চিদচিৎ তাঁহার শরীর, সুতরাং শরীরগত দোষ তাঁহাতে সংস্পৃষ্ট হইতেছে ইহাও বলিতে পারা যায় না, কেন না তৎকথিত শরীর শরীর নহে, তাঁহার নিয়মনী শক্তির বিষয়কেই তিনি শরীর বলিয়া উল্লেখ-করিয়াছেন।

* স্বেতরসমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতান্তরাত্মতয়া নিখিলনিয়মনং তচ্ছক্তি-তদংশ-তদ্বিভূতি তদ্রূপ তচ্ছরীর-তত্তনুপ্রভৃতিভিঃ শব্দৈস্তৎসামানাধিকরণ্যেন চ প্রতিপাদয়ন্তি। বে, সং

জগৎ ও ব্রহ্ম এ দুইকে এক বস্তু করিয়া সমানাধিকরণ করিলে জগদ্গত সমুদায় দোষ কেবল ব্রহ্মেতে সংস্পৃষ্ট হয় তাহা নহে তাঁহার সত্যসঙ্কল্পত্বাদি সমুদায় গুণের অবিচ্ছেদ তিরোহিত হয়, তিনি সর্ব্বপ্রকার অশুভের আস্পদ হন, ইহা দেখিয়াই তিনি শরীরাত্ম-ভাব আশ্রয়-করিয়াছেন।

জগদ্ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ সামানাধিকরণ্যে সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রত্যনীকতা চ বাধ্যেত সর্ব্বাশুভাস্পদং ভবেৎ। আত্মশরীরভাবতয়েদং সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্।

শ্রীমদ্রামানুজ ভেদবাদী এ কথা শুনিলে সকলে আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই, কেন না অভেদ ও ভেদাভেদ এ উভয়কে তিনি ভেদশ্রুতি-গুলির সঙ্গে অবিরুদ্ধ করিয়া লইয়া শক্তি ও শক্তিমানের ভেদস্বীকারপূর্ব্বক নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। বিশেষণ ও বিশেষ্যের পার্থক্য অনুভূত হইতে না পারিলে সামা-নাধিকরণ্য দ্বারা একতা লক্ষিত হয় না, এজন্যই তাঁহাকে ভেদস্বীকার করিতে হইয়াছে। তাই বেদার্থসংগ্রহের ব্যাখ্যাতা পরিষ্কারবাক্যে বলিয়াছেন,

ভেদশ্রুত্যবিরুদ্ধৌ ভেদাভেদাবভেদশ্চাস্মদভিমত ইত্যস্মাকং ভেদপক্ষ এব।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমুদায় বস্তুর শরীরাত্মভাবপ্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মকে চিদচিদ্বিশিষ্ট বলাতে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে শক্তি ও শক্তি-মানের ভেদ নিরস্ত হয় নাই। কেন না জীব ও জগৎ তাঁহার মতে নিত্য ব্রহ্ম সহ অনু-স্যূত এবং তাঁহার অনুভবই তাহাদের মূল।

অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় বেদান্তের এক এক দেশ দর্শন-করিয়া ভাষ্যরচনা করাতে বেদান্তবাদিগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এ কথা কেন বলা হইয়াছে তাহাই এখন প্রদর্শন করা যাইতেছে। সমগ্র বেদান্তের প্রতিপাদ্য কি, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ উহা প্রদর্শন করিয়াছেন। জাগ্রদবস্থায় দৃশ্যমান জগতে, স্বপ্নাবস্থায় মানসজগতে এবং সুষু-প্ত্যবস্থায় জ্ঞানমাত্রাবশেষ জীবে ব্রহ্মের পরাত্মরূপে অধিষ্ঠানপ্রদর্শনপূর্ব্বক এ তিন অবস্থার অতীতভূমিতে সর্ব্বাতীত তুরীয় ব্রহ্মের স্থিতি মাণ্ডুক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে এবং আপনাতে আপনি বিরাজমান ব্রহ্ম একই, স্বতন্ত্র নহেন, "একাত্মপ্রত্যয়-সারম্" এই বাক্যে মাণ্ডুক্য ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎ

ত্রিষ্বেকপাচ্চরেদ্ব্রহ্ম ত্রিপাচ্চরতি চোত্তরে।

এই বাক্যে ঐ কথাই পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন। প্রকাশস্থলের তারতম্যে ব্রহ্মেতে কোন তারতম্য উপস্থিত হয় না, তিনি সর্ব্বত্র যেমন তেমনি থাকেন, গ্রহীতার গ্রহণসাম-র্থ্যানুসারে তারতম্য প্রতীতির বিষয় হয়, এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি-না-থাকা-বশতঃ বৈষ্ণব-দর্শনকারগণ গ্রহীতার দর্শনতারতম্য পরব্রহ্মে আরোপ-করিয়া তাঁহাতেই ভেদারোপ করিয়াছেন। অতি সূক্ষ্মদর্শী শ্রীমচ্ছঙ্করও এ বিষয়ে ভ্রমে নিপতিত হইয়া ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এ উভয়কে পৃথক্ বস্তু মনে করত ঈশ্বরকে অনিত্যবস্তুমধ্যে নিক্ষেপ-করিয়াছেন। পরব্রহ্ম

সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, তাঁহার শক্তি ও তিনি একই পদার্থ, জীব ও প্রকৃতি শক্ত্যাকারে তাঁহার সহিত এক, ঐশ্বর্য্যাকারে স্বতন্ত্র হইয়াও অস্বতন্ত্র, যে বাদী যে প্রকার ব্যাখ্যা করুন না কেন, ইহা যে সকলেরই স্বীকার্য্য, অল্প বিচারেই ইহা প্রতিভাত হয়। জীব ও প্রকৃতি ব্রহ্মেরই পরা ও অপরা প্রকৃতি, গীতার এ সিদ্ধান্তের মূল বেদান্তের সিদ্ধান্ত এ কথায় কোন সংশয় নাই।

জাগ্রদাদি অবস্থায় এবং স্বয়ং রূপে স্থিতি মাণ্ডুক্য কোন্ কোন্ উপনিষদংশ অবলম্বন-করিয়া স্থাপন-করিয়াছেন তাহা নির্দ্ধারিত হইলে এক বেদান্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইল কি প্রকারে তাহা পরিষ্কার প্রতীতির বিষয় হইবে।

মাধ্বসম্প্রদায়।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্। কঠ, ৫। ৮—১৩।*

রূপে রূপে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা প্রকাশমান, এ কথা বলাতে এখানে রূপেরই প্রাধান্য হইতেছে। সুতরাং এ বাক্যগুলি যে জাগ্রদবস্থাসমুচিত তৎসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে রূপে তদনুরূপ হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন, সেই সেই রূপে বদ্ধ থাকেন না, এই ভেদবাদ মাধ্বসম্প্রদায় গ্রহণ-করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্ব বলিয়াছেন,

প্রকৃতাবনুপ্রবিশ্য তাং পরিণাম্য তৎপরিণামনিয়ামকতয়া তত্র স্থিত্বা আত্মনো বহুধাকরণাৎ।

সর্ব্বভূতান্তরাত্মা প্রকৃতিতে প্রবেশ-করিয়া ভিন্নভিন্নরূপে উহাকে পরিণতকরত নিয়ন্তা হইয়া তাহাতে স্থিতি করিতেছেন এবং আপনাকে এইরূপে বহুধারূপে প্রকাশ করিতেছেন।

বহুতরং চাবিকারেণৈবোক্তম্।

এরূপে বহু হইয়াও তাঁহাতে কোন বিকার উপস্থিত হয় না। রূপে রূপে তিনি যে আত্মপ্রকাশ করেন, সে প্রকাশ জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক এবং শক্ত্যাত্মক।

যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মক ইতি।

---

* এ সকল বেদান্তবচনের অনুবাদ ২২৪। ২৫ পৃষ্ঠায় দেখ।

রামানুজসম্প্রদায়।

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজো-ময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদ-মমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্.........তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ।

বৃ, আ, ৪। ৫। ১—১৯।*

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" এ শ্রুতির রামানুজীয় পাঠ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিঃ" (১।১।৪)। শ্রীমচ্ছঙ্কর "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এ অংশের সহিত সর্ব্বত্র "সর্ব্বানুভূঃ" এই পাঠ সংযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমদ্রামানুজ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের সহিত সর্ব্বত্র "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই অংশমাত্রের যোগ করিয়াছেন "সর্ব্বানুভূঃ" বা "সর্ব্বানুভূতিঃ" এ অংশের যোগ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, সে সকল স্থলে অসাধারণ ও সাধারণ জীবের ব্রহ্মের সহিত একতাপ্রদর্শনমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা উপরে সমগ্র মধুব্রাহ্মণটি শ্রীমদ্রামানুজীয় দর্শনের লক্ষ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, তিনি তেমন করেন নাই বলিয়া কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না, কেন না "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" এই শ্রুত্যংশ সহ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানু-ভূতিঃ" যখন তিনি সংযুক্ত করিয়াছেন তখন মধু ব্রাহ্মণের সমগ্র উদ্দেশ্য উহাতেই সিদ্ধ হইয়াছে। অন্য কোন বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকার ব্রহ্মকে "সর্ব্বানুভূতি" বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম সকলের অনুভূতি তিনি আপনি স্বানুভবস্বরূপ, এক শ্রীমদ্রামানুজই এ কথা বলিয়াছেন,

নিত্যমুক্তস্বপ্রকাশচৈতন্যৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ।

শরীরাত্মভাবে ঐক্যসাধনজন্য শ্রীমদ্রামানুজ সর্ব্বত্র অন্তর্যামিব্রাহ্মণ উদ্ধৃত করিয়া-ছেন, ইহা দেখিয়া এ কথা মনে করা উচিত নহে যে, তৎসম্প্রদায়ের কথা বলিতে গেলে ঐ ব্রাহ্মণেরই উল্লেখ সমুচিত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" এ শ্রুতি নহে। ধ্যেয় কি প্রাপ্য কি, এতন্নির্দ্ধারণ দ্বারা সেই সম্প্রদায়ের মূল মত নির্ণীত হয়। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বা-নুভূতিঃ" এই শ্রুতি ধ্যেয়ের স্বরূপনির্দ্ধারক বলিয়া তিনি যখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং মুক্তাবস্থায় তাঁহারই অনুভবিতা হইয়া স্থিতি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন, তখন এই শ্রুতি যে তৎসম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি তাহাতে কোন সংশয় নাই। 'ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণের আকর' ইহা আমাদেরই অনুভূতি, এ অনুভূতি ব্রহ্মানুভূতি নয় যদি এরূপ বলা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে "অশেষ কল্যাণের আকর" ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট করিয়া তাঁহার উপাসনা অসিদ্ধ হইয়া যায়। এ বিশেষণগুলি অসিদ্ধ হইলে তাঁহার সম্প্রদায় একেবারে ভূমিসাৎ হয়। শরীরাত্মভাবে ঐক্যসাধনে রামানুজীয় সম্প্রদায়ের কোন বিশেষত্ব নাই, উহাতে শ্রীকণ্ঠকৃত শৈবভাষ্যেরই বিশেষত্ব, এ অংশে রামানুজকৃত বেদান্তভাষ্য শৈবভাষ্যেরই ছায়ামাত্র। ব্রহ্মকে স্বানুভবস্বরূপে গ্রহণ-করা এবং তদনুভবিরূপে জীবের নিত্য বাস, ইহাই রামানুজকৃত

* ইহার অনুবাদ ১৪৭—৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

ভাষ্যের বিশেষত্ব এবং এই এক বিশেষত্বের জন্য বেদান্তের পক্ষচতুষ্টয়মধ্যে ইহার স্থান অপরের অনধিগম্য। মাধ্বভাষ্য জাগ্রদবস্থাসমুচিত; রামানুজভাষ্য অনুভূতির রাজ্য স্বপ্নাবস্থাসমুচিত, এ নিমিত্ত উহা তদবস্থামধ্যে নিপতিত।

বেণুরন্ধ্রের মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট একই বায়ু যেমন ষড়্‌জাদি বিবিধ বিশেষত্ব অভিব্যক্ত করিয়াও বায়ুই থাকে, তেমনি পরাত্মা চিদচিদ্বস্তুর মধ্য দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশমান হইয়াও আপনি যাহা তাহাই থাকেন। প্রকাশমান বৈশেষ্যগুলি তিনি নহেন তাঁহার প্রকার, তাঁহার শক্তি, তাঁহার বিভূতি, তাঁহার মহিমা, তাঁহার নিয়মনভূমি, তাঁহার অনুভবের অনুভাব্য, শ্রীমদ্রামানুজ যখন একথা বলিতেছেন, তখন তৎপ্রতি দোষারোপ সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মের তত্তদনুভববিশিষ্টত্ব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল, একথাও দোষযুক্ত নহে, কেন না প্রজ্ঞ ও অপ্রজ্ঞ, জ্ঞান ও বল (চিৎ ও অচিৎ), বিদ্যা ও অবিদ্যা, নাম ও রূপ জ্ঞেয়াকারে ব্রহ্মেতে নিত্য অবস্থিত বেদান্ত আপনি এ কথা বলিয়াছেন এবং সকল বাদীই ঐ সকল স্বীকার-করিয়া লইয়াছেন। প্রকাশমান যাহা কিছু সকলই সত্য মিথ্যা নহে, এ কথা বলাতেও আমরা তাঁহাতে কোন দোষ দেখিতে পাই না, বরং বেদান্তের প্রতি তাঁহার আনুগত্যই দেখিতে পাই।

শুক্তিরূপ্যমৃগতৃষ্ণোদকাদিদৃষ্টান্তানামপ্রামাণ্যমশ্রৌতত্বাৎ শ্রৌতত্বাৎপর্য্যবিরোধাচ্চ।

নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদিগণের প্রতি নিম্বার্কীয়গণ যে এই দোষ দিয়াছেন, সবিশেষাদ্বৈতবাদিগণ সর্ব্বথা সে দোষবর্জ্জিত। জীব ও জগৎ ভগবদ্বিভূতি, এ নিমিত্ত উহাদিগকে তত্ত্বস্বরূপে গ্রহণ-করিয়া শ্রীমদ্রামানুজ শরীরীত্বভাবে আত্মসিদ্ধান্ত স্থাপন-করিয়াছেন *।

শ্রুতিতে বহুধা ভেদদর্শন যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, উহা জগৎ ও জীব মিথ্যা বলিয়া নহে, কিন্তু জগৎ ও জীবের ব্রহ্মাত্মকতাদর্শনের বিরোধী ভেদদৃষ্টি তদ্দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে; 'তিনি বহু হইলেন' ইত্যাদি শ্রুতি সে সকল শ্রুতি দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে না। "দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যস্থাবরাদি-ভেদ-ভিন্ন জগৎকে ব্রহ্মাত্মকরূপে অনুসন্ধান শান্তির হেতু অভয়প্রাপ্তির হেতু ভয়ের হেতু নহে" ইহা যখন শ্রুতি আপনি বলিতেছেন, তখন নানাত্বদর্শনে ভয় হয় এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে,—এইরূপে ব্রহ্মেতে যে স্থিতিলাভ হয়, ভয় এই যে, কি জানি বা তদ্দ্বারা সে স্থিতি বিঘটিত হইয়া যায়। সবিশেষবাদিগণ ঐশ্বর্য্য হইতে তদনুরূপ জ্ঞান ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সুতরাং দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে আরোহণ ইঁহাদিগের পন্থা, নির্ব্বিশেষবাদিগণের পন্থা ইহার বিপরীত, তাঁহারা অদৃশ্য পরাত্মা হইতে দৃশ্যে অবতরণ করিয়াছেন।

---

* কৃৎস্নস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ সর্ব্বতত্ত্বাবস্থিতস্য পারমার্থিকস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া রূপত্বং শরীররূপতত্বাংশশক্তিবিভূত্যাদিশব্দৈস্তচ্ছব্দসামানাধিকরণ্যেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্য চিদ্বস্তুনঃ স্বরূপেণাবস্থিতিমবিমিশ্রতয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ স্থিতিঞ্চোক্ত্বা ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং পুণ্যাপাপাত্মককর্ম্মরূপাবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন স্বাভাবিকজ্ঞানরূপত্বানবসন্ধানমচিদ্রূপার্থকারতয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষং তদ্বিভূতিভূতঞ্চ জগদপি পারমার্থিকমেবেতি, জ্ঞায়তে।

শৈবসম্প্রদায়।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি। শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। স ক্রতুং কুর্ব্বীত।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ।

এষমআত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্-ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্ত স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।

শৈবসম্প্রদায়ের ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠ এই শ্রুতির উপরে যে আপনার ভাষ্য স্থাপন-করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। তিনি বলিতেছেন :—

পরমেশ্বর এব মনোময়ত্বাদিধর্ম্মকঃ। কুতঃ? পরব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্যৈব উপক্রমে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত' ইতি সর্ব্বকারণস্যোপাস্যত্বেনোপদেশাৎ, শ্রুতিতাৎপর্য্যঞ্চ—তজ্জলানিদং সর্ব্বং—ব্রহ্মাধীনজন্মস্থিতিধ্বংসকমেতৎ সর্ব্বং—চিদচিদ্রূপং ব্রহ্ম খলু ইতি শান্ত উপাসীত—ব্রহ্মেতি। যথা সাগরে সম্পন্নজন্মস্থিতিবিলয়বুদ্বুদকদম্বং তন্ময়মেব দৃশ্যতে, তথা শক্তিমতি ব্রহ্মণি সম্পন্নজন্মাদিকং তন্ময়ে চ তদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চন নোপলভ্যতে।......অতো ব্রহ্মণাপৃথক্সিদ্ধজন্মস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বাদস্য জগতস্তদ্ব্যতিরিক্ততা নাস্তি। (১।২।১)।

"পরমেশ্বরই মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট। কেন না উপক্রমে 'ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্‌ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া; অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম। শান্ত ভাবে উপাসনা করিবে' এই বলিয়া সর্ব্বকারণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই উপাস্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, এ সমুদায় তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অপৃথক্‌ভাবে স্থিত, তাঁহার ক্রিয়া। সুতরাং ব্রহ্মাধীন জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসশীল এ সমুদায় নিশ্চয় চিদচিদ্রূপ ব্রহ্ম, এই বলিয়া শান্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে উহার উপাসনা করিবেক। সাগরে বুদ্বুদসমূহের যে জন্ম স্থিতি ও লয় নিষ্পন্ন হয় তাহা সেই সাগরসমুৎপন্ন বলিয়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মে যে জন্মাদি নিষ্পন্ন হয় তাহা তন্ময়েতেই হয় তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই উপলব্ধির বিষয় হয় না। ··· যেহেতুক এই জগতের জন্ম স্থিতি ও প্রবৃত্তি ব্রহ্ম সহ অপৃথক্ থাকিয়া সিদ্ধ হয়, এজন্য জগতের ব্রহ্মব্যতিরিক্ততা নাই।"

প্রপঞ্চরূপা পরিচ্ছেদশূন্যা জ্ঞানানন্দসত্তা স্বভাবসিদ্ধা পরমশক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ। তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কিছুই সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মরূপতাবশতঃ প্রপঞ্চ দ্বেষাদির বিষয় নহে এ কথা সুস্পষ্টভাষায় তিনি বলিয়াছেন :—

সকলচিদচিৎপ্রপঞ্চমহাবিভূতিরূপা মহাসংবিদানন্দসত্তা দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্যা স্বাভাবিকী পরমশক্তিঃ শিবস্য স্বরূপঞ্চ গুণশ্চ ভবতি। তদ্ব্যতিরেকেণ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিত্ব সর্ব্বকারণত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব সর্ব্বোপাস্যত্ব-সর্ব্বানুগ্রাহকত্ব সর্ব্বপুরুষার্থহেতুত্বাদিকং সর্ব্বগতত্বঞ্চ ন সিধ্যতি।··· 'সর্ব্বং

খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি সর্ব্বচিদচিৎপ্রপঞ্চশরীরকং ব্রহ্মাভিধীয়তে, ততো ব্রহ্মরূপত্বাৎ প্রপঞ্চস্য মেধাদ্যবিষয়ত্বাৎ শান্ত এব ব্রহ্মোপাসীত। (১।২।১)।

তিনি তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিত্ব এইরূপে সমর্থন-করিয়াছেন :—

নন্থ তদনন্যত্বমিত্যভেদপ্রতিপাদনাৎ প্রপঞ্চব্রহ্মণোর্ভেদাভেদঃ সাধিতোভবতীতি চেৎ, ন. ভেদাভেদকল্পং বিশিষ্টাদ্বৈতং সাধয়ামঃ। ন বয়ং ব্রহ্মপ্রপঞ্চয়োরত্যন্তমেব ভেদবাদিনো ঘটপটয়োরিব তদনন্যত্বপরশ্রুতিবিরোধাৎ, ন চ ভেদাভেদবাদিনোবস্তুবিরোধাৎ কিন্তু শরীরশরীরিণোরিব গুণগুণিনোরিব কার্য্যকারণত্বেন বিশেষণবিশেষ্যত্বেন বিনাভাবরহিতত্বম্। ন হি মৃদ্বিনা ঘটো দৃশ্যতে নীলিমানং বিনা চোৎপলং, তথা ব্রহ্ম বিনা প্রপঞ্চশক্তিস্থিতিঃ শক্তিব্যতিরেকেণ ন কদাচিদপি ব্রহ্ম বিজ্ঞায়েত বহ্নিরিবৌষ্ণ্যং বিনা। যেন বিনা যন্ন জ্ঞায়তে তত্তেন বিশিষ্টমেব, তত্ত্বঞ্চ তস্য স্বভাব এব। অতঃ সর্ব্বথা প্রপঞ্চাবিনাভূতং ব্রহ্ম। তস্মাদনন্যদিত্যুচ্যতে। ভেদশ্চ স্বাভাবিকঃ। ততশ্চ বিশ্বস্মাদধিকমেব পরং ব্রহ্ম। কারণত্বকার্য্যত্বব্যবস্থা "ন তু দৃষ্টান্তাভাবাৎ" ইত্যত্র নিরূপিতম্। তস্মাদ্ভেদাভেদশ্রুতীনামবিরুদ্ধ এবায়ং মার্গঃ। (২।১।২২)।

সিদ্ধচিদচিচ্ছরীরকস্য পরব্রহ্মণঃ শিবস্য কারণতয়া কার্য্যতয়াচাবস্থানে গুণদোষব্যবস্থায়াং দৃষ্টান্তশব্দসদ্ভাবাৎ তত্র বেদান্তবাক্যসামরস্যমসমঞ্জসং ন ভবতি। কথম্? যথা শরীরস্য মনুষ্যাত্মনে বালত্ব যুবত্ব স্থবিরত্বাদিভাবেঽপি বালত্বাদয়ঃ শরীরএব সুখমাত্মন্যেব তদ্বদত্রাপি শরীরভূতচিদচিদ্বস্তুগতাজ্ঞানবিকারাদ্যনিষ্টানি শরীরভূতে চিদচিদ্বস্তুন্যেব তিষ্ঠন্তি নিরবদ্যত্বাবিকারিত্ব সার্ব্বজ্ঞ-সত্যসঙ্কল্পত্বাদয় আত্মভূতে পরব্রহ্মণি। (২।১।৯)।

"কার্য্য ও কারণের অনন্যতা প্রতিপাদন-করাতে প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের কি ভেদাভেদ সাধিত হইতেছে না? না, আমরা ভেদাভেদসদৃশ বিশিষ্টাদ্বৈত সাধন-করিতেছি। ঘট ও পটের মত আমরা ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের অত্যন্ত ভেদবাদী নহি, কেন না সেরূপ করিলে যে সকল শ্রুতিতে কার্য্য ও কারণের অনন্যতার উল্লেখ আছে, সে সকলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আমরা ভেদাভেদবাদীও নহি, কেন না একই বস্তু ভেদ ও অভেদ হইতে পারে না। তবে আমরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেন না উহাতে শরীর ও শরীরীর মত গুণ ও গুণীর মত [ভেদ ও অভেদ উভয়ই সম্ভবপর]। মৃত্তিকা এবং ঘট, গুণ ও গুণী এ দুইয়ের একটিতে কার্য্য ও কারণত্বে আর একটিতে বিশেষণ ও বিশেষ্যত্বে নিত্যানুস্যূততাবশতঃ প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব; কেন না মৃদ্বিনা যেমন ঘট দেখিতে পাওয়া যায় না নীলিমা বিনা উৎপল দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি উষ্ণতা বিনা অগ্নির মত শক্তি বিনা ব্রহ্ম কদাপি জ্ঞানের বিষয় হন না এবং ব্রহ্ম বিনা প্রপঞ্চশক্তির স্থিতি জ্ঞানের বিষয় হয় না। যাহা বিনা যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় না তাহা তদ্বিশিষ্ট এবং তাহাই তাহার স্বভাব ও তত্ত্ব। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বথা প্রপঞ্চ সহ নিত্যানুস্যূত; অথচ ভেদও স্বাভাবিক এবং পরব্রহ্ম বিশ্ব হইতে অধিক। কারণত্ব ও কার্য্যত্বের গুণদোষের ব্যবস্থা কিরূপে হয় তাহা 'ন তু দৃষ্টান্তাভাবাৎ' এই সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে।"

"চিদচিত্তনুবিশিষ্ট পরব্রহ্ম শিবের কারণ ও কার্য্যরূপে স্থিতিতেও গুণ ও দোষের ব্যবস্থা কিরূপে হইতে পারে তাহার যখন দৃষ্টান্ত আছে, তখন বেদান্তবাক্যসমূহের সমরস-

তার কোন অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে না। কেন? না, মনুষ্যাদি আত্মার শরীরে বালত্ব-যুবত্ব-স্থবিরত্বাদি থাকিলেও আত্মাতে যেমন সুখ, তেমনি এস্থলেও শরীরভূত চিদচিদ্বস্তুতে অজ্ঞানবিকারাদি যে অনিষ্ট আছে তাহা শরীরভূত চিদচিদ্বস্তুতেই থাকে, নির্দ্দোষত্ব অবিকারিত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসঙ্কল্পত্বাদি আত্মভূত পরব্রহ্মেতেই অবস্থান করে।"

শ্রীমদ্রামানুজ পরব্রহ্মকে স্বানুভবস্বরূপ বলিয়াছেন, শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠ পরব্রহ্মেরও বাহ্যেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মন আছে এই নির্দ্ধারণ করিয়া মুক্তপুরুষ যেমন তেমনি পরব্রহ্মও মনের দ্বারা আনন্দভোগ করেন এই মত স্থাপন করিয়াছেন।

'মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে' ইতি বাহ্যেন্দ্রিয়াদ্যভাবো হি মুক্তস্য শ্রূয়তে 'সত্যাত্মপ্রাণারামং মন আনন্দম্' ইতি। আত্মন্যেবারামো ন বাহ্যে, মনস্যেবানন্দো ন বাহ্যে করণে ইতি হি তত্র নিরুক্তিঃ (৪।৪।১১)।

অত্র সচ্চিদানন্দরূপপরমাকাশরূপং ব্রহ্ম স্বরূপানন্দং মনসৈবানুভবতি বাহ্যকরণনিরপেক্ষমিতি সিদ্ধং 'মন আনন্দম্' ইত্যনেন। ইদমেব জ্ঞাপকং ব্রহ্মভাবমাপন্নানাং মুক্তানাং নিরতিশয়স্বরূপানন্দানুভব-সাধনং বাহ্যকরণনিরপেক্ষমন্তঃকরণমস্তীতি। (১।১।২)।

ব্যাখ্যাকর্ত্তা দীক্ষিত এস্থলে 'মন আনন্দম্' এই শ্রুতির ভট্টভাস্করকৃত ব্যাখ্যা তুলিয়া ঈদৃশ ব্যাখ্যার সমর্থন-করিয়াছেন :—

ভট্টভাস্করেণাপি যজুর্ব্বেদারণ্যকভাষ্যে 'মন আনন্দম্' ইতি বাক্যমিত্থমেব ব্যাখ্যায়োক্তম্ 'ইদমেব লিঙ্গং মুক্তাত্মনামীশ্বরস্য চ মনোবিশেষোঽস্তীত্যত্র' ইতি।

শিবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠকৃত ভাষ্য সুষুপ্ত্যবস্থাসমুচিত, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ কি, তৎপ্রদর্শন প্রয়োজন। তাঁহার মতে স্বাধীন অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ বাগিন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ মুক্তব্যক্তি প্রাকৃত প্রপঞ্চ দেখেন না। পরব্রহ্মই নিরতিশয়ানন্দ প্রপঞ্চাকার হইয়া তাঁহার দর্শনগোচর হন। এরূপ দর্শনের কারণ সুখস্বরূপ ভূমা পরমপুরুষে মগ্ন ভাবে স্থিতি। এ সম্বন্ধে তাঁহার মীমাংসা এই :—

ননু পূর্ব্বত্রাধিকরণে 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইতি মুক্তানাং ব্রহ্ম সাদৃশ্যমভিহিতম্। ততো ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যমুপাগতা মুক্তাত্মানস্তৎপৃথগ্‌ভূতা বর্ত্তন্ত ইতি সিদ্ধম্। 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা' ইতি ভূমশব্দবাচ্যে ব্রহ্মণি দৃষ্টে তন্নিষ্ঠভেদপ্রপঞ্চদর্শনাদিনিষেধঃ ক্রিয়তে।

কথমিদং সাঙ্গত্যমিতি চেৎ, ভূম্নি প্রত্যক্ষে 'নান্যৎ পশ্যতি' ইত্যাদেরয়মভিপ্রায়ঃ। নিরতিশয়সুখ-স্বভাবে যস্মিন্ সাক্ষাৎকৃতে সুখান্তরাভিলাষেণ রূপাদিবিষয়দর্শনাদৌ ন প্রবর্ত্ততে যন্মগ্নঃ পুরুষঃ, স ভূমা ব্রহ্মেতি, ব্রহ্মেতি ব্রহ্মানন্দলবপরমাণবো হি বিষয়সুখবিশেষঃ. তথা হি শ্রুতিঃ 'এতস্যৈবানন্দস্যা-ন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি। তস্মাদিহ ব্রহ্মণি ন দ্বৈতনিষেধপ্রসক্তিঃ।

প্রপঞ্চে সত্যেব কথং মুক্তানামপুরুষার্থস্য তস্য দর্শনং পরিহ্রিয়ত ইতি ন বিচার্য্যম্। ন হি মুক্তাত্মনা প্রাকৃতপ্রপঞ্চোদর্শনবিষয়ঃ কিন্তু নিরতিশয়ানন্দস্বরূপং ব্রহ্মৈব প্রপঞ্চাকারেণ দর্শনগোচরো ভবতি। তথাহি শ্রুতিঃ 'এতৎ ততো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্মপ্রাণারামম্' ইতি 'প্রাপ্নোতি বাক্‌পতিম্' 'আপ্নোতি মনস্পতিম্' ইত্যাদিনা মুক্তাত্মা প্রস্তুতঃ। তস্য 'বাক্‌পতিম্' ইত্যাদিনা স্বাধীনাঃ প্রাকৃতবিশুদ্ধবাগিন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধ উক্তঃ। তস্য পুনস্তাদৃশাবস্থাপ্রাপ্ত্যনন্তরমেতদৃশ্যমানং প্রাকৃতপ্রপঞ্চ-

ত্মানমাকাশশরীরং চিদম্বরপ্রকাশশরীরং ব্রহ্মৈব ভবতীতি তাৎপর্য্যরহস্যার্থঃ। ততো মুক্তানাং ব্রহ্মণা সাদৃশ্যং ; তৎসমরসীভূতপ্রপঞ্চদর্শিত্বমিতি সর্ব্বং সমীচীনম্। (১।৩।৯)।

দৃশ্যমান সমুদায় বিষয়ের প্রাকৃতভাব তিরোহিত হইয়া গেল, সকলই আনন্দাকার ধারণ করিল, মুক্তব্যক্তির দৃক্‌শক্ত্যাদি প্রাকৃত বিষয় নহে কিন্তু তৎস্থলে আনন্দময় ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। এটি কি সুষুপ্ত্যবস্থা ? হাঁ সুষুপ্ত্যবস্থাই বটে, কেন না সুষুপ্ত্যবস্থার বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই "যাহা তিনি দেখেন না, দেখিয়াই তাহা দেখেন না। দ্রষ্টা অবিনাশী তাই তাঁহার দৃক্‌শক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি দেখিবেন।" দৃশ্যমান জগৎ এখন তাঁহা হইতে বিভক্ত নাই, সুতরাং উহাকে তিনি দেখেন না বটে কিন্তু যাঁহার সঙ্গে তিনি নিত্য অনুস্যূত, দৃক্‌শক্তির অবিলোপবশতঃ সেই আনন্দঘন পরব্রহ্মকে তিনি দর্শন করেন। দৃক্‌শক্তিসম্বন্ধে যেমন শ্রবণশক্ত্যাদিসম্বন্ধেও সেই একই কথা। তাই উপনিষৎ সুষুপ্ত্যবস্থাসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"সলিলে সলিলসদৃশ একমাত্র দ্রষ্টা দ্বিতীয়শূন্য হন। হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মলোক……। ইহাই ইঁহার পরমগতি, ইহাই ইঁহার পরমসম্পদ্, ইহাই ইঁহার পরমলোক, ইহাই ইঁহার পরম আনন্দ। এই আনন্দের কণা অপরাপর প্রাণী ভোগ করিয়া থাকে।" "এই আনন্দের কণা অপরাপর প্রাণী ভোগ করিয়া থাকে" এই শ্রুতির বলে শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রপঞ্চদর্শনাদিজন্য সুখ ব্রহ্মানন্দেরই কণা, সুতরাং ব্রহ্মেতে দ্বৈতবস্তুনিষেধ নিষ্প্রয়োজন, কেন না আনন্দ ভিন্ন তাঁহাতে আর কিছুই নাই। সমুদায় প্রপঞ্চ সেই আনন্দেরই কণা।

শাঙ্কর সম্প্রদায়।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। বৃহ ৩। ৪। ১০।

শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠ শাঙ্কর সম্প্রদায়কে নিরন্বয়বাদী নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মধ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকণ্ঠ পর্য্যন্ত সকলেই অন্বয়বাদী, কেন না ইঁহারা জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধ নিত্য ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর একা নিরন্বয়বাদী, কেন না তিনিই কেবল জগৎ ও জীবের সহিত অসম্বদ্ধ ব্রহ্মকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "অথাত আদেশো নেতি নেতি" (৪।৩।৬) শ্রুতির এ অংশের অর্থ অন্বয়বাদিগণের মতে 'এই পর্য্যন্ত নয় এই পর্য্যন্ত নয়' নিরন্বয়বাদী ভাষ্যকারের মতে মূর্ত্তও নয় অমূর্ত্তও নয়। মাণ্ডুক্য উপনিষৎকে আমরা সমুদায় উপনিষদের ব্যাখ্যাস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আমরা তুরীয়ের বর্ণনস্থলে দেখিতে পাই :—"যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, বহিঃপ্রজ্ঞ নন, উভয়প্রজ্ঞ নন, প্রজ্ঞানঘন নন, প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণরহিত, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত। ইঁহাকেই পণ্ডিতেরা চতুর্থ বলিয়া মনে করেন। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।" (৭১পৃ)। এখানে আমরা

দেখিতে পাইতেছি, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও তদন্তরালে এবং পরা ও অপরা প্রকৃতিতে যিনি স্থিতি করেন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তুরীয় গৃহীত হইয়াছেন ; নিষেধস্থলে প্রাজ্ঞকে গ্রহণ-করা হয় নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত করিয়া শ্রুতি নিবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নহে, জীব-ও-জগৎ-সংসৃষ্ট বহিঃপ্রজ্ঞাদির নিষেধ করিয়া 'একাত্মপ্রত্যয়সার' এই বাক্যে যাঁহাদিগের নিষেধ হইল তাঁহাদিগের মধ্যে যে পরাত্মার স্থিতি আছে জগৎ ও জীবকে পরিহার-করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার যে বলিয়াছেন সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব এস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে এ কথা সিদ্ধ হইতেছে না, কেন না 'শান্ত শিব ও অদ্বৈত' বলাতে তুরীয়েতে বিশেষত্ব উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠ শিবনামেই ব্রহ্মকে গ্রহণ-করিয়াছেন, শ্রীমদ্রামানুজ শিবশব্দের কল্যাণার্থগ্রহণপূর্ব্বক অশেষ কল্যাণ-গুণ ব্রহ্মেতে স্বীকার করিয়াছেন। যে শ্রুতিটীকে আমরা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই শ্রুতিস্থ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নহেন, কেন না "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" এ অংশ এই বলিতেছে যে, যেহেতুক তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান (৩৮৫পৃ) তাই তিনি সকল হইলেন (৩৮১পৃ)। "তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম" (১৩৫পৃ) এ শ্রুতি ব্রহ্মকে এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমতঃ 'নামরূপ যাঁহার মধ্যে' এই অর্থ করিয়া তৎপর 'যিনি সেই নামরূপের মধ্যে নামরূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আছেন' এই অর্থ করিয়াছেন। এ উভয় অর্থেই ব্রহ্ম সহ সম্বদ্ধ হইয়া নামরূপের নিত্যকাল স্থিতি প্রকাশ পাইতেছে। মাণ্ডুক্য তুরীয় ব্রহ্ম হইতে প্রাজ্ঞকে (ঈশ্বরকে) স্বতন্ত্র করেন নাই, শ্রীমচ্ছঙ্কর তাহা করিতে গিয়া অকৃতার্থ হইয়া-ছেন ; কেন না ব্রহ্ম জগৎকারণ এ কথা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। শক্তি বিনা জগৎকারণত্ব সম্ভবে না, সুতরাং শক্তিও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শরীরাদধিকমন্যৎ তদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ক্রমঃ।
(২ । ১ ' ২২)

ব্রহ্মেতে অনভিব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত নাম ও রূপ সেই শক্তি, ইহা তিনি আপনি বলিয়াছেন। নামরূপ আছে ইহাও বলা যায় না নাই ইহাও বলা যায় না, এজন্যই এই শক্তি অনির্ব্বচনীয়। এই আছে এই নাই জগতের এই স্বভাব দেখিয়া বৌদ্ধগণ 'অস্তি নাস্তি' সাধারণ লোকের নিকটে প্রচার করিয়াছিলেন এবং এ মত সহজে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, সুতরাং শ্রীমচ্ছঙ্করের এ মত বুদ্ধিগম্য নহে ইহা বলা যাইতে পারে না, তবে জগৎ ও জীব মিথ্যা এ মত বেদান্তসম্মত বলিয়া উপস্থিতকরা বিচারসহ নহে।

ব্যবহারাবস্থায়ান্তূক্তঃ শ্রুতাবপীশ্বরাদি ব্যবহারঃ। পরমার্থাবস্থায়ামীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ (২ । ১ । ১৪)।

এই দুটী কথায় শ্রীমচ্ছঙ্করের সমগ্র মত সংক্ষেপে প্রকাশ পায়।

উপরে যেরূপ বলা হইল তাহাতে শ্রীমচ্ছঙ্কর আপনার মতকে বেদান্তসম্মত বলিয়া কিরূপে উপস্থিত করিলেন ? অন্যান্যবাদিগণ জগতের বিভক্তাবস্থা শ্রীমচ্ছঙ্কর অবিভক্তা-

বস্থা গ্রহণ-করিয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন, এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে আর তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে না। অবিভক্তাবস্থা হইতে বিভক্তাবস্থায় সমাগম, বেদান্তের সর্ব্বত্র যখন বর্ণিত আছে এবং যোগে অবিভক্তাবস্থা উপস্থিত হয়, ইহা যখন বেদান্তের স্থিরতর মত, তখন শ্রীমচ্ছঙ্করকে বেদান্তবিরোধী মতের স্থাপয়িতা বলিয়া তৎপ্রতি দোষারোপ অবিচার। অবিভক্তাবস্থা সকলের মূল, সেই মূল হইতে তিনি জগৎ ও জীবে অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি নিন্দনীয় হইবেন কি প্রকারে? ব্রহ্ম চিরশক্তিসমন্বিত, তিনি কখন নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না, অন্বয়বাদিগণের এ নির্দ্দেশ চিন্তাপ্রণালীর প্রতি উপেক্ষা-করিয়া নিবদ্ধ হইয়াছে। কোন একটি বস্তুকে সর্ব্বসম্বন্ধবিবর্জ্জিত করিয়া চিন্তা করিতে না পারিলে সে বস্তুটি আপনি কি ইহা কখন আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না, সুতরাং সম্বন্ধসত্ত্বেও সম্বন্ধবিবর্জ্জিত করিয়া চিন্তা করা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রণালী, এ প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া অবিমিশ্র-বস্তুনির্ণয় কদাপি সম্ভবে না। এ সম্বন্ধে যে তাঁহার পরিষ্কার জ্ঞান ছিল না এ কথাই বা আমরা কি প্রকারে বলিব? লয়প্রণালীতে জগৎ উড়াইয়া দেওয়া জ্ঞানে সিদ্ধ হয় কার্য্যতঃ হয় না, এ কথা যখন তিনি বলিয়াছেন, তখন তিনি স্বপ্নদর্শী ছিলেন এ কথাই বা কি প্রকারে বলা যায়? ব্রহ্ম চিরশক্তিমান্ এ কথা কি আর তিনি কখন অস্বীকার করিয়াছেন? তিনি তো বলিয়াছেন,

প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরথাঽঽকস্মিকত্ব-প্রসঙ্গাৎ (১।৩।৩০)।

তিনি কার্য্য ও কারণের নিয়ত এরূপ অভিন্নভাবে স্থিতি পরিগ্রহ-করিয়াছেন যে কার্য্য ও কারণের ভেদ বা আশ্রয়াশ্রিতভাব স্বীকার না করিয়া কারণের সংস্থানমাত্রকে তিনি কার্য্য বলিয়াছেন।

ন হি কার্য্যকারণয়োর্ভেদ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগম্যতে। কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যমিত্যভ্যুপগমাৎ (২।২।১৭)।

আধুনিকগণ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশকেই দৃশ্যমান বিষয়সমূহ বলিয়া নির্দ্দেশ-করেন। শক্তিই তাঁহাদের মতে আদিকারণ। শ্রীমচ্ছঙ্করমতে কারণের আত্মভূত শক্তি শক্তির আত্মভূত কার্য্য, কার্য্য কারণের সংস্থানমাত্র। তাঁহার এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন তেমনি পরেও কার্য্য কারণের অনতিরিক্ত হইয়া স্থিতি করে।

যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে ন তৎ তত্র উত উৎপদ্যতে যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তে-রনন্যত্বাদুৎপন্নমপ্যনন্যদেব কারণাৎ কার্য্যমিত্যবগম্যতে (২।১।১৬)।

কার্য্য ও কারণ এরূপ অনতিরিক্ত হইয়াও কি প্রকারে ভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা তিনি সমুদ্র ও তাহার ফেনবুদ্বুদ ও তরঙ্গাদির দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনবীচিতরঙ্গবুদ্বুদাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতর-সংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে (২।১।১৩)।

তস্মাতে সুষুপ্তি ও প্রলয়েতেও জীবের বুদ্ধিসহকারে সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না; যদি বিলুপ্ত

হইত তাহা হইলে তাহার বুদ্ধিতে জগৎ পুনরায় প্রতিভাত হওয়া কখন সম্ভবপর হইত না।

অয়মপি বুদ্ধিসম্বন্ধঃ শক্ত্যাত্মনা বিদ্যমানএব সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ পুনঃ প্রবোধপ্রসবয়োরাবির্ভবতি। এবং হ্যেতদ্যুজ্যতে। ন হ্যাকস্মিকী কস্যচিদুৎপত্তিঃ সম্ভবতি অতিপ্রসঙ্গাৎ (২।৩।৩১)।

যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নয়নগোচর হয়, সে সকল তত্তৎকারণমধ্যে নিয়ত কাল বিদ্যমান থাকে, যদি না থাকিত তাহা হইলে যে কোন পদার্থ হইতে যে কোন অভিলষিত বিষয় আমরা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতাম। তিনি তাই স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন :—

দধিঘটরুচকাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকাসুবর্ণাদীন্যুপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে। ন হি দধ্যর্থিভির্মৃত্তিকোপাদীয়তে, ন ঘটাদ্যর্থিভিঃ ক্ষীরম্। তদসৎকার্য্যবাদে নোপপদ্যতে (২।১।১৮)।

রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি শুক্তিতে রজতভ্রান্তি—দুটির একটি সত্য না হইলে যে কদাপি ঘটিতে পারে না, একথা কিছু তাঁহার অবিদিত ছিল না, সুতরাং এ দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন-করিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে না। মাণ্ডুক্য ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন :—

ন হি রজতসর্পপুরুষমৃগতৃষ্ণিকাদিবিকল্পাঃ শুক্তিকারজ্জুস্থাণূষরাদিব্যতিরেকেণাবস্ত্বাস্পদাঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্।

জীব সম্বন্ধে অন্যান্যবাদিগণ সহ তাঁহার যে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহাও কার্য্যতঃ কিছু নয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কেন না জীবের অনাদি কাল হইতে স্থিতি তিনি অস্বীকার করেন নাই। জগৎ যেরূপ ব্রহ্মসত্তাসাপেক্ষ জীবও সেইরূপ ব্রহ্মসত্তাসাপেক্ষ, তৎসত্তায় জীব ও জগতের সত্যত্ব; 'সদাত্মনা সত্যত্বমভ্যুপগমাৎ' এ কথা বলাতে জীব মিথ্যা হইয়া যাইতেছে না। প্রলয়ে জীবের স্থিতি তিনি যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, আত্যন্তিক লয়ে জীব ও জগৎকে মিথ্যাভূত করিয়া দিয়া তিনি কেবল ব্রহ্মমাত্রকে অবশেষ রাখেন, অন্যান্য আচার্য্যগণ তখনও সূক্ষ্মভাবে জীব ও জগতের ব্রহ্মেতে স্থিতি মানেন, এ প্রভেদ আমাদের মতে অকিঞ্চিৎকর। আত্যন্তিক লয়ের পর যদি আবার জগৎ ও জীবের অভ্যুদয় না হয় তাহা হইলে তদ্বিষয়ে বিচার বৃথা, কেন না সে অবস্থা আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় না, বুদ্ধিগোচর করিতে গেলে যে ব্যক্তি উহা বুদ্ধিগোচর করিবে সে আপনার সত্তা অবিলুপ্ত না রাখিয়া বুদ্ধিগোচর করিবে কি প্রকারে? প্রতিলয়ের অন্তে জীব ও জগতের অভ্যুদয় হয় এ কথা বলিয়া ব্রহ্মেতে সূক্ষ্মভাবে জীব ও জগতের স্থিতি যখন তিনি মানিতেছেন, তখন তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ভগবদাজ্ঞা বিনা সংসার হয় না, তাঁহার অনুগ্রহ বিনা মোক্ষসিদ্ধি হয় না, এ কথা যখন তিনি বলিতেছেন তখন তাঁহার সহিত কোন বাদীরই বিবাদে প্রবৃত্ত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত, কেন না অমুক বিষয় ঈশ্বর ইচ্ছা-করেন বা ইচ্ছা-করেন না এটি আমাদের মতমাত্র, এ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ

বিফল। ঈশ্বরের আজ্ঞা-ও-অনুগ্রহবিষয়ে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকল বাদীরই শিরোধার্য্য।

অবিদ্যাবস্থায়াং কার্য্যকারণসংঘাতাবিবেকদর্শিনো জীবস্যাবিদ্যাতিমিরান্ধস্য সতঃ পরস্মাদাত্মনঃ কর্ম্মাধ্যক্ষাৎ সর্ব্বভূতাধিবাসাৎ সাক্ষিণশ্চেতয়িতুরীশ্বরাৎ তদনুজ্ঞয়া কর্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণস্য সংসারস্য সিদ্ধিঃ তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি (২ । ৩ । ৪১)।

এতদূর যাহা বলা গেল তাহাতে শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং অন্যান্য বাদিগণের মধ্যে বিরোধের কারণ অতি সামান্য বলিয়া প্রতীত হইল। বিরোধ প্রথমতঃ প্রণালীগত ; তাঁহারা জগজ্জীব হইতে পরাত্মাতে আরোহণ করিয়াছেন, ইনি পরাত্মা হইতে জগজ্জীবে অবরোহণ করিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন ;—

সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বোহ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বো লোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মা চ ব্রহ্ম (১ । ১ । ১)।

আমি আছি (অহমস্মি) এই সর্ব্বজনের অনুভবকে তিনি নিজকৃত ভাষ্যের মূলভিত্তি করিয়াছেন। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে বৃহদারণ্যক নিরতিশয় আধ্যাত্মিক, শ্রীমচ্ছঙ্কর উহাকেই নিজমতস্থাপনের নিমিত্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যান্য উপনিষদ্-গুলিকে ব্যাবহারিক পক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছেন। দৃশ্যাদৃশ্য যাহা কিছু সকলই তন্মতে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সত্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে নহে। আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় স্বপ্নসৃষ্টি পারমার্থিক নহে এ কথা বলিয়াও যে তিনি বলিয়াছেন,

ন চ বিয়দাদিসর্গস্যাপ্যাত্যন্তিকসত্যত্বমস্তি (৩ । ২ । ৪)।

"আকাশাদি সৃষ্টিও আত্যন্তিক সত্য নয়," তাহাতে দৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নবৎ হইতেছে না, কিন্তু উহাতে নিয়ত রূপান্তরতা আছে বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় উহা আত্যন্তিক সত্য নহে ইহাই আসিতেছে।

একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোহর্থঃ স পরমার্থঃ (২ । ১ । ১১)।

ব্রহ্মই কেবল নিয়ত ব্রহ্মরূপেই স্থিতি করেন, আকাশাদি সেরূপ নহে, সুতরাং উহারা ব্রহ্মবৎ আত্যন্তিক সত্য কিরূপে হইবে ?

প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি (৩ । ২ । ৪)।

যত দিন না ব্রহ্মাত্মদর্শন হয়, ব্রহ্মে সমুদায় জগৎ বিলীন হইয়া এক ব্রহ্মরূপই দর্শনের বিষয় হন, তত দিন আকাশাদি সমুদায় যেমন আছে তেমনি দেখায়, এ কথা বলাতে শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠের সহিত ইহার মতের একতা ঘটিয়াছে। তবে প্রভেদ এই যে, জগৎকে স্বপ্নবৎ দর্শন করাকেই ইনি সিদ্ধাবস্থা বলিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠ স্বপ্ন নয় আনন্দে মগ্নভাবকেই সিদ্ধের লক্ষণ করিয়াছেন।

অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক লইয়া যে বিরোধ তাহা এক 'ব্রহ্মাত্মদর্শনে' নিবৃত্ত হইতেছে, যথার্থ বিরোধ জীবকে লইয়া। তাঁহার মতে জীবে ও

ব্রহ্মে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই, একই বস্তু। যাঁহারা ঈদৃশ মতের বিরোধী তাঁহাদিগেরই মতখণ্ডনের জন্য তাঁহার এই ভাষ্যরচনা।

তেষাং সর্ব্বেষামাত্মৈকত্বসম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানাং প্রতিষেধায়েদং শারীরকমারব্ধমেকএব পরমেশ্বরঃ কূটস্থনিত্যো বিজ্ঞানধাতুরবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবদনেকধা বিভাব্যতে নান্যোবিজ্ঞানধাতুরস্তীতি (১।৩।১৯)।

সুতরাং অপরের মতখণ্ডনে অতিশয় নির্ব্বন্ধবশতঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ" (১২।১১ [৯]) ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ অতি স্পষ্ট হইলেও উহাদের ভাবান্তর ঘটাইতে তিনি যত্ন করিয়াছেন। যে বৃহদারণ্যক তাঁহার ভাষ্যরচনার অবলম্বন, সেই বৃহদারণ্যকও জীবের আদি হইতে অপূর্ণতা এবং ভগবদর্চ্চনায় তাহার সামর্থ্য স্বীকার-করিয়াছেন (৩৭২। ৩৬৬পৃ), অথচ তিনি তাহা গণনায় আনেন নাই। এখানেই অন্যান্যবাদিগণ অতি দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতখণ্ডন করিয়াছেন, এবং সে সকল খণ্ডনের যে উত্তর নাই, তাহা বলা অতিরিক্ত। নামরূপ জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞেয় এবং জ্ঞেয়ত্ববশতঃ উহারা যেমন অপরিহার্য্য তেমনি জীবও তাঁহার জ্ঞেয়, এ কথা বলিলে কোন গোল থাকিত না। স্বয়ং শ্রুতিই যখন 'প্রজ্ঞ ও অপ্রজ্ঞকে' পরাত্মা হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন, তখন তিনিও যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে কি ক্ষতি হইত? তিনি জীব ও প্রাজ্ঞকে এক করিয়াছেন (১।৪।৬) ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে শ্রুতি প্রজ্ঞের মত প্রাজ্ঞকেও নিষেধের বিষয় করিতেন, নিষেধ না করিয়া প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্মকে একই বস্তু করিতেন না। প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্ম শিবস্বরূপে এক তিনিও পাকতঃ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, যদি না করিতেন তাহা হইলে পরাত্মার আজ্ঞা ও অনুগ্রহ কখন মানিতেন না। যা'ক, যখন তিনি আত্যন্তিক লয়ের পূর্ব্বে জীবের জীবরূপে স্থিতি স্বীকার-করিয়াছেন, আত্যন্তিকলয় বিবাদাস্পদ, তখন অপরাপর আচার্য্যগণের সঙ্গে এ মতভেদ আমাদের মতে অকিঞ্চিৎকর *।

বেদান্তসম্মত চারিটী অবস্থার সঙ্গে এই চারিটি সম্প্রদায়ের যোগ আমরা প্রদর্শন করিলাম, বিষ্ণুস্বামি-ও-নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের মত যখন ইহাদেরই মিশ্র তখন আর সে

* ঈশ্বরানুগ্রহে মল অপনীত হইয়া জীব ও ব্রহ্মের মিথ্যাভেদ অপনীত এবং জীবের সম্যক্ লয় হয় ভাষ্যকার বলিতেছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্পেন্সার তত দূরও প্রতীক্ষা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন;—

And then the consciousness itself—what is it during the time that it continues? And becomes of it when it ends? We can only infer that it is a specialized and individualized form of that Infinite and Eternal Energy which transcends both our knowledge and our imagination; and that at death its elements lapse into the Infinite and the Eternal Energy whence they were derived

দুই সম্প্রদায়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, অন্যত্র উহাদের যে সামান্য * উল্লেখ আছে তাহাই যথেষ্ট। মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতিতে ভাষ্যচতুষ্টয়ের উপরে যে অতি সূক্ষ্ম বিচার আছে, উহা এই চারি-সম্প্রদায়সম্বন্ধে, অন্য দুই সম্প্রদায়ের উহাতে কোন উল্লেখ নাই। হয় মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতি এ দুই সম্প্রদায় হইতে প্রাচীন, না হয় উহারা অপ্রধান বলিয়া বিচারের বিষয় হয় নাই। বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য কোন সম্প্রদায় উৎপন্ন করে নাই, সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমদ্রামানুজ লক্ষ্মণনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এ নিমিত্ত তিনি সেই নামে মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছেন।

উপসংহার।

উপরি উদিত চারিটি পক্ষ প্রত্যক্ষমূলক। বেদান্ত প্রত্যক্ষশাস্ত্র, উহাতে অনুমানের প্রাধান্য নাই। সূত্রকারের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এ বাক্য আমাদের এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়মূল করিতেছে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং তদতীত অবস্থা আমরা জীবনে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। বেদান্তে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এই অবস্থাচতুষ্টয়ের অনুরূপ। সুষুপ্তির প্রক্রমে যে আনন্দানুভব থাকে, উহার ক্রমিক গভীরতায় আর সে অনুভবও থাকে না সর্ব্ববিলয় উপস্থিত হয়। এইটিকে সৃষ্টির প্রাগবস্থা বলিয়া গ্রহণ-করা যাইতে পারে। সর্ব্ববিলয়ে পরব্রহ্ম আপনাতে আপনি স্থিতি করেন। এই অবস্থা লক্ষ্য-করিয়া বেদান্ত বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ"। সর্ব্ববিলয়ে আপনার অভ্যন্তরে অবিভক্তভাবে বিদ্যমান জীব ও জগৎকে তিনি বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন, বেদান্তের এই কথা-গুলিতে উহা প্রকাশ পায়—"তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি"। জীব ও জগতের সত্তার মূল তিনি, তাঁহারই সত্তায় উহাদের সত্তা, তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ"। 'তাই তিনি সকল হইলেন' এস্থলে যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া অভিহিত হইয়াছে, তাহাতেই তৈত্তিরীয় কথিত 'তিনি আপনাকে আপনি করিলেন' এ অংশের প্রকৃতার্থ প্রকাশ পাইতেছে। এখানে 'আপনাকে' কে? যিনি 'আপনাকেই জানিলেন আমি ব্রহ্ম'। আমার ভিতরে সকল আছে যাঁহাতে এই জ্ঞান বিদ্যমান, তিনি আপনাশব্দের বাচ্য। আপনার ভিতরে আছে কি? নামরূপ জ্ঞানবল (চিৎ অচিৎ)। 'আপনাকে আপনি করিলেন' বা 'সকল হইলেন' কিরূপে? নামরূপ-বা-জ্ঞানবলের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার আত্মজ্ঞান প্রকাশ করিলেন, এবং সেই জ্ঞান—বেণুরন্ধ্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ-মান বায়ু যেমন স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া ষড়্জাদি বিবিধ বিশেষ স্বর প্রকাশ করে তেমনি —নামরূপ বা জ্ঞানবলের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া বিচিত্র জগৎ প্রকাশ করিয়াছে। এই বিচিত্র জগৎ প্রথমে বিজ্ঞানঘনরূপে বিদ্যমান, জীববুদ্ধিতে উহার বিভক্তাবস্থা প্রকাশ পায় নাই, সকলই চিদাকার, সুতরাং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এ বাক্য হইতে উহা ভিন্নাকার প্রাপ্ত হয় নাই। এ সময়ে অগ্ন্যাদিদেবগণ, পুরুষাকার ঋষিগণ এবং

* আর্যধর্ম্ম ও তদ্ব্যাখ্যাতৃগণ।

অপর সকলেই চিদাকারে প্রকাশমান। এই অবস্থা সুষুপ্তির অবস্থা এবং তৎকালে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" এই বাক্য লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত। সুষুপ্তির বিলয়ে যখন অনুভূতির সময় উপস্থিত, তখন "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" বা "সর্ব্বানুভূতিঃ" এই শ্রুতিরা বিষয় সমাগত। এইটি স্বপ্নাবস্থা এবং জীবের সন্নিধানে মানসজগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অনুভূতি আত্মপ্রকট করিল। এই সকল পদার্থ যখন রূপের আশ্রয়গ্রহণ করিল, তখন "রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" এই শ্রুতির বিষয় হইয়া জাগ্রদবস্থা জীবগোচর হইল। "সর্ব্বভূতান্তরাত্মার" এই যে বাহ্যে অভিব্যক্তি হইল ইহা কি আকাশ? শ্রীমন্মধ্ব বলিতেছেন—জ্ঞানাকার, ঐশ্বর্য্যাকার এবং শক্ত্যাকার। শ্রীমন্মধ্ব যাহা বলিয়াছেন তদপেক্ষা সৃষ্টিতত্ত্ব আর কোন পরিষ্কার ভাষায় বলা যাইতে পারে কি না তৎপক্ষে সন্দেহ।

দৃশ্যমান জগৎ আমাদের নিকটে কি প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে? ঐশ্বর্য্যাকারে শক্ত্যাকারে। এ সমুদায় কি দেখিতেছি? ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দেখিতেছি, তাঁহার বিচিত্র শক্তির বিচিত্র ক্রিয়া দেখিতেছি। আর একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, বিচিত্র শক্তির বিচিত্র ক্রিয়ার মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইতেছে উহা হইতে বিচিত্র জ্ঞান আমাদিগের বুদ্ধিগোচর হইতেছে। ঐশ্বর্য্য বিবিধ বটে, শক্তির ক্রিয়া বিবিধ বটে, কিন্তু উহাদের প্রত্যিটির সহিত প্রতিটি এমন একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে যে উহারা পূর্ব্বাপর সমঞ্জসভাবে কার্য্য করিতেছে, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাইতেছে না। পূর্ব্বাপর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না কেন? সর্ব্বত্র এক জ্ঞানের প্রকাশ তাহারই নিমিত্ত। জ্ঞানাকারে ঐশ্বর্য্যাকারে শক্ত্যাকারে যাহারা প্রকাশ পাইতেছে, তাহারা সত্য মিথ্যা নয়; যাঁহা হইতে এ সকল প্রকাশ পাইতেছে তাঁহা হইতে অতিরিক্ত না হইলেও ইহারা ভিন্ন, সকল বেদান্তবাদীরই এই মত,তবে এক শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ইহাদের ব্যাবহারিক সত্যত্ব মানেন, পারমার্থিক সত্যত্ব মানেন না। ব্যাবহারিক সত্যও যখন ব্রহ্মের ন্যায় তিন কালে সত্য তখন এ পার্থক্য কার্য্যতঃ কিছু নহে। ব্যবহার অর্থাৎ অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতায় উত্থান জগতে নিত্য চলিতেছে, সুতরাং উহার সত্যত্ব নিত্য। জীব জ্ঞানাদিতে ক্ষুদ্র হইলেও উহার অনন্ত উন্নতি (স চানন্ত্যায় কল্পতে) যখন বেদান্তসিদ্ধ, তখন জীবেরই বা অত্যন্ত বিলয় কি প্রকারে ঘটে? শ্রীমচ্ছঙ্কর বিনা এ বিষয়ে অন্য কোন আচার্য্যের নির্ব্বন্ধ নাই।

এই প্রত্যক্ষমূলক চারিটি পক্ষেরই প্রতিদিন সাধনে নিয়োগ এইরূপে ঘটিতে পারে :—

যোগেনান্তরবিভক্ততয়া স্থিতস্য শান্তস্য সর্ব্বানুভূবিভাবনেন কার্য্যোদ্যমো বহির্ব্ব্যবহারপ্রবৃত্তিশ্চ।

যোগে যে ব্যক্তি অন্তরে ব্রহ্ম সহ অবিভক্তভাবে স্থিতি করিতেছেন, সকল প্রকারের চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইয়া তিনি শান্ত হইয়াছেন। এই শান্তচিত্তে যখন সর্ব্বানুভূ পরমদেবের কল্যাণানুভূতি প্রকাশ পায়, তখন তদনুসরণে কার্য্য করিবার জন্য উদ্যম উপস্থিত হয়, এবং সেই কার্য্যোদ্যমই জীবসেবায় সাধককে প্রবৃত্ত করে। সাধকজীবনের এই প্রতি-

দিনের ব্যাপার দেখাইয়া দিতেছে, বেদান্তের পক্ষচতুষ্টয় কেবল সৃষ্টিবর্ণনোপযোগী জাগ্রদাদি অবস্থার দ্যোতক নহে, প্রতিদিনের জীবনের সাধনোপযোগিতাও উহাতে আছে। পক্ষচতুষ্টয়ের এইরূপ সামঞ্জস্য দেখিলে আর বেদান্ত লইয়া সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হইতে পারে এ ভ্রান্তি থাকে না, সত্বর উহা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়।

প্রতিপাদ্য বিষয়।

ব্রহ্ম, জীব ও প্রকৃতি, ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, বন্ধ, মোক্ষ ও তদুপায়, এই গুলিকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় বলা যাইতে পারে। বেদান্ত ও বেদান্তসূত্র এক নহে। বেদান্ত মূল গ্রন্থ, উহাকে অবলম্বন-করিয়া এদেশের দর্শনসমূহের অভ্যুদয়। এমন যে নিরীশ্বর সাংখ্য, উহাও বেদান্তনিরপেক্ষ নহে, বেদান্তপ্রবচনগুলি উহার নিকটে অপৌরুষেয় বাক্য। এক 'আত্মন্' শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বুঝায়, এক ব্রহ্মন্ শব্দে জগৎকারণ ও সকলের অন্তর্ভাবক বুঝায়, সুতরাং নিরীশ্বর সাংখ্যে উহাদের স্থান হইল কিরূপে এ কথা বলিতে পারা যায় না। শব্দব্যবহারে এইরূপ নিরতিশয় স্বাতন্ত্র্য থাকাতে ব্যাখ্যাতৃগণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন-করিতে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং একই বেদান্ত হইতে বিভিন্ন প্রস্থান উপস্থিত হওয়া সহজ হইয়া পড়িয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তপ্রবচনের সমীকরণ, এবং লক্ষণাদি দ্বারা অর্থনির্ণয় না করিলে প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়ের নির্ণয় অসম্ভব, এ জন্য সর্ব্বপ্রথমে সেই পন্থা অবলম্বন-করা প্রয়োজন।

বেদের সহিত সম্বন্ধ।

বেদ হইতে বেদান্তের অভ্যুদয়, সুতরাং বেদ হইতে বেদান্তে অভ্যুত্থান প্রথমে আলোচ্য। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্রমা, নক্ষত্র, রুদ্র, ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এ সকলই বৈদিক দেবতা। বেদান্তে এ সকল দেবতার ভূয়োভূয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ সকল দেবতাকে এক প্রাণে পরিণত করিয়া প্রাণকে বেদান্ত পরোক্ষব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ-করিয়াছেন। বাক্ ও প্রাণ নিত্যসংযুক্ত, অথর্ব্ববেদ প্রাণকে যেরূপ ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাণকে পরোক্ষ ব্রহ্ম বলা কিছু অযুক্ত নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে একত্বে পরিণত করিবার জন্য যত্ন ঋগ্বেদেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। একই বল সকল দেবতাতে অনুপ্রবিষ্ট—ঋগ্বেদের এ কথা অথর্ব্ববেদে এক প্রাণশক্তিতে পরিণত হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। প্রাণ সর্ব্বেশ্বর প্রাণে সমুদায় প্রতিষ্ঠিত, অপরোক্ষ ব্রহ্ম ভিন্ন ইহা আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ-করা যাইতে পারে না। প্রাণ সকলেরই প্রত্যক্ষ, কেহ তো আর বলে না আমার প্রাণ নাই, তবে প্রাণকে পরোক্ষ বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করা হইল? প্রাণ—শক্তি। শক্তি ও কার্য্য এ উভয় এরূপ জড়িত

যে শক্তি হইতে কার্য্যকে কিছুতেই স্বতন্ত্র করা যায় না। নিয়ম্য হইতে নিয়ন্তার অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে না পারিলে ঈশ্বর ও জগৎ এ উভয় সাক্ষাৎ জ্ঞানগোচর হয় না, সুতরাং প্রাণে যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় তথাপি উহা কার্য্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া পরোক্ষ। কার্য্যনিরপেক্ষ ঈশ্বরানুভব যে নিয়ন্তার সাক্ষাদনুভব তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। বেদান্ত পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় ভাবেই ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ করিয়াছেন। 'দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়' বেদান্তের এ কথা ঋগ্বেদের সময় পরোক্ষপ্রধান, ইহাই প্রদর্শন-করে। পরোক্ষ হইতে অপরোক্ষে প্রবেশ বেদান্তের বিশেষ লক্ষণ। অগ্ন্যাদিতে ব্রহ্মদর্শন বেদান্তের পরোক্ষবিভাগ, এই পরোক্ষবিভাগ হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিয়ন্তাতে আরোহণ বেদান্ত প্রদর্শন-করিয়াছেন। সকলেতে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মেতে সকলের দর্শন বেদান্ত এ দুই বিভাগে বিভক্ত। সকলেতে ব্রহ্মদর্শন বৈদিক, ব্রহ্মেতে সকলের দর্শন বৈদান্তিক। 'প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু' ইত্যাদিতে বেদ ও বেদান্তের একত্র মিলন।

ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্, ঈদৃশ প্রভেদ বেদান্তে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাগবত এই প্রভেদ প্রদর্শন-করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও পরাত্মা এ প্রভেদ, বলিতে পারা যায়, বেদান্ত অনুমোদন-করিয়াছেন। প্রত্যেক আত্মাতে পরাত্মার প্রকাশ প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত। প্রাজ্ঞকে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সকলের প্রসবিতা, সকল ভূতের উৎপত্তি ও নিরোধ, এরূপ বলাতে এবং ব্রহ্মকে যাহা কিছু সকলের অন্তর্ভাবক করিয়া লওয়াতে প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্মের প্রভেদ বেদান্তসিদ্ধ এ কথা বলিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার এরূপ প্রভেদ স্বীকার-করিয়া ঈশ্বর ও ব্রহ্মে ভেদসাধন-করিয়াছেন এ নিমিত্তই আমরা তাঁহার প্রতি দোষ দিয়াছি। যিনি আপনাতে আপনি বিদ্যমান এবং যিনি জগতে প্রকাশমান, এ উভয় স্বতন্ত্র নহেন একই—স্বয়ং উপনিষৎ ইহা নির্দ্দেশ করাতেই তৎপ্রতি দোষারোপ, অন্যথা বেদান্তের উপরে উপরে দেখিলে কোন প্রকার দোষ পড়ে ইহা আমরা বলি নাই। প্রকৃতি ও জীব এ উভয়ের যিনি নিয়ন্তা তাঁহার সহিত বিরোধ ঘুচিয়া গিয়া প্রকৃতি ও জীব তন্নিয়ন্তাতে যাই এক হইলেন, অমনি ব্রহ্ম সহ বিরোধ বা বিচ্ছেদ অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মেতে জীবেতে ও প্রকৃতিতে একত্ব উপস্থিত হইল। এই একত্বে প্রকৃতি সহ বিভক্তাবস্থা রহিল না, সুতরাং জীবের অবিলুপ্ত দৃক্শক্ত্যাদির দর্শনাদির বিষয় এক ব্রহ্মই থাকিলেন। শ্রুতিতে যে নানাত্মদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে উহাতে ব্রহ্মব্যতিরেকে বিষয়ান্তরদর্শননিষেধ অভিপ্রেত।

ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্ভাবক, পরাত্মা প্রতিপদার্থ-প্রতিজীবস্থ নিয়ন্তা, ভগবান্ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। ব্রহ্ম ও পরাত্মা যে বেদান্তসিদ্ধ এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, এক ভগবান্ই সংশয়াস্পদ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ পৌরাণিকসময়োচিত, সুতরাং ভগবদ্বিষয়ে সে উপনিষদের প্রমাণ

শুত সুদৃঢ় বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু কঠ, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য এ তিন উপনিষদে যে ভগবত্তার প্রমাণ আছে তাহা অপ্রমাণ বলিয়া কদাপি অনাদৃত হইতে পারে না। আধুনিক ভক্তগণ শাণ্ডিল্যবিদ্যার নিরতিশয় আদর করেন এবং শাণ্ডিল্যসূত্র "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" এই শ্রুতি অবলম্বন-করিয়া লিখিত, এ বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় নাই। এ শ্রুতির নবীন প্রণালীর অর্থ যদিও প্রথমতঃ আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, তবুও শাণ্ডিল্যসূত্র যে সে অর্থসম্বন্ধে আমাদের মনে নিঃসংশয়তা উৎপাদন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার-করিতে হইবে। সমগ্র শাণ্ডিল্যবিদ্যা অতি অদ্ভুতভাবে আমাদের মনে ভক্তিরস উদ্রিক্ত করে। 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস' ব্রহ্মের এই বিশেষণগুলির ব্যবহার ভক্তগণ যে প্রকারই করুন না কেন, উপনিষদুক্ত এই বিশেষণগুলি ভগবানের লীলারসপ্রত্যক্ষকরিবার পক্ষে অতিশয় প্রধান। যাঁহার কর্ত্তৃত্বে সমুদায় ক্রিয়া, সমুদায় অভিলাষ, সমুদায় গন্ধ, সমুদায় রস আমাদের নিয়ত উপলব্ধির বিষয় হইতেছে তাঁহার সহিত আমাদের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! তিনি যে আমাদের আত্মার আত্মা, আমির আমি, মনের প্রেরয়িতা, প্রাণ হইয়া প্রকাশমান, আমাদের নিকটে যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা তিনিই প্রকাশ করিতেছেন, আমাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহারই জন্য আমরা সত্যসঙ্কল্প হইতেছি, ইহাতে আর সংশয় কি? তিনি যখন আমাদিগের নিকটে আকাশস্বরূপ হইয়া নিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন, তখন তাঁহার সহিত আমাদের ক্ষণকাল বিচ্ছেদঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? ভগবানের লীলা-বা-ক্রিয়া-দর্শনে যে সেবা-বা-ক্রিয়ার প্রাধান্য উপস্থিত হয়, তাহাতে আনন্দ নিষ্পন্ন হয়, এজন্যই ছান্দোগ্য বলিয়াছেন 'যখনই সুখ পায় তখনই করে, সুখ না পাইয়া করে না।' অপ্রতিহত ক্রিয়া আর সুখ একই বস্তু, ভক্তগণের ভগবৎসেবায় তাহাই প্রকাশ পায়। জীবসেবা বিনা ভগবৎসেবা হয় না, একথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। "শান্ত উপাসীত" "ক্রতুং কুর্ব্বীত" শ্রুতির এ দুই অংশ উহাই ব্যক্ত করে। দ্বেষাদিবিরহিত হইয়া ভগবদুপাসনা করিবে, কার্য্য করিবে, এ কথার অর্থ অন্য কিছু হইতে পারে না।

জীব।

ব্রহ্ম সকলই আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান। তাঁহাতে যাহারা অন্তর্ভূত তাহাদিগের উপরে কালের কোন ক্রিয়া নাই, তিনি যেমন কালাতীত, তেমনি তাহারাও কালাতীত, সুতরাং এই সকলকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্ত অজ-নিত্য-ও-অনাদিশব্দ * ব্যবহার

* বেদান্তে অনাদিমৎ বিনা কেবল অনাদিশব্দের ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না, 'অনাদ্যনন্ত' এইরূপ সমস্তপদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। 'অনাদ্যনন্ত' ব্রহ্মবিশেষণ সুতরাং জীবসম্বন্ধে অনাদ্যনন্ত প্রয়োগ কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? অজ ও নিত্য এ দুই শব্দ জীব-ও-প্রকৃতিসম্বন্ধে যখন বেদান্তে ব্যবহৃত হইয়াছে তখন আধুনিক বেদান্তবাদিগণের জীব ও প্রকৃতিসম্বন্ধে অনাদিশব্দের ব্যবহার দূষণীয় বলা যাইবে কি প্রকারে? জীব অনন্ত নহে কিন্তু আনন্ত্য তাহার প্রাপ্য বেদান্ত যখন

করিয়াছেন। যদি এ সকল নিত্য কাল তাঁহার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া থাকিত, অস্বতন্ত্র হইয়াও স্বতন্ত্রবৎ তাহাদের স্থিতি না ঘটিত, তাহা হইলে সৃষ্টি বলিয়া কিছু থাকিত না, ক্রিয়াশক্তি কালের কোন কার্য্য আমাদের বুদ্ধিগোচর হইত না। ব্রহ্মেতে এ সকলের অবস্থিতি নামরূপ ও জ্ঞান-ও-বলের ক্রিয়া বলিয়া বেদান্তে অভিহিত হইয়াছে। নাম ও রূপ যখন প্রকাশমান তখন সৎ, যখন সূক্ষ্ম অপ্রকাশমান তখন অসৎ। যাহা কিছু সকলের মধ্যে এ দুইই আছে, তাই 'সদসৎ'শব্দে বৈদান্তিকগণ নামরূপকে সদসদনির্ব্বচনীয়া মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা এই—যাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহার রহস্যত্ব কিছুতেই অন্তরিত হয় না, তাহাকে জ্ঞানের বিষয় করিবার জন্য এত যত্ন কেন? বলিলেই হইল এক ঈশ্বর আছেন, তাঁহা হইতে জীবাদির জন্ম হইল? কি প্রকারে হইল? এ প্রশ্নের উত্তরে, এটি একটি রহস্য বলিলেই মিটিয়া গেল? এখানেই যদি মিটিত তাহা হইলে ঐ কথা স্বীকার-করিয়া লইলেই চলিত। ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টের নিত্যসম্বন্ধের যদি কোন প্রয়োজন না থাকিত, জগৎ কিরূপে হইল সেইটি বুঝাইবার জন্য ঈশ্বরকে যদি একটি প্রতিপাদ্যের স্বীকার্য্যরূপে গ্রহণ-করিলেই চলিত, তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের মত অধ্যাত্মবিজ্ঞান সর্ব্ব-প্রশ্নবিবর্জ্জিত করিয়া লইলে কোন ক্ষতি ছিল না। জীব ও ঈশ্বরকে লইয়া অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। এ উভয়ের সম্বন্ধচিন্তাই উহার সর্ব্বস্ব। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন আর জীব হইল, ইহা মানিলাম, কিন্তু এই জীব ঈশ্বর হইতে একেবারে ভিন্ন, না জীবের স্থিতি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে? ঈশ্বর হইতে জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সে নিয়ত পরিপুষ্ট হইতেছে, না সে জন্মিয়া আপনা হইতে আপনি বাড়িতেছে? এ সংসারে ঈশ্বর বিনা অন্যনিরপেক্ষ জীবনের কোন দৃষ্টান্ত নাই, দৃষ্টান্তাভাবে কিরূপে ইহা বুদ্ধিগোচর হইবে যে জীবের আপনা হইতে স্থিতি ঘটিতেছে। যখন ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই, তখন অবশ্য মানিতে হইতেছে, জীবাদি সকলই ঈশ্বরের জ্ঞানের জ্ঞেয়। নিজের জ্ঞান হইতে তিনি জীবসৃষ্টি করিয়া উহার বুদ্ধিতে আপনার সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান সংক্রামিত করিলেন। একের অপরেতে ঈদৃশ জ্ঞানসংক্রামণ—এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই, সুতরাং জীব ও আর সকল সমভাবে ঈশ্বরজ্ঞানমূলক এ নির্দ্ধারণ করা প্রজ্ঞাসিদ্ধ। এই প্রজ্ঞার প্রামাণ্য অস্বীকার-করিলে সর্ব্বশূন্যবাদ উপস্থিত হয়। সর্ব্বশূন্যবাদ স্বয়ং অসিদ্ধ, কেন না অন্ততঃ যে ব্যক্তি সর্ব্বশূন্যবাদ উপলব্ধিকরিবে, উপলব্ধির নিমিত্ত তাহার নিজের থাকা চাই। বেদান্ত

এ কথা বলিতেছেন তখন অনন্তত্বের সম্ভাবনা চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া 'অনাদ্যনন্ত' বিশেষণ তাহাতে প্রয়োগ করা তত দূষণীয় নহে। এখন জিজ্ঞাসা এই, অজ নিত্য ও অনাদি এক ভিন্ন তিন হইবে কি প্রকারে? প্রজ্ঞাতো কখনও এ কথায় সায় দেয় না। একের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অজত্বাদি অপর দুইটিতে সম্ভবিতেছে। জ্ঞান ও তৎফল ব্রহ্মেতে অব্যবহিত ভাবে সংযুক্ত, সুতরাং উঁহাতে জীব ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে যে জ্ঞান বিদ্যমান উহা অসাধিত ভাবে নহে, কিন্তু সাধিতভাবে আছে, তাই উহাদের অজত্ব নিত্যত্ব ও অনাদিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এ বিনা অধিক কিছু স্বীকার-করিয়া লন নাই, সুতরাং প্রজ্ঞাবান্‌-ব্যক্তিমাত্রের তাঁহার এ স্বীকার্য্যে সায় দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

জ্ঞান বলিলেই তৎসহচর বল আইসে, সুতরাং পরব্রহ্মে সকলই জ্ঞানাকারে বলাকারে বিদ্যমান একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। আকার আমাদের জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞান হইতে আকার কিছু স্বতন্ত্র নহে, সুতরাং জীব ও জগৎসম্পর্কে তাঁহার যে জ্ঞান আছে, উহাদিগকে তদাকারসমর্পণ বুদ্ধিগম্য। ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানকে খণ্ডজ্ঞানে পরিণামন, জ্ঞানসম্বন্ধে অস্বতন্ত্র হইলেও সেই খণ্ডজ্ঞানকে স্বতন্ত্রকরণ এইটিই সৃষ্টিরহস্য, এ সৃষ্টিরহস্য নিত্য প্রত্যক্ষ বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য। রহস্য স্বীকার-না-করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না, ঈশ্বরস্বীকার নিষ্প্রয়োজন। এই খণ্ড জ্ঞানগুলি সেই অনন্তজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে, সুতরাং উহাদের নিত্যত্ব স্বীকার-না-করিয়া উপায়ান্তর নাই। অস্বতন্ত্র জ্ঞান যখনই উপাধিযোগে ব্যক্তিত্ব ধারণ-করে, তখন তাহার জন্ম হইল বলা যাইতে পারে, কিন্তু তখনও মূলজ্ঞান সহ উহা নিত্যসম্বদ্ধ রহিল বলিয়া অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্মে উহার স্থিতি জ্ঞানপথে অবধারণ-করা কিছু অযুক্ত নহে। এই ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত জ্ঞানখণ্ডে যে সকল বিশেষ ভাব প্রকাশ পায় তাহা সেই মূলজ্ঞানের অন্তর্ভূ্ত বলিয়া তাঁহা হইতে বর্ত্তমানে উহাদের প্রকাশ আমাদের প্রজ্ঞা মানিয়া লয়। আমাদের প্রজ্ঞাতে যাহা প্রতি-ভাত হয় তাহার সত্যত্ব যিনি তাদৃশ প্রজ্ঞা আমাদিগকে দেন তাঁহার সত্যত্বে। যদি তুমি ইহা অস্বীকার কর, সর্ব্বসংশয়বাদে নিপতিত হইয়া জ্ঞানহীনপশুগণের তুমি দলস্থ হইবে, আর তুমি আপনাকে মনুষ্য বলিতে পার না।

জীব কি তাহা বুঝা গেল, এখন জীবের ঈশ্বর সহ ঈদৃশ সম্বন্ধবশতঃ ক্রিয়া কি তাহাই বুঝা প্রয়োজন। জীব যখন ব্যক্তিত্বলাভ করে, তখন প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলেই তাহার জীবনে পাপশোকদুঃখাদির সম্ভাবনা উপস্থিত হইল! অবিভক্তাবস্থায় ঈশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল এখন আর সে সম্বন্ধ রহিল না বেদান্ত কখন এ কথা বলেন নাই। অবিভক্তাবস্থায় যে অপূর্ণতা জীবে নিগূঢ় ছিল এখন বিভক্তাবস্থায় তাহা প্রকাশ পাইল। ঈশ্বর পূর্ণ জীব অপূর্ণ—এ জ্ঞান ঈশ্বরেরই জ্ঞান, সুতরাং জীবে অপূর্ণতা কোথা হইতে আসিল এ প্রশ্ন বৃথা। উপনিষৎ বলিতেছেন :—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মাই ছিল। সেই আত্মা পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মব্যতিরিক্ত অন্য কিছু দেখিলেন না। তিনি প্রথমতঃ 'সেই আমি আছি' এই কথা উচ্চারণ করিলেন। তাই তাঁহার নাম আমি হইল। সেই জন্য আজও তাঁহাকে আপনি কে? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে অগ্রে আমি শব্দ বলিয়া তৎপর অন্য যে কোন নাম ইহার আছে তাহাই ইনি বলিয়া থাকেন। যেহেতুক তিনি এ সকলের প্রথম হইয়া সকল পাপ দহন-করিয়াছিলেন, অতএব যে কোন ব্যক্তি এ সকলের প্রথম হইতে চান, তিনি—আদিপুরুষের পাপদহনব্যাপার অবগত হইয়া—পাপদহন করেন।"

(৩৭২পৃ)। এখানে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ জীবাত্মার সহিত অভিন্ন ছিল, তখনও ভিন্ন হয় নাই, এ কথা উক্ত হওয়াতে জীবাত্মাযোগে সৃষ্টির প্রকাশ—বেদান্তের এ মত সুদৃঢ় হইতেছে। জীবাত্মার পুরুষাকার উক্ত হওয়াতে ভোক্তা জীবের যখনই বিভক্তাবস্থা হয় তখনই সে দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্ত হয় (৩১২পৃ) ইহাই বুঝাইতেছে। জীবাত্মার স্বাধীন সত্তা নাই এজন্য ব্রহ্ম যেমন 'আমি আছি' বলিয়াছেন জীব সেরূপ 'আমি আছি' না বলিয়া 'সেই আমি' অর্থাৎ ব্রহ্মের আমিত্বে আমি এই কথা বলিয়াছে। কেবল এই পর্য্যন্ত বিশেষ তাহা নহে, বিভক্তাবস্থাপ্রাপ্ত জীব পাপদহন করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে, এ কথা বলাতে উহার প্রথম হইতেই যে অপূর্ণতা আছে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। পাপদহন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের অনুবর্ত্তনে তাহাতে সামর্থ্য জন্মায়, এ কথা বলাতে ইহাই দেখাইতেছে যে, জীব আত্মবলে বলী নহে ব্রহ্মবলে বলী, তাই বেদান্ত পরিষ্কার বাক্যে বলিয়াছেন :— "একই বৃক্ষে জীব মগ্ন থাকিয়া দীনতাবশতঃ শোকে মুহ্যমান হয়। যখন সে আপনা ছাড়া সেবাপরিতুষ্ট ঈশ্বরকে দর্শন করে, তখন ইঁহারই সে মহিমা ইহা জানিয়া বীতশোক হয়*।" অন্যত্রও এজন্য ভগবদর্চ্চনায় আদিজীবের সামর্থ্যলাভ (৩৬৬পৃ) বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরের মহিমায় জীবের মহিমা, এ কিছু জীব ও ব্রহ্মের সামান্য প্রভেদ নহে। জ্ঞ এবং অজ্ঞ, ঈশ এবং অনীশ, শ্বেতাশ্বতর প্রোক্ত জীবব্রহ্মের এই প্রভেদ, বলিতে হইতেছে, সকল উপনিষদেরই অভিমত। জীব কর্ত্তা, ঈশ্বর কারয়িতা, উপাধিযোগে জীবের কর্ম্ম, সকল আচার্য্যেরই এ কথায় সম্মতি আছে। সুতরাং আধুনিকগণ জীবকে যে স্বাধীন বলেন সে মত ইঁহাদিগের দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে না। জীব দৈহিকবৃত্তি ইন্দ্রিয়গণের প্রভু এ মত দাঁড়ায় না, কেন না উহারা আত্মপ্রভু ঈশ্বরের যাহারা অধীন তাহাদের অধীন হয়। জীব কর্ত্তা ঈশ্বর ইন্দ্রিয়যোগে কারয়িতা ইহার অর্থ এই যে, জীবের নিরপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব নাই †।

* প্রবচনান্তরের (৭।৫।৩) সহিত মিলাইয়া উপরি উক্ত ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা করিলেও ঐরূপ অর্থই নিষ্পন্ন হয়, সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যায় কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা এই—'যখন সে আপনা ছাড়া সেবাপরিতুষ্ট ঈশ্বরকে এবং ইঁহার মহিমাকে দর্শন করে, তখন তাই সে বীতশোক হয়।' প্রবচনস্থ 'ইতি'—তাই—শব্দ হেতুপ্রদর্শন করিতেছে। হেতু কি? ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখা। রামানুজমতে 'নিখিল-জগন্নিয়মন'—ঈশ্বরের মহিমা; মহিমা—মহত্ত্ব। জীব নিয়াম্য, নিয়ন্তার নিয়মনানুসরণেই তাহার মহত্ত্ব। জীবে যাহা কিছু উপস্থিত হইতেছে তাহা নিয়ন্তার নিয়মন হইতেই উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং তদনুসরণে তাহার মহত্ত্ব ইহা জানিয়া সে বীতশোক হয়। এতগুলি কথা না বলিলে প্রবচনের যথার্থ ভাবার্থ প্রকাশ পায় না ইহা দেখিয়াই অন্য প্রবচনের সহিত মিলাইয়া এ প্রবচনের অর্থ সহজ ও সরল করা হইয়াছে।

† জীব কর্ত্তা ঈশ্বর কারয়িতা, ইহা অতি প্রাচীন মত। সুতরাং কৌষীতকী উপনিষৎ এই প্রসিদ্ধ মতটি মনে রাখিয়াই বলিয়াছেন :—"এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে। এষ লোকপালঃ। এষ লোকাধিপতিঃ।" এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তি সাধু কার্য্য করে ঈশ্বর তাহাকে সাধু কার্য্য করান, যে ব্যক্তি

প্রকৃতি।

জীবসম্বন্ধে যাহা বলা হইল প্রকৃতিসম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। বিশেষ এই যে, জীব জ্ঞানপ্রধান, প্রকৃতি বলপ্রধান। ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ হইতে জীব, বল বা শক্তি হইতে প্রকৃতি। জ্ঞান ও বল উভয়কে কোন কালে বিশ্লেষ করিতে পারা যায় না, ব্রহ্মেতে এ দুই নিত্যকাল এক হইয়া স্থিতি করিতেছে। পরা প্রকৃতি জীব অপরা প্রকৃতি প্রকৃতি, গীতোক্ত এ প্রভেদ বেদান্তানুসারেই হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপের বিশ্লেষ আমাদের মনে, ব্রহ্মেতে কোন কালে বিশ্লেষ নাই। ব্রহ্ম জীব ও প্রকৃতি এ তিন যেমন আমরা বিশ্লিষ্টভাবে গ্রহণ করি, বস্তুতঃ সেরূপ বিশ্লিষ্ট নহেন। কেন না ব্রহ্মেতে জীব ও প্রকৃতি চির অবিশ্লিষ্ট ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্যথা তাহাদের অস্তিত্বই থাকে না। যদিও অস্তিত্ব থাকে না, তথাপি জ্ঞানে যেমন তিনের বিশ্লেষ অবশ্যম্ভাবী, বিশ্লেষ না করিলে পদার্থত্রয়ের অবিমিশ্র ভাব উপস্থিত হইয়া উহারা জ্ঞানের অবিষয় হয়, তেমনি পরা ও অপরা প্রকৃতিকে বিশ্লেষ না করিলে বিমিশ্রতাবশতঃ এ উভয়ের পরিষ্কার জ্ঞান হয় না। জ্ঞানে এই বিশ্লেষ রাখিয়া জগতে ব্রহ্ম জীব ও প্রকৃতির সংমিশ্রণে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই বিচার্য্য বিষয়, সুতরাং এ তিনের সম্বন্ধসূচক জগৎ আমরা পর্য্যালোচনার বিষয় করিতেছি।

জগৎ।

জীব ও প্রকৃতি এ উভয়ে নিরন্তর এমন মিশিয়া আছে যে, এ দুইকে পৃথক্ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। এই বিমিশ্র ভাবকেই 'জগৎ' শব্দে * অভিহিত করা যাইতে পারে। বেদান্তে যদিও জড় শব্দ নাই, তথাপি জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া একত্র উল্লিখিত হওয়াতে ইহাই প্রতীত হয় যে, জ্ঞান জীবে বদ্ধ রাখিয়া জ্ঞানবিশ্লিষ্ট বলকে জগতের উপাদান করিয়া লওয়া হইয়াছে। বেদান্ত পৃথিব্যাদি সমুদায় পদার্থ এক প্রাণেতে একীভূত করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণই সমুদায় জগতের উপাদান (৯।২ ; ৯।১১)। এ প্রাণ আত্মা হইতে প্রসূত, সুতরাং বলিতে হইবে চেতনাচেতনের মধ্যবর্ত্তী প্রাণ। যদিও আত্মা প্রাণের সহিত নিত্য

অসাধু কার্য্য করে ঈশ্বর তাহাকে অসাধু কার্য্য করান। তিনি এরূপ করেন কেন ? তিনি লোকাধিপতি, তিনি যদি এরূপ না করেন তাহা হইলে লোকপালন হয় না। সাধু ও অসাধু কার্য্য উভয়ের ফল যদি একই হয়, তাহা হইলে লোকপালন হইল কোথায় ? তাই যে ব্যক্তি সাধু কার্য্য করে তাহাকে তিনি উন্নত, যে ব্যক্তি অসাধু কার্য্য করে তাহাকে তিনি অবনত করেন, তিনি এরূপ করেন বলিয়াই লোকভঙ্গনিবারণ হয়, দুঃখ পাইয়া পাপীর শুভকর্ম্মে মতি হয়। উপনিষৎ সাধারণ জীবগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ভক্তগণ তাহারই এই বিশেষ নিয়োগ করিয়াছেন :—"যদ্বৎ কারয়সীশান তৎকরোমি তবাজ্ঞয়া।"

* গমধাতু হইতে 'জগৎ' শব্দ উৎপন্ন। এই জগতের যেমন গতি আছে তেমনি সে গতির জ্ঞানসম্পন্ন ক্রিয়াও আছে। যদি জ্ঞানসম্পন্ন ক্রিয়া না থাকিত তাহা হইলে জগতে বিবিধ বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইত না।

গ্রথিত, তথাপি জগতে উহার যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাকে আত্মার ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গ্রহণ করা হয়। জগতে যে ক্রমাভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশ পাইলেও সে অংশের কোন সংবাদ না লইয়া 'ইহা হইতে উহা হয়' এইরূপ প্রাণের ক্রিয়া গণনার বিষয় হইয়া থাকে। জগদ্রূপ শরীর যেমন প্রাণের ক্রিয়া, তেমনি প্রতি-মানবের শরীর প্রাণের ক্রিয়া। উপনিষৎ ক্রিয়া বা কর্ম্ম দেহে আবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং তৎসহ প্রাণকে সংযুক্ত করিয়াছেন (৮।১৪)। আত্মা ও দেহ যেমন ভিন্ন, কর্ম্ম ও আত্মা তেমনি ভিন্ন। কর্ম্মানুসারে আত্মার নহে দেহের উৎপত্তি, আত্মা স্বয়ং অজন্মা। কর্ম্ম দেহ ও প্রাণ এ তিনের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলে অতি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণ যে প্রাণশক্তির আশ্চর্য্য ক্রিয়া আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত বেদান্তের প্রাণশক্তির একত্বপ্রদর্শন কঠিন নহে। এরূপ হইল কেন? তাহার একই উত্তর। চিন্তার প্রারম্ভ এবং ক্রমবিকাশ সত্যের একত্ব ও ক্রমিক বিস্তার দেখাইয়া থাকে, সুতরাং বেদান্তে যে চিন্তার আরম্ভ হইয়াছে, আজ যদি সেই চিন্তার বিস্তার প্রাণশক্তিসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কিছু আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। বেদান্ত দৃশ্যমান হইতে চিন্তার আরম্ভ করিয়া অদৃশ্যে আরোহণ করিয়াছেন, এ প্রণালী বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই দেহে প্রাণের ক্রিয়া অবধারণপূর্ব্বক বেদান্ত সমুদায় জগতে উহার ক্রিয়া অবধারণ-করিয়াছেন। ক্রিয়া দেহে হয় দেহ বিনা ক্রিয়া হয় না, সমুদায় জগৎ একটি প্রকাণ্ড দেহ, সুতরাং জগৎ ক্রিয়ার আশ্রয়। এই ক্রিয়া কাহার? প্রাণশক্তির। প্রথম প্রথম জীবের প্রেরণায় দেহে ক্রিয়া উপস্থিত হয়, এই ক্রিয়া সেই প্রাণশক্তির। কালে আর জীবের সকল কার্য্যে প্রেরণা থাকে না দেহ-ব্যাপী প্রাণশক্তি সেই কার্য্য আপনি নির্ব্বাহ করে, যেমন আমাদের অজ্ঞাতসারে হস্তপদা-দির পরিচালন। যে সকল ক্রিয়া প্রথম ঐচ্ছিক ছিল, পরে অনৈচ্ছিক হইয়া গিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ ঘটে, কিন্তু কতকগুলি ক্রিয়া আছে, তাহা প্রথম হইতেই অনৈ-চ্ছিক যেমন নিমেষ উন্মেষ রক্তসঞ্চালনাদি। আত্মার প্রেরণা বিনা প্রাণশক্তি যে সকল ক্রিয়ানিষ্পন্ন করে, তাহা অতি আশ্চর্য্য। দেহের উপাদানসমূহ ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে, অথচ পূর্ব্ববৎ সকল ক্রিয়া চলিতেছে, ইহাতে এই দেখায় যে বিশ্লিষ্ট উপাদান সকল দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া ধারণ-করিয়া রহে নাই, প্রাণশক্তিতেই ঐ সকল বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈতন্য অবিকারী, যত বিকারের প্রকাশ প্রাণশক্তিতে, বেদান্তের এ মত এইরূপে সিদ্ধ পায়। প্রাণকে পরোক্ষ ব্রহ্ম বলিবার অভিপ্রায় এই যে, জীব ও জগতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ এই প্রাণশক্তির মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। গীতা যে বলিয়াছেন

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫। ১৪।

এ কথার অন্য কোন অর্থ নাই। প্রাণশক্তিতে দৈহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে, সেখানে আত্মার কর্তৃত্ব কোথায়? তবে কি আত্মা বেদান্তমতে কর্তৃত্ব-বিরহিত। না, কর্তৃত্ববির-

হিত নয়, যেখানে আসক্তিবশতঃ সেই সেই ক্রিয়াকে আপনার ক্রিয়া বলিয়া সে গ্রহণ-করে, তাহাতে সে আবদ্ধ হয়। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ, এই তিন হইতে (৭।১২) ক্রিয়ার ফলের সহিত তাহার সংযোগ হয়। জীবেতে তত্ত্বদৃষ্টি উপস্থিত হইলে স্বভাবের ক্রিয়াকে স্বভাবের ক্রিয়া জানিয়া তন্মধ্যে পরমাত্মার কারয়িতৃত্বদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া সে প্রমুক্ত হয়। ফলতঃ পরাত্মা, জীব ও প্রকৃতি (শুদ্ধা প্রাণশক্তি) এ তিনের ক্রিয়া জগন্মধ্যে যুগপৎ বিদ্যমান। এই তিন ক্রিয়াকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া যাঁহার যে ক্রিয়া তাঁহাতে সেই ক্রিয়া নির্দ্ধারণপূর্ব্বক জীবন নিয়মিত করা তত্ত্বজ্ঞান এবং এই তত্ত্বজ্ঞানে প্রকৃত কল্যাণ, এই কল্যাণে সর্ব্বৈক্য কি প্রকারে উপস্থিত হয় (১৫০পৃ) মধুব্রাহ্মণে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিব্যাদি সমুদায় পদার্থ, পরাত্মা ও জীব এ তিনের কল্যাণে ঐক্য হইলেই অন্তর্ভাবক শিবস্বরূপ পরব্রহ্মে সর্ব্বৈক্য হয়। পৃথিব্যাদি অচেতন পদার্থের আবার কল্যাণ কি, এই বিজ্ঞানপ্রধানসময়ে আর এ কথা বলিবার উপায় নাই। শুদ্ধ প্রাণশক্তিতে প্রাকৃতিক উন্নতির শেষ যেখানে হয়, সেখানে জীববুদ্ধির প্রবেশে কতদূর উন্নতি হয়, বিজ্ঞান তাহা প্রতিদিন দেখাইয়া দিতেছেন। যে সকল মৃদাদি পদার্থ অনুর্ব্বর ছিল, যে সকল উদ্ভিদ্ বিষাক্ত ছিল, যে সকল জীব কোন বৈচিত্র্য প্রকাশ করিত না, সে সকল জীববুদ্ধির সহায়তায় দিন দিন কীদৃশ রূপান্তরতা ধারণ-করে, বিজ্ঞান তাহার প্রমাণ নিত্য উপস্থিত করিতেছেন। মধুব্রাহ্মণ এত দিন একপ্রকার অর্থশূন্য ছিল, এখন বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার দেখাইয়া দিতেছে উহা নিরতিশয় অর্থপূর্ণ। প্রাণশক্তি জগতের মূল উপাদান, এই উপাদান চেতন না হইয়াও চেতনবৎ ক্রিয়া করে। উপনিষদে প্রাণ-শক্তিসম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইয়াছে উহাকে কেবলমাত্র আখ্যায়িকা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। প্রাণশক্তির ক্রিয়াপর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাদৃশ আখ্যা-য়িকাবিরচন প্রাচীন রীতি, এ রীতি যে সত্যমূলক তাহা কি প্রকারে অস্বীকার করা যাইবে?

দেহ।

বেদান্ত বলিতেছেন "ইনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, নপুংসকও নন। যে যে শরীর ইনি গ্রহণ করেন সেই সেই শরীরযোগে তিনি [সেই সেই ভাবে] রক্ষিত হন (৩২৪। ২৫পৃ)।" এ কথা বলিয়া তৎপর বলিতেছেন "সঙ্কল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং মোহ এই সকলের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুক্রমে দেহী কার্য্যানুযায়ী রূপ সকল এবং অন্নপান সেবনে শরীরের বৃদ্ধি ও জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" জীব অজ, জন্মবৃদ্ধিরহিত, তাহার জন্ম দেহের জন্ম। সে যদি কর্ম্মানুযায়ী দেহগ্রহণ করে, তবে সে কার্য্য তাহার নিজের, কিন্তু উপনিষৎ বলিতেছেন, কর্ম্ম দেহের ধর্ম্ম, জীবের নহে (৩৮৫পৃ), এস্থলে কার্য্যানুযায়ী দেহগ্রহণ কি প্রকারে সিদ্ধ পায়? কর্ম্ম না হইলেই বা উচ্চ নীচ দেহে জীবের প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভবে? প্রাণশক্তির অধিষ্ঠানভূমি দেহ, সুতরাং প্রথম হইতে উহাতে কর্ম্মের

স্থিতি মানা কিছু অযুক্ত নয়, কিন্তু জীবের কার্য্যানুযায়ী উচ্চতা নীচতা প্রাপ্তি যে কর্ম্মে হয় সে কর্ম্ম কি অনাদি? সে কর্ম্ম যে জীবের অনুষ্ঠানঘটিত, জীবের পর তাহার অভ্যুদয় অগ্রে নহে, সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মকে অনাদি বলা ভ্রান্তিসম্ভূত। তবে জীবের উচ্চতা নীচতা আসিল কোথা হইতে? জীবের স্বাভাবিক অপূর্ণতা হইতে (৩৭২পৃ; ১২।১১ [৯])। বেদান্তমতে সকল জগতে জীব অনুপ্রবিষ্ট, সুতরাং বেদান্ত যদি বলিয়া থাকেন সুন্দর আচরণে সুন্দর যোনি এবং মন্দ আচরণে মন্দ যোনিপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে সে কথা আদিমজন্মসম্বন্ধে নহে, আদিমজন্মসম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য।

যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমং প্রভুঃ। স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১।২৮। *

মনুর এ মত বেদান্তবিরোধী বলিতে পারা যায় না, কেন না বেদান্ত সাধারণ ভাবে জন্মের কারণ উল্লেখ-করিয়াছেন প্রথম কি দ্বিতীয় এরূপ কোন নির্দ্দেশ-করেন নাই, সকলেরই প্রারম্ভ পরাত্মা হইতে, বেদান্তের ইহা বিশেষ মত। মৈত্রায়ণীয় যে শ্রুত্যন্তর অবলম্বন-করিয়া বলিয়াছেন,

মহানদীষূর্ম্ময় ইবানিবর্ত্তকমস্য যৎ পুরাকৃতম্।

তাহাতে পুরাশব্দে কিছু অনাদি বুঝায় না পূর্ব্বকালমাত্র বুঝায়। পূর্ব্বকৃত কিসে নিবৃত্ত হয়, তাহারই উপায় বলিবার নিমিত্ত যখন এ অধ্যায় তখন এখানকার 'অনিবর্ত্তক' শব্দ একেবারে পূর্ব্বকার্য্য নিবৃত্ত হয় না ইহা বুঝাইতেছে না, ভগবদনুশাসনের অনুসরণ করিলে উহার নিবৃত্তি হয় ইহাই বুঝাইতেছে। জীব যখন অপূর্ণ এবং ভগবদর্চ্চনায় তাহার অপূর্ণতা হরণ-করিতে হইবে, তখন ভগবদ্বৈমুখ্য হইতে জীবের অসদ্গতি এবং ভগবদনুকূলচিত্ততাবশতঃ সদ্গতি হইবে, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। মৈত্রায়ণীয় এই কথাই বলিয়াছেন,

অথামৃতোঽস্যাঽঽত্মা বিন্দুরিব পুষ্করা ইতি স বা এষোঽভিভূতঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈরিতি, অথোঽভিভূতত্বাৎ সংমূঢ়ত্বং প্রযাতঃ সংমূঢ়ত্বাদাত্মস্থং প্রভুং ভগবন্তং কারয়িতারং নাপশ্যদ্‌গুণৌঘৈরুহ্যমানঃ কলুষী-

---

* কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম প্রভু সৃজন করেন না, স্বভাব আপনি প্রবৃত্ত হয়, গীতার এ কথার অর্থ মনুর এই বাক্যে পরিষ্কৃত হইতেছে। জীবের কর্ত্তৃত্বে এবং স্বভাবের কার্য্যে ভগবান্ বাধা দেন না, যদি দিতেন তাহা হইলে জীবের কর্ত্তৃত্ব ও স্বভাবের কার্য্য তখনই অবরুদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি কর্ত্তা নহেন কারয়িতা, তাহার অর্থ এই যে তিনি যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন, সে সামর্থ্যানুসারে কার্য্য করিতে তিনি তাহার সাহায্য করেন। এরূপ সাহায্য করাতে কোন দোষ হয় না, কারণ সাহায্য করিবেন এই অভিপ্রায়েই তিনি তত্তৎ সামর্থ্য দিয়াছেন। তবে এই সাহায্য হইতে যে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহার যদি সুখদুঃখোৎপাদনে সামর্থ্য না থাকিত এবং তদ্দ্বারা কল্যাণপথে আনয়ন না ঘটিত তাহা হইলে স্রষ্টাতে দোষ পড়িত। আমরা কাহাকেও কোন কার্য্যে সাহায্য করিলে কার্য্যের সদসত্ত্বানুসারে ফলভাগী হই, তাহার কারণ এই যে, অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণামন আমাদের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে।

কৃতশ্চাস্থিরশ্চঞ্চলো লোলুপ্যমানঃ সস্পৃহো ব্যগ্রশ্চাভিমানিত্বং প্রযাতা ইত্যহং সো * মমেদমিত্যেবং মন্যমানো নিবধ্নাত্মনাঽঽত্মানম্।

এস্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে জীবাত্মা স্বয়ং অবিকারী, প্রকৃতির সহিত যোগ-বশতঃ তাহার মূঢ়তা উপস্থিত হয়। প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা সে অভিভূত হইয়া পড়ে তাই সে আপনি কর্ত্তা—কারয়িতা আর কেহ নাই, এরূপ অভিমানে বদ্ধ হয়। আত্ম-দেহে ও জগতে যদি সে নিয়ন্তার নিয়ন্তৃত্ব দেখিত তাহা হইলে তাহাতে বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইত, এবং সেই বিজ্ঞানে তাহার ভ্রম নিবৃত্তির কারণ হইত। ভগবন্মহিমা—'নিখিলজগন্নিয়মন' সেই মহিমা প্রত্যক্ষ করিলে বিজ্ঞানদৃষ্টি উৎপন্ন হয় ইহা আর কে অস্বীকার করিবেন? দেহ কর্ম্মের আধার, সেই দেহ এবং কর্ম্মের বিষয় এখন আলোচনা করা যাউক।

এই প্রকাণ্ড বিশ্ব একটি দেহ, প্রাণরূপী প্রজাপতি বা আদিজীব এই দেহে বিরাজমান, ইনি সাধারণতঃ বিরাট্ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক জীব ইঁহারই অনুরূপ। "মুখ হইতে বাক্, বাক্ হইতে অগ্নি" (৩৫৩পৃ) ইত্যাদি যাহা আদিজীবসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে প্রতিজীব সম্বন্ধে তাহাই। মূল গ্রন্থে এ স্থলের ব্যাখ্যাতে বিশেষ বক্তব্য বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বেদান্তমতে জীবের ত্রিবিধ জন্ম, প্রথম জন্ম পিতৃদেহে বীজরূপে, দ্বিতীয় জন্ম মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে, তৃতীয় জন্ম দেহান্তে পরলোকে। এ জন্ম অচিরে। বৃহদুক্থ তাই আপনার মৃতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

ইদং তএকং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সংবিশস্ব।
সংবেশনে তন্বশ্চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে। (১০ম, ৫৬সূ. ১ঋক্)

বীজ ও ভ্রূণে শারীরিক উপাদানের বিকাশ, জীব তথায় দ্রষ্টৃরূপে বিদ্যমান, যখন তিনি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আর কেহ তথায় আছেন কি না পর্য্যবেক্ষণ-করিলেন তখন পরাত্মাকে দেখিলেন। গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় পঞ্চাগ্নিহবনে দ্যুলোক (আকাশ), পর্জ্জন্য (বাষ্পরাশি), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষা প্রধান। আকাশ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া পৃথিবী শস্যশালিনী হয়, সেই শস্যরসে বীজ পুরুষদেহে উৎপন্ন হইয়া জরায়ু মধ্যে বিধৃত হইয়া থাকে; পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ইহাই দেখাইয়া থাকে। আকাশাদি সর্ব্বত্র বেদান্ত পরাত্মা ও জীবাত্মার যুগপৎ অধিষ্ঠান স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের অধিষ্ঠানবশতঃ উঁহাদিগকে দেব দৃষ্টিতে দেখেন, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা বলিয়াছেন এবং জীবের আশ্রয়ে তাঁহাদের স্থিতি তিনি বর্ণন করিয়াছেন। চন্দ্রলোক হইতে পুনরাগমন কেন বর্ণিত হইয়াছে, ইহার তত্ত্বালোচনা করিয়া এই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, চন্দ্র জলময়, জল হইতে বীজের উৎপত্তি, সেই বীজে পুরুষাকারের স্থিতি, এইটি অবধারণ-করিয়া বেদান্ত তাদৃশ সিদ্ধান্তে আগমন

* গ্রন্থমধ্যে 'অহং স মমেদং' এ পাঠ ভ্রান্তিসম্ভূত। 'সঃ উ' সন্ধিতে 'সো' হইয়াছে।

করিয়াছেন *। বীজরূপে যখন পিতৃদেহে জীবের প্রথম জন্ম তখন পৈত্রপৈতামহ দোষগুণ সংসৃষ্ট হইয়া জীবদেহের উৎপত্তি, ইহা আর বলিয়া দিতে হয় না। ইন্দ্রিয়গণের দৃষ্টি

---

* পুনরাগমন কাহার? আত্মার না দেহোপাদানসকলের? দেহোপাদানসকলের। দেহোপাদানসকল প্রাণশক্তির রঙ্গভূমি দেবক্রিয়াবিশিষ্ট পঞ্চাগ্নির বিষয়। ইহাদেরই পিতৃদেহে বীজরূপে পরিণতি হয়। এই দেহোপাদানের সঙ্গে পরলোকগত জীবের সেই বীজে অনুপ্রবেশ বেদ বা বেদান্ত কি কোথাও বর্ণন করিয়াছেন? জীবের (প্রজ্ঞের) দেহে স্থিতি, না প্রাজ্ঞে স্থিতি? জীব যখন চলিয়া যায়, কাহার সঙ্গে যায়, দেহের সঙ্গে না প্রাজ্ঞের সঙ্গে? যদি জীবের প্রাজ্ঞে স্থিতি হয়, প্রাজ্ঞের সঙ্গে পরলোকে গমন হয় তবে জীবে জীবে গতির ভিন্নতা হয় কিরূপে? জীব প্রাজ্ঞের নিয়মনস্থান, তাঁহারই নিয়মনে। জীব পূর্ব্ববৎ পৃথিবীতে ফেরে না তাহার লোকলোকান্তরে প্রবেশ হয়? "সহোভির্বিশ্বং পরি চক্রমূরজঃ" (১০ম, ৫৬সূ, ৫ঋক্) "ইদং বিশ্বমেজৎ সমেতি" (১০ম, ৮৮সূ, ১৫ঋ) এতদনুসারে পরলোকগত আত্মা কি লোকলোকান্তরে ভ্রমণ করে না? যে যেমন ইচ্ছা করে, তেমনি কি সে লোকলোকান্তরে ভ্রমণ করিতে পায়? মুক্তব্যক্তি পায় বটে, কেন না প্রাজ্ঞ সহ তাঁহার ইচ্ছা এক হইয়াছে। কিন্তু অমুক্ত ব্যক্তি নিজের নয় কিন্তু প্রাজ্ঞের ইচ্ছায় তাহার জ্ঞান ও শক্তির স্ফূর্ত্তির অনুসারে (উহারই নিমিত্ত ইহার এদেহে জন্ম) লোকলোকান্তরে গমন ও ভ্রমণ করে। লোকলোকান্তরে কি এ লোকের মত পিতৃদেহে জন্ম নাই? বেদ ও বেদান্ত যখন সে কথা বলেন নাই বরং বিপরীত বলিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নামে সে মত কি প্রকারে প্রচার করিতে পারা যায়?

অজোভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চ্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্॥ (১০ম, ১৬সূ, ৪ঋক্)।

ইহার পূর্ব্ব ঋকে কি পৃথিবীতে গমনের কথা নাই? আছে, কিন্তু পুনরায় পিতৃদেহে প্রবেশ নাই, লোকলোকান্তরমধ্যে যে পৃথিবীলোক আছে, তাহাতে গমন উল্লিখিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই, আমাদের ধর্ম্মবন্ধু শ্রীমচ্চারল্‌স বয়সি এ সম্বন্ধে সম্প্রতি (১০ই নবেম্বর ১৯০৭) যাহা বলিয়াছেন, বেদ ও বেদান্তের সহিত উহার ঐক্য আছে।

We must remember, however, that Heredity from first to last is concerned only with the bodies of men, not with souls, and this is why the theory of Heredity is so often apparently upset by finding children in the same family, born of the same parents and having a similar environment, nevertheless showing marvellous differences in character, in moral sensitiveness and in general disposition and temper. There is a vast invisible spiritual sphere into which Heredity cannot enter. All of us owe our bodies and all that belongs to them to our parents and our ancester up to the earliest period. But the soul is not inherited. It may be impossible to demonstrate its source ; but it is as reasonable as it is reverent and devout to trace the soul to the living God as its real Father ; it is the very offspring of the great Spirit; "begotten not made, " "being of one substance with the Father " —as is said of Jesus Christ in the Nicene Creed.

বাহিরের দিকে (৫।৫) সুতরাং জীবের বহির্দৃষ্টিবশতঃ শরীরের প্রতি অভিনিবেশ হয়, এবং সেই শরীরের দোষগুণে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। কর্ম্ম শরীরনিষ্ঠ, সুতরাং কর্ম্মদ্বারা তাহার বন্ধন ঘটে এ কথা বলা কিছু অযুক্ত নহে। কর্ম্ম দেহসংস্রবে প্রবাহ-ক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

বন্ধ।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতেই বন্ধনের কারণ কি তাহা এক প্রকার বিবৃত হইল। মৈত্রায়ণীয় উপনিষদের বন্ধন-বিষয়ক এই বর্ণনাটী অতি সুন্দর।

অথান্যত্রাপ্যুক্তং মহানদীষূর্ম্ময় ইবানিবর্ত্তকমস্য যৎ পুরাকৃতং সমুদ্রবেলেব দুর্নিবার্য্যমস্য মৃত্যোরাগ-রাগমনং সদসৎফলময়ৈঃ পাশৈঃ পঙ্গুরিব বদ্ধং বন্ধনস্থস্যেবাস্বাতন্ত্র্যং যমবিষয়স্থস্যেব বহুভয়াবস্থং মদিরোন্মত্তইব মোহমদিরোন্মত্তং পাপ্মনা গৃহীত ইহ ভ্রাম্যমাণং মহোরগদষ্ট ইব বিষদষ্টং মহান্ধকার-মিব রাগান্ধমিন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনং কদলীগর্ভইবাসারং নটইব ক্ষণবেষং চিত্রভিত্তি-রিব মিথ্যামনোরমমিত্যথোক্তম্।

এখানে ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণগুলি দেখাইয়া দিতেছে এগুলি আত্মার বিশেষণ নহে, আত্মার দেহের সহিত সংযোগে যে ভূতাত্মত্ব উপস্থিত হইয়াছে উহারা তাহারই বিশেষণ।

অস্য কো বিধির্ভূতাত্মনো যেনেদং হিত্বাঽঽত্মন্যেব সাযুজ্যমুপৈতি,

এই পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের 'ইদং শব্দ' ঐ কথাই বুঝাইতেছে।

শব্দস্পর্শাদয়োহ্যর্থা মর্ত্ত্যেঽনর্থা ইবাঽঽস্থিতাঃ। যেষাং সক্তস্তু ভূতাত্মা ন স্মরেৎ পরমং পদম্॥

শব্দস্পর্শাদির প্রতি আসক্তিবশতঃ জীবের আত্মস্বরূপবিস্মৃতি মহান্ অনর্থের কারণ ইহাতে আর সংশয় কি?

মোক্ষ।

বিষয়াসক্তিবশতঃ জীবের দেহের প্রতি অভিনিবেশ এবং ভগবানের প্রতি ঔদাসীন্য কি বিষময় ফল উৎপাদন করে মৈত্রায়ণ উহা অতিসুন্দররূপে বর্ণন-করিয়াছেন। "কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতত্বলাভের অভিলাষে বাহ্য বিষয় হইতে নয়ন ফিরাইয়া অন্তরস্থ পরাত্মাকে দেখিয়াছিলেন (২২২পৃ)" উপনিষদের এ কথা যোগধর্ম্মের আরম্ভ এবং তাহা হইতে মোক্ষ প্রদর্শন-করিতেছে। কেবল জ্ঞানে নহে কিন্তু পরমাত্মদর্শনে মোক্ষ হয়, বেদান্ত পরি-স্কার ভাষায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। "যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হয় নাই, শান্ত হয় নাই, সমাহিত হয় নাই, অব্যাপৃতচিত্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি স্বরূপমাত্রজ্ঞানে ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না (২২০পৃ)।" মোক্ষ ভগবদনুগ্রহলভ্য এ কথা বলিতেও উপনিষৎ কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলিতেছেন, "বেদাধ্যয়ন দ্বারা, মেধাদ্বারা, বহুশ্রবণদ্বারা এই পরাত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না। ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ-করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার সন্নিধানে এই পরাত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ-করেন।" পাণ্ডিত্য ও মৌনিত্ব নিঃশেষ করিয়া বালভাবে স্থিতি বেদান্তধর্ম্মের উচ্চাবস্থা। বালভাবে মোক্ষলাভ সহজ ধর্ম্মের লক্ষণ। ঈশ্বরে নিত্যস্থিতি নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় যাঁহার সহজ হইল, তিনি

নিরন্তর কালত্রয়ের নিয়ন্তা পরাত্মাকে আত্মসমীপে দর্শন করেন। "এই কর্ম্ম-ফলভোক্তা জীবাত্মাকে ও তৎসমীপবর্ত্তী কালত্রয়ের নিয়ন্তাকে যে ব্যক্তি জ্ঞাত হয় সে আর সেই জ্ঞানানন্তর আত্মগোপনে ইচ্ছা করে না (৩১৭পৃ)।" আত্মগোপনে ইচ্ছা করে না কেন? বালকের সারল্য তাহাতে উপস্থিত, সে আর অন্তর ও বাহির ভিন্ন রাখিবে কি প্রকারে? বালকের ন্যায় নিরভিমানতাবশতঃ এই কার্য্য করিয়া আমি বড় হইলাম বা এই কার্য্য করিয়া আমি ছোট হইলাম, এ ভাব আর তাহার হয় না। কর্ম্মের মহিমা কি—স্বরূপ কি, ইহা জানিয়া সে আর পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না। পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না এ নিমিত্তই সে শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া সর্ব্বাত্মাকে দর্শন করে, পাপ আর ইহাকে স্পর্শ করে না, সকল পাপকে এ অতিক্রম করে; পাপ ইহাকে তাপ দেয় না, পাপকেই এ তাপ দেয়। এ ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়, নিরভিলাষ হয়, নিঃসংশয় হয়, ব্রহ্মসংস্থ (ব্রাহ্মণ) হয় (১০।৩৫)। শরীর থাকিয়াও ইহার শরীর থাকে না, ব্রহ্মই ইহার প্রাণ হন, ব্রহ্মই ইহার তেজ (উদ্যম) হন (১১।১৮)। সকলের সহিত ইহার একাত্মতালাভ হয় (১১।১৫)।

উপায়।

লোভবর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরদত্তবিষয়সম্ভোগ সর্ব্বপ্রথম উপায়। ভোগ দ্বারা চিত্ত কলুষিত হয়, ভোক্তা ভোগশূন্য হইবে, ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাহারা অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতিবিরুদ্ধ পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী, বেদান্ত এজন্য প্রকৃতিসিদ্ধ উপায়গুলিকে সাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদেতে অন্নপ্রাপ্তির অভিলাষ প্রার্থনার বিষয়। বেদান্তে ব্রহ্মবিজ্ঞান আকাঙ্ক্ষিত বিষয়; প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজ, ও অন্ন উহার অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র। ঈদৃশ পরিবর্ত্তন কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন নহে। ব্রহ্ম এবং তৎসম্পর্কীয় জ্ঞান বেদান্তে প্রধান, বেদে প্রজা পশু প্রভৃতিই লক্ষ্য। স্বাভাবিক ক্রিয়া-সমূহে যজ্ঞকল্পনা—বেদান্তে ব্রহ্ম ও তাঁহার জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অন্য উদ্দেশ্যে নহে। বেদে বাহ্যবিষয়সমূহে দেবদর্শন, বেদান্তে শরীরঘটিত ইন্দ্রিয়াদিসমূহে ব্রহ্মদর্শন, ইহাতেই একটি অধিভূত এবং অধিদৈব বলিয়া পরিগণিত, অপরটি আধ্যাত্মিক। মূলগ্রন্থে এ সমুদায় ভেদ পাঠকগণ বিশিষ্টরূপে অবগত হইবেন, সে সকলের এখানে বিস্তৃত বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। বেদান্তে বিশেষ সাধনের বিষয় কি, ইহারই উল্লেখ করিয়া অবতরণিকার উপসংহার করা যাউক। (১) ব্রহ্ম সহ জীবের যোগ, (২) এই যোগের উপযোগিরূপে বিষয়সেবা, (৩) কেবল জীবে নহে কিন্তু সমুদায় জগতে ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যক্ষীকরণ, (৪) প্রকৃতি জীব ও পরাত্মা এ তিনকে এক কল্যাণে একীভূত করিয়া ব্রহ্ম সহ অবিরোধিত্বস্থাপন (৫) কালাতীত আয়ুরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্মকে যশ ও সম্পদ্রূপে দর্শন, অবিচ্ছেদে ব্রহ্মেতে স্থিতি এবং ঈদৃশ স্থিতিতে বালভাবপ্রাপ্তি। এ সকলের সিদ্ধির নিমিত্ত ধ্যান মনন

চিন্তা যে উপনিষদে প্রধান হইবে এ কথা আর বলিতে হয় না। প্রার্থনা সকল সাধনার আদি। সত্য, জ্ঞান, সুখ, শুভ বুদ্ধি ও অমৃতত্বের নিমিত্ত প্রার্থনা ইহাতে প্রধান। আপনার ও সমস্ত জগতের রক্ষার নিমিত্তও ইহাতে প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবদনুগ্রহের কথা ইহাতে বিরল নহে।

বিশেষ তত্ত্ব।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে। ব্রহ্ম স্বয়ং শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, জীবকে তাঁহার সহিত এক হইতে গেলে তাহাকেও শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হইতে হইবে, বেদান্তের এ উক্তি আমাদিগের নিকটে অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। এই এক স্বরূপ লইয়াই জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ যখন স্বাভাবিক তখন এ প্রভেদ কোন কালে তিরোহিত হইবার নহে, ইহা সহজে আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। বেদান্ত যদি জীবের শুদ্ধত্ব অপাপবিদ্ধত্ব বিনা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যস্বীকার না করেন, তাহা হইলে বেদান্তের ঐক্যবাদ—ব্রহ্মের সহিত একত্ব,—কথার কথা হইয়া উঠে। শ্রীমদ্রামানুজ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সে সিদ্ধান্ত আমাদিগকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে *। ব্রহ্মের সহিত একত্বানুভব সমগ্র বেদান্তের উদ্দেশ্য এজন্যই উহাতে ভেদদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম এবং তাঁহাতে নানা বিষয় নিত্য বিদ্যমান আছে, তখন এই নানাত্বকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া 'নাই করিয়া ফেলা' কি প্রকারে সম্ভবে, এইটি মীমাংসিতব্য বিষয়। নানাবিষয়ে মনের অভিনিবেশবশতঃ ব্রহ্ম হইতে চিত্তের যে বহির্মুখগতি হয়, এই গতিযোগের অন্তরায়। এই বহির্মুখগতি নিবারণ-করিয়া ব্রহ্ম সহ জীবের অবিরোধভাবে স্থিতি যোগে আকাঙ্ক্ষণীয়। সাধক যখন ব্রহ্মের প্রেরণানুবর্ত্তী হইয়া দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করেন, তখন তাঁহার চিত্ত এক ব্রহ্মেতেই স্থিতি করে, তখন আর উহা বহির্মুখ হয় না, সাধক ব্রহ্মেতে অনন্দানুভব করেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উপনিষৎ বলিয়াছেন,

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

* "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি ব্রহ্মণি নানাত্বং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তং তদসৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানি শান্ত উপাসীত" ইতি তন্নানাত্বানুসন্ধানস্য শান্তিহেতুত্বোপদেশাৎ। তথাহি সর্ব্বস্য জগতস্তদুৎপত্তিস্থিতিলয়কর্ম্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্র শান্তির্বিধীয়তে অতো যথাবস্থিতদেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যস্থাবরাদিভেদভিন্নং জগৎ ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানস্য শান্তিহেতুতয়াঽভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি কিমুচ্যতে? ইদমুচ্যতে "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা তস্যা বিচ্ছেদে ভয়ং ভবতীতি। যথোক্তং মহর্ষিভিঃ "যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে। সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া" ইত্যাদি। ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদএব।

বেদাদির অনুশীলন বা অন্য কারণে সাধকের চিত্ত যখন অল্পমাত্রও ব্রহ্ম হইতে অবসৃত হয় তখন তাহার ভয় উপস্থিত হয়।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।

কি জানি বা পাপাদি বিরোধী বিষয় দ্বারা ব্রহ্মযোগের অণুমাত্র বিচ্ছেদ হয়, এ ভয় যখন সাধকে স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, তখন সেই ভয়ই পাপপ্রবৃত্তিনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট কারণ। কি জানি বা ব্রহ্মের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে বেদান্তবিৎ সাধকের চিত্তে এ ভয়ের বিদ্যমানতাসত্ত্বে পাপে নিপতন কি প্রকারে সম্ভবিবে? পাপে পতনের সম্ভাবনা সত্ত্বে তাহা হইতে নিবৃত্তি জীবের শুদ্ধতা এবং সেই শুদ্ধতাই তাহাকে পাপস্পর্শবর্জ্জিত করিয়া রাখে। এই আপেক্ষিক শুদ্ধত্ব ও অপাপবিদ্ধত্ব যখন জীবে সম্ভবপর তখন বেদান্তসিদ্ধ মোক্ষ—ব্রহ্মের সহিত একত্ব—আর অসম্ভব রহিল কোথায়?

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বেদান্তব্যাখ্যানের অবলম্বনার্থ

ব্রহ্মসমাপ্তির অগ্রে নিবদ্ধ।

বেদান্তসমন্বয়

প্রথম অধ্যায়।

আরম্ভবল্লী।

পরমেশে পরাসরসুতে ব্যাখ্যাকার
সবারে প্রণমি, তাঁহাদের অনুসারে
উদ্ভাসয়ে ভাষায় বেদান্তসমন্বয়।
বহুযত্নে সূত্রকার সাধিলেন যাহা
ব্যাখ্যানে তাহার তত্ত্ব, এ হেন উদ্যম।
কোথা হ'তে তাহে ব্রহ্মতত্ত্ব-উপদেশ
আরম্ভিল, সংঘটিল কোথা হ'তে যোগ
পুরাণের সঙ্গে, আগে চিন্তনীয় তাই।
বেদোদ্ধারে কৃতশ্রম পাশ্চাত্যপণ্ডিত-
গণে নমি, শ্রমফল ভুঞ্জি তাঁহাদের।

১। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে ঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

'যে' জনাঃ 'অবিদ্যাম্' অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াম্ 'উপাসতে' 'তে' 'অন্ধং' জ্ঞানপ্রতিরোধি 'তমঃ' অজ্ঞানং 'প্রবিশন্তি'। 'যে' 'উ' পুনঃ 'বিদ্যায়াং' দেবারাধনায়াং 'রতাঃ' 'তে' 'ততো ভূয়ঃ ইব' ততোঽধিকমিব 'তমঃ' প্রবিশন্তি।

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ তম অর্থাৎ দর্শন-প্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা বিদ্যাতে রত তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।

ভাব—পুত্রাভিলাষ-বিত্তাভিলাষ-লোকাভিলাষ-পরিত্যাগ না করিলে মুনিত্বের সম্ভাবনা কোথায়? কেন না এই সকল অভিলাষ মননের প্রতিকূল, মনন বিনা মুনিত্ব অসম্ভব। মনন হইতে যখন উপনিষদের উদয় হইয়াছে তখন সর্ব্বপ্রথমেই উপনিষৎ যে পুত্রাদির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপে দোষদর্শন করিবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক। অগ্রে দোষদর্শন পরে পরিহার, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। পরিহার আবার সহসা হয় না,

তাই আমরা দেখিতে পাই, বেদান্তমধ্যে বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহে বৈদিক দেবতাগণে উপনিষৎসমুচিত ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিরূপে উপনিষৎসমুচিত ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয় দ্বিতীয় বল্লীতে বিবেচিত হইবে। যে সকল বেদান্তপ্রবচনে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে সেইগুলি এখানে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া—অবিদ্যা, কেন না উহা হইতে দর্শনপ্রতিরোধী অজ্ঞান উপস্থিত হয়। দেবারাধনা—বিদ্যা। যাহারা দেবারাধনা করে তাহারা দেবগণের দাস হয় (পশুরেব স দেবানাম্), সুতরাং বিদ্যা অর্থাৎ দেবারাধনায় রত ব্যক্তিগণ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণাপেক্ষায় অধিকতর অজ্ঞানতায় বদ্ধ হইয়া থাকে *। ১।

২। অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥

'বিদ্যয়া' দেবজ্ঞানেন 'অন্যৎ এব' 'অবিদ্যয়া' কর্ম্মণা 'অন্যং এব' ফলম্। 'ইতি' 'যে' 'নঃ' অস্মভ্যঃ 'তৎ' 'বিচচক্ষিরে' ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং 'ধীরাণাং' 'শুশ্রুম' শ্রুতবন্তঃ বয়ম্।

যে সকল ধীর ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকটে আমরা এই শুনিয়াছি যে, বিদ্যার ফল এক প্রকার অবিদ্যার ফল অন্য প্রকার।

ভাব—উভয়ের ফল কেন এক প্রকার নহে তাহার কারণ শতপথব্রাহ্মণ এই প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন ;—"আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ অথবা দেবযাজী শ্রেষ্ঠ এ প্রশ্নের উত্তর এই, আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ। তিনিই আত্মযাজী যিনি জানেন 'এটি আমার, এতদ্দ্বারা অঙ্গ সংস্কৃত হয়, এটি আমার, এতদ্দ্বারা আমার অঙ্গের উপাধিলাভ † হইয়া থাকে। সর্প যেমন তাহার নির্ম্মোক হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও সেই প্রকার পাপরূপ মর্ত্ত্যশরীর হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। [মর্ত্ত্যশরীর হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া] সে ব্যক্তি ঋঙ্ময় যজুর্ম্ময় সামময় আহুতিময় হইয়া স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সেই ব্যক্তিই দেবযাজী

---

* বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানে আমি পুত্রলাভ করিব, আমি বিত্তলাভ করিব ইত্যাদি উদ্দেশ্য সংযুক্ত থাকাতে এখানে আমিত্বের লোপ হয় না, এজন্য এই আমিত্বকে সহজে আত্মজ্ঞানে পরিণত করা যাইতে পারে, কিন্তু যেখানে মানুষ দেবতাবিশেষের দাস হইল, সেখানে আমিত্ব লুপ্ত হইয়া গেল, সে স্থল হইতে আত্মজ্ঞান উদ্ধারকরা কদাপি সহজ নহে। পরবর্ত্তী প্রবচনের ব্যাখ্যায় এই কথাই নিবদ্ধ হইয়াছে।

† 'এতদ্দ্বারা আমার অঙ্গের উপাধিলাভ হইয়া থাকে।' এ উপাধি কি ? ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে যে সকল পাপ মালিন্য সংযুক্ত আছে উহাদের তিরোধানে ঋগাদিময় নূতন উপাধি। এই সকল উপাধিযোগে স্বর্গলোকে জন্ম হয়। এজন্যই অব্যবহিত পরে কথিত হইয়াছে "ঋঙ্ময় যজুর্ম্ময় সামময় আহুতিময় হইয়া স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে।"

যে কেবল দেবতাকেই জানে—'আমি এই যজ্ঞ করিতেছি, দেবগণকে সমর্পণ করিতেছি।' এ ব্যক্তি সেইরূপ করে যেমন অধম ব্যক্তি শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে উপহার দেয়, বাণিজ্যব্যবসায়ী রাজাকে উপহার দিয়া থাকে। আত্মযাজীর যে পরিমাণ লোকজয় হয়, এ ব্যক্তির তাহা হয় না।"। ২।

৩। বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

'বিদ্যাং চ' 'অবিদ্যাং চ' 'তৎ' 'উভয়ং' 'সহ' একত্র 'যঃ বেদ' স 'অবিদ্যয়া' কর্ম্মণা 'মৃত্যুং' 'তীর্ত্বা' অতিক্রম্য 'বিদ্যয়া' দেবসাহায্যেন 'অমৃতম্' 'অশ্নুতে' প্রাপ্নোতি।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কে যে ব্যক্তি একযোগে জানে, সে ব্যক্তি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম-করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতভোগ করিয়া থাকে।

ভাব—'এটি আমার, এতদ্দ্বারা অঙ্গ সংস্কৃত হয়, এটি আমার এতদ্দ্বারা আমার অঙ্গের উপাধিলাভ হয়' যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যাকে একত্র গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যুজয় করিয়া দেবসাহায্যে অমৃতভোগ করিয়া থাকে *। 'যদি সকলেই অমৃতত্ব লাভ করে, কে আমার অধিকারভুক্ত হইবে?' মৃত্যুর এই প্রশ্নের উত্তরে শতপথব্রাহ্মণে যাহা লিখিত হইয়াছে ব্যাখ্যাত প্রবচনটি তাহারই অনুরূপ। ৩।

৪। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয়ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥
ঈশ ৯—১২।

'যে' 'অসম্ভূতিং' প্রকৃতিম্ 'উপাসতে' তে 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি' 'যঃ' 'উ' পুনঃ 'সম্ভূত্যাম্' ঐশ্বর্য্যে 'রতাঃ' 'তে' 'ততো ভূয় ইব' ততোধিকমিব 'তমঃ' প্রবিশন্তি।

যাহারা প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা ঐশ্বর্য্যে রত, তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।

ভাব—ভগবান্ এবং তাঁহার প্রকৃতি, এ উভয়কে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইলে অন্ধতা উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি কোন ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় লোকে তাহারই অনুসরণ করে, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্য্যলোভে লুব্ধ ব্যক্তির তদপেক্ষা অধিকতর অন্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ৪।

---

* যজ্ঞের উপকরণসমুদায়ে 'এটি আমার' এইরূপ জ্ঞান থাকাতে উহারা প্রাধান্যলাভ করিতে পারে না, উহারা অঙ্গসংস্কার অর্থাৎ আত্মার মালিন্যপরিহারের উপায় হয়। যজ্ঞে যে সকল দেবতা

৫। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ কঠ, ২।৫। *

'অবিদ্যায়াম্' অগ্নিহোত্রাদৌ 'অন্তরে' মধ্যে 'বর্ত্তমানাঃ' সন্তঃ 'স্বয়ং ধীরাঃ' প্রজ্ঞাবন্তঃ 'পণ্ডিতম্মন্য-মানাঃ' শাস্ত্রকুশলা ইতি মন্যমানাঃ যে, তে 'মূঢ়াঃ' 'অন্ধেন' 'এব' 'নীয়মানাঃ' 'অন্ধাঃ' 'যথা' তথা 'দন্দ্রম্যমাণাঃ' ভৃশং কুটিলং গতিং গচ্ছন্তঃ 'পরিয়ন্তি' ভ্রমন্তি।

অবিদ্যামধ্যে (মগ্ন) থাকিয়া যাহারা আপনাদিগকে প্রজ্ঞাবান্ এবং শাস্ত্রকুশল বলিয়া মনে করে, তাহারা মূঢ়। অন্ধদ্বারা অন্ধেরা পরিচালিত হইলে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা একবার এদিক্ আর বার ওদিক্ করিয়া ভ্রমণ করে।

ভাব—অবিদ্যামধ্যে—বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মরূপ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে। ৫।

৬। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-
ঽথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঽঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভরদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভরদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥

আহূত হইয়া থাকেন, সে সকল দেবতা স্বর্গে তাঁহারই চিন্ময় দেহের উপাধি (১১।২৪) হইবেন এই স্থান থাকাতে তিনি আর দেবগণের দাস হন না; দেবতারাই তাঁহার সম্ভোগের উপায়বিধান করিয়া থাকেন। এই দেবগণ তাঁহার দিব্য প্রাণ, দিব্য বাক্, দিব্য মন হন। ঋঙ্ময়, যজুর্ম্ময়, সামময় এবং আহুতিময় তাঁহার দেহ হয়। শতপথব্রাহ্মণ অন্যত্র আহুতিকে পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা বলিয়াছেন। এ আত্মা শব্দে দেহই বুঝিতে হইবে। দিব্যধামে প্রাণাদির ক্রিয়ার উপযোগী দেহ ঋগাদি-সম্ভূত, সুতরাং উহা হইতে বিশুদ্ধ ভাবসমূহই প্রকাশ পায়। বিশুদ্ধভাব অমৃতসম্ভোগের হেতু, এ অমৃতসম্ভোগ প্রাণাদিযোগেই হইয়া থাকে। [১১।২৪ এই গ্রন্থের অধ্যায় ও প্রবচন সংখ্যা। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে]।

* মুণ্ডকোপনিষদে (১।২।৮) এই প্রবচনটি আছে। তাহাতে 'দন্দ্রম্যমাণাঃ' স্থলে 'জঙ্ঘন্যমানাঃ' এই পাঠ দৃষ্ট হয়। বিবিধ বিঘ্নে নিরন্তর নিপীড়িত, এ পাঠের এই অর্থ।

শৌনকোহ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্ম-বিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।

তত্রাহপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে। মু, ১।১।:—৫।

'বিশ্বস্ত কর্ত্তা' 'ভুবনস্ত গোপ্তা' 'ব্রহ্মা' হিরণ্যগর্ভঃ 'দেবানাং' 'প্রথমঃ' 'সংবভূব'। 'স' 'সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং' সর্ব্ববিদ্যাভিব্যক্তিহেতুং 'ব্রহ্মবিদ্যাং' 'জ্যেষ্ঠপুত্রায়' 'অথর্ব্বায় প্রাহ'।

'ব্রহ্মা' 'যাং' ব্রহ্মবিদ্যাম্ 'অথর্ব্বণে' 'প্রবদেত' প্রাহ 'অথর্ব্বা' 'তাং' 'ব্রহ্মবিদ্যাং' 'পুরা' 'অঙ্গিরে' 'উবাচ'। 'স' অঙ্গীঃ 'ভরদ্বাজায়' ভরদ্বাজগোত্রায় 'সত্যবাহায়' 'প্রাহ' 'ভরদ্বাজঃ' 'অঙ্গিরসে' 'পরাবরাং' পরাৎপরাক বিদ্যাং প্রাহ।

'মহাশালঃ' মহাগৃহস্থঃ 'শৌনকঃ' শুনকস্তাপত্যং 'অঙ্গিরসং' ভরদ্বাজশিষ্যম্ আচার্য্যং 'বিধিবৎ' যথাশাস্ত্রম্ 'উপসন্নঃ' উপাগতঃ সন্ 'পপ্রচ্ছ' পৃষ্টবান্। শেষঃ সুগমঃ।

বিশ্বের কর্ত্তা ভুবনপালক ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে প্রথম হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়ভুত ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্বনামা জ্যেষ্ঠপুত্রকে বলিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা অথর্ব্বকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে অথর্ব্বঋষি সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিঋষিকে বলিয়াছিলেন। তিনি আবার ভরদ্বাজ-গোত্র সত্যবাহকে উহা বলিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ অঙ্গিরসকে পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যা বলেন।

মহাগৃহস্থ শৌনক যথাশাস্ত্র অঙ্গিরসসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্, কি জানিলে সকল জানা হয়?

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, দুইটী বিদ্যা জানিতে হইবে। যে দুইটীকে ব্রহ্মবিদ্গণ পরা ও অপরা নাম দিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এগুলি অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা সেইটী যদ্দারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়।

ভাব—পরা—পরমাত্মবিদ্যা, অপরা—কর্ম্মবিদ্যা। ঋগ্বেদাদিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পর-ব্রহ্মের তত্ত্ব নাই এজন্য উহারা অশ্রেষ্ঠ। শিক্ষা-কল্প-প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গ। ৬।

৭। প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥ মু, ১।২।৭।

'যেষু' ঋত্বিগাদিষু অষ্টাদশসু 'কর্ম্ম' 'অবরম্' 'অশ্রেষ্ঠম্' 'উক্তম্' তে 'এতে' 'যজ্ঞরূপাঃ' যজ্ঞনির্ব্বর্ত্তকাঃ 'অষ্টাদশ' 'হি' যস্মাৎ 'অদৃঢ়াঃ' অস্থিরাঃ তস্মাৎ 'প্লবাঃ' বিনাশিনঃ। 'যে' জনাঃ 'এতৎ' কর্ম্ম 'শ্রেয়ঃ' ইতি 'অভিনন্দন্তি' তে 'মূঢ়াঃ' 'পুনরেব অপি' 'জরামৃত্যুম্' 'যন্তি' প্রাপ্নুবন্তি।

যে আঠারটি ব্যক্তি দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, তাহারা সকলেই স্থৈর্য্যহীন সুতরাং মৃত্যুর অধীন। এই আঠারটির মধ্যে কর্ম্মকেই অশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই কর্ম্মকেই শ্রেয় মনে করিয়া বহু মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরামৃত্যুর বশবর্ত্তী হয়।

ভাব—আঠারটি ব্যক্তি—ষোল জন ঋত্বিক্‌, পত্নী ও যজমান। কর্ম্মকে অশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে—কর্ম্ম আত্মজ্ঞানশূন্য সুতরাং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋত্বিগাদি হইতে অশ্রেষ্ঠ। ৭।

৮। অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥

'অবিদ্যায়াং' বৈদিককর্ম্মণি 'বহুধা' 'বর্ত্তমানাঃ' 'বালাঃ' মন্দবুদ্ধয়ঃ, 'বয়ং' 'কৃতার্থাঃ' ইতি 'অভিমন্যন্তি'। 'যৎ' যস্মাৎ 'কর্ম্মিণঃ' 'রাগাৎ' আসক্তিবশাৎ 'ন প্রবেদয়ন্তি' ন জানন্তি তেষাং প্লবত্বং, 'তেন' হেতুনা 'আতুরাঃ' সন্তঃ 'ক্ষীণলোকাঃ' ক্ষীণপুণ্যাঃ 'চ্যবন্তে' স্বর্গলোকাৎ অধোগচ্ছন্তি।

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিবিধপ্রকারে অবিদ্যাতে স্থিতি করিয়া আমরা কৃতার্থ এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যেহেতুক আসক্তিবশতঃ কর্ম্মিগণ কর্ম্মের বিনাশিত্ব বুঝিতে পারে না, তাই তাহারা পুণ্যক্ষয়ে দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়।

ভাব—যে পুণ্যজন্য যে লোকজয় হয়, ভোগ দ্বারা সেই পুণ্যক্ষয় হইলে আর সে লোকে জীব থাকিতে পারে না, পুনরায় পুণ্যার্জ্জনজন্য তদুপযোগী লোক প্রাপ্ত হয়। উপার্জ্জিত পুণ্যের একটা সীমা আছে, সেই সীমায় উপস্থিত হইলে আবার পুণ্যোপার্জ্জন দ্বারা লোকজয়* করিতে হয়। ৮।

---

* "লোকজয়" বেদান্তপ্রচলিত এই বাক্যটির অর্থ কি, ইহার অনুসন্ধান করিলে এই দেখিতে পাওয়া যায়, যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তে যে যে ভাবের সঞ্চার হয়, সেই ভাবানুযায়ী লোক অর্থাৎ ভোগায়তন আয়ত্তীকৃত হয়। এই আয়ত্তীকরণই লোকজয়।

৯। ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং চাবিশন্তি॥ মু, ১।২।৭।১০।

'ইষ্টাপূর্ত্তং' ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কর্ম্ম 'পূর্ত্তং' বাপিতড়াগাদি স্মার্ত্তং কর্ম্ম 'বরিষ্ঠং' প্রধানং 'মন্যমানাঃ' 'প্রমূঢ়াঃ' 'ন অন্যৎ' 'শ্রেয়ঃ' 'বেদয়ন্তে' জানন্তি। 'তে' 'নাকস্য' স্বর্গস্য 'পৃষ্ঠে' উপরি স্থানে 'সুকৃতে' পুণ্যনিলয়ে 'অনুভূত্বা' সুখমনুভূয় 'ইমং লোকং' পৃথিব্যনুরূপং লোকং 'হীনতরং চ' তদপেক্ষয়া হীনতরং বা 'লোকম্' 'আবিশন্তি' প্রবিশন্তি।

যে সকল মূঢ় ব্যক্তি যাগাদি শ্রৌত কর্ম্ম এবং বাপিতড়াগাদি স্মার্ত্ত কর্ম্ম প্রধান বলিয়া মনে করে তাহারা তদপেক্ষা আর যে কিছু শ্রেয় আছে তাহা জানে না। স্বর্গোপরি পুণ্যনিকেতনে সুখানুভব করিয়া তাহারা এই পৃথিবীর অনুরূপ লোক অথবা তদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে।

ভাব—অভিমানের তারতম্যানুসারে পৃথিবীর অনুরূপ বা তদপেক্ষা হীন লোক-প্রাপ্তি হয়। ৯।

১০। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ। তং্ হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্তে ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি।

স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং্ সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং্ সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি।

সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ, শ্রুতং্হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি। ছা, ৭।১।১—৩।

'ভগবঃ' হে ভগবন্ 'অধীহি' জ্ঞাপয় 'ইতি' 'হ' 'নারদঃ' 'সনৎকুমারম্' 'উপসসাদ' উপজগাম। 'তং' নারদং 'হ' কিল স 'সনৎকুমারঃ' 'উবাচ' 'যৎ' ত্বং 'বেত্থ' জানাসি, 'তেন' তৎপ্রখ্যাপনেন 'মা' মাম্ 'উপসীদ' উপগচ্ছ 'ততঃ' 'ঊর্দ্ধং' 'তে' তুভ্যং 'প্রবক্ষ্যামি' 'ইতি'।

'স' নারদঃ 'হ' 'উবাচ'—'ভগবঃ' হে ভগবন্, 'ঋগ্বেদম্' 'অধ্যেমি' স্মরামি, 'যজুর্ব্বেদং' 'সামবেদং' 'চতুর্থম্ আথর্ব্বণং' 'পঞ্চমম্ ইতিহাসং পুরাণম্' 'বেদানাং বেদং' বেদজ্ঞানকারণং ব্যাকরণং, 'পিত্র্যং' শ্রাদ্ধকল্পং 'রাশিং' গণিতং 'দৈবম্' উৎপাতজ্ঞানং 'নিধিং' মহাকালাদিনিধিশাস্ত্রং 'বাকোবাক্যং'

তর্কশাস্ত্রম্ 'একায়নং' নীতিশাস্ত্রং 'দেববিদ্যাং' নিরুক্তং 'ব্রহ্মবিদ্যাং' ঋগাদিসম্পর্কীয়শিক্ষাকল্পছন্দোরূপাং 'ভূতবিদ্যাং' ভূততন্ত্রম্ 'ক্ষত্রিয়বিদ্যাং' ধনুর্ব্বেদম্, 'নক্ষত্রবিদ্যাং' জ্যোতিষম্ 'সর্পদেবজনবিদ্যাং' গারুড়ং গন্ধর্ব্ববিদ্যাম্ 'এতৎ' সর্ব্বম্ 'অধ্যেমি' স্মরামি।

'ভগবঃ' হে ভগবন্ 'সোঽহং' 'মন্ত্রবিৎ' কর্ম্মবিৎ 'ন আত্মবিৎ'। 'আত্মবিৎ' 'শোকং' 'তরতি' 'ইতি' 'মে' ময়া 'ভগবদ্দৃশেভ্য' যুষ্মৎসদৃশেভ্যঃ 'শ্রুতং হি'। 'ভগবঃ' হে ভগবন্ 'সোঽহং' 'শোচামি', 'তং' শোকসন্তপ্তং 'মা' মাং 'শোকস্য' 'পারং' 'ভগবান্' 'তারয়তু' 'ইতি'।

আমাকে শিক্ষা-দিন, এই বলিয়া নারদ সনৎকুমারসমীপে আগমন করিলেন। সনৎকুমার নারদকে বলিলেন, যত দূর আপনি জানেন তাহা বলিয়া আমার নিকটে বসুন, তাহার পর যাহা কিছু আছে তাহা আপনাকে বলিব।

নারদ বলিলেন, হে ভগবন্, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাসপুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, উৎপাতবিজ্ঞান, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, শিক্ষাদিবেদসম্পর্কীণবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্প ও গন্ধর্ব্ববিদ্যা, এ সকলই আমার স্মরণে আছে।

এইরূপে, হে ভগবন্, আমি মন্ত্রবিৎ হইয়াছি কিন্তু আত্মবিৎ হই নাই। আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির নিকটে শুনিয়াছি, আত্মবিৎ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। হে ভগবন্, আমি শোকসন্তপ্ত, আমাকে আপনি শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন।

ভাব—ঋগাদি অপরা বিদ্যাপেক্ষা পরাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ, কেন না উহার সাহায্যে শোকোত্তীর্ণ হওয়া যায়। ১০।

অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, এই তিনটি বৈদিক মূল দেবতা। ইন্দ্রের স্থলে বায়ু মূলদেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন। (১) অগ্নি। অগ্নায়ী, পৃথিবী, ইলা—ইঁহারা অগ্নির সহচরী। হবির্বহনকরা, দেবগণকে আহ্বানকরা অগ্নির বিশেষ কার্য্য। অগ্নির সঙ্গে এই সকল দেবতার স্তব হইয়া থাকে—ইন্দ্র, সোম, বরুণ, পর্জ্জন্য, ঋতু। অন্য দেবতার সঙ্গে যাঁহারা স্তুত হন তাঁহারা—'সংস্তবিক দেব'।

(২) ইন্দ্র। ইন্দ্রের সহচরী—অদিতি, সরমা, সরস্বতী, বাক্, অনুমতি, রাকা, সিনীবালী, কুহূ, যমী, উর্ব্বশী, পৃথিবী, ইন্দ্রাণী, গৌরী, গো, ধেনু, অঘ্ন্যা, পথ্যা, স্বস্তি, উষা, রোদসী। ইহার বিশেষ কার্য্য—বর্ষণাদি, বৃত্রবধ, যে কোন বিক্রমসাধ্য কার্য্য।

ইহার সঙ্গে এই সকল দেবতারা স্তুত হইয়া থাকেন—অগ্নি, সোম, বরুণ, পূষা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পর্ব্বত, কুৎস, বিষ্ণু, বায়ু।

(৩) সূর্য্য। সূর্য্যের সহচরী—উষা, সূর্য্যা, বৃষাকপায়ী, সরণ্যু, দেবপত্নীগণ। বিশেষ কার্য্য—রসাকর্ষণ, রশ্মিযোগে রসধারণ, রশ্মিদ্বারা আচ্ছাদন। ইহার সঙ্গে এই সকল দেবতা স্তুত হইয়া থাকেন—চন্দ্রমা, বায়ু, সংবৎসর।

বৈদিক আর আর দেবতা এই তিন দেবতার বিশেষ প্রকাশমাত্র। বেদে পাষাণাদিতেও চেতনের কার্য্য আরোপিত হইয়াছে। বৈদিক পণ্ডিতগণ ঐ আরোপকে রূপক বলিয়া গ্রহণ-করিয়া থাকেন। পৃথিব্যাদি কিছু জীবন্ত পুরুষ নহে, তবে যে উহারা জীবন্ত পুরুষরূপে বেদে বর্ণিত হইয়া থাকে তাহার কারণ এই যে, উহাদের মধ্যে এক এক জন জীবন্ত পুরুষ বিদ্যমান থাকিয়া উহাদিগকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখিয়াছেন এই বিশ্বাস। পৃথিবী স্ত্রীরূপধারণ করিয়া ভারাবতরণনিমিত্ত ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন এটি যেমন আখ্যান উহাও সেইরূপ আখ্যানমাত্র। নিরুক্তকার এজন্যই বলিয়াছেন, "যজ্ঞ কিছু পুরুষবিশেষ নহে অথচ যজমানের সম্বন্ধে উহা যেমন পুরুষবিশেষ, তেমনই যাহারা পুরুষবিশেষ নহে তাহাদিগের ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক অধিষ্ঠাতৃগণ পুরুষবিশেষ; আখ্যানাকারে এইটি প্রকাশ পায়।" যজমানগণ এই সকল দেবতার নিকটে আত্মজ্ঞান নহে কিন্তু পুত্র, বিত্ত ও শত্রুবধাদি যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। এই জন্যই নারদ সনৎকুমারের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি আত্মবিৎ নই মন্ত্রবিৎ।'

উপনিষদ্দ্রষ্টা ঋষিগণ বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগকে কেন মন্দমতি বালক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, এ কথা জিজ্ঞাসাকরা নিষ্প্রয়োজন। পুত্রবিত্তাদির নিমিত্ত বৈদিক অনুষ্ঠান। এ সকলের অনিত্যত্ব নিত্যপ্রত্যক্ষ, সুতরাং তৎপ্রতি অনাস্থা স্বতই উদিত হয়। "আত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও যে ব্যক্তি প্রিয় বলে তাহাকে যে সাধক বলেন, তোমার প্রিয় বিনষ্ট হইবে, ইহা বলিতে তিনি সক্ষম, কেন না এইরূপই হইবে" (১০।৩০)* উপনিষদ্দ্রষ্টৃগণের এ কথার সত্যত্ব কে না আর সেকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? যাহা কিছু অনিত্য এবং পরিমিত তাহা সুখের নিমিত্ত হয় না, প্রত্যুত চরমে দুঃখেরই কারণ হয়, সুতরাং তাঁহাদের সেইটির অন্বেষণে মহান্ যত্ন উপস্থিত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা কেবল দুঃখের নিবৃত্তি নহে কিন্তু আত্যন্তিক সুখলাভ হয়। "যদ্দ্বারা আমি অমর হইব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব," মৈত্রেয়ীর এ কথা তৎপূর্ব্বে অনেকের মন হইতেই উত্থিত হইয়াছে।

"যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সমুদায় ধাম অবগত, যিনি সকল দেবগণের নাম-ধারণ করিয়া এক হইয়া আছেন, অন্যান্য সকল ভুবন তাঁহারই বিষয়ে প্রশ্ন করে।" (১০ম, ৮২সূ, ৩ ঋক্)। এস্থলের প্রশ্নটি উপ-

* এই গ্রন্থের ১০ম বল্লীর ৩০ প্রবচনাবলি। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

নিষদে—"যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে,উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবনধারণ করে, অন্তে যাঁহার দিকে গমন করে ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহার বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম (৪।১৩)"—এই পরিষ্কার ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়াছে। "সে সময়ে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না" (১০ম, ১২৯সূ, ১ঋক্), এ চিন্তা প্রথমতঃ ঋক্‌সংহিতা-তেই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই চিন্তার ফলেই উপনিষদ্‌দ্রষ্টা ঋষিগণ দেখিতে পাইলেন, নানাদ্রব্যযোগে যে সকল বৈদিক অনুষ্ঠান হয় এবং তৎসহ বহু দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে, উহারাই জগতের যিনি একমাত্র কারণ তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে দেয় না, সুতরাং তাঁহারা "দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে" ইত্যাদি প্রবচন দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম এবং বৈদিক দেবতাগণকে অধঃকরণ-করিয়া মননরূপ তপ আশ্রয়-করিলেন এবং বলিলেন,—"তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া অন্নব্রহ্ম এই জানিলেন। তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া প্রাণব্রহ্ম এই জানিলেন, মনোব্রহ্ম এই জানিলেন,বিজ্ঞানব্রহ্ম এই জানিলেন,আনন্দব্রহ্ম এই জানিলেন (১০।১৩)।" শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "বাহেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সমাধান তপ, এই তপদ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভব হয়। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, 'মন এবং ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপ। সকল ধর্ম্ম হইতে উহা শ্রেষ্ঠ এ জন্য উহাকে পরম ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।'" যজ্ঞবিস্তার দ্বারা যেমন বৈদিক কাল লক্ষিত হয়, তেমনি তপের অন্য নাম যে মনন তদ্দ্বারা বৈদান্তিক কাল লক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি মনন করেন তিনি মুনি, এজন্যই বৈদান্তিক ঋষিগণে মুনিত্ব এবং অরণ্যে বাস উপস্থিত হইয়াছিল। অরণ্যে বাস এবং প্রব্রজনের পূর্ব্বে তাঁহারা গৃহে বাস করিয়া মননপরায়ণ ছিলেন, উপনিষদ্‌দ্রষ্টা জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-জৈবলি-প্রভৃতিতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে, অনুষ্ঠানদ্রব্যে এবং দেবগণে পরমাত্মদর্শনে এই মনন যে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, উপনিষদ্‌ই উহার প্রমাণ। সুতরাং স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, বেদ হইতে বেদান্তে প্রবেশ স্বাভাবিক গতিতেই হইয়াছে।

ইতি আরম্ভবল্লী প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রস্থানবল্লী *।

১। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

'পূষন্' হে সূর্য্য, 'হিরণ্ময়েন' জ্যোতির্ম্ময়েন 'পাত্রেণ' মণ্ডলেন 'সত্যস্য' 'মুখং' মুখ্যং স্বরূপম্ 'অপিহিতম্' আচ্ছাদিতং ত্বয়া 'সত্যধর্ম্মায়' সত্যমেব ধর্ম্মো যস্য তস্মৈ মহ্যং 'দৃষ্টয়ে' দর্শনায় 'তৎ' সত্যং 'ত্বম্' 'অপাবৃণু' অনাচ্ছাদিতং কুরু।

হে সূর্য্য, তুমি হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমার দর্শনের জন্য সেই সত্যকে তুমি অনাচ্ছাদিত কর।

ভাব—উপনিষদ্দ্রষ্টা ঋষিগণ বৈদিক দেবতা ও তদ্বিহিত অনুষ্ঠানগুলিকে ক্ষুদ্রজ্ঞানে পরিত্যাগ-করিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে সেই সকলের মধ্যে এক মহান্ সত্য পুরুষকে এবং অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও প্রাপ্য লোকগুলির মধ্যে আত্মাকে দেখিলেন। এই জন্যই কখন আবরকরূপে, কখন নিরতিশয় ভিন্ন ভাবে, কখন ভিন্নতাসত্ত্বেও অভিন্নরূপে, কখন স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্ররূপে, কখন তৎসহ অভিন্নরূপে, কখনও তাঁহার অবয়বরূপে এইগুলিকে দেখিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ অনুভূতি উপনিষৎ বলিয়া প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বশেষে সেই মহান্ সত্যপুরুষকে লীলাময়রূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখিয়া এই নবীন প্রস্থানের তাঁহারা পূর্ণতাসম্পাদন করিলেন।

হিরণ্ময়—জ্যোতির্ম্ময়; পাত্র—মণ্ডল; মুখ—মুখ্যস্বরূপ। এখানে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলকে আবরকরূপ গ্রহণকরা হইয়াছে। এই আবরণ অপসারিত করিয়া মহান্ সত্য পুরুষকে দর্শন করিবার জন্য ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন।

---

* যেখানে প্রকৃষ্টস্থিতিলাভ হয় তাহাকে প্রস্থান বলে। প্রকৃষ্ট স্থিতি বলিলেই তুলনা বুঝায়। পূর্ব্বে যে স্থানে স্থিতি ছিল, সে স্থান স্থিতির পক্ষে আর উপযোগী নয় ইহা দেখিয়া অন্যত্র যে স্থলে প্রকৃষ্ট স্থিতিলাভ হইল তথায় স্থিতিকেই 'প্রস্থান' বলে। বৈদিক দেবগণ ও তদ্বিহিত অনুষ্ঠানাদিতে প্রথমতঃ যাঁহাদের স্থিতিলাভ হইয়াছিল, তাঁহাদের সম্বন্ধে সে স্থিতি আর যখন উপযোগী রহিল না, তখন তাঁহারা তাহা হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রকৃষ্ট স্থিতিলাভ করিলেন। প্রস্থান এই অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রস্থানশব্দের সাধারণ অর্থ মার্গ (system)। যে প্রণালী ধরিয়া সত্যের অন্বেষণ হয় তাহাকে মার্গ বলে। সত্যান্বেষণ ও সত্যে স্থিতি মার্গ ও প্রস্থান এ দুই শব্দের মধ্যে এ পার্থক্য আছে।

২। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

'পূষন্' হে রশ্মিপরিপুষ্ট 'একর্ষে' হে অদ্বিতীয়গন্তঃ 'যম' হে অস্তময়াবস্থাদিত্য, 'সূর্য্য' হে রশ্মিপ্রেরয়িতঃ, 'প্রাজাপত্য' হে প্রজাপতের্যজ্ঞস্যাপত্য, 'রশ্মীন্' 'ব্যূহ' বিগময়, 'তে' তব 'তেজঃ' 'সমূহ' উপসংহর। 'কল্যাণতমং' শিবতমং 'তে' তব 'যৎ' 'রূপং' 'তৎ' 'তে' তব রূপং 'পশ্যামি'। 'যঃ' 'অসৌ' 'পুরুষঃ' মণ্ডলস্থঃ 'স' 'অসৌ' 'অহম্' 'অস্মি' তৎস্বরূপঃ।

হে পূষা, হে একর্ষি, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রজাপতির অপত্য, তোমার রশ্মি সরাইয়া লও, তোমার তেজ সঙ্কুচিত কর যে তোমার কল্যাণতম রূপ দেখিতে পাই। এই পুরুষ যাহা আমিও তাহা।

ভাব—সূর্য্য যখন রশ্মিসমূহে পরিপুষ্ট হন তখন তাঁহার নাম পূষা, তিনি একা আকাশপথে গমন করেন এ জন্য তাঁহার নাম একর্ষি, যখন তাঁহার অস্তময়াবস্থা তখন তিনি যমনামে অভিহিত। আকাশে সূর্য্যের আরোহণ যজ্ঞপ্রভাবে। উষাকে যে কারণে সূর্য্যের জননী বলা হইয়াছে, যজ্ঞকেও সেই কারণে সূর্য্যের জনক বলা যাইতে পারে। যজ্ঞের একটি নাম প্রজাপতি। সূর্য্যকে প্রজাপতির অপত্য বলিবার অর্থ এই যে, যজ্ঞ হইতেই তাঁহার উদয় হইয়াছে। অঙ্গির প্রজাপতিগণমধ্যে গণ্য। অঙ্গিরগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে সূর্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, সে কারণেও সূর্য্যকে প্রজাপতিতনয় বলা যাইতে পারে (১০ম, ৬২সূ, ৩ঋক্)।

কল্যাণতম রূপ—সূর্য্যমধ্যে অধিষ্ঠিত কল্যাণই কল্যাণতম রূপ। সূর্য্যে কল্যাণের অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই উহা হইতে কল্যাণ হয়।

এই পুরুষ যাহা আমি তাহা—সূর্য্য স্বয়ং কল্যাণবিধানে অসমর্থ, তদধিষ্ঠিত পুরুষ হইতেই কল্যাণ প্রসূত হয়। সুতরাং তদধিষ্ঠিত পরমপুরুষই কল্যাণময়। অধিষ্ঠাতা পুরুষ কল্যাণগুণসম্পন্ন, এজন্য তাঁহার সাধকও তাঁহার স্বরূপের সহিত একতাবশতঃ কল্যাণগুণসম্পন্ন হন। 'এই পুরুষ যাহা আমিও তাহা' স্বরূপের একতা উপলক্ষ করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে।

৩। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥

'বায়ুঃ' প্রাণবায়ুঃ 'অমৃতং' নিত্যকালস্থায়িনম্ 'অনিলং' বাহ্যবায়ুং গচ্ছতু। 'অথ' অনন্তরং 'ইদং' 'শরীরং' প্রাণহীনং 'ভস্মান্তং' ভবতু। 'ওঁ' সত্যং ব্রহ্ম। 'ক্রতো' হে কর্ম্ম, হে যজ্ঞ, 'কৃতং' ময়ানুষ্ঠিতং কর্ম্ম 'স্মর'। 'ক্রতো স্মর কৃতঁ স্মর' ইতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্।

প্রাণবায়ু বহিঃস্থ নিত্যকালস্থায়ী বায়ুতে প্রতিগমন করুক। তদন-

স্তর এই শরীর ভস্মশেষ হউক। ওঙ্কার আত্মার উপাস্য। হে কর্ম্ম হে যজ্ঞ, আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্মরণ কর, হে কর্ম্ম, হে যজ্ঞ আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্মরণ কর।

ভাব—শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "এই আহুতি পরলোকে আত্মা (শরীর) হয়। যে ব্যক্তি এই সত্য অবগত হইয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করে, আহুতি তাহার পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলে—'এই আমি এখানে তোমার আত্মা (শরীর) হইয়া আছি।' এইরূপে আহ্বান করে বলিয়াই ইহার নাম আহুতি।" (শ, ব্রা, ১১।২।২।৬)। "সত্য ব্রহ্ম এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। পুরুষ কর্ম্মময় (যজ্ঞময়)। সে যে পরিমাণ কর্ম্ম (যজ্ঞ) করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে, তদনুরূপ কর্ম্মময় (যজ্ঞময়) হইয়া পরলোকে গমনপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে।" (শ, ব্রা, ১০।৬।৩।১)। এতদনুসারে ব্রহ্মপ্রতীক ওঙ্কারকে এখানে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে গ্রহণকরা হইয়াছে এবং কর্ম্ম বা যজ্ঞকে সম্বোধন করিয়া আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্মরণ কর এরূপ বলা হইয়াছে। 'যজ্ঞই বিষ্ণু'—এই শ্রুতি কর্ম্ম বা যজ্ঞকে তদধিষ্ঠাতার সহিত অভিন্ন করিয়া সম্বোধনকরিবার হেতু।

৪। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠান্তে নম উক্তিং বিধেম ॥

ঈশ ১৫—১৮। বৃ, ৭।১৫।১।

'অগ্নে' হে হবির্বাহ 'রায়ে' ধনায় 'অস্মান্' 'সুপথা' শোভনমার্গেণ 'নয়' গময়। হে 'দেব' 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'বয়ুনানি' প্রশস্তকর্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা 'বিদ্বান্' জানন্ 'অস্মৎ' অস্মত্তঃ 'জুহুরাণং' কুটিলম্ 'এনঃ' পাপং 'যুযোধি' বিযোজয়। 'তে' তুভ্যং 'ভূয়িষ্ঠাং' বহুতমাং 'নম উক্তিং' নমস্কারবচনং 'বিধেম' কুর্য্যাম।

হে অগ্নি, সম্পদ্‌লাভের জন্য তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। আমাদের বিবিধ প্রশংসনীয় কর্ম্ম অবগত হইয়া আমাদিগকে কুটিল পাপ হইতে বিযুক্ত কর। আমরা তোমার উদ্দেশে বহুল নমস্কারবচন উচ্চারণ করিতেছি।

ভাব—এ সকল স্থলেই অধিষ্ঠাতা কল্যাণময় পরমপুরুষকে তত্ত্বদাবরণ হইতে বিযুক্ত করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

৫। ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা

অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহ প্রাদুর্ব্বভূব, তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি।

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি।

তদভ্যদ্রবৎ। তমভ্যবদৎ কোঽসীতি? অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীৎ জাতবেদা বা অহমস্মীতি।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদꣳ সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন, তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স ততএব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌ যক্ষমিতি।

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি।

তদভ্যদ্রবৎ। তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদꣳ সর্ব্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্। স ততএব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌ যক্ষমিতি।

অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাꣳ হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি। কেন ৩। ১—১২।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরি-

ন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইতি। কেন ৪। ১—৪।

'ব্রহ্ম' 'হ' কিল 'দেবেভ্যঃ' তেষাং গৌরবায় 'বিজিগ্যে' জয়ং লব্ধবৎ। 'তস্য হ ব্রহ্মণঃ বিজয়ে' 'দেবাঃ' অগ্ন্যাদয়ঃ 'অমহীয়ন্ত' মহিমানং লব্ধবন্তঃ। 'তে' দেবাঃ 'ঐক্ষন্ত' ঈক্ষিতবন্তঃ—'অস্মাকম্ এব অয়ং বিজয়ঃ' 'অস্মাকম্ এব অয়ং মহিমা' 'ইতি'।

'তৎ' ব্রহ্ম 'হ' এষাং দেবানাং মিথ্যেক্ষণং 'বিজজ্ঞৌ' জ্ঞাতবৎ। 'তেভ্যঃ' দেবেভ্যঃ 'হ' 'প্রাদুর্বভূব' আত্মানং প্রকাশয়ামাস। তে 'ন' 'তৎ' ব্রহ্ম 'ব্যজানন্ত'—'কিম্ ইদং যক্ষং' পূজ্যম্ 'ইতি'।

'তে' দেবাঃ 'অগ্নিম্ অব্রুবন্' উক্তবন্তঃ, হে 'জাতবেদঃ' 'এতৎ' সম্মুখস্থং যক্ষং 'বিজানীহি'—'কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি'। স আহ—'তথা' তথাস্তু 'ইতি'।

'স' 'তৎ' যক্ষম্ 'অভ্যদ্রবৎ' অভিগতবান্। তৎ 'তম্' অগ্নিম্ 'অভ্যবদৎ—'কঃ অসি' ত্বম্ 'ইতি'। 'অগ্নিঃ বা অহম্ অস্মি ইতি' 'জাতবেদাঃ বা অহম্ অস্মি ইতি' স 'অব্রবীৎ' উক্তবান্।

তৎ আহ—'তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্ ইতি?' স আহ—'যৎ ইদং পৃথিব্যাম্' 'অপি ইদং সর্ব্বং দহেয়ম্' 'ইতি'।

'এতৎ দহ ইতি' তৎ 'তস্মৈ' অগ্নয়ে 'তৃণং' 'নিদধৌ' স্থাপিতবৎ। স 'তৎ' তৃণম্ 'সর্ব্বজবেন' নিখিলবেগেন 'উপপ্রেয়ায়' উপগতবান্। স 'তৎ' তৃণং 'দগ্ধুং' 'ন' 'শশাক'। 'স' অগ্নিঃ 'ততঃ' যক্ষাৎ 'এব' 'নিববৃতে' প্রতিগতবান্। নিবৃত্য স আহ—'যৎ এতৎ যক্ষং ন এতৎ বিজ্ঞাতুম্ অশকম্ ইতি।'

'অথ' অনন্তরং দেবাঃ 'বায়ুম্' 'অব্রুবন্'—হে 'বায়ো', 'এতৎ বিজানীহি'—'কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি'। স আহ—'তথা' তথাস্তু 'ইতি'।

স 'তৎ' যক্ষম্ 'অভ্যদ্রবৎ'। 'তং' বায়ুং তৎ 'অভ্যবদৎ' 'কঃ অসি' ত্বম্ 'ইতি'। 'বায়ুঃ বা অহম্ অস্মি ইতি, মাতরিশ্বা বা অহম্ অস্মি ইতি' স 'অব্রবীৎ'।

তৎ আহ—'তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্ ইতি।' স আহ—'যৎ ইদং পৃথিব্যাম্' 'অপি ইদং সর্ব্বম্ আদদীয়' স্থানান্তরং কুর্য্যাম্।

'এতৎ আদৎস্ব ইতি' 'তস্মৈ' বায়বে 'তৃণং নিদধৌ' তৎ। স 'তৎ' তৃণং 'সর্ব্বজবেন উপপ্রেয়ায়'। স 'তৎ' 'আদাতুং' 'ন' 'শশাক'। 'স' বায়ুঃ 'ততঃ' তস্মাৎ 'এব' 'নিববৃতে'। নিবৃত্য আহ—'যৎ এতৎ যক্ষং, ন এতৎ বিজ্ঞাতুম্ অশকম্ ইতি'।

'অথ' অনন্তরং দেবাঃ 'ইন্দ্রম্' 'অব্রুবন্'—হে 'মঘবন্', 'এতৎ বিজানীহি'—'কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি'। স আহ—'তথা' তথাস্তু 'ইতি'। 'তৎ' যক্ষং স 'অভ্যদ্রবৎ'। 'তস্মাৎ' ইন্দ্রাৎ 'তিরোদধে' অন্তর্হিতবৎ তৎ।

'স' ইন্দ্রঃ 'তস্মিন্ এব' 'আকাশে' 'স্ত্রিয়ং' স্ত্রীরূপাং 'বহুশোভমানাং' 'হৈমবতীং 'উমাং' বিদ্যাম্ 'আজগাম' সাক্ষাৎকৃতবান্। স 'তাম্' বিদ্যাং 'হ' 'উবাচ' আহ—'কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি'।

'সা' উমা 'হ' উবাচ—এতৎ 'ব্রহ্ম' 'ইতি' 'ব্রহ্মণঃ' 'বা' এব 'বিজয়ে' যূয়ং 'মহীয়ধ্বম্' মহিমানং প্রাপ্নুথ 'ইতি'। 'ততঃ' উমাবচনাৎ 'হ' 'এব' ইন্দ্রঃ 'ব্রহ্ম ইতি' 'বিদাঞ্চকার' জ্ঞাতবান্।

'যৎ' যস্মাৎ 'তে' 'অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ' 'হি' 'নেদিষ্ঠং' সমীপগতম 'এনৎ' ব্রহ্ম 'পস্পর্শুঃ' স্পৃষ্টবন্তঃ, 'প্রথমঃ' ইন্দ্রঃ 'ব্রহ্ম ইতি' 'এনৎ' ব্রহ্ম 'বিদাঞ্চকার' জ্ঞাতবান্, 'তে' ততঃ বিদাঞ্চক্রুঃ 'তস্মাৎ' 'বৈ' এব 'তে' 'এতে' 'দেবাঃ' 'অন্যান্' 'দেবান্' 'অতিতরাম্ ইব' অতিশেরতে এব।

'স' ইন্দ্রঃ 'হি' 'নেদিষ্ঠম্' 'এনৎ' ব্রহ্ম 'পস্পর্শ' 'স' 'হি' 'প্রথমঃ' 'ব্রহ্ম ইতি' 'এনৎ' 'বিদাঞ্চকার' 'তস্মাৎ' 'বৈ' 'ইন্দ্রঃ' 'অন্যান্' 'দেবান্' 'অতিতরাম্ ইব' অতিশেরতে এব।

'তস্য' ব্রহ্মণঃ 'এষ আদেশঃ' উপদেশঃ। কোঽসৌ ? 'বিদ্যুতঃ' সৌদামিন্যাঃ 'যৎ' 'এতৎ' 'ব্যদ্যুতৎ' বিদ্যোতনং 'আ ইতি' তদেব ইতি। 'ন্যমীমিষৎ আ ইতি' চক্ষুষো নিমেষ ইব ইতি।

দেবগণের গৌরববর্দ্ধনার্থ ব্রহ্ম [সকলকে] জয় করিলেন। সেই ব্রহ্মের জয়ে দেবগণ গৌরবান্বিত হইলেন। দেবতারা মনে করিলেন, এ আমাদেরই জয়, আমাদেরই গৌরব।

ব্রহ্ম ইহা জানিতে পাইলেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই পূজ্য পদার্থ কি, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

দেবগণ অগ্নিকে বলিলেন, জাতবেদঃ, এই সম্মুখস্থ পূজ্য পদার্থ কি, আপনি তাহা জানিয়া আসুন। অগ্নি বলিলেন, আচ্ছা।

অগ্নি তাঁহার নিকটে গেলেন। তিনি অগ্নিকে বলিলেন, তুমি কে ? অগ্নি বলিলেন, আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাতে কি শক্তি আছে ? অগ্নি উত্তর দিলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি সকলই দহন করিতে পারি।

অগ্নির সম্মুখে একগাছি তৃণ রাখিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, এইটি দগ্ধ কর। অগ্নি নিজের সমগ্র সামর্থ্যসহকারে তৃণটিকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। অগ্নি ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, এই পূজ্যপদার্থ কি আমি তাহা জানিতে সমর্থ হইলাম না।

অনন্তর দেবগণ বায়ুকে বলিলেন, এই পূজ্যপদার্থ কি, বায়ু, আপনি তাহা জানিয়া আসুন। বায়ু বলিলেন, আচ্ছা।

বায়ু তাঁহার নিকটে গেলেন। তিনি বায়ুকে বলিলেন, তুমি কে ? বায়ু বলিলেন, আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাতে কি শক্তি আছে ? বায়ু উত্তর দিলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি সকলই উড়াইয়া লইতে পারি।

বায়ুর সম্মুখে একগাছি তৃণ রাখিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, ইহাকে উড়াইয়া লও। বায়ু নিজের সমগ্র সামর্থ্যসহকারে তৃণটিকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু উহাকে উড়াইতে পারিলেন না। বায়ু ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, এই পূজ্যপদার্থ কি, আমি তাহা জানিতে সমর্থ হইলাম না।

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, মঘবন্, এই পূজ্য পদার্থ কি আপনি তাহা জানিয়া আসুন! ইন্দ্র বলিলেন আচ্ছা। ইনি তাঁহার নিকটে গেলেন, আর তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

সেই আকাশে তিনি স্ত্রীরূপে বহুশোভায় শোভান্বিতা হৈমবতী উমাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পূজ্যপদার্থ কি ?

তিনি উত্তর দিলেন, ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ। তাঁহার কথা শুনিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মকে জানিলেন।

অগ্নি বায়ু ইন্দ্র ইঁহারা সমীপবর্ত্তী ব্রহ্মের স্পর্শলাভ করিয়াছিলেন, (তাঁহাদের মধ্যে) প্রথম ইন্দ্র তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তদনন্তর তিন জনই তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, এজন্য ইঁহারা সকল দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন।

ইন্দ্র সমীপবর্ত্তী ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, প্রথম তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, এজন্য তিনি অন্য সকল দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন।

ব্রহ্মসম্বন্ধে উপদেশ এই :—ব্রহ্ম বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায়, ব্রহ্ম নিমেষের ন্যায়।

ভাব—অগ্নি বায়ু ইন্দ্র এই তিনটি বৈদিক শ্রেষ্ঠ দেবতা। অন্যান্য দেবগণ ইঁহাদেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, ঐ তিন দেবতার মহত্ব ব্রহ্মেরই জন্য। আখ্যায়িকাচ্ছলে এইটি ব্যক্ত করিয়া ইন্দ্রাদিদেবগণকে এখানে অধঃকরণ করা হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম যে দেবগণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম একবার দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হন, এইটি দেখাইবার জন্য, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও নিমেষের সহিত তাঁহার দর্শনের তুলনা করা হইয়াছে, আখ্যায়িকাতেও ব্রহ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব সেইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৬। জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥ কঠ, ২।১০।

'অহং' যমঃ 'শেবধিঃ ইতি' পার্থিবধনমিতি 'অনিত্যং' 'জানামি'। 'ন' 'হি' 'অধ্রুবৈঃ' অনিত্যদ্রব্যৈঃ 'ধ্রুবং' 'তৎ' ব্রহ্ম 'হি' 'প্রাপ্যতে'। 'ততঃ' তস্মাৎ কারণাৎ 'অনিত্যৈঃ' 'দ্রব্যৈঃ' 'ময়া' 'নাচিকেতঃ' 'অগ্নিঃ' 'চিতঃ' নির্ব্বর্ত্তিতঃ। তেন 'নিত্যং' যাম্যস্থানং 'প্রাপ্তবান্' 'অস্মি'।

পার্থিব ধন অনিত্য ইহা আমি জানি। অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম লাভ করিতে পারা যায় না। সে জন্যই আমি নাচিকেত অগ্নি * চয়ন করিয়াছি, অনিত্য দ্রব্য দ্বারা আমি নিত্য যাম্য (যমসমুচিত) পদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভাব—ধনাদি অনিত্য দ্রব্য দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না, কিন্তু সেই সকল অনিত্য দ্রব্য যদি তাঁহার আরাধনায় নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তৎপ্রদত্ত নিত্যাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যম তাঁহার আরাধনায় আধিকারিকপুরুষের † পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; এ কথা বলিয়া তিনি আপনার ব্রহ্মাধীনতা ব্যক্ত করিতেছেন।

৭। ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ শ্বে, ৬। ১৪।

'তত্র' ব্রহ্মণি 'সূর্য্যঃ' 'ন ভাতি' ন প্রকাশবান্ ভবতি। 'চন্দ্রতারকং' 'ন ভাতি' ন প্রকাশবৎ ভবতি; 'ইমাঃ' 'বিদ্যুতঃ' 'ন' 'ভান্তি' ন প্রকাশবত্যঃ ভবন্তি। 'কুতঃ' 'অয়ং' বৈদিকঃ 'অগ্নিঃ' ভাস্যতি। 'ভান্তং' দীপ্যমানং 'তম্' ঈশ্বরম্ 'এব' 'অনু' 'সর্ব্বং' 'ভাতি'। 'তস্য' 'ভাসা' 'ইদং সর্ব্বং' সূর্য্যাদিকং 'বিভাতি'।

ব্রহ্মসন্নিধানে সূর্য্যও দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকও দীপ্তি পায় না, এ সকল বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না, অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে। দীপ্যমান তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এ সকল দীপ্তি পায়, তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান।

---

* নাচিকেতাগ্নিবিষয়ে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ তৃতীয় বল্লীর প্রথমে উদ্ধৃত হইয়াছে।

† তাপাদিদানের জন্য ঈশ্বরনিযুক্ত আদিত্যাদি আধিকারিক পুরুষ। আধিকারিক পুরুষগণের নিয়ন্তা স্বয়ং ঈশ্বর।

ভাব—সূর্য্যাদিকে ব্রহ্মের অবভাসকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, ব্রহ্মই ইহা-দিগের অবভাসক।

৮। শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥

ঋক্ ১।৯০।৯।

নমো ব্রহ্মণে, নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। তৈ, ১।১।

'মিত্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'শম্' সুখকৃৎ; 'বরুণঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'শম্' সুখকৃৎ; 'অর্য্যমা' 'নঃ' অস্মাকং 'শম্' সুখকৃৎ; 'ইন্দ্রঃ বৃহস্পতিঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'শম্' সুখকৃৎ 'উরুক্রমঃ' বিস্তীর্ণপাদঃ 'বিষ্ণুঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'শম্' সুখকৃৎ 'ভবতু'। 'ব্রহ্মণে নমঃ' হে 'বায়ো' 'তে' তুভ্যং 'নমঃ' 'ত্বম্' 'প্রত্যক্ষং' 'ব্রহ্ম' 'অসি' 'ত্বাম্' 'এব' 'প্রত্যক্ষং' 'ব্রহ্ম' 'বদিষ্যামি'।

মিত্র আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন, বরুণ আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন, অর্য্যমা আমাদিগের সুখবর্দ্ধক হউন, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র আমাদের সুখ-বর্দ্ধক হউন, উরুক্রম (বিস্তীর্ণপাদ) বিষ্ণু আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। বায়ু, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার, বায়ু তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব।

ভাব—ঋগ্বেদের সূক্তে (১।৯০।৯) প্রথমতঃ প্রার্থনা করিয়া 'ব্রহ্মকে নমস্কার' এই কথার যোগে উপনিষৎসম্পর্কীয় জ্ঞানের সমাবেশ করা হইয়াছে এবং ভেদসম্বন্ধে অভেদ ভাবে গ্রহণ করিয়া বায়ুতে ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ হইয়াছে।

৯। ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তৈ, ২।৮।১।

'অস্মাৎ' ব্রহ্মণঃ 'ভীষা' ভয়েন 'বাতঃ' বায়ুঃ 'পবতে' 'ভীষা' ভয়েন 'সূর্য্যঃ' 'উদেতি', 'অস্মাৎ ব্রহ্মণঃ 'ভীষা' ভয়েন 'অগ্নিঃ চ' 'ইন্দ্রঃ চ' 'পঞ্চমঃ' 'মৃত্যুঃ' 'ধাবতি'।

ইঁহার ভয়ে বায়ু বহমান হয়, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইঁহার ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়।

ভাব—এখানে ব্রহ্ম হইতে বৈদিকদেবগণের অত্যন্ত ভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১০। এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যে-তানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ

জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পততি চ যচ্চ স্থাবরম্ সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ঐ, ৫। ৩।

'এষ ব্রহ্মা' 'এষ ইন্দ্রঃ' 'এষ প্রজাপতিঃ' 'এতে সর্ব্বে দেবাঃ' 'ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি' 'পৃথিবী বায়ুঃ আকাশঃ আপঃ জ্যোতীংষি ইতি এতানি' 'ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ইব'—ইব অনর্থকঃ—* সর্পাদীনি, 'ইতরাণি চ ইতরাণি চ বীজানি' কারণানি। কানি তানি? 'অণ্ডজানি' পক্ষ্যাদীনি, 'জারুজানি' জরায়ুজানি, 'স্বেদজানি' যূকাদীনি, 'উদ্ভিজ্জানি' বৃক্ষাদীনি, 'অশ্বাঃ' 'গাবঃ' 'পুরুষাঃ' 'হস্তিনঃ' 'যৎকিঞ্চ ইদং প্রাণি' 'জঙ্গমং' পদগামি 'পততি' আকাশগামি, 'যৎ চ' 'স্থাবরম্' অচলং 'সর্ব্বং তৎ' 'প্রজ্ঞানেত্রং' প্রজ্ঞা এব নেত্রী যস্য তৎ, 'প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং' 'লোকঃ' 'প্রজ্ঞানেত্রঃ' তস্মাৎ 'প্রজ্ঞানং' 'ব্রহ্ম'।

এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমুদায় দেবতা, এই পঞ্চ মহাভূত, পৃথিবী বায়ু আকাশ জল তেজ এইগুলি, এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র সর্পাদি, এই সকল বীজ—যথা অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ; অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, যাহা কিছু প্রাণযুক্ত, জঙ্গম, পততি (উড্ডয়নশীল), যাহা কিছু স্থাবর, এ সকলেরই নেতা প্রজ্ঞা, এ সকলই প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, লোকমাত্রের নেতা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাই আশ্রয়, অতএব প্রজ্ঞান ব্রহ্ম।

ভাব—এখানে ব্রহ্মকে নেতা এবং আর সকলকে তৎপরতন্ত্র বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি, শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্ব্বীত। ছা, ৩।১৪।১।

'ইদং' 'সর্ব্বং' 'খলু' 'ব্রহ্ম'। কথম্ 'তজ্জলান্ ইতি' তজ্জং তল্লং তদন্ ইতি হেতোঃ। 'শান্তঃ' রাগদ্বেষাদিরহিতঃ 'উপাসীত' তৎ সর্ব্বাত্ম। 'অথ' 'খলু' 'পুরুষঃ' 'ক্রতুময়ঃ' কর্ম্মময়ঃ, 'অস্মিন্' 'লোকে' 'পুরুষঃ' 'যথাক্রতুঃ' যাদৃশকর্ম্মা 'ইতঃ' অস্মাৎ লোকাৎ 'প্রেত্য' 'তথা' 'ভবতি'। অতএব 'স' পুরুষঃ 'ক্রতুং' কর্ম্ম 'কুর্ব্বীত'।

---

* ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, এস্থলে ইব শব্দ অনর্থক ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, সর্পাদি বিবিধপ্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল জীব আছে, তাহারা আকার-বর্ণ-পরিমাণাদিতে এমনই বিমিশ্র যে তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণানিবন্ধনকরা সুকঠিন। শ্রেণীনিবন্ধন সুকঠিন বলিয়াই যে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে একটা মিশ্রজাতিমাত্র, তাহা নহে। এই অভিপ্রায়েই (ইব) যেন এই শব্দ এখানে শ্রুতি ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানবিদ্গণ শ্রেণীনিবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহারা নির্ব্বিবাদ ভূমিতে উপস্থিত হন নাই।

ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্ ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া * অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম। শান্তভাবে সেই সর্ব্বস্বরূপের উপাসনা করিবে। নিশ্চয় পুরুষ কর্ম্মময়। ইহলোকে পুরুষ যাদৃশকর্ম্মা হয়, এখান হইতে গমন করিয়া তাদৃশ হইয়া থাকে। সুতরাং সে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

ভাব—এস্থলে সমুদায়কে ব্রহ্মের সহিত অবিভক্তভাবে গ্রহণকরিয়া ব্রহ্মকে সম্মুখস্থ করা হইয়াছে। এ শ্রুতির বিশেষ ব্যাখ্যা ষষ্ঠবল্লীর অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে দেখিতে হইবে। কর্ম্মানুষ্ঠানে সমগ্র জীবন ব্যয় করা সমুচিত, এজন্য বাজসনেয় উপনিষৎ বলিয়াছেন ;—"এসংসারে কেহ যদি শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাকে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রথম প্রবচনোক্ত † প্রণালীতে তুমি এই বিধির অনুসরণ করিবে, অন্য প্রকারে নহে। কেন না এই প্রকারে কর্ম্ম করিলে মানবে কর্ম্মজনিত দোষ স্পর্শ করে না (১০।২)।"

১২। তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ উরএব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোহন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ। ৫।১৮।২।

'তস্য' 'হ' 'বৈ' 'এতস্য' 'আত্মনঃ' পরাত্মনঃ 'বৈশ্বানরস্য' 'সুতেজাঃ' দ্যৌঃ 'মূর্দ্ধা' 'এব'; 'বিশ্বরূপঃ' সূর্য্যঃ 'চক্ষুঃ', 'পৃথগ্বর্ত্মা' 'প্রাণঃ' বায়ুঃ 'আত্মা' স্বভাবঃ, 'বহুলঃ' আকাশঃ 'সন্দেহঃ' দেহস্য মধ্যভাগঃ, 'রয়িঃ' আপঃ 'বস্তিঃ'. 'পৃথিবী এব' 'পাদৌ' 'বেদিঃ' 'উরঃ এব' 'বর্হিঃ' কুশঃ 'লোমানি', 'গার্হপত্যঃ' 'হৃদয়ম্', 'অন্বাহার্য্যপচনঃ' দক্ষিণাগ্নিঃ 'মনঃ', 'আহবনীয়ঃ' 'আস্যম্'।

পরমাত্মা বৈশ্বানরের দ্যুলোক মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, পৃথক্ পথগামী বায়ু স্বভাব, আকাশ দেহের মধ্যভাগ, বারি বস্তি (মূত্রকোষ), পৃথিবী পাদ, বেদি বক্ষ, কুশ লোম, গার্হপত্যাগ্নি হৃদয়, দক্ষিণাগ্নি মন, আহবনীয়াগ্নি মুখ।

ভাব—"হে অগ্নি, অন্যান্য অগ্নি তোমারই শাখা, সকল অমর তোমাতেই আমোদিত। হে বৈশ্বানর, তুমি মনুষ্যগণের নাভি, নিখাত স্তম্ভের ন্যায় তুমি লোকদিগকে

---

* এখানে মূল গ্রন্থে প্রাচীন ব্যাখ্যার রীতিতে "ব্রহ্মেতে ক্রিয়াশীল" এই অর্থ আছে। ষষ্ঠাধ্যায়ের 'অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে' কারণপ্রদর্শনপূর্ব্বক যে অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে, এখানে তাহাই গৃহীত হইল।

† দশম বল্লীর প্রথম বচনসমষ্টি দেখ।

ধারণ করিয়া আছ (১ম, ৫৯সূ, ১ঋক্)" ইত্যাদি স্তোত্রে বৈশ্বানরনামা অগ্নির স্তোত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে। "তুমি মনুষ্যগণের নাভি" এই কথাতে জঠরস্থ অগ্নিকে বৈশ্বানর নামে গ্রহণ করিয়া বেদান্ত প্রতিদিনের অন্নপান সেই অগ্নিতে হবনকরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ যেমন এই অগ্নিকে দ্যুলোকের মস্তক পৃথিবীর নাভি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এখানে তেমনি সেই অগ্নিতে পরমাত্মদর্শনপূর্ব্বক তদ্বিপরীতে দ্যুলোককে বৈশ্বানরের মস্তক বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। বৈশ্বানরকে দ্যুলোক ও পৃথিবীর অধিপতিরূপে ঋগ্বেদ যখন গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে পরমাত্মরূপে গ্রহণ বেদান্তসম্বন্ধে স্বাভাবিক। বৈশ্বানরে পরমাত্মদর্শনপূর্ব্বক যেমন এখানে অবয়বকল্পনাকরা হইয়াছে, বেদান্তে অন্যত্র তেমনই সাক্ষাৎ পরমাত্মাতেও রূপকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায় :—"এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মার অগ্নি মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষু, দিক্ সকল শ্রোত্র, বিবৃত বেদ সকল ইহার বাক্, বায়ু প্রাণ, সমস্ত জগৎ হৃদয়, পৃথিবী পদ।" বেদান্তসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের চতুর্ব্বিংশ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যায়পরিসমাপ্তি যাবৎ নয়টি সূত্রে বৈশ্বানরবিদ্যার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

১৩। সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদꣳস্যাদাত্মন্ব্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্‌যদশ্বত্তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বম্। এস হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। তমনবরুদ্ধ্যৈবামন্যত। তꣳ সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্ দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ। তস্মাৎ সর্ব্বদৈবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্ত। এষ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্য সংবৎসর আত্মায়মগ্নিরর্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানঃ তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ। সা পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্ম্মৃত্যুঞ্জয়তি নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি, মৃত্যুরস্যাত্মা ভবতি, এতাসাং দেবতানামেকোভবতি। বৃ, আ, ৩। ২। ৭।

'স' প্রজাপতিঃ 'অকাময়ত'—'ইদং' 'মে' মম শরীরং 'মেধ্যং' যজ্ঞীয়ং 'স্যাৎ' 'অনেন' শরীরেণ 'আত্মন্বী' আত্মবান্ 'স্যাম্' 'ইতি'? 'যৎ' যস্মাৎ 'তৎ' শরীরম্ 'অশ্বৎ' অশ্বয়ৎ উচ্ছূনভাবমগচ্ছৎ, 'ততঃ' তস্মাৎ স 'অশ্বঃ' 'সমভবৎ'। 'তৎ' শরীরম্ 'মেধ্যং' যজ্ঞার্হম্ 'অভূৎ' 'ইতি' 'তৎ' তস্মাৎ 'অশ্বমেধস্য' ক্রতোঃ 'অশ্বমেধত্বং' অশ্বমেধনামলাভঃ। 'যঃ' 'এনম্' অশ্বম্ 'এবং বেদ' 'এষ' 'হ বৈ' নিশ্চিতমেব 'অশ্বমেধং' 'বেদ'। স প্রজাপতিঃ 'তম্' 'অনবরুদ্ধ্য' অবরুদ্ধমকৃত্বা 'এব' 'অমন্যত' অচিন্তয়ৎ। 'সংবৎসরস্য' 'পরস্তাৎ' উর্দ্ধং 'আত্মনে' আত্মার্থং 'তম্' অশ্বম্ 'আলভত' আলম্ভং কৃতবান্। অন্যান্ গ্রাম্যান্ আরণ্যাম্ 'পশূন্' 'দেবতাভ্যঃ' যথাদৈবতম্ 'প্রত্যৌহৎ' প্রতিগমিতবান্। 'তস্মাৎ' তৎকারণাৎ যাজ্ঞিকাঃ ইদানীং 'সর্ব্বদৈবত্যং' 'প্রোক্ষিতং' মন্ত্রসংস্কৃতং 'প্রাজাপত্যং' পশুম্ 'আলভন্ত'। 'যঃ' 'এষ' 'তপতি' 'এষ' 'বৈ' 'অশ্বমেধঃ' 'তস্য' তপতঃ 'সংবৎসরঃ' 'আত্মা' শরীরম্ 'অয়ম্' পার্থিবঃ 'অগ্নিঃ' সাধনভূতত্বাৎ

'অর্কঃ' 'তস্য' অর্কস্য ইমে লোকাঃ 'আত্মানঃ' শরীরাবয়বাঃ 'তৌ' 'এতৌ' 'অর্কৌ' অগ্ন্যর্কৌ একভূতৌ 'অর্কাশ্বমেধৌ'। 'তৌ' অগ্ন্যর্কৌ 'পুনঃ' 'একা' 'এব' 'দেবতা' 'ভবতি'। কাসৌ ? 'মৃত্যুঃ' 'এব'। এতদ্বেত্তা 'মৃত্যুং' 'পুনঃ' 'অপজয়তি' 'ন এনং' জনং 'মৃত্যুঃ' 'আপ্নোতি'। কথম্ ? 'অস্য' জনস্য 'মৃত্যুঃ' 'আত্মা' 'ভবতি'। 'এতাসাং' তদবয়বভূতানাং 'দেবতানাম্' 'একো' ভবতি।

আমার এই শরীর মেধ্য (যজ্ঞের উপযুক্ত) হউক, এই শরীর দ্বারা আমি আত্মবান্ হই, প্রজাপতি এইরূপ অভিলাষ করিলেন। প্রাণের প্রয়াণে উহা 'অশ্বৎ' অর্থাৎ স্ফীত হইল, এজন্য উহার নাম অশ্ব হইল। সেই শরীর এইরূপে মেধ্য হইল এবং তাহা হইতেই অশ্বমেধের অশ্বমেধ নাম হইল। যে ব্যক্তি এই অশ্বকে (প্রজাপতির দেহরূপী) জানে, সেই অশ্বমেধ কি তাহা জানে। প্রজাপতি তাহাকে না বান্ধিয়া (বলি অর্পণ করিবেন এইরূপ) মনে করিলেন। সংবৎসর পরে তিনি আত্মার্থ উহাকে ছেদন করিলেন, এবং যে দেবতার যে পশু সেই দেবতার উদ্দেশে সেই পশুর ছেদন হইল। যাজ্ঞিকগণ সেই কারণেই আজও প্রজাপতির উদ্দেশে অশ্ব এবং অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রসংস্কৃত পশু ছেদন করিয়া থাকেন। যিনি তাঁপদান করেন তিনি অশ্বমেধ, সংবৎসর তাঁহার শরীর। এই অগ্নি যাঁহাতে যজ্ঞ সাধিত হয়, ইনি অর্ক (আদিত্য)। এই সকল লোক (ভুবন) ইঁহার শরীরের অবয়ব। এই অগ্নি এবং অর্ক একীভূত হইয়া অর্কাশ্বমেধ হয়। এই অগ্নি এবং অর্ক একই দেবতা। মৃত্যু সেই দেবতা। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অশ্বমেধ এবং আপনাকে তৎসহ এক জানে, সে মৃত্যুকে জয় করে, মৃত্যু ইহাকে স্পর্শ করে না ; এই সকল অবয়বভূত দেবগণমধ্যে মৃত্যু এক জন হন।

ভাব—ভাষ্যকার বলিয়াছেন "প্রজাপতি যখন আপনাকে এইরূপ মনে করিলেন, তখন অপরেও তাঁহার সেই বিধির অনুসরণ করিয়া আপনাকে মেধ্য অশ্বরূপ পশু কল্পনা-পূর্ব্বক—আমি সর্ব্বদেবতাময় মন্ত্রসংস্কৃত বলিরূপে অর্পিত হইয়া আত্মদেব হইব,—এইরূপ মনে করে। যে যে দেবতার যে যে গ্রাম্য ও আরণ্য পশু, তাহাদিগকে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে ছেদন করিয়া জানিবে, এ সকল দেবতা আমারই অবয়বভূত।" গ্রাম্য পশুগুলির ছেদন, আরণ্য পশুগণের বন্ধনমোচন অশ্বমেধে ব্যবস্থা। গ্রাম্য এবং আরণ্য পশুতে ছয় শত নয়টি পশু অশ্বমেধে নিয়োজিত হইয়া থাকে। প্রজাপতির শরীর অশ্ব এবং উহা মেধ্য এইটি কল্পনা করিবার পর, দৃশ্যমান আদিত্যকে অশ্বমেধকল্পনা করা হইয়াছে। অশ্বমেধ পার্থিব অগ্নিতে সাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং অগ্নি ও আদিত্যকে

একীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং উহাকে অর্কাশ্বমেধ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মৃত্যুকে জয় করিয়া আত্মা সকল পরিবর্ত্তনের অতীত হইবে, বেদান্তের এই উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে অগ্নি ও আদিত্যকে মৃত্যুরূপে গ্রহণপূর্ব্বক মৃত্যুর উল্লেখ হইয়াছে। অশ্বমেধে বিবিধ দেবতার উদ্দেশে বলি অর্পিত হয় ; সেই সকল দেবতার প্রাধান্যলাভ না হয়, এজন্য উহারা আত্মার অবয়বরূপে গৃহীত হইয়াছে।

১৪। অথ যো হ বা অস্মাৎ লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি যথা বেদো বা হননূক্তোঽন্যদ্বা কর্ম্ম কৃতং যদিহ বা অপ্যনৈবংবিৎ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি তদ্ধাস্যান্ততঃ ক্ষীয়ত এবাত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে। অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে। ৩।৪।১৫।

'অথ' 'যঃ' কশ্চিৎ 'হ বৈ' 'স্বম্' আত্মানং 'লোকম্' 'অদৃষ্ট্বা' অবিদিত্বা 'অস্মাৎ' 'লোকাৎ' 'প্রৈতি' 'অবিদিতঃ' 'স' 'এনম্' আত্মানং 'ন ভুনক্তি' ন পালয়তি, 'যথা' 'অননূক্তঃ' অনধীতঃ 'বেদঃ' 'বা' 'অন্যৎ' 'কৃতং' কৃষ্যাদি 'কর্ম্ম' বা নাত্মানং পালয়তি। 'অনেবংবিৎ' আত্মানং লোকত্বেনাবিদ্বান্ 'যৎ' 'ইহ' 'বৈ' 'মহৎ' 'পুণ্যং' 'কর্ম্ম' 'করোতি' 'তৎ' 'হ' 'অস্য' 'অন্ততঃ' 'ক্ষীয়তে' 'এব'। 'আত্মানম্' 'এব' 'লোকম্' 'উপাসীত'। 'স' 'যঃ' 'আত্মানং' 'এব' 'লোকম্' 'উপাস্তে' 'ন' 'হ' অস্য 'কর্ম্ম' 'ক্ষীয়তে'। 'যৎ' 'যৎ' স 'কাময়তে' 'তৎ' 'তৎ' 'অস্মাৎ' 'আত্মনঃ' 'এব হি' 'সৃজতে' উৎপদ্যতে।

যে কোন ব্যক্তি আত্মাকে অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, অনধীত বেদ এবং কৃষ্যাদিকর্ম্ম যেরূপ আত্মার উপকারের জন্য হয় না সেইরূপ সেই অজ্ঞ ব্যক্তি আত্মার উপকারক হয় না। ইহলোকে অনাত্মবিৎ যদি মহৎ পুণ্য কার্য্যও করে, অন্তে উহা নিশ্চয় ক্ষয় পায়। আত্মাকেই লোকজ্ঞানে উপাসনা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। যে ব্যক্তি আত্মাকেই লোকজ্ঞানে উপাসনা-করে তাহার কর্ম্ম কখন ক্ষয় পায় না। সে ব্যক্তি যাহা যাহা অভিলাষ করে, এই আত্মা হইতেই সে সকল উৎপন্ন হয়।

ভাব—ব্রাহ্মণবিভাগে আত্মদৃষ্টিতে অনুষ্ঠানের আরম্ভমাত্র দেখা যায়, উপনিষদে উহাই সর্ব্বস্ব হইয়াছে।

১৫। অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ। স যজ্জুহোতি যদ্যজতে তেন দেবানাং লোকঃ ; অথ যদনুব্রূতে তেন ঋষীণাম্ ; অথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন

পিতৃণাম্ ; অথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণাং ; অথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং, যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ। যথা হ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবংহৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি তদ্বা এতদ্বিদিতং মীমাংসিতম্।

৩। ৪। ১৬।

'অথো' বিপরীতে 'অয়ং' 'বৈ' 'আত্মা' 'সর্ব্বেষাং' ভূতানাং' 'লোকঃ' ভোগ্যঃ পরতন্ত্রঃ। 'স' আত্মা 'যৎ' 'জুহোতি' 'যৎ' 'যজতে' 'তেন' 'দেবানাং' 'লোকঃ' ভবতি ; 'অথ' 'যৎ' স 'অনুব্রূতে' স্বাধ্যায়ম্ অধীতে, 'তেন' স 'ঋষীণাং' লোকঃ ভবতি ; 'অথ' স 'যৎ' 'পিতৃভ্যঃ' 'নিপৃণাতি' পিণ্ডোদকাদি প্রযচ্ছতি, 'যৎ' চ 'প্রজাং' 'সন্ততিম্' 'ইচ্ছতে' 'তেন' 'পিতৃণাং' লোকঃ ভবতি ; 'অথ' স 'যৎ' 'মনুষ্যান্' 'বাসয়তে' গৃহে ভূম্যুদকাদিদানেন, 'যৎ' 'চ' 'এভ্যঃ' 'অশনং' 'দদাতি' 'তেন' 'মনুষ্যাণাং' লোকঃ ভবতি ; 'অথ' 'যৎ' স 'পশুভ্যঃ' 'তৃণোদকং' 'বিন্দতি' লম্ভয়তি, 'তেন' 'পশূনাং' লোকঃ ভবতি ; 'যৎ' 'অস্য' 'গৃহেষু' 'শ্বাপদাঃ' হিংস্রজন্তবঃ' 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ 'আপিপীলিকাভ্যঃ' পিপীলিকাভিঃ সহ 'উপজীবন্তি' কণাদিভক্ষণেন 'তেন' স 'তেষাং' 'লোকঃ' ভবতি। 'যথা' 'হ' 'বৈ' 'স্বায়' স্বস্মৈ 'লোকায়' দেহস্য 'অরিষ্টম্' 'অবিনাশম্' 'ইচ্ছেৎ', 'এবং' 'হ' 'এবংবিদে' সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকোঽহমিতি বিদুষে 'সর্ব্বাণি' 'ভূতানি' 'অরিষ্টম্' অবিনাশম্ 'ইচ্ছন্তি'। 'তৎ' 'বৈ' 'এতৎ' পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে 'বিদিতং' 'মীমাংসিতং' বিচারিতম্।

এই আত্মা সকল প্রাণীর লোক (ভোগ্য) হয়। সেই আত্মা যে হবন করে যজন করে তাহাতে দেবগণের ; যে স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করে তাহাতে ঋষিগণের ; পিতৃগণকে যে পিণ্ডাদি দেয়, সন্তানকামনা করে তাহাতে পিতৃগণের, মনুষ্যগণকে যে ভূম্যাদিদানে বসতি করায় অন্ন দেয় তাহাতে মনুষ্যগণের, পশুগণকে যে তৃণ দেয় জল দেয় তাহাতে পশুগণের, ইহার গৃহে পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া হিংস্রজন্তু পক্ষী পর্য্যন্ত যে আহার পায়, তাহাতে তাহাদের লোক (ভোগ্য হয়)। আপনার শরীরের বিনাশ প্রাণিগণ যে প্রকার ইচ্ছা করে না, তেমনি যে ব্যক্তি আপনাকে সকল প্রাণীর ভোগ্য বলিয়া জানে প্রাণিগণ তাহারও বিনাশ ইচ্ছা করে না। এটি সকলেরই জানা আছে, এটি মীমাংসিতও হইয়াছে।

ভাব—আত্মবিৎ না হইয়া যাহারা দেবাদির সেবায় নিরত হয়, তাহারা তদ্দ্বারা দেবাদির অধীন হয়, তাহাদের আত্মবত্তা থাকে না।

এটি জানা আছে, এটি মীমাংসিত হইয়াছে—পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে এইরূপ মীমাংসিত

হইয়াছে যে, চুল্লী, পেষণী, সংমার্জ্জনী আদি গৃহের উপকরণ, উদুখল ও মুষল, জলকুম্ভ, গৃহস্থের গৃহে এই পাঁচটিতে প্রাণিবধ ঘটিয়া থাকে। (মনু, ৩অ, ৬৮শ্লো)। যে ব্যক্তি গৃহে স্থিতি করিয়া যথাশক্তি এক দিনের জন্যও পঞ্চমহাযজ্ঞ ত্যাগ করে না, এই সকলের ব্যবহারে যে প্রাণিবধজনিত পাপ সংক্রামিত হয় সে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না। অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলি-অর্পণ ভূতযজ্ঞ, অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ। (মনু ৩অ, ৭০।৭১ শ্লো)। এরূপ অনুষ্ঠান করিলে আমাতে তত্তৎ পাপ সংক্রামিত হইবে না, এই জ্ঞান থাকাতে আত্মা এস্থলে দেবাদির ভোগ্য হয় না, যেখানে এরূপ জ্ঞান নাই সেই স্থলে আত্মা দেবগণের ভোগ্য হয়।

১৬। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিংল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি, যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। ৫। ৮। ১০।

হে 'গার্গি' 'যঃ' 'বৈ' 'এতৎ' 'অক্ষরং' ক্ষয়াপচয়শূন্যম্ 'অবিদিত্বা' অবিজ্ঞায় 'অস্মিন্' 'লোকে' 'বহূনি' 'বর্ষসহস্রাণি' 'জুহোতি' 'যজতে' 'তপঃ' 'তপ্যতে' 'অস্য' 'তৎ' হবনাদিকং 'অন্তবৎ' বিনাশি' 'এব' ভবতি। হে 'গার্গি' 'যঃ' 'বৈ' 'এতৎ' 'অক্ষরম্' 'অবিদিত্বা' 'অস্মাৎ' 'লোকাৎ' 'প্রৈতি' 'স' 'কৃপণঃ' কৃপাপাত্রম্। 'অথ' হে 'গার্গি' 'যঃ' 'এতৎ' 'অক্ষরং' 'বিদিত্বা' 'অস্মাৎ' 'লোকাৎ' 'প্রৈতি' 'স' 'ব্রাহ্মণঃ' ব্রহ্মসম্পন্নঃ।

হে গার্গি, এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোকে যে ব্যক্তি বহুসহস্র বর্ষ যাবৎ হোম করে, যজ্ঞ করে, তপস্যা করে, তাহার সেই হোমাদি ক্ষয়িষ্ণু হয়। হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে, সে ব্যক্তি কৃপাপাত্র। আর যিনি, হে গার্গি, অক্ষর পরব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক হইতে গমন করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।

ভাব—পরব্রহ্মকে না জানিলে সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান বিফল। উহারা আত্মার দীনতা-হরণে অসমর্থ। যিনি পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রাহ্মণ হন, ব্রহ্মসম্পন্ন হন।

১৭। এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ
পূর্ব্বোহি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স বিজাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্‌ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥

'এষ' 'হি' 'দেবঃ' 'প্রদিশঃ' প্রাচ্যাদ্যাঃ দিশঃ, 'অনুসর্ব্বাঃ' উপদিশশ্চ। 'স' 'হি' 'পূর্ব্বঃ' 'জাতঃ'

আদিপুরুষস্বরূপেণ 'স' 'উ' 'গর্ভে' 'অন্তঃ', 'স' 'বিজাতঃ' শিশুঃ, 'স' 'জনিষ্যমাণঃ' জননোন্মুখঃ 'স' 'জনান্' 'প্রত্যঙ্' পশ্চাৎ 'তিষ্ঠতি', স 'সর্ব্বতোমুখঃ' সর্ব্বপ্রাণিগতানি মুখানি অস্য।

এই দেবই দিক্ ও উপদিক্, ইনিই পূর্ব্বজ, ইনিই গর্ভে, ইনিই জাত, ইনিই জননোন্মুখ, সকল লোকের পশ্চাতে ইনিই স্থিতি করেন, সকল প্রাণীর মুখ ইঁহার মুখ।

ভাব—জন্মমরণাদি কিছুই পরাত্মনিরপেক্ষ হয় না, সকলের অন্তরালে থাকিয়া তিনিই সকল ঘটান। শ্রুতি এই সত্যপ্রতিপাদন করিয়া পরমাত্মার লীলাময়ত্ব প্রদর্শন-করিতেছেন। এই শ্রুতিটী যজুর্ব্বেদ (৩২অ, ৪৬ক) হইতে উদ্ধৃত।

১৮। যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥ শ্বেত, ২। ১৬। ১৭।

'যঃ' 'দেবঃ' 'অগ্নৌ' 'যঃ' 'অপ্সু' 'যঃ' 'বিশ্বং' নিখিলং 'ভুবনম্' 'আবিবেশ' প্রবিষ্টবান্, 'তস্মৈ' 'দেবায়' 'নমোনমঃ'।

যে দেব অগ্নিতে, জলেতে, বিশ্বভুবনে, ওষধি এবং বনস্পতিতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সেই দেবতাকে নমস্কার করি।

ভাব—তত্তৎস্থানে প্রবিষ্ট থাকিয়া পরমাত্মা লীলাবিস্তার করেন। "যে যে রূপ অভিলাষ করেন, সেই সেই রূপে দেবগণ প্রবেশ করেন" "যে যে রূপ অভিলাষ করেন, দেবগণ সেই সেই রূপ হন" (নি, ১০।১৭) "দেবতার ঐশ্বর্য্য এই যে, যে যে রূপ ইচ্ছা করেন সেই সেই রূপ ধারণ-করেন" (টীকা)। "হে বাস্তোষ্পতে, তুমি রোগবিনাশক। বিবিধ রূপে প্রবেশ করিয়া তুমি আমাদের সখা হও, সুখকর হও (৭ম, ৫৫সূ, ১ঋক্)।" এস্থলে সেই সেই রূপে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ উল্লিখিত হইয়াছে। "ইন্দ্র বিবিধ জ্ঞানকৌশল করিয়া রূপে রূপে আপনার তনুর পুনঃ পুনঃ উৎকর্ষসাধন করেন (৩ম, ৫৩সূ, ৮ঋক্)। এখানে স্বেচ্ছায় উৎকৃষ্টরূপপরিগ্রহ নিবদ্ধ হইয়াছে। "এই জীবাত্মা সহ প্রবেশ করিয়া আমি নামরূপ অভিব্যক্ত করিব" (১২।২) এই শ্রুতি পরাত্মার সর্ব্বত্র অনুপ্রবেশই যে তত্ত্ব, তাহা প্রদর্শন-করিতেছে।

১৯। যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাসপূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

'যঃ' 'দেবানাং' 'প্রভবঃ' সামর্থ্যহেতুঃ, 'উদ্ভবঃ' উৎপত্তিহেতুঃ 'চ' 'বিশ্বাধিপঃ' বিশ্বস্য পালয়িতা, 'মহর্ষিঃ' সর্ব্বজ্ঞঃ 'রুদ্রঃ' সংসাররূপ-দ্রাবকঃ 'পূর্ব্বং' সর্গাদৌ 'হিরণ্যগর্ভং' 'জনয়ামাস' 'স' 'নঃ' অস্মান্ 'শুভয়া' 'বুদ্ধ্যা' 'সংযুনক্তু'।

যিনি দেবগণের সামর্থ্য ও উৎপত্তির কারণ, বিশ্বের পালয়িতা, সংসারক্লেশের অপহর্ত্তা (রুদ্র),সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভকে জন্ম দিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিন।

২০। যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥

হে 'রুদ্র', হে 'গিরিশন্ত' গিরিস্থসুখবিতানক 'যা' 'তে' তব 'শিবা' মঙ্গলময়ী 'অঘোরা' অভয়া 'অপাপকাশিনী' পুণ্যাভিব্যক্তিকরী 'তনুঃ' 'তয়া' 'শন্তময়া' সুখতময়া 'তনুবা' তন্বা 'নঃ' অস্মান্ 'অভিচাকশীহি' নিরীক্ষস্ব।

হে রুদ্র, হে গিরিস্থ সুখবিস্তারক, তোমার তনু মঙ্গলময়ী, অভয়-দাত্রী, পুণ্যপ্রকাশিনী। সেই সুখতম তনুযোগে তুমি আমাদিগকে অবলোকন কর।

২১। যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥

৩।৪।৫।৬।

হে 'গিরিশন্ত' 'গিরিত্র' 'যাম্' 'ইষুম্' 'অস্তবে' ক্ষেপ্তুং 'হস্তে' 'বিভর্ষি' ধারয়সি, 'তাম্' 'ইষুং' 'শিবাং' 'মঙ্গলময়ীং' 'কুরু' 'পুরুষং' 'জগৎ' চ 'মা হিংসীঃ'।

হে গিরিস্থ সুখবিস্তারক, হে গিরির ত্রাতা, তুমি যে বাণ ক্ষেপণ-করিবার জন্য হস্তে ধারণ-করিয়াছ, সেই বাণকে তুমি মঙ্গলময় কর, জীব ও জগৎকে হিংসা করিও না।

ভাব—এই দুইটী ঋক্ যজুর্ব্বেদোক্ত শতরুদ্রিয় হোমের অন্তর্গত (যজু ১৬অ, ২।৩ক)। এতদ্দ্বারা পৌরাণিক সময়ের প্রারম্ভ সূচিত হইতেছে।

২২। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

হে দেব 'ত্বং' স্ত্রী' 'ত্বং' 'পুমান্' 'অসি' 'ত্বং' 'কুমারঃ' 'উত বা' 'কুমারী' 'ত্বং' 'জীর্ণঃ' 'সন্' 'দণ্ডেন' 'বঞ্চয়সি' স্বরূপাচ্ছাদনং করোষি, 'ত্বং' 'বিশ্বতোমুখঃ' 'জাতঃ' 'ভবসি'।

হে দেব, তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, তুমি কুমার হও কুমারী হও, তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডধারণপূর্ব্বক বঞ্চনা অর্থাৎ স্বরূপাচ্ছাদন কর, সকলের মুখ তোমার মুখ, অথচ তুমি জাত হও।

ভাব—স্ত্রীপুরুষাদি সকলের সঙ্গে পরাত্মা বিহার করেন, স্ত্রীত্বাদিলাভের কারণ তিনি, সুতরাং এখানে তাঁহাকে কার্য্যের সহিত অভিন্ন ভাবে পৌরাণিক রীতিতে গ্রহণকরা হইয়াছে। এ ঋকটী অথর্ব্ববেদ হইতে গৃহীত (১০।৮।২৭)।

২৩। নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥ ৪।৩।৪।

ত্বং 'নীলঃ পতঙ্গঃ' ভ্রমরঃ, ত্বং 'লোহিতাক্ষঃ হরিতঃ' শুকাদিঃ, ত্বং 'তড়িদ্গর্ভঃ' মেঘঃ, ত্বং 'ঋতবঃ' ত্বং 'সমুদ্রাঃ' 'অনাদিমৎ' আদ্যন্তরহিতঃ, ত্বং 'বিভুত্বেন' ব্যাপকত্বেন 'বর্ত্তসে' 'যতঃ' ত্বত্তঃ 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'ভুবনানি' 'জাতানি'।

তুমি নীল পতঙ্গ, তুমি লোহিতাক্ষ হরিদ্বর্ণ শুকাদি, তুমি তড়িদ্গর্ভ মেঘ, তুমি ঋতু, তুমি সমুদ্র, তুমি আদ্যন্তরহিত, তুমি ব্যাপী হইয়া বিদ্যমান, তোমা হইতেই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

ভাব—"দেবতির্য্যগ্‌নরাদিতে স্বেচ্ছায় লীলা করেন" পৌরাণিকগণের এ কথার মূল এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

উপনিষদ্দ্রষ্টা ঋষিগণ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উদয় হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, যদি তাঁহাদের বাক্যমধ্যে দর্শনশাস্ত্রের মূল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। উপনিষদ্‌গুলির দর্শনশাস্ত্র সহ ঈদৃশ ঐক্য কেন দেখিতে পাওয়া যায়, একথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, যে সকল মূলতত্ত্ব ঋক্‌সংহিতামধ্যে অস্ফুটভাবে ছিল, সেইগুলি লইয়া চিন্তা করিতে করিতে উহাদের তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, এবং উহারাই দর্শনোচিত ভাবে ঋষিগণের হৃদয় প্রদীপ্ত করিয়াছে। ঋক্‌সংহিতামধ্যে মূল তত্ত্বগুলি অস্ফুটভাবে ছিল, এ কথা কেন বলা হইতেছে, তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি॥ (১ম, ১৬৪সূ, ২০ঋক্)

এই ঋক্‌টীর মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উল্লিখিত হইয়াছেন, গভীর চিন্তা বিনা ইহা কোনরূপে মনে প্রতিভাত হয় না। কেন না অগ্নি ও আদিত্যের বিষয় বলিতে গিয়া এই ঋক্ নিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এ ঋকের বিষয় অগ্নি ও আদিত্য হওয়াই সমুচিত। এই সূক্তটির আগাগোড়া অতি অবিষদ, অর্থ নিতান্ত অস্ফুট। এই অপরিস্ফুটতানিবন্ধনই ঋক্‌টীকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে নিয়োগ করা সহজ হইয়াছে। বৃত্তিকারগণ নিরুক্তপরিশিষ্টের চতুর্থাধ্যায়ের ব্যাখ্যা করেন নাই। সেই অধ্যায়ে এই ঋক্‌টী পরিশিষ্টকার কর্ত্তৃক এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ;—"দুটি দুটি সুকর্ম্মকৃৎ ধর্ম্মকর্ত্তা প্রতিষ্ঠিত আছেন। দুষ্কৃত—পাপ—প্রসরণশীল বলিয়া কথিত হয়। 'দুটি পাখী একত্র অবস্থিত এবং সখা' এ কথা দুরাত্মা আত্মা এবং পরমাত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা (সখিত্ব ও একত্র বাস) শরীরেতেই হইয়া থাকে। বৃক্ষ—শরীর বৃক্ষ, ইহাকে রক্ষা কর। দুটি পক্ষী স্থাপনকরা হইতেছে—সে দুটির একটি ভোগ্যবিষয় ভোগ-করিয়া অন্যটি ভোগ না করিয়া সমানরূপ সমান লোক প্রাপ্ত হয়। ভোগ না করিয়া অপরটি অবলোকন করেন, ইহা যে ব্যক্তি জানেন তিনি (তদ্দ্বারা) আত্মার গতিপ্রতিপাদন করেন।" অপিচ রথ-অশ্ব-সারথি-অস্ত্রশস্ত্র-বসন-ভূষণাদি উপকরণবত্তা, ভ্রাতা-ভ্রাতুষ্পুত্র পুত্রদারাদি-নিরতত্ব, কেশ-শ্মশ্রু-দন্ত-নাসা-হনু-বাহু-ও-মস্তকাদিবিশিষ্টতা, ক্রোধ-হিংসা-তৃষ্ণা ও-ইর্ষা-মর্ষাদিপরবশত্ব, জন্ম-বৃদ্ধি-বয়োবস্থাদিযুক্তত্ব বৈদিক দেবগণেতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি দেখা যায়, জগৎপতিত্ব, জগদাধারত্ব, জগদেকমূলত্ব, শাস্তৃত্ব, নেতৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব, স্বরাট্‌ত্ব, অজেয়ত্ব, বরদত্ব, পালকত্ব, প্রণতবৎসলত্ব—অধিক বলিয়া কি প্রয়োজন—সর্ব্ববিধ ঈশ্বরগুণবত্ব তাঁহাদিগেতে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন,

"হে মঘবন্, তোমার অশ্বরজ্জু অভিষ্টবর্ষী, হিরণ্ময়ী কশা অভিষ্টবর্ষী, রথ অভিষ্টবর্ষী, অশ্বদ্বয় অভিষ্টবর্ষী, হে শতক্রতু, তুমি অভিষ্টবর্ষী।" (৮ম, ৩৩সূ, ১১ঋক্)।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে রথাদি বর্ণিত হইয়াছে।

"বৃষের ন্যায় বেগগামী হইয়া ইন্দ্র সোমগ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রিবিধ যজ্ঞে অভিষুত (চুয়ান) সোম পান করিয়াছিলেন। মঘবান্ বিনাশসাধক বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা অহিগণের মধ্যে অগ্রজকে হনন করিয়াছিলেন।" (১ম, ৩২সূ, ৩ঋক্)।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে বজ্রাদি বর্ণিত হইয়াছে।

"হে ইন্দ্রাগ্নি, তোমাদিগের মহিমা বিক্রমে প্রতিষ্ঠিত ও প্রশংসনীয়, তোমাদের উভয়ের একই পিতা, তোমরা দুই জন যমজ ভ্রাতা, তোমাদের মাতা এখানে ওখানে সর্ব্বত্র বিদ্যমান।" (৬ম, ৫৯সূ, ২ঋক্)।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে ভ্রাতাদি বর্ণিত হইয়াছে।

"ইন্দ্রের শ্মশ্রু উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি লৌহের ন্যায় দৃঢ়কায়.........। (১০ম, ৯৬সূ, ৮ঋক্)।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে শ্মশ্রুকেশাদি বর্ণিত হইয়াছে।

"হে ইন্দ্র, তুমি কি আমাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা কর। মরুদ্গণ তোমার ভ্রাতা, সুখে তাঁহাদিগের সহিত যজ্ঞভাগী হও। সমরকালে আমাদিগকে বধ করিও না।"

(১ম, ১৭০সূ, ২ঋক্)।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে ক্রোধাদিপরবশত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

"যে দিন জন্মিয়াছিলে সেই দিন তোমার সোমপানের ইচ্ছা হইলে তুমি গিরিস্থ সোমের রস পান-করিয়াছিলে। তোমার যুবতি মাতা অদিতি তোমার মহান্ পিতার গৃহে প্রথমে তোমায় সোমরসে সিঞ্চিত করিয়াছিলেন।" (৩ম, ৪৮সূ, ২ঋক্)।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে জন্মাদি বর্ণিত রহিয়াছে।

"যিনি নিখিল গমনশীল প্রাণযুক্ত জীবের অধিপতি, যিনি যাজ্ঞিকদিগের জন্য প্রথমতঃ গো আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি দস্যুদিগকে হীন করিয়া বধ করিয়াছিলেন, মরুদ্গণ সহ আমাদের সখা হইবার জন্য আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি।" (১ম, ১০১সূ ৫ ঋক্)।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে জগৎপতিত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে।

সুতরাং এই সকল দেবতার জীবোচিত হেয়গুণসমুদায় পরিহার-করিয়া "মিত্র আমাদিগের সুখবর্দ্ধক হউন, বরুণ আমাদিগের সুখবর্দ্ধক হউন" ইত্যাদি উপনিষদে উদ্ধৃত ঋগ্‌গুলিতে উপনিষদ্‌দ্রষ্টা ঋষিগণ ঈশ্বরোচিত কল্যাণগুণসমূহ পরিগ্রহ-করিয়াছেন। বৈদিক দেবগণকে আবরকাদিরূপে দর্শন-করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের পন্থা তাঁহারা উৎপাদন করিয়াছেন। সাক্ষাৎসম্বন্ধে বেদান্ত হইতে যে যে পন্থা উৎপন্ন হইয়াছে, সেইগুলি শ্রীমদ্রামানুজ-কৃত বেদার্থসংগ্রহ হইতে এখানে সংক্ষেপে সংগ্রহকরা যাইতেছে।

"শিষ্টগণ যে সকল বিবিধ অশেষ শ্রুতির ব্যাখ্যানে শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতি ও তাহার ব্যাখ্যা হইতে এই অবধারিত হয় যে, অনেকবিধ শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি ও ব্রহ্মেতে উহার প্রলয়ের বিষয় যাহা বলেন তাহা প্রমাণান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সৃষ্টিপ্রলয়সম্বন্ধে অসংখ্য পরিণাম, অনেক তত্ত্ব এবং উহাদিগের স্থিরতর ক্রম শ্রুতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতি নিরবদ্য, নিরঞ্জন, বিজ্ঞান, আনন্দ, নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্গুণ, ইত্যাদি বিশেষণে ব্রহ্মকে নির্গুণ ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া থাকেন। 'এখানে কিছুই এক বিনা অনেক নাই, যে ব্যক্তি এ স্থলে অনেক দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৪।৫)।' 'যেখানে সকলই আত্মা হইয়া গেল সেখানে কে কাহাকে দেখে........ কে কাহাকে জানে' (১২।৪) ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন শ্রুতি নানাত্ব নিষেধ-করিয়া থাকেন। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানময় যাঁহার তপ (৮।১)' 'সেই ধীর ব্রহ্ম নিখিল রূপগুলির

পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদিগের নাম দিলেন এবং যে নামে উহাদিগকে অভিহিত করিলেন সেই নামে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন।' 'সেই বিদ্যুতাধিষ্ঠিত পুরুষ হইতে নিমেষগুলি জন্মিয়াছিল' 'এই আত্মা পাপশূন্য, জরাশূন্য, মৃত্যুশূন্য, শোকশূন্য, ভোজন-স্পৃহাশূন্য, পিপাসাশূন্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প (৩।১৮)' ইত্যাদি কতকগুলি শ্রুতি এই জগতে যে সকল হেয়গুণ আছে সে গুলির প্রতিষেধ করিয়া নিরতিশয় কল্যাণগুণের আনন্ত্য, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমিলনস্থান, নিখিলনামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা, সকলের আধার বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন। 'তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অপৃথক্‌ভাবে স্থিত, তাঁহাতে ক্রিয়াশীল অতএব নিশ্চয়ই এ সকল ব্রহ্ম' (২।১১) 'এ সকলই ইহার স্বরূপের অনুরূপ' (১২।২) 'এক হইয়া বহুধা প্রকাশমান' এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মসৃষ্ট জগতের নানাকার প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার সহিত উহার ঐক্য প্রতিপাদন করেন। 'আপনাকে এবং প্রেরয়িতাকে পৃথক্ মনে করিয়া' (১২।১১) 'ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরয়িতাকে মনন করিয়া (১২।১১)' 'প্রজাসৃজন করিয়া প্রজাপতি এই অভিলাষ করিলেন' 'বিশ্বের পতি, আত্মা, ঈশ্বর সনাতন, শিব, অচ্যুত' "তুমি সকল দেবতার পরম দেবতা (৬।১১),' 'সকলের বশকর্ত্তা, সকলের শাস্তা' (১০।৩৫) ইত্যাদি শ্রুতি সকল হইতে ঈশ্বরের ভিন্নতা, সকলের নিয়াম্যত্ব ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব, সকলের আনুগত্য ঈশ্বরের স্বামিত্ব প্রদর্শন করেন। 'সর্ব্বাত্মা অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সকলকে শাসন করেন' 'ইনি অন্তর্য্যামী অমৃত পৃথিবী যাঁহার শরীর, জল যাঁহার শরীর, তেজ যাঁহার শরীর' ইত্যাদি, 'অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহার শরীর, আত্মা যাঁহার শরীর' এইরূপ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তু ব্রহ্মের শরীর, তিনি উহাদের আত্মা, ঈদৃশ শরীরাত্মভাব কোন কোন শ্রুতি দেখাইয়া থাকেন।"

যে সকল শ্রুতি সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় বর্ণন করে সেগুলি অতি প্রসিদ্ধ, এজন্য সে সকলকে উদ্ধৃত না করিয়া উহাদের অর্থমাত্র এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। কোথাও তেজ, জল ও অন্ন, কোথাও পঞ্চভূতমাত্র, কোথাও মহাদাদি সৃষ্টিতে উল্লিখিত হইয়াছে, সৃষ্টিসম্বন্ধে বেদান্তে বেদান্তে এই মাত্র পার্থক্য আছে। 'নিরবদ্য' ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্গুণ, 'এখানে কিছুই এক বিনা অনেক নাই' ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদনিষেধ, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদি শ্রুতিতে সগুণ, 'নিশ্চয় সমুদায় ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিতে অভেদ, 'আপনাকে পৃথক্' ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদ, 'অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে শরীরাত্মভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্রামানুজ এ সকল শ্রুতির এই প্রকারে অবিরোধসাধন করিয়াছেন ;—

"যেরূপে বিবৃত করিলে নানারূপ বাক্যের অবিরোধ এবং মুখ্যার্থের অপরিত্যাগ সম্ভবে, সেইরূপে বিবৃত করা যাইতেছে। যে সকল শ্রুতিতে অবিকার বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল শ্রুতির মুখ্যার্থ এই যে, ব্রহ্মস্বরূপের রূপান্তরতা নাই। যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে

নির্গুণ বলা হইয়াছে সে সকল শ্রুতির সমাধান এই যে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মেতে প্রাকৃত হেয় গুণের নিষেধ হইয়াছে। যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের নানাত্বনিষেধ হইয়াছে, সে সকল শ্রুতি এই বলিয়া সুরক্ষিত হয় যে, সমুদায় চেতনাচেতন বস্তু ব্রহ্মের শরীর সুতরাং তাঁহারই প্রকারভূত। সকলের তিনি যখন আত্মা, তখন তিনিই সর্ব্বপ্রকার। তিনি সর্ব্ববিলক্ষণ, সকলের পতি ও ঈশ্বর, সকল প্রকার কল্যাণগুণের তিনি আধার, তিনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি বাক্য—স্বীকার-করিয়া লইয়াই—রক্ষা পা..। সকল হইতে যিনি অন্যবিধ, সকল কল্যাণগুণের যিনি আশ্রয়, সকলের যিনি ঈশ্বর, বিশেষণভূত সকলের যিনি বিশেষ্য, সকলের যিনি আধার, সকলের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের যিনি হেতু, যিনি নিরবদ্য নির্ব্বিকার,সকলের আত্মভূত,সেই পরব্রহ্মের ম..লিনা-বিরোধী আনন্দস্বরূপ জ্ঞানই স্বরূপনিরূপক ধর্ম্ম। যখন তিনি স্বপ্রকাশ তখন তাঁহার স্বরূপ, জ্ঞান বিনা, আর কি হইতে পারে ? এইরূপ প্রতিপাদন দ্বারা যে সকল বাক্য ব্রহ্মকে জ্ঞানানন্দময় বলে তাহারা রক্ষা পায়। শরীরাত্মভাবে যে সমনাধিকরণতা * উপস্থিত হয় উহা মুখ্য, এইটি প্রতিপাদনকরাতেই ঐক্যবাদগুলি সুব্যবস্থিত হইয়াছে।

"যখন এইরূপ হইল, তখন অভেদ, ভেদ বা ভেদাভেদ, ইহার কোন্‌টি বেদান্তবেদ্য পক্ষ বলিয়া সমর্থিত হয় ? বেদান্তে যখন এ কয়েকটিই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার সকলগুলিই সমর্থিত হয়। সকলই ব্রহ্মশরীর, তিনিই সকল প্রকার, সুতরাং তিনিই সকল হইয়া আছেন, এ বলিয়া অভেদভাব সমর্থিত হয়। একই ব্রহ্ম নানাবিধ-

* অধিকরণ—অভিধেয়। অভিধেয়—বক্তব্য বিষয়। বক্তব্য বিষয় যেখানে সমান—এক, সেখানে সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। 'রাজপুরুষ' এ শব্দে যদিও রাজকর্ম্মচারীকেই বুঝায় অন্য কাহাকেও বুঝায় না, তথাপি রাজপুরুষশব্দমধ্যে রাজশব্দ ও পুরুষশব্দ এক নয়, রাজশব্দে রাজাকে পুরুষশব্দে কর্ম্মচারীকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং রাজশব্দ ও পুরুষশব্দের সমানাধিকরণতা হইল না। শুক্ল বসন—এখানে শুক্ল ও বসন শব্দের বক্তব্য বিষয় ভিন্ন নহে এক। শুক্লশব্দটি ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য বসন হইতে উহার বিশেষত্ব কিছুই রহিল না; বসনশব্দ ছাড়িয়া দিলে শুক্লের বসনসহ সম্বন্ধ-বশতঃ উহার যে বিশেষ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল তাহাও চলিয়া গেল। সুতরাং শুক্ল ও বসন এ উভয়ের বক্তব্য একই হওয়াতে এখানে সমানাধিকরণ ঘটিতেছে। 'ঐ সেই মানুষটি যাইতেছে' যখন একথা বলি তখন 'ঐ সেই' শব্দের সহিত মানুষশব্দের সমানাধিকরণ হইতেছে। কেন না পূর্ব্বদিন যে মানুষকে দেখিয়াছিলাম এ মানুষ সেই মানুষ এইরূপ বুঝানে, এখানে বক্তব্য বিষয়ের একতায় সমানাধিকরণতা উপস্থিত হইতেছে। যখন কোন ব্যক্তিকে রামচন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করি, তখন রামচন্দ্রের শরীর ও আত্মাকে তৎসহ এক করিয়াই তাহাকে রামচন্দ্র বলি। এখানে শরীর ও আত্মা রামচন্দ্রের সমানাধিকরণ। এ সমানাধিকরণ গৌণ নহে মুখ্য। ব্রহ্ম আত্মা, জগৎ ও জীব শরীর, সুতরাং শরীরাত্মভাবে তাঁহার সহিত জগৎ ও জীবের সমানাধিকরণতা ঘটিতেছে। এই সমানাধিকরণতাতেই শ্রীমদ্রামানুজ ঐক্যবাদ (জীব জগৎ ও ব্রহ্মের একতা) মুখ্য বলিয়া স্থাপন-করিয়াছেন।

চিদচিদ্বস্তুপ্রকারে নানাভাবে অবস্থান করিতেছেন এ বলিয়া ভেদাভেদ, এবং অচিদ্বস্তু চিদ্বস্তু এবং ঈশ্বর, ইহাদের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য থাকাতে বিমিশ্রতা উপস্থিত হয় না এ বলিয়া ভেদপক্ষ সমর্থিত হইয়াছে।"

শ্রীমদ্রামানুজ যে সমাধান করিয়াছেন যদিও তাহাতে সকল আচার্য্যের সর্ব্বথা সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এ সমাধানের এই এক সুমহান্ গুণ যে, বেদান্তবাক্য-অবলম্বনে যে সকল পক্ষ মূলে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার এক আবরণপক্ষ ছাড়া অন্য সকল গুলিরই তিনি সমর্থন করিয়াছেন, কোন একটিই তৎকর্ত্তৃক অনাদৃত হয় নাই। এস্থলে কেবল ইহাই নির্ণয় করা উচিত যে, এমন কি আছে যাহাতে সকল আচার্য্যেরই সম্মতি আছে, এবং সেইটি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসামঞ্জস্য সম্ভব। প্রকৃতি ও জীব ব্রহ্মের পরা ও অপরা প্রকৃতি। এ দুই নিত্য হইলেও ইহাদের সত্তা ব্রহ্মসত্তাসাপেক্ষ, ব্রহ্মের সত্তার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে ইহাদের সত্তা থাকে না। এ কথায় কাহারও অসম্মতি হইতে পারে না। শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন "এখন যেমন কারণের জন্য কার্য্য আছে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও তেমনি ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। এখনও কারণ ছাড়িয়া কার্য্য স্বতন্ত্র নাই, এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি আত্মাকে ছাড়িয়া সকল জানিতে যায়, সেই সকলই তাহাকে অবজ্ঞা করে' *।" (বে, সূ, ২।১।৭)। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে জীব ব্রহ্ম হয়, যদিও তাঁহার এই মত দৃষ্ট হয়, তথাপি যে পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব থাকে সে পর্য্যন্ত জীব "সন্মূলক বলিয়াই উহার সত্যত্ব (ছা, ৬।৩।২ ভা,)" ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। জীব যে অনাদি কাল হইতে আছে তাহাও তিনি স্বীকার-করিয়াছেন, কেন না তিনি বলিয়াছেন "'এই জীবাত্মসহকারে' এই কথায় সৃষ্টির আরম্ভে শারীর আত্মাকে প্রাণধারণের কারণ জীবশব্দে উল্লেখ করাতে সংসার অনাদি ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সংসারের যদি আদি থাকিত তাহা হইলে সংসারের আরম্ভের পূর্ব্বে প্রাণ বলিয়া কিছু অবধারিত বস্তু থাকিত না, সুতরাং সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবাত্মা কখন প্রাণধারণের কারণ জীবশব্দে উল্লিখিত হইত না।" (বে, সূ, ২।১।৩৬)। শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য বলিয়াছেন, "জগতের জন্মাদি, স্থিতি, প্রবৃত্তি ব্রহ্মের সহিত অপৃথক্‌ভাবে স্থিতিবশতঃ হইয়া থাকে, এজন্য জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে" (বে, সূ. ১।২।১)। ইহার মতে সমগ্রজগৎ ব্রহ্মশক্তি, শক্তি কখন শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন নহে "অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নির অতিরিক্ত বলিয়া পরিচিন্তিত হয় না," সুতরাং শক্তি শক্তিমানের অতিরিক্ত নহে। শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠ ও শ্রীমদ্রামানুজ এ উভয়ের মূলতঃ মতসাম্য সুস্পষ্ট। বৈষ্ণবধর্ম্মের অগ্রে শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয়, এ জন্য প্রথমে শিবাচার্য্যের মত সন্নিবিষ্ট হইল। শ্রীমদ্রামানুজও বলিয়াছেন "সকলই ব্রহ্মকার্য্য এইটি প্রতিপাদন করাতে তাঁহাকে লইয়াই উহার সত্যত্ব অন্যথা উহার সত্যত্ব

* অর্থাৎ উহারা তাহার জ্ঞানের বিষয় হয় না, উপরে উপরে দেখিতে গিয়া তৎসম্বন্ধে তাহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না।

নাই।" (বে, সং)। বেদার্থসংগ্রহের টীকা তাৎপর্য্যদীপিকা বলিয়াছেন, "ব্রহ্মমূলকর্তাংশতঃ জগতের সত্যত্ব, জগৎ আপনি আপনাতে অসত্য।" "ভেদাভেদ এবং অভেদ ভেদশ্রুতির বিরুদ্ধ নয় এই আমাদের মত, সুতরাং ভেদপক্ষই আমাদের পক্ষ।" তাৎপর্য্যদীপিকা যখন এ কথা বলিয়াছেন তখন শ্রীমজ্জীব যে বলিয়াছেন "শ্রীরামানুজীয়গণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদই বর্ণনা করিয়া থাকেন," তাহা কিছু তন্মতের বিরুদ্ধ হইতেছে না। তাৎপর্য্যদীপিকা হইতে উদ্ধৃত বাক্যে এই বুঝা যাইতেছে যে, শক্তি যখন স্বরূপভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন ভেদেতেই অভেদ স্বীকারকরা হইয়াছে। শ্রীমন্মধ্ব বলিয়াছেন "অনেক গুলি স্বতন্ত্র আয়োজন লইয়া লোকে সৃষ্টি (রচনা) করে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের সৃষ্টি কিন্তু তাঁহার স্বরূপসামর্থ্য হইতেই হইয়া থাকে" (বে, সূ, ১।৩।১৫); "তিনি কেবল বিচিত্রশক্তি নন কিন্তু সর্ব্বশক্তি" (২।১।৩১) "প্রকৃতির সত্ত্বাদি (ব্রহ্মই) দেন ইহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে" (বে, সূ ২।২।৫)। শ্রীমন্নিম্বার্কীয়গণ বলিয়াছেন "অচিন্ত্য, অনন্ত, স্বাভাবিক অসংখ্য সদ্‌গুণের সাগর ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত-ও-উপাদান কারণ" (বে, সূ ১।১।২)। "জড়জীবরূপত্ববশতঃ ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক" (বে, সূ ১।১।৩১) শ্রীমদ্বল্লভ এই কথা বলিবার পূর্ব্বে যে "সকলের শুদ্ধ ব্রহ্মত্ব" (বে, সূ ১।১।১০) প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই অন্যান্য বেদান্তবাদীর সঙ্গে তিনিও স্পষ্ট বলিয়াছেন সকলকে সত্তাদানকরা ব্রহ্মের ধর্ম্ম *। শ্রীমজ্জীব বলিয়াছেন "কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন, সুতরাং স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তশক্তিবিশিষ্ট পরমপুরুষই কার্য্যাবস্থ এবং কারণাবস্থ উভয়ই।" শ্রীমদ্রামানুজীয়গণ যে স্থলে শরীরশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইনি সেই স্থলে আপনার অভিমত শক্তিশব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ। তবে এই শরীরশব্দের স্থলে শক্তিশব্দের সন্নিবেশ কিছু রামানুজীয়গণের অনভিমত নহে, কেন না শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন "আপনা ছাড়া নিখিল চিৎ অচিৎ বস্তুর অন্তরাত্মা হইয়া তিনি সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, এই নিয়মনকেই—তাঁহার শক্তি, তাঁহার অংশ, তাঁহার বিভূতি, তাঁহার রূপ, তাঁহার শরীর, তাঁহার তনু ইত্যাদি শব্দে—তাঁহার সহিত এক করিয়া প্রতিপাদনকরা হইয়া থাকে।" "নিখিল জগৎ তাদৃশ ব্রহ্মোপাদানসম্ভূত, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।"—শ্রীমদ্বলদেব।

ব্রহ্মসত্তাতে জীব ও জগতের সত্তা—এই এক কথাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থানের একত্ব, এইরূপে সহজে দেখান যাইতে পারে। নামরূপবিভাগের পূর্ব্বে ব্রহ্ম আপনার সত্তাশ্রয়

---

* 'প্রপঞ্চ ভগবানের কার্য্য', তাঁহারই ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, অসৎ হইতে নহে সৎ হইতে অর্থাৎ আত্মসত্তা হইতে উহাকে তিনি উদ্ভূত করিয়াছেন, সে সত্তার সঙ্গে ইহার কোন কালে বিচ্ছেদ হয় না, এ জন্য উহার বিনাশ নাই, আবির্ভাব ও তিরোভাবমাত্র আছে, এ সকল কথায় অন্যান্য বেদান্তবাদিগণের সঙ্গে বস্তুতঃ ইঁহার অল্পই প্রভেদ হইতেছে ; কেন না ব্রহ্মসত্তাতেই প্রপঞ্চের সত্তা তিনিও বলিতেছেন। বল্লভ শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ভুক্ত ; তাঁহার ভাষ্যই এখন সে সম্প্রদায়ের মান্যগ্রন্থ।

করিয়া আপনি সত্য, এইরূপে যদি তাঁহার সত্যত্বনির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে উহা কাহারও মতবিরুদ্ধ হয় না, কেন না তাঁহার সত্তা সর্ব্বনিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র।

যাহারা প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা ঐশ্বর্য্যে রত, তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।

এই বাক্যে ভীত হইয়া কোন্ উপায়ে প্রকৃতি ও ঐশ্বর্য্য এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে নিরত বেদান্তবাদিগণ—

হে সূর্য্য, তুমি 'হিরণ্ময়পাত্র' দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। সত্যই আমার এক-মাত্র ধর্ম্ম, আমার দর্শনের জন্য সেই সত্যকে তুমি অনাচ্ছাদিত কর।

এই শ্রুতিবাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রকৃতি ও ঐশ্বর্য্যকে সত্যের আবরণরূপে গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞানযোগে ব্রহ্মসত্তা হইতে উহাদের সত্তা বিচ্ছিন্ন করত উহাদের লয়সাধন করিলেন। ইহাতে উহারা পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাই হইল। এইরূপে আবরণ প্রত্যাখ্যাত হইলে সর্ব্বনিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে—"ব্রহ্ম একই অদ্বিতীয়" "তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তিনি তুমি" এই সকল বাক্যে—তাঁহারা ধারণার বিষয় করিলেন।

তাঁহাকে বাক্য দ্বারা মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই তিনি আছেন এ কথা যিনি বলেন, তাঁহার নিকটে ছাড়া অন্যত্র তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

'এই আছেন' এই কথায় ব্রহ্মের সর্ব্বাতীত এবং সর্ব্বান্তর্ভাবক এ উভয় ভাবই চিন্মাত্ররূপে উপ-লব্ধি-করিতে হইবে। 'এই আছেন' বলিয়া যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে তাহার চিন্মাত্ররূপে উপলব্ধি সহজ হইয়া আইসে।

শ্রুত্যুক্ত এই প্রণালীতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবার জন্য যত্ন কোন আচার্য্যেরই অনভি-মত নয়। ব্রহ্মসত্তার সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদ বিনা সর্ব্বপ্রকার আবরণের উন্মোচন কিছুতেই সম্ভবে না। সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিলেই ব্রহ্মসত্তানিরপেক্ষ যাহা কিছু সকলই তিরোহিত হয়; "সত্যস্বরূপের সহিত সম্বন্ধবশতঃ নামরূপাদি সকলই সত্য, অন্যথা জন্যপদার্থসমূহ আপনি মিথ্যা" (ছা, উ, ভা,) এই যুক্তিতে যোগীর নিকটে সকলই মিথ্যা বলিয়া প্রতি-ভাত হয়। "কার্য্যের সত্যত্ব কারণকে লইয়া—ইহা এখনও যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বেও তেমনি" (২।১।৭) এই যুক্তিতে জগতের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন, কারণে অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত কার্য্যের চিন্তাপথ হইতে অপসারণ বিনা যে আর কিছুই নয়, নিরন্বয়বাদিগণও * ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। জগৎ মিথ্যা ইহা প্রতিপাদন করিলে যোগের পক্ষে আনুকূল্য হয়, এজন্য তদ্বিষয়ে যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ যত্নের আর এক কারণ এই যে, স্বপ্নে যেমন একই আত্মাতে নানা বিচিত্র সৃষ্টি উপস্থিত হয় (২।১।২৮) অথচ আত্মার স্বরূপের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, সেইরূপ জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যাভূত করিলে ব্রহ্মে স্বরূপের কোন বিকার ঘটে না। বস্তুতঃ তাঁহারা আপনারাই ইহা স্বীকার করি-

* ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া জগতের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন যাঁহাদের অভিমত, তাঁহা-দিগকে শিবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠ নিরন্বয়বাদী নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর নিরন্বয়বাদী।

য়াছেন যে, "যদি এই কথা বলা যায় যে, দেহাদিলক্ষণাক্রান্ত আধ্যাত্মিক এবং পৃথিব্যাদি লক্ষণাক্রান্ত বাহ্য এই সম্মুখস্থ প্রপঞ্চের লয় করিতে হইবে, তাহা হইলে সেরূপ লয়সাধন পুরুষমাত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে (বে, সূ, ৩।২।২১)।"

যাঁহারা নামরূপে প্রকাশমান ব্রহ্মকে উপাস্যরূপে গ্রহণ-করেন তাঁহারা স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ ও জীবকে তাঁহার অংশ, তাঁহার বিভূতি, তাঁহার রূপ, তাঁহার শরীররূপে স্বীকার-করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে দেখেন। এজন্যই ভেদবাদ, অভেদবাদ, ভেদাভেদ-বাদ উদিত হইয়া থাকে। ভেদবাদে জগৎ ও জীব অস্বতন্ত্র, ইহাতে ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরয়িতা ভেদভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জগৎ ও জীব ঈশ্বরের শক্তি, সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের একত্ববশতঃ তাঁহার সহিত উহারা যে স্থলে অভিন্নরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে, সে স্থলে অভেদবাদ। ভেদাভেদবাদে শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত পরব্রহ্ম ভেদাভেদদৃষ্টিতে আরাধিত হইয়া থাকেন। জগৎ ও জীব শরীর, ব্রহ্ম আত্মা—এই ভাবে আরাধনা ভেদের অবিরোধী ভেদাভেদ ও অভেদভাবে সম্পন্ন হয়। এই সকল ভাবে যাঁহারা আরাধনা করেন তাঁহারা সকলেই অন্বয়বাদী।

নিরন্বয়বাদিগণের সঙ্গে অন্বয়বাদিগণের বিরোধ ক্রমান্বয়ে চলিতেছে। এ সময়ে সে বিরোধ কি মিলনে পর্য্যবসন্ন হইবে না ?

হে সূর্য্য, তুমি হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। সত্যই আমার এক-মাত্র ধর্ম্ম। আমার দর্শনের জন্য সেই সত্যকে তুমি অনাচ্ছাদিত কর।

এখানে যদ্দ্বারা সত্যের মুখ্যস্বরূপ আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে তাহারই দ্বারা সে আবরণের অপনোদন সম্ভব তাহাও বলা হইয়াছে। যদি এইরূপই সম্ভব হয় তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, সর্ব্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া যাঁহারা উহাকে সত্তামাত্রে নিবিষ্ট করিলেন, তাঁহাদের অন্তর ও বাহির সেই সত্তা দ্বারা পূর্ণ এই তাঁহারা উপলব্ধি-করিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের নিকটে সেই সত্তামাত্র সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম "যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পান (৩।৬)" এই শ্রুত্যনুসারে বাহ্যবিষয়সমূহে আনন্দের প্রকাশরূপে এবং "প্রত্যেক বোধে তিনি বিদিত" (৪।৪) এই শ্রুত্যনুসারে সাধকের অন্তরে প্রত্যেক বোধে বোধয়িতৃরূপে উপলব্ধির বিষয় হন। "যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পান" এ শ্রুতিতে সেই সত্তা জগতে সৌন্দর্য্যাকারে প্রকাশ পায় সাক্ষাৎ আনন্দ-রূপে প্রকাশ পায় না ; প্রত্যেক বোধে বোধয়িতৃরূপে প্রকাশও বোধনিরপেক্ষ নয়, সুতরাং এ দুই স্থলে সর্ব্বথা আবরণোন্মোচন হইল না একথা সত্য বটে, কিন্তু এইরূপে উপলব্ধি আবরণোন্মোচনের কারণ হয়, কেন না কালে সেই আনন্দে ও সেই বোধয়িতাতে নিখিল কার্য্যভূত জগৎ তাঁহারই জ্ঞানবৈচিত্র্যরূপে প্রকাশ পাইয়া স্বচ্ছ হইয়া যায় এবং চির অনাবৃত ব্রহ্ম নিয়ত দর্শনের বিষয় হন। যখন এইটি হয় তখন "আনন্দ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, আনন্দেতে জীবনধারণ করে, আনন্দের অভিমুখে গমন করে"

(১০।১৩[৬অনু]) এই শ্রুত্যুক্ত কারণরূপী আনন্দ "তিনিই রসস্বরূপ" (৪।১২) এতদনুসারে সর্ব্বত্র রসস্বরূপরূপে প্রকাশ পান সুতরাং সকলই একরস হইয়া যায়। যখন এইরূপ হয়, তখন নিরন্বয় অন্বয় এ ভেদও তিরোহিত হয়।

এক পক্ষের বিবর্ত্তবাদ অপর পক্ষের পরিণামবাদ মিলনের বাধা উপস্থিত করিবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহাদের কোন পক্ষই অনন্ত বিচিত্রশক্তি বিনা আর কিছুই আবিষ্কার-করে না। এক পক্ষ ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্তে, অপর পক্ষ আকাশাদি হইতে আকাশাদিরূপপরিহার না করিয়া শব্দাদির উৎপত্তি হয় এই দৃষ্টান্তে, একই ব্রহ্মে স্বরূপের অন্যথা না হইয়া বিবিধাকার সৃষ্টি হয় এইরূপ মনে করিয়া সমান পরিতোষলাভ করেন। আকাশাদি হইতে শব্দাদির উৎপত্তি একটি পরমরহস্য, সুতরাং এ পক্ষেও সর্ব্বথা ঐন্দ্রজালিকতার অবকাশ নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না। ঐন্দ্র-জালিকত্বস্বীকার করিলে ইন্দ্রজালঘটিত মিথ্যাত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, এ আশঙ্কা মূল-শূন্য। এ দৃষ্টান্তেও যিনি ঐন্দ্রজালিক তিনি সত্য, তাঁহার শক্তি সত্য, আর যে সকল বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা সেই ইন্দ্রজালিকের শক্তিসম্ভূত, ইহা তো আর কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই বৈচিত্র্যপ্রদর্শন যদি নিত্যকালই চলে তাহা হইলে বৈচিত্র্যেরও আপেক্ষিক সত্যত্ব ঘটিতেছে। বস্তুতঃ প্রতিনিয়ত অন্তর ও বাহির হইতে যে প্রতিরোধ অনুভূত হইতেছে, সেই প্রতিরোধ হইতে শক্তি প্রত্যক্ষ হইতেছেন, এ শক্তি বিনা অন্য কোন বস্তু প্রত্যক্ষগম্য নয়। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তাহা ঐ শক্তিরই বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্য সেই শক্তিরই সংস্থানবিশেষমাত্রঘটিত। ভগবানের শক্তি সেই সেই রূপে বিবর্ত্তিত হন, অথবা স্বরূপপরিহার না করিয়া তত্তদ্রূপে পরিণত হন, ইহার মধ্যে আর পার্থক্য কি আছে? এজন্যই তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন ;—

মৃৎ, লৌহ, বিস্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি দৃষ্টান্তে অথবা অন্য কোন প্রকারে যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি কেবল সৃষ্টিকথা-অবতারণের উপায়, বস্তুতঃ সেগুলিতে কোন ভেদ নাই।

সুতরাং বেদান্তবাদী আচার্য্যগণের বিতর্কজাল বেদান্তের প্রতি অনাস্থা-উৎপাদন করিতে পারে না। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ইতি প্রস্থানবল্লী দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

আরোহবল্লী।

১। প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহায়াম্॥
লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

কঠ ১। ১৪। ১৫। ১৭।

'তৎ' ত্বৎপ্রার্থিতং 'উ' পুনঃ 'স্বর্গ্যং' স্বর্গসাধনম্ 'অগ্নিং' 'বিজানন্' বিজ্ঞাতবান্ অহং 'তে' তুভ্যং 'প্রব্রবীমি', হে 'নচিকেতঃ', 'মে' মত্তঃ 'নিবোধ' বুধ্যস্ব ত্বম্। 'গুহায়াং' বিদুষাং বুদ্ধৌ 'নিহিতং' নিবিষ্টম্ 'এনম্' অগ্নিং 'অনন্তলোকাপ্তিং' অক্ষয়লোকাপ্তিসাধনং 'অথো' অপি 'প্রতিষ্ঠাং' জগদাশ্রয়ং 'ত্বং' 'বিদ্ধি' জানীহি।

'লোকাদিং' সর্জ্জনাৎ প্রাক্ প্রাদুর্ভূতং 'তং' অনন্তলোকগ্রহণসাধনম্ 'অগ্নিং' 'যাঃ' যৎস্বরূপাঃ 'যাবতীঃ' সংখ্যয়া 'বা' 'ইষ্টকাঃ' 'যথা' যেন প্রকারেণ চেতব্যাঃ 'তস্মৈ' নচিকেতসে 'উবাচ' সঃ। 'স' নচিকেতাঃ 'চ' 'অপি' 'যথা' 'উক্তং' মৃত্যুনা তথা 'তৎ' 'প্রত্যবদৎ' প্রত্যুচ্চারিতবান্ 'অথ' 'অস্য' নচিকেতসঃ প্রত্যুচ্চারণেন 'তুষ্টঃ' 'মৃত্যুঃ' 'পুনঃ' 'এব' 'আহ'।

'ত্রিভিঃ' পিতৃমাত্রাচার্য্যৈঃ 'সন্ধিং' সম্বন্ধম্ 'এত্য' প্রাপ্য তচ্ছিক্ষয়ানুশিষ্টঃ 'ত্রিণাচিকেতঃ' ত্রিকৃত্বঃ নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যেন সঃ, 'ত্রিকর্ম্মকৃৎ' ইজ্যাধ্যয়নদানানাং কর্ত্তা, 'জন্মমৃত্যু' 'তরতি' অতিক্রামতি। 'ব্রহ্মজজ্ঞং' ব্রহ্মজং সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ তম্, 'ঈড্যং' স্তুত্যং 'দেবম্' অগ্নিং 'বিদিত্বা' 'নিচায্য' আত্মভাবেন চ দৃষ্ট্বা 'ইমাং' প্রত্যক্ষাং 'শান্তিম্' 'অত্যন্তম্' অতিশয়েন 'এতি' প্রাপ্নোতি।

হে নচিকেত, যে অগ্নির দ্বারা স্বর্গলাভ হয় সেই অগ্নির বিষয় আমি জানি। তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে উহা অবগত হও। এই অগ্নিকে তুমি হৃদয়ে নিহিত জান। ইনি অক্ষয়লোকপ্রাপ্তির সাধন, ইনি সকলের আশ্রয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই অনন্তলোকপ্রাপ্তির সাধন অগ্নির বিষয়ে তিনি তাঁহাকে বলিলেন। যেরূপের ইষ্টক, যত খানা ইষ্টক, যে প্রণালীতে ইষ্টকচয়ন করিতে হয় তাহা তিনি তাঁহাকে অবগত করিলেন। মৃত্যু যাহা যাহা বলিলেন নচিকেতা ঠিক সেই গুলি যথাবৎ উল্লেখ করিলেন। ইহাতে ইঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া পুনরায় মৃত্যু বলিলেন।

পিতা মাতা এবং আচার্য্য এ তিনের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যিনি তাঁহাদের অনুশাসনে অনুশাসিত, তিন বার যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন-করিয়াছেন, যিনি যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান, এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম-করেন। সর্ব্বজ্ঞ, স্তবনীয় দ্যোতনশীল অগ্নিকে জানিয়া এবং আত্মভাবে দর্শন-করিয়া সাধক এই (প্রত্যক্ষ) নিরতিশয় শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাব—প্রস্থানবল্লীতে বৈদিক দেবতা এবং বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহে বেদান্তসমুচিত ভাবের সন্নিবেশ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কিরূপে বৈদিক হইতে বৈদান্তিক ভাবে আরোহণ হইল তাহা প্রদর্শিত হয় নাই, এ অধ্যায়ে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ এস্থলে পার্থিব বৈদিক অগ্নিকে কেবল অক্ষয়লোকপ্রাপ্তির সাধন বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু সর্ব্বলোকের আশ্রয় বলিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক হইতে বৈদান্তিক জ্ঞানে আরোহণ সর্ব্বথা সিদ্ধ হইল একথা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু যখন বলা হইয়াছে এই অগ্নি হৃদয়ে নিহিত, তখনই বেদ হইতে বেদান্তে প্রবেশ ঘটিয়াছে, কেন না বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশই বেদান্তের পন্থা।

নাচিকেত অগ্নিবিষয়ে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন ;—"যে ব্যক্তি নাচিকেত অগ্নিচয়ন করে, যে উঁহার উপাসনা করে, সে ব্যক্তি অনন্ত অপার অক্ষয়লোক জয়-করে। রথারূঢ় ব্যক্তি যে প্রকার দুই ধারের পদার্থসমূহ ঘুরিয়া আসিতেছে দেখিতে পায়, তেমনি এ ব্যক্তি অহোরাত্রের প্রত্যাবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করে। যে ব্যক্তি নাচিকেত অগ্নি চয়ন-করে, যে উঁহার উপাসনা করে, সে ব্যক্তি যে লোকে অহোরাত্রের পরিবর্ত্তন আছে সে লোকে গমন করে না (৩।১১।৮)।" ইষ্টকচয়নে লোকজয় যে প্রকারে হয় সেই

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেই উহা এইরূপে লিখিত আছে ;—"প্রথম যে ইষ্টক স্থাপিত হয়, সেই ইষ্টকে এই লোকজয় হইয়া থাকে। ইহাতে এ লোকে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদের সাযুজ্য-ও-সমানলোকতা-প্রাপ্তি হয়। দ্বিতীয় যে ইষ্টক স্থাপিত হয় সেই ইষ্টকে অন্তরিক্ষলোকজয় হইয়া থাকে। ইহাতে অন্তরিক্ষ লোকে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদের সাযুজ্য-ও-সমানলোকতা-প্রাপ্তি হয়। তৃতীয় যে ইষ্টক স্থাপিত হয়, সেই ইষ্টকে পরলোকজয় হইয়া থাকে। ইহাতে পরলোকে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদের সাযুজ্য-ও সমানলোকতা-প্রাপ্তি হয়। এই তিনখানি ইষ্টকস্থাপনের পর আর আঠারখানি ইষ্টক স্থাপিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা যে সকল উরু ও বরীয় লোক আছে, তদ্দ্বারা সেই সকলের জয় হয়। যে ব্যক্তি নাচিকেত অগ্নিচয়ন করে এবং এইরূপ উপাসনা করে, সে ব্যক্তির উরু ও বরীয় লোকে স্বাভিলাষানুসারে বিচরণ হয় (৩।১১।১০)।" "'লোকোঽসি' এই মন্ত্রে স্থাপিত প্রথম ইষ্টক দ্বারা ভূলোক জয় হয়। ইহাতে তত্রত্য দেবগণের সহিত সহবাস এবং সমানলোকস্বামিত্ব হইয়া থাকে। 'তপোঽসি' 'তেজোঽসি' এই দুই মন্ত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইষ্টকস্থাপন করিলে অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকজয়াদি হইয়া থাকে। 'সমুদ্রোঽসি' ইত্যাদি অবশিষ্ট মন্ত্রে আঠারখানি ইষ্টক স্থাপিত হইয়া থাকে। আদিত্যলোকের অধোতে উরু এবং উর্দ্ধে বরীয় লোক সকল আছে, এই সকল ইষ্টকচয়ন দ্বারা সেই সকল লোকজয় হয়। যে ব্যক্তি নাচিকেত অগ্নিচয়ন করে, এবং সে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই উভয়বিৎ ব্যক্তি আদিত্যলোকের অধঃ এবং উর্দ্ধস্থিত লোকসকলে স্বেচ্ছায় বিচরণ করে।"

সর্ব্বজ্ঞ—'ব্রহ্মজজ্ঞ' এই শব্দের অর্থ—ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ তাঁহা হইতে জাত—ব্রহ্মজ-জ্ঞ। যিনি ব্রহ্মজ তিনিই জ্ঞ (অভিজ্ঞ) এইরূপ সমান করিয়া ভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞ অর্থ করা হইয়াছে। এ স্থলে সহজ পন্থা ধরিয়া দৃশ্যমান যাহা কিছু সকলই ব্রহ্মজ। সুতরাং ব্রহ্মজ শব্দে 'সর্ব্ব' করিয়া লইয়া 'সর্ব্ব' যিনি জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার-কৃত অর্থে বৈদান্তিক অগ্নি না বুঝাইয়া পার্থিব অগ্নি বুঝাইতে পারে, এ জন্যই এই সহজ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

২। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাꣳসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছতো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

কঠ ২।১৫—১৭; প্র ৫, মা, তৈ ১।৮; ছা, ১।১।১—১০।

'সর্ব্বে' 'বেদাঃ' 'যৎপদং' যৎস্বরূপং 'আমনন্তি' কীর্ত্তয়ন্তি 'সর্ব্বাণি' 'চ' 'তপাংসি' 'যৎ' 'বদন্তি' আলোচয়ন্তি, 'যৎ' 'ইচ্ছন্তঃ' ইচ্ছন্তঃ 'ব্রহ্মচর্য্যং' 'চরন্তি' 'তৎ' 'পদং' 'তে' তুভ্যং 'সংগ্রহেণ' সংক্ষেপেণ 'ব্রবীমি' কথয়ামি। কিন্তৎ? 'ওম্' 'ইতি' 'এতৎ'।

'এতৎ' 'হি' 'এব' 'অক্ষরম্' ওঙ্কারঃ 'ব্রহ্ম' সর্ব্বগতম্ 'এতৎ' 'এব' 'অক্ষরং' ওঙ্কারঃ 'পরং' সর্ব্বাতীতং ব্রহ্ম। 'এতৎ' 'হি' 'এব' 'অক্ষরং' 'জ্ঞাত্বা' 'যঃ' 'যৎ' পরমপরং বা 'ইচ্ছতি' 'তস্য' 'তৎ' ভবতি।

'এতৎ' 'শ্রেষ্ঠং' প্রশস্ততরম্ 'আলম্বনং' ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ 'এতৎ' 'পরম্' উৎকৃষ্টম্ 'আলম্বনং' ব্রহ্মজ্ঞাপকম্ 'এতৎ' 'আলম্বনং' প্রাপ্ত্যুপায়ং জ্ঞাপকঞ্চ 'জ্ঞাত্বা' 'ব্রহ্মলোকে' 'মহীয়তে' সম্পন্নো ভবতি।

সমুদায় বেদ যে স্বরূপ কীর্ত্তন-করে, সমুদায় তপস্যায় যাহার মনন হয়, যে স্বরূপলাভের অভিলাষে সংযমিগণ ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিয়া থাকেন, সংক্ষেপে তোমায় সেই স্বরূপ বলিতেছি। ওঁ এইটি সেই স্বরূপ।

এই অক্ষরটিই সর্ব্বগত ব্রহ্ম, এই অক্ষরটি সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম। এ অক্ষরটি জানিয়া যে যা চায় সে তাই পায়।

এইটি ব্রহ্মপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, এইটি ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক। ইহাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও ব্রহ্মের জ্ঞাপক জানিয়া ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হয়।

ভাব—সমুদায় বেদ যে স্বরূপ কীর্ত্তন-করে—মূলে পদশব্দ আছে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রভৃতি পদ স্বরূপবাচক এজন্য পদ—স্বরূপ। বেদে আদ্যন্তে ওঙ্কার উচ্চারিত হইয়া থাকে। ওঙ্কার ব্রহ্মের স্বরূপবাচক, কেন না উহার অর্থ রক্ষাকর্ত্তা *।

সমুদায় তপস্যায় যাহার মনন হয়—বেদান্তে তপস্যা মননপ্রধান। যে তপস্যার সঙ্গে ব্রহ্মমনন নাই, সে তপস্যা বেদান্তসমুচিত নয়।

সর্ব্বগত ব্রহ্ম, সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম—মূলে এক স্থলে কেবল ব্রহ্মশব্দ অপর স্থলে পরব্রহ্ম শব্দ আছে। ভাষ্যকার যেখানে কেবল ব্রহ্মশব্দ আছে সেখানে অপরব্রহ্মগ্রহণ করিয়াছেন। অপর-ও-পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের অতি বিপরীত মত। যাঁহারা সগুণবাদী তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম এবং নিগুর্ণ ব্রহ্মকে অপর ব্রহ্ম বলেন। নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদিগণের মত ইহার বিপরীত। জগৎ ও জীবের ভিতর দিয়া যিনি আপনার স্বরূপবিভবপ্রকাশ করিতেছেন, নিখিলস্বরূপের প্রকাশবশতঃ তিনিই পরব্রহ্ম, সগুণ-

* অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে ইহার বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে।

বাদিগণ এইরূপ বলেন। জগৎ ও জীবের ভিতর দিয়া যিনি আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইলেন না, এই যুক্তিতে নিগুর্ণবাদিগণ জগৎ ও জীবের যিনি অতীত তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলেন। ইহাদের বিরোধপরিহারের জন্য * সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতীত এই দুইটি বিশেষণ অপর ও পর স্থলে গৃহীত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বগত তিনিই সর্ব্বাতীত † সুতরাং এক অভিন্ন পদার্থ, এস্থলে বিরোধ বৃথা।

ব্রহ্মের জ্ঞাপক—প্রণব ব্রহ্মবাচক এজন্য ইহাকে ব্রহ্মের জ্ঞাপক বলা হইয়াছে।

প্রশ্নোপনিষদ, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যে ওঙ্কারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল এখানে ক্রমে উদ্ধৃত হইতেছে।

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—স যোহ বৈ তৎ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি। ১।

তস্মৈ স হোবাচ—এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ, তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি। ২।

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি। ৩।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে, সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে, স সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে। ৪।

যঃ পুনরেতৎত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্‌মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ। ৫।

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬ ॥
ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং স সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥ ৭ ॥ প্রশ্ন ৫।

(১) অনন্তর শিবিপুত্র সত্যকাম ইহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মরণান্তপর্য্যন্ত সম্মুখীনভাবে ওঙ্কারের চিন্তা করেন, তিনি সেই ধ্যানের দ্বারা কোন্ লোক জয় করেন।

(২) তিনি সত্যকামকে বলিলেন, হে সত্যকাম, এই ওঙ্কারই পর ও অপর ব্রহ্ম। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি এই ওঙ্কাররূপ আয়তন (আলম্বন) দ্বারা পর বা অপর ব্রহ্মের একতরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

---

* গীতাসমন্বয়ভাষ্যে এ সকলের উল্লেখ আছে বলিয়া মূল সংস্কৃতে এ সকল কথার উল্লেখ নাই।

† শাণ্ডিল্য যে উপাসনার প্রণালী (২।১১) প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তদনুসরণ করিলে সর্ব্বনিয়ন্তার উপাসনা হয়। নিয়ন্তৃত্ববশতঃ সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতীত যে ভিন্ন নহেন একই পদার্থ, তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ষষ্ঠাধ্যায়ের ৪র্থ অধ্যায়প্রপূর্ত্তি দেখ।

(৩) সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ওঙ্কারের একমাত্রা (অ) সম্মুখীনভাবে ধ্যান করেন তাহা হইলে তিনি তদ্দ্বারা সম্বুদ্ধ হইয়া শীঘ্রই মনুষ্যলোকসম্পদে সম্পন্ন হন। [অকারমাত্রাটী ঋগ্বেদরূপী সুতরাং] ঋক্ সকল সেই ব্যক্তিকে মনুষ্যলোকে উপনীত করে, সেখানে সে ব্যক্তি তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্য-ও-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া মহিমানুভব করিয়া থাকেন।

(৪) তিনি যদি ওঙ্কারের দুই মাত্রা (অ উ) সম্মুখীনভাবে ধ্যান করেন, তাহা হইলে তিনি মানসসম্পদে সম্পন্ন হন। [অকার-উকারমাত্রাদ্বয় যজূরূপা সুতরাং] যজুঃসকল সে ব্যক্তিকে অন্তরিক্ষলোকে লইয়া যায়। তিনি চন্দ্রলোককে (জয়-করেন) *। চন্দ্র-লোকে তিনি ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ করিয়া পুনরাবর্ত্তন করেন।

(৫) যিনি ত্রিমাত্র (অ+উ+ম্) ওম্ এই অক্ষরে সম্মুখীনভাবে পরম পুরুষের ধ্যান করেন তিনি তেজোময় সূর্য্যে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হন। সর্প যেমন ত্বগ্বিনির্ম্মুক্ত হয় তেমনি তিনি পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, [ত্রিমাত্র সামরূপী সুতরাং] তিনি সামসমূহ দ্বারা ঊর্দ্ধে নীত হন, তিনি ব্রহ্মলোক জয়-করেন। তিনি এই জীবঘন (সমষ্টিজীব) হইতে পরাৎপর পুরিশয় (নিখিলশরীরে অনুপ্রবিষ্ট) পরমপুরুষকে দর্শন-করেন। এই দুইটি শ্লোকে এই অর্থ ই ব্যক্ত হইয়াছে;—

(৬) কেবল যদি তিনটী মাত্রা (অ+উ+ম্) বর্ণমাত্রে প্রয়োগকরা হয়, তাহা হইলে উহারা মৃত্যুযুক্ত থাকে অর্থাৎ তদ্দ্বারা মৃত্যু-অতিক্রম হয় না। বাহ্য (ব্যাপার) অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়, অভ্যন্তর অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়, মধ্যম অর্থাৎ এ দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী সুষুপ্তির অবস্থায় অধিষ্ঠিত পরমপুরুষকে আশ্রয়-করিয়া যে ধ্যানক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেই ধ্যানক্রিয়ায় যদি এই তিনটী মাত্রার সম্যক্ প্রয়োগ পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া (ধ্যেয়বিষয়ের একতা-বশতঃ) অবিচ্ছিন্নভাবে হয়, তাহা হইলে জ্ঞানসম্পন্ন যোগী (মৃত্যুভয়ে) কম্পিত হন না।

(৭) ঋক্সকলের দ্বারা মনুষ্যলোক, যজুঃসকলের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং সামসকলের দ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির কথা তত্ত্বদর্শিগণ যে বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তি সেই তিন লোক এক ওঙ্কার-আলম্বনে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এমন কি যিনি শান্ত (প্রপঞ্চাতীত) অজর, অমৃত, অভয়, সেই পরব্রহ্মকেও তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি, ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব। ১।

সর্ব্বং হ্যেতৎ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। ২।

ইত্যাদি সমগ্র শ্রুতির ব্যাখ্যা ৫ম বেদান্তপ্রবচনসমষ্টিতে ব্যাখ্যাত হইবে।

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁশোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি।

* প্রশ্নমধ্যে 'কোন্ লোক জয়-করেন' আছে, সেই প্রশ্ন হইতে 'জয় করেন' বাক্য গ্রহণকরা গেল।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি, ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি। তৈ, ১। ৮।

ওঁ এই শব্দ ব্রহ্ম। এ সমুদায়ই ওঁ। "করিয়াছ কি?" এতদুত্তরে ওম্ (হাঁ করিয়াছি) এরূপ বলার প্রসিদ্ধি আছে। ইহা ছাড়া "অঙ্গীকার কর," বলিলে, ওম্ (হাঁ) এই বলিয়া অঙ্গীকার করে। সামগগণ ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সামগান করেন। ওঁ শোম্ এই দুই শব্দে শস্ত্র [গানে অব্যবহৃত ঋক্] শংসিতৃগণ * উচ্চারণ করেন। হোতার প্রত্যুত্তরে অধ্বর্য্যু ওঁ এই শব্দে যজুর্ব্বিশেষ উচ্চারণ-করেন। ওম্ এই শব্দে ব্রহ্মা ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত করেন। "হবন কর" এ কথা বলাতে ওঁ শব্দপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ত্তা অগ্নিহোত্রে অভিমত জ্ঞাপনকরেন। ওঁ শব্দপূর্ব্বক বেদাধ্যায়ী বলেন আমি বেদ গ্রহণ করিব, তৎপর বেদগ্রহণ করেন।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্। ১।

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপোরসোঽপামোষধয়োরস ওষধীনাং পুরুষোরসঃ, পুরুষস্য বাগ্রসো বাচঋগ্রস ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ। ২।

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমোযদুদ্গীথঃ। ৩।

কতমা কতমর্ক্, কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি। ৪।

বাগেবর্ক্, প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ, তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ। ৫।

তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে, যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্। ৬।

আপয়িতাহ বৈ কামানাং ভবতি যএতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে। ৭।

তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহ এষ এব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা। সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি যএতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে। ৮।

তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন। ৯।

তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ। যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি। ১০।

ছা ১।১।১—১০।

(১) ওঁ এই অক্ষররূপী উদ্গীথের উপাসনা করিবেক। ওঁ শব্দপূর্ব্বক সামগান করিয়া থাকে।

(২) পৃথিবী এই সমুদায় ভূতের রস (জন্ম স্থিতি ও লয়ের হেতু), জল পৃথিবীর রস (জলে ওতপ্রোত হইয়া পৃথিবী স্থিতি করে তজ্জন্য), ওষধিসকল জলের রস (ওষধি জলের পরিণাম এই জন্য) পুরুষ ওষধিগণের রস (পুরুষ অন্নের পরিণাম এই জন্য), বাক্ পুরুষের রস (পুরুষে বাক্যই সারভূত তজ্জন্য) বাক্যের রস (সার) ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস উদ্গীথ।

* যাঁহারা গীতে অব্যবহৃত ঋক্গুলি উচ্চারণ করেন তাঁহাদিগকে শংসিতা বলে।

(৩) এই উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার, রসসমূহের মধ্যে রসতম, শ্রেষ্ঠ পরমাত্মস্থানীয়। পৃথিব্যাদি রসের গণনায় উদ্গীথ অষ্টম।

(৪) কোন্‌টি কোন্‌টি ঋক্, কোনটি কোন্‌টি সাম, কোন্‌টি কোন্‌টি উদ্গীথ এইটি সুস্পষ্ট করা হইতেছে।

(৫) বাক্‌ই ঋক্, প্রাণই সাম, ওম্ এই অক্ষরই উদ্গীথ। বাক্ ও প্রাণ, ঋক্ ও সাম, এই দুই দুইটি যুগ্ম।

(৬) এই দুই দুইটি যুগ্ম ওম্ এই অক্ষরে সংসৃষ্ট হয়। দম্পতী যখন একত্র সঙ্গত হয়, তখন তাহারা পরস্পরের অভিলাষপরিপূরণ করে।

(৭) যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উদ্গীথের উপাসনা করেন, তিনি অভিলাষসমূহের পূরয়িতা হন।

(৮) এটি অনুমতিদানের অক্ষর। ধনী বা জ্ঞানী যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধে অনুমতিদান করেন, ওম্ এই শব্দেই করিয়া থাকেন। এই অনুমতিই সমৃদ্ধির হেতু। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উদ্গীথের উপাসনা করেন, তিনি অভিলাষনিচয়ের সমৃদ্ধির কারণ হন।

(৯) [ঋত্বিক্ যজমানাদির] মহত্ত্বে, [ব্রীহিযবাদির] রসে এই অক্ষরের অর্চ্চনার জন্য সেই অক্ষর আশ্রয়করিয়াই বৈদিক কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা হয়। ওঁ শব্দপূর্ব্বক অঙ্গীকার করে, ওঁশব্দ পূর্ব্বক উচ্চারণ করে, ওঁশব্দপূর্ব্বক সামগান করে।

(১০) যিনি এরূপ জানেন যিনি এরূপ জানেন না, উভয়েই সেই অক্ষরযোগে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিদ্যা (উপাসনা) ও অবিদ্যা (কর্ম্ম) বিবিধপ্রকারের। বিদ্যা (উপাসনাবিজ্ঞান), শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্‌যোগে যাহা করা হয় তাহাই শীঘ্রফলপ্রদ হয়। তজ্জন্যই ওম্ এই অক্ষরের ব্যাখ্যান অর্থাৎ কিরূপে উহার উপাসনা করিতে হইবে, কিরূপ উহার ঐশ্বর্য্য, কি বা উহার ফল এইগুলির ব্যাখ্যান হইল।

[উদ্গাতা যে সামগান করেন সেই সামের দ্বিতীয় ভাগ উদ্গীথ। (১) প্রস্তাব, (২) উদ্গীথ, (৩) প্রতিহার, (৪) উপদ্রব, (৫) নিধন ; হিঙ্কার ও প্রণব লইয়া সাতটি ভাগ।]

৩। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥

এতদ্বৈ তৎ।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ॥

এতদ্বৈ তৎ।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিবে ঈড্যোজাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥
এতদ্বৈ তৎ।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যো ঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বেঽর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥

কঠ ৪। ৬—৯। এতদ্বৈ তৎ।

'যঃ' 'অস্ত্যাঃ' 'পূর্ব্বম্' 'অজায়ত' 'পূর্ব্বং' 'তপসঃ' চিচ্ছক্তেঃ 'জাতং' 'গুহাং' সর্ব্বভূতগূঢ়দেশং 'প্রবিশ্য' 'ভূতেভিঃ' ভূতৈঃ সহ 'তিষ্ঠন্তং' তং সমষ্টিজীবং 'যঃ' মুমুক্ষুঃ' 'ব্যপশ্যত' স 'তৎ' 'এতৎ' জীবাত্মিগতং পরাত্মানং 'পশ্যতি'।

'প্রাণেন' সমষ্টিজীবেন সহ 'দেবতাময়ী' তেজোবন্নাদিরূপা 'যা' 'অদিতিঃ' সমষ্টিজগদ্রূপা 'সম্ভবতি' প্রাদুর্ভবতি, 'যা' 'ভূতেভিঃ' ভূতৈঃ, 'ব্যজায়ত' অভিব্যক্তা অভবৎ তাং 'গুহাং' সর্ব্বভূতগূঢ়প্রদেশং 'প্রবিশ্য' 'তিষ্ঠন্তীং' 'যঃ' মুমুক্ষুঃ 'ব্যপশ্যত' স 'এতৎ' 'বৈ' 'তৎ' সমষ্টিজগদ্গতং ব্রহ্ম পশ্যতি।

'গর্ভিণীভিঃ' 'সুভৃতঃ' সম্যক্‌পরিপোষিতঃ 'গর্ভঃ' 'ইব' 'জাতবেদাঃ' অগ্নিঃ 'অরণ্যোঃ' 'নিহিতঃ' 'দিবে দিবে' অহন্যহনি 'জাগৃবদ্ভিঃ' জাগরণশীলৈঃ 'হবিষ্মদ্ভিঃ' আজ্যাদিমদ্ভিঃ 'মনুষ্যেভিঃ' মনুষ্যৈঃ 'ঈড্যঃ' স্তুত্যঃ, তৈঃ 'এতৎ বৈ তৎ' ব্রহ্ম ঈক্ষত ইতি শেষঃ।

'যতঃ' 'চ' 'সূর্য্যঃ' 'উদেতি' 'যত্র' 'চ' 'অস্তং গচ্ছতি' 'তং' সমষ্টিজীবম্ 'অর্পিতাঃ' সংপ্রবেশিতাঃ 'সর্ব্বে' 'দেবাঃ'—অগ্ন্যাদয়ঃ অধিদৈবতম্ বাগাদয়শ্চাধ্যাত্মম্। 'তৎ' সমষ্টিজীবগতং ব্রহ্ম 'কশ্চন' 'ন' 'অত্যেতি' ন অতিবর্ত্ততে। 'এতৎ বৈ তৎ' ব্রহ্ম।

জলসৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি জন্মিয়াছিলেন, প্রথমে চিচ্ছক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া ভূতগণের নিগূঢ়স্থানে প্রবেশপূর্ব্বক ভূতগণ সহ যিনি স্থিতি করিতেছেন, যে মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি এই জীবসমষ্টিগত ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন।

দেবতাময়ী যে অদিতি সমষ্টিজীবসহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, যিনি ভূতগণ সহ অভিব্যক্ত হইয়াছেন; সর্ব্বভূতের গূঢ়প্রদেশে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত সেই অদিতিকে যে মুমুক্ষুব্যক্তি দর্শন করিয়াছেন, তিনি এই সমষ্টিজগদ্গত ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন।

গর্ভিণীগণ কর্ত্তৃক সুন্দররূপে পোষিত গর্ভের ন্যায় অরণিদ্বয়মধ্যে অগ্নি নিহিত থাকেন। জাগরণশীল যজ্ঞোপকরণবান্ মনুষ্যগণকর্ত্তৃক সেই অগ্নি প্রতিদিন স্তুত হইয়া থাকেন। সেই অগ্নিই এই ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হয়, যাঁহাতে সূর্য্য অস্তগমন করে, সকল

দেবতা তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। সেই সমষ্টিজীবই ব্রহ্ম যাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই ব্রহ্ম।

ভাব—ওঙ্কারেতে ব্রহ্মদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে, এখন সমষ্টিজীবপ্রভৃতিতে ব্রহ্মদর্শন উল্লিখিত হইতেছে।

জলসৃষ্টির পূর্ব্বে—এখানে জল বলিতে তৎসহ অন্যান্য ভূতও গ্রহণ-করিতে হইবে অন্যথা শতপথব্রাহ্মণের উক্তির সঙ্গে বিরোধ ঘটে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন ;—"সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্‌ই সলিল হইয়াছিল। কি করিয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহাদের (ভূতগণের) এই অভিলাষ জন্মিয়াছিল। তাহারা শ্রান্ত হইল,তাহারা তপস্যা করিল। তাহারা তপস্যা-করাতে হিরণ্ময় অণ্ড উৎপন্ন হইল।.........সেই অণ্ড হইতে এক বৎসরে পুরুষ জন্মিলেন, সেই পুরুষই প্রজাপতি।" (৪।১১।১।২)।

অদিতি—দেবমাতা, এইরূপ প্রসিদ্ধি। নিরুক্তকার বলিয়াছেন—"অদিতি—অদীনা দেবমাতা (৪।৪।১)। ঋক্ সংহিতার দশমমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায় ;—

হে দক্ষ, যে অদিতি জন্মগ্রহণ করিলেন তিনি তোমার দুহিতা। তাঁহার পরে কল্যাণমূর্ত্তি অমর-সুহৃৎ দেবগণ জন্মিয়াছিলেন। (১০ম, ৭২সূ, ৫ ঋক্)।

দেবগণের জন্মের পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণস্পতি কর্ম্মকারের ন্যায় তাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইয়াছিল। (২ ঋক্)।

এই ঋক্‌টীতে দেখা যাইতেছে, চিচ্ছক্তি যখন সৃষ্ট্যুন্মুখ হইলেন তখন ক্রিয়াশক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান জগৎ উৎপাদন-করিলেন। সে সময়ে দেবগণের উৎপত্তি হয় নাই। যে সময়ে অদিতি হইতে দেবগণের উৎপত্তি হয়, সে সময়ে সকলই সলিলে নিমগ্ন ছিল,

যে সময়ে দেবগণ মহোদ্যমশালী হইয়া বিশ্বরূপী সলিলে স্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন আর তাহাতেই বিপুল ধূলি উদ্গত হইল (৬ ঋক্)।

আদিত্য নামে অদিতির আটটি পুত্র প্রসিদ্ধ। কোথাও দ্বাদশ পুত্র উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশ মাস দ্বাদশ আদিত্য, কেন না শতপথব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে—"আদিত্য কয়টি? সংবৎসরের দ্বাদশ মাস ইহারাই আদিত্য।" (১১।৬।৩।৮)। পঞ্চম-মণ্ডলে এই ঋক্‌টী দেখিতে পাওয়া যায় :—

হে মিত্র ও বরুণ, প্রত্যুষে সূর্য্যোদয় হইলে তোমরা সুবর্ণবর্ণ লৌহকিলকযুক্ত রথে আরোহণ কর এবং সেই রথ হইতে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন কর (৫ম, [illegible]সূ, ৮ঋক্)।

এখানে মিত্র ও বরুণ সূর্য্যোদয়ে রথোপরি স্থিতি করিয়া অদিতি ও দিতিকে অবলোকন-করেন এরূপ বলাতে অদিতি সমষ্টিজগৎ, দিতি—ব্যষ্টিজগৎ ইহাই বুঝাইতেছে। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার মূল কি ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় :—"এই জীবাত্মা সহ এই তিনটী (তেজ, জল, অন্ন) দেবতাতে প্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ

অভিব্যক্ত করিব, সেই দেবতা এইরূপ আলোচনা করিলেন। তাহাদের এক এক-টীকে তিন তিনটীতে মিশাইব এই বলিয়া এই জীবাত্মা সহ সেই তিন দেবতাতে প্রবেশ-পূর্ব্বক সেই দেবতা নামরূপ অভিব্যক্ত করিলেন।" এখানে জীব—সমষ্টিজীব, পরা প্রকৃতি; আর সমষ্টি জগৎ অপরা প্রকৃতি। এই অপরাপ্রকৃতির বৈদিক নাম অদিতি, ইহাই সরল সিদ্ধান্ত। এই জন্যই—

অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতি পিতা, অদিতি পুত্র, অদিতি নিখিলদেব, অদিতি গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, দেব, অসুর ও নিষাদ এই পঞ্চজন, অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।

(১ম, ৮৯সূ, ১০ ঋক্)।

ঋগ্বেদের এ উক্তি শোভা পায়। জগদ্রূপ বৈদিক অদিতিতে এখানে ব্রহ্মদর্শন উক্ত হইয়াছে।

প্রতিদিন হবনকালে অগ্নিতেই এখানে ব্রহ্মদর্শন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্যের সঙ্গে সমষ্টিজীবকে সম্বদ্ধ করিয়া লইয়া তৎস্থিত পুরুষে ব্রহ্মদর্শন কেন বিহিত হইল, তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যের উদয় বা অস্ত নাই, আকাশে সূর্য্য নিত্য বিদ্যমান; জীবের দৃষ্টিতে উহার উদয়াস্ত প্রতীয়মান হয়। সেই জীবেতে অগ্ন্যাদি আধিদৈবিক ও বাগাদি আধ্যাত্মিক দেবগণের স্থিতি। সুতরাং এই সমুদায় লইয়া সেই জীবই সূর্য্যাধিষ্ঠিত পুরুষ সহ এক এবং ব্রহ্মদর্শনের স্থল।

৪। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষস-
দ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥

কঠ, ৫।২ (৪ম, ৪০সূ, ৫ঋক্)।

'হংসঃ' সূর্য্যঃ 'শুচিষদ্' গ্রীষ্মাধিষ্ঠাতা 'দ্যুষদ্', 'বসুঃ' বায়ুঃ 'অন্তরিক্ষসদ্', 'হোতা' অগ্নিঃ 'বেদিষদ্', 'অতিথিঃ' 'দুরোণসদ্' গৃহসদ্; 'ঋতং' সত্যং 'নৃষদ্' 'বরসদ্' দেবসদ্ 'ঋতসদ্' যজ্ঞসদ্ 'ব্যোমসদ্' 'অব্জাঃ' শঙ্খশুক্ত্যাদয়ঃ 'গোজাঃ' ব্রীহিযবাদয়ঃ 'ঋতজাঃ' যজ্ঞাঙ্গাদয়ঃ 'অদ্রিজাঃ' নদ্যাদয়ঃ। অতস্তৎ 'ঋতং' 'বৃহৎ' ব্রহ্ম।

সূর্য্য গ্রীষ্ম ও আকাশে প্রতিষ্ঠিত, বায়ু অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠিত, অগ্নি বেদিপ্রতিষ্ঠিত, অতিথি গৃহে প্রতিষ্ঠিত; সত্য মনুষ্যে প্রতিষ্ঠিত, দেবতাতে প্রতিষ্ঠিত, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত, জলজ শঙ্খ-শুক্তি-কাদি, পৃথিবীজ ব্রীহিযবাদি, যজ্ঞজ যজ্ঞের অঙ্গাদি, অদ্রিজ নদ্যাদি, এ সকলই সত্য। অতএব সত্যই ব্রহ্ম।

ভাব—এই শ্লোকটির দেবতা সূর্য্য। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"এ মন্ত্রে যখন আদিত্য উল্লিখিত হন, তখনও আদিত্য আত্মার স্বরূপরূপে অঙ্গীকৃত হন বলিয়া ব্রহ্মপক্ষে ইহার ব্যাখ্যানে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না।" ভাষ্যকারমতে পূর্ব্ব প্রবচনে সূর্য্যকে অপ্রধানরূপে বর্ণনাকরা হইয়াছে, এ প্রবচনে সূর্য্যেতে ব্রহ্মদর্শন অভিহিত হইয়াছে। এ প্রবচনে সত্যের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাই আমরা মনে করি এস্থলে সত্যেতে ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ হইয়াছে।

৫। অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি কান্যস্মিন্ জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি কস্যৈতৎ সুখং ভবতি কস্মিন্নু সর্ব্বে সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি।

তস্মৈ স হোবাচ যথা গার্গ্য মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি, তাঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে।

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্য্যপচনো যদ্গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ।

যদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টাদৃষ্টং চ শ্রুতাশ্রুতঞ্চানুভূতং চাননুভূতং চ সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি।

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি, অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যত্যথ তদৈতস্মিঞ্ছরীরে এতৎ সুখং ভবতি।

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে, এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ।

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণাভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥ প্রশ্ন, ৪।২—১১।

ছা, ৮।১০—১২।১। বৃ-আ, ৪।১।১—২০। ৬।৩।১—৩৮।
মাণ্ডূ ১—১২।

'অথ' 'হ' 'এনং' পিপ্পলাদং 'সৌর্য্যায়ণঃ' সৌর্য্যস্যাপত্যং 'গার্গ্যঃ' নাম্না 'পপ্রচ্ছ'। হে 'ভগবন্' 'এতস্মিন্' 'পুরুষে' 'কানি' 'স্বপন্তি' স্বাপং ভজন্তি 'কানি' 'অস্মিন্' 'জাগ্রতি' 'কতরঃ' 'এষ' 'দেবঃ' যঃ 'স্বপ্নান্' 'পশ্যতি' 'এতৎ' 'সুখং' 'কস্য' 'ভবতি' 'সর্ব্বে' 'কস্মিন্' 'নু' 'সংপ্রতিষ্ঠিতাঃ' 'ভবন্তি' ইতি।

'তস্মৈ' গার্গ্যায় 'স' পিপ্পলাদঃ 'হ' 'উবাচ'—হে 'গার্গ্য' 'যথা' 'অস্তং গচ্ছতঃ' 'অর্কস্য' সূর্য্যস্য 'সর্ব্বাঃ' 'মরীচয়ঃ' রশ্ময়ঃ 'এতস্মিন্' 'তেজোমণ্ডলে' সূর্য্যে 'একীভবন্তি' বিবেকানর্হরূপেণ তিষ্ঠন্তি, 'পুনঃ' 'উদয়তঃ' উদগচ্ছতঃ তস্য 'তাঃ' 'প্রচরন্তি' বিকীর্য্যন্তে 'এবং' 'হ' 'বৈ' 'তৎ' 'সর্ব্বং' বিষয়েন্দ্রিয়জাতং 'পরে' প্রকৃষ্টে 'দেবে' দ্যোতনবতি তেজোময়ত্বাৎ 'মনসি' 'একীভবতি' বিবেকানর্হরূপেণ তিষ্ঠতি। 'তেন' কারণেন 'তর্হি' তস্মিন্ স্বাপকালে 'পুরুষঃ' জীবঃ 'ন শৃণোতি' 'ন পশ্যতি' 'ন জিঘ্রতি' 'ন রসয়তে' 'ন স্পৃশতে' 'ন অভিবদতে' 'ন আদত্তে' 'ন আনন্দয়তে' 'ন বিসৃজতে' 'ন ইয়ায়তে' ন বিজানীতে, স 'স্বপিতি' নিদ্রাং যাতি 'ইতি' 'আচক্ষতে' কথয়ন্তি লোকাঃ।

'এতস্মিন্' 'পুরে' দেহে 'প্রাণাগ্নয়ঃ' 'জাগ্রতি'। 'এষ' 'অপানঃ' 'হ' 'বৈ' 'গার্হপত্যঃ' 'ব্যানঃ' 'অন্বাহার্য্যপচনঃ' দক্ষিণাগ্নিঃ, দক্ষিণশুষিদ্বারেণ নির্গমাৎ 'যৎ' যস্মাৎ 'গার্হপত্যাৎ' অপানাৎ—স্বাপকালে অন্তঃপ্রবেশবশাৎ—'প্রণীয়তে' তস্মাৎ 'প্রণয়নাৎ' 'প্রাণঃ' 'আহবনীয়ঃ'।

'যৎ' যস্মাৎ 'এতৌ' 'উচ্ছ্বাসনিশ্বাসৌ' 'আহুতী' 'সমং' 'নয়তি' সাম্যাবস্থায়াং স্থাপয়তি 'ইতি'

হেতোঃ 'সমানঃ' হোতা। 'মনঃ' 'হ' 'বাব' এব 'যজমানঃ' 'উদানঃ' 'এব' 'ইষ্টফলম্'। কথং? 'স' 'এনং' যজমানম্ 'অহরহঃ' প্রতিদিনং 'ব্রহ্ম' 'গময়তি' প্রাপয়তি সুষুপ্তিকালে।

'অত্র' স্বাপকালে 'এষ' 'দেবঃ' মনঃ 'মহিমানম্' অনেকাত্মভাবগমনরূপাং বিভূতিম্ 'অনুভবতি'। কথম্? 'যৎ' 'দৃষ্টং' তৎ 'দৃষ্টম্' 'অনুপশ্যতি' পূর্ব্বানুরূপং পশ্যতি, যৎ 'শ্রুতং' তৎ 'শ্রুতম্ এব' 'অর্থম্' 'অনুশৃণোতি' পূর্ব্বানুরূপং শৃণোতি 'দেশদিগন্তরৈঃ' 'চ' যৎ 'প্রত্যনুভূতং' তৎ 'পুনঃ' 'প্রত্যনুভবতি'। 'সর্ব্বঃ' অনেকাত্মভাবগতঃ মনোদেবঃ 'দৃষ্টাদৃষ্টং' দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ 'শ্রুতাশ্রুতং' শ্রুতং চ অশ্রুতং চ 'অনুভূতং' 'চ' 'অননুভূং চ' 'সর্ব্বং' 'পশ্যতি' 'সর্ব্বঃ' নিখিলাত্মভাবাপন্নঃ 'পশ্যতি'।

'স' মনোদেবঃ 'যদা' 'তেজসা' বিজ্ঞানেন 'অভিভূতঃ' নিরুদ্ধবাসনো 'ভবতি' 'তদা' 'অত্র' নিরুদ্ধবাসনাবস্থায়াং 'এষ' 'দেবঃ' 'স্বপ্নান্' 'ন' 'পশ্যতি' 'এতস্মিন্' 'শরীরে' 'এতৎ' বিজ্ঞানং 'সুখং' 'ভবতি'।

'স' দৃষ্টান্তঃ সুষুপ্ত্যবস্থায়াঃ—হে 'সোম্য' 'যথা' 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ 'বাসোবৃক্ষং' বাসার্থং বৃক্ষং 'সম্প্রতিষ্ঠন্তে' গচ্ছন্তি 'এবং' 'হ' 'বৈ' 'তৎ' 'সর্ব্বং' 'পরে' 'আত্মনি' 'সম্প্রতিষ্ঠতে'।

কিন্তৎ সর্ব্বম্? 'পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ' ইত্যাদি সুগমং।

'এষ' 'হি' 'বিজ্ঞানাত্মা' 'পুরুষঃ' জীবঃ 'দ্রষ্টা' 'স্প্রষ্টা' 'শ্রোতা' 'ঘ্রাতা' 'রসয়িতা' 'মন্তা' 'বোদ্ধা' 'কর্ত্তা'। 'স' জীবঃ 'অক্ষরে' অপ্রচ্যুতস্বভাবে 'পরে' 'আত্মনি' সংপ্রতিষ্ঠতে'।

'সঃ' 'যঃ' 'হ' 'বৈ' 'তৎ' 'অচ্ছায়ং' তমোবর্জ্জিতম্, 'অশরীরং' নিরবয়বম্ 'অলোহিতং' অবর্ণং 'শুভ্রং' বিশুদ্ধম্ 'অক্ষরং' 'প্রতিপদ্যতে'; 'যঃ' 'তু' 'বেদয়তে' জানাতি তৎ, 'স' 'সর্ব্বজ্ঞঃ' সর্ব্ববিজ্ঞান-সম্পন্নঃ 'সর্ব্বঃ' অথণ্ডো 'ভবতি' অক্ষরৈকত্বাৎ। 'তৎ' তস্মিন্ অর্থে 'এষ' 'শ্লোকঃ'।

'সর্ব্বৈঃ' 'দেবৈঃ' 'সহ' 'বিজ্ঞানাত্মা' জীবঃ 'প্রাণাঃ' 'ভূতানি' 'চ' 'যত্র' 'সম্প্রতিষ্ঠন্তি' হে 'সোম্য' 'স' 'তু' 'তৎ' 'অক্ষরং' 'বেদয়তে' 'স' 'সর্ব্বজ্ঞঃ' সন্ 'সর্ব্বম্' 'এব' 'আবিবেশ' ইতি।

অনন্তর সূর্য্যতনয় গার্গ্য ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, এই জীবে কি কি নিদ্রিত থাকে, কি কি জাগ্রৎ থাকে, এ দেবতা কে যিনি স্বপ্ন দেখেন, কাহার এই সুখ হয়, কাহাতে সকলে প্রতিষ্ঠিত থাকে?

তিনি গার্গ্যকে বলিলেন—হে গার্গ্য, সূর্য্য অস্তগমন করিলে যেমন উহার নিখিল কিরণ এই তেজোমণ্ডলের সহিত এক হইয়া যায়, আবার যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন উহারা ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি পরমদেব মনেতে সকলই এক হয়। এ জন্যই সে সময়ে জীব শোনে না, দেখে না, ঘ্রাণ লয় না, রসাস্বাদ করে না, স্পর্শ করে না, বলে না, গ্রহণ করে না, সুখানুভব করে না, পুরীষোৎসর্গ করে না, বিচরণ করে না। লোকে তখন নিদ্রা যাইতেছে এই কথা বলে।

প্রাণাগ্নি এই দেহপুরীতে জাগিয়া আছেন। এই অপান গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান দক্ষিণাগ্নি। গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি লওয়া হয়। নিদ্রাকালে অপান হইতে প্রাণকে লওয়া হয় বলিয়া প্রাণ আহবনীয় অগ্নি।

শ্বাস ও প্রশ্বাস এ দুইটী আহুতি। সমান বায়ু এই দুইটিকে সাম্যাবস্থায় স্থাপন করে সুতরাং ইহা হোতা, মন যজমান, উদান অভিলষিত ফল, কেন না এই উদান প্রতিদিন যজমানকে ব্রহ্মসন্নিহিত করে।

নিদ্রাকালে এই দেব (মন) স্বপ্নে স্বীয় মহিমানুভব করেন। যাহা দেখা হইয়াছে মন তাহারই অনুরূপ দেখেন, যাহা শুনা হইয়াছে সেই শুনা কথারই অনুরূপ শ্রবণ করেন, দেশান্তরে দিগন্তরে যাহা অনুভব করিয়াছেন তদনুরূপই অনুভব করেন। [এই পর্য্যন্ত নয়] যাহা দেখা হইয়াছে ও দেখা হয় নাই, যাহা শুনা হইয়াছে ও শুনা হয় নাই, যাহা অনুভব করা হইয়াছে ও অনুভবকরা হয় নাই, মন এ সকলই দেখেন,—সকলের সহিত একাত্মভাবাপন্ন বলিয়াই দেখেন।

যখন এই মনোদেব বিজ্ঞানজ্যোতিতে আচ্ছন্ন হন, ইনি আর স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে সেই বিজ্ঞানই সুখস্বরূপ হয়।

হে সোম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসার্থ বৃক্ষআশ্রয়-করে, তেমনই পৃথিব্যাদি সকলই সেই পরমাত্মাতে স্থিতি করে। এটি সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত।

পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা (সূক্ষ্মভুত), জল এবং জলমাত্রা, তেজ এবং তেজোমাত্রা, বায়ু এবং বায়ুমাত্রা, আকাশ এবং আকাশমাত্রা, চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য বিষয়, শ্রোত্র এবং শ্রোতব্য বিষয়, ঘ্রাণ এবং ঘ্রাতব্য বিষয়, রস এবং আস্বাদ্য বিষয়, ত্বক্ এবং স্পর্শয়িতব্য বিষয়, বাক্ এবং বক্তব্য বিষয়, হস্ত এবং গ্রহণীয় বিষয়, জননেন্দ্রিয় এবং আনন্দয়িতব্য বিষয়, চিত্ত এবং চেতয়িতব্য বিষয়, তেজ এবং বিদ্যোতয়িতব্য বিষয়, প্রাণ এবং ধারয়িতব্য বিষয় [পরমাত্মাতে স্থিতি করে]।

এই বিজ্ঞানস্বভাব পুরুষ (জীব) দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, স্বাদগ্রহীতা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা এবং কর্ত্তা। সেই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অক্ষর পরমাত্মাতে স্থিতি করে।

ছায়াশূন্য, শরীরশূন্য, লোহিতাদি সর্ব্ববর্ণশূন্য, শুদ্ধ, পরম অক্ষরকে যিনি আশ্রয়-করেন তিনি এবং তাঁহাকে যিনি জানেন তিনি সর্ব্ববিধ জ্ঞানসম্পন্ন হন এবং সকলের সহিত একাত্মা হন। এ বিষয়ে শ্লোক এই :—

সমুদায় দেবগণ সহকারে যাঁহাতে জীব, প্রাণসমূহ ও ভূতনিচয় স্থিতি

করে, হে সৌম্য, যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানেন, তিনি সর্ব্ববিধ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হন।

ভাব—এস্থলে বৈদান্তিক মুখ্য আরোহক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। এক হয়—অবিভক্ত-ভাবে স্থিতি করে, পৃথক্ করিয়া লওয়া যাইতে পারে না।

প্রাণাগ্নি—দেহস্থ পঞ্চ প্রাণবায়ুকে অগ্নিরূপে গ্রহণকরা হইয়াছে। গৃহস্থের সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য অপান বায়ুর সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়, এজন্য অপানবায়ুকে গার্হপত্য অগ্নি কল্পনাকরা হইয়াছে। হৃদয়ের দক্ষিণরন্ধ্র দ্বার দিয়া ব্যান বায়ু নির্গত হয় এজন্য দক্ষিণ দিকের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ব্যান বায়ুকে দক্ষিণাগ্নি কল্পনাকরা হইয়াছে। গার্হ-পত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নির উদ্ধার হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে মুখনাসিকা হইতে বিনিঃসৃত প্রাণবায়ু অপানবায়ুতে প্রবিষ্ট হয় এবং সেই প্রবিষ্টাবস্থায় অপানবায়ুর স্থিতি স্থান হইতে উত্থান করত মুখনাসিকা দিয়া বিনিঃসৃত হয়, সুতরাং গার্হপত্যস্থানীয় অপান হইতে উদ্ধার হইল বলিয়া প্রাণবায়ু আহবনীয় অগ্নিরূপে কল্পিত হইয়াছে।

প্রশ্নোপনিষৎ হইতে যে আরোহক্রম মূলে গৃহীত হইয়াছে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও মাণ্ডুক্য হইতে সেই ক্রম যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। স অপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ, তদ্যদপীদং শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি, যদি স্রামমস্রামঃ। ন বৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি। ১।

ন বধেনাস্য হন্যতে, নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো, ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি। ২।

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়। তঁহ প্রজাপতিরুবাচ, মঘবন্, যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। স হোবাচ তদ্যদপীদং ভগবঃ শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি। ৩।

ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি। এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাঽপরাণি দ্বাত্রিংশতানি বর্ষাণীতি স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস। তস্মৈ হোবাচ। ৪।

তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্-ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ, নাহ খল্বয়মেবঁ সম্প্রত্যা-ত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যা-মীতি। ১।

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়। তঁহ প্রজাপতিরুবাচ, মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিবেচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। সহোবাচ নাহ খল্বয়ং ভগব এবঁ সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি। ২।

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচ এতন্ত্বেব তে ভূয়ো ঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবাস্তত্রৈতস্মাদ্বসাঽপরাণি পঞ্চবর্ষাণীতি। স হাপরাণি পঞ্চবর্ষাণ্যুবাস তান্যেকশতং সম্পেদুঃ। এতত্তদ্যদাহুরেকশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস। তস্মৈ হোবাচ। ৩।

মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা, তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। ১।

(১) যিনি স্বপ্নে [স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ ভোগ্য বিষয় দ্বারা] গৌরবান্বিত হইয়া বিচরণ করেন ইনি আত্মা। এই আত্মাই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম, প্রজাপতি এই কথা বলিলেন। তিনি (ইন্দ্র) শান্তহৃদয় হইয়া [প্রজাপতির নিকট হইতে] প্রতিগমন করিলেন। তিনি দেবতাদিগের নিকটে না গিয়া (পথেই) এই ভয় দেখিলেন। এই শরীর যদি অন্ধ হয় আত্মা অন্ধ হয় না, এই শরীর যদি শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় আত্মা শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় না। এই শরীরের দোষে এই আত্মা দূষিত হয় না।

(২) এই শরীরের বধে আত্মা হত হয় না, এই শরীরের শ্লেষ্মাদিস্রাবিত্বে সে শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় না, কিন্তু স্বপ্নে এই আত্মা ব্যাঘ্রাদি যেন তাহাকে বধ করিতেছে, যেন তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, যেন তাহার কিছু অপ্রিয় উপস্থিত এইরূপ মনে করে এবং তজ্জন্য যেন রোদন করে। এ আত্মায় আমি কোন ফল দেখি না।

(৩) ইন্দ্র পুনরায় সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকটে গমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, হে মঘবন্, তুমিতো শান্তহৃদয় হইয়া চলিয়া গিয়াছিলে কি ইচ্ছা করিয়া আবার আসিলে? ইন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, এই শরীর যদি অন্ধ হয়, আত্মা অন্ধ হয় না, এই শরীর যদি শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয়, আত্মা শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় না। এই শরীরের দোষে আত্মা দূষিত হয় না।

(৪) এই শরীরের বধে আত্মা হত হয় না, এই শরীরের শ্লেষ্মাদিস্রাবিত্বে সে শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় না, কিন্তু স্বপ্নে এই আত্মা ব্যাঘ্রাদি যেন তাহাকে বধ করিতেছে, যেন তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, যেন তাহার অপ্রিয় কিছু উপস্থিত এইরূপ অনুভব করে এবং তজ্জন্য যেন রোদন করে। এ আত্মায় আমি কোন ফল দেখি না। প্রজাপতি বলিলেন হাঁ এইরূপই বটে; আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস কর, এই আত্মার বিষয় আবার তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিব। ইন্দ্র বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিলেন। তাঁহাকে প্রজাপতি বলিলেন ;—

(১) যে সময়ে আত্মাতে সুষুপ্তি উপস্থিত, সে সময়ে আত্মা অখণ্ডভাবাপন্ন হয়, সম্যক্ প্রসন্ন হয়, আর স্বপ্ন দেখে না, এই সুষুপ্ত আত্মাই আত্মা। এই আত্মাই অমৃত অভয়, এই আত্মাই ব্রহ্ম। ইন্দ্র শান্তহৃদয় হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি দেব-গণের নিকটে না গিয়া [পথেই] এই ভয় দেখিলেন :—আত্মা এখন 'এই আমি আছি'

এ ভাবে আপনাকে জানিতেছে না, এ সকল ভূতকেও জানিতেছে না, এতো বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে। এ আত্মার আমি কোন ফল দেখি না।

(২) ইন্দ্র পুনরায় সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকটে গমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, হে মঘবন্, তুমিতো শান্তহৃদয় হইয়া চলিয়া গিয়াছিলে, কি ইচ্ছা করিয়া আবার আসিলে? ইন্দ্র বলিলেন, আত্মাতো এখন 'এই আমি আছি' এ ভাবে আপনাকে জানিতেছে না, এ সকল ভূতকেও জানিতেছে না, এ তো বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে। এ আত্মায় আমি কোন ফল দেখি না।

(৩) প্রজাপতি বলিলেন, হাঁ, এইরূপই বটে; আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস কর, এই আত্মার বিষয় আবার তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিব। তিনি আর পাঁচ বৎসর রহিলেন, ইহাতে এক শত বৎসর হইল। এইটি উপলক্ষ করিয়াই লোকে বলে, ইন্দ্র প্রজাপতিসন্নিধানে এক শত বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন :—

(১) হে মঘবন্, এই শরীর মরণশীল। অমরণধর্ম্মা অশরীর এই আত্মার অধিষ্ঠানস্থান এই শরীর মৃত্যুকর্ত্তৃক অধিকৃত। যাহার শরীর আছে সে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ের অধীন, সশরীর থাকিলে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ের কদাপি তিরোধান হয় না। অশরীর হইয়া থাকিলে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না।

ভাব—দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান করিলে প্রিয় ও অপ্রিয়ের অতীত হওয়া যায়।

দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস। সহোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। স হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি। ১।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা রাজা ভবতি। ২।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা বৃহন্ পাণ্ডরবাসা সোমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এবমেতমুপাস্তে হরহর্হ সুতঃ প্রসুতো ভবতি নাস্যান্নং ক্ষীয়তে। ৩।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ বিদ্যুতি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন সংবদিষ্ঠাস্তেজস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তে তেজস্বীহ ভবতি তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি। ৪।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবর্ত্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভির্নাস্যাস্মাল্লোকাৎ প্রজোদ্বর্ত্ততে। ৫।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বায়ৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা

মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তে জিষ্ণুর্হাপরাজিষ্ণুর্ভবত্যন্যতস্ত্যজায়ী। ৬।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাবিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হ ভবতি বিষাসহির্হাস্য প্রজা ভবতি। ৭।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মপ্সু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। সহোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপং হৈবৈন-মুপগচ্ছতি নাপ্রতিরূপমথো প্রতিরূপোঽস্মাজ্জায়তে। ৮।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাদর্শে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা রোচিষ্ণুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তে রোচিষ্ণুর্হ ভবতি রোচিষ্ণুর্হাস্য প্রজা ভবত্যথো যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সর্ব্বাংস্তানতিরোচতে। ৯।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তং পশ্চাচ্ছব্দোঽনূদেত্যেতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচা-জাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তে সর্ব্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালাৎ প্রাণো জহাতি। ১০।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিক্ষু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যএতমেবমুপাস্তে দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি, নাস্মাদ্গণশ্ছিদ্যতে। ১১।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তে সর্ব্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালান্মৃত্যুরাগচ্ছতি। ১২।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাত্মনি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা আত্মন্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স য এতমেবমুপাস্তে আত্মন্বীহ ভবত্যাত্ম-ন্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি। স হ তূষ্ণীমাস গার্গ্যঃ। ১৩।

স হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নু ইত্যেতাবদ্ধীতি, নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি। স হোবাচ গার্গ্য উপ ত্বায়ানীতি। ১৪।

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াৎ ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি। ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং পাণাবাদায়োত্তস্থৌ। তৌ হ পুরুষং সুপ্তমাজগ্মতুস্তমেতৈর্নামভিরামন্ত্রয়াংচক্রে বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোমরাজন্নিতি. স নোত্তস্থৌ তং পাণিনা পেষং বোধয়াংচকার, স হোত্তস্থৌ। ১৫।

স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষ তদাভূৎ কুত এতদাগা-দিতি। তদু হ ন মেনে গার্গ্যঃ। ১৬।

স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় যএষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে তানি যদা গৃহ্নাত্যথ হৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্গৃহীতএব প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাক্ গৃহীতঞ্চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ। ১৭।

স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি তে হাস্য লোকাস্তদুতেব মহারাজোভবত্যুতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি। স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেতৈবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে। ১৮।

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে। স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাহতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীত, এবমেবৈষ এতচ্ছেতে। ১৯।

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্। ২০।

(১) কথিত আছে, গর্গগোত্রোৎপন্ন গার্গ্য গর্ব্বিত বালাকি বাক্‌পটু ছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রু জনকের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব। অজাতশত্রু বলিলেন, আমি আপনার এই কথাতেই আপনাকে সহস্র গো দান করিব, কেন না এই দানের কথা শ্রবণ করিয়া [ব্রহ্মশ্রবণ-কথন গ্রহণাকাঙ্ক্ষী] ব্যক্তিগণ জনক [দাতা] জনক [শ্রোতা] এই বলিয়া আমার নিকটে দ্রুতপদে আগমন করিবে।

(২) গার্গ্য বলিলেন, আদিত্যে (চক্ষুতে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। ইনি সর্ব্বভূতকে অতিক্রম-করিয়া বিরাজমান বৈরাজপুরুষ। ইনি সকল ভূতের শীর্ষস্বরূপ, আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহার এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বভূতকে অতিক্রম করেন, তাহাদের শীর্ষভূত রাজা হন।

(৩) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, চন্দ্রে (মনেতে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইঁহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। বৃহৎ, শুক্লবাসা সোমরাজা বলিয়া আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহার এইরূপে উপাসনা করেন প্রতিদিন (তাঁহার গৃহে) প্রচুর সোম নিষ্পিষ্ট হয় এবং তাঁহার অন্ন কখন ক্ষয় হয় না।

(৪) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন এই বিদ্যুতে (ত্বকে) যে পুরুষ বিদ্যমান, আমি ইঁহার উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি তেজস্বী বলিয়া ইঁহার উপাসনা করি। যিনি এই রূপ তেজস্বী বলিয়া ইঁহার উপাসনা করেন তিনি তেজস্বী হন এবং ইঁহার সন্ততিও তেজস্বী হয়।

(৫) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, আকাশে (হৃদয়ে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইঁহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি পূর্ণ অপরিণামী বলিয়া ইঁহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে পূর্ণ অপরিণামিরূপে ইঁহার উপাসনা করেন, তিনি সন্তানসন্ততি ও পশুতে সম্পন্ন হন, এ লোক হইতে তাঁহার সন্তানসন্ততির উচ্ছেদ হয় না।

(৬) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, বায়ুতে (প্রাণে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইঁহাকে আমি

ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি ইন্দ্র (ঐশ্বর্য্যপূর্ণ), বৈকুণ্ঠ (বিরুদ্ধগতির অবরোধক), অপরাজিত সেনা এই বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন, তিনি জিষ্ণু অপরাজিষ্ণু সপত্নজয়শীল হন।

(৭) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, অগ্নিতে (বাক্যে হৃদয়ে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি ক্ষমাশীল * বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি ক্ষমাশীল হন, তাঁহার সন্তানসন্ততি ক্ষমাশীল হয়।

(৮) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, জলে (রেত ও হৃদয়ে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান, ইহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি প্রতিরূপ বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন, তিনি প্রতিরূপই (অনুকূল বিষয়ই) প্রাপ্ত হন অপ্রতিরূপ (অননুকূল বিষয়) নয়, এই উপাসকের প্রতিরূপ তনয় জন্মায়।

(৯) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, আদর্শে (খড়্গাদিতে ও হৃদয়ে) এই যে পুরুষ [প্রতি-বিম্বরূপে] বিদ্যমান, ইহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি রোচিষ্ণু (দীপ্তিমান্) বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি রোচিষ্ণু হয়েন, তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ রোচিষ্ণু হয়। তিনি যাহাদের সঙ্গ করেন তাহাদের সকলের অপেক্ষা দীপ্তিমান্ হন।

(১০) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, গমনকারী ব্যক্তির পৃষ্ঠভাগে যে শব্দ উত্থিত হয় সেই শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি জীবন বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি ইহলোকে সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, জীবিতকালের পূর্ব্বে প্রাণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না।

(১১) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, দিক্‌সমূহে (কর্ণে ও হৃদয়ে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি ইহাকে সদ্বিতীয় (ভৃত্যপরিবৃত) অবিমুক্ত বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন। তিনি দ্বিতীয়বান্ হন, তাঁহা হইতে তাঁহার দল কখন বিচ্ছিন্ন হয় না।

---

* মূলে 'বিষাসহি' শব্দ আছে। যাহা কিছু অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় তাহাকে তিনি ভস্ম করেন কোন প্রকার বিরাগ প্রকাশ না করিয়া সহ্য করেন, এজন্য তিনি বিষাসহি।

(১২) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, যিনি এই ছন্দোময় পুরুষ, আমি সেই ছন্দোময় পুরুষের উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। মৃত্যু বলিয়া আমি এই পুরুষের উপাসনা করি। যিনি এই রূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি ইহলোকে সমগ্র জীবন লাভ করেন, জীবিতকালের পূর্ব্বে মৃত্যু ইহার নিকটে আগমন করেন না।

(১৩) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, আত্মাতে (জীবে বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান, ব্রহ্ম বলিয়া আমি ইহার উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আত্মবান্ বলিয়া আমি ইহার উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি আত্মবান্ হন, তাঁহার সন্তানসন্ততি আত্মবান্ হয়। গার্গ্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

(১৪) অজাতশত্রু বলিলেন, এই পর্য্যন্ত কি? তিনি বলিলেন, এই পর্য্যন্ত। অজাতশত্রু বলিলেন—এটুকুতে ব্রহ্ম জানা হয় না। গার্গ্য বলিলেন, আমি আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছি।

(১৫) অজাতশত্রু বলিলেন, এ অতি বিপরীত যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকটে উপনীত হইয়া বলিবেন আমায় ব্রহ্মোপদেশ দিন। যাহা হউক আমি আপনাকে জ্ঞাপন করিব এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তিনি উত্থান করিলেন। তাঁহারা দুই জনে একটি প্রসুপ্ত পুরুষের নিকটে আসিলেন এবং হে বৃহৎ, হে শুক্লবাসা, হে সোমরাজন্ ইত্যাদি নামে তাঁহাকে ডাকিলেন। সে উঠিল না, তখন তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া জাগাইলেন, সে উঠিল।

(১৬) অজাতশত্রু বলিলেন, এই ব্যক্তি যে সময়ে এইরূপে নিদ্রা যাইতেছিল, এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ তিনি তখন কোথায় ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা আসিলেন? গার্গ্য কিছুই বলিতে পারিলেন না।

(১৭) অজাতশত্রু বলিলেন, যে সময়ে এই পুরুষ এইরূপে নিদ্রিত হন, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ অন্তঃকরণযোগে ইন্দ্রিয়গণের বিশেষ জ্ঞান ভিতরে লইয়া গিয়া এই যে ভিতরে হৃদয়াকাশ তাহাতে গিয়া শয়ন করেন। যখন এইরূপে ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হয় তখন লোকে বলে এই পুরুষ নিদ্রা যাইতেছেন। সে সময়ে বাক্ ভিতরে গৃহীত হয়, চক্ষু ভিতরে গৃহীত হয়, শ্রোত্র ভিতরে গৃহীত হয়, মন ভিতরে গৃহীত হয়।

(১৮) জাগরণকালে যেমন, তেমনি স্বপ্নাবস্থায় বিজ্ঞানময় পুরুষ—যে যে স্থলে বিচরণ করেন সেই সেই স্থল ইহার প্রাপ্য লোক হয়। তিনি হয়তো মহারাজ হইলেন, নয়তো মহাব্রাহ্মণ হইলেন, হয়তো উচ্চ হইলেন, নয়তো নীচ হইলেন, এইরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ যে প্রকার আপনার লোকদিগকে লইয়া জনপদে যথেচ্ছ

বিচরণ করেন, তেমনি এই বিজ্ঞানময় পুরুষ জাগরণকালে যে প্রকার সেই প্রকার স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া নিজ শরীরমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করেন।

(১৯) যখন তিনি সুষুপ্ত হন, তখন তিনি কিছুই জানিতে পান না। দ্বাসপ্ততি-সহস্র হিতানামক নাড়ী সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই নাড়ী দিয়া বিজ্ঞান-ময় পুরুষ গমন করিয়া সমগ্র দেহে শয়ন করেন। কুমার যেমন, মহারাজ যেমন, মহা-ব্রাহ্মণ যেমন আনন্দে সমুদায় দুঃখ নিঃশেষ করিয়া শয়ন করেন, ইনিও সেই ভাবে শয়ন করেন।

(২০) ঊর্ণনাভি হইতে যেমন সূত্র সকল, অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসকল নিঃসৃত হয় তেমনি এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) সমুদায় দেবতা, সমুদায় ভূত নিঃসৃত হয়। সেই আত্মার গূঢ় নাম (উপনিষৎ)—সত্যের সত্য। প্রাণগুলি সত্য, ইনি আবার সেই প্রাণগুলির সত্য (সত্তার হেতু)।

ভাব—"তিনি তখন কোথায় ছিলেন" ইহার উত্তর দিয়া "কোথা হইতে আসিলেন" প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। "সেই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অক্ষর পরমাত্মাতে স্থিতি করে" (৩৫৫৩পৃ)এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, জীব নিত্যকাল পরমাত্মাতে স্থিতি করে, কখন সে তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হয় না। সেই জন্যই এখানে আত্মা হইতে প্রাণাদির নিঃসরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মার নিঃসরণ বর্ণিত হয় নাই। "এই জীবাত্মার সঙ্গে প্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিব" এই শ্রুতির অনুসারে সুষুপ্তি হইতে বিজ্ঞানা-ত্মার যখন উত্থান হয় তখন প্রাণাদিযোগেই উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই প্রকাশে তাহাদেরই বহির্নিঃসরণ হয়, বিজ্ঞানাত্মা পরমদেবতাতেই স্থিতি করে। বিজ্ঞানাত্মা নিয়ত পরমাত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া অবস্থিত, এ জন্য "আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়), সমুদায় দেবতা, সমুদায় ভূত বিনিঃসৃত হয়" এখানকার 'আত্মা' শব্দে আলিঙ্গনকর্ত্তা পর-মাত্মা পর্য্যন্ত বুঝায়। অন্যথা "সত্যের সত্য" এ নাম জীবাত্মাতে অর্পিত হইতে পারে না, কেন না জীবাত্মার পরমাত্মনিরপেক্ষ সত্তা নাই।

জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম, স মেনে ন বদিষ্য ইত্যথ হ যজ্জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্য-শ্চাগ্নিহোত্রে সমূদাতে তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যো বরং দদৌ স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে তং হাস্মৈ দদৌ, তং সম্রাড়েব পূর্ব্বং পপ্রচ্ছ। ১।

যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি। আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাড়িতি হোবাচাদিত্যেনৈব জ্যোতি-ষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য। ২।

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি চন্দ্র-মসৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য। ৩।

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যগ্নিরেবাস্য জ্যোতি-র্ভবত্যগ্নিনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য। ৪।

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগেবাস্য

জ্যোতির্ভবতীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি তস্মাদ্বৈ সম্রাড়পি যত্র স্বঃ পাণির্ন বিনির্জ্ঞায়তেঽথ যত্র বাগুচ্চরত্যুপৈব তত্র ন্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য। ৫।

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি। ৬।

কতমং আত্মেতি, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ। স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব। স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যোরূপাণি। ৭।

স বায়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি। ৮।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি। স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি। ৯।

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দা মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তাঃ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে স হি কর্ত্তা। ১০।

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি। স্বপ্নেন শারীরমভি প্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি। শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ। ১১।

প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা। স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ। ১২।

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্॥ ১৩॥
আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি।

তন্নায়তং বোধয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যমেষ ন প্রতিপদ্যতে। অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় ব্রূহীতি। ১৪।

স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব। স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য। সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি। ১৫।

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব। স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য, সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি। ১৬।

স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব। ১৭।

তদ্যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। ১৮।

তদ্‌যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সল্লয়ায়ৈব ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। ১৯।

তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাঽণিম্না তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণা অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ত্তমিব পতিতি। যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতেঽথ যত্র দেবইব রাজেবাহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ। ২০।

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্‌মাঽভয়ং রূপম্। তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্। ২১।

অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্‌কসোঽপৌল্‌কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণোহি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি। ২২।

যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। ২৩।

যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্বৈ তন্ন জিঘ্রতি। ন হি ঘ্রাতুর্ঘ্রাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যজ্জিঘ্রেৎ। ২৪।

যদ্বৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে। ন হি রসয়িতুরসয়তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্রসয়েত্। ২৫।

যদ্বৈ তন্ন বদতি বদন্ বৈ তন্ন বদতি। ন হি বক্তুর্বক্তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বদেৎ। ২৬।

যদ্বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি। ন হি শ্রোতুঃশ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ। ২৭।

যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে। ন হি মন্তুর্মতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যন্মন্বীত। ২৮।

যদ্বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি। ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ। ২৯।

যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি। ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ। ৩০।

যত্র বাঽন্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেদন্যোঽন্যদ্রসয়েদন্যোঽন্যদ্বদেদন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াদন্যোঽন্যন্মন্বীতান্যোঽন্যৎস্পৃশেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ। ৩১।

সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্‌ক্য এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। ৩২।

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈর্মানুষ্যৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৄণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৄণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোক আনন্দাঃ স

এক: কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে। অথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দঃ। এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীত্যত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চকার মেধাবী রাজা সর্ব্বেভ্যোমাঽন্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি। ৩৩।

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব। ৩৪।

তদ্যথানঃ সুসমাহিতমুৎসর্জ্জদ্ যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়মুৎসর্জ্জদ্যাতি, যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি। ৩৫।

স যত্রায়মণিমানং ন্যেতি জরয়া বোপতপতোবাণিমানং নিগচ্ছতি তদ্যথাম্রং বোদুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যত এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি প্রাণায়ৈব ৩৬।

তদ্যথা রাজানমায়ান্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽন্নৈঃ পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেঽয়মায়াত্যয়মাগচ্ছতীত্যেবং হৈবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদমাগচ্ছতীতি। ৩৭।

তদ্যথা রাজানং প্রযিযাসন্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽভিসমায়ন্ত্যেবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি। ৩৮।

(১) যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহাধিপতি জনকের নিকটে আগমন করিলেন। তিনি মনে করিলেন, আমি কিছু বলিব না। [এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে] পূর্ব্বে বিদেহাধিপতি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য অগ্নিহোত্রবিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বর দিয়াছিলেন। জনক যথেচ্ছ প্রশ্ন করিবেন এই বর চাহিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাকে সেই বরই দিয়াছিলেন। তাই সম্রাট্ই তাঁহাকে পূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

(২) [সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এ পুরুষের জ্যোতি কে? [যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন] হে সম্রাট্, আদিত্য ইহার জ্যোতি। এজন্য আদিত্যজ্যোতিতেই তিনি থাকেন, বিচরণ করেন, কার্য্য করেন, এবং প্রত্যাগমন করেন। [সম্রাট্ বলিলেন] যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে।

(৩) হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য যখন অস্তমিত তখন এ পুরুষের জ্যোতি কে? চন্দ্রমা ইহার জ্যোতি হয় এজন্য চন্দ্রমার জ্যোতিতেই তিনি থাকেন, বিচরণ করেন, কার্য্য করেন এবং প্রত্যাগমন করেন। [সম্রাট্ বলিলেন] যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে।

(৪) হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অস্তমিত হইলে চন্দ্র অস্তমিত হইলে এ পুরুষের জ্যোতি কে? অগ্নিই ইহার জ্যোতি হন। এজন্য অগ্নির জ্যোতিতেই তিনি থাকেন, বিচরণ করেন, কার্য্য করেন এবং প্রত্যাগমন করেন। [সম্রাট্ বলিলেন] যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে।

(৫) হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে এই পুরুষের জ্যোতি কি? বাক্‌ই ইহার জ্যোতি হয়। এজন্য বাগ্‌জ্যোতিতে তিনি থাকেন, বিচরণ করেন, কার্য্য করেন, এবং প্রতিগমন করেন। সেই কারণেই (অন্ধকারে) যখন নিজের হস্ত পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, সে সময়ে সম্রাট্, আপনিও যেখান হইতে শব্দ উত্থিত হয় সেখানে গমন করিয়া থাকেন। [সম্রাট্ বলিলেন] যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে।

(৬) হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, বাক্ নিবৃত্ত হইলে এই পুরুষের জ্যোতি কি? আত্মাই ইহার জ্যোতি হয়। এজন্য এই আত্মজ্যোতিতেই তিনি থাকেন, বিচরণ করেন, কার্য্য করেন এবং প্রত্যাগমন করেন।

(৭) আত্মা কি? প্রাণসমূহে (বাগাদিতে হৃদয়ে) যিনি অন্তর্জ্যোতি বিজ্ঞানময় পুরুষ [তিনিই আত্মা]। তিনি (বুদ্ধির সঙ্গে) এক হইয়া যেন ধ্যান করিতেছেন, যেন নিরতিশয় চঞ্চল হইতেছেন, এইভাবে উভয় লোকে বিচরণ করেন। তিনি স্বপ্ন হইয়া এ লোক এবং মৃত্যুর রূপ (বিষয়েন্দ্রিয়সমষ্টি) অতিক্রম-করেন।

(৮) সেই পুরুষ জন্মিয়া দেহে আত্মভাববশতঃ পাপসংসৃষ্ট হন। মরিয়া শরীর হইতে উর্দ্ধে গমন করিয়া তিনি পাপবিমুক্ত হন।

(৯) এই পুরুষের দুইটি স্থান—ইহলোক ও পরলোক। এ দুইয়ের সন্ধিস্থল স্বপ্ন তৃতীয় স্থান। এই সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করিয়া তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানকে দর্শন-করেন। যেরূপ সাধন লইয়া ইনি পরলোকস্থানে স্থিতি করেন সেই সাধন অবলম্বন করিয়া ইনি পাপ বা আনন্দ প্রত্যক্ষ করেন। যখন ইনি নিদ্রাগত হন তখন আপনাকে নিশ্চেষ্ট করত এই লোকে অনুভূত বিষয়ের মাত্রা লইয়া আপনাকেই বিরচন-পূর্ব্বক নিজের দীপ্তিতে নিজের জ্যোতিতে নিদ্রা যান। এস্থলে পুরুষ স্বয়ং জ্যোতি হন।

(১০) স্বপ্নে রথও নাই, অশ্বাদিও নাই, পথও নাই, অথচ তিনি রথ, অশ্বাদি ও পথ সৃজন করেন। সেখানে আনন্দও নাই, হর্ষও নাই, নিরতিশয় হর্ষও নাই, অথচ আনন্দ, হর্ষ, ও নিরতিশয় হর্ষ তিনি উৎপাদন করেন। সেখানে পল্বলও নাই, তড়াগও নাই, বহমান নদীও নাই, অথচ পল্বল, তড়াগ ও নদী তিনি সৃজন করেন।

(১১) এ বিষয়ে এই সকল শ্লোক আছে :—একা (জাগ্রৎ স্বপ্ন ইহলোক পরলোকে) গমনশীল হিরণ্ময় পুরুষ নিদ্রায় শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া স্বয়ং সুপ্ত না হইয়াও সুপ্তিকালে উদ্ভূত বিষয়সমূহকে প্রকাশ-করেন। আবার পুনরায় শুদ্ধবোধ লইয়া জাগরণস্থানে আইসেন।

(১২) নিন্দনীয় কুলায়কে (শরীরকে) প্রাণযোগে রক্ষা করিয়া অমরণধর্ম্মা সেই

একা গমনশীল হিরণ্ময় পুরুষ কুলায়ের বাহিরে বিচরণপূর্ব্বক যেখানে তাঁহার অভিলাষ সেখানে অমরণধর্ম্মা থাকিয়া স্বাভিলাষ প্রাপ্ত হন।

(১৩) স্বপ্নস্থানে উচ্চ নীচ অবস্থাপ্রাপ্ত সেই দেব অসংখ্য রূপ উৎপাদন করেন। কখনও বা স্ত্রীগণ সহ আমোদিত হইয়া যেন হাসেন, কখনও বা যেন ভয় দেখেন। লোক সকল ইহার ক্রীড়াস্থান দেখে, ইহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

(১৪) [চিকিৎসকগণ] বলেন, সেই সুপ্ত পুরুষকে সহসা জাগাইবে না। [কেন না] যে ইন্দ্রিয়দ্বারে ইনি যান নাই, সেইটি দেহের সম্বন্ধে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিবে। অপরে বলিয়াছেন, এই পুরুষের সম্বন্ধে এই স্বপ্নস্থানই জাগরিতপ্রদেশ, কেন না ইনি জাগরণকালে যে সকল দেখেন নিদ্রাকালে সেই সকলই দেখিয়া থাকেন। এই স্বপ্ন-স্থানে পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হন। (জনক বলিলেন), আমি আপনাকে সহস্র গো দান-করিব। ইহার পর মোক্ষবিষয়ে কি আছে বলুন।

(১৫) এই সুষুপ্তি অবস্থায় সেই পুরুষ আমোদ, বিচরণ এবং পুণ্য-পাপ-দর্শন করিয়া পুনরায় যে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া স্বপ্নস্থানে আগমন করেন। তিনি সেখানে যাহা দেখেন তাহাতে লিপ্ত হন না, কেন না এ পুরুষ অসঙ্গ। (জনক বলিলেন) হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই রূপই বটে। আমি আপনাকে সহস্র গো দান-করিব। ইহার পর মোক্ষবিষয়ে কি আছে বলুন।

(১৬) সেই স্বপ্নাবস্থায় সেই পুরুষ আমোদ, বিচরণ এবং পুণ্য-পাপ দর্শন করিয়া পুনরায় যে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া জাগরিতস্থানে আগমন করেন। তিনি সেখানে যাহা দেখেন তাহাতে লিপ্ত হন না, কেন না এ পুরুষ অসঙ্গ। (জনক বলিলেন) হে যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে। আমি আপনাকে সহস্র গো দান-করিব, ইহার পর মোক্ষবিষয়ে কি আছে আপনি বলুন।

(১৭) এই জাগরিতস্থানে সেই পুরুষ আমোদ, বিচরণ এবং পুণ্য-পাপ-দর্শন করিয়া পুনরায় যে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া স্বপ্নস্থানে যান।

(১৮) মহামৎস্য যেমন পূর্ব্বাপর উভয় কূলে সঞ্চরণ-করে, সেইরূপ এই পুরুষ স্বপ্নস্থান জাগরিতস্থান উভয় স্থানে বিচরণ-করেন।

(১৯) এই আকাশে যেমন মহাকায় মন্দবেগ পক্ষী অথবা অল্পকায় বেগবান্ পক্ষী নানা গতিতে গমন করিয়া যখন শ্রান্ত হয় তখন পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া আপনার নীড়ের দিকে গমন করে, তেমনি এই পুরুষ সুষুপ্তির দিকে ধাবিত হন এবং সুষুপ্তিতে কোন অভিলষণীয় বিষয়ে অভিলাষ করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না।

(২০) এই পুরুষের (দেহস্থ) হিতনামক নাড়ীগুলি একটি কেশকে সহস্রধা ভিন্ন করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয় সেইরূপ সূক্ষ্মাকারে (দেহে) আছে। এগুলি শুক্ল, নীল, পিঙ্গল হরিৎ, লোহিত (রসে) পূর্ণ। এই সকল স্থলে কেহ কেহ যেন ইহাকে বধ করিতেছে

কেহ কেহ যেন ইহাকে অধীন করিয়া ফেলিতেছে, হস্তী যেন ইহাকে তাড়া করিয়া যাইতেছে, ইনি যেন গর্ত্তে পড়িয়াছেন, এমন কি জাগ্রদবস্থায় যে ভয় দেখেন স্বপ্নাবস্থায় মোহবশতঃ তাহাই মনে করেন। যে সময়ে তিনি মনে করেন আমি যেন দেবতা, আমি যেন রাজা, আমিই এ সব, তখন উহাই তাঁহার সম্বন্ধে পরম লোক।

(২১) এইটি এই পুরুষের সম্বন্ধে কামনাতীত বিগতপাপ অভয় অবস্থা। প্রিয়া-স্ত্রীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া (প্রিয়তম) যেমন বাহ্য কিছু জানিতে পান না অন্তরেরও কিছু জানিতে পান না, সেইরূপ এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা (পরাত্মা) কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য কিছু জানিতে পান না অন্তরেরও কিছু জানিতে পান না। এইটিই ইহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকাতীত অবস্থা।

(২২) এই সুষুপ্তিতে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক হয়, বেদ অবেদ হয়। এই সুষুপ্তিতে চোর অচোর হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়, পৌল্কস অপৌল্কস হয়, শ্রমণ অশ্রমণ হয়, তাপস অতাপস হয়। পুণ্যে অলিপ্ত পাপে অলিপ্ত [ইহার অবস্থা] হয়। ইনি সে সময়ে হৃদয়ের সর্ব্ববিধ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

(২৩) যাহা তিনি দেখেন না, দেখিয়াই তাহা দেখেন না। দ্রষ্টা অবিনাশী তাই তাঁহার দৃক্‌শক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি দেখিবেন।

(২৪) যাহার তিনি ঘ্রাণ লন না, ঘ্রাণ লইয়াই তাহার ঘ্রাণ লন না। ঘ্রাণকর্ত্তা অবিনাশী তাই তাঁহার ঘ্রাণশক্তির বিলোপ হয় না, তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি ঘ্রাণ লইবেন।

(২৫) তিনি যে স্বাদ লন না, স্বাদ লইয়াই স্বাদ লন না। স্বাদগ্রহীতা অবিনাশী তাই তাঁহার স্বাদগ্রহণশক্তির লোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি স্বাদ লইবেন।

(২৬) তিনি যে বলেন না, বলিয়াই বলেন না। বক্তা অবিনাশী তাই তাঁহার বলিবার শক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি বলিবেন।

(২৭) তিনি যে শোনেন না, শুনিয়াই শোনেন না। শ্রোতা অবিনাশী তাই তাঁহার শ্রবণশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি শ্রবণ করিবেন।

(২৮) তিনি যে মনন করেন না, মনন করিয়াই মনন করেন না। মননকর্ত্তা অবিনাশী তাই তাঁহার মননশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি মনন করিবেন।

(২৯) তিনি যে স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করিয়াই স্পর্শ করেন না। স্পর্শকর্ত্তা অবিনাশী তাই তাঁহার স্পর্শশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি স্পর্শ করিবেন।

(৩) তিনি যে বিশেষভাবে জানেন না, বিশেষভাবে জানিয়াই বিশেষভাবে জানেন না। বিজ্ঞাতা অবিনাশী তাই তাঁহার বিজ্ঞানশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে, তিনি বিশেষভাবে জানিবেন।

(৩১) যেখানে (জাগরিত ও স্বপ্নাবস্থায়) আপনা ছাড়া অন্য কিছু থাকে, অন্য অন্যকে দেখে, অন্য অন্যের ঘ্রাণ লয়, অন্য অন্যের স্বাদ লয়, অন্য অন্যকে বলে, অন্য অন্যকে শ্রবণ-করে, অন্য অন্যকে মনন করে, অন্য অন্যকে স্পর্শ-করে, অন্য অন্যকে বিশেষ করিয়া জানে।

(৩২) (সুষুপ্তিতে) সলিলে সলিলসদৃশ একমাত্র দ্রষ্টা দ্বিতীয়শূন্য হন। হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মলোক—জনককে যাজ্ঞবল্ক্য এই উপদেশ দিলেন। ইহাই ইহার পরম গতি, ইহাই ইহার পরম সম্পৎ, ইহাই ইহার পরম লোক, ইহাই ইহার পরম আনন্দ। এই আনন্দের কণা অপরাপর প্রাণী ভোগ করিয়া থাকে।

(৩৩) মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধ, সমৃদ্ধ, অন্য লোকের অধিপতি, মনুষ্যোচিত নিখিল ভোগসম্পন্ন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে পরম আনন্দ। মনুষ্যগণের ঈদৃশ শত আনন্দ আর যে পিতৃগণ লোকজয় করিয়াছেন তাঁহাদের একটি আনন্দ সমান। লোকজয়-কারী পিতৃগণের শত আনন্দ আর গন্ধর্ব্বলোকে একটি আনন্দ সমান। গন্ধর্ব্বলোকের শত আনন্দ আর কর্ম্ম দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত দেবগণের একটি আনন্দ সমান। কর্ম্মদ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত দেবগণের শত আনন্দ আর আজন্ম যাঁহারা দেবতা তাঁহাদের একটি আনন্দ সমান। যিনি অধীতবেদ, পাপশূন্য, বীততৃষ্ণ, তাঁহার আনন্দ আর আজন্ম যাঁহারা দেবতা তাঁহাদের আনন্দ সমান। আজন্ম যাঁহারা দেবতা তাঁহাদের শত আনন্দ আর প্রজাপতিলোকে একটি আনন্দ সমান। যিনি অধীতবেদ, পাপশূন্য, বীততৃষ্ণ তাঁহার আনন্দ ইহার মত। প্রজাপতিলোকের শত আনন্দ আর ব্রহ্মলোকের একটি আনন্দ সমান। যিনি অধীতবেদ, পাপশূন্য, বীততৃষ্ণ তাঁহার আনন্দ ইহার মত। এইটিই পরম আনন্দ। * যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মলোক। (জনক বলিলেন)

---

* এই কথাগুলিই তৈত্তিরীয় উপনিষদে একটু বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে। যথা—"সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়িকঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। ১।

তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ; স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ; স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, স একঃ পিতৃ্ণাং চিরলোকানামানন্দঃ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃ্ণাং চিরলোকানামানন্দাঃ স একঃ আজানজানাং দেবানামানন্দঃ; শ্রোত্রিয়স্য

আমি আপনাকে সহস্র গো দান-করিব, ইহার পর মোক্ষবিষয়ে কি আছে বলুন। এই কথায় যাজ্ঞবল্ক্য এই ভাবিয়া ভীত হইলেন যে, আমি যতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিলাম, (তাহার পর আর কি আছে) এই বলিয়া বুদ্ধিমান্ রাজা আমায় রোধ করিলেন (দেখিতেছি প্রশ্নচ্ছলে আমার উপার্জ্জিত সমুদায় জ্ঞান ইনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিবেন)।

(৩৪) সেই পুরুষ স্বপ্নস্থানে আমোদ, বিচরণ এবং পাপপুণ্য দর্শন করিয়া যে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া জাগরিতস্থানে গমন করেন।

(৩৫) সেই সময়ে ভারাক্রান্ত শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলে তেমনি শরীরস্থ আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার আলিঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া শব্দবিশেষ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে কালে এইটি হয় সে কালে পুরুষের ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়।

(৩৬) যে সময়ে এই পুরুষ জরা বা রোগ দ্বারা কৃশ হইয়া পড়েন, তৎকালে আম্র, ডুম্বুর বা তৎসদৃশ ফল যেপ্রকার বৃন্ত হইতে খসিয়া পড়ে, তেমনি এই পুরুষ এই সকল অঙ্গ হইতে প্রমুক্ত হইয়া যে স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া প্রাণের দিকে গমন করেন।

(৩৭) রাজা আসিতেছেন জানিয়া যেমন উগ্রগণ এবং [তস্করাদিদণ্ডনে নিযুক্ত] সূত ও গ্রামনেতৃগণ অন্ন-পান-পটবাসাদি লইয়া—এই রাজা আসিতেছেন এই রাজা আসিতেছেন বলিয়া—প্রতীক্ষা করে, প্রয়াণকালে সেই রূপ এই ব্রহ্ম (ভোক্তা) আসিতেছেন, এই ব্রহ্ম আসিতেছেন বলিয়া সমুদায় ভূতগণ স্বকর্ম্মফলজ্ঞ ব্যক্তির প্রতীক্ষা করে।

(৩৮) রাজা যখন প্রতিগমন করেন তখন যেমন উগ্রগণ, সূত ও গ্রামনেতৃগণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করে, তেমনি মরণকালে সমুদায় প্রাণ আত্মার সম্মুখে আসে। যে কালে এইটি হয় সে কালে পুরুষের ঊর্দ্ধশ্বাস হয়।

ভাব—(৭) মৃত্যু—ভোক্তা জীবসমষ্টি (৮।১০)। (৯) বিরচন—বাসনাময়দেহ-বিরচন। (১৪) সেইটি দুশ্চিকিৎস্য—যে ইন্দ্রিয়দ্বারে আত্মা যান নাই, সেই ইন্দ্রিয়দ্বার অবরুদ্ধ থাকিয়া যায়, সুতরাং অন্ধতাবধিরতাদি উপস্থিত হইয়া উহা চিকিৎসার অতীত হয়। (১৫) অসঙ্গ—স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ অসঙ্গ ইহাতেই বুঝা যায় যে, স্বপ্নে যে সমুদায় ভোগ হয়, সে সমুদায় আর জাগরণের অবস্থায় থাকিয়া যায় না।

চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দঃ, যে কর্ম্মণা দেবানপিয়ন্তি ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ, স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ, স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ, স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব চ। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব। ১।

সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। ২।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। ৩।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। ৪।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। ৫।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। ৬।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। ৭।

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রাঃ। মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি। ৮।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাঽঽপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা। আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ৯।

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ। ১০।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বা। মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ১১।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ।

(১) ওঁ এই অক্ষরই সকল। উহারি ব্যাখ্যান এই—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ওঙ্কারই সকল। যাহা কিছু তিন কালের অতীত তাহাও ওঙ্কার।

(২) এ সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম—এই আত্মা। এই আত্মা চতুষ্পাৎ।

(৩) (আত্মার) প্রথম পাদ বৈশ্বানর। ইনি জাগরিতস্থান, বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখ, স্থূলভুক্।

(৪) (আত্মার) দ্বিতীয় পাদ তৈজস। ইনি স্বপ্নস্থান, অন্তঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখ, সূক্ষ্মবিষয়ভুক্।

(৫) সুপ্ত ব্যক্তি যে স্থলে কামনার বিষয় কামনা করে না কোন স্বপ্ন দেখে না সেইটি সুষুপ্ত। (আত্মার) তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞ। ইনি সুষুপ্তস্থান, (স্বপ্ন ও জাগরণে অনুভূত বিষয়সমূহ ইঁহাতে) একীভূত, প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময়, তজ্জন্যই ইনি আনন্দভুক্, চেতনা ইঁহার মুখ।

(৬) ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের প্রসবিতা, ইনি সকল ভূতের উৎপত্তি ও নিরোধ।

(৭) যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, বহিঃপ্রজ্ঞ নন, উভয়প্রজ্ঞ নন, প্রজ্ঞানঘন নন, প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণরহিত, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত। ইহাকেই পণ্ডিতেরা চতুর্থ বলিয়া মনে করেন। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

(৮) সেই এই আত্মা ওঙ্কার। ওঙ্কারের অক্ষর ও মাত্রাবলম্বনে পাদ ও মাত্রা। অকার, উকার ও মকার পাদ ও মাত্রা।

(৯) যিনি জাগরিতস্থান বৈশ্বানর তিনি আপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা আদিমত্ত্বাবশতঃ প্রথম মাত্রা অকার। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি সর্ব্ববিধ অভিলাষের বিষয় লাভ করেন।

(১০) যিনি স্বপ্নস্থান তৈজস তিনি উৎকর্ষ-বা-উভয়ত্ব-বশতঃ দ্বিতীয় মাত্রা উকার। যিনি এরূপ জানেন তিনি বিজ্ঞানপ্রবাহের উৎকর্ষসাধন করেন, (শত্রুমিত্র সকলের নিকট) সমান হন, ইহার কুলে কেহ অব্রহ্মবিৎ হয় না।

(১১) যিনি সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ তিনি মিতত্ব বা একীভূতত্ববশতঃ তৃতীয় মাত্রা মকার। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি এ সকলের পরিমাণ করেন এবং এক হন।

(১২) যিনি মাত্রাহীন চতুর্থ তিনি অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব ও অদ্বৈত। এই রূপে আত্মাই ওঙ্কার। যিনি এরূপ জানেন তিনি আপনি পরাত্মাতে প্রবেশ করেন।

ভাব—(১) তিন কালের অতীত—এখনও ব্রহ্মের ভিতরে যাহা অব্যক্ত ভাবে আছে, তাহা তিন কালের অতীত।

(২) ব্রহ্ম—এই আত্মা—ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত পরোক্ষ। তিনি যখন আত্মা হইয়া প্রকাশ পান তখন তিনি অপরোক্ষ—এই আত্মা—এইরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হন।

(৩) বৈশ্বানর—বিশ্বরূপ। বহিঃপ্রজ্ঞ—জাগরিত অবস্থায় আপনাকে ছাড়া বাহিরের বিষয়সমূহ যিনি জানেন তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ। সপ্তাঙ্গ—দ্যুলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী, আহবনীয় অগ্নি এই সপ্ত অঙ্গ। একোনবিংশতিমুখ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই উনিশটি মুখ। স্থূলভুক্—স্থূল বিষয়সমূহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ইন্দ্রিয়যোগে স্থূল বিষয়ের ভোগ হয় বলিয়া স্থূলভুক্।

(৪) তৈজস—বিষয়শূন্য কেবল প্রকাশরূপ—তেজ,তাদৃশ যাঁহার প্রজ্ঞা তিনি তৈজস। অন্তঃপ্রজ্ঞ—অন্তঃকরণস্থ বাসনাময় বিষয় জানেন এজন্য তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ। সপ্তাঙ্গ—বাসনাকারে স্থিত পূর্ব্বোক্ত দ্যুলোক প্রভৃতি সাতটি। একোনবিংশতিমুখ—সূক্ষ্মজ্ঞানাকারে ভাসমান ইন্দ্রিয়াদি। সূক্ষ্মবিষয়ভুক্—জ্ঞানাকারে অবস্থিত সূক্ষ্মবিষয়সমূহের ভোক্তা।

(৫) প্রাজ্ঞ—প্রজ্ঞাবান্ (পা, ৫।২।১০১)। প্রজ্ঞা—স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি (৬।৯)। একীভূত—স্বপ্ন ও জাগরণে বিষয়সমূহ আপনার অতিরিক্ত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

সেই সমুদায় বিষয় আর এখন আত্মার অতিরিক্ত নয়, তাঁহার সহিত এক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং একীভূত। প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময়—বিষয়সমূহের জ্ঞান—প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞান ঘন অর্থাৎ অবিভক্ত ভাব ধারণ-করিয়া একখানি হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানের অবিভক্তাবস্থায় কেবল আনন্দমাত্রের অনুভূতি থাকে, সুতরাং প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময় এইরূপ অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। আনন্দ সমুদায়ের মূল (১০।১১) এজন্য উহা স্রষ্টার স্বরূপ এবং স্বরূপ বলিয়াই উহা অলুপ্ত থাকে। আনন্দভুক্ চেতনা ইহার মুখ—পরাত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত জীবের যদিও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সম্পর্কে জ্ঞান আর নাই, তথাপি জ্ঞানের অবিভক্তাবস্থায় যে আনন্দ অবশেষ থাকে সেই আনন্দে আনন্দময় হইয়া সে আনন্দের ভোক্তা। জীবাত্মা অণুচৈতন্য, সুতরাং তাহার চেতনা সকল সময়ে বিদ্যমান থাকে। এই চেতনাযোগে আনন্দসম্ভোগ হয় বলিয়া উহা মুখ। এইরূপে জীবের যে আনন্দসম্ভোগ হয় সেই আনন্দ প্রাজ্ঞের স্বরূপ।

(৬) ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি সর্ব্বান্তর্যামী ইত্যাদি প্রাজ্ঞের বিশেষণ এই দেখাইয়া দিতেছে যে সৃষ্টির আরম্ভে জীবকে লইয়া যিনি জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তিনি প্রাজ্ঞ। সুতরাং জীব ও জগৎকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাজ্ঞ বিদ্যমান।

(৭) কি অন্তঃপ্রজ্ঞ, কি বহিঃপ্রজ্ঞ, কি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এ উভয়ের অন্তরালস্থ বিষয়জ্ঞ, ইঁহাদের সকলের সঙ্গেই জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ আছে। সুষুপ্তাবস্থায় জীব প্রজ্ঞানঘন হইয়া স্থিতি করেন। প্রজ্ঞ—পরাপ্রকৃতি, অপ্রজ্ঞ—অপরা প্রকৃতি। এ সমুদায় হইতে পৃথক্ না করিলে, যিনি সর্ব্বাতীত তুরীয় তাঁহাকে ধারণ-করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাই তুরীয়ে অন্তঃপ্রজ্ঞাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম কোন কালে প্রজ্ঞাবর্জ্জিত নহেন। তিনি ও প্রজ্ঞা একই বস্তু, তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজ্ঞা অব্যক্ত থাকেন, সৃষ্টিপ্রারম্ভে 'আমি ব্রহ্ম' এই কর্ত্তৃত্ববাচক আমিরূপে ইনি প্রকাশ পান *। ব্রহ্মেতে এই কর্ত্তৃত্ব নিত্যকাল আছে, সুতরাং তিনি কোন কালে অপ্রাজ্ঞ নহেন। অন্তঃপ্রজ্ঞাদির নিষেধমধ্যে এজন্য প্রাজ্ঞ নিষিদ্ধ হন নাই। প্রাজ্ঞের আনন্দময়ত্ব নিত্যসিদ্ধ, এজন্য তুরীয়ে উহার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। অদৃষ্ট—চক্ষুর অবিষয়। অব্যবহার্য্য—ব্যবহারের অবিষয়। অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অলক্ষণ—কোন লক্ষণবিশেষ নাই যে তিনি তদ্দ্বারা লক্ষিত হইবেন সুতরাং অচিন্ত্য—চিন্তার অবিষয়। চিন্তার অবিষয় সুতরাং অব্যপদেশ্য—শব্দের অবাচ্য। তবে কি তিনি অবস্তু? না। তিনি একাত্ম-প্রত্যয়সার—জাগ্রদাদি সকল অবস্থামধ্যে—সেই একই আত্মা—এই যে প্রত্যয় অক্ষুণ্ণ-

* জীব আপনার ভিতরে দুই আমির ক্রিয়া নিয়ত প্রত্যক্ষ করে। এক আমি ভোক্তা, এক আমি নিয়ন্তা। জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোগে, নিয়ন্তার কর্ত্তৃত্ব ভোগবিতরণে। সকল বস্তুতেই এই নিয়ন্তা আমি বিদ্যমান, তবে তাহারা অচেতন বলিয়া এই নিয়ন্তার সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য সুতরাং 'আমি' এ বোধ তাহাদের নাই।

ভাবে বিদ্যমান থাকে সেই প্রত্যয়ই ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ। প্রপঞ্চোপশম—রূপরসাদি বিষয় প্রপঞ্চ, সেই প্রপঞ্চের যাঁহাতে নিবৃত্তি হইয়াছে তিনি প্রপঞ্চোপশম—জগতের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত। সুতরাং শান্ত—বিকারহীন, শিব—মঙ্গল, অদ্বৈত—দ্বৈতবিরহিত। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য—সমুদায় জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত হইয়াও তিনি যে আত্মা সেই আত্মাই রহিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বসম্বন্ধবিবর্জ্জিত আত্মস্বরূপে জ্ঞানের বিষয় করিতে হইবে। ইনি শিবস্বরূপ, এজন্যই ইনি সৃষ্টির জন্য পরা ও অপরা প্রকৃতিকে আপনার বলিয়া স্বীকার করেন।

(৯) আপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তি—অকার সমুদায় বর্ণমধ্যে আছে বলিয়া ব্যাপ্তি। আদিমত্তা—অকার সকল বর্ণের আদিবর্ণজন্য।

(১০) উৎকর্ষ বা উভয়ত্ব—অকার হইতে উকারের উৎকৃষ্টত্বাতেই উৎকর্ষ, বিশ্ব ও প্রাজ্ঞ এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এ জন্য উভয়ত্ব। সমান হন—প্রিয় হন অদ্বেষ্য হন।

(১১) মিতত্ব বা একীভূতত্ব—সুষুপ্তির অবস্থায় বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে, এবং অকার ও উকার মকারে প্রবেশ করিয়া পরিমিত হইয়া যায়, বিস্তৃতি চলিয়া যায় এজন্য মিতত্ব। জাগরিতাবস্থায় আবার বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞ হইতে, অকার ও উকার মকার হইতে বিনিঃসৃত হয়, সুতরাং মিতত্ব। অকার ও উকার মকারে এবং বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে এক হইয়া যায় এজন্য একীভূতত্ব। যিনি এই প্রকার জানেন—প্রবেশ, নির্গম ও একীভবন জানেন। ৫।

৬। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, অয়মাত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ২।৩।৪।

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথোঽন্নেনৈব জীবন্তি অথৈনদপিয়ন্ত্যন্ততঃ।
অন্নংহি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে॥
সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।
অন্নংহি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে॥
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে।
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে॥ ইতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামু অন্বয়ং পুরুষ-

বিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ২। ১—৩।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে। ইতি।
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধাতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ৩। ১। ২।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি॥
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধএব। তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ৪। ১। ২।

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি।
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ

পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ৫। ১। ২।

অসন্নেব ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য।

তৈ, উ, ৬।১। মু ২।২ ৭।

'স' ঈশঃ 'বৈ' নিশ্চয়নে 'এষ' জীবঃ অভেদাৎ 'পুরুষঃ' শরীরী 'অন্নরসময়ঃ' রেতঃসম্ভূতত্বাৎ। 'তস্য' পুরুষবিধস্যেশ্বরস্য 'ইদম্' শিরঃ 'এব' 'শিরঃ' 'অয়ং' দক্ষিণবাহুঃ—পক্ষিরূপত্বাৎ—'দক্ষিণঃ পক্ষঃ' 'অয়ম্' বামবাহুঃ 'উত্তরঃ পক্ষঃ' 'অয়ং' দেহমধ্যভাগঃ 'আত্মা' দেহমধ্যভাগঃ, 'ইদং' নাভেরধস্তাদঙ্গম্ 'প্রতিষ্ঠা' আধারভূতং 'পুচ্ছম্'। 'তৎ' তস্মিন্নর্থে 'অপি' 'এষ' 'শ্লোকঃ' 'ভবতি'।

'যাঃ কাশ্চ' 'প্রজাঃ' 'পৃথিবীং শ্রিতাঃ' তাঃ 'অন্নাৎ' 'বৈ' এব 'প্রজায়ন্তে'। 'অথো' অপি জাতাঃ 'অন্নেন এব' 'জীবন্তি'। 'অথ' অপি 'অন্ততঃ' জীবনান্তে 'এনৎ' অন্নম্ 'অপিয়ন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি। 'অন্নং' 'হি' 'ভূতানাং' 'জ্যেষ্ঠং' প্রথমজং, 'তস্মাৎ' অন্নং 'সর্ব্বৌষধং' সর্ব্বেষাম্ দেহদাহপ্রশমনং 'উচ্যতে'। 'যে' 'অন্নং' 'ব্রহ্ম' 'উপাসতে' 'তে' 'সর্ব্বং' 'বৈ' এব 'অন্নম্' 'আপ্নুবন্তি'। 'অন্নং হি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'ভূতানি' 'অন্নাৎ' 'জায়ন্তে' 'জাতানি' 'অন্নেন' 'বর্দ্ধন্তে' বৃদ্ধিমাপ্নুবন্তি। 'অদ্যতে' ভূতৈঃ 'ভূতানি চ' তৎ অত্তি 'তস্মাৎ' 'তৎ' 'অন্নম্' 'উচ্যতে'। 'ইতি'—প্রথমকোশঃ।

'তস্মাৎ' ঈশাৎ 'বৈ' 'এতস্মাৎ' জীবাৎ 'অন্নরসময়াৎ' 'অন্যঃ' ব্যতিরিক্তঃ 'অন্তরঃ' তদন্তর্ব্বর্ত্তী 'আত্মা' 'প্রাণময়ঃ' বায়ুময়ঃ। 'তেন' অন্নময়াধিষ্ঠিতেনেশেন 'এষ' প্রাণময়ঃ 'পূর্ণঃ' ওতপ্রোতঃ। 'স' ঈশঃ 'বৈ' 'এষঃ' জীবঃ 'পুরুষবিধঃ' 'এব'। 'তস্য' ঈশস্য 'পুরুষবিধতাম্' 'অনু' অনুসৃত্য 'অয়ং' 'জীবঃ' 'পুরুষবিধঃ'। 'তস্য' ঈশস্য 'প্রাণ এব' 'শিরঃ' 'ব্যানঃ' 'দক্ষিণঃ পক্ষঃ' 'অপানঃ' 'উত্তরপক্ষঃ' 'আকাশঃ' 'আত্মা' মধ্যভাগঃ 'পৃথিবী' 'প্রতিষ্ঠা' আধারভূতং 'পুচ্ছম্'। 'তৎ' তস্মিন্নর্থে 'অপি' 'এষ শ্লোকঃ' 'ভবতি'।

'দেবাঃ' ইন্দ্রিয়াণি 'যে' 'চ' 'মনুষ্যাঃ' 'পশবঃ' তে 'প্রাণম্ অনুপ্রাণন্তি' প্রাণনক্রিয়াবন্তো ভবন্তি। 'প্রাণঃ' 'হি' 'ভূতানাং' প্রাণিনাম্ 'আয়ুঃ' জীবনম্ 'তস্মাৎ' স 'সর্ব্বায়ুষম' সর্ব্বেষাম আয়ুরেব সর্ব্বায়ুষম্ 'উচ্যতে'। 'যে' 'প্রাণং' 'ব্রহ্ম' 'উপাসতে' 'তে' 'সর্ব্বম্' 'এব' 'আয়ুঃ' 'যন্তি' 'প্রাপ্নুবন্তি'। 'প্রাণো হি ভূতানাম্' ইতি পূর্ব্ববৎ। 'ইতি' কোশপরিসমাপ্তিসূচকঃ।

'পূর্ব্বস্য' অন্নময়স্য 'যঃ' 'আত্মা' স্থূলোপাধিবিশিষ্টঃ 'তস্য' 'এষ' প্রাণময়ঃ 'এব' 'আত্মা' সূক্ষ্মোপাধিবিশিষ্টঃ 'শারীরঃ'—তদন্তর্ব্বর্ত্তী তদতিরিক্তঃ আত্মা।

'তস্মাৎ' ঈশাৎ 'বৈ' 'এতস্মাৎ' জীবাৎ 'প্রাণময়াৎ' 'অন্যঃ' অতিরিক্তঃ 'অন্তরঃ' তদন্তর্ব্বর্ত্তী 'আত্মা' 'মনোময়ঃ'। 'তেন' 'প্রাণাময়াধিষ্ঠিতেনেশেন' 'এষ' মনোময়ঃ 'পূর্ণঃ'। 'স' ঈশঃ 'বৈ' 'এষ' জীবঃ 'পুরুষবিধঃ' 'এব'। 'তস্য' ঈশস্য 'পুরুষবিধতাম্' 'অনু' অনুসৃত্য 'অয়ং' জীবঃ 'পুরুষবিধঃ'। 'তস্য' ঈশস্য 'যজুঃ' 'এব' 'শিরঃ', 'ঋক্' 'দক্ষিণঃ পক্ষঃ' 'সাম' 'উত্তরঃ পক্ষঃ' 'আদেশঃ' ব্রাহ্মণগ্রন্থঃ

'আত্মা' মধ্যভাগঃ, 'অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ' তত্ত্বদদৃষ্টা মন্ত্রা ব্রাহ্মণঞ্চ 'প্রতিষ্ঠা' আধারভূতং 'পুচ্ছম্'। 'তৎ' তস্মিন্ অর্থে 'অপি' 'এষ শ্লোকঃ' 'ভবতি'।

'মনসা' 'সহ' 'অপ্রাপ্য' স্ববিষয়ং কর্ত্তুমশক্তাঃ 'বাচঃ' বাঙ্ময়বেদাঃ 'যতো' মনোময়াধিষ্ঠিতাদীশাৎ 'নিবর্ত্তন্তে' তস্য 'ব্রহ্মণঃ' 'আনন্দং' 'বিদ্বান্' অনুভববিষয়ং কুর্ব্বন্ জনঃ 'ন' 'বিভেতি' সংসারভয়েনাকুলো ভবতি। 'ইতি' কোশপরিসমাপ্তিসূচকঃ।

'পূর্ব্বস্য' প্রাণময়স্য 'যঃ' 'আত্মা' সূক্ষ্মোপাধিবিশিষ্টঃ 'তস্য' 'এব' মনোময়ঃ 'এষ' 'আত্মা' সূক্ষ্মতরোপাধিবিশিষ্টঃ 'শারীরঃ'—তদন্তর্ব্বর্ত্তী তদতিরিক্তঃ আত্মা।

'তস্মাৎ' ঈশাৎ 'বৈ' 'এতস্মাৎ' জীবাৎ 'মনোময়াৎ' 'অন্যঃ' অতিরিক্তঃ 'অন্তরঃ' তদন্তর্ব্বর্ত্তী 'আত্মা' 'বিজ্ঞানময়ঃ'। 'তেন' মনোময়াধিষ্ঠিতেনেশেন 'এষ' বিজ্ঞানময়ঃ 'পূর্ণঃ'। 'স' ঈশঃ 'বৈ' 'এষ' জীবঃ 'পুরুষবিধঃ' 'এব'। 'তস্য' ঈশস্য 'পুরুষবিধতাম্' 'অনু' অনুসৃত্য 'অয়ং' জীবঃ 'পুরুষবিধঃ'। 'তস্য' ঈশস্য 'শ্রদ্ধা' সত্যধারণবৃত্তিঃ 'এব' 'শিরঃ' 'ঋতং' মানসার্থনিশ্চয়ঃ 'দক্ষিণঃ পক্ষঃ' 'সত্যং' বাহ্যার্থনিশ্চয়ঃ 'উত্তরঃ পক্ষঃ' 'যোগঃ' সমাধানম্ 'আত্মা' মধ্যভাগঃ 'মহঃ' মহত্ত্বম্ 'প্রতিষ্ঠা' আধারভূতং 'পুচ্ছম্'। 'তৎ' তস্মিন্নর্থে 'এষ শ্লোকঃ' 'ভবতি'।

'বিজ্ঞানং' 'যজ্ঞং' 'তনুতে' তনোতি 'অপি চ' 'কর্ম্মাণি' 'তনুতে' 'সর্ব্বে' 'দেবাঃ' 'জ্যেষ্ঠং' প্রথমজং 'বিজ্ঞানং' 'ব্রহ্ম' 'উপাসতে'। 'চেৎ' যদি 'বিজ্ঞানং' 'ব্রহ্ম' 'বেদ' জানাতি, 'চেৎ' যদি 'তস্মাৎ' ব্রহ্মণঃ 'ন' 'প্রমাদ্যতি' ন চ্যুতো ভবতি 'শরীরে' সত্যপি 'পাপ্মনোঃ' শরীরপ্রভবপাপানি 'হিত্বা' অসঙ্গোভূত্বা 'সর্ব্বান্ কামান্' 'সমশ্নুতে' সম্যক্ ভুঙ্‌ক্তে। 'ইতি' কোশপরিসমাপ্তিসূচকঃ।

'পূর্ব্বস্য' মনোময়স্য 'যঃ' 'আত্মা' সূক্ষ্মতরোপাধিবিশিষ্টঃ, 'তস্য' 'এষ' বিজ্ঞানময়ঃ 'এব' 'আত্মা' সূক্ষ্মতমোপাধিবিশিষ্টঃ 'শারীরঃ'—তদন্তর্ব্বর্ত্তী তদতিরিক্তঃ আত্মা।

'তস্মাৎ' ঈশাৎ 'বৈ' 'এতস্মাৎ' জীবাৎ 'বিজ্ঞানময়াৎ' 'অন্যঃ' অতিরিক্তঃ 'অন্তরঃ' অন্তর্ব্বর্ত্তী 'আত্মা' 'আনন্দময়ঃ'। 'তেন' বিজ্ঞানময়াধিষ্ঠিতেনেশেন 'এষ' আনন্দময়ঃ 'পূর্ণঃ' তদনতিরিক্তঃ। 'স' ঈশঃ 'বৈ' 'এষ' জীবঃ শুদ্ধঃ 'পুরুষবিধঃ' 'এব'। 'তস্য' ঈশস্য 'পুরুষবিধতাম্' 'অনু' অনুসৃত্য 'অয়ং' জীবঃ অপগতভূতঃ 'পুরুষবিধঃ'। 'তস্য' ঈশস্য 'প্রিয়ম্' ইষ্টদর্শনসুখম্ 'এব' 'শিরঃ' 'মোদঃ' হর্ষঃ 'দক্ষিণঃ পক্ষঃ' 'প্রমোদঃ' প্রকৃষ্টহর্ষঃ 'উত্তরঃ পক্ষঃ' 'আনন্দঃ' সুখম্ 'আত্মা' মধ্যভাগঃ 'ব্রহ্ম' 'প্রতিষ্ঠা' আধারভূতং 'পুচ্ছম্'। 'তৎ' তস্মিন্নেবার্থে 'অপি' 'এষ' 'শ্লোকো ভবতি' পর্ব্বগততচ্ছন্দেন সম্বন্ধবশাৎ।

'ব্রহ্ম' 'অসৎ' 'ইতি' 'চেৎ' 'কোঽপি' 'বেদ' স 'অসৎ' 'এব' 'ভবতি' 'ব্রহ্ম' 'অস্তি' 'ইতি' 'চেৎ' 'কোঽপি' 'বেদ' 'ততঃ' অস্তিত্ববেদনাৎ 'এনং' জনং 'সন্তং' 'বিদুঃ'। 'ইতি' কোশসমাপ্তিসূচকঃ।

'পূর্ব্বস্য' বিজ্ঞানময়স্য 'যঃ' 'আত্মা' সূক্ষ্মতমোপাধিবিশিষ্টঃ 'তস্য' 'এষ' আনন্দময়ঃ 'এব' 'আত্মা' 'শারীরঃ'—তদন্তর্ব্বর্ত্তী তদতিরিক্ত—আত্মা—ব্রহ্ম। এষ আনন্দময় আত্মা ব্রহ্মেতি শ্লোকস্য যোজনা *।

---

* এখানে যেরূপ ব্যাখ্যা হইল, তাহার সহিত মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যার পার্থক্য সকলেই দেখিতে পাইবেন। মূলে প্রথমতঃ ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়া পঞ্চকোষের ব্যাখ্যা, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তবাদিগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের উল্লেখ হইয়াছে, তৎপর বলা হইয়াছে;—"মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতি" গ্রন্থের পন্থা অবলম্বন-করিয়া ব্যাখ্যা করিলে এই সকল বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য হয়। গ্রন্থমধ্যে সেই ব্যাখ্যারীতি অবলম্বন-না-করিয়া অধ্যায়োক্ত বিষয়গুলির তত্ত্ববিচারের জন্য অধ্যায়শেষে যে "অধ্যায়প্রপূর্ত্তি" আছে তন্মধ্যে সেই রীতিতে ব্যাখ্যা করিলে ফলে বিষয়টি যেরূপ দাঁড়ায় তাহাই

[অন্ন হইতে রেত, রেত হইতে পুরুষ, সুতরাং] সেই [ঈশ্বরাধিষ্ঠিত] এই [জীবপ্রধান] পুরুষ অন্নরসময়। এই শিরই তাঁহার শির, এই (দক্ষিণবাহুই) তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ, এই (বামবাহুই) তাঁহার বামপক্ষ, এই (মধ্যদেহই) তাঁহার মধ্যদেহ, এই (দেহের অধোভাগই) তাঁহার আধারভূত পুচ্ছ। সেই অর্থে এই শ্লোকগুলি আছে।

যে কোন প্রজা এই পৃথিবী আশ্রয়-করিয়া আছে, তাহারা অন্ন হইতেই উৎপন্ন। অপিচ অন্নেই জীবনধারণ করে, অন্তে অন্নেই প্রতিগমন করে। অন্ন সমুদায় ভূতের প্রথমজ, সুতরাং অন্ন সর্ব্বৌষধ বলিয়া উক্ত হয়।

অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া যাহারা উপাসনা করে, তাহারা নিখিল অন্ন প্রাপ্ত হয়। অন্ন সমুদায় ভূতের প্রথমজ, সুতরাং অন্ন সর্ব্বৌষধ বলিয়া উক্ত হয়।

অন্ন হইতে ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া অন্নেই বর্দ্ধিত হয়। ভূতগণ অন্নকে, অন্ন ভূতগণকে অশন-করে, এ জন্য উহাকে অন্ন বলা হয়।

সেই [ঈশ্বরাধিষ্ঠিত] এই [জীবপ্রধান] অন্নরসময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা প্রাণময়। এই প্রাণময় সেই (অন্নময়াধিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ। সেই [ঈশ্বর] এবং এই [প্রাণময়] আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) পুরুষাকারের অনুরূপ এই প্রাণময় আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রাণই মস্তক, ব্যানই দক্ষিণপক্ষ, অপানই

প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা বেদান্তবিৎ পণ্ডিত তাঁহারা পঞ্চকোষবিচারে ঐ রীতি আপনারা প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ অধ্যেতৃগণের সেরূপ করিবার যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ বেদান্তসমন্বয়ে প্রথম হইতেই সেই রীতি অবলম্বন-করিয়া ব্যাখ্যা করা গেল। এস্থলে মূলে সর্ব্বত্র "মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃত্তির" পন্থা অবলম্বন-করা হইয়াছে। এরূপ পন্থা অবলম্বন-করিবার কারণ এই যে 'সকলেতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মেতে সকল' এই মূলতত্ত্বোপরি সমুদায় বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু দেখাইয়াছেন, বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদটি 'সকলেতে ব্রহ্ম' এবং তৃতীয় পাদটি 'ব্রহ্মেতে সকল' এই তত্ত্ব দুইটি ধরিয়া রচিত হইয়াছে। এই কোষবিচারের প্রকরণটি 'সকলেতে ব্রহ্ম' এই মূলতত্ত্ব প্রদর্শন করে। কোষবিচারের অব্যবহিত পরে যে প্রকরণটি নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা 'ব্রহ্মেতে সকল' এই মূলতত্ত্বোপরি স্থাপিত। কোষবিচারপ্রকরণটিতে 'সকলেতে ব্রহ্ম' এ মূলতত্ত্বের ক্রিয়া সকলে দেখিতে পাইবেন। ইহার অব্যবহিত পরস্থ প্রকরণটি অষ্টমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সেস্থলে 'ব্রহ্মেতে সকল' এ মূলতত্ত্বের প্রক্রিয়া। যে যে স্থলে মূল গ্রন্থ হইতে অন্যরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে সেখানে অনুবাদ নয় কিন্তু অনুব্যাখ্যা।

উত্তরপক্ষ, আকাশ মধ্যদেহ, পৃথিবী আধারভূত পুচ্ছ। সেই অর্থে এই শ্লোকগুলি আছে।

দেবগণ (ইন্দ্রিয়গণ), মনুষ্যগণ, পশুগণ, ইহারা প্রাণের অনুসরণে প্রাণবন্ত। প্রাণই ভূতগণের আয়ু, এজন্য প্রাণই সকলের আয়ু বলিয়া উক্ত হয়।

যাহারা প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে তাহারা পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হয়। প্রাণই ভূতগণের আয়ু, এজন্য প্রাণই সকলের আয়ু বলিয়া উক্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত অন্নরসময়ের যিনি আত্মা, এই [সূক্ষ্মোপাধিবিশিষ্ট] প্রাণময় আত্মা তাঁহার শারীর আত্মা অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা।

সেই [ঈশ্বরাধিষ্ঠিত] এই [জীবপ্রধান] প্রাণময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা মনোময়। এই মনোময় সেই [প্রাণময়াধিষ্ঠিত] ঈশ্বরে পূর্ণ। সেই [ঈশ্বর] এবং এই (মনোময়) আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার [ঈশ্বরের] পুরুষাকারের অনুরূপ এই মনোময় আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার [ঈশ্বরের] যজুর্ব্বেদই মস্তক, ঋগ্বেদই দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদই বামপক্ষ, আদেশ (ব্রাহ্মণগ্রন্থ) মধ্য দেহ, অথর্ব্ব-ও অঙ্গিরঃ-প্রোক্ত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আধারভূত পুচ্ছ। সেই অর্থে এই শ্লোকটি আছে।

মনের সহিত বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয় সেই ব্রহ্মের আনন্দ উপলব্ধি করিয়া সাধক কদাচ ভীত হন না।

পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের যিনি আত্মা এই [সূক্ষ্মতরোপাধিবিশিষ্ট] মনোময় আত্মা তাঁহার শারীর আত্মা অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা।

সেই (ঈশ্বরাধিষ্ঠিত) এই (জীবপ্রধান) মনোময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় সেই (মনোময়াধিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ। সেই (ঈশ্বর) এবং এই (বিজ্ঞানময়) আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) পুরুষাকারের অনুরূপ এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) শ্রদ্ধাই মস্তক, ঋত (মানসার্থ-অবধারণ) দক্ষিণ পক্ষ, সত্য (বাহ্যার্থ-অবধারণ) বামপক্ষ, যোগ মধ্যদেহ, মহত্ত্ব আধারভূত পুচ্ছ। সেই অর্থে এই শ্লোক দুটি আছে।

বিজ্ঞান যজ্ঞবিস্তার করে, কর্ম্মবিস্তার করে, সমুদায় দেবগণ এই প্রথমজ বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে।

বিজ্ঞানকে যদি কেহ ব্রহ্ম বলিয়া জানে এবং তাঁহা হইতে স্খলিত না হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি শরীরসত্ত্বেও পাপপরিহার করিয়া সমুদায় অভিলষণীয় বিষয় সম্যক্ ভোগ করে।

পূর্ব্বোক্ত মনোময়ের যিনি আত্মা এই (সূক্ষ্মতমোপাধিবিশিষ্ট) বিজ্ঞানময় আত্মা তাঁহার শারীর অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা।

সেই (ঈশ্বরাধিষ্ঠিত) এই (জীবপ্রধান) বিজ্ঞানময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা আনন্দময়। এই আনন্দময় সেই (বিজ্ঞানময়াধিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ। সেই (ঈশ্বর) এবং এই (আনন্দময়) আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) পুরুষাকারের অনুরূপ এই [অপৃথগ্‌ভূত] আনন্দময় আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রিয়ই মস্তক, হর্ষ দক্ষিণপক্ষ, প্রকৃষ্ট হর্ষ বামপক্ষ, আনন্দ মধ্যদেহ, ব্রহ্ম আধারভূত পুচ্ছ। সেই অর্থে এই শ্লোকটি আছে।

ব্রহ্মকে যদি কেহ অসৎ বলিয়া জানে সে অসৎ হয়, ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া যদি কেহ জানেন তাঁহাকে তজ্জন্যই পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়া জানেন।

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের যিনি আত্মা এই আনন্দময় (শুদ্ধ) আত্মা তাঁহার শারীর আত্মা অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা—ব্রহ্ম।

ভাব—এস্থলে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত জীব কেন গৃহীত হইয়াছে, এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে উপস্থিত হইবে, তাঁহারা এই প্রকরণের আরম্ভটি ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা-করিবেন। জীবহৃদয়ে সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম নিগূঢ় ভাবে বিদ্যমান, আরম্ভে এই কথাগুলি আছে। সুতরাং এখানে জীবে ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ হইয়াছে জীবনিরপেক্ষ ব্রহ্মদর্শন নহে। তৎপর যে আকাশাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে; এজন্য জীব ও ব্রহ্মের একত্র স্থিতিতেই জগতের উৎপত্তি—শ্রুতি এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জীবে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশে সৃষ্টি হয়, বেদান্তের যখন এই মত, তখন সৃষ্টিকালে জীবব্রহ্মের একত্র স্থিতি 'তৎ' ও 'এতৎ' শব্দ দ্বারা গৃহীত হইবে, ইহাইতো অতি স্বাভাবিক। তৎ শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম, এতৎ শব্দ দ্বারা জীব এই জন্য প্রকরণের সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। বাহ্যজগতে প্রকাশমান ব্রহ্ম বৈশ্বানর, অন্তর্জগতে প্রকাশমান ব্রহ্ম তৈজস, জীবে প্রকাশমান ব্রহ্ম প্রাজ্ঞ, বেদান্তে এইরূপ সংজ্ঞা থাকাতে অন্নরসময়ে

বৈশ্বানর, প্রাণ ও মনে তৈজস, বিজ্ঞানময়ে প্রাজ্ঞ, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ-করিতে হয় বলিয়া এ সকলের সাধারণ নাম ঈশ্বর, এজন্য এক ঈশ্বরশব্দই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবং অন্যান্য আচার্য্যগণের পন্থা পরিহার-করিয়া "মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতির" পন্থা কেন অনুসরণকরা গেল এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, তৎ শব্দে অতীত এবং এতৎ শব্দে বর্ত্তমান পদার্থ বুঝাইয়া থাকে। ভাষ্যকার ও অপরাপর আচার্য্যগণ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ-না-করিয়া মিতাক্ষরাকারের পন্থা অনুবর্ত্তন-করিতে বাধ্য হইয়াছি। অপিচ এই পন্থায় ব্যাখ্যা করিলে শ্রুতিগুলির অভিমত অর্থ নিষ্পন্ন হয় দেখিয়া আমরা উহারই আদর করিয়াছি। কি প্রকার অভিমত অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা তত্ত্বনির্ণায়ক এই অধ্যায়ের প্রপূর্ত্তিতে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই পাঁচেতে ব্রহ্মদর্শন কোষবিচারের লক্ষ্য।

এই শিরই তাঁহার শির—তাঁহার কাহার? পুরুষাধিষ্ঠিত ঈশ্বরের। এখানে যদিও দৃশ্যমান মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তথাপি এগুলিকে অতিক্রম করিয়া পক্ষিত্বের আরোপ এই দেখাইয়া দেয় যে, বৈশ্বানরে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলই যখন তাঁহার অঙ্গভূত, তখন দৃশ্যমান মস্তকপ্রভৃতিতে বৈশ্বানরের অধিষ্ঠানদর্শনে যদিও কোন দোষ পড়ে না, তবুও এস্থলে অন্নময়ে ব্রহ্মদর্শনপূর্ব্বক উপাসনা যখন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তখন "এক বৃক্ষে দুই পাখী বাস করিতেছেন" এই শ্রুতির অনুসারে দেহে পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে পক্ষিরূপে গ্রহণ করিয়া দর্শনসাধনই শ্রেয়স্কর। স্থূলের স্থূলত্ব উড়াইয়া না দিলে উপাসনা হয় না, এ জন্যই পক্ষিত্বারোপ করা হইয়াছে। *

আধারভূত—মূলে প্রতিষ্ঠাশব্দ আছে। "পক্ষিগুলি যখন উড়িতে থাকে, তখন পুচ্ছকে আধার করিয়া উড়ে সুতরাং সেই পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা (আধার)। এজন্যই তৈত্তি-

---

* সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা "রূপে রূপে প্রতিরূপ" হন, বেদান্তের এই প্রবচন এখানে প্রয়োগ করিলে এরূপ আরোপের মূল কি তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। "নামরূপ যাঁহার মধ্যে আছে তিনি ব্রহ্ম" এখানে নামরূপ অবশ্য দৃশ্য নহে অদৃশ্য, জ্ঞানাকারমাত্র। ব্রহ্মেতে যাহা জ্ঞানাকারে আছে তাহাই তাঁহার বিচিত্র শক্তিযোগে বাহ্যে রূপপরিগ্রহ করে। 'রূপে রূপে তিনি প্রতিরূপ' তাহার অর্থ এই যে, জ্ঞানাকারে তাঁহাতে যাহা আছে তাহা সেই জ্ঞানের অনুরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। সুতরাং বাহিরে যাহা প্রকাশ পায় তাহা দেখিয়া ব্রহ্মের তদনুরূপ জ্ঞান আমরা পরিগ্রহ করিয়া থাকি। এখানে দৃশ্য জীবদেহ হইতে অদৃশ্য তদনুরূপ জ্ঞান পরিগ্রহকরা হইয়াছে বলিয়া পর পর স্থলে যে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের পুরুষরূপের অনুরূপ জীবের পুরুষরূপ, তাহা বলা হয় নাই। প্রথমটিতে দৃশ্য দেহ হইতে অদৃশ্য পুরুষাকার ঈশ্বরে আরোহণ এবং অবশিষ্টগুলিতে অদৃশ্য ঈশ্বরাকার হইতে দৃশ্য প্রাণাদিতে অবতরণ বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই পক্ষিত্ব-আরোপ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র স্থিতি 'দুইটি পাখীর এক বৃক্ষে বাস" এই ঋক্ অবলম্বন করিয়া পরিগ্রহকরা যে তৎকালে রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল পঞ্চকোষবিচারে তাহাই প্রতীত হয়। ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপে একতা লইয়া উপাসনা নিষ্পন্ন হয়। আরোপস্থলেও ঈদৃশ একতা পরিগ্রহ না করিয়া উপাসনা হইতে পারে না, তাই প্রথমটিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে,

ষীয়গণ বলিয়াছেন—"'সেই জন্য সকল পাখী পুচ্ছে ভর করিয়া থাকে, পুচ্ছে ভর করিয়া উড়ে' সুতরাং পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা।"—মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতি।

এই (মধ্যদেহই) তাঁহার মধ্যদেহ—মূলে 'আত্মা' শব্দ আছে। "এই সকল অঙ্গের মধ্যই আত্মা" ভাষ্যকার এই শ্রুতি অবলম্বন-করিয়া 'আত্মা' শব্দের মধ্যদেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সর্ব্বৌষধ—অন্ন হইতে দেহের দাহ অর্থাৎ ক্ষয় প্রশমিত হয় এজন্য উহা ঔষধ।

অন্নরসময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা—'অতিরিক্ত' এই বিশেষণে অন্নরসময়ের স্থূল উপাধি-ও-তদ্গত-দোষ-বর্জ্জিত, এবং 'তদন্তর্ব্বর্ত্তী' এই বিশেষণে অন্নরসময়ে সূক্ষ্মোপাধিবিশিষ্ট প্রাণময় বিরাজমান, সুতরাং উহা উহার শারীর আত্মা।

এই প্রাণময় সেই (অন্নময়াধিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ—অন্নময় হইতে সকল কোষগুলিতে একই ঈশ্বর বিদ্যমান এজন্য কোষপরম্পরাতে ঈশ্বরসম্বন্ধে কোন ভিন্নতা নাই সর্ব্বত্র এক তিনিই উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। অন্নময় ও প্রাণময়াদিতে যে সকল জীবাংশ বিদ্যমান তাহাদের উপাধিগত শুদ্ধতার তারতম্য আছে, সুতরাং তত্তৎস্থলে ব্রহ্মাবির্ভাব-দর্শনে তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। শেষ কোষ আনন্দময়। বিজ্ঞানময়ের অতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা হইয়া আনন্দময় প্রকাশমান। বিজ্ঞানময়ের জীবাংশ পরিশুদ্ধ স্বচ্ছ, সুতরাং তদতিরিক্ত তদন্তর্ব্বর্ত্তী আনন্দময় আত্মা জীবাংশে আনন্দসংক্রামিত করিতেছেন এবং আনন্দময় কোষরূপে উহাকে পরিণত করিতেছেন, ঈশ্বরাংশে এক অভিন্ন বস্তু হইয়া আছেন। জীবোপাধিতে প্রকাশমান বলিয়া জীববৎ ঈশ্বরও শোধনীয়, এ মত বেদান্ত-বিরুদ্ধ কেন না তন্মতে তিনি নিত্য শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। এই কারণেই কোষে কোষে উপাধিগত পার্থক্য থাকিলেও ঈশ্বরকে লইয়া কোন পার্থক্য নাই, এইটি দেখাইবার জন্য এক কোষ যে ঈশ্বরে পূর্ণ অন্য কোষ সেই ঈশ্বরে পূর্ণ শ্রুতি ইহা পরিষ্কার বলিয়াছেন। * সুতরাং আনন্দময়—ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ, পরাত্মা, ব্রহ্ম—এই সহজ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতেছে। সূত্রকার এজন্যই আনন্দময় ব্রহ্ম এতদর্থক (১।১।১২—১৯) সূত্ররচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক কোষের অন্তিম শ্লোকে তত্তৎকোষ সহ ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে এবং মনোময়কোষে তদতীতরূপে দর্শনের ব্যবস্থা আছে, কেবল এক আনন্দময়ে সাক্ষাৎ অস্তিত্বানুভবের

দ্বিতীয়টিতে প্রাণাদিতে, তৃতীয়টিতে যজুঃপ্রভৃতিতে, চতুর্থটিতে শ্রদ্ধাপ্রভৃতিতে, পঞ্চমটিতে প্রিয় প্রভৃতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপৈক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমাত্মা 'সর্ব্বানুভূ', কোন অনুভব নাই যাহা তাঁহার অনুভবের অনুরূপ নয়, এই মূল তত্ত্ব প্রাণময়াদিতে প্রাণাদির আরোপের হেতু। চরম অধ্যায় তত্ত্ববল্লী অধ্যয়ন-করিলে, এ সকল কথা ভাল করিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

* 'জলপূর্ণ ঘট', এ কথা বলিলে জল যেমন ঘট দ্বারা পরিমিত বুঝায় এখানে সেরূপ নহে। পূর্ণ—ওতপ্রোত। 'শর্করা মধুরতাপূর্ণ', একথা বলিলে শর্করার সর্ব্বাংশব্যাপী মধুরতা যেমন বুঝায়, পূর্ণশব্দে এখানে তেমনই বুঝিতে হইবে।

উল্লেখ হইয়াছে। এ প্রকরণে জগজ্জীবে ব্রহ্মদর্শন, ইহার পরের প্রকরণে ব্রহ্মেতে জগ-জ্জীবদর্শন, একথা মনে রাখিলে আর তৈত্তিরীয় উপনিষদে সর্ব্বত্র আনন্দময়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ, এ কথাতে কোন সংশয় থাকে না, সূত্রকারের সূত্ররচনায় কোন দোষও পড়ে না—ইহা সহজে প্রতিপন্ন হয় *।

তাঁহার (ঈশ্বরের) পুরুষরূপতার অনুসারে এই প্রাণময় আত্মা পুরুষরূপ—প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময়—তৈজস, সুতরাং সূক্ষ্মবাসনাকারে প্রাণাদি লইয়া 'রূপে রূপে প্রতিরূপ' এই মূলতত্ত্বানুসারে প্রাণাদির মূলে যে জ্ঞান বিদ্যমান তাহারই বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ঈশ্বরের প্রকাশ এইরূপে গ্রহণপূর্ব্বক পুরুষরূপ কথিত হইয়াছে। আনন্দময়—প্রাজ্ঞ। এজন্য আনন্দের বিশেষ বিশেষ প্রকাশাবলম্বনে পুরুষরূপ কল্পিত। আনন্দময় ব্রহ্ম, এজন্য পুরুষাবয়বমধ্যে তত্তৎপ্রকাশবিশিষ্ট ব্রহ্ম নিবিষ্ট হইয়াছেন।

এই প্রাণময় সেই (অন্নময়াধিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ, এস্থলে প্রাচীন রীতির ব্যাখ্যা এই :—সেই প্রাণময় আত্মার দ্বারা এই অন্নময় আত্মা পূর্ণ। এস্থলে নিকটবর্ত্তী প্রাণময়েতে 'সেই' এবং দূরবর্ত্তী অন্নময়ে 'এই' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ প্রয়োগে একতারক্ষা-করা হয় নাই, কেন না পরক্ষণেই—'সেই অন্নময়ের পুরুষাকারের অনুরূপ এই প্রাণ-ময় পুরুষাকার' একথা বলিয়া অন্নময়ে 'এই' না দিয়া 'সেই' এবং প্রাণময়ে 'সেই' না দিয়া 'এই' দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় সর্ব্বত্র 'সেই' 'এই'র বিপরীত ব্যবহার দেখা যায়। নিরন্বয়বাদিগণের মতে বিজ্ঞান—বুদ্ধি, অন্বয়বাদিগণের মতে বিজ্ঞান—জীব। নিরন্বয়বাদিগণের মতে আনন্দময়—জীব, অন্বয়বাদিগণের মতে আনন্দ-ময়—পরমাত্মা। এই উভয় পক্ষের বিরোধের সমাধান কি প্রকারে হয়, উপরে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহাতেই সকলে উহা দেখিতে পাইবেন। আনন্দময়ের মধ্যে যে বিশুদ্ধ জীবাংশ আছে উহা শুদ্ধতাবশতঃ ব্যবধায়ক নহে, তাই তাহাতে আনন্দময় পরাত্মা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকাশমান, এই কথা এই সমাধানের মূল।

এই পঞ্চকোষাবলম্বনে যাহা কথিত হইয়াছে, মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ একটী ঋকে তাহা বলিয়াছেন ;—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্‌ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

* এস্থলে 'মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতির' রচয়িতার ভ্রম ঘটিয়াছে, তজ্জন্যই একথার উল্লেখ করা গেল।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, এই ভূলোকে যাঁহার মহিমা, যিনি মনোময়, প্রাণ এবং শরীরের নেতা, অন্নে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই এই পরমাত্মা হইয়া দিব্য ব্রহ্মপুরে মানসাকাশে বিদ্যমান আছেন। ধীরগণ হৃদয়কে আত্মস্থ করিয়া তাঁহাকেই দর্শন করেন যিনি অমৃত (নির্ব্বিকার) হইয়া আনন্দরূপে প্রকাশ পান।

"সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম" এইটি প্রথমে বিন্যস্ত করিয়া পরিশেষে দেহাদিতে ব্রহ্মদর্শন যেমন পঞ্চকোষবিচারে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ' এই কথা বলিয়া মনে প্রাণে অন্নে ব্রহ্মদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে। 'সত্য জ্ঞান অনন্ত' এখানকার অনন্তত্ব 'এই ভূলোকে যাঁহার মহিমা' এই কথায় ভূমত্বের সহিত এক হইতেছে। 'ব্রহ্মকে যিনি পরমাকাশে হৃদয়গুহায় নিহিত জানেন' এ কথার সঙ্গে 'দিব্য ব্রহ্মপুরে মানসাকাশে বিদ্যমান' এ কথার সাদৃশ্য আছে।

এখানে মাণ্ডুক্য উপনিষৎখানির পুনরুল্লেখ হইলে পঞ্চকোষের বিচারের তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। সমুদায় বেদান্তের তত্ত্বোদ্ঘাটনে এই উপনিষৎখানি কুঞ্চিকাস্বরূপ। ইহার বিশেষ নিয়োগ অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইবে।

৭। অথ য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণঃ।

তস্য যথা কপ্যাসপুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম, স সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।

তস্যর্ক্‌ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাম্। ছা, ১।৩।(৬) ৬—৮।

'অথ য এষ' 'অন্তরাদিত্যে' আদিত্যস্য মধ্যে 'হিরণ্ময়ঃ' 'হিরণ্যশ্মশ্রুঃ' 'হিরণ্যকেশঃ' 'আপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণঃ' 'পুরুষঃ দৃশ্যতে'।

'কপ্যাসপুণ্ডরীকম্' কপিপৃষ্ঠভাগসদৃশলোহিতপদ্মং 'যথা' 'এবং' 'তস্য' পুরুষস্য 'অক্ষিণী' চক্ষুষী, 'তস্য' 'উৎ' 'ইতি' 'নাম'। 'স সর্ব্বেভ্যো পাপ্মভ্যঃ' 'উদিতঃ' উদ্গতঃ। 'যঃ এবং বেদ' স 'হ' 'বৈ' 'সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ' 'উদেতি' উদ্গচ্ছতি।

'তস্য ঋক্ চ সাম চ' 'গেষ্ণৌ' পর্ব্বণী; 'তস্মাৎ'—উন্নামত্বাৎ ঋক্‌সামগেষ্ণত্বাৎ—'উদ্গীথঃ'। 'হি' যস্মাৎ 'এতস্য' উন্নামস্য 'গাতা' 'তস্মাৎ এব' তন্নেতোরেব 'উদ্গাতা'। 'যে চ' 'অমুষ্মাৎ' আদিত্যাৎ 'পরাঞ্চঃ' ঊর্দ্ধাঃ 'লোকাঃ' 'তেষাং' 'দেবকামানাং' 'স এব' 'ঈষ্টে' তান্ নিযচ্ছতি।

অনন্তর এই আদিত্যমধ্যে হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, আনখাগ্র নিখিল সুবর্ণময় পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কপির উপবেশনাঙ্গসদৃশ লোহিত পদ্মের মত তাঁহার দুই চক্ষু, তাঁহার নাম উৎ, তিনি সকল পাপের ঊর্দ্ধে উদিত হইয়াছেন। যিনি এইটি জানেন, তিনি সকল পাপের ঊর্দ্ধে উদিত হন।

ঋক্ ও সাম তাঁহার গেষ্ণ (গ্রন্থি) দ্বয় তজ্জন্য (উৎ নাম ও গেষ্ণদ্বয়ের জন্য) তিনি উদ্গীথ। এই উৎ নাম যিনি গান করেন তিনি তজ্জন্য উদ্গাতা। এই আদিত্যের ঊর্দ্ধে যে সকল লোক আছে সেই সকল লোকের অধিষ্ঠাতৃদেবগণের অভিলষিত বিষয়সমূহ ইনি নিয়মিত করেন।

ভাব—উপাসনার্থ বৈদিক রীতি অবলম্বন-করিয়া যিনি সর্ব্বেশ্বর তাঁহাকে এখানে দেবাকারে বর্ণনকরা হইয়াছে।

পুরুষ—পুরি অর্থাৎ দেহে যিনি শয়ান আছেন অথবা যিনি আপনার দ্বারা সমুদায় জগৎ পূর্ণ করেন।

সকল পাপের ঊর্দ্ধে উদিত—অপাপবিদ্ধ।

ইনি অপাপবিদ্ধ, ঋক্‌সামাদির প্রবর্ত্তক, নিখিল স্তোত্রের বিষয়, লোকসমূহের অভিলষিত বিষয়ের নিয়ন্তা (১।১।২০)। সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন এ সকল অন্য কাহাতেও সম্ভবে না; সুতরাং তিনিই এ প্রবচনের বিষয়।

৮। অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্‌যজুস্তদ্‌ব্রহ্ম তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম।

স এষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চেতি তস্য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ। ছা, ১।৩।(৭)৫।৬।

'অথ য এষ' 'অন্তরক্ষিণি' অক্ষ্ণঃ মধ্যে 'পুরুষঃ' 'দৃশ্যতে' 'সা এব ঋক্' 'তৎ সাম' 'তৎ উকথম্' 'তৎ যজুঃ' 'তৎ ব্রহ্ম' বেদত্রয়ম্। 'তস্য এতস্য' চাক্ষুষপুরুষস্য 'তৎ এব রূপম্' 'যৎ' 'অমুষ্য' আদিত্যপুরুষস্য 'রূপং' হিরণ্ময় ইত্যাদি। 'যৌ' 'অমুষ্য' আদিত্যপুরুষস্য 'গেষ্ণৌ' 'তৌ' এতস্য 'গেষ্ণৌ' 'যৎ' অমুষ্য 'নাম' 'তৎ' এতস্য 'নাম'।

'যে চ' 'এতস্মাৎ' আদিত্যাৎ 'অর্ব্বাঞ্চঃ' অধস্থাঃ 'লোকাঃ' 'তেষাং মনুষ্যকামানাং' 'স এষ' 'ঈষ্টে' তান্ নিযচ্ছতি। 'তৎ' তস্মাৎ 'যে' 'ইমে' 'বীণয়া' 'গায়ন্তি' 'তে' 'এতং' 'গায়ন্তি' 'তস্মাৎ' 'তে' 'ধনসনয়ঃ' ধনলাভযুক্তাঃ।

অনন্তর এই চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষকে দেখা যায়, তিনিই সেই ঋক্, তিনিই সেই সাম, তিনিই সেই উক্‌থ, তিনিই সেই যজু, তিনিই সেই

বেদত্রয়। এই আদিত্যপুরুষের যে রূপ এই পুরুষের সেই রূপ, এই আদিত্যপুরুষের যে গ্রন্থিদ্বয় এই পুরুষের সেই গ্রন্থিদ্বয়, যে নাম সেই নাম।

এই আদিত্যের অধোভাগে যে সকল লোক আছে সেই সকলের (অধিবাসী) মনুষ্যগণের অভিলষণীয় বিষয়সমূহ ইনি নিয়মিত করেন। যাঁহারা বীণাযোগে গান করেন তাঁহারা তাঁহাকেই গান করেন এবং তাহা হইতে তাঁহারা ধনলাভ করেন।

ভাব—ঋগ্-যজুঃ-সামাদি সর্ব্বময়, মনুষ্যলোকসমূহের অভিলষণীয় বিষয়ের নিয়ন্তা, এবং পূর্ব্বোক্ত অপাপবিদ্ধত্বাদিবশতঃ ইনি সর্ব্বেশ্বর (১।১।২০)।

৯। অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশো হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।

স এষ পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ স এষোঽনন্তঃ পরোবরীয়োহাস্য ভবতি পরোবরীয়সোহ লোকান্ জয়তি য এতদেব বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্গীথমুপাস্তে। ছা, ১।৩।(৯)ঃ।২।

'অস্য লোকস্য কা গতিঃ?' ইতি শালাবত্যপ্রশ্নোত্তরে জৈবলিঃ উবাচ—'আকাশঃ ইতি।' কথম্? 'সর্ব্বাণি হ বৈ' 'ইমানি ভূতানি' স্থাবরজঙ্গমানি 'আকাশাৎ এব' 'সমুৎপদ্যন্তে' 'আকাশং প্রতি' 'অস্তং যন্তি' অস্তং গচ্ছন্তি। 'আকাশঃ হি এব' 'এভ্যঃ জ্যায়ান্' 'আকাশঃ' 'পরায়ণং' প্রতিষ্ঠা আধারঃ।

'স এষ' আকাশঃ 'পরোবরীয়ান্' কালতো বস্তুতোঽপরিচ্ছিন্নঃ 'উদ্গীথঃ' 'স এষ' 'অনন্তঃ' দেশতোঽপরিচ্ছিন্নঃ, 'যঃ এতৎ এবং' 'বিদ্বান্' জানন্ 'পরোবরীয়াংসম্' 'উদ্গীথম্' 'উপাস্তে' 'অস্য' 'হ' 'পরোবরীয়ো' জীবনং 'ভবতি', 'পরোবরীয়সঃ' 'লোকান্' 'হ' জয়তি।

(শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন) এ লোকের গতি কি? (জৈবলি উত্তর দিলেন)—আকাশ। কেন না আকাশ হইতে এই সমুদায় ভূত উৎপন্ন হয়, আকাশেই অস্তগমন করে, আকাশ এ সকল হইতে মহত্তম, আকাশ ইহাদিগের আধার।

সেই এই আকাশ গুণে উৎকৃষ্ট, কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন উদ্গীথ, সেই এই আকাশ অনন্ত। যে ব্যক্তি এইটি জানিয়া গুণে উৎকৃষ্ট কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছন্ন উদ্গীথের উপাসনা করেন, পর পর তাঁহার উৎকৃষ্ট জীবন হয়, পর পর তিনি উৎকৃষ্ট লোক জয় করেন।

ভাব—উৎপত্তি, লয় ও স্থিতির হেতু, মহত্তর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত এই সকল বিশেষণ দেখাইতেছে আকাশ এখানে সর্ব্বেশ্বর (১। ১। ২২)।

১০। প্রাণ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা।

ছা, ১। ৩ (১১) ৫।

"কতমা সা দেবতেতি" প্রস্তোতুঃ প্রশ্নোত্তরে চাক্রায়ণঃ—'প্রাণ ইতি' 'হ' কিল 'উবাচ'। কথম্? 'সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি' 'প্রাণম্ এব' 'অভিসংবিশন্তি' তস্মিন্ লীনানি ভবন্তি 'প্রাণম্' 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'উজ্জিহতে' উদ্গাচ্ছন্তি জন্মকালে। 'সা এষা দেবতা' 'প্রস্তাবম্' সাম্নঃ প্রথমভাগম্ 'অনু' 'আয়ত্তা' অনুগতা নির্দ্দিষ্টা। উৎপত্তিলয়শ্রবণাৎ প্রাণোঽত্র ব্রহ্মৈব।

(সে দেবতা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে চাক্রায়ণ) প্রাণ। কেন না এই সকল ভূত প্রাণে প্রবেশ করে আবার প্রাণ হইতে উত্থিত হয়। সামগানের প্রথমভাগে এই দেবতা নির্দ্দিষ্ট।

ভাব—প্রাণ হইতে উৎপত্তি, প্রাণেতে লয় বর্ণিত হওয়াতে প্রাণ এখানে ব্রহ্ম (১। ১। ২৩)।

১১। গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ।

যা বৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে।

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে।

যদ্বৈতৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে।

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্।

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি।

যদ্বৈতদ্‌ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্যোঽয়ং বহির্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ স বহির্ধা পুরুষাদাকাশঃ।

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃ পুরুষ আকাশো যো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষ আকাশঃ।

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণমপ্রবর্ত্তি পূর্ণামপ্রবর্ত্তিনীংশ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ।

ছা, ৩। ৫। ১২। ১—৯।

'ইদং সর্ব্বং' 'ভূতং' প্রাণিজাতং 'যৎ ইদং কিঞ্চ' স্থাবরং জঙ্গমং তৎ সর্ব্বং 'গায়ত্রী' 'বৈ' এব। 'বাক্ বৈ গায়ত্রী' 'বাক্ বা ইদং সর্ব্বভূতং' 'গায়তি' অসৌ গৌঃ অসৌ অশ্বঃ ইতি শব্দয়তি 'চ' 'ত্রায়তে চ' অমুষ্মাৎ মা ভৈষীঃ ইতি বাচা রক্ষতি চ।

'যা বৈ সা গায়ত্রী'—'যা ইয়ং পৃথিবী' 'ইয়ং বাব সা'। 'হি' যস্মাৎ ইদং সর্ব্বং ভূতম্' 'এতস্যাং' পৃথিব্যাং 'প্রতিষ্ঠিতম্' 'এতাং' পৃথিবীম্ 'এব' 'ন অতিশীয়তে' ন অতিবর্ত্ততে।

'যা বৈ সা পৃথিবী' 'ইয়ং' গায়ত্রী 'বাব' এব 'সা'। 'অস্মিন্ পুরুষে' 'যৎ ইদং শরীরং' 'অস্মিন্ হি ইমে প্রাণাঃ' ভূতশব্দবাচ্যাঃ 'প্রতিষ্ঠিতাঃ' 'এতৎ' শরীরম্ 'এব' প্রাণাঃ 'ন অতিশীয়ন্তে' ন অতিবর্ত্তন্তে।

'পুরুষে' 'যৎ বা এতৎ' 'শরীরং' 'ইদং বাব' 'তৎ' গায়ত্রীস্বরূপম্ 'অস্মিন্ অন্তঃ পুরুষে' 'যৎ ইদং' 'হৃদয়ম্' 'অস্মিন্ হি' 'ইমে প্রাণাঃ' 'প্রতিষ্ঠিতাঃ' 'এতৎ' হৃদয়ম্ 'এব' 'ন অতিশীয়ন্তে' ন অতিবর্ত্তন্তে প্রাণাঃ।

'সা এষা' 'গায়ত্রী' 'চতুষ্পদা' ষড়ক্ষরৈঃ 'ষড়বিধা' বাগ্-ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়-প্রাণরূপা। 'তদেতৎ' এতস্মিন্নর্থে 'ঋচা' মন্ত্রেণ 'অভ্যনূক্তং' প্রকাশিতম্।

'অস্য' গায়ত্র্যাক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ 'তাবান্ মহিমা' বিভূতিবিস্তারঃ প্রোক্তঃ ষড়্বিধঃ। 'ততঃ' মহিম্নঃ 'পুরুষঃ' 'জ্যায়ান্' মহত্তরঃ। 'সর্ব্বাণি ভূতানি' তেজোঽবন্নানি 'অস্য' পুরুষস্য 'ত্রিপাৎ' 'অমৃতং' পুরুষাখ্যং 'দিবি' দ্যোতনাত্মকে পরব্যোম্নি। 'ইতি'।

'যৎ বা' 'এতৎ' ত্রিপাদমৃতং 'ব্রহ্ম ইতি' গায়ত্রীমুখেনোক্তং 'ইদং' 'বাব' এব 'তৎ'। কিন্তু? জাগ্রদবস্থায়াং 'পুরুষাৎ বহির্ধা' 'যঃ' 'অয়ম' সম্মুখস্থঃ 'আকাশঃ' খণ্ডাকাশঃ 'পুরুষাৎ বহির্ধা' 'যঃ' 'বৈ' 'স' দূরস্থঃ 'আকাশঃ' অখণ্ডাকাশঃ।

স্বপ্নাবস্থায়াম্ 'অন্তঃ পুরুষে' 'যঃ অয়ং' সম্মুখস্থঃ 'আকাশঃ' খণ্ডাকাশঃ, 'অন্তঃ পুরুষে' 'যঃ বৈ' 'সঃ' দূরস্থঃ 'আকাশঃ' অখণ্ডাকাশঃ।

সুষুপ্ত্যবস্থায়াং 'অন্তর্হৃদয়ে' হৃৎপুণ্ডরীকে 'যঃ অয়ম্' 'আকাশঃ 'অয়ং' 'বাব' এব 'স আকাশঃ' অখণ্ডাকাশঃ—সম্মুখদূরত্বাদিবিগমাৎ—'তৎ' সর্ব্বাতীতম্ 'এতৎ' সর্ব্বগতং ব্রহ্ম 'পূর্ণম্' সর্ব্বমধিকৃত্য বর্ত্তমানম্' অথচ 'অপ্রবর্ত্তি' বিকারাতীতম্। 'যঃ এবং' 'বেদ' জানাতি স 'পূর্ণাম্' 'অপ্রবর্ত্তিনীং' স্থিরাং 'শ্রিয়ং' 'লভতে'।

সমুদায় ভূত, সমুদায় স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু, সকলই এই গায়ত্রী। বাক্ই গায়ত্রী, বাক্ই সমুদায় ভূতকে গায় [শব্দযোগে প্রখ্যাত করে], বাক্ই [কি ভয় বলিয়া] ত্রাণ করে।

সেই গায়ত্রী যাহা, এই যে পৃথিবী ইহাও তাহা, কেন না এই পৃথিবীতে সমুদায় ভূত প্রতিষ্ঠিত এবং উহারা এই পৃথিবীর অতীত নহে।

সেই পৃথিবী যাহা এই গায়ত্রীও তাহা। এই পুরুষে এই যে শরীর, এই শরীরে প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত এবং উহারা এই শরীরের অতীত নহে।

পুরুষে এই যে শরীর উহা সেই গায়ত্রীরূপ। এই অন্তঃপুরুষে এই যে হৃদয় উহাতে প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত এবং উহারা ইহার অতীত নহে।

সেই এই গায়ত্রী (ছয় ছয় অক্ষরে গণনা করিয়া) চতুষ্পাৎ ও (বাক্-ভুত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়-ও-প্রাণরূপে) ষড়্‌বিধ। এতদর্থে এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে ;—

[পৃথিব্যাদি সমুদায়] এই পুরুষের তৎপরিমিত মহিমা, তাহা হইতে ইনি মহত্তর, সমুদায় ভুত ইঁহার পাদমাত্র। দ্যুলোকে ইঁহার ত্রিপাদ অমৃত (অবিকারী)।

এই যে ব্রহ্ম ইনিই সেই যিনি [জাগ্রদবস্থায়] পুরুষের বহিস্থ এই [সম্মুখবর্ত্তী] আকাশ এবং পুরুষের বহিস্থ সেই [দূরবর্ত্তী] আকাশ।

ইনিই সেই যিনি [স্বপ্নাবস্থায়] অন্তঃপুরুষে এই আকাশ এবং অন্তঃপুরুষে সেই আকাশ।

[সুষুপ্ত্যবস্থায়] যিনি এই অন্তর্হৃদয়ে (হৃৎপদ্মে) আকাশ ইনিই সেই আকাশ। সেই (সর্ব্বাতীত) এই (সর্ব্বগত) ব্রহ্ম পূর্ণ এবং অপরিবর্ত্তনশীল। যে ব্যক্তি তাঁহাকে এইরূপ জানেন তিনি পূর্ণ অপরিবর্ত্তনীয় শ্রী লাভ করেন।

ভাব—গায়ত্রীতে ব্রহ্মের আবির্ভাবদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা এখানে নিবদ্ধ হইয়াছে। সকলই এই গায়ত্রী—চরাচর বিশ্বে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মদর্শনের প্রণালী, গায়ত্রীর সহিত সে জন্যই চরাচর বিশ্বের অভিন্নতা সাধিত হইয়াছে।

বাক্‌ই গায়ত্রী—নিখিল প্রাণী নিখিল পদার্থ শব্দযোগে বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। নিখিল প্রাণীর অভয়লাভও বাগ্‌যোগেই নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং বাক্ ও গায়ত্রী এখানে ব্যুৎপত্তিবলে এক করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

যিনি সকলকে গায়েন ও ত্রাণ করেন তিনি গায়ত্রী। অন্যত্র (১০। ৩৮ [১৪]) গায়ত্রী শব্দের অন্য প্রকার ব্যুৎপত্তি থাকিলেও উহা এ ব্যুৎপত্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নয়, কেন না সেখানে প্রাণকে ত্রাণকরা এখানে প্রাণমূলক ভূতগণকে ত্রাণকরা প্রায় একই।

তৎপরিমিত মহিমা—এইটি পুরুষসূক্তের (১০ম, ৯০সূ) তৃতীয় ঋক্। পৃথিব্যাদি পরম পুরুষের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। 'মহিমা' শব্দে এই বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। পরমপুরুষ

অপরিসীম অনন্ত। জগৎ যত কেন বৃহৎ হউক না, পরিমিত। জগতের পরিমিতত্ব এবং পরমপুরুষের অপরিমেয়ত্ব প্রদর্শনকরিবার জন্য জগৎকে এক পাদ এবং পরমপুরুষকে তিনপাদরূপে বর্ণনকরা হইয়াছে। ইনিই সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম। চতুষ্পাৎ গায়ত্রীর সঙ্গে ইহাকে অভিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই যে ব্রহ্ম ইনিই সেই—এই যে সর্ব্বাতীত সর্ব্বগত ব্রহ্ম তাঁহাকে উপাসনার্থ হৃদয়াকাশে দর্শনের নিমিত্ত ইনিই সেই আকাশ বলিয়া এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে। জাগ্রদবস্থায় সম্মুখস্থ আকাশে সর্ব্বগতরূপে, দূরস্থ আকাশে সর্ব্বাতীতরূপে ব্রহ্ম গৃহীত হইয়াছেন। স্বপ্নাবস্থায় আকাশগ্রহণ জাগ্রদবস্থার অনুরূপ। সুষুপ্তাবস্থায় হৃদয়াকাশের 'এই আর ঐ' এ প্রভেদ থাকে না অখণ্ডাকাশ হইয়া যায়, সুতরাং এখানে সে প্রভেদ আর উল্লিখিত হয় নাই। "পরমাকাশে হৃদয়ে" (৪।১১) এরূপ ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ এই দেখাইয়া দেয় যে, উপাসনাকালে হৃদয়দেশকে অতি সূক্ষ্ম ও অতি মহান্ ভাবে (৬।৪) উপলব্ধিকরা হইয়া থাকে। 'ধারণায় সূক্ষ্ম জ্ঞানে অনন্ত' সাধকগণের ব্রহ্মানুভবের এই রীতি। সর্ব্বত্র এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

পূর্ণ এবং অপরিবর্ত্তনশীল—এখানে গায়ত্রী ছন্দ নহে। গায়ত্রী শব্দে 'সমুদায় ভূতের ত্রাণকারণ' এইটি নিষ্পন্ন করিয়া সমুদায় জগতের সহিত উহার একত্বসাধনপূর্ব্বক উহাকে পূর্ণ অপরিবর্ত্তনশীল ব্রহ্মাবির্ভাবদর্শনের উপায় করিয়া লওয়া হইয়াছে। সর্ব্বস্বরূপ, পূর্ণ, অপরিচ্ছেদ্য, ভূতাদি উহার পাদমাত্র, এই সকলের উল্লেখ করিয়া গায়ত্রীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং গায়ত্রী এখানে ব্রহ্ম (১।১।২।২৭)।

১২। অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিস্তস্যৈষা দৃষ্টিঃ।

যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি, তস্যৈষা শ্রুতির্যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি, তদেতদ্দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ। ছা, ৩। ৫। (১৩) ৭। ৮।

'অথ' 'যৎ' 'অতঃ' অমুষ্মাৎ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'পরঃ' পরস্তাৎ 'জ্যোতিঃ' 'দীপ্যতে' তৎ 'ইদং' 'বাব' এব 'বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু' নিখিল প্রাণিবর্গোপরি 'সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু' সর্ব্বসংসারমণ্ডলোপরি, 'উত্তমেষু' 'অনুত্তমেষু' নাস্তি উত্তমো যেভ্যঃ তেষু 'লোকেষু' দীপ্যত ইতি শেষঃ। অস্মিন্ 'অন্তঃ পুরুষে' দেহাভ্যন্তরে 'তৎ যৎ ইদং' 'জ্যোতিঃ' জঠরাগ্নিঃ 'তস্য' জ্যোতিষঃ 'এষা' 'দৃষ্টিঃ' দর্শনোপায়ঃ।

'যত্র' যস্মিন্ কালে 'এতৎ' উষ্ণানুভবনং যথা স্যাৎ তথা 'অস্মিন্ শরীরে' 'সংস্পর্শেন' 'উষ্ণিমানম্' 'জানাতি' অনুভবতি, 'তস্য' জ্যোতিষঃ 'এষা' 'শ্রুতিঃ' শ্রবণোপায়ঃ। কৈষা? 'যত্র' যস্মিন্ কালে

'এতৎ' নিবদানুভবনং যথা স্যাৎ তথা 'কর্ণৌ' 'অপিগৃহ্য' অপিধায় 'নিনদম্ ইব' রথঘোষঃ ইব 'জ্বলতঃ' 'অগ্নেঃ ইব' 'নদথুঃ' নিনাদঃ 'ইব' 'উপশৃণোতি'। 'তৎ এতৎ' জ্যোতিঃ 'দৃষ্টং চ শ্রুতং চ' 'ইতি' 'উপাসীত'। 'যঃ এনং' 'বেদ' জানাতি স 'চক্ষুষ্যঃ' দর্শনীয়ঃ 'শ্রুতঃ' বিশ্রুত ভবতি। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ। 'যদতঃ পরঃ' ইত্যত্রত্যযচ্ছব্দেন "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" ইত্যত্রত্যপাদশব্দোঽত্রোপতিষ্ঠতে তেনাত্র জ্যোতিরত্র চতুষ্পাৎ ব্রহ্মেতি।

অনন্তর এই দ্যুলোকের উপরি হইতে যে জ্যোতি দীপ্তি পায় সেই জ্যোতি সমুদায় প্রাণিবর্গের উপরি সমুদায় সংসারমণ্ডলের উপরি উত্তম অনুত্তম সমুদায় লোকে দীপ্তি পায়। এই শরীরের অভ্যন্তরে যে জ্যোতি (জঠরাগ্নি) সেই জ্যোতির দর্শনের এই উপায়।

যে সময়ে এই শরীরে স্পর্শযোগে উষ্ণতা অনুভূত হয় সে সময়ে এই জ্যোতি শ্রবণগোচর করিবার এই উপায়—কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া যৎকালে রথনির্ঘোষের ন্যায় জ্বলন্ত অগ্নির শব্দের মত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেইটিতে এই জ্যোতি দৃষ্ট হইল শ্রুত হইল এই ভাবে উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি দর্শনীয় হন বিশ্রুত হন।

ভাব—গায়ত্রীতে ব্রহ্মদর্শনের অব্যবহিত পরেই জাঠর অগ্নিতে ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ হইয়াছে। "এই দ্যুলোকের উপরিস্থ যে জ্যোতি" এই বাক্যের 'যৎ' শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী—"সমুদায় ভূত ইহার পাদমাত্র দ্যুলোকে ইহার ত্রিপাদ অমৃত"—এই বাক্যগত দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছে, সুতরাং সেখানেও যেমন চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম এখানেও তেমনি চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছে (১।১।২৪)।

১৩। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশোব্রহ্মেত্যুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মঞ্চাধিদৈবতঞ্চ।

তদেতচ্চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম—বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদশ্চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদইত্যধ্যাত্মম্, অথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদো, বায়ুঃ পাদ, আদিত্যঃ পাদো, দিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতঞ্চ।

বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ।

প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ।

চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ।

শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স দিগ্‌ভির্জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ য এবং বেদ। ছা, ৩। ৫। (১৮) ১—৬।

'মনঃ' অন্তঃকরণং তৎ 'ব্রহ্ম' 'ইতি' 'উপাসীত' 'ইতি' 'অধ্যাত্মং' করণবিষয়কমুপাসনম্। 'অথ' 'আকাশঃ' 'ব্রহ্ম' 'ইতি' 'অধিদৈবতম্' করণাধিষ্ঠাতৃদেবপরমুপাসনম্। 'ইতি' 'অধ্যাত্মং চ' 'অধিদৈবতং চ' 'উভয়ম্' 'আদিষ্টম্' উপদিষ্টং 'ভবতি'।

'তৎ এতৎ' মনআখ্যং 'ব্রহ্ম' 'চতুষ্পাৎ'—'বাক্ পাদঃ' 'প্রাণঃ' ঘ্রাণং 'পাদঃ' 'চক্ষুঃ পাদঃ' 'শ্রোত্রং পাদঃ' 'ইতি' 'অধ্যাত্মম্'। 'অথ' 'অধিদৈবতং' চতুষ্পাদ—'অগ্নিঃ পাদঃ' 'বায়ুঃ পাদঃ' 'আদিত্যঃ পাদঃ' 'দিশঃ পাদঃ' 'ইতি' 'অধ্যাত্মং চ' 'অধিদৈবতং চ' 'উভয়ম্ এব আদিষ্টং ভবতি'।

'বাক্' 'এব' মনসো 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুর্থঃ পাদঃ' 'স' 'অগ্নিনা' অধিদৈবতেন 'জ্যোতিষা' 'ভাতি চ' দীপ্যতে চ 'তপতি চ' সন্তাপং চৌষ্ণ্যং করোতি। 'য এবং বেদ' স 'কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন ভাতি চ তপতি চ'।

'প্রাণ এব ব্রহ্মণঃ' 'চতুর্থঃ পাদঃ' স 'বায়ুনা' অধিদৈবতেন ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'চক্ষুরেব ব্রহ্মণঃ চতুর্থপাদঃ' 'স আদিত্যেন' অধিদৈবতেন ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'শ্রোত্রম্ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থপাদঃ' 'স দিগ্‌ভিঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'মন ব্রহ্ম' এইরূপে উপাসনা করিবে, এটি অধ্যাত্ম। 'আকাশ ব্রহ্ম' এইরূপে উপাসনা করিবে এইটি অধিদৈবত। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে।

এই মন ব্রহ্ম চারি পাদ—বাক্ এক পাদ, ঘ্রাণ এক পাদ, চক্ষু এক পাদ, শ্রোত্র এক পাদ। এটি অধ্যাত্ম। অগ্নি এক পাদ, বায়ু এক পাদ, আদিত্য এক পাদ, দিক্ সকল এক পাদ ইটি অধিদৈবত, এইরূপে অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে।

বাক্ই ব্রহ্মের চতুর্থপাদ। সেই চতুর্থপাদ অগ্নিরূপ জ্যোতির দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপযুক্ত হন।

ঘ্রাণই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, সেই চতুর্থপাদ বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। যিনি এরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপযুক্ত হন।

চক্ষুই ব্রহ্মের চতুর্থপাদ। সেই চতুর্থপাদ আদিত্যরূপ জ্যোতির দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপযুক্ত হন।

শ্রোত্রই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই চতুর্থপাদ দিক্‌সমূহরূপ জ্যোতির দ্বারা দীপ্তি পায়, তাপ দেয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপযুক্ত হন।

ভাব—"মনোময়, প্রাণশরীর, সর্ব্বপ্রকাশক, সত্যসঙ্কল্প, আকাশ স্বরূপ (৬। ৭)," এই শ্রুতিতে মনোময় এবং আকাশস্বরূপকে ভিন্নভিন্নরূপে এবং উপরি উক্ত শ্রুতিতে এ দুইকে একত্র করিয়া গ্রহণকরা হইয়াছে। মনে ব্রহ্মদৃষ্টি অধ্যাত্ম, আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি অধিদৈবত, এই দুইটি এখানে একত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। মনের সূক্ষ্মত্ব এবং আকাশের সূক্ষ্মত্ব, সর্ব্বগতত্ব এবং নিরুপাধিকত্ববশতঃ উহারা ব্রহ্মদর্শনে অনুকূল।

অধ্যাত্ম—ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া যেখানে উপাসনা বিহিত হয় সে স্থলে অধ্যাত্ম।

অধিদৈবত—ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা লইয়া বিহিত উপাসনা অধিদৈবত।

অধিভূত—ইন্দ্রিয়গণের বিষয় লইয়া বিহিত উপাসনা অধিভূত।

বাক্‌ই ব্রহ্মের চতুর্থপাদ—বাক্যাকারে মন বাহিরে প্রকাশ পায় এজন্য উহার প্রাধান্য।

অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারা—"তৈল ঘৃতাদি আগ্নেয় আহার্য্যসামগ্রীতে প্রদীপ্ত হইয়া বাক্ দীপ্তি পায় ও তাপ দেয় অর্থাৎ বলিবার নিমিত্ত উৎসাহিতা হয়"—ভাষ্যকার। সরল সিদ্ধান্ত এই যে, বাক্যেতে তেজের অধিষ্ঠান, সুতরাং উহাতে ব্রহ্মের আবির্ভাব অনুভূত হয় বলিয়া অগ্নিকে উহার অধিদেবতা করা হইয়াছে।

লোকে নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টদৃষ্টি করে উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টদৃষ্টি করে না, এই লৌকিক রীতির অনুবর্ত্তন করিয়া রাজপুরুষে রাজদৃষ্টি সমুচিত, কিন্তু রাজাতে রাজপুরুষদৃষ্টি কদাপি সমুচিত নহে, সেইরূপ মনআদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি দুষণীয় নয়, ব্রহ্মেতে মনআদিদৃষ্টি দুষণীয় (৪।১৫)। মনআদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি যত স্থিরতালাভ করে, তত তেজস্বিতা প্রভৃতি দৃষ্ট ফল লোকে দেখিতে পায়, ভিতরে যে ব্রহ্মসম্পন্নতা উপস্থিত হইতে থাকে তাহা জনচক্ষুর অগোচর।

১৪। অথ হৈনমৃষভোঽভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য সহস্রং স্মঃ প্রাপয় ন আচার্য্যকুলম্। ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচ প্রাচী দিক্‌কলা, প্রতীচী দিক্‌কলা, দক্ষিণা দিক্‌কলোদীচী দিক্‌কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম।

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি, প্রকাশবতোহ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে।

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ।

তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকামঃ ইতি ভগব ইতি প্রতিশুশ্রাব।

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলাহন্তরিক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা, সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোহনন্তবান্ নাম।

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যুপাস্তেহনন্তবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যনন্তবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যুপাস্তে।

হংসস্তে পাদং বক্তেতি স হ শ্বো ভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ।

তং হংস উপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকামঃ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব।

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচাগ্নিঃ কলা, সূর্য্যঃ কলা, চন্দ্রঃ কলা, বিদ্যুৎকলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্নাম।

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মিল্লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে।

মদ্‌গুষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বো ভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ।

তং মদ্গুরুপ নিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকামত ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব।

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাণঃ কলা, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রং কলা, মনঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্নাম।

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে আয়তনবানস্মিঁল্লোকে ভবতি, আয়তনবতোহ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে।

ছা, উ, ৪। ৬। (৫) ২—৮। বৃ, আ ৬। ১। :—৭।

'অথ' তম্ 'হ' 'এনং' 'সত্যকামম্' 'ঋষভঃ' হে 'সত্যকাম ইতি' 'অভ্যুবাদ' সম্বোধয়ামাস। সত্যকাম আহ—'ভগবঃ' ভগবন্ ইতি 'প্রতিশুশ্রাব' প্রতিবচনং দদৌ। ঋষভ আহ—হে 'সোম্য' 'সহস্রং' 'প্রাপ্তাঃ' 'স্মঃ'? 'আচার্য্যকুলং' 'নঃ' অস্মান 'প্রাপয়'।

'ব্রহ্মণঃ' 'তে' তুভ্যং 'পাদং' 'ব্রবাণি' কথয়ানি 'ইতি'। সত্যকাম আহ 'ভগবান্' 'মে' মহ্যং 'ব্রবীতু' কথয়তু। 'তস্মৈ' 'হ' ঋষভঃ 'উবাচ'—'প্রাচী দিক্ কলা' ব্রহ্মণঃ পাদস্য চতুর্থভাগঃ এবং 'প্রতীচী দিক্ কলা' 'দক্ষিণা দিক্ কলা' 'উদীচী দিক্ কলা'। হে 'সোম্য' 'এষ বৈ' 'প্রকাশবান্ নাম' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলঃ পাদঃ'।

'স যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'প্রকাশবান্ ইতি' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে' 'অস্মিন্ লোকে' 'প্রকাশবান্' 'ভবতি'। 'যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'প্রকাশবান্ ইতি' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে' স 'হ' 'প্রকাশবতঃ' 'লোকান্' 'জয়তি'।

স ঋষভ আহ—'অগ্নিঃ' 'তে' তুভ্যং 'পাদং' 'বক্তা' বদিতা 'ইতি'। 'স' সত্যকাম 'হ' 'শ্বোভূতে' পরেহ্যুঃ নিত্যকর্ম্ম কৃত্বা 'গাঃ' 'অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার' আচার্য্যকুলং প্রতি। 'তাঃ' 'যত্র' 'সায়ম্' 'অভি' 'বভূবুঃ' আভিমুখ্যাঃ সম্ভূতাঃ 'তত্র' 'অগ্নিম্ উপসমাধায়' প্রজ্বাল্য 'গাঃ' 'উপরুধ্য' গমনাৎ প্রতিনিবর্ত্ত্য 'সমধিম্' ইন্ধনম্ 'আধায়' অগ্নৌ নিক্ষিপ্য 'অগ্নেঃ' 'পশ্চাৎ' 'প্রাঙ্' প্রাঙ্মুখঃ সন্ 'উপবিবেশ'।

তমগ্নিঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

হে 'সোম্য' 'ব্রহ্মণঃ' 'পাদং' 'তে' তুভ্যং 'ব্রবাণি ইতি' 'ভগবান্' 'মে' ব্রবীতু ইতি'। 'তস্মৈ' সত্যকামায় অগ্নিঃ 'উবাচ'—'পৃথিবী কলা' 'অন্তরিক্ষং কলা' 'দ্যৌঃ কলা' 'সমুদ্রঃ কলা'। হে 'সোম্য' 'এষ বৈ' 'অনন্তবান্ নাম' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলঃ' 'পাদঃ' 'অনন্তবান্ ইতি'।

'স যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'অনন্তবান্ ইতি' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে' স 'অস্মিন্ লোকে' 'অনন্তবান্' 'ভবতি'। 'যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'অনন্তবান্ ইতি' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে' স 'হ' 'অনন্তবতঃ' 'লোকান্' 'জয়তি'।

'হংসঃ তে পাদং বক্তা ইতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

হে 'সোম্য' 'ব্রহ্মণঃ' 'তে পাদং ব্রবাণি ইতি' 'ভগবান্ মে ব্রবীতু ইতি'। 'তস্মৈ' হংসঃ 'উবাচ'—

'অগ্নিঃ কলা' 'সূর্য্যঃ কলা' 'চন্দ্রঃ কলা' 'বিদ্যুৎকলা' হে 'সোম্য' 'এষ বৈ' 'জ্যোতিষ্মান্ নাম' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলঃ পাদঃ'।

'স যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'জ্যোতিষ্মান্ ইতি' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে' 'অস্মিন্ লোকে' 'জ্যোতিষ্মান্' 'ভবতি'। 'যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'জ্যোতিষ্মান্ ইতি' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে' স 'হ' 'জ্যোতিষ্মতঃ' 'লোকান্' 'জয়তি'।

'মদ্গুঃ তে পাদং বক্তা ইতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

হে 'সোম্য' 'ব্রহ্মণঃ' 'তে' পাদং 'ব্রবাণি ইতি' 'ভগবান্' 'ব্রবীতু' মে 'ইতি'। 'তস্মৈ' সত্যকামায় স 'উবাচ'—'প্রাণঃ কলা' 'চক্ষুঃ কলা' 'শ্রোত্রং কলা' 'মনঃ কলা'। হে 'সোম্য' 'এষ বৈ' 'আয়তনবান্ নাম' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলঃ পাদঃ'।

'স যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'আয়তনবান্ ইতি' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম' 'উপাস্তে' 'অস্মিন লোকে' 'আয়তনবান্' 'ভবতি'। 'যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'আয়তনবান্ ইতি' 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে' স 'হ' 'আয়তনবতঃ' 'লোকান্' 'জয়তি'।

হে সোম্য সত্যকাম, এই বলিয়া ঋষভ (বৃষ) ইঁহাকে সম্বোধন করিলেন। হে ভগবন্, এই বলিয়া তিনি তাহার উত্তর দিলেন। ঋষভ বলিলেন, হে সোম্য, আমরা সহস্রসংখ্যক হইয়াছি, এখন আমাদিগকে আচার্য্যকুলে লইয়া যাও।

আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি। সত্যকাম বলিলেন, ভগবান্ আমায় বলুন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, পূর্ব্বদিক্ এক পাদাংশ, পশ্চিম দিক্ এক পাদাংশ, দক্ষিণ দিক্ এক পাদাংশ, উত্তর দিক্ এক পাদাংশ। হে সোম্য, প্রকাশবান্ নামে ব্রহ্মের এই চারি পাদাংশ।

যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া প্রকাশবান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে প্রকাশবান্ হন। যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া প্রকাশবান্ চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি প্রকাশবান্ লোকসমূহকে জয়-করেন।

বৃষভ বলিলেন, অগ্নি তোমায় এক পাদ বলিবেন। পর দিন প্রাতঃকৃত্যসমাপনানন্তর তিনি গোগুলিকে আচার্য্যকুলের দিকে ছাড়িয়া দিলেন। যেখানে সায়ঙ্কাল উপস্থিত হইল, সেখানে উহারা সকলগুলি পরস্পরের অভিমুখী হইল। সত্যকাম অগ্নি উদ্দীপন-করিলেন, গো-গুলির গতি স্থগিত করিলেন, অগ্নিতে ইন্ধন আধান-করিলেন এবং অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন।

অগ্নি তাঁহাকে সত্যকাম বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তিনি, হে ভগবন্, বলিয়া উত্তর দিলেন।

অগ্নি বলিলেন, হে সোম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি। সত্যকাম বলিলেন, ভগবান্ আমায় বলুন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, পৃথিবী এক পাদাংশ, অন্তরিক্ষ এক পাদাংশ, দ্যুলোক এক পাদাংশ, সমুদ্র এক পাদাংশ। হে সোম্য, অনন্তবান্ নামে ব্রহ্মের এই চারি পাদাংশ।

যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া অনন্তবান্ চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান্ হন। যিনি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া অনন্তবান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি অনন্তবান্ লোকসমূহকে জয়-করেন।

অগ্নি বলিলেন, হংস তোমায় এক পাদ বলিবেন। পর দিন প্রাতঃকৃত্যসমাপনানন্তর, তিনি গোগুলিকে আচার্য্যকুলের দিকে ছাড়িয়া দিলেন। যেখানে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, সেখানে উহারা সকলগুলি পরস্পরের অভিমুখী হইল। সত্যকাম অগ্নি উদ্দীপন করিলেন, গোগুলির গতি স্থগিত করিলেন, অগ্নিতে ইন্ধন আধান করিলেন এবং অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন।

হংস তাঁহার নিকটে অবতরণ করিয়া, হে সত্যকাম বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। হে ভগবন্, বলিয়া সত্যকাম উত্তর দিলেন।

হংস বলিলেন, হে সোম্য, তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি। সত্যকাম বলিলেন, ভগবান্ আমায় বলুন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, অগ্নি এক পাদাংশ, সূর্য্য এক পাদাংশ, চন্দ্র এক পাদাংশ, বিদ্যুৎ এক পাদাংশ। হে সোম্য, জ্যোতিষ্মান্ নামে ব্রহ্মের এই চারি পাদাংশ।

যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি ইহলোকে জ্যোতিষ্মান্ হন। যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি জ্যোতিষ্মান্ লোকসমূহকে জয়-করেন।

হংস বলিলেন, মদ্‌গু (পানিকৌড়ী) তোমায় এক পাদ বলিবেন।

পর দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর তিনি গোগুলিকে আচার্য্যকুলের দিকে ছাড়িয়া দিলেন। যেখানে সায়ঙ্কাল উপস্থিত হইল সেখানে উহারা সকলগুলি পরস্পরের অভিমুখী হইল। সত্যকাম অগ্নি উদ্দীপন করিলেন, গোগুলির গতি স্থগিত করিলেন। অগ্নিতে ইন্ধন আধান করিলেন এবং অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন।

মদ্‌গু তাঁহার নিকটে অবতরণ করিয়া, হে সত্যকাম, বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। হে ভগবন্, বলিয়া সত্যকাম উত্তর দিলেন।

মদ্‌গু বলিলেন, হে সোম্য, তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি। সত্যকাম বলিলেন, ভগবান্ আমায় বলুন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, প্রাণ এক পাদাংশ, চক্ষু এক পাদাংশ, শ্রোত্র এক পাদাংশ, মন এক পাদাংশ। হে সোম্য, আয়তনবান্ নামে ব্রহ্মের এই চারি পাদাংশ।

যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া আয়তনবান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে আয়তনবান্ হন। যিনি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া আয়তনবান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি আয়তনবান্ লোকসমূহকে জয় করেন।

ভাব—ব্রহ্ম সমুদায় দিগ্ব্যাপী, পূর্ব্ব-পশ্চিমাদি সমুদায় দিকে তিনি প্রকাশবান্ হইয়া প্রকাশিত। সকল দিকে তাঁহাকে যাঁহারা প্রকাশবান্ রূপে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা আপনারা প্রকাশস্বভাব হন; পরলোকে প্রকাশস্বভাব লোকসমূহ অধিকার করেন।

পৃথিব্যাদি বৃহত্ত্ববশতঃ আমাদের হৃদয়ে অনন্তের ভাব উদ্দীপন করে। ঐ সকলে ব্রহ্মের অনন্তত্ব যত হৃদয়ে মুদ্রিত হইতে থাকে সাধক তত আপনাতে অনন্তের অনন্তত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করেন। ইহলোকে যেমন সর্ব্বত্র অনন্তত্বের অনুভব হয়, তেমনি পরলোকও তাঁহার নিকটে অনন্তলোক হইয়া প্রকাশ পায়।

অগ্ন্যাদির জ্যোতিতে ব্রহ্মেরই জ্যোতি সাধক দেখিতে পান, সুতরাং তিনি আপনি যে জ্যোতিষ্মান্ হইবেন, এবং পরলোক তাঁহার নিকটে জ্যোতিষ্মান্ হইবে, ইহা অতি স্বাভাবিক।

ঘ্রেয় দৃশ্য স্পৃশ্য শ্রাব্য ও চিন্তনীয় বিষয়সমূহের আয়তন ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ। ঘ্রেয়াদি সমুদায় বিষয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রেরণায় (৬। ৪) সাধক অনুভব করেন, সুতরাং ব্রহ্ম

সে সমুদায়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভবগোচর হন। এইরূপ সর্ব্বত্র আয়তন (আশ্রয়) লাভ সাধকের পক্ষে নিরতিশয় সুলভ হয়।

এইটির সঙ্গে যে আখ্যায়িকা সংযুক্ত আছে তাহা এই।—

সত্যকামোহ জাবালো জাবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং, ভবতি, বিবৎস্যামি কিং গোত্রোহহমস্মীতি। ১। সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ, তাত, যদ্গোত্রস্ত্বমসি। বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জাবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি, স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথাইতি। ২। স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি। ৩। তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি ; স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোহহমস্মি, অপৃচ্ছং মাতরং সা মাং প্রত্যব্রবীৎ "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জাবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি।" সোহহং সত্যকামো জাবালোহস্মি। ৪। তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বাং নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি। তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানু সংব্রজেতি। তা অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ নাসহস্রেণাবর্ত্তয়েতি স হ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেদুঃ। ৫।

জাবালাতনয় সত্যকাম মাতা জাবালার সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, মাতঃ, আমি আচার্য্যগৃহে ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিব—আমি কোন্ গোত্র? তিনি ইঁহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি কোন্ গোত্র আমি তাহা জানি না। আমি যৌবনে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বহু জনের সেবানিরতা ছিলাম, সেই সময়ে তোমায় লাভ করিয়াছি, তুমি কোন্ গোত্র তাহা আমি জানি না। আমার নাম জাবালা তোমার নাম সত্যকাম, জাবালাতনয় সত্যকাম এই গিয়া বল।

তিনি হারিদ্রুমত গৌতমসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, আপনার নিকটে ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিব, এজন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি।

তাঁহাকে তিনি বলিলেন, হে সোম্য, তুমি কোন্ গোত্র? তিনি বলিলেন, আমি কোন্ গোত্র আমি তাহা জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমায় এই উত্তর দিয়াছেন যে "আমি যৌবনে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বহুজনের সেবানিরতা ছিলাম, সেই সময় তোমায় লাভ করিয়াছি, তুমি কোন্ গোত্র তাহা আমি জানি না। আমার নাম জাবালা, তোমার নাম সত্যকাম।" আর্য্য, আমি জাবালাতনয় সত্যকাম।

আচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন, অব্রাহ্মণ কখন এরূপ বলিতে পারে না। হে সোম্য, সমিৎ আনয়ন কর। তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই এজন্য আমি তোমায় উপনীত করিব। তাঁহাকে উপনীত করিয়া চারিশত কৃশ দুর্ব্বল গো বাহির করিয়া বলিলেন, সোম্য, ইহাদিগের অনুগমন কর। গোগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন,

ইহারা সহস্রসংখ্যক না হওয়া পর্য্যন্ত ফিরিও না। তিনি অনেক বর্ষ প্রবাসে রহিলেন, তৎপর যখন তাহারা সহস্রসংখ্যক হইল (সেই সময়ে ইত্যাদি)—।

আখ্যায়িকা এই কথাগুলিতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে :—

প্রাপ হাচার্য্যকুলং, তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদ সত্যকামও ইতি, ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব। ১। ব্রহ্মবিদিব বৈ, সোম্য, ভাসি, কোন্নু ত্বানুশশাসেতি অন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে, ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ। ২। শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ—আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি, তস্মৈ হৈতদেবোবাচ, অত্র হ ন কিঞ্চন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি। ৩।

সত্যকাম আচার্য্যকুলে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন-করিয়া বলিলেন—সত্যকাম। তিনি উত্তর দিলেন—ভগবন্।

আচার্য্য বলিলেন, সোম্য, তোমাকে ব্রহ্মবিদের ন্যায় দেখাইতেছে, কে তোমার অনুশাসন করিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, মনুষ্য ছাড়া অন্যে। ভগবান্ আপনি আমার ইচ্ছামত বলুন।

আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের সন্নিধানে শুনিয়াছি, আচার্য্যের নিকট হইতে বিদ্যা অবগত হইলে উহা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিই বলিলেন, তন্মধ্যে একটীও বাদ পড়িল না।

বৃহদারণ্যকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে ঐ কথাগুলি প্রকারান্তরে নিবদ্ধ হইয়াছে যথা ;—

জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রেঽথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। তং হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশূনিচ্ছন্নণ্বন্তানিতি। উভয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ।

যত্তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেতি। অব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনির্বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তচ্ছৈলিনোঽব্রবীদ্ বাগ্বৈ ব্রহ্মেত্যবদতো হি কিং স্যাদিতি। অব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাম্। ন মেঽব্রবীদিতি। একপাদ্ বা এতৎ সম্রাড়িতি। স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। ১।

বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত। কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য। বাগেব সম্রাড়িতি হোবাচ। বাচা বৈ সম্রাড়্ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণবিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চলোকঃ পরশ্চ লোক সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাড়্ প্রজ্ঞায়ন্তে বাগ্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম। নৈনং বাগ্ জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবোভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি। ২।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেতি। অব্রবীন্ম উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তচ্ছৌল্বায়নোঽব্রবীৎ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেত্যপ্রাণতো হি কিং স্যাদিতি। অব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাম্। ন মেঽব্রবীদিতি। একপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি। স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত। কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য। প্রাণএব সম্রাড়িতি হোবাচ প্রাণস্য বৈ সম্রাট্ কামায়াযাজ্যং যাজয়ত্যপ্রতিগৃহ্যস্য প্রতিগৃহ্ণাত্যপি তত্র বধাশঙ্কং ভবতি যাং দিশমেতি প্রাণস্যৈব সম্রাট্ কামায় প্রাণো বৈ সম্রাট্ পরমং

ব্রহ্ম। নৈনং প্রাণো জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি। ৩।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেতি। অব্রবীন্মে বর্কুর্বার্ষ্ণশ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তদ্বার্ষ্ণোঽব্রবীচ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেত্যপশ্যতো হি কিং স্যাদিতি। অব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাম্। ন মে ঽব্রবীদিতি। একপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি। স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। চক্ষুরেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা সত্যমিত্যেনদুপাসীত। কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য। চক্ষুরেব সম্রাড়িতি হোবাচ চক্ষুষা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহুরদ্রাক্ষীরিতি। স আহাদ্রাক্ষমিতি। তৎ সত্যং ভবতি, চক্ষুর্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম। নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি। ৪।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেতি। অব্রবীন্মে গর্দ্দভীবিপীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তদ্ভারদ্বাজোঽব্রবীচ্ছোত্রং বৈ ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি কিং স্যাদিতি। অব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাম্। ন মে ঽব্রবীদিতি। একপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি। স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। শ্রোত্রমেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাঽনন্ত ইত্যেনদুপাসীত। কাঽনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য ? দিশ এব সম্রাড়িতি হোবাচ, তস্মাদ্বৈ সম্রাড়পি যাং কাঞ্চ দিশং গচ্ছতি নৈবাস্যা অন্তং গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো. দিশো বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম। নৈনং শ্রোত্রং জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি।৫।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীচ্ছৃণবামেতি। অব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তজ্জাবালোঽব্রবীন্মনো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো হি কিং স্যাদিতি। অব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাম্। ন মেঽব্রবীদিতি। একপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি। স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। মন এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাঽঽনন্দ ইত্যেনদুপাসীত। কা আনন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য। মন এব সম্রাড়িতি হোবাচ, মনসা বৈ সম্রাট্ স্ত্রিয়মভিহার্য্যতে তস্যাং প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো মনো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম। নৈনং মনো জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি। ৬।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেতি। অব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছাকল্যোঽব্রবীদ্ধৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়স্য হি কিং স্যাদিতি। অব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাম্। ন মেঽব্রবীদিতি। একপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি। স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। হৃদয়মেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত। কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য। হৃদয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ, হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্ব্বেষাং ভূতানামায়তনং হৃদয়ং বৈ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা, হৃদয়ে হ্যেব সম্রাট্ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম। নৈনং হৃদয়ং জহাতি, সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি। ৭।

(১) বিদেহাধিপতি জনক উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কি জন্য আগমন? পশু চাই কি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত চাই? তিনি উত্তর দিলেন, হে সম্রাট্ উভয়ই।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আপনাকে কোন আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, শিলিতনয় জিত্বা আমায় বলিয়াছেন বাক্ই ব্রহ্ম। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন শিলিপুত্রও আমায় বাক্ই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন। যে কথা কহিতে পারে না তাহার [ইহ-পরলোকে] কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন? জনক উত্তর দিলেন, না আমায় কিছুই বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ। জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে উহা বলুন। বাক্ [ব্রহ্মের] আয়তন, আকাশ [তাঁহার] প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞা বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, প্রজ্ঞা বিষয়টা কি? তিনি উত্তর দিলেন, হে সম্রাট্, বাক্ই প্রজ্ঞা। হে সম্রাট্, বাক্য দ্বারাই বন্ধু জানা যায়, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরসপ্রোক্ত অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, যজ্ঞ-হোম-অন্নদান-পানীয়দান-নিমিত্ত ধর্ম্মসমূহ, ইহলোক পরলোক, সমুদায় ভূত, হে সম্রাট্, বাক্যেই জানা যায়। হে সম্রাট্, বাক্ই পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন বাক্ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না, সর্ব্বভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, আপনাকে হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহা হইতে ধনগ্রহণ করিবে না আমার পিতার এইরূপ মত ছিল [আমারও সেই মত]।

(৩) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আপনাকে কোন আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, শুল্বতনয় উদঙ্ক প্রাণই ব্রহ্ম আমায় এই বলিয়াছেন। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন সেইরূপ শুল্বতনয় প্রাণই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন। প্রাণশূন্যের [ইহ-পরলোকে] কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন। জনক উত্তর দিলেন, না আমায় কিছুই বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ। জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে উহা বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রাণ ব্রহ্মের আয়তন, আকাশ তাঁহার প্রতিষ্ঠা, প্রিয় বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, প্রিয় বিষয়টা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, প্রাণই প্রিয়। প্রাণের অভিলাষতৃপ্তির জন্য, হে সম্রাট্, লোকে অযাজ্যযাজনা করে, অপ্রতিগৃহ্য প্রতিগ্রহণ করে, যে দিকে গেলে বিনাশের আশঙ্কা আছে, সে দিকেও যায়,

এ সকল যাহা কিছু প্রাণেরই অভিলাষতৃপ্তির জন্য। অতএব, হে সম্রাট্, প্রাণই ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন প্রাণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন না, সর্ব্বভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, আপনাকে হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহা হইতে ধন গ্রহণ করিবে না, আমার পিতার এইরূপ মত ছিল [আমারও সেই মত]।

(৪) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কোন আচার্য্য আপনাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, বৃষ্ণতনয় বর্কু চক্ষুই ব্রহ্ম আমায় এই বলিয়াছেন। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন, বৃষ্ণতনয় তেমনি চক্ষুই ব্রহ্ম আমায় এই উপদেশ দিয়াছেন। যে দেখিতে পায় না, তাহার [ইহ-পরলোকে] কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠাবিষয়ে তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন? জনক বলিলেন, না আমায় কিছুই বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ। জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, চক্ষুই আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা, সত্য বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, সত্য বিষয়টা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, চক্ষুই সত্য। যে চক্ষে দেখিয়াছে তাহাকে, হে সম্রাট্, লোকে বলে তুমি দেখিয়াছ, সে বলে আমি দেখিয়াছি, আর সেইটি সত্য হয়, সুতরাং, হে সম্রাট্, চক্ষুই পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন চক্ষু তাঁহাকে ত্যাগ করেন না, সকল ভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, আপনাকে হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ দিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট ধনগ্রহণ করিবে না আমার পিতার এই মত ছিল [আমারও সেই মত]।

(৫) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কোন আচার্য্য আপনায় যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, ভরদ্বাজগোত্র গর্দ্দভীবিপীত শ্রোত্রই ব্রহ্ম আমায় এই বলিয়াছেন। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন, ভারদ্বাজ তেমনি শ্রোত্রই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন। যে শুনিতে পায় না, তাহার [ইহ পরলোকে] কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন? জনক বলিলেন, না আমায় কিছুই বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ। জনক বলিলেন, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শ্রোত্রই আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা, অনন্ত বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, অনন্ত বিষয়টা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট, দিক্‌সমূহই অনন্ত। সে জন্যই সম্রাট্ আপনিও যে দিকে যান, তাহার অন্ত পান না,

কেন না দিক্ অনন্ত। হে সম্রাট্, দিক্ই শ্রোত্র, দিক্ই পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, শ্রোত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, সকল ভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। বিদেহাধিপতি জনক তাঁহাকে বলিলেন, হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ আপনাকে দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট ধনগ্রহণ করিবে না আমার পিতার এই মত ছিল [আমারও এই মত]।

(৬) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কোন আচার্য্য আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, জাবালাতনয় সত্যকাম মনই ব্রহ্ম আমায় এই বলিয়াছেন। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন, জাবালাতনয় তেমনি আমায় মনই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন। অমনাব্যক্তির [ইহ-পরলোকে] কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তাঁহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন? জনক বলিলেন, না আমায় কিছুই বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ। জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মনই আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা, আনন্দ বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আনন্দ বিষয়টা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, মনই আনন্দ। হে সম্রাট্, মনের দ্বারা স্ত্রীপ্রার্থী হয়, স্ত্রীতে প্রতিরূপ পুত্র জন্মে, সেই পুত্রই আনন্দ। সুতরাং মনই পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, মন তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না, সকল ভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ আপনাকে দিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট ধন লইবে না, আমার পিতার এই মত ছিল [আমারও এই মত]।

(৭) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কোন আচার্য্য আপনাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, শকলতনয় বিদগ্ধ হৃদয়ই ব্রহ্ম এই আমায় বলিয়াছেন। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন শাকল্য আমায় তেমনি হৃদয়ই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন। অহৃদয় ব্যক্তির (ইহ-পরলোকে) কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তাঁহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন? জনক বলিলেন, না আমায় কিছুই বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ। জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, হৃদয়ই আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা, স্থিতি বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থিতি বিষয়টা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, হৃদয়ই সর্ব্বভূতের আয়তন, হৃদয়ই সর্ব্বভূতের প্রতিষ্ঠা, কেন না হৃদয়েই সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে সম্রাট্, হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এরূপ

জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, হৃদয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। সকল ভূত তাঁহাকে রক্ষা করে। দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ আপনাকে দিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট ধন লইবে না আমার পিতার এই মত ছিল [আমারও এই মত]।

১৫। [তস্মৈ হোচুঃ] প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। স হোবাচ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণোব্রহ্ম কঞ্চ তু খঞ্চ ন বিজানামীতি। তে হোচুর্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণং চ হাস্মৈ তদাকাশঞ্চোচুঃ। ছা, ৪।১০।৫। বৃ, আ। ৭।.।১।

['তস্মৈ' উপকোসলায় 'হ' 'উচুঃ' অগ্নয়ঃ] 'প্রাণঃ ব্রহ্ম' 'কং ব্রহ্ম' 'খং ব্রহ্ম' 'ইতি'। 'স' উপকোসলঃ 'হ' পুনঃ 'উবাচ' 'প্রাণঃ ব্রহ্ম' ইতি 'যৎ' তৎ 'অহম্' বিজানামি' 'তু' কিন্তু 'কং চ' 'খং চ' 'ন বিজানামি' 'তে' অগ্নয়ঃ 'হ' 'উচুঃ' 'যৎ' 'বাব' এব 'কং' সুখং 'তৎ এব' 'খম্' আকাশঃ যৎ এব খং' 'তৎ এব কম্' 'ইতি' 'অস্মৈ' উপকোসলায় 'প্রাণং চ' 'হ' পুনঃ 'তদাকাশং চ' সুখস্বরূপাকাশং চ 'উচুঃ' তে।

[তাঁহারা (অগ্নিগণ) তাঁহাকে (উপকোসলকে) বলিলেন] প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম। তিনি উত্তর দিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম, এ কথা আমি জানি, কিন্তু ক খ ব্রহ্ম জানি না। তাঁহারা বলিলেন, কও যা খও তা, খও যা কও তা। প্রাণই সুখস্বরূপ আকাশ, ইহাই তাঁহারা ইঁহাকে বলিলেন।

ভাব—প্রাণ অমূর্ত্ত, আকাশও অমূর্ত্ত, সুতরাং এ উভয়কে ব্রহ্ম সহ এক করিয়া লওয়া হইয়াছে। ক—সুখ, খ—আকাশ ; এ উভয়কে এক করিয়া গ্রহণ করাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুখ এখানে পরিমিত বিষয়সুখ নহে সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম। আকাশও এখানে ভূতাকাশ নহে, কেন না ভূতাকাশ কি প্রকারে সুখস্বরূপ হইবে (১।২।১৫)।

এখানে ক-বিশেষণে খ উক্ত হইয়াছে, বৃহদারণ্যকে ওঁকারের সহিত এক করিয়া খ গৃহীত হইয়াছে। যথা—

ওঁ৩ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌরব্যায়ণীপুত্রো বেদোঽয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্।

ওঁ খ (আকাশস্বরূপ) ব্রহ্ম। খ চিরন্তন। কৌরব্যায়ণীপুত্র বলিয়াছেন, খ (আকাশ) বায়ুযুক্ত। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা এই ওঙ্কারের দ্বারাই জানা যায়, সুতরাং এই ওঙ্কারকেই ব্রাহ্মণগণ বেদ বলিয়া জানেন।

ভাব—খ চিরন্তন—শাশ্বত আকাশস্বরূপ পরমাত্মা। খ বায়ুযুক্ত—ভূতাকাশ। বেদ

বলিয়া জানেন—ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতি বেদ হইতে ওঙ্কার অভিন্ন। 'চিরন্তন' এই বিশেষণে নিরুপাধিক ব্রহ্ম, 'বায়ুযুক্ত' এই বিশেষণে সোপাধিক ব্রহ্ম আকাশশব্দে গৃহীত হইয়াছেন, তত্ত্ববিদগণ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।

১৬। য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈ-তদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চন্তি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি।

এতৎ সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতৎ হি সর্ব্বাণি বামান্যভি সংযন্তি সর্ব্বাণ্যেনং বামান্যভি সংযন্তি য এবং বেদ।

এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি য এবং বেদ।

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ। ছা, ৪।১৫।১—৪। ৮।১০।৭।৪।

'অক্ষিণি' অক্ষিস্থানে 'যঃ এষ' 'পুরুষঃ' দৃষ্টু্যপলক্ষিতদ্রষ্টা 'দৃশ্যতে' বিবেকিভিঃ 'এষ আত্মা' 'ইতি হ উবাচ' আচার্য্যঃ। 'এতৎ' আত্মতত্ত্বম্ 'অমৃতম্' 'অভয়ম্' 'এতৎ' 'ব্রহ্ম' 'ইতি'। 'যদ্যপি' 'তৎ' তত্র 'অস্মিন্' অক্ষিস্থানে 'সর্পিঃ' 'বা' 'উদকং' 'বা' 'সিঞ্চতি' 'বর্ত্মনী' নেত্রচ্ছদৌ 'এব' তৎ 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি ন চক্ষুষা সম্বধ্যতে।

'এতং' পুরুষং 'সংযদ্বামঃ' 'ইতি' 'আচক্ষতে'। 'হি' যস্মাৎ 'এতং' পুরুষং 'সর্ব্বাণি' 'বামানি' শোভনানি 'অভিসংযন্তি' অভিসংগচ্ছন্তি। 'যঃ এবং বেদ' তম্ 'এনং' 'সর্ব্বাণি' 'বামানি' 'অভি-সংযন্তি'।

'এষ উ এব বামনীঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এষ' 'সর্ব্বাণি বামানি' 'নয়তি' প্রাপয়তি প্রাণিভ্যঃ—বামানি নয়তীতি বামনীঃ—সর্ব্বশুভপ্রাপকঃ। 'যঃ এবং বেদ' তং 'সর্ব্বাণি বামানি নয়তি'।

'এষ উ এব ভামনীঃ', 'হি' যস্মাৎ 'সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি'—ভামান্ নয়তীতি ভামনীঃ—সর্ব্ব-প্রকাশকঃ। 'যঃ এবং বেদ' স 'সর্ব্বেষু লোকেষু' 'ভাতি'।

আচার্য্য বলিলেন, এই চক্ষুতে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি আত্মা। এই আত্মতত্ত্বই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। সেই এই অক্ষিপ্রদেশে যদি ঘৃত বা জল সেচন করা যায়, চক্ষুর পাতায় পঁহুছায় (চক্ষুর মধ্যে নহে)।

এই পুরুষকে 'সংযদ্বাম' বলে, কারণ সকল প্রকার (বাম) শোভন-বিষয় এই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এইটি জানেন, সকল প্রকার শোভনবিষয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

এই পুরুষই বামনী, কারণ ইনি সর্ব্বপ্রকার শোভনবিষয় (জীবকে)

পাওয়ান। যে ব্যক্তি এইটি জানেন, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শোভনবিষয় (ইনি) পাওয়ান।

এই পুরুষই ভামনী ; কারণ সকল লোকে ইনি দীপ্তি পান। যে ব্যক্তি এইটি জানেন, তিনি সর্ব্বলোকে দীপ্তি পান।

ভাব—পুরুষ--চক্ষুতে স্থিতি করিয়া যিনি দৃক্‌শক্তিবিধান করেন তিনি চক্ষুঃস্থ পুরুষ। আত্মা—অন্তর্যামী আত্মা। অমৃত অভয়—চক্ষুতে স্থিতি করিয়াও তদ্বিকারাতীত। ইনিই ব্রহ্ম—যিনি প্রতিচক্ষুতে দৃক্‌শক্তিবিধাতা হইয়া স্থিতি করেন, তিনি সেখানে আবদ্ধ নহেন ব্যাপী, সুতরাং ব্রহ্ম। চক্ষুর পাতায় পঁহুছায়—অধিষ্ঠাতার গুণে চক্ষুও নির্লিপ্ত।

সংযদ্বাম—যাঁহাতে শোভনবিষয়সমূহ সঙ্গত (সংযুক্ত) রহিয়াছে তিনি সংযদ্বাম। পরাত্মা সর্ব্বপ্রকার-শোভনগুণবিশিষ্ট। সকল প্রকার শোভনবিষয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়—শোভনগুণ পরাত্মাকে জানিলে—তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধির বিষয় করিলে—সাধকে সর্ব্ববিধ শোভনগুণ সংক্রামিত হয়।

বামনী—বাম+নী—যিনি শোভন বিষয়সমূহ পাওয়ান—সর্ব্বশুভপ্রাপক।

ভামনী—ভাম+নী—ভাম দীপ্তি—যিনি দীপ্তি পাওয়ান—সর্ব্বপ্রকাশক। আত্মত্ব, অমৃতত্ব, অভয়ত্ব, নির্লিপ্তত্ব ইত্যাদি গুণের উল্লেখবশতঃ অক্ষিপুরুষ পরব্রহ্ম (১।২।১৩)।*

প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যথা—

য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি। অথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইতি! এষ উ এবৈষু সর্ব্বেষ্বেতেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ।

প্রজাপতি বলিলেন, এই চক্ষুতে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি আত্মা। এই আত্মতত্ত্ব অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। ইন্দ্র ও বিরোচন বলিলেন, হে ভগবন্, এই জলেতে যিনি আপনাকে দেখান, এই আদর্শে (দর্পণে) যিনি আপনাকে (প্রতিবিম্বাকারে) দেখান ইনি কে? প্রজাপতি বলিলেন, ইনিই এসকলেতে আপনাকে দেখান।

ভাব—ভাষ্যকার বলেন, প্রজাপতির এরূপ বলাতে মিথ্যাবাদিত্ব হইল না, কেন না ইনি সর্ব্বান্তরাত্মা।

চক্ষুতে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়—চক্ষুর প্রেরয়িতৃরূপে যিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হন। ইন্দ্র ও বিরোচন ছায়াপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন প্রেরয়িতাকে লক্ষ্য করিয়া নহে। ছায়াপুরুষের প্রকাশও প্রেরয়িতৃনিরপেক্ষ নয়, প্রজাপতির উত্তর ইহাই প্রদর্শন করে।

---

* বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়োদশ সূত্র। পূর্ব্বে ও পরে যেখানে এইরূপ অঙ্কপাত আছে, সেখানে বেদান্তসূত্রের অধ্যায় পাদ ও সূত্রের উল্লেখ হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে

১৭। তং হোবাচ যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ।

নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ আথর্ব্বণশ্চতুর্থ ইতিহাস-পুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশির্দৈবো নিধির্বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্নামোপাস্বেতি।

স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি। নাম্নো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী, বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ বায়ুঞ্চাকাশঞ্চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মং চাধর্ম্মঞ্চ সত্যং চানৃতঞ্চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞঞ্চাহৃদয়জ্ঞঞ্চ যদ্বৈ বাঙ্নাভবিষ্যন্ন ধর্ম্মো নাধর্ম্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্বেতি।

স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি। বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

মনোবাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাক্ষৌ মুষ্টিরনুভবত্যেবং বাচং চ নাম চ মনোঽনুভবতি স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছত ইমং চ লোকমমুংচেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে মনো হ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্বেতি।

স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্মনসো গতং তত্রাস্য যথা কাম-

চারো ভবতি যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে অস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি। মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি।

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমকৢপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশং চ সমকল্পন্তামাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং্ সংকৢপ্ত্যৈ বর্ষং্ সঙ্কল্পতে বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যা অন্নং্ সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং্ সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে মন্ত্রাণাং্ সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে কর্ম্মণাং্ সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং্ সঙ্কল্পতে স এষ সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পমুপাস্বেতি।

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে সংকৢপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিদ্ধ্যতি যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাদ্ভূয় ইতি। সংকল্পাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেঽথ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি।

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বায়ং বিদ্বান্নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিতি। অথ যদ্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে চিত্তং্ হ্যেবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্বেতি।

স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে চিত্তবান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিদ্ধ্যতি, যাব-

চিত্তস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি। চিত্তাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাঃ তস্মাদ্য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি, অথ যেঽল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তে, অথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি ধ্যানমুপাস্বেতি।

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ধ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ভূয় ইতি। ধ্যানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ বায়ুঞ্চাকাশঞ্চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মঞ্চাধর্ম্মঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞঞ্চাহৃদয়জ্ঞঞ্চান্নঞ্চ রসঞ্চেমঞ্চ লোকমমুংচ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি বিজ্ঞানমুপাস্বেতি।

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকান্ জ্ঞানবতোঽভিসিদ্ধ্যতি, যাবদ্বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো বিজ্ঞানাদ্ভূয় ইতি। বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবতি, অথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি

মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্ব্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীট-পতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্বেতি।

স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বলস্য গতং তত্রাস্য যথা কাম-চারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো বালাদ্ভূয় ইতি। বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্যদ্যপি দশরাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্যদ্যু হ জীবে-দথবাঽদ্রষ্টাঽশ্রোতাঽমন্তাঽবোদ্ধাঽকর্ত্তাঽবিজ্ঞাতা ভবতি, অথান্ন-স্যাঽঽয়ে দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্বেতি।

স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোঽভি-সিদ্ধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মে-ত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইতি। অন্নাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

আপো বাব অন্নাদ্ভূয়স্তস্মাদ্যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা-অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীতি, অথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাপ এবেমা মূর্ত্তা যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্দ্যৌর্যৎপর্ব্বতা যদ্দেবমনুষ্যা যৎপশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকমাপ এবেমা মূর্ত্তা অপ উপাস্বেতি।

স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আপ্নোতি সর্ব্বান্ কামাংস্তৃপ্তিমান্ ভবতি যাবদপাং গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যোঽপো ব্রহ্মে-ত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইতি। অদ্ভ্যো বাব ভূয়ো-ঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

তেজো বাব অদ্ভ্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমুপগৃহ্যাকাশমভিতপতি তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি। তেজএব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তদেতদূর্দ্ধ্বাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভিরাহ্রা-

দাশ্চরন্তি তস্মাদাহুর্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি। তেজ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বাহথাপঃ সৃজতে তেজ উপাস্বেতি।

স যস্তেজোব্রহ্মেত্যুপাস্তে তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্ ভাস্বতোঽপহততমস্কানভিসিদ্ধ্যতি যাবত্তেজসো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যস্তেজোব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবত্তেজসো ভূয় ইতি। তেজসো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

আকাশো বাব তেজসোভূয়ানাকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতি-শৃণোত্যাকাশে রমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত আকাশ-মভিজায়ত আকাশমুপাস্বেতি।

স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আকাশবতো বৈ স লোকান্ প্রকাশবতোঽসম্বাধানুরুগায়বতোঽভিসিদ্ধ্যতি, যাবদাকাশস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগব আকাশাদ্ভূয় ইতি। আকাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগ-বান্ ব্রবীত্বিতি।

স্মরো বাব আকাশাদ্ভূয়স্তস্মাদ্যদ্যপি বহব আসীরন্ন স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুর্ন মন্বীরন্ন বিজানীরন্ যদা বাব স্মরেয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্ স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি স্মরেণ পশূন্ স্মরমুপা-স্বেতি।

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথা কাম-চারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ স্মরাদ্ভূয় ইতি। স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

আশা বাব স্মরাদ্ভূয়স্যাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কর্ম্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছত ইমঞ্চ লোকমমুঞ্চেচ্ছত আশামুপা-স্বেতি।

স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আশয়াঽস্য সর্ব্বে কামাঃ সমৃদ্ধ্যন্ত্য-মোঘা হাস্যাঽঽশিষো ভবন্তি, যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথা কাম-

চায়ো ভবতি য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইতি। আশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্ যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতম্। প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণোহ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ।

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্য্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বা হস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্য্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি।

অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতিষং দহেন্নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাসীতি ন মাতৃহাসীতি ন ভ্রাতৃহাসীতি ন স্বসৃহাসীতি নাচার্য্যহাসীতি ন ব্রাহ্মণহাসীতি।

প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি, তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত।

এষ তু অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি। সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি। সত্যন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি। বিজ্ঞানন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি। মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে। শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠংচ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি। নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি। কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

যদাঃ বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি। সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যংস ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি।

গোঅশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতিহোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি। অথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদংসর্ব্বমিতি।

অথাত আত্মাদেশএব, আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদংসর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি, তেষাংসর্ব্বেষু লোকেষকামচারো ভবতি।

তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণঃ আত্মত আশাহত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোহন্নমাত্মতোবলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্পঃ আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্ম্মাণ্যাত্মতএবেদং সর্ব্বমিতি।

তদেষ শ্লোকো—ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্। সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ॥ ইতি। স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দইত্যাচক্ষতে। ছা, ৭। ৯। ১—২৬।

'তং' নারদং সনৎকুমারঃ 'হ' পুনঃ 'উবাচ'—'যৎ' 'বৈ' এব 'কিঞ্চ এতৎ' 'অধ্যগীষ্ঠাঃ' অধীতবান্ ত্বং 'নাম এব এতৎ'।

'নাম' বৈ' 'ঋগ্বেদঃ' ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ (১। ৬)। 'নাম এব এতৎ' 'নাম' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব' 'ইতি'।

'স যঃ নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'নাম্নঃ' 'যাবৎ' 'গতং' গতিঃ 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' জনস্য 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ' যথেষ্টগতিঃ 'ভবতি' পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদআহ—'ভগবঃ' 'ভগবন্' 'নাম্নঃ ভূয়ঃ' 'অস্তি' 'ইতি'। সনৎকুমার আহ—'নাম্নঃ' 'বাব' পুনঃ নিশ্চিতং ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ' 'মে' মহ্যং 'ভগবান্ ব্রবীতু' 'ইতি'। ১।

'বাক্' 'বাব' পুনর্নিশ্চিতং 'নাম্নঃ' 'ভূয়সী' অধিকতরা। কথম্? 'বাক্' 'বৈ' এব 'ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি' 'যজুর্ব্বেদং' 'সামবেদং' 'চতুর্থম্ আথর্ব্বণং' 'পঞ্চমম্ ইতিহাসপুরাণং' 'বেদানাং বেদং (১।৬)' 'পিত্র্যং' 'রাশিং' 'দৈবং' 'নিধিং' 'বাকোবাক্যম্' 'একায়নং' 'দেববিদ্যাং' 'ভূতবিদ্যাং' 'ক্ষত্রবিদ্যাং' 'নক্ষত্রবিদ্যাং' 'সর্পদেবজনবিদ্যাং' 'দিবং চ' 'পৃথিবীং চ' 'বায়ুং চ' 'আকাশং চ' 'অপঃ চ' 'তেজঃ চ' 'দেবান্ চ' 'মনুষ্যান্ চ' 'পশূন্ চ' 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ 'চ', 'তৃণবনস্পতীন্' 'শ্বাপদানি' 'আকীটপতঙ্গপিপীলকং' 'ধর্ম্মং চ' 'অধর্ম্মং চ' 'সত্যং চ' 'অনৃতং চ' 'সাধু' 'অসাধু চ' 'হৃদয়জ্ঞং' 'অহৃদয়জ্ঞং চ' জ্ঞাপয়তীতিশেষঃ। 'যৎ' যদি 'বৈ' পুনঃ 'বাক্ ন অভবিষ্যৎ' 'ন ধর্ম্মঃ ন অধর্ম্মঃ', 'ন সত্যং ন অনৃতং' 'ন সাধু ন অসাধু' 'ন হৃদয়জ্ঞঃ ন অহৃদয়জ্ঞঃ' 'ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ' বিজ্ঞাতম্ অভবিষ্যৎ। 'বাক্ এব এতৎ সর্ব্বং 'বিজ্ঞাপয়তি' 'বাচং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ' 'বাচং ব্রহ্ম ইতি' 'উপাস্তে' 'বাচঃ' 'যাবৎ' 'গতং' 'তত্র' 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ

ভবতি'। পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'বাচঃ ভূয়ঃ' 'অস্তি' 'ইতি'। সনৎকুমারঃ—'বাচঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ২।

'মনঃ' 'বাব' 'বাচঃ' 'ভূয়ঃ' অধিকতরম্। কথং? 'যথা' 'বৈ' এব 'দ্বে বা আমলকে' ফলে 'দ্বে বা' 'কোলে' বদরফলে 'দ্বৌ বা' 'অক্ষৌ' বিভীতকফলে 'মুষ্টিঃ' 'অনুভবতি' 'এবং বাচং চ নাম চ' যে 'মনঃ' 'অনুভবতি'। 'যদা' 'স' পুরুষং 'মন্ত্রান্ অধীয়ীয় ইতি' 'মনস্যতি' মানসং করোতি, 'অথ' অনন্তরম্ 'অধীতে', 'কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয় ইতি' মনস্যতি 'অথ' অনন্তরং 'কুরুতে'; 'পুত্রান্ চ পশূন্ ইচ্ছেয় ইতি' মনস্যতি 'অথ অনন্তরম্' ইচ্ছতে' 'ইমং চ লোকম্' 'অমুং চ' লোকম্ 'ইচ্ছেয় ইতি' মনস্যতি 'অথ' অনন্তরম্ 'ইচ্ছতে'। সুতরাং 'মনঃ হি আত্মা' 'মনঃ হি লোকঃ' 'মনঃ হি ব্রহ্ম' 'মনঃ' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাস্ব 'ইতি'।

'স যঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'যাবৎ মনসঃ গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ' 'ভবতি'। পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্, 'অস্তি' 'মনসঃ ভূয়ঃ ইতি'। সনৎকুমারঃ—'মনসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি।' নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ৩।

'সঙ্কল্পঃ বাব মনসঃ ভূয়ান্'। কথম্? 'যদা বৈ' 'সঙ্কল্পয়তে' কর্ত্তব্যাদিবিষয়ান্ বিভজতে 'অথ' তদা 'মনস্যতি' 'অথ' অনন্তরং 'বাচম্ ঈরয়তি' 'তাং' 'বাচম্' 'উ' পুনঃ 'নাম্নি' নামাবলম্বনেন ঈরয়তি' 'নাম্নি' 'মন্ত্রাঃ' 'একং ভবন্তি' একীভবন্তি, মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' একীভবন্তি মন্ত্রসাধ্যত্বাৎ তেষাম্।

'তানি' 'হ বৈ' 'এতানি' মনআদীনি 'সঙ্কল্পৈকায়নানি' সঙ্কল্পঃ একম্ অয়নং লয়স্থানং যেষাং তানি 'সঙ্কল্পাত্মকানি' সঙ্কল্পোৎপন্নানি, 'সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি' 'দ্যাবাপৃথিবী' 'সমক্লৃপতাং' সঙ্কল্পং কৃতবত্যৌ ইব নিশ্চলে লক্ষ্যেতে, 'বায়ুঃ চ আকাশং চ' 'সমকল্পেতাং' সঙ্কল্পং কৃতবন্তৌ ইব অবিচলিতঃ চির স্থিরঞ্চ। 'আপঃ চ তেজঃ চ' 'সমকল্পন্ত' স্বেনরূপেণ নিশ্চলানি। 'তেষাং' দ্যাবাপৃথিব্যাদীনাং 'সংক্লৃপ্ত্যৈ' সঙ্কল্পনিমিত্তং 'বর্ষং' বৃষ্টিঃ 'সঙ্কল্পতে' সমর্থং ভবতি। 'বর্ষস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ' 'অন্নং' 'সঙ্কল্পতে' 'অন্নস্য' 'সংক্লৃপ্ত্যৈ' 'প্রাণাঃ' 'সঙ্কল্পন্তে' সমর্থা ভবন্তি। 'প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ' 'মন্ত্রাঃ' 'সঙ্কল্পন্তে' আত্মপ্রকাশসমর্থা ভবন্তি, 'মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ' 'কর্ম্মাণি' 'সঙ্কল্পন্তে' ফলবন্তি ভবন্তি 'কর্ম্মণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ' 'লোকঃ' 'সঙ্কল্পতে' তত্তৎকর্ম্মোচিতাধিষ্ঠানভবনসমর্থঃ ভবতি। 'লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ' 'সর্ব্বং' জগৎ 'সঙ্কল্পতে' স্বস্বরূপপ্রকাশসমর্থং ভবতি। 'স এষ সঙ্কল্পঃ' ভূয়ান্ ইতি শেষঃ। 'সঙ্কল্পং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'স' উপাসিতা 'সংক্লৃপ্তান্' ধাত্রা সঙ্কল্পিতান্ 'ধ্রুবান্' নিত্যান্ 'প্রতিষ্ঠিতান্' উপকরণসম্পন্নান্ 'অব্যথমানান্' ত্রাসরহিতান্ 'লোকান্' 'ধ্রুবঃ' চিরজীবী 'প্রতিষ্ঠিতঃ' সর্ব্বোপকরণসম্পন্নঃ 'অব্যথমানঃ' ত্রাসরহিতঃ সন্ 'অভিসিদ্ধ্যতি' অভিপ্রাপ্নোতি। 'যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ' 'ভবতি'। পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' সঙ্কল্পাৎ ভূয়ঃ ইতি।' সনৎকুমারঃ—'সঙ্কল্পাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ৪।

'চিত্তং বাব সঙ্কল্পাৎ ভূয়ঃ'। কথম্? 'যদা বৈ' 'চেতয়তে' পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং করোতি 'অথ' তদা 'সঙ্কল্পয়তে' অনেনেদং কর্ত্তব্যমিতি, 'অথ' তদনন্তরং 'মনস্যতি' 'অথ' তদনন্তরং 'বাচম্' 'ঈরয়তি' 'তাং' বাচং 'উ' 'নাম্নি' 'ঈরয়তি' 'নাম্নি মন্ত্রাঃ' 'একং ভবন্তি' একীভবন্তি 'মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' একীভবন্তি।

'তানি হ বৈ' 'এতানি' সঙ্কল্পাদীনি 'চিত্তৈকায়নানি' 'চিত্তাত্মানি' 'চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি'। 'তস্মাৎ' হেতোঃ 'যদ্যপি বহুবিৎ' 'অচিত্তঃ' চেতয়িতৃত্বসামর্থ্যরহিতঃ 'ভবতি' 'ন অয়ং' জনঃ 'অস্তি ইতি এব'

সম্যগপি অসম্যগিব 'এনং' বহুবিদং লৌকিকাঃ 'আহুঃ', 'যৎ' 'অয়ং বেদ' ন তৎ অস্তি, 'যৎ' যদি 'অয়ং বিদ্বান্' স্যাৎ 'ইত্থম্' 'অচিত্তঃ' 'ন' 'স্যাৎ' 'ইতি' তে বদন্তি। 'অথ যদি অল্পবিৎ চিত্তবান্ ভবতি' 'তস্মৈ এব' 'উত' অপি 'শুশ্রূষন্তে' শ্রোতুমিচ্ছন্তি জনাঃ। সুতরাং 'চিত্তং হি' 'এষাং' সঙ্কল্পাদীনাম্ 'একায়নং' 'চিত্তম্ আত্মা' 'চিত্তং প্রতিষ্ঠা' 'চিত্তং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব' 'ইতি'।

'স যঃ চিত্তং ব্রহ্ম' ইতি 'উপাস্তে' 'চিত্তবান্' 'স' উপাসিতা 'ধ্রুবান্' 'প্রতিষ্ঠিতান্' 'অব্যথমানান্' 'লোকান্' 'ধ্রুবঃ' 'প্রতিষ্ঠিতঃ' 'অব্যথমানঃ' সন্ 'অভিসিদ্ধ্যতি' 'যাবৎ চিত্তস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ' 'ভবতি'। পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'চিত্তাৎ ভূয়ঃ ইতি'। সনৎকুমারঃ 'চিত্তাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ৫।

'ধ্যানং বাব চিত্তাৎ ভূয়ঃ'। কথম্? 'পৃথিবী' 'ধ্যায়তি' নিশ্চলতয়া তিষ্ঠতি 'ইব' 'অন্তরিক্ষং ধ্যায়তি ইব' 'দ্যৌঃ ধ্যায়তি ইব' 'আপঃ ধ্যায়ন্তি ইব' 'পর্ব্বতাঃ ধ্যায়ন্তি ইব' 'দেবমনুষ্যাঃ ধ্যায়ন্তি ইব'। 'তস্মাৎ' হেতোঃ 'ইহ' 'যে' 'মনুষ্যাণাং' 'মহত্তাং' মহত্ত্বং 'প্রাপ্নুবন্তি' 'তে' 'ধ্যানপাদাংশাঃ' ধ্যানফললাভকলাবন্ত 'ইব' 'এব' 'ভবন্তি'। 'অথ' 'যে' 'অল্পাঃ' ক্ষুদ্রাঃ তে 'কলহিনঃ' 'পিশুনাঃ' দোষদর্শিনঃ 'উপবাদিনঃ' পরদোষঘোষকাঃ। 'অথ' 'যে' 'প্রভবঃ' মহত্ত্বং প্রাপ্তাঃ 'তে' ধ্যানপাদাংশা ইব এব ভবন্তি'। অতঃ 'ধ্যানং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ ধ্যানং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'যাবৎ ধ্যানস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' যথা রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ ভবতি'। পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'ধ্যানাৎ ভূয় ইতি।' সনৎকুমারঃ—'ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ৬।

'বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাৎ ভূয়ঃ'। কথম্? 'বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ (২) 'অমুং চ' 'রসং চ' 'ইমং চ' 'অমুং চ' 'লোকং' 'বিজ্ঞানেন এব বিজানাতি'. 'বিজ্ঞানং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'স' উপাসিতা 'বিজ্ঞানবতঃ' শাস্ত্রীয়জ্ঞানযুক্তান্ 'জ্ঞানবতঃ' শাস্ত্রাতিরিক্তজ্ঞানযুক্তান্ 'লোকান্' 'অভিসিদ্ধ্যতি' প্রাপ্নোতি। 'যাবৎ বিজ্ঞানস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ ভবতি'। পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ ইতি'। সনৎকুমারঃ—'বিজ্ঞানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি।' নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি। ৭।

'বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ'। কথম্? 'অপি' পুনঃ 'একঃ বলবান্' 'বিজ্ঞানবতাং' 'শতম্' 'আকম্পয়তে'। 'স' পুরুষঃ 'যদা বলী ভবতি' 'অথ' তদা 'উত্থাতা ভবতি' 'উত্তিষ্ঠন্' 'পরিচরিতা' আচার্য্যসেবী 'ভবতি' 'পরিচরন্' 'উপসত্তা' সমীপগঃ প্রিয়ঃ 'ভবতি' 'উপসীদন্' 'সমীপং গচ্ছন্' 'দ্রষ্টা ভবতি' 'শ্রোতা ভবতি' 'মন্তা ভবতি' 'বোদ্ধা ভবতি' 'কর্ত্তা ভবতি' 'বিজ্ঞাতা ভবতি' 'বলেন বৈ পৃথিবী' 'বলেন অন্তরিক্ষং' 'বলেন দ্যৌঃ' 'তিষ্ঠতি' 'বলেন পর্ব্বতাঃ' 'বলেন দেবমনুষ্যাঃ' 'বলেন পশবঃ চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ চ' 'আকীটপতঙ্গপিপীলকং' 'শ্বাপদানি' তিষ্ঠন্তি 'বলেন লোকঃ তিষ্ঠতি' 'বলং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপা স্বইতি'।

'স যঃ বলং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'যাবৎ বলস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ' 'ভবতি'। পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'বলাৎ ভূয়ঃ ইতি'। সনৎকুমারঃ—'বলাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি। ৮।

'অন্নং বাব বলাৎ ভূয়ঃ'। 'তস্মাৎ' হেতোঃ 'যদ্যপি দশরাত্রীঃ ন অশ্নীয়াৎ' 'যদি উ হ' 'জীবেৎ' 'অথ' পুনঃ 'অদ্রষ্টা' 'অশ্রোতা' 'অমন্তা' 'অবোদ্ধা' 'অকর্ত্তা' 'অবিজ্ঞাতা' 'ভবতি'। 'অথ' অনন্তরং 'অন্নস্য' 'আয়ে' প্রাপ্তৌ 'দ্রষ্টা ভবতি' 'শ্রোতা ভবতি' 'মন্তা ভবতি' 'বোদ্ধা ভবতি' 'কর্ত্তা ভবতি' 'বিজ্ঞাতা ভবতি' 'অন্নং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ অন্নং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে', 'স' উপাসিতা 'বৈ' 'অন্নবতঃ' 'পানবতঃ' 'লোকান্' 'অভিসিধ্যতি' প্রাপ্নোতি 'যাবৎ অন্নস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারো ভবতি'। পুনরুক্তি-রুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'অন্নাৎ ভূয়ঃ ইতি'। সনৎকুমারঃ—'অন্নাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ৯।

'আপঃ বাব অন্নাৎ ভূয়ঃ' স 'তস্মাৎ' হেতোঃ 'যদা সুবৃষ্টিঃ ন ভবতি' তদা 'অন্নং' 'কনীয়ঃ' অল্পং 'ভবিষ্যতি' 'ইতি হেতোঃ' 'প্রাণাঃ' 'ব্যাধীয়ন্তে' দুঃখিনো ভবন্তি 'অথ যদা সুবৃষ্টিঃ ভবতি' 'অন্নং বহু ভবিষ্যতি' 'ইতি' হেতোঃ 'প্রাণাঃ' 'আনন্দিনঃ 'ভবন্তি'। 'ইমা' 'আপঃ' 'এব' 'মূর্ত্তাঃ' —অপ্সম্ভবাৎ মূর্ত্তস্যান্নস্য। 'যা ইয়ং পৃথিবী' 'যৎ অন্তরিক্ষং' 'যদ্যৌঃ' বা দ্যৌঃ 'যৎপর্ব্বতাঃ' যে পর্ব্বতাঃ, 'যদ্দেব-মনুষ্যাঃ' যে দেবমনুষ্যাঃ 'যৎপশবঃ' যে পশবঃ 'চ' 'বয়াংসি চ' 'তৃণবনস্পতয়ঃ' 'আকীটপতঙ্গপীপিলকং' 'শ্বাপদানি' 'ইমাঃ' 'আপঃ' 'এব' 'মূর্ত্তাঃ'। 'অপঃ' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ অপঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' স 'সর্ব্বান্ কামান্' 'আপ্নোতি' 'তৃপ্তিমান্ ভবতি' 'যাবৎ অপাং গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ' 'ভবতি'। পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ —'ভগবঃ' 'অস্তি' 'অদ্ভ্যঃ ভূয়ঃ ইতি'। সনৎকুমারঃ—'অদ্ভ্যঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ১০।

'তেজঃ বাব অদ্ভ্যঃ ভূয়ঃ'। কথম্? 'তৎ বৈ এতৎ' তেজঃ 'বায়ুম্' 'উপগৃহ্য' অবষ্টভ্য যদা 'আকাশম্' 'অভিতপতি' উষ্ণং করোতি 'তদা' 'আহুঃ' লৌকিকাঃ 'নিশোচতি' বায়ুঃ শুষ্কঃ তিষ্ঠতি 'নিতপতি' দেহসন্তাপং জনয়তি, অতঃ 'বর্ষিষ্যতি' বারিবর্ষণং ভবিষ্যতি 'ইতি' 'বৈ' প্রসিদ্ধম্। 'তেজঃ এব' 'তৎ' 'পূর্ব্বং' বারিবর্ষণলক্ষণং 'দর্শয়িত্বা' 'অথ' অনন্তরম্ 'অপঃ' 'সৃজতে' উৎপাদয়তি। 'তৎ এতৎ' তেজঃ 'ঊর্দ্ধাভিঃ চ' ঊর্দ্ধগাভিশ্চ 'তিরশ্চীভিঃ' তির্য্যগ্‌গতাভিঃ 'চ' 'বিদ্যুদ্ভিঃ' 'আহ্রাদাঃ' স্তনয়নশব্দাঃ 'চরন্তি' প্রচরন্তি 'তস্মাৎ' জনাঃ 'আহুঃ'—'বিদ্যোততে' বিদ্যুৎপ্রকাশো ভবতি 'স্তনয়তি' নির্ঘোষয়তি, অতঃ 'বর্ষিষ্যতি' বারিবর্ষণং ভবিষ্যতি ইতি 'বৈ'। 'তেজ এব তৎপূর্ব্বং দর্শয়িত্বা অথ অপঃ সৃজতে'। অতঃ 'তেজঃ' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ তেজঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'স' উপাসিতা 'বৈ' 'তেজস্বী' সন্ 'তেজস্বতঃ' 'ভাস্বতঃ' প্রকাশ-বতঃ 'অপহততমস্কান্' 'লোকান্' 'অভিসিধ্যতি' প্রাপ্নোতি, 'যাবৎ তেজসঃ গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ ভবতি'। পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্, 'অস্তি' 'তেজসঃ ভূয় ইতি'। সনৎকুমারঃ—'তেজসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ১১।

'আকাশঃ বাব তেজসঃ ভূয়ান্'। কথম্? 'আকাশে বৈ' 'উভৌ' 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' 'বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি অগ্নিঃ'। 'আকাশেন আহ্বয়তি' 'আকাশেন শৃণোতি' 'আকাশেন প্রতিশৃণোতি' 'আকাশে রমতে' 'আকাশে ন রমতে' বিষাদকারণে হ্যুপস্থিতে 'আকাশে জায়তে' 'আকাশম্' 'অভিজায়তে' অভিলক্ষ্য জায়তে। অতঃ 'আকাশং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ আকাশং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'স' উপাসিতা 'বৈ' 'আকাশবতঃ' বিস্তারবতঃ 'প্রকাশবতঃ'

'অসংবাধান্' অন্যোন্যপীড়ারহিতান্ 'উরুগায়বতঃ' বিকীর্ণগতীন্ 'লোকান্' 'অভিসিদ্ধ্যতি' প্রাপ্নোতি, 'যাবৎ আকাশস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ ভবতি' পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'আকাশাৎ ভূয়ঃ ইতি'। সনৎকুমারঃ—'আকাশাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ১২।

'স্মরঃ' স্মরণং 'বাব আকাশাৎ ভূয়ঃ'। 'তস্মাৎ' হেতোঃ 'যদ্যপি' 'ন স্মরন্তঃ' 'বহবঃ' 'আসীরন্' 'ন এব তে' 'কঞ্চন শৃণুয়ুঃ' 'ন মন্বীরন্' 'ন বিজানীরন্' 'যদা বাব তে স্মরেয়ুঃ' 'অথ' তদা 'শৃণুয়ুঃ' 'অথ' তদা 'মন্বীরন্' 'অথ' তদা 'বিজানীরন্'। 'স্মরেণ বৈ পুত্রান্' 'স্মরেণ পশূন্' 'বিজানাতি'। অতঃ 'স্মরং' স্মরণং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ স্মরং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'যাবৎ স্মরস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারঃ ভবতি' পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'স্মরাৎ ভূয়ঃ ইতি'। সনৎকুমারঃ —'স্মরাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ১৩।

'আশা বাব স্মরাৎ ভূয়সী'। কথম্? 'আশেদ্ধো' আশয়া বর্দ্ধিতঃ 'বৈ' 'স্মরঃ' 'মন্ত্রান্ অধীতে' 'কর্ম্মাণি কুরুতে' 'পুত্রান্ চ পশূন্ চ ইচ্ছতে' 'ইমং চ লোকম্ অমুং চ ইচ্ছতে'। অতঃ 'আশাং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্ব ইতি'।

'স যঃ আশাং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্য' উপাসিতুঃ 'আশয়া' 'সর্ব্বে কামাঃ সমৃদ্ধ্যন্তি' 'অস্য' 'হ' পুনঃ 'অমোঘাঃ' 'আশিষঃ' 'ভবন্তি' 'যাবৎ আশায়াঃ গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্য' 'যথা' রাজ্ঞঃ তথা 'কামচারো ভবতি' পুনরুক্তিরুপসংহারার্থা। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্, 'অস্তি' 'আশায়াঃ ভূয় ইতি।' সনৎকুমারঃ—'আশায়াঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি'। নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ১৪।

'প্রাণঃ বাব আশায়াঃ ভূয়ান্'। কথম্? 'যথা' 'বৈ' লোকে রথচক্রস্য 'অরাঃ' 'নাভৌ' রথনাভৌ 'সমর্পিতাঃ' সম্প্রোতাঃ 'এবম্' 'অস্মিন্ প্রাণে' 'সর্ব্বং সমর্পিতম্'। 'প্রাণঃ' 'প্রাণেন' স্বশক্ত্যা 'যাতি' 'প্রাণঃ' 'প্রাণং' স্বশক্তিং 'প্রাণায়' স্বশক্তিভূতায় 'দদাতি'। 'প্রাণঃ' 'হ' এব 'পিতা' 'প্রাণঃ মাতা' 'প্রাণঃ ভ্রাতা' 'প্রাণঃ স্বসা' 'প্রাণঃ আচার্য্যঃ' 'প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ'।

'স' 'যদি' 'পিতরং বা' 'মাতরং বা' 'ভ্রাতরং বা' 'স্বসারং বা' 'আচার্য্যং বা' 'ব্রাহ্মণং বা' 'কিঞ্চিৎ' 'ভৃশম্ ইব' তদননুরূপং ত্বঙ্কারাদিবচনম্ 'আহ' 'ধিক্ ত্বাম্ অস্তু ইতি এব' 'এনং' ত্বঙ্কারাদিপ্রয়োগশীলম্ 'আহুঃ' বিবেকিনঃ—'পিতৃহা' 'বৈ' নিশ্চিতং 'ত্বম্ অসি' 'মাতৃহা বৈ ত্বমসি' 'ভ্রাতৃহা বৈ ত্বম্ অসি' 'স্বসৃহা বৈ ত্বম্ অসি' 'আচার্য্যহা বৈ ত্বম্ অসি' 'ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বম্ অসি' 'ইতি'।

'স যদ্যপি' 'উৎক্রান্তপ্রাণান্' মৃতান্ 'এনান্' পিত্রাদীন্ 'শূলেন' 'সমাসং' রাশিং কৃত্বা 'ব্যতিষং' খণ্ডশঃ কৃত্বা 'দহেৎ' 'ন এব এনং' 'ব্রূয়ুঃ'—'পিতৃহা অসি ইতি' 'ন' ব্রূয়ুঃ 'মাতৃহা অসি ইতি' 'ন' ব্রূয়ুঃ 'ভ্রাতৃহা অসি ইতি' 'ন' ব্রূয়ুঃ 'স্বসৃহা অসি ইতি' 'ন' ব্রূয়ুঃ 'আচার্য্যহা অসি ইতি' 'ন' ব্রূয়ুঃ 'ব্রাহ্মণহা অসি ইতি'।

'এতানি সর্ব্বাণি' 'প্রাণঃ হি এব' 'ভবতি'। 'স বা এস' প্রাণাত্মবাদী 'এবং পশ্যন্' 'এবং মন্বানঃ' 'এবং বিজানন্' 'অতিবাদী' নামাদ্যাশান্তম্ অতীত্য বদনশীলঃ 'ভবতি'। 'তং চেৎ ব্রূয়ুঃ' জনাঃ 'অতিবাদী অসি' ত্বম্ 'ইতি' স 'ব্রূয়াৎ অতিবাদী অস্মি ইতি' 'ন অপহ্নুবীত' ন অপলপেৎ'। ১৫।

তত্র তুষ্যন্তং নারদমাহ সনৎকুমারঃ—'এষ তু অতিবদতি যঃ সত্যেন অতিবদতি'। তচ্ছ্রুত্বা নারদঃ —'ভগবঃ' ভগবন্ 'সোঽহং সত্যেন অতিবদানি ইতি'। সনৎকুমার আহ—'সত্যং তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি।' নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'সত্যং' বিজিজ্ঞাসে' অহম্ 'ইতি'। ১৬।

সনৎকুমারঃ—'যদা বৈ' 'বিজানাতি' বিশেষজ্ঞানং লভতে 'অথ' তদা 'সত্যং বদতি' 'ন অবিজানন্ সত্যং বদতি, বিজানন্ এব সত্যং বদতি'। অতঃ 'বিজ্ঞানং তু এব' 'বিজিজ্ঞাসিতব্যম্' 'ইতি'। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'বিজ্ঞানং' 'বিজিজ্ঞাসে ইতি'। ১৭।

সনৎকুমারঃ—'যদা বৈ' 'মনুতে' মননবিষয়ং করোতি 'অথ' তদা 'বিজানাতি', 'ন অমত্বা বিজানাতি মত্বা এব বিজানাতি' 'মতিঃ' মননং 'তুঃ' 'এব' 'বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি'। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'মতিং' 'বিজিজ্ঞাসে ইতি'। ১৮।

সনৎকুমারঃ—'যদা বৈ শ্রদ্দধাতি' 'অথ' তদা 'মনুতে'। 'ন অশ্রদ্দধৎ মনুতে শ্রদ্দধৎ এব মনুতে।' 'শ্রদ্ধা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি'। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'শ্রদ্ধাং বিজিজ্ঞাসে ইতি'। ১৯।

সনৎকুমারঃ—'যদা বৈ' 'নিস্তিষ্ঠতি' নিরন্তরং তিষ্ঠতি জিজ্ঞাসুঃ সদাচার্য্যসন্নিধৌ 'অথ' তদা 'শ্রদ্দধাতি' 'ন অনিস্তিষ্ঠন্ শ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্ এব শ্রদ্দধাতি'। 'নিষ্ঠা' তু এব 'বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি'। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'নিষ্ঠাং বিজিজ্ঞাসে ইতি'। ২০।

সনৎকুমারঃ—'যদা বৈ' 'করোতি' সংযমাদিকমনুতিষ্ঠতি 'অথ' তদা 'নিস্তিষ্ঠতি'। 'ন অকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বা এব নিস্তিষ্ঠতি'। অতঃ 'কৃতিঃ তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি'। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'কৃতিং' 'বিজিজ্ঞাসে ইতি'। ২১।

সনৎকুমারঃ—'যদা বৈ সুখং লভতে' 'অথ' তদা 'করোতি' 'ন অসুখং লব্ধা করোতি সুখম্ এব লব্ধা করোতি'। অতঃ 'সুখং তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি'। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'সুখং' 'বিজিজ্ঞাসে ইতি'। ২২।

সনৎকুমারঃ—'যো বৈ' 'ভূমা' বাহুল্যাৎ ন্যূনতাশূন্যঃ 'তৎ সুখম্ ন অল্পে সুখম্ অস্তি ভূমা এব সুখম্' 'ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি।' নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'ভূমানং' 'বিজিজ্ঞাসে ইতি'। ২৩।

নিরবকাশত্বাৎ 'যত্র ন অন্যৎ পশ্যতি', 'ন অন্যৎ শৃণোতি' 'ন অন্যৎ বিজানাতি' 'স ভূমা'। 'অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি' 'অন্যৎ শৃণোতি' 'অন্যৎ বিজানাতি' 'তৎ অল্পম্' 'যো বৈ ভূমা তৎ অমৃতম্ অথ যৎ অল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্'। নারদঃ—'স' ভূমা 'কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি'। 'স্বে মহিম্নি' মাহাত্ম্যে স্বরূপে প্রভাবে স্বাত্মানতিরিক্তে। 'যদি বা' স্বাত্মাতিরিক্তং মন্যসে—'ন মহিম্নি ইতি'।

'ইহ' 'গো অশ্বং' 'মহিমা' ঐশ্বর্য্যম্ 'ইতি আচক্ষতে' 'হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণি আয়তনানি' মহিমসংজ্ঞকানি। 'ন অহম্ এবং' মহিমেতি ব্রবীমি। কথং ন এবং মহিমেতি বদসি? 'অন্যঃ হি অন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি' হেতোঃ 'ব্রবীমি' তথা ইতি 'হ' পুনঃ স 'উবাচ'। ভূম্নি তু তদতিরিক্তস্য নাবকাশ ইতি নাহমেবং ব্রবীমীতি ভগবন্। ২৪।

কথং তস্মিন্ তদতিরিক্তস্য নাবকাশ?—'স' ভূমা 'এব' 'অধস্তাৎ' 'স উপরিষ্টাৎ' 'স পশ্চাৎ' 'স পুরস্তাৎ' 'স দক্ষিণতঃ' 'স উত্তরতঃ' 'স এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি'। 'অথ অতঃ' ভূমোপদেশানন্তরম 'অহঙ্কারাদেশঃ' অহঙ্কারোপদেশঃ 'এব'। 'অহম্ এব অধস্তাৎ' 'অহম্ উপরিষ্টাৎ' 'অহং পশ্চাৎ' 'অহং পুরস্তাৎ' 'অহং দক্ষিণতঃ' 'অহম্ উত্তরতঃ' 'অহম্ এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি'।

'অথ অতঃ আত্মাদেশঃ এব'। 'আত্মা এব অধস্তাৎ' 'আত্মা উপরিষ্টাৎ' 'আত্মা পশ্চাৎ' 'আত্মা পুরস্তাৎ' 'আত্মা দক্ষিণতঃ' 'আত্মা উত্তরতঃ' 'আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি'। 'স বা এষ' বিদ্বান্ 'এবং পশ্যন্' 'এবং মন্বানঃ' 'এবং বিজানন্' 'আত্মরতিঃ' 'আত্মক্রীড়ঃ' 'আত্মমিথুনঃ' 'আত্মানন্দঃ'। সুতরাং 'স স্বরাট্' আত্মনি বিরাজমানঃ 'ভবতি'। 'সর্ব্বেষু লোকেষু' তস্য 'কামচারঃ ভবতি'। 'অথ'

পক্ষান্তরে 'অতঃ' 'অন্যথা' 'যে' 'বিদুঃ' 'তে' 'অন্যরাজানঃ' অন্যপরতন্ত্রাঃ 'ক্ষয্যলোকাঃ' বিনাশিলোকাঃ 'ভবন্তি'। 'সর্ব্বেষু লোকেষু' 'তেষাম্' 'অকামচারঃ' ব্যাহতগতিঃ 'ভবতি'। ২৫।

'এবং পশ্যতঃ' 'এবং মন্বানস্য' 'এবং বিজানতঃ' 'তস্য হ বৈ এতস্য' বিদুষঃ 'আত্মতঃ প্রাণঃ' 'আত্মতঃ আশা' 'আত্মতঃ স্মরঃ' 'আত্মতঃ আকাশঃ' 'আত্মতঃ তেজঃ' 'আত্মতঃ আপঃ' 'আত্মতঃ আবির্ভাবতিরোভাবৌ' অপ্সম্ভবাৎ মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ 'আত্মতঃ অন্নম্' 'আত্মতঃ বলম্' 'আত্মতঃ বিজ্ঞানম্' 'আত্মতঃ চিত্তম্' 'আত্মতঃ সঙ্কল্পঃ' 'আত্মতঃ মনঃ' 'আত্মতঃ বাক্' 'আত্মতঃ নাম' 'আত্মতঃ মন্ত্রাঃ' 'আত্মতঃ কর্ম্মাণি' 'আত্মতঃ এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি'।

'তৎ' তস্মিন্নর্থে 'এষ শ্লোকঃ'—'পশ্যঃ' তথোক্তদর্শী 'ন মৃত্যুং' 'ন রোগং' 'ন উত দুঃখতাং' 'পশ্যতি' 'পশ্যঃ' 'হ' পুনঃ 'সর্ব্বং' 'পশ্যতি' 'সর্ব্বশঃ' 'সর্ব্বম্' 'আপ্নোতি' 'ইতি'। 'স' বিদ্বান্ প্রাক্ সৃষ্টেঃ 'একধা ভবতি' পশ্চাৎ 'ত্রিধা ভবতি' তেজোবন্নৈঃ, 'পঞ্চধা ভবতি' শব্দাদিভিঃ, 'সপ্তধা ভবতি' ধাতুভিঃ 'নবধা চ এব ভবতি' ইন্দ্রিয়গোলকৈঃ 'পুনঃ চ একাদশ' ইন্দ্রিয়ৈঃ 'শতং চ দশ চ একঃ চ' ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ 'বিংশতিঃ' 'সহস্রাণি চ' বাসনাভিঃ 'স্মৃতঃ'। 'আহারশুদ্ধৌ' 'সত্ত্বশুদ্ধিঃ' চিত্তশুদ্ধিঃ, 'সত্ত্বশুদ্ধৌ' 'ধ্রুবা' নিশ্চলা 'স্মৃতিঃ' বস্তূপলব্ধিঃ 'স্মৃতিলম্ভে' লব্ধায়াং স্মৃতৌ 'সর্ব্বগ্রন্থীনাং' নিখিলবাসনানাং 'বিপ্রমোক্ষঃ' বিমোচনম্। 'তস্মৈ' 'মৃদিতকষায়ায়' রাগদ্বেষাদিরঞ্জনরহিতায় নারদায় 'ভগবান্ সনৎকুমারঃ' 'তমসঃ পারং দর্শয়তি': 'তং' সনৎকুমারং 'স্কন্দঃ ইতি আচক্ষতে' তদ্বিদঃ। দ্বিবচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ২৬।

সনৎকুমার তাঁহাকে (নারদকে) বলিলেন, আপনি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন সে সমুদায় নাম।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, উৎপাতবিজ্ঞান, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, শিক্ষাদিবেদসম্পর্কীণ বিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্প ও গন্ধর্ব্ববিদ্যা, এ সকলই নাম, এই নামের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি নাম ব্রহ্ম এই বলিয়া উপাসনা করে, নামের যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয় *। নারদ বলিলেন, ভগবন্, নামাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, নামাপেক্ষা অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১।

নামাপেক্ষা বাক্ই অধিকতর। কেন না বাক্ই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত উৎপাত-

---

* 'যে ব্যক্তি নাম ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে,' এই বাক্যটি মূলে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে। বাক্যের উপসংহারপ্রদর্শনের জন্য সংস্কৃতে এইরূপ পুনরুল্লেখের ব্যবহার আছে। ভাষায় এরূপ ব্যবহার নাই; এজন্য এখানে ও সর্ব্বত্র তাদৃশ পুনরুল্লেখ পরিহার করা গেল।

বিজ্ঞান, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, শিক্ষাদিবেদসম্পর্কীয় বিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্প ও গন্ধর্ব্ব বিদ্যা, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষি-সমূহ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদগণ, কীটপতঙ্গপিপীলক পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, সাধু অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অহৃদয়জ্ঞ, এ সমুদায়ই বাক্ জ্ঞাপন-করে। যদি বাক্ না থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, সাধু অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অহৃদয়জ্ঞ এ কিছুই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। বাক্ই এ সকলকে জ্ঞাপন করে। বাকেরই উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি বাক্কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, বাকের যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, বাকের অপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, বাকের অপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ২।

বাকের অপেক্ষা মনই অধিকতর। কেন না মুষ্টি যেমন দুইটি আমলক, দুইটি কুল বা দুইটি বহেড়াকে অনুভব-করে, মনও তেমনি বাক্ ও নাম উভয়কেই অনুভব-করে। মন যখন মন্ত্র অধ্যয়ন-করিব এইরূপ মনে করে তখন অধ্যয়ন-করে, কর্ম্ম করিব এইরূপ মনে করিলে কর্ম্ম করে, পুত্র ও পশু চাই মনে করিলে পুত্র ও পশু চায়, ইহলোক ও পরলোক চাহিলে ইহলোক ও পরলোক ইচ্ছা-করে। মনই আত্মা, মনই (প্রাপ্য) লোক, মনই ব্রহ্ম, মনের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, মনের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, মনের অপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, মনের অপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৩।

মনের অপেক্ষা সঙ্কল্পই অধিকতর। কেন না যখন সঙ্কল্প করে, তখনই মনে করে, বাক্ উচ্চারণ করে, নামাবলম্বনে কথা কয়, নামে মন্ত্রগুলি এক হয়, মন্ত্রগুলিতে কর্ম্মগুলি এক হয়।

নাম, বাক্, মন, এগুলির একত্বের স্থান সঙ্কল্প, উহারা সঙ্কল্প হইতে

উৎপন্ন, সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত, দ্যুলোক ও পৃথিবী, বায়ু ও আকাশ, জল ও তেজ [যেন] সঙ্কল্প করিতেছে [তাই নিশ্চল]। ইহাদেরই সঙ্কল্প-নিমিত্ত বর্ষণসম্ভব হয়, বর্ষণসম্ভাবনাতেই অন্ন সম্ভবে, অন্ন সম্ভবে বলিয়াই প্রাণ ক্রিয়াসমর্থ হয়, প্রাণের ক্রিয়াসামর্থ্যেই মন্ত্রগুলির সামর্থ্য জন্মায়, মন্ত্রের সামর্থ্যে কর্ম্মগুলি ফলবান্ হয়, কর্ম্মগুলির ফলবত্তাতেই প্রাপ্য লোক কর্ম্মানুষ্ঠায়িগণের বাসোচিত হয়। প্রাপ্য লোকের ঈদৃশ সামর্থ্যে নিখিল জগৎ [আত্মস্বরূপপ্রকাশে] সমর্থ হয়। সঙ্কল্প যখন ঈদৃশ তখন সঙ্কল্পের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে ব্যক্তি চিরজীবী, সর্ব্ববিধ উপকরণসম্পন্ন এবং ত্রাসরহিত হইয়া বিধাতৃনিয়োজিত, নিত্য, উপকরণসম্পন্ন, ত্রাসরহিত লোকসকল প্রাপ্ত হয়। যত দূর সঙ্কল্পের গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, সঙ্কল্পাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, সঙ্কল্পাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৪।

সঙ্কল্পাপেক্ষা চিত্তই অধিকতর। কেন না যখন চিত্তের ক্রিয়া (পূর্ব্বাপরসন্ধান) হয় তখনই সঙ্কল্প করে, মনে করে, বাক্ উচ্চারণ করে, নামাবলম্বনে কথা কয়, নামে মন্ত্রগুলি এক হয়, মন্ত্রগুলিতে কর্ম্মগুলি এক হয়।

নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প, এগুলির একত্বের স্থান চিত্ত, উহারা চিত্ত হইতে উৎপন্ন, চিত্তে প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য বহুজ্ঞ ব্যক্তির যদি চিত্তভ্রংশ হয় তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে লোকে বলিয়া থাকে, এ ব্যক্তি আর নাই; যদি ইনি জ্ঞানসম্পন্ন হইতেন, যদি ইনি বিদ্বান্ হইতেন, ইঁহার এরূপ চিত্তভ্রংশ হইত না। পক্ষান্তরে অল্পবিৎও যদি স্বস্থচিত্ত হন, লোকে তাঁহারই কথা শুনিয়া থাকে। চিত্তই সঙ্কল্পাদির একত্বের স্থান, চিত্তই উহাদের উদ্ভবভূমি, চিত্তই উহাদের প্রতিষ্ঠার স্থল, অতএব চিত্তের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে ব্যক্তি চিত্তবান্, চিরজীবী, উপকরণসম্পন্ন, এবং ত্রাসরহিত হইয়া নিত্য, উপকরণসম্পন্ন,

ত্রাসরহিত লোকসকল প্রাপ্ত হয়, চিত্তের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, চিত্তাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, চিত্তাপেক্ষা অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৫।

ধ্যানই চিত্তাপেক্ষা অধিকতর। কেন না পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, অন্তরিক্ষ যেন ধ্যান করিতেছে, দ্যুলোক যেন ধ্যান করিতেছে, জল যেন ধ্যান করিতেছে, পর্ব্বতসকল যেন ধ্যান করিতেছে, দেবমনুষ্যগণ যেন ধ্যান করিতেছেন। সেই জন্যই এখানে যে সকল মনুষ্য মহত্ত্বলাভ করেন তাঁহারা যেন ধ্যানফলাংশলাভ করিয়াছেন তদ্রূপ (নিশ্চল) হন। পক্ষান্তরে যাহারা ক্ষুদ্র, তাহারা কলহী, দোষদর্শী ও পরদোষঘোষক। মহত্ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যেন ধ্যানফলাংশলাভ করিয়াছেন তদ্রূপ হন। অতএব ধ্যানের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, ধ্যানের যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, ধ্যানাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, ধ্যানাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৬।

বিজ্ঞানই ধ্যানাপেক্ষা অধিকতর। কেন না বিজ্ঞান দ্বারাই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, উৎপাতবিজ্ঞান, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, শিক্ষাদি বেদসম্পর্কীণ বিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্প ও গন্ধর্ব্ব বিদ্যা, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদগণ, কীট-পতঙ্গ-পিপীলক-পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, সাধু অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অহৃদয়জ্ঞ, অন্ন, রস, ইহলোক পরলোক, এ সকল বিজ্ঞান দ্বারাই জানা যায়। অতএব বিজ্ঞানের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন, বিজ্ঞানাপেক্ষা

অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, বিজ্ঞানাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৭।

বলই বিজ্ঞানাপেক্ষা অধিকতর। কেন না এক জন বলবান্ শত জন বিজ্ঞানবান্‌কে কম্পিত করে। যখন সে বলবান্ হয় তখন সে উত্থান করে, উত্থান করিয়া আচার্য্যসেবী হয়, আচার্য্যসেবী হইয়া তৎ-সমীপগত (প্রিয়) হয়, সমীপগত হইয়া দ্রষ্টা হয়, শ্রোতা হয়, মননকর্ত্তা হয়, বোদ্ধা হয়, কর্ত্তা হয়, বিজ্ঞাতা হয়। বলে পৃথিবী, বলে অন্তরিক্ষ, বলে দ্যুলোক, বলে পর্ব্বত সকল, বলে দেবমনুষ্যগণ, বলে পশু সকল পক্ষিসকল, তৃণবনস্পতি সকল শ্বাপদ সকল কীটপতঙ্গপিপীলকপর্য্যন্ত, বলে (প্রাপ্য) লোক স্থিতি করে। অতএব বলের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি বলকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, বলের যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, বলের অপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, বলাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৮।

অন্নই বল হইতে অধিকতর। সে জন্যই যদি দশরাত্রি আহার না করিয়া বাঁচিয়াও থাকে, তবু দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্ত্তা বোদ্ধা কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা থাকে না। অনন্তর অন্ন পাইলে দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্ত্তা বোদ্ধা কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হয়। অতএব অন্নের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে ব্যক্তি অন্নপানযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয়। অন্নের যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, অন্নাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, অন্নাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৯।

জলই অন্নাপেক্ষা অধিকতর। সে জন্যই যখন সুবৃষ্টি হয় না, অন্নের অল্পতা হইবে এ নিমিত্ত প্রাণসকলের কষ্ট সমুপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে যখন সুবৃষ্টি হয়, অন্ন প্রচুর হইবে এ নিমিত্ত প্রাণ সকল আনন্দিত হয়। জলই এ সকল মূর্ত্ত পদার্থ। এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ, এই যে দ্যুলোক, এই যে পর্ব্বত সকল, এই যে দেবমনুষ্য, এই যে পশু পক্ষী তৃণ-

বনস্পতি শ্বাপদ কীট-পতঙ্গ-পিপীলক-পর্য্যন্ত, জলই এ সকল মূর্ত্ত পদার্থ। অতএব জলেরই উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি জলকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে সমুদায় অভিলষিত প্রাপ্ত হয়, তৃপ্তিমান্ হয়। জলের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, জলাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, জলাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১০।

তেজই জলাপেক্ষা অধিকতর। কেন না সেই তেজই বায়ুর গতি অবরুদ্ধ করিয়া যে সময়ে আকাশকে উত্তপ্ত করে, তখন লোকে বলিয়া থাকে, বায়ু স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে গাত্রদাহ উপস্থিত, বৃষ্টি হইবে। তেজই বারিবর্ষণের পূর্ব্বলক্ষণ দেখাইয়া পরে জলোৎপাদন করে। আর এই তেজই ঊর্দ্ধগত বিদ্যুৎ দ্বারা ঘোর শব্দ করিতে থাকে, সে জন্যই লোকে বলে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, গর্জ্জন হইতেছে, বৃষ্টি হইবে। তেজই সেই পূর্ব্বলক্ষণ দেখাইয়া তৎপর জলসৃজন করে। অতএব তেজেরই উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি তেজকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে তেজস্বী হয়; যে সকল লোক তেজস্বান্, দীপ্তিমান্, অন্ধকারশূন্য সেই সকল লোক প্রাপ্ত হয়। তেজের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, তেজের অপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, তেজের অপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১১।

আকাশই তেজের অপেক্ষা অধিকতর। কেন না আকাশেই সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ নক্ষত্র অগ্নি স্থিতি করে। অপিচ আকাশযোগেই আহ্বান করে, আকাশযোগেই শ্রবণ করে, এক জন যে কথা বলে অপর জন আকাশযোগেই সে কথা শ্রবণ করে, আকাশেই আমোদ করে, আকাশেই বিষাদ করে, আকাশেই জন্মে, আকাশাভিমুখেই জন্মে। অতএব আকাশেরই উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে আকাশসদৃশ প্রকাশবান্ অসঙ্কীর্ণ বহুবিস্তৃত লোক সকল প্রাপ্ত হয়। আকাশের যত

দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, আকাশাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, আকাশাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১২।

স্মরণই আকাশাপেক্ষা অধিকতর। সেই জন্য যদি বহুজনও থাকে যদি তাহাদের স্মরণ না থাকে, তাহাদের কেহ কাহাকেও শোনে না, কেহ কাহাকেও মনে করে না, কেহ কাহাকেও জানে না, কিন্তু যখন স্মরণে পড়ে, তখন (একে অপরকে) শোনে, মনে করে, জানে, স্মরণযোগে পুত্রকে চেনে পশুকে চেনে। অতএব স্মরণের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি স্মরণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, স্মরণের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, স্মরণাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, স্মরণাপেক্ষা অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১৩।

আশাই স্মরণাপেক্ষা অধিকতর। কেন না আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্মরণ করে, মন্ত্রাধ্যয়ন করে, কার্য্য করে, পশু পুত্র ইচ্ছা-করে, ইহলোক পরলোক ইচ্ছা-করে। অতএব আশার উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, আশাযোগে ইহার সমুদায় অভিলাষ সমৃদ্ধিমান্ হয়, ইহার শুভাকাঙ্ক্ষা অমোঘ হয়। আশার যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, আশাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, আশাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১৪।

প্রাণই আশাপেক্ষা অধিকতর। চক্রের নাভিদেশে অরা সকল যেমন প্রোথিত থাকে, সেইরূপ এ সমুদায় প্রাণে প্রোথিত রহিয়াছে। প্রাণই প্রাণশক্তিতে গতিশীল হয়, প্রাণই প্রাণকে প্রাণশক্তি দেয়, প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই ব্রাহ্মণ।

তোমাকে ধিক্ এই বলিয়া যদি কেহ পিতাকে বা মাতাকে,

ভ্রাতাকে বা ভগিনীকে, আচার্য্য বা ব্রাহ্মণকে অত্যুক্তি করে, লোকে তাহাকে বলে, তুই পিতৃহা, তুই মাতৃহা, তুই ভ্রাতৃহা, তুই ভগ্নীহা, তুই আচার্য্যহা, তুই ব্রাহ্মণহা।

প্রাণ যখন দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন যদি ইঁহাদিগকে শূলের দ্বারা স্তূপীকৃত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কেহ দহন-করে, লোকে তাহাকে বলে না, তুই পিতৃহা, তুই মাতৃহা, তুই ভ্রাতৃহা, তুই ভগ্নীহা, তুই আচার্য্যহা, তুই ব্রাহ্মণহা।

প্রাণই সকল হন। যে ব্যক্তি প্রাণকে এই দৃষ্টিতে দেখিয়া, এইরূপ মনে করিয়া এইরূপ জানিয়া প্রাণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলে, তাহাকে যদি কেহ বলে, তুমি অতিরিক্ত বলিতেছ, তাহা হইলে সে ব্যক্তি গোপন করিবে না, বলিবে আমি (প্রাণকে) অধিকই বলিতেছি। ১৫।

যে ব্যক্তি সত্যকে অবলম্বন করিয়া অধিক বলে, সেই অতিবাদ করে। নারদ বলিলেন, ভগবন্, আমি সত্যকে অবলম্বন করিয়াই অতিবাদ করিতেছি। সনৎকুমার বলিলেন, সত্য কি তাহাতো জানা চাই। নারদ বলিলেন, সত্য কি তাহা জানিতে চাই। ১৬।

যখনই কেহ সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানে, তখনই সে সত্য বলে। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না জানিয়া কেহ সত্য বলে না, সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিয়াই সত্য বলে। সাক্ষাৎ-জ্ঞান (বিজ্ঞান) কি তাহাতো জানা চাই। নারদ বলিলেন, ভগবন্, সাক্ষাৎ-জ্ঞান কি তাহা জানিতে চাই। ১৭।

যখনই কেহ মনন করে, তখনই সাক্ষাৎ-জ্ঞান লাভ করে। মনন না করিয়া সাক্ষাৎ-জ্ঞানলাভ হয় না, মনন করিয়াই সাক্ষাৎ-জ্ঞানলাভ হয়। মনন কি তাহাতো জানা চাই। নারদ বলিলেন, ভগবন্, মনন কি তাহা জানিতে চাই। ১৮।

যখনই শ্রদ্ধাশীল হয় তখনই মনন করে। অশ্রদ্ধাশীল মনন করে না, শ্রদ্ধাশীল হইয়াই মনন করে। শ্রদ্ধা কি তাহাতো জানা চাই। নারদ বলিলেন, ভগবন্, শ্রদ্ধা কি তাহা জানিতে চাই। ১৯।

যখনই নিষ্ঠা উপস্থিত হয়, তখনই শ্রদ্ধা করে, নিষ্ঠা না করিয়া শ্রদ্ধা করে না, নিষ্ঠা করিয়াই শ্রদ্ধা করে। নিষ্ঠা কি তাহাতো জানা চাই। নারদ বলিলেন, ভগবন্, নিষ্ঠা কি তাহা জানিতে চাই। ২০।

যখনই ইন্দ্রিয়সংযমাদি করে, তখনই নিষ্ঠা উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়সংযমাদি না করিয়া নিষ্ঠা উপস্থিত হয় না, ইন্দ্রিয়সংযমাদি করিয়াই নিষ্ঠা উপস্থিত হয়। ক্রিয়া কি তাহাতো জানা চাই। নারদ বলিলেন, ভগবন্, ক্রিয়া কি তাহা জানিতে চাই। ২১।

যখনই সুখ পায়, তখনই করে, সুখ না পাইয়া করে না, সুখ পাইয়াই করে, সুখ কি তাহাতো জানা চাই। নারদ বলিলেন, ভগবন্, সুখ কি তাহা জানিতে চাই। ২২।

যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই ভূমাতেই সুখ। ভূমা কি তাহাতো জানা চাই। নারদ বলিলেন, ভগবন্, ভূমা কি তাহা জানিতে চাই। ২৩।

যেখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। পক্ষান্তরে যেখানে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শুনা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহা অল্প। ভূমা যাহা তাহাই অমৃত, অল্প যাহা তাহাই মর্ত্ত্য। নারদ বলিলেন, হে ভগবন্, সেই ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত? আপনার মহিমাতে। যদি বলা যায়, মহিমায় নয় তাহা হইলে সে স্থলে গো অশ্ব, হস্তি হিরণ্য, দাস ভার্য্যা, ক্ষেত্র আয়তন, এই সকলকে মহিমা বলা হয়। আমি কিন্তু তাহা বলিতেছি না, কেন না যদি সেরূপ বলি, এক অন্যেতে প্রতিষ্ঠিত বলা হয় (ভূমাতো আপনাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত, অন্যেতে প্রতিষ্ঠিত নয়) ।২৪।

তিনিই অধোতে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই এ সমুদায়। অনন্তর অহঙ্কার-সম্বন্ধে উপদেশ এই :—অহমই অধোতে, অহমই ঊর্দ্ধে, অহমই পশ্চাতে, অহমই সম্মুখে, অহমই দক্ষিণে, অহমই উত্তরে, অহমই এ সমুদায়।

অনন্তর আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ এই :—আত্মাই অধোতে, আত্মাই ঊর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এ সমুদায়। যে সাধক এরূপ দেখেন, এরূপ মনে করেন, এরূপ জানেন তিনি আপনাতেই ক্রীড়া করেন, আপনি আপনার সঙ্গী, আপনাতেই তাঁহার আনন্দ। তিনি স্বরাট্ হন, সকল লোকে তাঁহার অব্যাহত গতি হয়। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি এ ছাড়া অন্যরূপ

জ্ঞানে তাহারা অন্যের অধীন, তাহাদের ক্ষয়িষ্ণু লোকে গতি হয়, সকল লোকে তাহাদের গতি অব্যাহত হয় না। ২৫।

যিনি এইরূপ দেখেন, এইরূপ মনে করেন, এইরূপ জানেন তাঁহার সন্নিধানে আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে আশা, আত্মা হইতে স্মরণ, আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজ, আত্মা হইতে জল, আত্মা হইতে আবির্ভাব তিরোভাব, আত্মা হইতে অন্ন, আত্মা হইতে বল, আত্মা হইতে বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সঙ্কল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্র, আত্মা হইতে কর্ম্ম, আত্মা হইতে এ সমুদায়ই।

সেই অর্থে এই শ্লোক—আত্মদর্শী ব্যক্তি মৃত্যু দেখেন না, রোগ দেখেন না, দুঃখ দেখেন না। তিনি সকলই দেখেন, সকল দিক্ হইতে সকলই পান। তিনি একধা হন, ত্রিধা হন, পঞ্চধা হন, সপ্তধা হন, নবধা হন, তিনি একাদশ হন, শত দশ ও এক হন, বিংশতি সহস্র হন। আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি, স্মৃতিলাভে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থির ছেদ হয়। ভগবান্ সনৎকুমার—যাঁহাকে জ্ঞানিগণ স্কন্দ বলেন—রাগদ্বেষাদিকষায়বিমুক্ত সেই নারদকে সংসারের পার দেখাইলেন।

ভাব—এস্থলে নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত আরোহক্রম বর্ণিত হইয়াছে। বাকের অভিব্যঞ্জকবর্ণ—নাম, সুতরাং নাম হইতে বাক্ অধিকতর। নাম ও বাক্ উভয়-ব্যাপী মন, সুতরাং মন অধিকতর। সঙ্কল্প বিনা মনের ক্রিয়া উপস্থিত হয় না, সুতরাং মনের অপেক্ষা সঙ্কল্প অধিকতর। সঙ্কল্প হইতে মনের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া হইতে বাক্-স্ফূর্ত্তি, বাক্স্ফূর্ত্তি হইতে নামের অভিব্যক্তি, নামের অভিব্যক্তি হইতে তৎসংযোগপরম্পরা মন্ত্রের অভ্যুদয়, মন্ত্রের অভ্যুদয় হইতে তদ্যোগে অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সুতরাং এ সমুদায় এক সঙ্কল্পমূলক বলিয়া সঙ্কল্পে পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলা হইয়াছে। সঙ্কল্পে নিশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। দ্যুলোক ও পৃথিবী, আকাশ ও বায়ু, তেজ ও জল, এ সকলই স্ব স্ব ব্যাপারে নিশ্চঞ্চল ভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এই নিশ্চঞ্চল ভাবে তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্তিকেই শ্রুতি সঙ্কল্প বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। স্থিরসঙ্কল্প নিয়ন্তাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি অচেতন দ্যুলোকাদিতে সঙ্কল্পের আরোপ করিয়াছেন, এটি স্মরণে রাখিলে আর কোন অসঙ্গতি মনে স্থান পায় না।

চেতনাধিষ্ঠান বিনা সঙ্কল্পের সম্ভাবনা নাই, পূর্ব্বপূর্ব্বোদিত সঙ্কল্পাদি সকলগুলিই

চেতনার ক্রিয়াতেই সম্ভবপর হয়, সুতরাং চিত্তকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলা হইয়াছে। কেবল চেতনা থাকিলেই কৃতার্থতার সম্ভাবনা নাই, চিত্ত যদি চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তাহা হইলে সে চিত্তে মহত্ত্বের সঞ্চার হয় না, দিন দিন ক্ষুদ্রতাই বাড়িতে থাকে, এ জন্যই ধ্যানকেই শ্রুতি চিত্ত হইতে অধিকতর বলিয়াছেন। ধ্যান কিছু নিরবলম্ব হয় না, বিজ্ঞান ধ্যানের অবলম্বন। সুতরাং ধ্যানাপেক্ষা বিজ্ঞান অধিকতর।

"এই পরাত্মা বলহীন দ্বারা লব্ধ হন না" (১০।৯) এই বাক্যের মধ্যে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বলকে বিজ্ঞান হইতে অধিকতর বলিবার তাহাই কারণ। যেখানে মানসিক বল নাই সেখানে বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিও যে অকর্ম্মণ্য হন, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। বল হইতে অন্নকে অধিকতর বলাতে মনে হয়, এ বল পার্থিব। অন্নাভাবে দেহের বল ক্ষয় পায়, তাহাতে কি মনের বল ক্ষয় পায়? যদি পায়, তবে মনও পার্থিব হইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মের জ্ঞান ও বল অন্নাদিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবে জ্ঞান ও বলসঞ্চারের কারণ হয় (১২।২[৫]), উপনিষদের এ মত মনে রাখিলে বল বা মনের পার্থিবত্ব ঘটে না।

জল বিনা অন্নের সম্ভাবনা নাই, জল বিনা পৃথিবী শস্যশালিনী হয় না, জল হইতে মূর্ত্তিমত্তা উপস্থিত হয়, এই সকল কারণে অন্নাপেক্ষা জলকে অধিকতর করা হইয়াছে। জলাপেক্ষা তেজ অধিকতর, কেন না উহা হইতেই জলের আগম হইয়া থাকে। ফলতঃ তেজ জল ও অন্ন এই তিনটিকে জগতের মূল উপাদান এবং দেবাধিষ্ঠানে ইহাদিগকে দেবতা বলিয়া শ্রুতি বর্ণন করিয়াছেন। তেজ হইতে জল, জল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় বলিয়া পূর্ব্বপূর্ব্বটি পরপরটি হইতে অধিকতর। আকাশ হইতে তেজের স্ফূর্ত্তি হয়, এজন্য তেজ হইতে আকাশকে শ্রুতি অধিকতর বলিয়াছেন।

আকাশাপেক্ষা স্মরণকে, স্মরণাপেক্ষা আশাকে, আশাপেক্ষা প্রাণকে শ্রুতি অধিকতর বলিয়া তাহার এই কারণপ্রদর্শন করিয়াছেন যে, স্মরণ না থাকিলে কেহ কাহাকেও চেনে না, কেহ কাহাকেও জানে না, কেহ কাহারও কথা শুনে না, অতএব আকাশাপেক্ষা স্মরণ অধিকতর। আকাশে সমুদায় নামরূপ নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, স্মরণের সাহায্য বিনা সে সকল নামরূপ থাকিয়াও নাই হইয়া যায়, অতএব আকাশাপেক্ষা স্মরণকে অধিকতর বলা ঠিকই হইয়াছে। স্মরণাপেক্ষা আশা অধিকতর এই জন্য যে আশাই স্মরণকে জাগাইয়া রাখে, যে বিষয়ের সঙ্গে আশা সংযুক্ত থাকে না, সে বিষয় আমাদের স্মরণ হইতে অতি সত্বর অপসৃত হয়। আমাদের আশা উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতির মূলে প্রাণশক্তি অবস্থিত। এক প্রাণশক্তির অভাবে সকলই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রাণকে আশাপেক্ষা কেন, স্মরণাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকলগুলির অপেক্ষা অধিকতর বলা হইয়াছে। যিনি প্রাণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলেন, তিনি সত্যাবলম্বনে সেরূপ বলেন, এজন্য কেহ তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিলেও তিনি উহা গোপন করেন না।

সত্য কি ? ইহার উত্তরে বিজ্ঞান ; বিজ্ঞান কি ? ইহার উত্তরে মনন ; মনন কি ? ইহার উত্তরে শ্রদ্ধা ; শ্রদ্ধা কি ? ইহার উত্তরে নিষ্ঠা ; নিষ্ঠা কি ? ইহার উত্তরে ক্রিয়া ; ক্রিয়া কি ? ইহার উত্তরে সুখ ; সুখ কি ? ইহার উত্তরে ভূমাকে উপস্থিতকরা হইয়াছে। এরূপ উত্তরের হেতু কি, অল্প চিন্তাতেই প্রতিভাত হয়। যে সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মে, উহা আমাদের নিকটে সত্য। মনন বিনা কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না, সুতরাং মননকেই সাক্ষাৎ জ্ঞানের কারণ বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। যে বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা নাই, সে বিষয়ে আমাদের মনোভিনিবেশ হয় না, মনোভিনিবেশ বিনা মনন কি প্রকারে সম্ভবে। শ্রদ্ধার কারণ নিষ্ঠা, নিষ্ঠা বিনা শ্রদ্ধা উপস্থিত হয় না। কোন একটি বিষয় করিতে করিতে তৎপ্রতি আমাদের নিষ্ঠা জন্মে, আমরা আর তাহা না করিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং ক্রিয়াই নিষ্ঠার হেতু। ক্রিয়াতে সুখ উপস্থিত হয় বলিয়াই নিরবচ্ছেদ ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি জন্মে। সুখই তবে নিরবচ্ছেদ ক্রিয়ার কারণ। পরিমিত বিষয়ে সুখ পরিমিত, সুতরাং সেখানে সুখের সঙ্গে সঙ্গে বিরাগ উপস্থিত হয়। সকল প্রকার পরিমাণশূন্য ভূমাতে যে সুখ সেই সুখই সুখ।

ভূমা কে ? যিনি আপনাতে আপনি পূর্ণ, যাঁহার পূর্ণতা অন্যনিরপেক্ষ। ভূমা আপনি আপনার মহিমায় অবস্থিত। এ মহিমা তাঁহার অতিরিক্ত নহে, অতিরিক্ত হইলে আর তাঁহার ভূমত্ব রহিল কোথায় ? ধন জন ঐশ্বর্য্যাদিতে মানুষ মহত্বলাভ করে, এজন্য তাহাদিগের এই সকলই মহিমার হেতু। ভূমা পরমদেবসম্বন্ধে এ কথা কখন বলা যাইতে পারে না ; কেন না তদতিরিক্ত কিছুতে তাঁহার মহিমা হয় না, তিনি আপনার মহিমাতেই মহিমান্বিত।

আত্মা হইতে আবির্ভাব ও তিরোভাব—আত্মা হইতে জল, জল হইতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন মূর্ত্তাবস্থা তখন বস্তুর আবির্ভাব, যখন অমূর্ত্তাবস্থা তখন বস্তুর তিরোভাব হয়। উপনিষদে বায়ু ও অন্তরীক্ষ অমূর্ত্তমধ্যে গণ্য। জল দৃশ্যমান স্থূল, উহারই সূক্ষ্মাবস্থা বায়ু, আরও সূক্ষ্মাবস্থা অন্তরীক্ষ। "আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন" (৮।৪) এ কথায় পরম সূক্ষ্ম আত্মা হইতে তাঁহার তুলনায় সূক্ষ্ম হইয়াও স্থূল এই আকাশ উৎপন্ন হয়, উপনিষৎ এই কথা বলিতেছেন। আকাশের তুলনায় বায়ু সূক্ষ্ম হইয়াও স্থূল, বায়ুর তুলনায় অগ্নি সূক্ষ্ম হইয়াও স্থূল, সুতরাং ইহাদের একটি হইতে অপরটির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নি—তেজ ; তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এ সমুদায়ই মূর্ত্তমধ্যে গণ্য। দৃশ্য হইতে অদৃশ্যের অনুমান হইয়া থাকে। সেই দৃশ্যই আবির্ভাব, এবং উহার অদর্শনই তিরোভাব বলিয়া পরিগণিত হয়, এজন্য "আত্মা হইতে জল" একথা বলিবার পর "আবির্ভাব ও তিরোভাব" উল্লিখিত হইয়াছে।

তিনি একধা হন ইত্যাদি—সৃষ্টি হইলে যে পার্থক্য হয়, তাহার পূর্ব্বে একধা; ত্রিধা—তেজ, অপ্ ও অন্ন; পঞ্চধা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; সপ্তধা—সপ্ত ধাতু; নবধা—নয়টি ইন্দ্রিয় দ্বার; একাদশ—ইন্দ্রিয়; শত দশ এক—ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ; বিংশতি-সহস্র—বিবিধ বাসনাভেদ।

নাম প্রভৃতির যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়—নামাদি সকলই ব্রহ্মেতে অবস্থিত, ব্রহ্মনিরপেক্ষ তাহাদের সত্তা নাই। ব্রহ্মেতে অবস্থিত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত নামাদির কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না, সুতরাং উহাদের ইয়ত্তা আমাদের বুদ্ধিমনের অগোচর। এই ইয়ত্তাবিরহিতত্বেই নামাদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি শোভা পায়, এবং যিনি উহাদের উপাসনা করেন তিনি আপনার ইয়ত্তাবিহীনত্ব তৎসহ অনুভব করেন।

১৮। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

তঞ্চেদ্ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

ব্রূয়াদ্যাবান্বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।

তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈনজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি।

স ব্রূয়াৎ নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি।

তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্

কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। ছা, উ, ৮। ১০। ১। ১—৬।

'অথ' ভূমোপদেশানন্তরং 'অস্মিন্' প্রত্যক্ষে 'ব্রহ্মপুরে' শরীরে 'যৎ ইদং' অতি প্রসিদ্ধং 'দহরম্' অল্পং 'পুণ্ডরীকং বেশ্ম' হৃদয়ং 'অস্মিন্' হৃৎপুণ্ডরীকে বেশ্মনি 'দহরঃ' অল্পঃ 'অন্তরাকাশঃ' আকাশাখ্যং ব্রহ্ম। 'তস্মিন্' হৃৎপুণ্ডরীকাকাশে 'অন্তঃ' 'যৎ' 'তৎ' আকাশাখ্যং ব্রহ্ম 'অন্বেষ্টব্যং' 'তৎ' 'বাব' এব 'বিজিজ্ঞাসিতব্যং' সাক্ষাৎকরণীয়ম্।

'তম্' আচার্য্যং 'চেৎ' 'ব্রূয়ুঃ' শিষ্যাঃ—'অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে' 'যৎ ইদং' 'দহরং' 'পুণ্ডরীকং বেশ্ম' 'অস্মিন্' 'দহরঃ' 'অন্তরাকাশঃ' 'অত্র' 'কিং তৎ' 'বিদ্যতে' 'যৎ অন্বেষ্টব্যং' 'যৎ বাব' 'বিজিজ্ঞাসিতব্যম্' 'ইতি'।

'ব্রূয়াৎ' আচার্য্যঃ শিষ্যান্—'যাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ' দৃশ্যমানঃ 'তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়াকাশঃ' 'অস্মিন্' আকাশে 'উভে' 'দ্যাবাপৃথিবী' 'অন্তঃ এব' 'সমাহিতে' সম্যক্ স্থিতে 'উভৌ অগ্নিঃ চ বায়ুঃ চ' 'উভৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' স্থিতৌ 'বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি' স্থিতানি 'অস্য' দেহবতঃ 'যৎ চ' 'ইহ অস্তি' 'যৎ চ ন অস্তি' 'সর্ব্বং তৎ' 'অস্মিন্' 'সমাহিতং' স্থিতম্ 'ইতি'।

'তম্' আচার্য্যং 'চেৎ ব্রূয়ুঃ' শিষ্যাঃ—'অস্মিন্' 'ব্রহ্মপুরে' 'চেৎ ইদং' 'সর্ব্বং' 'সমাহিতং' 'সর্ব্বাণি চ ভূতানি' 'সর্ব্বে চ কামাঃ' 'যদা' 'এনৎ' ব্রহ্মপুরাখ্যং শরীরং 'জরা' 'অবাপ্নোতি' অধিকরোতি 'প্রধ্বংসতে' সর্ব্বং বিনষ্টং ভবতি 'বা' অথ বা 'কিং ততঃ' 'অতিশিষ্যতে' অবতিষ্ঠতে 'ইতি'।

'স' আচার্য্যঃ 'ব্রূয়াৎ' শিষ্যান্—'অস্য' শরীরস্য 'জরয়া' 'এতৎ' অন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম 'ন জীর্য্যতি' 'অস্য' শরীরস্য 'বধেন' 'ন' 'হন্যতে' 'এতৎ' 'ব্রহ্মপুরং' 'সত্যং' স্থায়ি 'অস্মিন্' অন্তরাকাশাখ্যে ব্রহ্মণি 'কামাঃ' 'সমাহিতাঃ' স্থিতাঃ। নৈতৎ কেবলং পরোক্ষমপরোক্ষমপি—'এষ' 'আত্মা' অপহতপাপ্মা' পাপমালিন্যরহিতঃ 'বিজরঃ' জরাশূন্যঃ 'বিমৃত্যুঃ' 'বিশোকঃ' 'বিজিঘৎসঃ' বিগতাশনেচ্ছঃ 'অপিপাসঃ' অপানেচ্ছঃ 'সত্যকামঃ' 'সত্যসঙ্কল্পঃ'। আত্মজ্ঞানাভাবে—'যথা হি এব' 'ইহ' লোকে 'প্রজাঃ 'যথানুশাসনং' স্বামিন আজ্ঞামনতিক্রম্য 'অন্বাবিশন্তি' ভোগমুপলভন্তে 'যং যম্' 'অন্তং' প্রত্যন্তং 'যং জনপদং' 'যং ক্ষেত্রভাগং 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'কামাঃ' অর্থিনঃ 'ভবন্তি' 'তং তম্ এব' 'উপজীবন্তি'—ন তু কামাচারা ভবন্তি ;—

'তৎ' তস্মাৎ 'যথা' 'ইহ' লোকে 'কর্ম্মজিতঃ' স্বামিসেবাদিকর্ম্মায়ত্তীকৃতঃ 'লোকঃ' ভোগঃ 'ক্ষীয়তে' 'এবম্ এব' 'অমুত্র' পরলোকে 'পুণ্যজিতঃ' অগ্নিহোত্রাদ্যায়ত্তীকৃতঃ 'লোকঃ' 'ক্ষীয়তে', 'তৎ' তস্মাৎ 'ইহ' 'যে' আত্মানম্ 'তান্ চ সত্যান্ কামান্' 'অননুবিদ্য' অজ্ঞাত্বা 'ব্রজন্তি' 'তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু' 'অকামচারঃ' অযথেষ্টগতিঃ 'ভবতি' 'অথ' পক্ষান্তরে 'যে' 'আত্মানং' 'তান্ চ সত্যান্ কামান্' 'অনুবিদ্য' জ্ঞাত্বা 'ব্রজন্তি' 'তেষাং' 'সর্ব্বেষু লোকেষু' 'কামচারঃ' যথেষ্টগতিঃ 'ভবতি'।

অনন্তর এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) এই যে ক্ষুদ্র হৃৎপুণ্ডরীকনিলয়, ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বিদ্যমান তন্মধ্যে যিনি আছেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিতে হইবে।

শিষ্যগণ যদি আচার্য্যকে বলেন, এই ব্রহ্মপুরে এই যে ক্ষুদ্র হৃৎপুণ্ডরীকনিলয় ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বিদ্যমান তন্মধ্যে কে

আছেন, যাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, যাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিতে হইবে।

আচার্য্য শিষ্যগণকে বলিবেন, এই সম্মুখবর্ত্তী আকাশও যৎপরিমাণ, এই অন্তরস্থ আকাশও তৎপরিমাণ, ইহার ভিতরেই দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়ই, উভয় অগ্নি ও বায়ু, উভয় সূর্য্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ অবস্থিত। এই দেহীর সম্মুখে যাহা আছে, সম্মুখে যাহা নাই সে সকলই ইহার ভিতরে অবস্থিত।

শিষ্যগণ যদি আচার্য্যকে বলেন, সকল প্রাণী, সকল অভিলষিত বিষয়, সকলই যদি এই ব্রহ্মপুরে অবস্থিত, তাহা হইলে যখন ইহা জরা-গ্রস্ত হয়, তখন সকলই কি ধ্বংস হয় অথবা উহাকে অতিক্রম করিয়া অবশেষ থাকে।

তিনি বলিবেন, এই দেহের জরায় ইনি [অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম] জীর্ণ হন না, ইহার বধে তিনি হত হন না, এই ব্রহ্মপুর সত্য, ইহারই ভিতরে সমুদায় অভিলষিত বিষয় অবস্থিত। ইনি আত্মা, ইনি পাপমালিন্য-বিরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, ক্ষুৎপিপাসারহিত, সত্যকাম,সত্যসঙ্কল্প। ইহলোকে প্রজাসকল যেমন স্বামীর আজ্ঞানু-সারে ভোগ করে; যে যে স্থান, যে যে জনপদ, যে যে ক্ষেত্র ভোগ-করার প্রার্থী হয়, কেবল সেই সকলে উপজীবিকা প্রাপ্ত হয়;—

ইহলোকে স্বামিসেবাদি কর্ম্ম দ্বারা আয়ত্তীকৃত ভোগ যেমন ক্ষয় পায়, পরলোকে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা আয়ত্তীকৃত ভোগ যেমন ক্ষয় পায়, সেইরূপ ইহলোকে যাহারা আত্মাকে এবং এই সকল সত্য অভিলষিত বিষয়সমূহকে না জানিয়া দেহত্যাগ করে, তাহাদের সকল লোকে যথেচ্ছ গতি হয় না, পক্ষান্তরে যাঁহারা আত্মাকে এবং এই সকল সত্য অভিলষিতবিষয়সমূহকে জানিয়া দেহত্যাগ করেন তাঁহাদের সকল লোকে যথেচ্ছগতি হয়।

ভাব—ভূমোপদেশানন্তর হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ হইতেছে। হৃদয়াকাশ যদিও ক্ষুদ্র তথাপি সেই ক্ষুদ্রাকাশমধ্যে যখন ব্রহ্মদর্শন হয়, তখন ব্রহ্মের আনন্ত্য জ্ঞানপথে উদিত হইয়া সেই আনন্ত্যমধ্যে দৃশ্যাদৃশ্য সমুদায় জগৎ সাধকের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়। যে সকল অভিলষিত বিষয় আমাদের হৃদয়ের অতীত ভূমিতে বিলীন হইয়া

আমাদের নিকটে আর নাই হইয়া গিয়াছে, হৃদয়ে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইলে সে সমুদায় আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। গতিবল্লীর একবিংশ প্রবচনসমষ্টি দেখিলে এখানকার তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আকাশে তিনি আকাশ হইয়া আছেন, এই বৈদান্তিক রীতি-অবলম্বনে ব্যাখ্যানে আকাশাখ্য ব্রহ্ম পরিগৃহীত হইয়াছে।

নিম্বার্কীয়গণ এইরূপে 'দহরাকাশের'—ক্ষুদ্র অন্তরাকাশের ঈশ্বরত্বসাধন করিয়াছেন :—"এই উপাসকের শরীর—উপাস্যরূপে সমীপগত ব্রহ্মের পুর। সেই শরীরমধ্যে তাহার অবয়বভূত পুণ্ডরীকাকার অণুপরিমাণ হৃদয়—নিলয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিলয়স্থ পরমাত্মাকে সূক্ষ্মরূপে ধ্যান করিতে হইবে এ জন্য 'দহরাকাশ' শব্দে উহার উল্লেখ হইয়াছে। তাঁহার ধ্যানসাধনের জন্য শ্রুতি পাপমালিন্যবিরহিতত্বাদি কল্যাণগুণসমূহ উপদেশ-করিয়াছেন। যদি বল এরূপ কি প্রকারে বুঝিলে, বুঝিলাম এই জন্য যে, 'এই সম্মুখবর্ত্তী আকাশও যৎপরিমাণ এই অন্তরস্থ আকাশও তৎপরিমাণ' এই কথায় দহরাকাশের আকাশসদৃশত্ব উল্লেখ-করিয়া 'ইহার ভিতরেই উভয় দ্যুলোক ও পৃথিবী অবস্থিত' ইত্যাদি উক্তিতে উহার সমুদায় জগতের আধারত্বনির্দ্দেশ হইয়াছে। 'এই দেহীর সম্মুখে যাহা আছে সম্মুখে যাহা নাই সে সকলই ইহার ভিতরে আছে' এখানকার 'ইহার ভিতরে' এ কথায় সেই 'দহরাকাশই' বুঝাইতেছে। 'এই দেহের জরায় ইনি জীর্ণ হন না' এরূপ বলাতে সেই দহরাকাশ যে দেহধর্ম্মে লিপ্ত নহেন তাহা প্রকাশ পাইতেছে। 'এই ব্রহ্মপুর সত্য' এ কথায় ইহার নিখিল বিশ্বাধারত্ব; 'ইহার ভিতরে সমুদায় অভিলষিতবিষয় (কাম) অবস্থিত' এখানকার অভিলষিতবিষয় শব্দে কল্যাণগুণাধারত্ব; 'ইনি আত্মা ইনি পাপমালিন্যবিরহিত' ইত্যাদিতে সেই দহরাকাশের আত্মত্ব এবং অভিলষিতকল্যাণগুণগণ সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। তাঁহাকে এবং তাঁহার গুণসমুদায় যে ব্যক্তি জানে না সে অস্থিরবিশিষ্ট ফললাভ করে এবং সে মিথ্যাসঙ্কল্প হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে 'যাঁহারা আত্মাকে এবং এই সকল সত্য অভিলষিতবিষয়সমূহকে জানিয়া দেহত্যাগ করেন' এই শেষবাক্যে দেখায় যে, যাঁহারা সেই দহরাকাশশব্দনির্দ্দিষ্ট আত্মাকে এবং তাঁহার গুণসমুদায় জানেন, তাঁহারা তৎপ্রসাদে সত্যসঙ্কল্প হন (১।৩।১৪)।"

১৯। আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে যশোহহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং যশো রাজ্ঞাং যশো বিশাং যশোহহমনুপ্রাপংসি স হাহং যশসাং যশঃ শ্বেতমদৎকমদৎকং শ্বেতং লিন্দু মাভিগাং লিন্দু মাভিগাম্। ছা, উ, ৮। ১০। ১৪। ১।

'আকাশঃ' 'বৈ' এব 'নাম' প্রসিদ্ধঃ 'নামরূপয়োঃ' 'নির্ব্বহিতা' নির্ব্বোঢ়া ব্যাকর্ত্তা, 'তে' নামরূপে 'যদন্তরা' যস্য মধ্যে জ্ঞেয়াকারেণ বর্ত্তেতে 'তৎ ব্রহ্ম' 'তৎ অমৃতং' 'স আত্মা'। এতজ্জ্ঞানবান্ অহং

'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম' 'প্রপদ্যে' গচ্ছেয়ম্, গচ্ছন্ 'ব্রাহ্মণানাং' 'যশঃ' ব্রহ্মলোকগমনরূপাং কীর্ত্তিং, 'রাজ্ঞাং' ক্ষত্রিয়াণাং 'যশঃ' 'বিশাং' বৈশ্যানাং 'যশঃ' 'অহম্' 'অনুপ্রাপৎসি' প্রাপ্তুমিচ্ছামি; 'যশসাং যশঃ' কৈবল্যপ্রাপ্তিরূপং প্রাপৎসি। কৈবল্যপ্রাপ্তৌ কিং ভবিষ্যতি? 'শ্বেতং' বর্ণতঃ 'অদৎকং' দন্তরহিতম্ অথচ 'অদৎকং' ভক্ষয়িতৃ 'শ্বেতং লিন্দু' জন্মস্থানং 'মা অভিগাম' 'লিন্দু' 'মা অভিগাম্' মা অভিগচ্ছেয়ম্। রূদ উন্নিদস্য মুম্‌ চ রস্য লত্বম্। দ্বিরুক্তিরত্যন্তানর্থহেতুত্বপ্রদর্শনার্থা। (১:৩:১৭)।

আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক। সেই নামরূপ যাঁহার মধ্যে আছে তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা। [এই জ্ঞানে] আমি প্রজাপতির সভামণ্ডপে গমন করিব। ব্রাহ্মণগণের যশ, ক্ষত্রিয়গণের যশ, বৈশ্যগণের যশ, যশের যশ (কৈবল্য) পাইতে আমি ইচ্ছা করি। [কৈবল্যলাভে] আমি আর নিরতিশয় অনর্থের হেতু শ্বেতবর্ণ, দন্তহীন অথচ ভক্ষক (বলবীর্য্যহর) জননেন্দ্রিয়াভিমুখে গমন করিব না।

ভাব—হৃদয়স্থ ক্ষুদ্রাকাশে ব্রহ্মদর্শন করিতে গিয়া তন্মধ্যে কেন সমগ্র জগৎ অন্তশ্চক্ষুর গোচর হয় তাহার কারণ দেখাইবার জন্য ব্রহ্মকে আকাশস্বরূপরূপে এখানে গ্রহণপূর্ব্বক তিনিই নামরূপের নির্ব্বাহক—অভিব্যক্তির হেতু, তাঁহারই মধ্যে নামরূপের জ্ঞেয়াকারে স্থিতি উল্লিখিত হইয়াছে। যোগপ্রণালীতে সমুদায় পদার্থ বিলীন করিয়া দিলে ব্রহ্মসত্তা নীরূপ আকাশরূপে প্রকাশ পান। রূপবর্ণাদিবিহীন এই আকাশ চারিদিকে প্রকাশ পান বলিয়া ইহার নাম আকাশ। সকলই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্বপ্রকাশ চিৎসত্তাকে কোন উপায়ে নির্ব্বাণ করিতে পারা যায় না। সেই চিৎসত্তাই আকাশ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরাত্মা (১।৩।১৭)।

২০। দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।

তদেতন্মূর্ত্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সতএষ রসো য এষ তপতি সতো হ্যেষ রসঃ।

অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতমেতদ্যদেতত্ত্যং তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রস ইত্যধিদৈবতম্।

অধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎ প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশএতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সতএষরসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্যেষ রসঃ।

অথামূর্ত্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতদমৃতমেতদ্যদেতত্ত্যং তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রসঃ।

তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্। যথা মহারাজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাগ্ন্যর্চ্চির্যথা পুণ্ডরীকম্; যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং সকৃদ্বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদাথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।

বৃ, আ, ৪। ৩। ১—৬।

'ব্রহ্মণঃ' 'দ্বে' 'বাব' এব 'রূপে' নিরূপণোপায়ভূতে 'মূর্ত্তং চ' 'অমূর্ত্তং চ' মূর্ত্তং 'মর্ত্ত্যং চ' অমূর্ত্তং 'অমৃতং চ' মূর্ত্তং 'স্থিতং চ' অব্যাপি, অমূর্ত্তং 'যৎ চ' ব্যাপি, মূর্ত্তং 'সৎ চ' প্রত্যক্ষেণোপলভ্যম্, অমূর্ত্তং 'ত্যং চ' চক্ষুরাদেরবিষয়ম্।

'বায়োঃ চ' 'অন্তরিক্ষাৎ চ' 'যৎ অন্যৎ' তেজোবন্নং 'তৎ মূর্ত্তং' 'এতৎ মর্ত্ত্যং' 'এতৎ স্থিতম্' 'এতৎ সৎ'। 'তস্য' 'এতস্য মূর্ত্তস্য এতস্য মর্ত্ত্যস্য এতস্য স্থিতস্য এতস্য সতঃ' 'এষ' 'রসঃ' সারঃ 'যঃ এষ' সবিতা 'তপতি'। 'হি' যস্মাৎ 'সতঃ' ভূতত্রয়স্য 'এষ' 'রসঃ'।

'অথ' 'বায়ুঃ চ অন্তরিক্ষঞ্চ' 'অমূর্ত্তম্'। 'এতৎ অমৃতম্' 'এতৎ যৎ' 'এতৎ ত্যৎ'। 'তস্য' 'এতস্য অমূর্ত্তস্য' 'এতস্য অমৃতস্য' 'এতস্য যতঃ' 'এতস্য ত্যস্য' 'রসঃ' 'য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে' 'পুরুষঃ' হিরণ্যগর্ভঃ 'এষঃ' 'হি' যস্মাৎ 'তস্য' চক্ষুরাদেরবিষয়স্য ভূতদ্বয়স্য 'এষ রসঃ'। 'ইতি অধিদৈবতম্'।

'অথ অধ্যাত্মম্' 'প্রাণাৎ' বায়োঃ 'চ' 'অন্তরাত্মন্' অন্তরাত্মনি 'যশ্চ অয়ম্' 'আকাশঃ' তস্মাৎ 'যৎ অন্যৎ' তৎ 'ইদং' ভূতত্রয়ং 'এব' 'মূর্ত্তম্'। 'এতৎ' ভূতত্রয়ম্ 'মর্ত্ত্যম্' 'এতৎ স্থিতম্' 'এতৎ সৎ'। 'তস্য' 'এতস্য মূর্ত্তস্য' 'এতস্য মর্ত্ত্যস্য' 'এতস্য স্থিতস্য' 'এতস্য সতঃ' 'যৎ চক্ষুঃ' 'এষ' 'রসঃ' সারঃ। 'হি' যস্মাৎ 'সতঃ' ভূতত্রয়স্য 'এষ' 'রসঃ' সারঃ।

'অথ অমূর্ত্তম্'। 'প্রাণঃ' বায়ুঃ 'চ' 'অন্তরাত্মন্' অন্তরাত্মনি 'যঃ চ' 'অয়ম্ আকাশঃ' অন্তরিক্ষম্ 'এতৎ অমৃতং' 'এতৎ যৎ' 'এতৎ ত্যৎ'। 'তস্য' 'এতস্য অমূর্ত্তস্য' 'এতস্য অমৃতস্য' 'এতস্য যতঃ' 'এতস্য ত্যস্য' 'রসঃ' সারঃ 'যঃ অয়ং' 'দক্ষিণেঽক্ষন্' দক্ষিণে অক্ষি 'পুরুষঃ' জীবঃ। 'হি' যস্মাৎ 'ত্যস্য' চক্ষুরাদেরবিষয়স্য ভূতদ্বয়স্য 'এষ রসঃ'।

'তস্য হ এতস্য পুরুষস্য' 'রূপং' বাসনাময়ং 'যথা' লোকে 'মহারাজনং' হরিদ্রারক্তং 'বাসঃ' বস্ত্রং 'যথা' 'পাণ্ড্বাবিকং' পাণ্ডুরোর্ণাদিকং 'যথা' 'ইন্দ্রগোপঃ' অতীবরক্তবর্ণকীটবিশেষঃ 'যথা অগ্ন্যর্চ্চিঃ' 'যথা' 'পুণ্ডরীকং' রক্তপদ্মম্ 'যথা' 'সকৃদ্বিদ্যুত্তং' সকৃদ্বিদ্যোতনং—তথা। 'যঃ এবং বেদ' 'সকৃদ্বিদ্যুত্তা ইব হ বৈ অস্য শ্রীঃ ভবতি'। 'অথ' অনন্তরম্ 'অতঃ' মূর্ত্তামূর্ত্তাভ্যাং 'ন ইতি ন' 'ইতি' অথ বা 'ন ইতি' 'ন ইতি'। ভূয়ো বদতি শ্রুতিঃ বিস্পষ্টার্থঃ—'ন হি এতস্মাৎ' প্রকৃতাৎ 'ইতি' 'ন ইতি'। অন্যোবেতি স্ফুটঃ ব্রবীতি—'অন্যৎ পরম্ অস্তি'। কিন্তু? 'অথ' 'সত্যস্য সত্যম ইতি' 'নামধেয়ম্'। 'প্রাণা বৈ সত্যং' 'তেষাং' প্রাণানাম্ 'এষ' পরাত্মা 'সত্যম্'।

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দুইই ব্রহ্মের রূপ। মূর্ত্ত মর্ত্ত্য, অমূর্ত্ত অমৃত। মূর্ত্ত স্থানে বদ্ধ, অমূর্ত্ত ব্যাপী। মূর্ত্ত প্রত্যক্ষগম্য, অমূর্ত্ত চক্ষুরাদির অতীত।

বায়ু ও অন্তরীক্ষ ছাড়া যাহা কিছু তাহা মূর্ত্ত। এই মূর্ত্ত মর্ত্ত্য, স্থানে বদ্ধ, এবং প্রত্যক্ষগম্য। এই যে সবিতা তাপদান করেন ইনি এই মূর্ত্তের, এই মর্ত্ত্যের, এই স্থানে বদ্ধের, এই প্রত্যক্ষগম্যের রস (সার), কেন না এই প্রত্যক্ষগম্য (তেজ অপ্ ও অন্নের) ইনি রস।

অনন্তর বায়ু ও অন্তরীক্ষ অমূর্ত্ত। এই অমূর্ত্ত অমৃত, ব্যাপী ও চক্ষুরাদির অতীত। এই যে সবিতৃমণ্ডলস্থ পুরুষ ইনি এই অমূর্ত্তের, এই অমৃতের, এই ব্যাপী ও চক্ষুরাদির অতীতের রস (সার)। কেন না ইনি চক্ষুরাদি অতীতের রস। ইটি অধিদৈবত।

অনন্তর অধ্যাত্ম। বায়ু ও অন্তরাত্মস্থ আকাশ এ ছাড়া যাহা কিছু উহাই মর্ত্ত্য। এইটি মর্ত্ত্য এইটি স্থানে বদ্ধ, এইটি প্রত্যক্ষগম্য। এই যে চক্ষু ইহাই সেই এই মূর্ত্তের, এই মর্ত্ত্যের, এই স্থানে বদ্ধের, এই প্রত্যক্ষগম্যের রস (সার)। কেন না প্রত্যক্ষগম্যের ইহা রস।

অনন্তর অমূর্ত্ত। বায়ু ও অন্তরাত্মস্থ আকাশ, এইটি অমৃত, এইটি ব্যাপী, এইটি চক্ষুরাদির অতীত। দক্ষিণচক্ষুতে যে এই পুরুষ, ইনিই সেই এই অমূর্ত্তের, এই অমৃতের, এই চক্ষুরাদির অতীতের রস (সার)। কেন না ইনি চক্ষুরাদি অতীতের রস।

হরিদ্রারঞ্জিত বসন যেমন, পাণ্ডুরবর্ণ ঊর্ণাদি যেমন, ইন্দ্রগোপ (অতি রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট) যেমন, অগ্নির শিখা যেমন, রক্তবর্ণ পদ্ম যেমন, ক্ষণিক বিদ্যুৎপ্রভা যেমন, তেমনই এই সেই পুরুষের রূপ। যে ব্যক্তি ইহা জানেন, ক্ষণিক বিদ্যুৎপ্রভার মত তাঁহার শ্রী হয়। অনন্তর উপদেশ—এ ছাড়া যে আর নাই তা নয়। এ ছাড়া যে আর নাই তাহা নয় এই জন্য যে, এ ছাড়া আরও শ্রেষ্ঠ আছে, সত্যের সত্য এই তাঁহার নাম। প্রাণসমূহ সত্য, ইনি সেই প্রাণসমূহের সত্য (সত্তার হেতু) (৩।২।২২)।

ভাব—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থ ব্রহ্মনিরূপণের উপায়; উহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই উহাদিগের কারণরূপী ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধিগোচর হন। যদ্দ্বারা নিরূপিত হয়, তাহাকে রূপ বলে *। এ জন্য মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তকে ব্রহ্মের রূপ বলা হইয়াছে। মূর্ত্তমাত্রেরই রূপা-

* সাধারণতঃ রূপধাতুতে ভাববাচ্যে অপ্ প্রত্যয় করিয়া রূপশব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে, সেই-

স্থিরতা আছে, এ জন্য মূর্ত্ত মর্ত্ত্য। স্থানে বদ্ধ—মূলে স্থিতি শব্দ আছে। যাহার এক স্থানে স্থিতি হয় তাহা কখন অন্য স্থানে থাকিতে পারে না। এজন্য স্থিতি শব্দে স্থানে বদ্ধ এই অর্থ নিষ্পন্ন করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষগম্য—মূলে 'সৎ' শব্দ আছে। বেদান্তে 'সৎ ও অসৎ' প্রত্যক্ষগম্য ও প্রত্যক্ষগম্য নয় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং এখানে 'সৎ' শব্দের স্থলে প্রত্যক্ষগম্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বিদ্যমানার্থক 'সৎ' শব্দের ব্যবহার আছে, অথচ উহার ব্যবহার না করিয়া তৎস্থলে প্রত্যক্ষগম্যশব্দ-ব্যবহারের কারণ এই যে সতের বিপরীত 'ত্যৎ' শব্দের বঙ্গভাষায় ব্যবহার নাই। ত্যজধাতুসমুৎপন্ন 'ত্যৎ' শব্দটি নিরতিশয় পরোক্ষবাচক। 'ত্যৎ' শব্দে 'চক্ষুরাদির অতীত' না করিলে উহার অর্থ বুদ্ধিস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন 'ত্যৎকে' 'চক্ষুরাদির অতীত' বলা হইল তখন তাহার বিপরীত 'সৎকে' 'প্রত্যক্ষগম্য' না বলিলে বৈপরীত্য প্রকাশ পায় না, এজন্যই উহাকে 'প্রত্যক্ষগম্য' বলা হইল। যাহা স্থানে বদ্ধ তাহার বিপরীত—যাহা স্থানে বদ্ধ নয়—ব্যাপী। সুতরাং মূলস্থ 'যৎ' শব্দের স্থলে ব্যাপী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে 'যৎ' * শব্দ যাধাতু হইতে উৎপন্ন। যত দূর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার উপরে আরও দৃষ্টি যায়, তাহার উপরে আরও যায়, এইরূপে ক্রমান্বয়ে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায় কোন একটি সীমায় গিয়া উপনীত হয় না এই অর্থে 'যৎ' শব্দের স্থলে 'ব্যাপী' শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

বায়ু ও অন্তরীক্ষ ছাড়া যাহা কিছু তাহা মর্ত্ত্য—তেজ, অপ্ ও অন্ন (সৎ) এই তিনটি মর্ত্ত্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই তিনটির সংযোগে দৃশ্যমান সর্ব্ববিধ পরিণামী পদার্থের উৎপত্তি হয়, এজন্য উহারা মর্ত্ত্য। ছান্দোগ্য সৃষ্টিপ্রকরণে এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়াছেন, আকাশ ও বায়ুকে এ তিনের সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই। এরূপ করিবার কারণ এই যে, এ দুইতে কোন পরিণাম † উপস্থিত হয় না। ছান্দোগ্য

টিই এখানে গৃহীত হইয়াছে। অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে রূপশব্দ রূপধাতুতে উণাদি প্রত্যয় প যোগে (উ, ৩০৬সূ) সাধিত। সেস্থলে রূধাতুর হ্রস্ব উকার নিপাতনে দীর্ঘ হইয়াছে।

* সর্ব্বনামবাচক 'যৎ' শব্দ যজ ধাতু হইতে উৎপন্ন (উ, ১২৯সূ)। এখানে যা ধাতুর উত্তর সেই প্রত্যয় (অৎ) সেই অনুবন্ধ (ড) যোগে 'যৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

† সাধারণতঃ বায়ু বলিয়া লোকে যাহাকে গ্রহণ করে, তাহা পরিণামী পদার্থ। উপনিষৎ প্রাণকেই বায়ু বলেন। সুতরাং উপনিষদে ব্যবহৃত বায়ুশব্দ ক্রিয়াশক্তিমাত্র বুঝায়। 'আত্মা হইতে আকাশ' 'আকাশ হইতে বায়ু' (৮।৪) তৈত্তিরীয় লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন "আত্মা হইতে এই প্রাণ উৎপন্ন হয়" (৯।৩)। এস্থলে আপাততঃ মনে হয় উভয় উপনিষদে বিরোধ উপস্থিত, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় 'আকাশ' সত্তামাত্র, সুতরাং আত্মার সহিত উহাকে প্রশ্নোপনিষৎ এক অভিন্ন পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সত্তার প্রথম প্রকাশ প্রাণ, এই প্রাণই শক্তিরূপে বলরূপে আমাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হয়। তৈত্তিরীয় এই জন্যই বলিয়াছেন 'বায়ু (প্রাণ), তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব' (২।৮)। ব্রহ্ম প্রাণরূপে শক্তিরূপে

আকাশকে নামরূপের নির্ব্বাহক, বায়ু অগ্ন্যাদির বিলয় স্থান (১০।২৫) করিয়া ঐ দুইটিকে সৃষ্টির উপাদান তেজ অপ্ ও অন্ন (মৃৎ) হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক এস্থলে প্রাণ ও বায়ুকে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ছান্দোগ্য একই বায়ুকে বহিঃস্থ ও অন্তরস্থ ভেদে বায়ু ও প্রাণ এই স্বতন্ত্র আখ্যা দিয়াছেন (১০।২৫)। এক আকাশকে অন্তরস্থ ও বহিঃস্থ ভেদে গ্রহণ করিতে গিয়া উপনিষৎ কোন নামান্তর দেন নাই, বায়ুসম্বন্ধে নামান্তর দিয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ। 'আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক· (৩।১৯)' এস্থলে আকাশ সত্তামাত্র, 'ইনিই প্রাণ যিনি সকল ভূতের সঙ্গে প্রকাশ পান' (৬।২) এখানে প্রাণ ক্রিয়াশক্তি। উপাধিসংযুক্ত প্রাণ হইতে পরাত্মাকে প্রাণের প্রাণ এবং উপাধিসংযুক্ত আকাশ হইতে পরাত্মাকে 'আকাশাত্মা' আকাশস্বরূপ বলিয়া উপনিষৎ স্বতন্ত্র করিয়াছেন।

আমাদের প্রত্যক্ষ হন, আকাশস্বরূপে সত্তামাত্রে গৃহীত হইয়া থাকেন এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে উপনিষদের অনুসরণ করিয়াছেন, এ কথা বলা কিছু অত্যুক্তি নহে। লুইস বলিতেছেন ;—

"......beside the conception of Humanity, we need the conception of a God as the Infinite Life, from whom the universe proceeds, not in alien indifference —not in estranged subjection—but in fulness of abounding Power, as the incarnation of restless Activity !"

এখানে উপনিষদেরই কথা সুন্দর নূতন পরিচ্ছদে উপস্থিত করা হইয়াছে, এ বিনা আর কি বলা যাইতে পারে? এ দেশের কোন কোন গণ্য লোক আকাশকে 'ether' বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা যে বেদান্তসম্মত নয়, তাহা আর বলিতে হয় না। মনের উপরে শরীর ক্রিয়াপ্রকাশ করে কি প্রকারে, জড় বলবহা শিরার ক্রিয়া ভাবে পরিণত হয় কি প্রকারে, ইহার সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া সূক্ষ্মতম 'ether'কে মধ্যবর্ত্তী করিয়া স্পেন্সার বলিয়াছেন ;—

" This, however, is but a semblance of an explanation, since we know not what the ether is, and since, by the confession of those most capable of judging, no hypothesis that has been framed accounts for all its process. Such an explanation may be said to do no more than symbolize the phenomona by symbols of unknown natures."

ব্রহ্মের সত্তাভূত আকাশ জড়সংস্রববর্জ্জিত, উহার উৎপত্তি নাই। উপনিষদে যেখানে আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে জীবাত্মার জন্মের ন্যায় উপাধিযোগে। আকাশের স্পর্শমাত্রা শৈত্য ও উষ্মাকে ether বলিতে চাও বল, শুদ্ধ আকাশ কদাপি ether নহে। শৈত্যেতে স্থিতি ও উষ্মাতে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত। পরাত্মা প্রকারী আকাশ তাঁহার প্রকার, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভৌতিক আকাশকে এই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। "যাহা কঠিন তাহাকে পৃথিবী, যাহা দ্রব তাহাকে জল, যাহা উষ্ণ তাহাকে তেজ, যাহা সঞ্চরণ করে তাহাকে বায়ু, যাহা সুষির (শূন্যগর্ভ) তাহাকে আকাশ বলে" (গর্ভোপনিষৎ)। পঞ্চভূতের এ ব্যাখ্যা এখনকার বিজ্ঞানের অননুরূপ নহে। পঞ্চভূতকে যেরূপ স্থূল ভাবে লোকে গ্রহণ করে বাস্তবিক উহারা তদ্রূপ নহে, এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ঈশ্বর অনন্ত প্রাণ এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথা আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, আকাশসম্বন্ধে তাঁহাদের মত কি দেখা যাউক ;—

এই সেই পুরুষের রূপ—বাসনাযোগে পুরুষ জ্ঞানগোচর হন, সুতরাং রূপ বাসনাময়। হরিদ্রারঞ্জিত বাস ইত্যাদি রূপের উপমা বাসনাময়ত্ব প্রদর্শনের জন্য।

অনন্তর উপদেশ এই—মূর্ত্ত—তেজ, অপ্‌ ও অন্ন, অমূর্ত্ত—আকাশ ও বায়ু। এ সমুদায়কে ব্রহ্মের রূপরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সবিতৃমণ্ডলবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ, ও চক্ষুস্থ পুরুষ এ দুইয়ের উল্লেখপূর্ব্বক সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীব গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং "ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এ তিনের মননপূর্ব্বক সকলই এই তিন প্রকার ব্রহ্মরূপে কথিত," (১২ । ১১) শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি, প্রেরয়িতা এ দুইয়ের নিয়ন্তা। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ এই তিনকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের ত্রিপাৎ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চতুর্থ পাদ তুরীয় ব্রহ্ম। তুরীয় এ তিনের অতীত, এই অর্থে তিনটির নিষেধ দ্বারা তুরীয়কে স্থির করা হইয়াছে, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ প্রকাশ কিছুই নয় বলিয়া নিষেধ হয় নাই। মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎ একন্যই বলিয়াছেন :—

চাক্ষুষঃ স্বপ্নচারী চ সুপ্তঃ সুপ্তাৎ পরশ্চ যঃ।
ভেদাশ্চৈতেঽস্য চত্বারস্তেভ্যস্তুর্য্যং মহত্তরম্॥
ত্রিষেকপাৎ চরেদ্ ব্রহ্ম ত্রিপাচ্চরতি চোত্তরে।
সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ॥ ৭প্র, ১১।

তুরীয় তিনে বিরাজ করেন, তিন তুরীয়ে বিরাজ করেন, মাণ্ডূক্য উপনিষৎ এই কথাই 'একাত্মপ্রত্যয়সার' এই দর্শনসমুচিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 'সত্য ও অনৃত এ দুইয়ের ভোগের (আয়ত্তীকরণের) নিমিত্ত অদ্বৈতে দ্বৈতভাব', এ অংশের বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যাহা নিয়ত বিদ্যমান, এবং যাহা নিয়ত রূপান্তর হইতেছে, এ দুইই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দৃঢ়তাসাধনজন্য সাধকের অবলম্বনীয়। সেই মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎই এ জন্য বলিয়াছেন ;—

"Then comes the thought of this universal matrix itself, anteceding alike creation or evolution, whichever be assumed, and infinitely transcending both, alike in extent and duration ; since, both, if conceived at all, must be conceived as having had beginnings, while space had no beginning The thought of this blank form of existence, which, explored in all directions as far as imagination can reach, has, beyond that, an unexplored region compared with which the part which imagination has traversed is but infinitesimal—the thought of a Space compared with which our immeasurable sidereal system dwindles to a point, is a thought too overwhelming to be dwelt upon. Of late years the consciousness that without origin or cause infinite Space has ever existed and must ever exist, produces in me a feeling from which I shrink.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতাগ্রণী, জ্ঞানবৃদ্ধ, দর্শনে নির্গুণ জীবনে সগুণ ব্রহ্মবাদী শ্রীমৎ স্পেন্সারের জীবনের এই শেষ কথাগুলি দেখাইয়া দেয়, আকাশ 'ব্রহ্মলিঙ্গ' বলিয়া বেদান্তবিদগণের এত অভ্যর্হিত কেন, আকাশ যাহা নয় ব্রহ্মসত্তাদ্বারা আমরা পরিবৃত, এ সাক্ষাৎ অনুভূতিই বা কেন ?

শব্দস্পর্শাদয়ো হ্যর্থা মর্ত্ত্যোঽনর্থা ইবাস্থিতাঃ।
যেষাং সত্তাত্ত ভূতাত্মা ন স্মরেৎ পরমং পদম্॥ ৪প্র, ২।

শব্দ-স্পর্শাদি মানবের নিকটে অনর্থকর বলিয়া প্রতীত হয় কেন ? এ সকলের সত্তা যে পরাত্মার স্বরূপপ্রকাশের উৎকৃষ্ট উপায় জীব তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। কৌষীতকী উপনিষৎ এই অর্থেই বলিয়াছেন, প্রজ্ঞা না থাকিলে শব্দ-স্পর্শাদি থাকে না, শব্দ-স্পর্শাদি না থাকিলে প্রজ্ঞা থাকে না, এ দুইয়ের কোন একটিতে পদার্থ (রূপ) সিদ্ধ হয় না। পদার্থ কিছু পৃথক্ ভাবাপন্ন নহে *। এই সকল কথার বিচারে বুঝিতে পারা যায় মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এবং জীবকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক শ্রুতি কেন এই উপদেশ দিতেছেন 'এ ছাড়া যে আর নাই তা নয়' 'এ ছাড়া যে আর নাই তাহা নয় এই জন্য যে এ ছাড়া শ্রেষ্ঠ আছে'। সে শ্রেষ্ঠ কে ? যিনি 'সত্যের সত্য' তিনি। যে প্রাণাদিতে ব্রহ্ম প্রকাশমান সেই প্রাণাদি সত্য কিন্তু ইহাদের সত্যত্ব ব্রহ্মসত্তানিরপেক্ষ নয়, সুতরাং ব্রহ্ম সত্যের সত্য। শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্যতীত আর সকল আচার্য্য শ্রুতির এ অংশের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত তুরীয় ভিন্ন ব্রহ্মের আর তিন প্রকারের প্রকাশ মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, সুতরাং তিনি 'তা নয় তা নয়' (নেতি নেতি) এই বাক্যে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত এ দুই এবং ভূত-ঘটিত মূর্ত্ত অমূর্ত্ত ও বাসনাময় আত্মার রূপ এ দুই উড়াইয়া দিয়াছেন। 'তা নয় তা নয়' দুইবার বলিবার উদ্দেশ্য তিনি এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মেতে যাহা কিছু কল্পিত (যেমন দ্রষ্টৃত্বাদি) সকলই এতদ্দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

২১। ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

ইমা আপঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃত-মিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু

---

* তাবা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশপ্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যু র্ন প্রজ্ঞা-মাত্রাঃ স্যুর্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিদ্ধ্যেৎ। নো এতন্নানা। ৩অ, ৮।

যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়-স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্।

অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্।

অয়মাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃত-মিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্।

ইমা দিশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসাং দিশাꣳ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মꣳ শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়-মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্।

অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিꣳশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃত-মিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্।

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতে সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃত-মিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্।

অয়ꣳ স্তনয়িত্নুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিꣳস্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মꣳ শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্।

অয়মাকাশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

অয়ং ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ ধর্ম্মে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং ধার্ম্মস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

ইদং মানুষং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ মানুষে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারা সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বএত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—"তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্। দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্ব্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ॥"

(১ম, ১১৬সূ, ১২ ঋক্) ইতি।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—"আথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্। স বাং মধু প্রাবোচদৃতায়ন্ ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপি কক্ষ্যং বাম্॥"

(১ম, ১১৭সূ, ২২ ঋক্) ইতি।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ পুরঃ পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি॥" স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥" (৬ম, ৪৭সূ, ১৮ঋক্) ইত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনম্। বৃ, আ, ২।৫।১—১৯।

'ইয়ং পৃথিবী' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং' 'মধু' উপকারিত্বেন। 'অস্যৈ' পৃথিব্যৈ 'সর্ব্বাণি ভূতানি' 'মধু' উপকারিত্বাৎ। 'অস্যাং পৃথিব্যাং' 'যঃ চ' 'অয়ং' 'তেজোময়ঃ' 'অমৃতময়ঃ' অমরণধর্ম্মা 'পুরুষঃ' অন্তর্যামী 'যঃ চ অয়ম্' 'অধ্যাত্মম্' আত্মানম্ অধিকৃত্য করণাধিষ্ঠাতা শারীরঃ শরীরসম্পর্কী 'তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ' 'পুরুষঃ' জীবঃ—অনয়োঃ পরস্পরমধুত্বং চকারাৎ। 'অয়ং' জীবঃ 'এব' 'স' অন্তর্যামী—নিয়ন্তৃনিয়ম্যয়োরেকরসত্বে। এবমেকরসত্বে—'যঃ অয়ম্ আত্মা' 'ইদম্ অমৃতম্ ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বম্'—অব্যাকৃতাবস্থায়াং যথা তথা।

'ইমাঃ আপঃ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ রৈতসঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ।

'অয়ম্ অগ্নিঃ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ বাঙ্ময়ঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ॥

'অয়ং বায়ুঃ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ প্রাণোপাধিকঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ।

'অয়ম্ আদিত্যঃ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ জীবঃ ইতি বিশেষঃ।

'ইমাঃ দিশঃ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ। প্রতিশ্রুৎকা শ্রবণবেলা তত্র ভবঃ—প্রাতিশ্রুৎকঃ।

'অয়ং চন্দ্রঃ' সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মানসঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ।

'ইয়ং বিদ্যুৎ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ তৈজসঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ।

'অয়ং স্তনয়িত্নুঃ' মেঘঃ 'সর্ব্বেষং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ শাব্দঃ সৌবরঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ। শব্দে ভবঃ শাব্দঃ স্বরে নিষাদাদিধ্বনৌ ভবঃ সৌবরঃ।

'অয়ম্ আকাশঃ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ হৃদয়াকাশোপাধিকঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ।

'অয়ং ধর্ম্মঃ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ধার্ম্মঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ ধর্ম্মে ভবঃ ধার্ম্মঃ।

'ইদং সত্যং' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ সাত্যঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ সতি যৎ সমুৎপন্নং তন্তাবেন তৎ সত্যং, সত্যে ভবঃ সাত্যঃ।

'ইদং' 'মানুষং' মনুষ্যত্বং 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মানুষঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ।

'অয়ম্' 'আত্মা' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'স বৈ অয়ং' একরসীভূতঃ 'আত্মা' পরাত্মা 'সর্ব্বেষাং ভূতানাম্' 'অধিপতিঃ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং' 'রাজা' 'তৎ যথা' 'রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ 'সর্ব্বে' 'অরাঃ' 'সমর্পিতাঃ' সম্বদ্ধাঃ 'এবম্ এব' 'অস্মিন্' 'আত্মনি' পরাত্মনি 'সর্ব্বাণি ভূতানি' 'সর্ব্বে দেবাঃ' 'সর্ব্বে' 'প্রাণাঃ' বাগাদয়ঃ 'সর্ব্বে এতে' 'আত্মানঃ' জীবাঃ 'সমর্পিতাঃ' সম্বদ্ধাঃ।

'ইদং বৈ তৎ মধু' যৎ 'দধ্যঙ্ আথর্ব্বণঃ' 'অশ্বিভ্যাম্ উবাচ।' 'তৎ এতৎ' কর্ম্ম 'পশ্যন্' উপলভমানঃ 'ঋষিঃ' 'অবোচৎ' উক্তবান্—হে 'নরা' নরৌ অশ্বিনৌ, 'সনয়ে' লাভায় ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তয়ে 'তৎ' 'উগ্রং' 'বাং' যুবয়োঃ 'দংসঃ' কর্ম্ম—ব্রাহ্মণাশ্বয়োঃ শিরশ্ছেদনরূপং—'তন্যতুঃ' মেঘঃ 'বৃষ্টিম্' 'ন' ইব 'আবিষ্কৃণোমি' প্রকটং করোমি। কিন্তৎকর্ম্ম? 'যৎ' যত্র 'দধ্যঙ্' 'আথর্ব্বণঃ' 'হ' কিল 'অশ্বস্য' 'শীর্ষ্ণা' শিরসা 'বাং' যুবাভ্যাং 'যৎ মধু' আত্মজ্ঞানলক্ষণং তৎ 'প্র' 'উবাচ' প্রোক্তবান্। 'ঈম্' নিপাতঃ নিরর্থকঃ। 'ইতি' সমাপ্তৌ।

'ইদং বৈ তন্মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'অশ্বিনা' হে অশ্বিনৌ 'আথর্ব্বণায় দধীচে' 'অশ্ব্যং' অশ্বসম্বন্ধি 'শিরঃ' 'প্রত্যৈরয়তং' প্রত্যর্পিতবন্তৌ। 'স' ঋষিঃ 'ঋতায়ন্' বক্ষ্যামীতি বাবং সত্যং কুর্ব্বন্ 'যৎ' 'ত্বাষ্ট্রং' যজ্ঞশিরশ্ছেদনপ্রতিসন্ধানবিষয়ং 'মধ' দর্শনং তৎ 'বাং' যুবাভ্যাং 'প্রাবোচৎ' হে 'দস্রৌ' পরবলক্ষয়িতারৌ, যৎ 'কক্ষ্যং' গোপ্যং রহস্যং পরমাত্মসম্বন্ধি তৎ 'অপি' 'বাং' যুবাভ্যাং 'প্রাবোচৎ'। 'ইতি' সমাপ্তৌ।

'ইদং বৈ তন্মধু' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'দ্বিপদঃ' মনুষ্যস্য 'পুরঃ' পুরাণি শরীরাণি 'চক্রে' 'চতুষ্পদঃ' 'পুরঃ' পুরাণি 'চক্রে'। 'পুরঃ' পুরস্তাৎ 'পুরুষঃ' ঈশ্বরঃ 'পক্ষী' 'ভূত্বা' 'পুরঃ' শরীরাণি 'আবিশৎ' 'ইতি' সমাপ্তৌ। 'স' 'বৈ' 'অয়ং পুরুষঃ' 'সর্ব্বাসু' 'পূর্ষু' শরীরেষু 'পুরিশয়ঃ' 'ন' 'এনেন' অনেন পুরুষেণ 'কিঞ্চন' 'অনাবৃতম্' অনাচ্ছাদিতম্ 'ন এনেন' পুরুষেণ 'কিঞ্চন' 'অসংবৃতং' অব্যাপ্তম্।

ইদং বৈ তন্মধু ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'ইন্দ্রঃ' ঈশ্বরঃ 'মায়াভিঃ' প্রজ্ঞাভিঃ 'রূপং রূপং' রূপং প্রতি রূপং প্রতি 'প্রতিরূপঃ' তত্তদ্রূপানুরূপঃ 'বভূবঃ'। 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'তৎ' প্রসিদ্ধং 'রূপং' 'প্রতিচক্ষণায়' প্রতিখ্যাপনায় আত্মপ্রকাশায় 'পুরুরূপঃ' বহুরূপঃ 'ঈয়তে' গম্যতে। 'হি' যস্মাৎ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'যুক্তাঃ' রথে যোজিতাঃ 'হরয়ঃ' অশ্বাঃ 'ইব' 'শতা'—শতানি 'দশ' চ হরয়ঃ ইন্দ্রিয়াণি দশশতানি ভবন্তি প্রাণিভেদবাহুল্যাৎ। 'অয়ং' পরাত্মা 'বৈ' এব 'হরয়ঃ' ইন্দ্রিয়াণি তেষাং বিষয়াশ্চ 'দশ চ' 'সহস্রাণি' চ 'বহূনি চ' 'অনন্তানি চ' নামানি। এবং বহুত্বেঽপি 'তৎ এতৎ ব্রহ্ম' 'অপূর্ব্বং' স্বয়ম্ভু 'অনপরম্' অকার্য্যাত্মকম্ 'অনন্তরং' ব্যবধানশূন্যম্ 'অবাহ্যং' বাহ্যশূন্যম্। 'অয়ম্'—সর্ব্বমিদমিতি সর্ব্বোপাধিভ্যউপস্থিতঃ—'আত্মা' সর্ব্বান্তর্ভাবকঃ পরাত্মা 'ব্রহ্ম' 'সর্ব্বানুভূঃ' সর্ব্বানুভবিতা 'ইতি অনুশাসনং' সর্ব্ববেদান্তোপদেশঃ।

এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু (উপকারী), সকল ভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় শারীর পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু (প্রিয়)। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। (জীব সহ এক হইয়া স্থিত) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই সকল জল সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই জলসমূহের মধু। এই সকল জলে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় রেতঃসম্ভূত পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। (জীব-সহ এক হইয়া স্থিত) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই অগ্নি সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় বাঙ্ময় পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। (জীব সহ এক হইয়া স্থিত) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই বায়ু সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় প্রাণময় পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। (জীব সহ এক হইয়া স্থিত) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই আদিত্য সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই আদিত্যের মধু। এই আদিত্যে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় চাক্ষুষ পুরুষ (জীব) ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। (জীব সহ এক হইয়া স্থিত) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই সকল দিক্ সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই সকল দিকের মধু। এই দিক্ সকলেতে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী)

পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় শ্রৌত্র প্রাতিশ্রুৎক (শ্রবণকালে প্রকাশমান) পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। [জীব সহ এক হইয়া স্থিত] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই চন্দ্র সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রেতে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় মানস পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। [জীব সহ এক হইয়া স্থিত] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই বিদ্যুৎ সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই বিদ্যুতের মধু। এই বিদ্যুতে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় তৈজস পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। [জীব সহ এক হইয়া স্থিত] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই মেঘ সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই মেঘের মধু। এই মেঘে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় শব্দময় স্বরময় পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। [জীব সহ এক হইয়া অবস্থিত] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই আকাশ সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই আকাশের মধু। এই আকাশে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় হৃদাকাশময় পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। [জীব সহ এক হইয়া অবস্থিত] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই ধর্ম্ম সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই ধর্ম্মের মধু। এই ধর্ম্মে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় ধর্ম্মসম্ভূত পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের

মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। [জীব সহ এক হইয়া স্থিত] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই সত্য সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই সত্যের মধু। এই সত্যে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় সত্যসম্ভূত পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। [জীব সহ এক হইয়া স্থিত] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই মনুষ্যত্ব সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই মনুষ্যত্বের মধু। এই মনুষ্যত্বে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় মনুষ্যত্বসম্ভূত পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। [জীব সহ এক হইয়া স্থিত] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই আত্মা সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই আত্মার মধু। এই আত্মাতে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে তেজোময় অমৃতময় আত্মস্বরূপ পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। [জীব সহ এক হইয়া স্থিত] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই সেই পরাত্মাই সকল ভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা; রথনাভি ও রথনেমিতে অরা সকল যেমন অর্পিত থাকে তেমনি এই পরাত্মাতে সকল ভূত, সকল দেব, সকল লোক, সকল প্রাণ (বাগাদি), সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে।

এই সেই মধু, অথর্ব্বার পুত্র দধীচি যাহা অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। ঋষি সেই কার্য্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছিলেন:—"হে নরাকার অশ্বিদ্বয়, [তোমাদেরই] লাভের জন্য—মেঘ যেমন বৃষ্টিকে—তেমনি (ব্রাহ্মণ ও অশ্বের শিরশ্ছেদনরূপ) তোমাদের সেই ক্রূর কর্ম্মকে আমি প্রকাশ করিতেছি। যে ক্রূর কর্ম্মে অথর্ব্বার পুত্র দধীচি অশ্বশিরে (অশ্বমুখ দিয়া) যেটি মধু সেটি তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন।"

এই সেই মধু, অথর্ব্বার পুত্র দধীচি যাহা অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন।

ঋষি সেই কার্য্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছিলেন :—"হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা অথর্ব্বার পুত্র দধীচিকে অশ্বশির দিয়াছিলে। সেই ঋষি আপনার বাক্যকে সত্য করিবার জন্য মধু (ত্বষ্টার উক্ত বিদ্যা) তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন, [কেবল তাহাই নহে] হে পরবলক্ষয়িতা অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগকে গোপনীয় রহস্যও বলিয়াছিলেন।"

এই সেই মধু, অথর্ব্বার পুত্র দধীচি যাহা অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। ঋষি সেই কার্য্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছিলেন :—"পুরুষ (ঈশ্বর), দ্বিপদের পুর (শরীর) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, চতুষ্পদের পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি পক্ষী হইয়া সম্মুখস্থ সেই পুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।" এই সেই পুরুষ সমুদায় পুরে পুরিশয় হইয়া আছেন। ইঁহার দ্বারা কিছুই অনাবৃত নাই, ইঁহার দ্বারা কিছুই অসংবৃত নাই।

এই সেই মধু, অথর্ব্বার পুত্র দধীচি যাহা অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। ঋষি সেই কার্য্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছিলেন :—"ইন্দ্র স্বীয় প্রজ্ঞাযোগে রূপে রূপে প্রবেশ করিয়া প্রতিরূপ হইয়াছিলেন। আপনার সেই রূপ প্রকাশ করিবার জন্য বহুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেহেতুক ইঁহার রথে যোজিত অশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দশ শত। ইনিই সেই ইন্দ্রিয়গণও [তাহাদের] দশ সহস্র বহু ও অনন্ত বিষয়। এই সেই ব্রহ্ম পূর্ব্বহীন, পরহীন, ব্যবধানশূন্য, বাহ্যশূন্য। এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভু (সর্ব্ববিষয়ের অনুভবিতা)। এইটি (বেদান্তের) অনুশাসন।

ভাব—'এইটি [বেদান্তের] অনুশাসন'—ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন, 'এইটি নিখিল বেদান্তের উপদেশ'। এ কথা নিরতিশয় সত্য, কেন না সমুদায় বেদান্তের তাৎপর্য্য এই মধুব্রাহ্মণে প্রকাশিত রহিয়াছে। জগতের পদার্থে পদার্থে কি সম্বন্ধ, সেই পদার্থ সমূহের নিয়ন্তা পরাত্মা এবং ভোক্তা জীবে কি সম্বন্ধ, ভোক্তা জীব পরাত্মার সহিত এক হইলে তাহার কৃতার্থতা কি, ভোক্তা জীবকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া পরাত্মা যখন বিরাজমান হন, তখন তিনি কি হন, এ সকল বিষয়ের বিচার বাস্তবিকই সমগ্র বেদান্তের বিচার্য্য বিষয়। জগতের পদার্থে পদার্থে সম্বন্ধ মধুময়, কেন না এক পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত এমনি অভেদ্যভাবে গ্রথিত যে কোনটি অন্যটি বিনা স্থিতি করিতে পারে না। ভাষ্যকার জগতের সর্ব্বত্র উপকার্য্য ও উপকারকের সম্বন্ধদর্শন করিয়া সেই সম্বন্ধের মধুত্ব নির্দ্দেশ-করিয়াছেন। এ জগতে সকলই সকলের নিকট উপকার প্রাপ্ত হয়। কেহই কাহারও নিকটে, কিছুই কিছুর নিকটে উপকৃত নয়, এ কথা বলিলে

অসত্য বলা হয়, দৃষ্ট স্পষ্ট সত্য গোপন-করা হয়। উপকার কি? কল্যাণ ও মঙ্গল। উপকারের আকারে জগতের সর্ব্বত্র কল্যাণ ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞা না থাকিলে শব্দস্পর্শাদি থাকে না, শব্দস্পর্শাদি না থাকিলে প্রজ্ঞা থাকে না, কৌষীতকী উপনিষৎ এই এক কথা বলিয়া জীব ও জগতের সম্বন্ধ অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। একের স্থিতিতে অপরের স্থিতি, একের কল্যাণে অপরের কল্যাণ, এতদপেক্ষা আর কিরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে? এই মধু ব্রাহ্মণটি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের উপায় ব্যাখ্যাতৃগণ এরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া যথার্থ তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত, জীবের সহিত, ব্রহ্মের সহিত যোগনিবন্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় ইহাদিগের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধদর্শন বিনা আর কি হইতে পারে? এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধদর্শন এখানে যে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই ক্রমে উহার অনুসরণ করিয়া সাধন সহজ পন্থা। প্রথমতঃ পদার্থে পদার্থে কি প্রকার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সেইটি পর্য্যালোচনার বিষয় করিলে সেই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কোথা হইতে উৎপন্ন তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে। যিনি জগতের নিয়ন্তা তিনিই যে এইরূপ সম্বন্ধে ইহাদিগকে নিয়ত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা জ্ঞানের বিষয় হয়। নিয়ন্তা কেবল জগতের নহেন জীবেরও নিয়ন্তা। জগৎ ও জীবের মধ্যে যে পার্থক্য, একই নিয়ন্তার অধীনতাবশতঃ সেই নিয়ন্তার যোগেই অন্তর্হিত হয়। যিনি জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি জীবের কল্যাণার্থই তাহাকে নিয়মিত করিতেছেন, তাই জগৎ হইতে নিয়ত জীবের কল্যাণ হইতেছে, জীব যখন ইহা বুঝিতে পারে তখন নিয়ন্তার সহিত জীবের প্রিয় সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, জগৎও তজ্জন্য তাহার প্রিয় হয়। জগৎ, জীব ও নিয়ন্তা এ তিনের এইরূপ মধুর সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া পরিশেষে জগৎ জীব ও নিয়ন্তা এ তিনের একত্ব উপস্থিত হয়। জগৎ জীব ও নিয়ন্তা এ তিন এইরূপে যোগে একীভূত হইলে তুরীয় বা সর্ব্বাতীত ব্রহ্মের সহিত একত্ব ঘটে। এই চারিটি পক্ষ সমুদায় বেদান্তের আলোচ্য বিষয়, মধু ব্রাহ্মণে যখন এ কয়েকটি একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তখন ভাষ্যকার যে বলিয়াছেন, এইটি সমুদায় বেদান্তের অর্থের উপসংহার, এ কথা সহজে প্রতিপন্ন হয়। মাণ্ডুক্য উপনিষদে যে প্রকারে সমুদায় বেদান্তের অর্থের উপসংহার হইয়াছে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই এখানেও সেই প্রকারে অর্থোপসংহার হইয়াছে, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। পৃথিব্যাদির যিনি নিয়ন্তা তিনি বৈশ্বানর, বিজ্ঞানময় জীবের যিনি নিয়ন্তা তিনি তৈজস, বিজ্ঞানঘন জীবের যিনি নিয়ন্তা বা আনন্দদাতা তিনি প্রাজ্ঞ, এই প্রাজ্ঞ যখন সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিরাজমান তখন তুরীয়। বেদান্তের এই অখণ্ড ভাব খণ্ড খণ্ড করিয়া আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন-করিয়াছেন। এসকল কথা আর এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র গ্রন্থ হইতে এ সকল কথা ক্রমে বিকাশ পাইবে; এখানে বোধসৌকর্য্যার্থ দিঙ্ মাত্র প্রদর্শিত হইল।

"অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ

করিলেন, আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, দিক্‌সমুদায় শ্রোত্র হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, ওষধি ও বনস্পতি সকল লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন, জল রেত হইয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন" (৮ । ৭ (২)) এই শ্রুতিতে রেতঃসম্ভূত, বাঙ্ময়, প্রাণময়, চাক্ষুষ, শ্রৌত প্রাতিশ্রুৎক, এবং মানস পুরুষের এই সকল বিশেষণ কেন হইল, তাহার মূল পাওয়া যায়।

এই ধর্ম্ম সকল ভূতের মধু—সকল ভূতে তাহাদিগের যে যে ধর্ম্ম (বিশেষ লক্ষণ ও গুণ) প্রকাশ পায়, সেগুলি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এজন্য 'এই ধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। প্রত্যেক ভূতের ধর্ম্মানুসারে ভূত সকল নিয়ন্তা কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, এজন্য শ্রুতি নিয়ন্তাকে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন। জীবত্ব ধর্ম্মাচরণের উপরে নির্ভর করে এ জন্য শ্রুতি উহাকে ধর্ম্মসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সত্য সকল ভূতের মধু—সকল ভূতের মূল উপাদান সত্য (১০।৩৬[৫])। সেই মূল উপাদানে স্বয়ং নিয়ন্তা প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধর্ম্ম ও সত্যে প্রভেদ এই যে, মূল উপাদান এক, ধর্ম্ম বহু।

এই মনুষ্যত্ব সকল ভূতের মধু—মনুষ্যত্বমধ্যে নিয়ন্তা আপনাকে প্রকাশ করেন, এই কথাটীতে পুরাণের সঙ্গে বেদান্তের যোগ আমরা দেখিতে পাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পৌরাণিক ভাবের মূল যখন মধু ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উহাতে সকল উপনিষদের অর্থ সংক্ষেপে সংগৃহীত রহিয়াছে, এ কথা বলিতে আর কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। যাহাতে মনুষ্যত্ব উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মাবতরণ দর্শন সহজ।

মধুব্রাহ্মণে যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রাচীন ব্যাখ্যানুসারে এখানে উহাদের ব্যাখ্যা হয় নাই। ভাষ্যকার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যাই মূলতঃ গৃহীত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রুতিই এই ঋক্‌গুলির বিশেষ নিয়োগ ও ব্যাখ্যার সূত্রপাত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্‌টীতে মধুবিদ্যাঘটিত আখ্যায়িকা এবং সেই মধুবিদ্যার প্রথম বক্তা কে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্বষ্টা—ইন্দ্র, তিনিই এই মধুবিদ্যার বক্তা, তাই চরমে ইন্দ্রের বহুরূপ ধারণের উল্লেখ করিয়া সেখানে শ্রুতি উপনিষৎসমুচিত ভাবের সমাবেশ করিয়াছেন। সায়ন ত্বষ্টৃশব্দে ইন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে যাঁহারা সংশয় করেন, তাঁহাদিগের সংশয় ১৮ ঋকের পরবর্ত্তী ঋকে ত্বষ্টৃশব্দের স্পষ্ট উল্লেখ নিরসন করিতেছে। ত্বিষধাতু হইতে ত্বষ্টৃশব্দ উৎপন্ন, সুতরাং ব্যুৎপত্তিতে ইন্দ্রশব্দের সঙ্গে উহা তুল্য। অথর্ব্বাঋষির পুত্র দধীচিকে ইন্দ্র মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিলেন, ঐ বিদ্যা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহার শিরশ্ছেদন করিবেন। অশ্বিদ্বয় বিদ্যাপ্রাপ্তির লোভে দধীচি ঋষির নিকটে গমন করেন। আত্মপ্রাণব্যয়ে অর্থীর প্রার্থনা পূরণ ইহার স্বভাব। তিনি অর্থীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। স্বর্বৈদ্য

অশ্বিদ্বয় দধীচি ঋষির শিরশ্ছেদন করিয়া সে স্থলে অশ্বশির যোজনা করিয়া দেন। তিনি সেই অশ্বশিরে তাঁহাদিগকে মধুবিদ্যাশিক্ষাদান করেন। ইহাতে ইন্দ্র পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে ঋষির অশ্বশিরশ্ছেদন করিলে ঋষির ছিন্নমস্তক আনিয়া অশ্বিদ্বয় তাঁহার মস্তক তাঁহাতে যোজনা-করেন।

ইনিই সেই ইন্দ্রিয়গণ—'আমি বহু হইব' (৮।৪) সৃষ্টিপ্রারম্ভে ব্রহ্মের এই যে প্রতিজ্ঞা তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। নামরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত, সেই নামরূপের রূপে রূপে বিচিত্রশক্তিযোগে প্রবেশপূর্ব্বক তিনি রূপে রূপে রূপধারণ করিলেন, নামে নামে প্রবেশপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় ও বিষয়সমূহ হইলেন এইটি এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চারিটী ঋকের বিষয়বিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়;—প্রথম দুইটী ঋকে মধুবিদ্যাসম্পর্কীয় আখ্যায়িকা, তৃতীয় ঋকে অন্তরে ব্রহ্মদর্শন, চতুর্থ ঋকে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ হইয়াছে। উপনিষৎপ্রোক্ত অবিভক্তযোগ কোন ঋকের বিষয় না করিয়া স্বয়ং উপনিষৎই তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। মধুব্রাহ্মণের উল্লিখিত ক্রম—প্রথমে বাহিরে তৎপরে অন্তরে ব্রহ্মদর্শন—ঋক্‌সংগ্রহে সমাদৃত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, অন্তরে ব্রহ্মদর্শন প্রথম বা বাহিরে ব্রহ্মদর্শন প্রথম, ইহা সাধকগণের প্রকৃতিভেদের উপরে নির্ভর করে, কেহ বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করেন, কেহ ভিতর হইতে বাহিরে আইসেন। অবিভক্তযোগ এ দুইয়ের চরমে সিদ্ধ হয়, সুতরাং আরম্ভে ও শেষে উহার উল্লেখ হইয়াছে।

সর্ব্ববিষয়ের অনুভবিতা—নিখিল বিশ্ব নিখিল জীব যখন পরাত্মাতে অবিভক্তভাবে স্থিতি করে, তখন তাহাদের আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, ইহাতে কি উহাদের সর্ব্বথা বিলোপ হইল? "নামরূপ যাঁহার মধ্যে অবস্থিত তিনি ব্রহ্ম (৩।১৯)" এস্থলে জ্ঞেয়াকারে নামরূপের ব্রহ্মে স্থিতি যে প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেইরূপ এখানে অনুভবাকারে সকলের তাঁহাতে স্থিতি উল্লিখিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিশেষ কথা অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে দ্রষ্টব্য।

২২। অথ হৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষ্ববসাম পতঞ্জলস্য কাপ্যস্য গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্তস্যাসীদ্ভার্য্যা গন্ধর্ব্বগৃহীতা। তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি। সোঽব্রবীৎ কবন্ধ আথর্ব্বণ ইতি। সোঽব্রবীৎ পতঞ্জলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ—বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তৎ সূত্রং যেনায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তীতি। সোঽব্রবীৎ পতঞ্জলঃ কাপ্যো নাহং তদ্ ভগবন্ বেদেতি। সোঽব্রবীৎ পতঞ্জলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ—

বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্যামিণং য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তীতি। সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তং ভগবন্ বেদেতি। সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ যো বৈ তৎ কাপ্য সূত্রং বিদ্যাৎ তঞ্চান্তর্যামিণমিতি স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স সর্ব্ববিদিতি তেভ্যোঽব্রবীৎ তদহং বেদ। তচ্চেৎ ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রমবিদ্বাংস্তঞ্চান্তর্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। বেদ বা অহং গৌতম তৎ সূত্রং তঞ্চান্তর্যামিণমিতি। যো বা ইদং কশ্চিদ্ব্রূয়াৎ বেদ বেদেতি যথা বেত্থ তথা ব্রূহীতি।

স হোবাচ বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি তস্মাদ্বৈ গৌতম পুরুষং প্রেতমাহুর্ব্যস্রংসিষতাস্যাঙ্গানীতি বায়ুনা হি গৌতম সূত্রেণ সন্দৃব্ধানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্যান্তর্যামিণং ব্রূহীতি।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যঞ্চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। ইত্যধিদৈবতম্।

অথাধিভূতম্। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। ইত্যধিভূতম্।

অথাধ্যাত্মম্। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্‌ ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠঞ্ছ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতোমন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তম্। ততোহোদ্দালক আরুণিরুপররাম। বৃহ ৫। ৭। ১—২৩।

'অথ হ' 'এনং' জনকসভাগতং যাজ্ঞবল্ক্যং 'আরুণিঃ' অরুণস্যাপত্যম্ 'উদ্দালকঃ' 'পপ্রচ্ছ' পৃষ্টবান্। হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি সম্বোধ্য স 'উবাচ'—'মদ্রেষু' দেশেষু 'কাপ্যস্য' কপিগোত্রস্য 'পতঞ্চলস্য' 'গৃহেষু' 'যজ্ঞং' যজ্ঞশাস্ত্রম্ 'অধীয়ানাঃ' বয়ম 'অবসাম'। 'তস্য' পতঞ্চলস্য 'ভার্য্যা' 'গন্ধর্ব্বগৃহীতা' 'আসীৎ'। 'তং' গন্ধর্ব্বম্ 'অপৃচ্ছাম' বয়ম্—'কঃ অসি ইতি'। 'স' গন্ধর্ব্বঃ 'অব্রবীৎ'—'আথর্ব্বণঃ' অথর্ব্বণোঽপত্যং 'কবন্ধঃ' নামতঃ 'ইতি'। 'স' গন্ধর্ব্বঃ 'পতঞ্চলং কাপ্যং' 'যাজ্ঞিকান্ চ' 'অব্রবীৎ' হে 'কাপ্য' 'যেন' সূত্রেণ 'অয়ং চ লোকঃ' 'পরং চ লোকঃ' 'সর্ব্বাণি চ ভূতানি' 'সন্দৃব্ধানি' সংগ্রথিতানি 'ভবন্তি' 'তৎ সূত্রং' 'বেত্থ' জানাসি 'নু' 'ইতি'। 'স' 'পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ' 'অব্রবীৎ'—হে 'ভগবন্' 'অহং' 'তৎ' 'ন' 'বেদ' 'ইতি'। হে 'কাপ্য' 'যঃ' অন্তর্যামী 'ইমং চ লোকং' 'পরং চ লোকং' 'সর্ব্বাণি চ ভূতানি' 'যঃ' 'অন্তরঃ' সন্ অভ্যন্তরঃ সন্ 'যময়তি' নিয়ময়তি 'তম্ অন্তর্যামিণং' 'বেত্থ' জানাসি' 'নু' 'ইতি'। 'স' 'পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ' 'অব্রবীৎ'—হে 'ভগবন্' 'অহং তং' 'ন' 'বেদ' 'ইতি'। 'পতঞ্চলং কাপ্যং' 'যাজ্ঞিকান্ চ' 'স' গন্ধর্ব্বঃ 'অব্রবীৎ'—হে 'কাপ্য' 'যঃ বৈ তৎ' 'সূত্রং' 'তং চ অন্তর্যামিণম্' 'ইতি' গন্ধর্ব্বোক্তপ্রকারেণ 'বিদ্যাৎ' জানীয়াৎ 'স ব্রহ্মবিৎ, স লোকবিৎ, স দেববিৎ, স বেদবিৎ, স ভূতবিৎ, স আত্মবিৎ, স সর্ব্ববিৎ ইতি'। 'তেভ্যঃ' পতঞ্চলযাজ্ঞিকেভ্যঃ স গন্ধর্ব্বঃ যৎ 'অব্রবীৎ' 'তৎ' 'অহম্' উদ্দালকঃ 'বেদ'। হে 'যাজ্ঞবল্ক্য', 'তৎ' 'সূত্রং' 'তং চ অন্তর্যামিণম্' 'চেৎ' যদি 'ত্বম্' 'অবিদ্বান্' অবিদিত্বা 'ব্রহ্মগবীঃ' ব্রহ্মবিদাং স্বভূতাঃ গাঃ 'উদজসে' উন্নয়সি 'তে' তব 'মূর্দ্ধা' 'বিপতিষ্যতি' মচ্ছাপাৎ 'ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—হে 'গৌতম' 'তৎ সূত্রং' 'তং চ অন্তর্যামিণং' 'অহং' যাজ্ঞবল্ক্যঃ 'বেদ' 'বৈ' এবং 'ইতি'। উদ্দালক আহ—'যঃ' 'কশ্চিৎ' প্রাকৃতোজনঃ 'বেদ বেদ' জানামি জানামি 'ইতি' 'ইদং' 'ব্রূয়াৎ' 'যথা' ত্বং 'বেত্থ' জানাসি 'তথা' 'ব্রূহি' 'ইতি'।

'স' যাজ্ঞবল্ক্যঃ 'হ' 'উবাচ'—হে 'গৌতম' 'বায়ুঃ বৈ তৎ সূত্রম্'। হে 'গৌতম' 'বায়ুনা' প্রাণেন 'বৈ' 'সূত্রেণ' 'অয়ং চ লোকঃ' 'পরশ্চ লোকঃ' 'সর্ব্বাণি চ ভূতানি' 'সন্দৃব্ধানি' গ্রথিতানি 'ভবন্তি'। হে 'গৌতমঃ' 'তস্মাৎ বৈ' 'প্রেতং' প্রাণবায়ুত্যক্তং 'পুরুষম্' 'আহুঃ' লৌকিকাঃ—'অস্য' 'অঙ্গানি' 'ব্যস্রংসিষত' বিস্রস্তানি বিশ্লিষ্টানি 'ইতি'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ হে 'গৌতম', 'বায়ুনা' 'সূত্রেণ' সর্ব্বাণি

'সংদৃব্ধানি' সংগ্রথিতানি 'ভবন্তি' 'ইতি'। গৌতম আহ—হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'এবম্ এব এতৎ' 'অন্তর্যামিণং ব্রূহি' 'ইতি'।

'যঃ' 'পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্' 'পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ'—অভ্যন্তরঃ অতদাকারঃ তদতীতঃ, 'যং' পৃথিবী 'ন বেদ' ন জানাতি 'পৃথিবী' 'যস্য' 'শরীরং'—তদধিষ্ঠায় তৎপ্রকৃত্যনুসারতস্তন্নিয়মনাৎ, 'যঃ' 'অন্তরঃ'—অভ্যন্তরঃ অতদাকারঃ তদতীতঃ—সন্ 'পৃথিবীং' 'যময়তি' নিয়ময়তি 'এষ' 'তে' তব—মম চ সর্ব্বভূতানাঞ্চ—'আত্মা অন্তর্যামী' 'অমৃতঃ' সর্ব্ববিকারাতীতঃ।

'যঃ অপ্সু তিষ্ঠন্ অদ্ভ্যঃ অন্তরঃ যম্ আপো ন বিদুঃ ন জানন্তি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ অগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নেঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ অন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্ অন্তরিক্ষাৎ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ দিবি তিষ্ঠন্ দিবঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাৎ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্‌ভ্যঃ অন্তরঃ যং দিশঃ ন বিদুঃ ন জানন্তি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাৎ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ আকাশে তিষ্ঠন্ আকাশাৎ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ তমসি তিষ্ঠন্ তমসঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ তেজসি তিষ্ঠন্ তেজসঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ইতি অধিদৈবতম্।

অথাধিভূতম্—'যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যঃ অন্তরঃ যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ ন জানন্তি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

অথাধ্যাত্মম্—'যঃ প্রাণে তিষ্ঠন প্রাণাৎ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ বাচি তিষ্ঠন্ বাচঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ চক্ষুষি তিষ্ঠন্ চক্ষুষঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাৎ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ মনসি তিষ্ঠন্ মনসঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ ত্বচি তিষ্ঠন্ ত্বচঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যঃ বিজ্ঞানে' জীবে বুদ্ধৌ বা 'তিষ্ঠন্' 'বিজ্ঞানাৎ' জীবাৎ বুদ্ধের্বা 'অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অয়ং কাণ্বপাঠঃ। মাধ্যন্দিনীয়ে পাঠে "যো রেতসি তিষ্ঠন্" ইত্যস্যান্তে "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরঃ যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি।

'যঃ রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসঃ অন্তরঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'অদৃষ্টঃ' অন্যৈঃ অয়ম্ অন্তর্যামী 'দ্রষ্টা', 'অশ্রুতঃ' অন্যৈঃ অয়ং 'শ্রোতা' 'অমতঃ' অন্যৈঃ অয়ং 'মন্তা,' 'অবিজ্ঞাতঃ' অন্যৈঃ অয়ং 'বিজ্ঞাতা', 'অতঃ' অন্তর্যামিণঃ 'অন্যঃ' 'দ্রষ্টা' 'ন' 'অস্তি', 'অতঃ' 'অন্যঃ' 'ন' 'শ্রোতা' 'অস্তি', 'অতঃ' 'অন্যঃ' 'ন' 'মন্তা' 'অস্তি', 'অতঃ' 'অন্যঃ' 'ন' 'বিজ্ঞাতা' 'অস্তি'। 'এষ' আত্মা 'তে' তব—মম চ সর্ব্বভূতানাঞ্চ—'অন্তর্যামী অমৃতঃ'। 'অতঃ' অন্তর্যামিণঃ 'অন্যৎ' 'আর্ত্তং' বিনাশি—তদধিষ্ঠানসত্ত্বাৎ তস্য। 'ততঃ' 'উদ্দালকঃ আরুণিঃ' 'উপররাম' বিরতো বভূব—সম্যগুত্তরশ্রবণেন।

অনন্তর অরুণতনয় উদ্দালক ইঁহাকে (জনকসভাগত যাজ্ঞবল্ক্যকে)

জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে যাজ্ঞবল্ক্য, মদ্রদেশে কাপ্য (কপিগোত্রোৎপন্ন) পতঞ্চলের গৃহে যজ্ঞশাস্ত্রপাঠার্থী হইয়া আমরা বাস করিতেছিলাম। তাঁহার ভার্য্যাকে গন্ধর্ব্বে পাইয়াছিল। আমরা সেই গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—আপনি কে? তিনি বলিয়াছিলেন—আমি অথর্ব্বপুত্র কবন্ধ। সেই গন্ধর্ব্ব কাপ্য পতঞ্চল এবং যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যায়িগণকে সম্বোধন করিয়া কাপ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে কাপ্য, তুমি কি সেই সূত্রের বিষয় জান, যাঁহার দ্বারা ইহলোক পরলোক সমুদায় ভূত গ্রথিত রহিয়াছে? কাপ্য পতঞ্চল বলিলেন, হে ভগবন্, না আমি জানি না। কাপ্য পতঞ্চল এবং যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যায়িগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, হে কাপ্য, তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া ইহলোক পরলোক এবং সমুদায় ভূতকে নিয়মিত করেন? কাপ্য পতঞ্চল বলিলেন, হে ভগবন্, না, আমি জানি না। তিনি কাপ্য পতঞ্চল এবং যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যায়িগণকে বলিলেন, হে কাপ্য, যে ব্যক্তি সেই সূত্র এবং সেই অন্তর্যামীকে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি লোকবিৎ, তিনি দেববিৎ, তিনি বেদবিৎ, তিনি ভূতবিৎ, তিনি আত্মবিৎ, তিনি সর্ব্ববিৎ। তিনি তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা জানি। হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যদি সেই সূত্র এবং সেই অন্তর্যামীকে না জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তির প্রাপ্য গোধন লইয়া যাও, তোমার শিরঃপাত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গৌতম, আমি সেই সূত্র, এবং সেই অন্তর্যামীকে জানি। গৌতম বলিলেন, আমি জানি আমি জানি সকল লোকেই বলিবে, তুমি যেমন জান তেমনি বল।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গৌতম, বায়ুই (প্রাণই) সেই সূত্র। হে গৌতম, এই বায়ুসূত্রে ইহলোক পরলোক সমুদায় ভূত গ্রথিত রহিয়াছে। তাই, হে গৌতম, জীব গতাসু হইলে লোকে বলে, ইহার অঙ্গসকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। হে গৌতম, বায়ুসূত্রেই সকল গ্রথিত থাকে। গৌতম বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে; এখন অন্তর্যামীর কথা বল।

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অতীত, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি জলে থাকিয়া জলের অতীত, জল যাঁহাকে জানে না, জল যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া জলকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অতীত, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া অগ্নিকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া অন্তরীক্ষের অতীত, অন্তরীক্ষ যাঁহাকে জানে না, অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অতীত, বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া ব'য়ুকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি দ্যুলোকে থাকিয়া দ্যুলোকের অতীত, দ্যুলোক যাঁহাকে জানে না, দ্যুলোক যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া দ্যুলোককে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যের অতীত, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি দিক্‌সমূহে থাকিয়া দিক্‌সমূহের অতীত, দিক্‌সমূহ যাঁহাকে জানে না, দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া দিক্‌সমূহকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি চন্দ্রতারকে থাকিয়া চন্দ্রতারকের অতীত, চন্দ্রতারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্রতারক যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া চন্দ্রতারককে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি আকাশে থাকিয়া আকাশের অতীত, আকাশ যাঁহাকে জানে না, আকাশ যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া আকাশকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি অন্ধকারে থাকিয়া অন্ধকারের অতীত, অন্ধকার যাঁহাকে

জানে না, অন্ধকার যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া আকাশকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি তেজে থাকিয়া তেজের অতীত, তেজ যাঁহাকে জানে না, তেজ যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া তেজকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা। এই পর্য্যন্ত অধিদৈবত ;

অনন্তর অধিভূত :—যিনি সমুদায় ভূতে থাকিয়া সমুদায় ভূতের অতীত, সমুদায় ভূত যাঁহাকে জানে না, সমুদায় ভূত যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া সমুদায় ভূতকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা। এই পর্য্যন্ত অধিভূত ;

অনন্তর অধ্যাত্ম :—যিনি প্রাণে থাকিয়া প্রাণের অতীত, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া প্রাণকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি বাক্যে থাকিয়া বাক্যের অতীত, বাক্য যাঁহাকে জানে না, বাক্য যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া বাক্যকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি চক্ষুতে থাকিয়া চক্ষুর অতীত, চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া চক্ষুকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি শ্রোত্রে থাকিয়া শ্রোত্রের অতীত, শ্রোত্র যাঁহাকে জানে না, শ্রোত্র যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া শ্রোত্রকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি মনে থাকিয়া মনের অতীত, মন যাঁহাকে জানে না, মন যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া মনকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি ত্বকে থাকিয়া ত্বকের অতীত, ত্বক্ যাহাকে জানে না, ত্বক্ যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া ত্বক্‌কে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া বিজ্ঞানের অতীত, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে

না, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া বিজ্ঞানকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা।

যিনি রেতে থাকিয়া রেতের অতীত, রেত যাঁহাকে জানে না, রেত যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া রেতকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা। অন্যের অদৃষ্ট ইনি দ্রষ্টা, অন্যের অশ্রুত ইনি শ্রোতা, অন্যের মননের অবিষয় ইনি মননকর্ত্তা, অন্যের অবিজ্ঞাত ইনি বিজ্ঞাতা। ইঁহাকে ছাড়া অন্য দ্রষ্টা নাই, ইঁহাকে ছাড়া অন্য শ্রোতা নাই, ইঁহাকে ছাড়া অন্য মননকর্ত্তা নাই, ইঁহাকে ছাড়া অন্য বিজ্ঞাতা নাই। ইনি তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা। ইঁহাকে ছাড়া অন্য [সকলই] বিকারাধীন। এই কথার পর অরুণ-তনয় উদ্দালক নিবৃত্ত হইলেন।

ভাব—অতীত—নিয়ন্তা যে বস্তুকে বা ব্যক্তিকে নিয়মিত করেন, তিনি যদি তাহার অতীত না হন, তাহাতে বদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে তিনি উহাকে নিয়মিত করিতে পারেন না, সেই বস্তুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিবর্ত্তিত হন, উহাকে নিয়মিত করিবেন কি প্রকারে? যিনি অতীত, তিনি জ্ঞানের অনায়ত্ত।

শরীর—নিয়ন্তার ক্রিয়াপ্রকাশের ভূমি।

অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া—নিয়ন্তা যদিও অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, তবুও তাঁহার নিয়মন নিয়ম্য বস্তু বা ব্যক্তির অভ্যন্তরে কার্য্য করে, সেখানেই উহা অনুভূত হয়, তাই 'অভ্যন্তর-বর্ত্তী' বলা হইয়াছে।

অবিকারী আত্মা—নিয়ম্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিয়ন্তার যদি পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, সুতরাং নিয়ন্তার অবিকারিত্ব অবশ্যম্ভাবী। তিনি যদি আত্মা না হন সকলের অন্তরে বাহিরে কি প্রকারে বিদ্যমান থাকিবেন। যদি তিনি আত্মচৈতন্য না হন, তাহা হইলে নিয়ম্যগুলির পরস্পরের সম্বন্ধরক্ষা করিয়া তাহাদের কল্যাণ উদ্ভূত করা কখন তাঁহার কার্য্য হইতে পারে না।

যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া—এটি কাণ্বসম্মতপাঠ, মাধ্যন্দিনীয় পাঠে "যিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মার অতীত, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তর-বর্ত্তী হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অবিকারী আত্মা", এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এ অংশ "যিনি রেতে থাকিয়া" ইত্যাদির পরে নিবদ্ধ আছে।

ইহাকে ছাড়া অন্য দ্রষ্টা নাই—নিয়ন্তার কর্ত্তৃত্ব অন্যনিরপেক্ষ, নিয়ম্যের কর্ত্তৃত্ব নিয়ন্তৃ:

সাপেক্ষ। সুতরাং "ইহাকে ছাড়া" এ অংশের অর্থ—ইহাকে ছাড়িয়া নয়, ইহাকে লইয়া অপরের দ্রষ্টৃত্বাদি।

২৩। জনকো হ বৈদেহঃ কূর্চ্চাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য অনু মা শাধীতি। স হোবাচ যথা বৈ সম্রাণ্মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরুপনিষদ্ভিঃ সমাহিতাত্মাঽস্যেবং বৃন্দারক আঢ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসীতি। নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীতি। অথ বৈ তেঽহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি। ব্রবীতু ভগবানিতি।

ইন্ধো হি বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ। তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ।

অথৈতদ্বামেঽক্ষিণি পুরুষরূপমেষাস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তবো য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোঽথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণী যৈষা হৃদয়াদূর্দ্ধা নাড্যুচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্যৈতা হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছারীরাদাত্মনঃ।

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ দক্ষিণা দিগ্ দক্ষিণে প্রাণাঃ প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণা ঊর্দ্ধা দিগূর্দ্ধাঃ প্রাণা অবাচী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। স হোবাচ জনকো বৈদেহোঽভয়ং ত্বা গচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে নমস্তেঽস্ত্বিমে বিদেহা অয়মহমস্মীতি। বৃ, আ, ৬। ২। ১—৪।

'বৈদেহঃ' বিদেহাধিপতিঃ 'জনকঃ' 'হ' কিল 'কূর্চ্চাৎ' আসনবিশেষাৎ 'উপ' সমীপম্ 'অবসর্পন্' ভূমিসংস্পৃষ্টকায়েন গচ্ছন্ 'উবাচ' হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'তে' তুভ্যং 'নমঃ' 'অস্তু'।—'মা' মাম্ 'অনুশাধি' উপদিশ 'ইতি'। 'স' যাজ্ঞবল্ক্য 'হ' 'উবাচ'—'হে সম্রাট্' 'যথা' 'বৈ' এব 'মহান্তং' দীর্ঘম্ 'অধ্বানং' পন্থানং 'এষ্যন্' গমিষ্যন্ 'রথং বা' 'নাবং বা' 'সমাদদীত' 'এবম্ এব' 'এতাভিঃ' 'উপনিষদ্ভিঃ' 'সমাহিতাত্মা' যুক্তাত্মা 'অসি' ত্বম্। 'এবং' 'বৃন্দারকঃ' পূজ্যঃ 'আঢ্যঃ' সম্পন্নঃ 'সন্' 'অধীতবেদঃ উক্তোপনিষৎকঃ' লব্ধবেদোপনিষদ্বিজ্ঞানঃ 'ইতঃ' অস্মাৎ দেহাৎ 'বিমুচ্যমানঃ' 'ক' 'গমিষ্যসি' 'ইতি'। জনক আহ—হে 'ভগবন্' 'ন অহং তৎ' 'বেদ' 'যত্র গমিষ্যামি' 'ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'অথ বৈ' যদ্যেবং 'যত্র গমিষ্যসি' 'তে' তুভ্যম্ 'তৎ' 'অহং' 'বক্ষ্যামি' 'ইতি'। জনক আহ—'ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'।

'যঃ অয়ং' 'দক্ষিণে' 'অক্ষন্' অক্ষিণি 'পুরুষঃ' বিশ্বঃ 'এষ' 'হি' 'বৈ' 'ইন্ধঃ' 'নাম'—দীপ্তিমত্ত্বাৎ। 'তং বৈ' 'এতং' প্রত্যক্ষং 'সন্তং' বিদ্যমানং 'ইন্ধং' 'পরোক্ষেণ' 'ইন্দ্র ইতি' 'আচক্ষতে'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'দেবাঃ' 'পরোক্ষপ্রিয়া ইব' 'প্রত্যক্ষদ্বিষঃ' প্রত্যক্ষনামগ্রহণে দ্বেষবন্তঃ।

'অথ' 'বামে' 'অক্ষিণি' 'এতৎ' 'পুরুষরূপং' বিশ্বাখ্যম্ 'অস্য' 'এষা' 'পত্নী' 'বিরাট্' অন্নং ভোগ্যত্বাৎ। 'যঃ এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ' 'তয়োঃ' ইন্দ্রাণ্যাঃ ইন্দ্রস্য চ 'এষ সংস্তবঃ' স্তবপ্রদেশঃ। 'অথ' 'যঃ এষ অন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ' 'অনয়োঃ' ইন্দ্রাণ্যাঃ ইন্দ্রস্য চ 'এতৎ অন্নং' ভোজ্যম্। 'অথ' 'যৎ এতৎ অন্তর্হৃদয়ে জালকম্ ইব' 'অনয়োঃ' 'এতৎ' 'প্রাবরণং' আচ্ছাদনবস্ত্রম্। 'অথ' 'যা এষা হৃদয়াৎ ঊর্দ্ধা নাড়ী' 'উচ্চরতি'—ঊর্দ্ধং প্রসরতি 'এনয়োঃ' 'এষা' 'সৃতিঃ' মার্গঃ 'সঞ্চরণী' সঞ্চরণসাধনভূতা—স্বপ্নজাগরিতদেশগমনমার্গঃ। 'যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ, এবম্ এব অস্য এতাঃ হিতাঃ নাম নাড্যঃ অন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি'। 'এতাভিঃ' নাড়ীভিঃ 'বৈ' এব 'আস্রবৎ' গচ্ছৎ 'এতৎ' শোণিতরূপমন্নম্ 'আস্রবতি' ইতস্ততো দেহে গচ্ছতি। 'তস্মাৎ' 'অস্মাৎ শরীরাৎ আত্মনঃ' বৈশ্বানরাৎ 'এষ' তৈজসঃ 'প্রবিবিক্তাহারতরঃ ইব এব ভবতি।'

বিশ্বস্ত অক্ষিগতাত্মা, তৈজসস্ত হৃদগতাত্মা, প্রাজ্ঞস্ত প্রাণগতাত্মা। যদমুক্ত্যা তৃতীয়মাহ—'তস্য' বিশ্বতৈজসপ্রাপ্ত্যানন্তরং প্রাণাত্মানমাপন্নস্য—'প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ', 'দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ', 'প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ', 'উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ' 'সর্ব্বাঃ দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ'। তুরীয়ং পুনরাহ—'স এষ' সর্ব্বাত্মা 'ন ইতি ন ইতি' ন এতাবান্ ন এতাবান্ ভবতি। কিন্তর্হি 'আত্মা' তদতীতঃ তুরীয়ঃ 'অগৃহ্যঃ' 'হি' যস্মাৎ 'ন গৃহ্যতে' কেনাপ্যুপাধিনা 'অশীর্য্যঃ' 'হি' যস্মাৎ 'ন' 'শীর্য্যতে' কেনাপি, 'অসঙ্গঃ' 'হি যস্মাৎ' 'ন' 'সজ্যতে' কেনাপি 'অসিতঃ' বন্ধনরহিতঃ 'ন ব্যথতে' 'ন রিষ্যতি' ন বিনশ্যতি। হে 'জনক' 'অভয়ং' 'বৈ' নিশ্চিতং 'প্রাপ্তঃ' 'অসি' 'ইতি' 'হ' 'যাজ্ঞবল্ক্যঃ' 'উবাচ'। 'স হ' 'বৈদেহঃ' 'জনকঃ' 'উবাচ'—হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'ত্বা' ত্বাম্ 'অভয়ং' 'গচ্ছতাৎ' 'যঃ' 'নঃ' অস্মভ্যঃ 'অভয়ং' 'বেদয়সে' জ্ঞাপয়সি। 'তে' তুভ্যং 'নমঃ অস্তু' 'ইমে বিদেহাঃ অয়ম্ অহম্ অস্মি' তব ইতি শেষঃ।

বিদেহাধিপতি জনক কূর্চ্চাসন হইতে উত্থান করিয়া ভূসংস্পৃষ্টদেহে সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার, আপনি আমায় উপদেশ দিন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দূরপথ গমন-করিতে হইলে সম্রাট্ আপনি যেমন রথ বা নৌকা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তেমনি আপনি এই সকল উপনিষদ্‌যোগে সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন। আপনি পূজ্য, আপনি সম্পন্ন, আপনি বেদ সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন, উপ-

নিষদ্গুলি শ্রবণ করিয়াছেন। বলুন এই দেহ হইতে মুক্ত হইয়া আপনি কোথায় যাইবেন ? জনক বলিলেন, হে ভগবন্, আমি কোথায় যাইব তাহা জানি না। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন, আমি তাহা বলিতেছি। জনক বলিলেন, ভগবান্ তাহা বলুন।

এই দক্ষিণ অক্ষিতে যে পুরুষ বিদ্যমান, ইঁহার নাম ইন্ধ। এই সাক্ষাৎ বিদ্যমান ইন্ধকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলা হয়। দেবগণ যেন পরোক্ষ ভাল বাসেন, প্রত্যক্ষ দ্বেষ-করেন।

এই বাম অক্ষিতে সেই পুরুষরূপই (ইন্ধ) বিদ্যমান। বিরাট্ ইঁহার পত্নী। এই হৃদয় মধ্যে যে আকাশ আছে সেই আকাশই এ দুইয়ের স্তবের স্থান। এই হৃদয়ে যে রক্তপিণ্ড আছে, ইহাই এ দুইয়ের ভোজ্য। এই হৃদয়মধ্যে যাহা জালের মত আছে, উহাই এ দুইয়ের আচ্ছাদনবসন। এই হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধে যে নাড়ী প্রসৃত হইয়াছে, এই নাড়ীই এ দুইয়ের সঞ্চরণ পথ। একটি কেশ সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলে যেমন হয় তেমনি সূক্ষ্ম হিতানামক নাড়ীগুলি হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে (৬৬পৃ[২০])। এই সকল নাড়ী দিয়া গমনশীল ভোজ্য ইতস্ততঃ দেহে ভ্রমণ করে। সেই জন্য এই (তৈজস) আত্মা এই শারীর পুরুষ (বৈশ্বানর) অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আহারের ভোক্তা (৭০পৃ[৪])।

[বিশ্ব ও তৈজস প্রাপ্তির পর] সেই [প্রাজ্ঞ সহ একীভূত] সাধকের পূর্ব্বদিক্ পূর্ব্ব প্রাণসমূহ, দক্ষিণদিক্ দক্ষিণ প্রাণসমূহ, পশ্চিমদিক্ পশ্চিম প্রাণসমূহ, উত্তরদিক্ উত্তর প্রাণসমূহ, ঊর্দ্ধ দিক্ ঊর্দ্ধ-প্রাণসমূহ, অধোদিক্ অধঃপ্রাণসমূহ, সকল দিক্ সকল প্রাণসমূহ। সেই সর্ব্বাত্মা—এই পর্য্যন্ত নন, এই পর্য্যন্ত নন। ইনি অগৃহ্য এজন্য কাহারও কর্ত্তৃক গৃহীত হন না, অশীর্য্য এজন্য কাহারও কর্ত্তৃক খণ্ড খণ্ড হন না, অসঙ্গ এজন্য কাহারও সহিত সংস্পৃষ্ট হন না, বন্ধনরহিত এজন্য কিছুতেই ব্যথিত হন না বিনষ্ট হন না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে জনক, তুমি অভয় প্রাপ্ত হইলে। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাদিগকে অভয় জ্ঞাপন-করিলেন, আপনার অভয়প্রাপ্তি হউক, আপনাকে নমস্কার, এ বিদেহ রাজ্য এবং আমি আপনারই।

ভাব—এখানে অক্ষিগত আত্মা বিশ্ব—বাহ্যজগতের দ্রষ্টা ; হৃদ্গত আত্মা তৈজস—

অন্তর্জগতের স্রষ্টা ; প্রাণগত আত্মা প্রাজ্ঞ—সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বেশ্বর। প্রাণ ও প্রজ্ঞা কৌষীতকী উপনিষদের মতে একই *। প্রজ্ঞাবান্ প্রাজ্ঞ ; সুতরাং এখানে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আত্মাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সমুদায় দিগ্দেশব্যাপী প্রাজ্ঞ। দৃষ্টি যত দূর যায়, তত দূর অন্তর্যামী প্রাজ্ঞের প্রেরণা অনুভূত হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্তই পরাত্মার সীমা নহে। যাহা আজ পর্য্যন্ত ব্যক্ত হয় নাই, তন্মধ্যেও তিনি বিরাজমান। সুতরাং এই পর্য্যন্ত নন এই পর্য্যন্ত নন বলিয়া সর্ব্বাতীত তুরীয়ের এখানে উল্লেখ হইয়াছে। সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতীত এ উভয়ের জ্ঞান সাধকে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার কৃতার্থতা হয়, অভয়প্রাপ্তি হয়। জনককে যাজ্ঞবল্ক্য এখানে তাহাই বলিয়াছেন। পরাত্মা অপরোক্ষ ভাবে, দেবগণ পরোক্ষ ভাবে আরাধিত হইয়া থাকেন। দেবগণ পরোক্ষ, চিরদিন পরোক্ষই থাকেন, তাই তাঁহাদিগকে পরোক্ষপ্রিয় বলা হইয়াছে।

১। বৈদিক দেবগণ হইতে সোপানপরম্পরায় ব্রহ্মেতে কি প্রকারে আরোহণ হয়, বেদান্তবচননিচয় দ্বারা এই অধ্যায় তাহা প্রদর্শন করিয়াছে। প্রথম প্রবচনসমষ্টিতে যে অগ্নিতে বৈদিক যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় সেই অগ্নির উল্লেখপূর্ব্বক তাহাতে ব্রহ্মদর্শন প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্বাশ্রয়, জ্ঞানিগণের বুদ্ধিস্থ, শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া শ্রুতি এই অগ্নিকে ভৌতিকাগ্নি হইতে ভিন্ন করিয়াছেন। বেদে যদি এই ভাবে অগ্নিকে গ্রহণকরা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সহসা তাহাতে এই সকল ভাবের আরোপ কি প্রকারে করা হইল, এই সংশয়নিরসনের জন্য কয়েকটী ঋক্ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

সুকর্ম্মা জ্ঞানসম্পন্ন বৈশ্বানর যিনি লোক সকল এবং আকাশের দীপ্তি (নক্ষত্রাদি) নির্ম্মাণ করিয়াছেন, চারিদিকে নিখিল ভুবন প্রকাশিত করিয়াছেন, তিনি অন্নের প্রতিপালক ও অমৃতের রক্ষক। (৬ম, ৭সূ, ৭ঋক)।

সকলের মিত্র অদ্ভুত বৈশ্বানর স্বর্গ ও পৃথিবীকে স্ব স্ব স্থানে বিশেষরূপে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, দীপ্তি দ্বারা অন্ধকার অন্তর্হিত করিয়াছেন, আধারভূত স্বর্গ ও পৃথিবীকে দুই খানি চর্ম্মের ন্যায় বিস্তৃত করিয়াছেন এবং নিখিল বীর্য্য ধারণ করেন। (৬ম, ৮সূ, ৩ ঋক্)।

এই দুইটী ঋকের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বৈশ্বানরকে নিখিল জীবের মিত্র, রক্ষয়িতা, লোকাতীত, ভুবননির্ম্মাণ বিস্তার এবং স্ব স্ব স্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপনের কর্ত্তা, তমোনিরাসক জ্যোতির স্রষ্টা, সমস্ত বীর্য্যের আধার, অন্নের, সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া বর্ণনকরা

* যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ। ৪। ৩ অধ্যায়। এখানে কেবল প্রাণ বলা হইয়াছে প্রাণসমূহ বলা হয় নাই, ইহাতে কোন গোল হইতেছে না, কেন না "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি" ইত্যাদি বাক্যে বাগাদি সহকারে এই মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং সেগুলিকে মুখ্য প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া প্রাণসমূহ বলা ইহাই উপনিষদের রীতি।

হইয়াছে। "অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন" "সত্য মন্ত্র দ্বারা আকাশকে দৃঢ় বদ্ধ রাখিয়াছেন" "পশুগণের প্রিয়বিচরণভূমি রক্ষা কর" (১ম, ৬৭সূ, ৩ ঋক্); "অনেক শ্রেষ্ঠ পুষ্টির হেতু" "স্বর্গদাতা", "লোকসকলের রক্ষক" "দ্যুলোক ও পৃথিবীর উৎপাদক (৯৬সূ, ৪ঋক্)" "সেই জাতবেদা অগ্নি পশু-পক্ষি-স্থাবর-জঙ্গমপ্রভৃতি অচিরে রচনা করেন [১০ম, ৮৮সূ, ৪ঋক্)" ইত্যাদি ঋক্ ঐ সকল কথাই সুদৃঢ় করে।

মনের ন্যায় দ্রুতগামী নিশ্চল জ্যোতি সুখপ্রদর্শনের নিমিত্ত চলিষ্ণু জীবহৃদয়ে নিহিত আছে। নিখিল দেবগণ সমচিত্ত সমপ্রজ্ঞ হইয়া সসম্ভ্রম একমাত্র কর্ম্মকর্ত্তার (বৈশ্বানরের) অভিমুখীন হন।

আমার কর্ণদ্বয়, আমার চক্ষু, আমার হৃদয়ে এই যে জ্যোতি নিহিত আছে, আমার যে মন দূরে বিচরণ করিতেছে, ইহারা [তাঁহার দিকে] ধাবিত হইতেছে। আমি তাঁহার বিষয়ে কি বলিব, কিরূপেই বা আমি তাঁহাকে মনন করিব? (৬ম, ৯সূ, ৫।৬ ঋক্)।

জীবহৃদয়ে আলোক হইয়া বৈশ্বানর সুখের পথ প্রদর্শন-করেন, বুদ্ধিতে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন, এ কথা বলাতে অগ্নির বুদ্ধিস্থতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

হে অগ্নি, প্রতিদিন অন্নলাভের নিমিত্ত তুমি সেই মানবকে উৎকৃষ্ট অমৃতত্বে ধারণ কর, উভয়বিধ জন্মের জন্য যে ব্যক্তি নিরতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হয়, সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সুখ ও অন্ন উভয়ই দাও। (১ম, ৩১সূ, ৭ ঋক্)।

ঋতুপ্রবর্ত্তক সূর্য্যের ন্যায় দেব অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নেতা, সত্যবান্, বৃত্রহা, সনাতন, সর্ব্বজ্ঞ ও দ্যুতিমান্। তিনি স্তোতাকে নিখিল দুরিত অতিক্রম করাইয়া লইয়া যাউন (৩ম, ২০সূ, ৪ঋক্)।

"দেবগণ তোমাকে অমৃতের নাভি করিয়াছেন" (৩ম, ১৭সূ ৪ঋক্); তোমার যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা তাঁহারা অমরত্ব প্রাপ্ত হন" (৬ম, ৭সূ, ৪ঋক্) "অগ্নি প্রভূত অমৃতদানে সমর্থ" (৭ ম, ৪ সূ, ৬ ঋক্) ইত্যাদি ঋকে অগ্নির শান্তি-ও-মুক্তিপ্রদাতৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

তবে যে কথিত হইয়াছে,

ব্রহ্মসন্নিধানে সূর্য্যও দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকও দীপ্তি পায় না, এসকল বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না, অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে। দীপ্যমান তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এ সকল দীপ্তি পায়, তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান (২।৭)।

এ সকল ঐশ্বর্য্য দ্বারা অনাবৃত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতি। আরোহণের অবস্থায় নহে, আরূঢ়াবস্থায় ব্রহ্ম এইরূপে অনুভূত হন।

২। ব্রহ্মের অভিধেয়রূপে সমুদায় বেদের অগ্রে ওঙ্কার উচ্চারিত হইয়া থাকে। এস্থলে সেই ওঙ্কারে ব্রহ্মদর্শন অভিহিত হইয়াছে। ঋক্ আদি বেদভেদে ওঙ্কার উচ্চারণে স্বরের ভেদ হয়। ঋগ্বেদে একাক্ষর স্বরিতোদাত্ত, যজুর্ব্বেদে ত্রৈস্বর্য্যোদাত্ত, সামবেদে একাক্ষর দীর্ঘোদাত্ত, অথর্ব্ববেদে একাক্ষর সংক্ষিপ্তোদাত্ত। ঋগ্বেদে ওঙ্কারবিষয়ে কোন স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। "পরি প্রংসমোমনা বাং বয়ো গাৎ" (৭ম, ৬৯সূ,

ঃঋক্) (দীপ্ত অন্ন রক্ষার জন্য তোমাদিগকে পরিবেষ্টন করে)। এ স্থলে নিরুক্ত-ব্যাখ্যাকর্ত্তা অবনশব্দের অকার ও বকারকে ওকার ও মকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিভক্তিযোগে 'ওমনা' পদটির সাধন করিয়াছেন। এই প্রণালীতে অবধাতুর ক্বিবন্ত অব্ পদটি হইতে ওম্ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু শাব্দিকগণ অবধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয় দ্বারা ওমন্ ও মন্ প্রত্যয় দ্বারা ওম্ শব্দের সাধন করিয়া থাকেন। "বিশ্বেভির্গিস্বোমভির্হুবানঃ" (৫ম, ৪৩সূ, ১৩ ঋক্) (আহূত হইয়া সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন করুন) এস্থলে ওমন্ শব্দের অবধাতুতে মনিন্ যোগে সাধন যেমন সমুচিত ওম্ শব্দেরও তেমনি মন্ যোগে সাধন সমুচিত। ঔণাদিক মন্ প্রত্যয় পরে অবধাতুর বকার ও অকার স্থলে ঊঠ্ (পা, ৬। ৪। ২৫) হয়। উকারদ্বয়ের সবর্ণ দীর্ঘ হইয়া গুণ হয় (পা, ৭। ৩। ৮৪), তৎপর প্রত্যয়ের টি (মনের অন্) লোপ করিয়া (উণাদি ১। ১৩৯) ওম্ এই পদ 'রক্ষা করেন' এই অর্থে নিষ্পন্ন হয়। ওম্ শব্দটি মান্ত অব্যয় হইল বলিয়া উহার কোন সাধন হয় না (পা, ১ ১।৩৯) সকল বিভক্তিতে একই রূপ থাকে। যিনি রক্ষা করেন তিনি ওম্, সুতরাং সেই রক্ষা-কর্ত্তার ওম্ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র বেদবাক্য উচ্চারিত হয়। "বেদগ্রাহিগণ ওম্ বলেন" "'করিয়াছ কি ?' এতদুত্তরে ওম্ (হাঁ করিয়াছি) এরূপ বলার প্রসিদ্ধি আছে! ইহা ছাড়া 'অঙ্গীকার কর' বলিলে, ওম্ (হাঁ) এই বলিয়া অঙ্গীকার করে" (৪৫পৃ) ইত্যাদি স্থলে ওম্ যখন সম্মতি বুঝায় তখন রক্ষাকর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া সম্মতি-দানকরা হইতেছে ইহাই বুঝাইয়া থাকে। অনুমতিস্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কে রক্ষা করেন তাঁহার ব্যাখ্যানের জন্য ওম্ শব্দটির স্থানী অ-উ *ম্ গ্রহণপূর্ব্বক অকারে বিশ্ব, উকারে তৈজস, মকারে প্রাজ্ঞ এইরূপ সোপাধিক ব্রহ্মের বাচক ওঙ্কার বেদান্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ওঙ্কারের ঋক্ যজু ও সামরূপ তিনটি মাত্রা, তিনের সাধনে মনুষ্যলোক, চন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। সুতরাং হিরণ্য-গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া পরমপুরুষপর্য্যন্তের প্রাপ্তি ওঙ্কারেতেই হইয়া থাকে। "তাঁহার (ঈশ্বরের) বাচক প্রণব" (১। ২৭) এই কথা বলিয়া যোগসূত্র ওঙ্কারকে ব্রহ্মবাচক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম নিত্য বিদ্যমান, ওঙ্কার তাঁহাকে বুঝিবার জন্য একটি সঙ্কেতমাত্র—ব্রহ্মবাচক বলিবার এই ভাব। ওঙ্কারে ব্রহ্মদর্শনার্থ উহাকে প্রতীকরূপে সর্ব্বত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ব্রহ্মের জ্ঞাপক ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় এই ভাবে স্বয়ং শ্রুতি ওঙ্কারকে আলম্বন বলিয়াছেন।

৩। ৪। তৃতীয় ও চতুর্থে সমষ্টিজীবে, সমষ্টিজগতে, অগ্নি ও ঋতে ব্রহ্মদর্শন উল্লি-

---

* অবধাতুর বহ স্থলে উ হইয়াছিল। বকারস্থলে উকার উচ্চারণসাম্যে এক, সুতরাং উকার বকারের স্থানিরূপে এখানে গৃহীত হইয়াছে।

খিত হইয়াছে। এস্থলে মূলে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, আর এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

৫। পঞ্চমে বৈদান্তিক আরোহক্রম পরিষ্কার প্রকাশ পায়, সুতরাং এ অংশের অনতিবিস্তীর্ণ ব্যাখ্যান সমুচিত। এখানে তাহাই করা যাইতেছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এ তিন অবস্থায় একই আত্মার অনুসন্ধানে আত্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, এ জন্য বেদান্তে ইহারই প্রাধান্য। এই অনুসন্ধানেই বেদ হইতে বেদান্তের প্রভেদ, সুতরাং প্রায় সকল বেদান্তেই হয় জাগ্রৎ, নয় স্বপ্ন, নয় সুষুপ্তিকে প্রধান করিয়া লওয়া হইয়াছে। জাগ্রৎ অবস্থায় বহির্জগতের সঙ্গে, স্বপ্নাবস্থায় মানসজগতের সঙ্গে, সুষুপ্তাবস্থায় আনন্দানুভবের সঙ্গে যে আত্মপ্রত্যয় অনুস্যূত থাকে সেই আত্মপ্রত্যয় বহির্জগৎ-মানসজগৎ-ও আনন্দানুভবমধ্যে ব্রহ্মানুসন্ধান উপস্থিত করে। সুষুপ্তিতে যখন সমুদায় বিজ্ঞানের বিলোপ হয়, তখন সুষুপ্তিতে আনন্দানুভব থাকে, ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে, এ কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যখন বলে 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম' তখন সে সময়েও সুখানুভবের সঙ্গে আত্মপ্রত্যয় বিদ্যমান ছিল, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। যদি বল এটি সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির অবিচ্ছেদ সুখানুভব নহে, নিদ্রা হইতে উত্থান করিলে শরীরের সুস্থতাবশতঃ সে সময়ে যে একটা সুখানুভব হইয়া থাকে উহা তাহাই, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই কথা আইসে যে, সুপ্তাবস্থায় আত্মানুভব বিদ্যমান ছিল না যে আত্মার সুখানুভব থাকিবে। সুপ্ত আত্মার অনুভূতির বিলোপ হয়, একথা আদরযোগ্য নয়, কেন না দেখিতে পাওয়া যায়, ঘোর নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিও যে মুহূর্ত্তে উঠিবে সঙ্কল্প করিয়া নিদ্রা যায়, সেই মুহূর্ত্তে জাগ্রৎ হয়, শঙ্খঘণ্টাদির বাদ্যে নিদ্রা না ভাঙ্গিলেও যাহার প্রতি মন অভিনিবিষ্ট করিয়া সে নিদ্রা গিয়াছিল তাহার একটু আর্ত্তস্বরেই অমনি জাগিয়া উঠে। বহির্জগতে মানসজগতে ব্রহ্মদর্শন যেমন, সুষুপ্তের সুখানুভবে তেমনি জীবে ব্রহ্মদর্শন, সর্ব্বাতীত ব্রহ্মঘটিত সাক্ষাদ্দর্শন নহে। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের যিনি অতীত তাঁহাকে তুরীয় বলে। এই তুরীয়ের একটি বিশেষণ 'অব্যবহার্য্য'। এই বিশেষণে এই বুঝাইতেছে যে তিনি সকল সম্বন্ধের অতীত, তাই তিনি সর্ব্বাতীত। 'অব্যবহার্য্য' বিশেষণের এরূপ অর্থনির্দ্দেশ লৌকিক, তত্ত্বতঃ এরূপ বিশেষণপ্রয়োগকরিবার অভিপ্রায় এই যে, ইহাতে হরণযোগ্য অসমগ্র ভাব নাই। ব্যবহারশব্দে ঋণদানাদি অষ্টাদশ প্রকার বিবাদের মূল বুঝায়। কাত্যায়ন এই ব্যবহারশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

নানাবিধ অর্থে বি, সন্দেহার্থে অব, হার শব্দে হরণ উক্ত হইয়া থাকে। নানাবিধ সন্দেহহরণ হয় এজন্ত উহাকে ব্যবহার বলে।

এ স্থলে সন্দেহ কি তন্নির্ণয় জন্য তিনি বলিয়াছেন :—

ন্যায়নির্ণয়স্থলে ধর্ম্মপ্রতিপাদন কষ্টসাধ্য ও দুর্জ্ঞেয় হইলে ঋণদানাদি বিষয় লইয়া যে বাদ উপস্থিত হয়, তাহাকে ব্যবহার বলে।

ঋণদানাদি বিষয় লইয়া বাদ উপস্থিত হইলে ন্যায়নির্ণয়করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে ; এবং কি প্রমাণ ছিল কি অভিপ্রায় ছিল সে গুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বলিয়া উহাদের কোন্‌টি যুক্ত কোন্‌টি অযুক্ত সেইটি প্রতিপাদনকরত ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা করিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থা করাকে ব্যবহার বলে *। অব এই উপসর্গের অর্থ—ঈষৎ অসাকল্য। কাত্যায়নের নিরুক্তি হইতে এই আসিতেছে—যে স্থানে অসমগ্রতানিবন্ধন বস্তু পরিস্ফুট হয় নাই সে স্থানে সেই অসমগ্রতা অপনয়ন করিয়া সেই বস্তুকে পরিস্ফুট করাই 'ব্যবহার'।

আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে। আমি অব্যয় ও অনুত্তম এই পরম ভাব না জানাতেই এরূপ করিয়া থাকে।

এ কথায় এই বুঝা যাইতেছে যে, পরব্রহ্ম পূর্ণ, অখণ্ড, অসমগ্রতাশূন্য সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অস্ফুট-স্ফুটকরণরূপ ব্যবহার সম্ভবে না। এই জন্যই তাঁহাতে 'অব্যবহার্য্য' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশ্ব অব্যক্ত, অপূর্ণ এবং অসমগ্র সুতরাং উহা ব্যবহার্য্য বা ব্যবহারিক। এই অসমগ্রতানিবন্ধনই উহা ক্রমিক অভিব্যক্তির অধীন। ক্রমিক অভিব্যক্তি এই ব্যবহারেরই আর একটি নাম মাত্র। "জ্ঞ এবং অজ্ঞ, ঈশ এবং অনীশ দুইই জন্মরহিত (১২।১১[৯])" এই শ্রুতির অনুসারে জীবের জ্ঞান ও শক্তির অভিব্যক্তি আছে বুঝাইতেছে, সুতরাং জীব সম্যক্ প্রকারে ব্যবহারের (অভিব্যক্তির) অবিষয় নহে। এইরূপে বিশ্বের ব্যাবহারিকত্ব সিদ্ধ হইলেও নামরূপময় বলিয়া উহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, কেন না "সেই নামরূপ যাঁহার মধ্যে অবস্থিত তিনি ব্রহ্ম" (৩। ১৯) শ্রুতি এই কথা বলাতে ব্রহ্মেতে বিদ্যমান নামরূপ 'বিস্পষ্টীকরণ' প্রণালীতে তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয় ইহাই আসিতেছে। মিতাক্ষরব্রহ্মসূত্রবিবৃতিকার জীব ঈশ্বর ইত্যাদি সকলের ব্যাবহারিকধর্ম্মস্বীকার করিয়া উঁহাদের ব্যবহারিকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। বিস্পষ্টীকরণ ব্যাবহারিক ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সিদ্ধ পায়, ব্যবহারিক মিথ্যা এ কথা বলিলে সিদ্ধ পায় না। ব্রহ্ম অব্যবহার্য্য বিশ্ব ব্যবহার্য্য, বেদান্তসিদ্ধ এ কথার অর্থ—ব্রহ্ম বিবর্ত্তের অধীন নন বিশ্ব বিবর্ত্তের অধীন, সুতরাং শ্রীমচ্ছঙ্কর পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এই যে ভেদ করিয়াছেন তাহাতে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। "যে পদার্থ একই রূপে অবস্থান করে তাহা পরমার্থ" (বে, সূ ২।১।১১ ভা) শ্রীমচ্ছঙ্করের এ নিরুক্তি সকল বাদীরই আদরণীয়। ব্রহ্ম যদিও স্বয়ং অব্যবহার্য্য, তথাপি নামরূপের অভিব্যক্তিকালে ব্যবহর্ত্তা হইয়া আপনাকে সর্ব্বত্র শিবস্বরূপে সাক্ষাৎকারের বিষয় করিয়া থাকেন। এজন্যই,

* মূলে যে ব্যাখ্যান অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে অনুবাদ বিশদ হয় না, তাই অনুবাদে প্রাচীন ব্যাখ্যান্তর গৃহীত হইল।

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ (গী, ৯। ১৭)

ইত্যাদি সম্বন্ধ তাঁহাতে সম্ভবপর হয়।

"একাত্মপ্রত্যয়সার" (৭১পৃ) এই বিশেষণটি বিশ্বে, মনোরাজ্যে, আনন্দানুভবে, এবং তাহার অতীত ভূমিতে এক পরাত্মাই বিদ্যমান ইহাই প্রকাশ করে। বিশ্বাদি ভেদে একই আত্মার চারিপাদ বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বিশ্বাদিতে সেই একই আত্মা। সেই সেই স্থলে তিনি বিশ্বাদির অসমগ্রতাহরণপূর্ব্বক প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং তিনি ব্যবহার্য্য সহ-সম্বদ্ধ ব্যবহর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হন। বিশ্বাদিনিরপেক্ষ আত্মা অদৃষ্ট, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ ও অচিন্ত্য হইয়াও কিপ্রকারে বস্তুরূপে উপলব্ধির বিষয় হইতে পারেন, এই সংশয়নিরসনকরিবার নিমিত্ত লোকে ব্যবহর্ত্তা হইতে ব্যবহার্য্যবিষয়ের যে ভিন্নতা প্রতীতি করিয়া থাকে, শ্রুতি সেইটিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যবহর্ত্তা এবং ব্যবহার্য্য এ দুই যে স্বতন্ত্র নয়, ইহা কোন ব্যক্তিই বুদ্ধিগোচর করিতে পারে না। ব্যবহর্ত্তা যাহা ব্যবহার-করেন, উহা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র না হইলে উহা কদাপি তাঁহার ব্যবহারের বিষয় হইতে পারে না। বৃক্ষচ্ছেদনকালে ছেদক কেবল কুঠারব্যবহার করিয়া থাকে তাহা নহে, হস্তাদি সকলই ব্যবহার করে; সেই ব্যবহর্ত্তা যে সে সকল হইতে ভিন্ন, ইহা সকলেরই প্রত্যয়। এই জগৎ অসমগ্র (অপূর্ণ)। পরাত্মা নিয়ত ইহার সমগ্রতাসাধন করিতেছেন এ জন্য তিনি ব্যবহর্ত্তা। বিবিধ প্রকারের অসমগ্রতা হরণ-করেন, এই অর্থে তিনি ব্যবহর্ত্তা। বিশ্বাদিতে পরাত্মা ব্যবহর্ত্তা হইয়া বিদ্যমান, অতএব তিনি উহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র এবং এই স্বতন্ত্রতাই উঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। এই স্বতন্ত্রতা হইতে তাঁহার শান্তত্ব, প্রপঞ্চাতীতত্ব, তুরীয়ত্বও সিদ্ধ পায়। তিনি এরূপে সর্ব্বাতীত হইয়াও শিব এই জন্য সাক্ষাৎকারের বিষয় হন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ জীব এবং "পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা" (৫৩পৃ) ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে এই তুরীয় আত্মাতে সমুদায় ভূত ও ভৌতিক বিষয় স্থিতি করে। এই জীব পরা এবং এই সকল ভূত অপরা প্রকৃতি। সেই পরাত্মাই সকলের উৎপত্তি-ও-প্রলয়স্থান, তাঁহা ছাড়া কিছুই নাই। এ জন্যই কথিত হইয়াছে :—

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত আমার প্রকৃতি; এটি অপরা প্রকৃতি। জানিও এ অপেক্ষা আর একটী আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, সেটী জীব-প্রকৃতি। এই জীবপ্রকৃতির দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এই দুই প্রকৃতি হইতে সমুদায় ভূতের উৎপত্তি জানিও। আমিই সমুদায় জগতের উৎপত্তি-ও প্রলয়-স্থান। আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণি সকল গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই সমুদায় গ্রথিত রহিয়াছে। (গীতা ৭অ, ৪—৭ শ্লো)।

পরাত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত পরা প্রকৃতি আনন্দের ভোক্তা হইয়া তত দিন অন্তর্বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাতে স্থিতি করে, যত দিন না তিনি তাহাকে চেতনাভিমুখী করেন।

যখন সে চেতনাভিমুখী হয়, তখন মনন উপস্থিত হয়। এই মননই মন এই সংজ্ঞা লাভ-করিয়া থাকে। সেই মনের ভিতরে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মেন্দ্রিয়গণযুক্ত এই মন বাসনাময় সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে। স্বয়ং শ্রুতি এই মনকেই—"পরম দেব মনেতে সকলই এক হয়" (৫২পৃ) "নিদ্রা কালে এই দেব (মন) স্বপ্নে স্বীয় মহিমানুভব করেন" (৫৩পৃ) এই পরিষ্কার কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। "যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন উহারা ছড়াইয়া পড়ে" (৫২পৃ) এই শ্রৌত যুক্তিতে মন জাগ্রৎ হইলে অপরা প্রকৃতি তাহার অভিমুখীন হয়। মনের (মননশক্তির) সহিত অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ হইবামাত্র পৃথিব্যাদি ভূত ও ভৌতিক সমুদায় বিষয় এবং তাহাদিগের গ্রাহক প্রাণ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহ সকলই উদ্ভূত হয়।

একই নিরুপাধি পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপব্যঞ্জক উপাধিযোগে প্রাজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ ও বহিঃপ্রজ্ঞ এই সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হয়, বেদান্তের এই মত। যদি এরূপ না হইবে, তাহা হইলে "একাত্মপ্রত্যয়সার" এ বিশেষণ কখন সিদ্ধ হয় না। এখানে এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে :—তুরীয় পরাত্মার সম্বন্ধে প্রজ্ঞত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে (৭১পৃ)। যিনি সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা তিনি প্রজ্ঞ। সুতরাং প্রজ্ঞত্বের নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টৃত্ব নিষিদ্ধ হইল। দ্রষ্টৃত্ব নিষিদ্ধ হওয়াতে জীবকে লইয়া সৃষ্টিকরাও সিদ্ধ হইতেছে না, সুতরাং তাঁহাতে স্রষ্টৃত্ব ঘটিতেছে না। স্রষ্টৃত্ব না ঘটিলে তাঁহাতে সমুদায়ের বিলয়ও যদি হয় তথাপি তাঁহা হইতে সে সকল বিনিঃসৃত হইবে কি প্রকারে? যদি তাঁহা হইতে সমুদায় বিনিঃসৃত না হয় তাহা হইলে তিনি বিশ্বযোনি হইলেন কোথায়? যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তাহা হইলে সমুদায় বেদান্ত বিফল হইয়া যায়। এ বিরোধের এই প্রকারে পরিহার হইতে পারে। পরাত্মা একই সময়ে পূর্ব্বাপর সমুদায় জ্ঞানের আধার। তাঁহা হইতে জীবে জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়া তাহার জ্ঞাতৃত্ব উপস্থিত হয়। এতদ্দ্বারা বিরোধপরিহার হইবে কিরূপে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতার ভিন্নতা বিনা জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। পরমাত্মায় ঈদৃশ ভিন্নতা সম্ভবপর নহে, কেন না জ্ঞেয় ভিন্ন হইলে তাহার দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন হইলেন, আবার জ্ঞেয়ও তাঁহা ছাড়া সত্তাবান্ হইতে পারিল না। অধিকন্তু মনন বিনা জ্ঞাতৃত্ব সম্ভবে না। যাহা প্রতীতির বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইবার জন্য জ্ঞাতা মনন করিয়া থাকে। ইহাতে জ্ঞাতার জ্ঞানের অপূর্ণতা প্রকাশ পায়, এরূপ অপূর্ণতা পরাত্মাতে কদাপি সম্ভবে না।

এস্থলে আর একটি সংশয় উপস্থিত হইতেছে :—তাঁহাতে যদি জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব না হয়, তাহা হইলে "তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইব, জন্মিব। তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া এ সকল যাহা কিছু সকলই সৃজন করিলেন (৮। ৫)" "তিনি আপনি আপনাকে [বিতত] করিলেন (৮। ৬)" এ স্থলে অন্য কোন উপকরণনিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টিকরায়

কথা যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্ভবপর হইল না। ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বে দোষ দেখান হইয়াছে, কেবল জ্ঞাতৃত্বে কেন শক্তিমত্তাতেও দোষ পড়িতেছে। দোষ পড়িতেছে কেন, তাহা এইরূপে দেখান যাইতে পারে। যাহা ছিল না তাহা তিনি করিলেন, এ কথায় এই আসিতেছে যে, ব্রহ্মের ক্রিয়ায় নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি আছে। ক্রিয়াশক্তির কখন আগম হয় কখন অপগম হয়, ইহাতে উহার অনিত্যত্ব প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ণ পরাত্মার ক্রিয়াশক্তি স্বরূপশক্তি নহে কিন্তু তটস্থা (alien) শক্তি। 'দেবাত্মশক্তি' (১২।১১ [৩])—'দেবাত্মা ঈশ্বররূপ। ঈশ্বররূপে অবস্থিত শক্তি'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে ঈশ্বরের উপাধি মায়া, সেই মায়াই এখানে শক্তিশব্দে উল্লিখিত হইতেছে ইহাই বুঝাইতেছে। ব্রহ্ম মায়াস্বীকারকরাতে তাঁহার প্রথম ঈশ্বররূপ হইল, সুতরাং মায়ারহিত স্বয়ং ব্রহ্ম যে ঈশ্বর নহেন এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতেছে। ব্রহ্ম যদি ঈশ্বর না হন তাহা হইলে তাঁহার জগৎকারণত্ব দাঁড়াইতেছে না। সকল বেদান্তে ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং অনীশ্বরত্বস্থাপন করিয়াও তিনিই সর্ব্বকারণ ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে প্রকৃতিই সকলের কারণ বেদান্তের সিদ্ধান্তের বিপরীত এই মত আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন সকল বেদান্তবাদী ব্রহ্মের সর্ব্বকারণত্ব স্বীকার করেন, তখন সেই স্বীকারটি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সকল মতের সামঞ্জস্য ঘটিবে ইহা জানিয়া আমরা তাহাই আশ্রয় করিতেছি।

শ্রীমচ্ছঙ্কর যে বলিয়াছেন, "আকাশাদি বহু প্রপঞ্চ জগৎ—কার্য্য, কারণ—পরব্রহ্ম। পরমার্থতঃ সেই কারণ হইতে কার্য্য অনতিরিক্ত, অতিরিক্ত হইলে কার্য্যের অভাবই হৃদয়ঙ্গম হয় (বে, সূ ২।১।১৪ ভা)"; এ কথায় বেদান্তবাদিগণের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্ম একমাত্র কারণ, তাঁহা ছাড়া সকলই কার্য্য। কার্য্য ব্যবহারোৎপন্ন ব্যাবহারিক। এ ব্যবহার কাহার? একমাত্র কারণ ব্রহ্মেরই; সুতরাং তিনি ব্যবহর্ত্তা। এইরূপে তাঁহার ব্যবহর্ত্তৃত্বসিদ্ধি পাইলে এই আসিতেছে যে, তাঁহাতে অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ভাবে যে নামরূপ ছিল, তাহার ব্যাকরণই (বিস্পষ্টীকরণই) ব্যবহার। ব্যাকর্ত্তৃত্বেই (বিস্পষ্টীকরণকর্ত্তৃত্বেই) তাঁহার ব্যবহর্ত্তৃত্ব। ব্রহ্মের যদি কারণত্ব স্বীকারকরা হয়, তাহা হইলে শক্তিকে স্বরূপশক্তি না বলিয়া তটস্থা বলা ন্যায়সঙ্গত নয়, এজন্যই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, শক্তি "অন্য (ব্রহ্মাতিরিক্ত) নয়, অসৎও নয়" (বে, সূ ২।১।১৮ ভা)। "ইঁহার বিবিধ পরম শক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। সেই শক্তি স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া (৬।১১ [২])", এই শ্রুতিপ্রমাণে জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই তাঁহার অন্তরঙ্গ, এ উভয়ের একত্বে এই শক্তি চিচ্ছক্তি, এ কথা বলিলে কোন দোষ পড়ে না। শক্তির আগম ও অপগম যে প্রতীত হয়, উহা ভ্রান্তিসম্ভূত। শক্তির নিরোধ ও শক্তির আবিষ্কার কিছু শক্তির অসত্তাপ্রতিপাদন করে না। "বহু হইব" এখানে শক্তির আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে "সেই নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে তিনি

ব্রহ্ম” এস্থলে তত্ত্ববিদগণ শক্তির নিরোধ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। নিম্বার্কীয়গণের মতে এইটি ‘শক্তিবিক্ষেপোপসংহারবাদ’। অনন্তশক্তির সম্যক্ আবিষ্কার কদাপি সম্ভবে না, সুতরাং পরাত্মাতে উহার নিরোধও নিত্যকাল আছে। নিরোধাংশে শক্তি অব্যক্ত, সুতরাং অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়ারূপ সৃষ্টি তিন কালেই চলিতেছে, কার্য্যরূপা সৃষ্টি চিরদিনই আছে।

‘ব্রহ্ম মায়া স্বীকারকরাতে তাঁহার প্রথম ঈশ্বররূপ হইল’ এই কথার মধ্যে কি তত্ত্ব নিহিত আছে সেইটি প্রকাশ পাইলেই জ্ঞাতৃত্বাদি দোষ চলিয়া যাইবে। পরব্রহ্ম একই সময়ে পূর্ব্বাপর সকল জ্ঞানের আধার, জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় ঈদৃশ ভেদশূন্য, এরূপ নির্দ্ধারণ করিলে নামরূপের অভিব্যক্তি এবং শক্তির আবিষ্কার ও নিরোধ তাঁহাতে নহে জীব-বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় এই কথা আসিতেছে। পরব্রহ্মে জ্ঞান ও বলরূপে যাহা বিদ্যমান জীববুদ্ধিতে তাহার জগদাকারে প্রকাশ— সৃষ্টি, তাই শ্রুতিসকল সৃষ্টির আদিতে পরাত্মার জীবে প্রবেশ বর্ণন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি এবং সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও জীব বিনা কে তাহা উপলব্ধি করে, তাই জীবে অনুপ্রবেশ হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব জীববুদ্ধি-গোচর হয় বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, “ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের প্রসবিতা, ইনি সকল ভূতের উৎপত্তি ও নিরোধ (৭০পৃ)।” পরাত্মার আলিঙ্গনে অন্তর্বাহ্যজ্ঞানশূন্য জীব প্রবুদ্ধাবস্থায় প্রিয়ত্ববশতঃ তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্বাদি অনুভব করে, এই জন্যই শ্রুতি ওরূপ বলিয়াছেন। পরাত্মা সকলের ঈশ্বর, সকল জ্ঞানের আধার, সকলের নিয়ন্তা, সকলের কারণ, সকলের উৎপত্তি-ও-নিরোধস্থান হইলেও জীবই সেই সেই নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, এজন্য জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তা প্রাজ্ঞেতে ঐ সকল বিশেষণ উল্লি-খিত হইয়াছে, তুরীয়ে নহে। সর্ব্বেশ্বরত্বাদি পরব্রহ্মেতে ছিল না, অকস্মাৎ ঐ সকল জীববুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে এ কথা বলা যাইতে পারে না। কোথা হইতে সে সকলের স্ফূর্ত্তি হইল তাহার কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে সকলের কারণ পরব্রহ্মেতেই উহা বিশ্রামলাভ করে। এই জন্যই বৃহদারণ্যকে নিরুপাধি পরব্রহ্মে ‘সর্ব্বাত্মভূ’ (৩। ২১) এই বিশেষণের উল্লেখ হইয়াছে।

সর্ব্বেশ্বরত্বাদি মায়িক যদি এ কথা বলা যায়, তাহা হইলে পরাত্মা মায়ী, মায়া তাঁহার অনতিরিক্ত, তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার শক্তি, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপমধ্যে উহার প্রবেশ কে নিবারণ করিবে? ‘ইন্দ্র স্বীয় প্রজ্ঞাযোগে রূপে রূপে প্রবেশ করিয়া প্রতিরূপ হইয়াছিলেন। আপনার সেই রূপ প্রকাশকরিবার জন্য বহুরূপ হইয়াছিলেন। যেহেতুক ইহার রথে যোজিত অশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দশ শত।” (২।২১) বৃহদারণ্যকে উদ্ধৃত এই ঋকের ব্যাখ্যানকালে ভাষ্যকার বৈদিক মায়াশব্দের নিরুক্তোক্ত প্রজ্ঞা অর্থের আদর করিয়াছেন। উপরে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, সে সকলই এই ঋক্ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। যদ্দ্বারা লক্ষিত হয়, তাহাকে রূপ বলে। “সত্য জ্ঞান অনন্ত” ইত্যাদি

শব্দ দ্বারা যাহা প্রখ্যাত হয়, তাহা রূপ। সত্যাদি শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ সেই রূপ জীবের বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য ইন্দ্র (সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত পরাত্মা) রূপে রূপে (শব্দের বিষয়ভূত প্রত্যেক বিষয়ে) "ব্রহ্মস্বভাববিশিষ্ট প্রপঞ্চ" এই যুক্তিতে প্রতিরূপ অর্থাৎ সত্যাদি শব্দের অনুযায়ী হইয়া যে যে বিষয়ে যে যে রূপ প্রকাশ পায় সেই সেই রূপ হইলেন। এইরূপ প্রতিরূপ হওয়াতে তিনি মায়ায় (বিচিত্র জ্ঞানকৌশলে) এক হইয়াও বহুরূপ হইলেন। ইহার অর্থ এই --"বহু হইব" এই প্রতিজ্ঞানুসারে এক অক্ষর জ্ঞানবস্তু বিষয়ে বিষয়ে ভিন্নরূপে প্রতীতির বিষয় হইলেন। ঋক্‌সংহিতাসমুচিত ব্যাখ্যা গৃহীত না হয় এজন্য বেদান্ত আপনি উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ইনিই সেই ইন্দ্রিয়গণ [ও তাহাদের] দশ সহস্র, বহু ও অনন্ত বিষয়।" এই পরাত্মাই সেই ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের বিষয় চন্দ্র-সূর্য্যাদি সকলই, কেন না উহারা সকলে ইহার স্বরূপ হইতে উৎপন্ন এবং ইহাকে ছাড়িয়া উহাদের সত্তা নাই। বিষয় সকল অসংখ্য এজন্য দশ সহস্র, বহু ও অনন্ত বলা হইয়াছে। "যদি নামরূপ অভিব্যক্ত না করিতেন তাহা হইলে পরাত্মার নিজের নিরুপাধিক প্রজ্ঞানঘনাখ্য রূপ প্রকাশ পাইত না" এ কথা বলাতে আমরা যাহা বলিলাম তাহাই যে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত অর্থ তাহা প্রকাশ পাইতেছে। তপনের তাপ সর্ব্বতো-বিসারী, অথচ যেমন—জীবের তাৎকালিক অনুভূতি অবলম্বন করিয়া—বলা হয় 'তপন তাপ দিতেছেন', সেইরূপ একই সময়ে পূর্ব্বাপর নিখিল জ্ঞানের আধার পরাত্মার সম্বন্ধে "তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন" (৬।৬[১৯]) "তিনি তপ করিয়া এ সমুদায় সৃজন করি-লেন" (৮।৫) ইত্যাদি বর্ত্তমান ও অতীত কালের প্রয়োগ জীবের তাৎকালিক অনুভূতি অবলম্বন করিয়া করা হয় ; এই জন্য ইহাতে কোন দোষ পড়ে না।

"বাক্ দ্বারা যে নাম উদ্ভূত হয়, সেই নাম বিকার, মৃত্তিকাই সত্য (১২। ১)" এই শ্রুতির যদি এই অর্থ হয় যে, সর্ব্বকারণ ব্রহ্মই সত্য বিকারসমূহ অসত্য, তাহা হইলে "নামরূপ যাঁহার মধ্যে আছে তিনি ব্রহ্ম" এই শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মেতে নামরূপের নিত্য স্থিতি খণ্ডিত হইয়া যায়। "মৃত্তিকাই সত্য" এ কথা বলাতে তদ্ব্যতিরিক্ত আর সকল বিকার অসত্য, এ সিদ্ধান্ত শ্রীমচ্ছঙ্করের উক্তিতেই সংশোধিত হইতেছে, কেন না তিনি বলিয়াছেন "সৎস্বরূপের সহযোগে সমুদায় নামরূপাদি সত্য, তন্নিরপেক্ষ বিকারসমূহ স্বয়ং অসত্য"। তাঁহার এই উক্তি সকলবাদীর মতের সামঞ্জস্যসাধন করে, সুতরাং ইহা লইয়া বাদপ্রতিবাদ বৃথা। এরূপ ভ্রম হওয়া সমুচিত নয় যে, ব্রহ্মেতে নামরূপের স্থিতি শ্রুতি যে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তেজ অপ্ ও অন্নরূপ স্থূল পদার্থ সূক্ষ্ম নহে। শ্রুতি যখন তেজ অপ্ ও অন্নের সৃষ্টি এবং "পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা" ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া-ছেন তখন সেই উক্তিতে নাম ও রূপের আকার যে জ্ঞান ও বল তাহাই সিদ্ধ হইতেছে। এজন্যই বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই, পরমাত্মাই জগতের প্রকৃতি জগতের যোনি, জগতের বীজ (১।৪।২৩—২৭)। বিশ্বে বিরাজমান পরাত্মা প্রথমতঃ বিশ্বযোগে বুদ্ধিগোচর হন,

এজন্য তিনি জীবসন্নিধানে বিশ্বনামে প্রসিদ্ধ। মন বিনা চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয়গ্রহণে অসমর্থ। স্থূলজগন্নিরপেক্ষ মানসব্যাপার যে স্বপ্ন উহাই মনের সাক্ষাৎ প্রমাণ, স্বপ্নে জ্ঞানমাত্র প্রতিভাত হয়, সুতরাং স্বপ্নে বিরাজমান পরাত্মা তৈজসনামে প্রসিদ্ধ। স্বপ্ন জীবসৃষ্ট বা ব্রহ্মসৃষ্ট, (৩৷২৷১—৬) এ মতভেদ অকিঞ্চিৎকর। দৃষ্ট ও অনুভূত বিষয়সমূহ স্বপ্নাকারে উপস্থিত হয়, এজন্য উহা জীবসৃষ্ট একথা বলিলে যিনি সর্ব্বকারণ তাঁহার সর্ব্বকারণত্বের হানি হয়। এজন্যই শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন "স্বপ্নেও প্রাজ্ঞের ক্রিয়া আছে, এ কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। তিনি যখন সর্ব্বেশ্বর, তখন সকল অবস্থাতেই তিনি অধিষ্ঠিত ইহাই প্রতিপন্ন হয়। আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় সন্ধ্যাশ্রিত (জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি এ দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বপ্নাবস্থায়) সৃষ্টি পারমার্থিক নয়, এই কথাই কেবল আমরা প্রতিপাদন করিতেছি (৩৷২৷৪ ভা)।" তুরীয় এবং প্রাজ্ঞের তত্ত্ব গীতা এইরূপ বলিয়াছেন :—

সেই অব্যক্ত হইতে আর একটি যে অব্যক্ত সনাতন পরম ভাব আছে, সেটি সমুদায় ভূত নষ্ট হইয়া গেলেও বিনষ্ট হয় না (৮।২০)।

ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রকৃতি হইতে জগতের অভিব্যক্তি হইলেও প্রকৃতির অতীত অব্যক্ত, জ্ঞানাদির অবিষয়, নিত্য, অবিনাশী, সত্তামাত্র তুরীয় এক পরতত্ত্ব আছেন। যদি জগৎ অভিব্যক্ত হইলেই পরতত্ত্ব নিঃশেষ হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি জীববং জগদ্রূপ শরীরে বদ্ধ হইয়া পড়েন, বদ্ধ হইলে আর তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, জগতের ক্রমিক অভিব্যক্তিতেও তাঁহার কোন সামর্থ্য থাকে না। এজন্যই ঋক্ বলিয়াছেন "সমুদায় ভূত ইঁহার এক পাদ, দিব্য লোকে ইঁহার তিন পাদ অমৃত (অবিকারী)," (১০ম, ৯০সূ, ৩ঋক্)।

হে পার্থ, অনন্যভক্তিতে সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায়, যাঁহার অন্তঃস্থ সমুদায় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন (৮।২২)।

যিনি সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া সকলেতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন তিনি প্রাজ্ঞনামা পরমপুরুষ। একই পরমাত্মা একই সময়ে সর্ব্বাতীত, সকলকে আপনার অন্তর্ভূত ও সকলেতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সুতরাং কোন একপক্ষ আশ্রয় করিয়া অপর পক্ষের সহিত বিরোধ মিথ্যা। জীববুদ্ধি সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে, দর্শনকালে ব্যবহিত বা অব্যবহিত ভাবে দর্শন হইল তাহা বুঝিতে পারিবে, এ নিমিত্ত একই পরমাত্মা জগতে জীবে ও তদতীত ভাবে আছেন বলিয়া নামভেদে তাঁহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাঁহাতে ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক কোন ভেদ নাই (৩৷২৷১১—২১)। বুদ্ধিভেদে দর্শনের তারতম্য হয় গীতা ইহা বলিয়াছেন :—

জ্ঞানী ব্যক্তি বিভক্ত সর্ব্বভূতে যে জ্ঞানের দ্বারা এক নির্ব্বিকার অবিভক্ত ভাব দেখিয়া থাকে, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জান। যে জ্ঞান সর্ব্বভূতে পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাব পৃথক্ ভাবে অবগত করে, তাহাকে রাজস বলিয়া জান। বিনা প্রমাণে এই একটি কার্য্যই সমগ্র এইরূপ যাহাতে অভিনিবেশ হয়, যাহাতে যথাভূত তত্ত্ব কিছুই নাই, যাহা অতি তুচ্ছ তাহাকে তামস জ্ঞান বলে [১৮। ২০—২২]।

যে জ্ঞান জগৎ জীব ও তাহার অতীত ভূমিতে "একাত্মপ্রত্যয়সার" এই শ্রুতির অনুরূপ একই পরমাত্মাকে দর্শন করে, সে জ্ঞান সাত্ত্বিক; বিশ্ব-তৈজসাদি ভেদ তাত্ত্বিক (real) মনে করিয়া যে জ্ঞান পরমাত্মাকে সেইরূপ ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করে, সে জ্ঞান রাজসিক; যে জ্ঞান মৃৎ ও শিলাখণ্ডাদিকে ঈশ্বর মনে করিয়া তাহা ছাড়া অপর স্থলে তাঁহাকে দর্শন করে না, এবং তদতিরিক্ত জগজ্জীব তাঁহার অধিষ্ঠানবর্জ্জিত এই ভাবিয়া তাহাদের অবমাননা করে, সে জ্ঞান তামসিক, এইরূপ বুঝিতে হইবে। যিনি পরাত্মা যিনি শিব তাঁহার প্রপঞ্চাতীত প্রজ্ঞানঘন কল্যাণঘন রূপ বুদ্ধিগোচর করিবার জন্য জগৎ ও জীবকে পরা-এবং-অপরা-প্রকৃতি-সম্ভূত বলিয়া গ্রহণ না করিয়া এক পরমাত্মাতে উপহিতচৈতন্য, অনুপহিতচৈতন্য* ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি উৎপাদনকরত সেই ভেদ অবিদ্যাকৃত, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা রজোগুণের প্রেরণায় লৌকিক সিদ্ধান্তকেই তাত্ত্বিক বলিয়া উপস্থিত করেন; কারণ পরমাত্মাতে কদাপি অবিদ্যার সংস্পর্শ সম্ভবে না; রজ ও-তমোগুণের প্রাদুর্ভাবে জীবেই উহার সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে এবং তৎসংস্পর্শেই জীবেতে অখণ্ডে খণ্ডবুদ্ধি উপস্থিত হয়। যদি বল আমরা তো ভেদ অবিদ্যাকৃত বলিতেছি না, মায়াকৃত বলিতেছি। যদি মায়াকৃত বল, তাহা হইলে মায়া যখন প্রজ্ঞা, তখন তাহা হইতে যাহা মিথ্যা তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে, মিথ্যার উৎপত্তি হইলে যে প্রজ্ঞার স্বরূপবিচ্যুতি ঘটে। স্বরূপবিচ্যুতি ঘটে বলিয়াই পরাত্মাতে ভেদকল্পনা প্রজ্ঞারূপিণী মায়াকৃত নহে অবিদ্যাকৃত এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। যদি এইরূপই হয়,তাহা হইলে শ্রুতি কেন বলিলেন, "সত্যই সত্য ও অনৃত উভয় হইলেন (৮।৫)" ইহার কারণ "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব অসৎ ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎ হইল (৮।৬)" এই শ্রুতিতে খুঁজিয়া লইতে হইবে। অনৃত –অসৎ, অভাবাত্মক, অসমগ্র, অব্যক্ত। সেই অসৎ, অভাবাত্মক, অসমগ্র, অব্যক্তের জন্যই ব্যবহর্ত্তার ব্যবহারে ভাবাত্মক সতের স্বরূপানুপ্রবেশ উপস্থিত হইল। যদি এইরূপ সৎ ও অসতের একত্র স্থিতি না থাকিত তাহা হইলে ব্যবহর্ত্তার ব্যবহারের বিচ্ছেদ ঘটিত। শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎস্বপ্নেশ্বর যেমন বলিয়াছেন "ভগবান্ বাদরায়ণ কোন সূত্রে সংসারের অজ্ঞানপরিকল্পিতত্ব বলেন নাই, প্রত্যুত স্বপ্ন-সৃষ্টির নিরাকরণের দ্বারা জাগ্রৎ সৃষ্টিরই সত্যত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন", তেমনি এ কথাও বলা যাইতে পারে ভগবান্ বাদরায়ণ কোন সূত্রে পরমাত্মাতে উপহিতচৈতন্যত্ব অনুপহিতচৈতন্যত্ব ইত্যাদি ভেদ ঘোষণা করেন নাই। যে অবিদ্যা অখণ্ডে খণ্ডবুদ্ধি উৎপাদন করে, সেই অবিদ্যাকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবরুদ্ধ করিতে হইবে, এ জন্যই তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং অবিদ্যানিরোধের উপায়ভূত বেদান্তসমালোচনা প্রয়োজন।

---

* ব্রহ্ম যখন মায়া দ্বারা উপহিত (প্রচ্ছন্ন) হন তখন তিনি মায়োপহিত চৈতন্য। এরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া তিনি ঈশ্বর হন, সৃষ্টির কর্ত্তা হন। যখন ব্রহ্ম মায়া দ্বারা উপহিত (প্রচ্ছন্ন) হন না তখন তিনি অনুপহিতচৈতন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম বা তুরীয় আত্মা।

সর্ব্বাতীত তুরীয় পরাত্মাতে আত্মা ও শিব এই দুইটি বিশেষণ থাকাতে তিনি জীবের অনুভবগোচর হন, সুতরাং তাঁহার প্রজ্ঞানঘন কল্যাণঘন রূপ কোন বাদীই অনাদর-করিতে পারেন না। জনক সহ দৃপ্তবালাকির কথোপকথনে দেখিতে পাওয়া যায় সত্তামাত্রে বস্তুজ্ঞান অপেক্ষা যে স্বরূপ দ্বারা উহা অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ হয়, সেই স্বরূপে উহার বিশেষত্ব। বেদান্তের সর্ব্বত্রই যে ঈদৃশ স্বরূপজ্ঞানের বিশেষত্ব দেখা যাইবে, ইহা আর কিছু বিচিত্র নহে। স্বরূপ বিনা বস্তুর সত্তা বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না, ইহা সকল লোকেই অনুভব-করিয়া থাকেন, সুতরাং সে অনুভূতি কোন তর্কের দ্বারা অপসারিত করিতে পারা যায় না। শক্তি হউক, চৈতন্য হউক, শিব হউক বা শিবের অপর নাম আনন্দ হউক, ইহারা নিয়ত সত্তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান থাকে, তাই 'ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ' এ কথায় সকল বাদীই একমত। যেখানে একতা আছে সেখানে বিতণ্ডাকরাতে দৃষ্টিমালিন্য প্রকাশ পায়, সুতরাং পণ্ডিতগণের সেরূপ বিতণ্ডা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। এগুলি বিশেষণ নয় কিন্তু স্বরূপ, এরূপ সূক্ষ্ম বিচার তুলিয়া বিশেষণ-গুলি আগন্তুক সুতরাং অস্থায়ী, স্বরূপগুলি বস্তুগত সুতরাং স্থায়ী ও পারমার্থিক, এরূপ বলাতে বিচারের গভীরতা প্রকাশ-পায় না। গভীরতা প্রকাশ পায় না বলিয়াই কতকগুলি বিশেষণ বস্তুগত, কতকগুলি আগন্তুক এরূপ ভেদ সাধন করাতে কোন বাধা উপস্থিত হয় না। যে বিশেষণ বস্তুগত ও বস্তুর স্বভাবসঙ্গত উহা স্বরূপ, যে বিশেষণ আগন্তুক উহা অন্যপ্রকার, কেন না উহা বিপরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিনা বস্তুর পার্থক্যজ্ঞান কদাপি সম্ভবে না। বস্তুগত এবং আগন্তুক বিশেষণ দ্বারা বস্তুর পার্থক্য জ্ঞান উপস্থিত হয়। শুক্লত্বাদির আগন্তুকত্ব এবং শক্তির বস্তুত্ব যদিও আধুনিকগণ প্রমাণসিদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি সে প্রমাণে শুক্লত্বাদি যে সর্ব্বথা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, কেন না শক্তিনিরপেক্ষ শুক্লত্বাদি মিথ্যা হইলেও শক্তির সহ-চারিত্বে তাহাদিগের সত্তাত্ব কোন বাদীই অপনীত করিতে পারেন না। শক্তিতে যদি বৈচিত্র্য না থাকিবে তাহা হইলে অন্যত্র উহার সংক্রমণ হয় কিরূপে? শক্তি যে চিচ্ছক্তি তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শক্তি যে পরাত্মার অতিরিক্ত নয়, অসৎ নয় তাহাও বলা হইয়াছে। শক্তির বৈচিত্র্যগুলি জগতে প্রকাশ পাইয়া বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। শক্তি সত্য, তাহার বৈচিত্র্যসম্ভূত বিশেষণগুলি অসত্য একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রজ্ঞানঘনাখ্য-রূপ-প্রকাশের নিমিত্ত যদি নামরূপের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যপ্রকাশার্থ পদার্থসমূহে শুক্লত্বাদি সংক্রামিত করাতে কি দোষ? নামরূপের অভিব্যক্তিই বৈচিত্র্যপ্রকাশ এ কথা বলিলে, শুক্লাদি রূপ এবং শুক্লাদিযুক্ত নাম পদার্থ, ইহাই আসিতেছে। শ্রুতিসিদ্ধ এ সিদ্ধান্ত লইয়া আমরা বিরোধ উপস্থিত করি নাই, কেন না প্রজ্ঞানঘন রূপ ও শক্তি এ দুই কিছু ভিন্ন পদার্থ নহে। বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুদ্ধিগম্য করাইবার জন্য নামরূপের অভিব্যক্তি এবং বৈচিত্র্য-

প্রকাশ এ দুইটিকে প্রতিযোগী ভাবে উপস্থিত করা আমাদের অভিপ্রায়। এইরূপে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিরোধ অপসারিত হইতেছে। কেন না পরমাত্মাতে স্বগতভেদসাধক বিশেষত্ব না থাকিলেও তাঁহার আত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত জগৎ ও জীবের সঙ্গে ভেদসাধক বিশেষত্ব তাঁহাতে আছে। এ বিশেষত্ব ব্যাবহারিক, এ কথা বলিলেও উহার পারমার্থিকত্বের কোন হানি হইতেছে না, কেন না পরাত্মা হইতেই সে ব্যবহারের প্রবর্ত্তনা হইতেছে, এবং সে ব্যবহার নিত্য প্রবৃত্ত রহিয়াছে। পরাত্মপ্রবর্ত্তিত ব্যবহার নিত্য প্রবৃত্ত আছে আমাদের এ কথা বলাতেই 'মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতির' প্রণেতা যে বলিয়াছেন "নির্ব্বিশেষত্ববশতঃ জীব ও ঈশ্বর এ ব্যবহার থাকে না এ কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না পরমার্থতঃ জীব ও ঈশ্বর এ ব্যবহার না থাকিলেও ব্যাবহারিক ধর্ম্ম লইয়া জীব ও ঈশ্বর এ ব্যবহার প্রতিপন্ন হয়", এ কথার সহিত আমাদের কথার কোন বিরোধ হইতেছে না। "আকাশাদির ন্যায় এই সন্ধ্যাশ্রিত সৃষ্টি পারমার্থিক নয়" এবং "আকাশাদিসৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যত্ব নাই" (৩।২।৪ ভা) শ্রীমচ্ছঙ্করের এই উক্তিদ্বয়ে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না, কেন না সৎস্বরূপের সাহচর্য্যে সত্যত্ব, তন্নিরপেক্ষতায় অসত্যত্ব ইহা তিনি আপনি স্বীকার-করিয়াছেন। জীব নিয়তই আপনা হইতে পরমাত্মার বিশেষত্ব দেখিয়া তাঁহার সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ অনুভবগোচর করে এবং সেই সকল স্বরূপ আত্মস্থ করিয়া আত্মস্থ স্বরূপবিন্দুগুলিকে বাড়ায়, এ কথায় কোন বিতর্ক উত্থিত হইতে পারে না। আর এই কথাতেই আরম্ভে যে বলা হইয়াছে 'সত্তামাত্রে বস্তুজ্ঞানা-পেক্ষা যে স্বরূপ দ্বারা উহা অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ হয় সেই স্বরূপে উহার বিশেষত্ব' তাহা দোষশূন্য হইতেছে। প্রাজ্ঞালিঙ্গিত জীবের নিত্যত্ব, এবং প্রাজ্ঞের সহিত উহার সম্যক্ একতা হইলেও জীবের দৃক্শক্ত্যাদির অবিলোপ যখন স্বয়ং বেদান্তই পরি-ষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, তখন সে কথা লইয়া বিচার বৃথা। জীবাত্মার দৃক্-শক্ত্যাদির বিলোপ না হইয়াও, উহা ক্রিয়াশীল থাকিয়াও প্রকৃতি ও পরমপুরুষ হইতে উহার বিভক্তত্ব ও দ্বিতীয়ত্ব কেন ঘটে না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে "কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি কিছু করেন না" (গী, ৪।২০) এই কথার অনুসারে বিভক্তত্ব ও দ্বিতীয়ত্ব থাকে না, কারণ প্রকৃতি ও পরম পুরুষের সহিত সর্ব্বথা বিরোধিতাপরি-হার করিয়া, আত্মকর্তৃত্ববিলোপ করাতে কেবল প্রকৃতি ও পরম পুরুষের কর্ত্তৃত্ব স্ফূর্ত্তি পায়। পরাত্মা অকর্ত্তা তাঁহার আবার কর্ত্তৃত্ব কোথায়? তিনি সর্ব্বকারণ এ জন্যই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। আপনি অবিক্রিয় হইয়াও অন্যত্র তিনি ক্রিয়াসঞ্চারণ করেন, এজন্যই তিনি কারণ।

৬। উপরে জীব ও ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধের বিষয় যে প্রকার উক্ত হইল তদনুসরণ করিলে সকল বাদীর বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, এজন্য তাহাই অবলম্বন করিয়া তত্ত্বনিরূপণ করা যাইতেছে। জীবে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বিনা সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। এজন্য 'মিতাক্ষরা

ব্রহ্মসূত্রবিবৃতির' প্রণেতা যে বলিয়াছেন, জীব ও পরাত্মা এ উভয়কে একত্র গ্রহণপূর্ব্বক এই প্রকরণটি নিবদ্ধ হইয়াছে সেই কথাই আমরা ঠিক মনে করি।

"ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। সেই জন্যই এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে—পরমাকাশে যিনি সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মকে হৃদয়গুহায় নিগূঢ়ভাবে স্থিত জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম সহ এক হইয়া সমুদায় কামনার বিষয় ভোগ-করেন (৪।১১)। সেই এই আত্মা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসকল, ওষধি সকল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, রেত হইতে পুরুষ (৮।৪)।

এই প্রকারে জীব ও পরাত্মার একত্র স্থিতি এই প্রকরণে প্রধানরূপে উপস্থিত হইয়াছে। 'পরমাকাশে হৃদয়ে নিহিত সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মকে যিনি জানেন' এরূপ বলাতে জীবের আলিঙ্গিতৃরূপে জীবাত্মাতে বিদ্যমান ব্রহ্ম এখানকার অভিধেয় হইতেছেন। মাণ্ডুক্যে এবং বৃহদারণ্যকে (৩।২২) যে প্রকার, এখানেও সেই প্রকার 'সেই এই আত্মা হইতেই,' এ কথায় 'সেই' ব্রহ্ম 'এই' জীবাত্মা আলিঙ্গনে এক ও অভিন্ন হওয়াতে এক 'আত্মা' শব্দে শ্রুতি উল্লেখ-করিয়াছেন। এজন্যই অন্নময়াদি পাঁচটি পর্ব্বেই (কোষেই) পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত জীব অভিধেয়। 'ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে লাভ-করিয়া থাকেন' উপক্রমে এই কথা বলিয়া 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মের সহিত সমুদায় কামনার বিষয় ভোগ-করেন' এখানে উপক্রান্ত বাক্যের সাফল্য হইল, সুতরাং পাঁচটি পর্ব্বে আর এ উপক্রমের সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না, সেই সেই পর্ব্বে পরাত্মাকর্তৃক আলিঙ্গিত জীবেরই প্রাধান্য, এ কথা বলিতে পার না, কেন না শ্রুতির উদ্দেশ্য মোক্ষ তিনি কখন আলিঙ্গনকর্ত্তাকে অপ্রধান করিয়া জীবের প্রাধান্যস্থাপন করিতে পারেন না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে "আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় আত্মা শুদ্ধ হউক" এতদনুসারে জীব হইতে পরমাত্মাকে পৃথক্ করিয়া কেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত না। যদি অন্নময়াদি সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মকে পরমাত্মরূপেগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আর সকল হইতে আনন্দময়ের অন্তরতমত্বনির্দ্ধারণ করিয়া চরমপর্ব্বস্থ আনন্দময়ের ব্রহ্মত্বনিরূপণকরা সূত্রকারের ভ্রম হইয়াছে। ইহার উত্তর এই—সর্ব্ববিধ উপাধিতে ব্রহ্মদর্শন জীবের নিকটে সমান নয়, কেন না সেই সেই উপাধি দর্শনে ব্যবধান ঘটায়, নিজের আত্মাতে দর্শনে কোন ব্যবধান উপস্থিত করে না, এজন্য শ্রুতি 'সেই তুমি' (১২।২৯) ইত্যাদি বাক্যে অপরোক্ষব্রহ্মদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। পরাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত জীবে আত্মপরিশোধন দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শন হয়, এজন্য সেই অপরোক্ষদর্শনসাধনের নিমিত্ত পর্ব্বগুলির তারতম্যানুসারে অন্তরত্বের উল্লেখ করিয়া আনন্দময় চরমকোষে সর্ব্বান্তরত্ব কথিত হইয়াছে। "একাত্ম প্রত্যয়সার" এই শ্রুত্যনুসারে সকল পর্ব্বেতেই এক আত্মা ব্রহ্ম এইটি প্রদর্শনজন্য 'অসৎ হয়' (৭৯পৃ) এই মন্ত্রের পরেও "পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের যিনি আত্মা এই আনন্দময় আত্মা তাঁহার

শারীর আত্মা" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনার উল্লেখ করিয়া তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পর্ব্বে একমাত্র 'ব্রহ্মবেদন' (ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান) উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে এ তিন পর্ব্বের মধ্যে কোন তারতম্য নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। তৃতীয় পর্ব্বে ব্রহ্ম মনের অতীত এই কথা বলিয়া উহাতে আনন্দের স্ফূর্ত্তি উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ পর্ব্বে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ-করিয়া প্রমাদনিবৃত্তি, পাপপরিহার ও সমুদায় অভিলষিতবিষয়প্রাপ্তি হয় এরূপ বলাতে এখানে 'ব্রহ্মবেদন' কর্ম্মার্পণজনিত ব্যবহিত, সুতরাং পঞ্চমপর্ব্বোক্ত 'ব্রহ্মবেদন' হইতে উহা পৃথক্ হইতেছে। "এই তিনি আছেন একথা যিনি বলেন তাঁহার নিকট ছাড়া অন্যত্র তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন" এই শ্রুতির অনুসারে পঞ্চম পর্ব্বের 'ব্রহ্মবেদন' সাক্ষাৎ দর্শন। আনন্দময় ও আনন্দ এক নয়, আনন্দই ব্রহ্ম, সুতরাং আনন্দময় জীব, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, কেন না মাণ্ডুক্য উপনিষদে জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তাতে আনন্দময় বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তুরীয়ে 'প্রজ্ঞানঘন নন' এ কথা বলাতে জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তা ব্রহ্ম নন এ যদি বলা হয়, তাহা হইলে 'একাত্মপ্রত্যয়সার' এ কথার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। 'প্রজ্ঞানঘন নন' এ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, জীবপ্রকৃতি যখন তুরীয়ের সঙ্গে অবিভক্ত ভাবে স্থিতি করিল তখন বিভক্তাবস্থায় যে আলিঙ্গনকর্ত্তৃত্ব উপলব্ধির বিষয় ছিল, তাহা আর রহিল না। আলিঙ্গনকর্ত্তা ব্রহ্ম নন ইহা বলা যদি উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে 'প্রজ্ঞানঘন নন' এ কথা না বলিয়া 'প্রাজ্ঞ নন' এই কথা বলা হইত। যদি এরূপ বলা হয়, আলিঙ্গনকর্ত্তাকে আনন্দভুক্ বলাতে আনন্দ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার স্বতন্ত্রতা, যিনি আনন্দভুক্ তিনি আনন্দময় এরূপ বলাতে নিরুপাধি পরাত্মা হইতে উঁহার ভেদ, তাহা হইলে তদুত্তরে এই বলিতে হয়, বিশ্ব ও তৈজস এ উভয়ের একোনবিংশতি মুখের ন্যায় চেতনামুখে আনন্দসম্ভোগ আলিঙ্গনকর্ত্তার নহে, তদ্ভাবাপন্ন জীবের, কারণ

দুইটি সুন্দরপক্ষযুক্ত পাখী সর্ব্বদা একত্র সংযুক্ত, পরস্পর সখা; তাঁহারা একই বৃক্ষ আলিঙ্গন-করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভোজন করেন, অপরটি অনশন থাকিয়া দেখিতে-ছেন। (ঋক্ ১ম. ১৬৭সূ, ২০ ঋক্)।

এই ঋকে যিনি আলিঙ্গনকর্ত্তা তিনি আনন্দদাতা যিনি জীব তিনি আনন্দভোক্তা, এ উভয়কে পক্ষিরূপে বর্ণনকরা হইয়াছে। যদি বল ইহাতেও ব্রহ্ম আনন্দময় এ কথা সিদ্ধ হইতেছে না, কেন না এখানে জীবে আনন্দ সংক্রামিত হওয়াতে জীবই আনন্দময়। আনন্দের ভোক্তা হইয়া তিনিই আনন্দময় এ কথা সিদ্ধ হয় না, কেন না ইহাতে দাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এ ভেদ বিলুপ্ত হয়। আচ্ছা, প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময় এ কথা বলাতে যখন জীব ও পরাত্মার একত্ব উপস্থিত হইতেছে, তখন দাতৃত্ব-ভোক্তৃত্ব উঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে এ কথা কেন বলা যায় না? এই জন্য বলা যায় না যে, ভোক্তৃত্ব

পরাত্মাতে কোন কালে সম্ভবে না। সুতরাং দাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এ ভেদ চির অপরিহার্য্য। জীব এবং পরাত্মা এ উভয়ের একত্বে প্রাজ্ঞ এই নাম হইলেও জীব ও পরাত্মার উপযোগী বিশেষণগুলির এক সঙ্গে উল্লেখ এইমাত্র দেখায় যে জীব ও পরাত্মা এক হইয়া স্থিতি করিতেছেন। যেহেতু আনন্দভুক্ চেতনামুখ, অতএব আনন্দময় প্রাজ্ঞ, এ কথা বলাতে এই দেখাইতেছে যে, আনন্দময়েরই জীবসম্বন্ধবশতঃ প্রাজ্ঞসংজ্ঞা। আনন্দ না বলিয়া আনন্দময় বলাতে এই বুঝাইতেছে যে আনন্দসম্ভোগকালে জীব আনন্দের উচ্ছ্বাসতত্ত্ব আনন্দের প্রাচুর্য্য অনুভব করিয়া থাকে। আনন্দময়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ নাই আনন্দ এই পদেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে, সুতরাং পুনঃ পুনঃ উল্লেখ-না থাকা বশতঃ আনন্দময় ব্রহ্ম নন, এ কথা বলা ঠিক নয়, কেন না জীব আনন্দের প্রাচুর্য্য অনুভব করিল বলিয়া আলিঙ্গনকর্ত্তার আনন্দত্বের ব্যাঘাত হইতেছে না। আনন্দানুভবে জীবেরই অন্তর্বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা উপস্থিত হয় আলিঙ্গনকর্ত্তার নহে, সুতরাং তিনি জীবের অনুভবে আনন্দময় হইয়াও স্বয়ং আনন্দই রহিলেন। যখন আনন্দময় ও আনন্দ এইরূপে এক হইল, তখন আনন্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখে আনন্দময়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কে নিবারণ করিবে? ময়ট্প্রত্যয়ে আনন্দই (পা ৫।৪।২১) বুঝাক আর আনন্দের প্রাচুর্য্যই বুঝাক, ইহাতে কোন দোষ পড়িতেছে না। পঞ্চপর্ব্বের সমাপনের পর, "অনন্তর অস্তি নাস্তি এই কথা বলাতে [শিষ্য] প্রশ্ন করিতেছেন" (৮।৫) এস্থলে 'অনন্তর' শব্দ থাকাতে সাক্ষাৎ আনন্দপ্রধান এই প্রকরণটি হইতে জীব ও জীবের আলিঙ্গনকর্তৃপ্রধান পঞ্চপর্ব্বপ্রকরণটিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে *, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা এই উপনিষদের আদ্যন্ত মধ্যে আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যান করাই যে লক্ষ্য তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। "ব্রহ্ম আকাশশরীর, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, মনের আনন্দ, শান্তিসমৃদ্ধ ও অমৃত" (৬।৩) উপক্রমে এই কথা বলিয়া মধ্যে "সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে অতিরিক্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী আনন্দময়" (৩।৬); "তিনিই রস, এই জীব রসলাভ করিয়া আনন্দসম্পন্ন হয়। এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত কে চেষ্টা করিত কে জীবনধারণ করিত, ইনিই আনন্দিত করেন" (৪।২২); অন্তে "ব্রহ্ম আনন্দ এই জানিলেন" (১০।১৩ [৬]) "এইরূপে আনন্দময় পরমাত্মার সমীপবর্ত্তী হইয়া" (১১।১৫) এই সকলে আনন্দ ও আনন্দময় সমানভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। আনন্দময় জীব, "ব্রহ্ম আধারভূত পুচ্ছ" (৭৯পৃ) এই পুচ্ছ ব্রহ্মই প্রধান, এ কথা বলিয়া যাঁহারা ব্রহ্মপুচ্ছবাদ স্থাপন করেন তাঁহাদের মত আমরা ঠিক মনে করি না, কারণ এ মতে শ্রুতির প্রক্রমভঙ্গ হয়, সূত্রাক্ষরের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে যুক্তাযুক্ত বিচার মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতিতে সকলে দেখিতে পাইবেন।

---

* পূর্ব্বপ্রকরণটি হইতে এ প্রকরণটিকে কি অভিপ্রায়ে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে আমরা পূর্ব্বে (৮২ পৃষ্ঠায়) তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

"প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মনকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা চিরন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের নিশ্চয় করিয়াছেন (৪। ১৫)"

এতদনুরূপ অন্নময়াদিতে * অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও জীবে তত্তচ্ছরীরক অন্তর্য্যামী পরাত্মাকে দর্শন-করিয়া তাঁহার মনন-ও-চিন্তনরূপ উপাসনা এ প্রকরণের অভিপ্রায়। তবে চিন্তাসম্বন্ধে এই বিশেষ যে, অন্নময়কোষে অন্নরসপরিপুষ্ট অঙ্গসমূহে অন্নের অন্নরূপে পোষয়িতৃরূপে ব্রহ্মের সান্নিধ্যচিন্তন। এজন্যই সেই সেই অঙ্গে জীব ও পরাত্মার একত্র-স্থিতিপ্রদর্শনের জন্য পক্ষিত্ব আরোপিত হইয়াছে। অন্যান্য কোষেও এই উদ্দেশ্যেই প্রাণাদির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ কল্পনা করিয়া জীব ও পরাত্মার একত্র-স্থিতিপ্রদর্শনার্থ পক্ষিত্বের আরোপ। ঋগ্বেদও এ সাধনের অনুমোদন করেন, কেন না উহাতে লিখিত আছে—

আমার এই হস্ত ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন), আমার এই হস্ত ভগবত্তর, আমার এই হস্ত সকলের পক্ষে ঔষধস্বরূপ, ইহার স্পর্শ কল্যাণকর (১০ম, ৬০ সূ ১২ ঋক্)।

প্রাণময়কোষে এই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাণের যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাতে প্রাণের প্রাণরূপে জীবনধারয়িতৃরূপে ব্রহ্মের সান্নিধ্যচিন্তাপূর্ব্বক প্রাণ-ক্রিয়ার পরিপোষক পৃথিবীতে প্রাণরূপী ব্রহ্মের চিন্তা। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "এই পুরুষই প্রাণ যিনি সকল ভূতের সঙ্গে প্রকাশ পান" (৬। ২)।" মনোময়-কোষে যজুঃপ্রভৃতি অধ্যয়নবিষয়ে মনের মনোরূপে চেতয়িতৃরূপে বাক্যের অতীত ব্রহ্মের চিন্তন এবং সেই চিন্তাজনিত আনন্দ ও ভয়শূন্যতা। বিজ্ঞানময়কোষে ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধানোপযোগী মনোবৃত্তিসমূহে এবং সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের কারণ মানসিক মহত্ত্বে "বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম" (১২। ৮ [২৮]) "বুদ্ধিমানের আমি বুদ্ধি" (গী ৭। ১০) এতদনুসারে বুদ্ধির বুদ্ধিরূপে বোধয়িতৃরূপে; বিজ্ঞানময় জীব—ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের পক্ষে প্রজ্ঞানঘনরূপে ব্রহ্মদর্শন। আনন্দময়কোষে আনন্দের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি প্রিয়াদিতে এবং সেই সেই অভিব্যক্তির মূল সর্ব্বান্তর্ভাবক ব্রহ্মে "বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম" এতদনুসারে নিজের আত্মায়, পক্ষান্তরে জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তাতে সাক্ষাৎ আনন্দঘন ব্রহ্মদর্শন। আনন্দঘনত্বপরিগ্রহকরিবার নিমিত্ত সর্ব্বান্তর্ভাবকরূপে এবং প্রিয়াদি অভিব্যক্তির মূলরূপে এখানে ব্রহ্মমনন হইয়া থাকে, এজন্য সাধনপক্ষে ব্রহ্ম-পুচ্ছবাদের সামঞ্জস্য ঘটে। সুতরাং এইরূপে সকল পক্ষেরই দোষাপনয়ন সিদ্ধ পায়।

৭—২৩। অধ্যায়পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব এবং প্রসঙ্গক্রমে সর্ব্বাতীত-ত্বের উল্লেখ করিয়া সর্ব্বগতত্ব উপাসনার উপযোগী এবং সর্ব্বাতীতত্ব জ্ঞানপরিশুদ্ধির উপযোগী শ্রুতিসমূহ ইহাই দেখাইয়াছেন। যদিও উঁহারা বেদোক্ত কর্ম্মগুলির নিন্দা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা বেদোক্ত দেবগণকে—"এক হইলেও পণ্ডিতগণ ইহাকে

* মাধ্যন্দিনীয় পাঠে 'অন্নের অন্ন' নিবিষ্ট আছে।

বহুরূপ বলেন" (১।১৬৪।৪৬) বেদোক্ত এই যুক্তির অনতিক্রমণীয়ভাবশতঃ—একই পরমাত্মার আত্মপ্রকাশের স্থলরূপে গ্রহণপূর্ব্বক সেই সকলেতে এবং বেদান্তের আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহে ব্রহ্মানুসন্ধান নিয়োগ করেন, ইহাতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব পরিস্ফুট হয়। "ইহাতে একটুও ভেদ করিলে, ভেদকরণের পরক্ষণেই তাঁহার ভয় হয়" (১১। ১৩)* এজন্যই প্রকাশস্থানগুলিকে দৃষ্টি হইতে অপসারণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্রহ্মগ্রহণেরই প্রাধান্য। আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, প্রাণ, পৃথিবী, আকাশ, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, সমুদ্র, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, গায়ত্রী, জ্যোতি, অন্ধকার, হৃদয়, চক্ষু, শ্রোত্র, দিক্‌সমূহ, সুখ, নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজ, স্মরণ, আশা ইত্যাদি স্থলে অভেদভাবে ব্রহ্মদর্শন শ্রুতি উল্লেখ করেন। এ সমুদায়কে ভূমাতে অন্তর্ভূত করিয়া শ্রুতি অহম্ ও আত্মাতে সর্ব্বগতত্বরূপে দর্শন পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। আদিত্যে হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি কল্পন ঋগ্বেদের অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। যাঁহারা এইটিকে প্রমাণ করিয়া পরব্রহ্মেতে রূপবত্তা স্থাপন করিতে যত্ন করেন তাঁহাদিগকেও—"রূপে রূপে প্রবেশ করিয়া প্রতিরূপ হইয়াছিলেন, আপনার সেই রূপ প্রকাশ করিবার জন্য বহুরূপ হইয়াছিলেন" (৩।২১) বেদান্তানুমোদিত এই ঋক্ প্রজ্ঞানঘনরূপস্বীকারে বাধ্য করিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের কথা লইয়া এখানে বাগ্বিতণ্ডা বৃথা। এ স্থলে 'মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতির' প্রণেতা বলিয়াছেন "জন্মাদি সূত্রে ব্রহ্মেতে নিত্য জ্ঞান ও আনন্দাদি যে প্রকার গ্রহণ করা হইয়াছে সেই প্রকার নিত্য অনপায়ী বিগ্রহবিশেষও গ্রহণকরা সমুচিত। সুতরাং সূত্রের আদিপদ ধরিয়া আনন্দাদি যে প্রকার গৃহীত হইয়া থাকে সেই প্রকার পরব্রহ্মবিদ্যামধ্যে বিগ্রহবিশেষেরও সর্ব্বত্র সমাবেশ করা কর্ত্তব্য। এ কথা অসঙ্গত। কেন না নিরবয়ব ব্রহ্মের যে কোন বিগ্রহ আছে তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই, ইহা জন্মাদি সূত্রেই উক্ত হইবে। মৈত্রায়ণী প্রভৃতি শ্রুতিতে 'অশরীর ব্রহ্ম' ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, সুতরাং ওরূপ নির্দ্ধারণ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কার্য্যবিশেষে মায়াবশতঃ সগুণ ব্রহ্মের বিগ্রহবিশেষ সম্ভবপর হইলেও উহা যখন মায়িক তখন উহা নিত্য ও অনপায়ী হইবে কি প্রকারে? কেবলমাত্র চিন্ময় নিত্য অনপায়ী বিগ্রহবিশেষের অস্তিত্ব শশশৃঙ্গবৎ কল্পনামাত্র।" "ঈশ, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি বিষয়বিভাগ না জানা থাকাতেই বিষ্ণুই জগৎকারণ শিব নন কেন না তিনি জীব, শিবই জগৎকারণ বিষ্ণু নন, কেন না তিনি জীব ইত্যাদি বাদ

---

* বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ শ্রুতির এইরূপ ভাব পরিগ্রহ করিয়াছেন—যে স্থলে ভগবানের আবির্ভাব হয় সেই স্থলটি ও ভগবান্‌কে একটুও পৃথক্ করিলে সাধকের ভয় হয়। আমরা এ শ্রুতির যে ভাবপরিগ্রহ করিতেছি, তাহাতে এই আসিতেছে যে, পরব্রহ্মেতে ভেদসাধন ভয়ের কারণ। তাঁহাতে ভেদসাধিত না হয় এজন্য বেদান্ত জগৎকে তন্মধ্যে বিলীন করিয়া একমাত্র তাঁহাকেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শন করেন। আমাদের নিকটে এই বেদান্তসিদ্ধ রীতিই আদরণীয়।

তুলিয়া ইহারা আপনারাই পরাস্ত হইয়াছেন।" প্রস্থানান্তরগত শিব বিষ্ণু-নারায়ণাদি যে বেদান্তসূত্রের বিষয় নন তিনিই উহা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন :—"আগা গোড়া মুখ্য ব্রহ্ম যে প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাতে অকস্মাৎ মাঝখানে আনন্দময় (১।১।১৩) সূত্রে গৌণব্রহ্মঘটিত ব্রহ্মপদযোজন করা অনুচিত। শৈবগণ 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ'—হিরণ্যগর্ভ নয়, কেন না তাহা উপপন্ন হয় না (১।১।১৭—২০) ইত্যাদি চারিটি সূত্র মহানারায়ণ-ঘটিত বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক বিবৃত করিয়াছেন, উহা অযুক্ত, কেন না এখানে নারায়ণোপ-নিষদ্গত বাক্যের প্রতীক (অবয়ব) গ্রহণ করা হইয়াছে ইহা যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন সেই উপনিষদ্ঘটিত এই সূত্রগুলি ইহা বলা যাইতে পারে না। যে যে অধিকরণে যে যে শ্রুতি বিবৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে প্রথমেই সেই সেই শ্রুতির অবয়ব অবলম্বিত হইয়াছে। যদি বল, আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী এ দুইয়ের পরেই মহানারায়ণঘটিত পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং আনন্দবল্লীর 'আনন্দময়' এই প্রতীকগ্রহণপূর্ব্বক আনন্দময়ের বিষয়বিচারের সঙ্গে মহানারায়ণসম্বন্ধে বিচার উপস্থিত করাতে পৃথক্ প্রতীক গ্রহণ-না-করাতেও কোন দোষ হইতেছে না, এ কথা বলিতে পার না। কেন না মহানারায়ণ যখন ভিন্ন প্রস্থানের বিষয় তখন প্রতীক (অবয়ব) গ্রহণ না করিলে সূত্রগুলি সেই উপনিষদ্ঘটিত, ইহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।"

ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তবচননিচয়ে যে সকল অবশ্যবক্তব্য বিষয় আছে সেগুলি এখানে দিগ্দর্শনরূপে সংক্ষেপে উল্লেখকরা যাইতেছে। সপ্তম ও অষ্টম (৭। ৮) বচননিচয়ে আদিত্যের হিরণ্ময়শ্মশ্রুত্বাদি কেন কল্পিত হইয়াছে তাহা বলা গিয়াছে। এখানে দেবলোক ও মনুষ্যলোকের বহুত্ব উল্লিখিত হওয়াতে লোকবিষয়ে কি সিদ্ধান্ত স্বতঃ উপস্থিত হয় উহা গতিবল্লীতে দেখান যাইবে। নবমে (৯) যে লোকসম্পর্কীয় বিবরণ আছে, উহাও গতিবল্লীতে প্রদর্শিত হইবে। দশমে (১০) এবং তৎপূর্ব্বটিতে এই দেখান হইয়াছে যে যাহাতে কারণধর্ম্ম প্রকাশ পায় সেইটিকে দৃষ্টি হইতে অপসারণপূর্ব্বক বেদান্ত অপসারিতবিষয়টির নামে ব্রহ্মের নামকরণ করেন। "নামধা (নামধারী) একই" (৯পৃ) এই ঋক্ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরেতে সর্ব্ববিধ নাম মুখ্য অন্যত্র উহারা গৌণ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্তকে যাঁহারা 'নামধা' বলাতে এটী জীবঘটিত উক্তি এই বলিয়া খণ্ডন করেন তাঁহাদিগকেও—'নামধারণ করেন বা পোষণ করেন' এই ব্যুৎ-পত্তিতে 'নামধা' পদটি পরমাত্মার বিশেষণ—এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ যেখানে কারণধর্ম্ম প্রকাশ পায় সেখানে পরাপর প্রকৃতি ও উহাদের ঈশ্বর এ দুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত অভেদজ্ঞান যেমন উপস্থিত হয়, তেমনি নাম ও তাঁহার প্রেরয়িতা এ দুইয়ের মধ্যেও অভেদভাব উপলব্ধির বিষয় হয়। এরূপ কেন হয় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে এই বলিতে হয় যে, কারণধর্ম্ম (শক্তিজ্ঞানাদি) অপসারিত করিয়া লইলে নাম অর্থশূন্য হইয়া লোপ পায়; এজন্যই বেদ ও বেদান্ত উভয়েতেই আকাশাদিকে

অভেদভাবে ব্রহ্মরূপে পরিগ্রহকরা সমান। সেই সেই পদার্থে শক্তি-জ্ঞানাদি অন্তর্ভূত হইয়া শক্তি জ্ঞানাদির অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম আনন্দ্য যখন উহাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় তখন নামরূপাদি সমুদায় তিরোহিত হইয়া গিয়া সাক্ষাৎ পরমাত্মা আত্মার সন্নিধানে প্রকাশ পান। চতুর্দ্দশে (১৪) লোকসম্পর্কীয় যে বিবরণ আছে উহা গতিবল্লীতে বিবৃত হইবে। সপ্তদশে (১৭) ভূমা কি তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য যাহা হইতে যাহা অধিক যথাক্রমে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তত্ব যদিও আপনি নিয়ত ভাসমান, তথাপি উহা কাহারও চিন্তার আয়ত্ত নয়। যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে নামরূপের তিরোধানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমাত্মার প্রকাশ কিরূপে হইবে? ভূমত্বে। সর্ব্বতোবিসারী এক সত্তাদ্বারা গ্রস্ত হইয়া চিন্তা নিরবকাশ হইয়া পড়ে। অহম্ উপদেশেও এইরূপ আত্মোপদেশেও এইরূপ।

অষ্টাবিংশ ঊনবিংশ (১৮।১৯) এবং তাহার পূর্ব্বেও আকাশকে ব্রহ্মরূপে পরিগ্রহ অতি সুস্পষ্ট নীরূপ আকাশকে ব্রহ্মলিঙ্গ (নিদর্শন) বলিয়া গ্রহণ সাধকগণের ব্যবহার। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধগণেরও বিমত নাই। আকাশকে এরূপে কেন গ্রহণ করা হয়, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তরে এই বলিতে হয়, নিখিল প্রপঞ্চের তিরোধান দ্বারা ব্রহ্মসত্তাপরিগ্রহ করিতে গেলে সেই নীরূপ সত্তা চারি দিকে প্রকাশ পাইয়া অন্তর ও বাহির পূর্ণ করত সাধককে আলিঙ্গন করে। এই নিরুপম সত্তাকে বুদ্ধিগোচর করিতে হইলে আকাশের সহিত উহার উপমা হয়। এই সত্তাতে সমগ্র বিশ্ব ও ভূতসমূহ প্রকাশ পায় এ জন্য এ উপমা ঠিক *। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন, "ব্রহ্মের লক্ষণ-

* In youth we pass by without surprise the geometrical truths set down in our Eucl d's. It suffices to learn that in a right angled triangle the square of the hypothenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides: it is demonstrable and that is enough. Concerning the multitudes of remarkable relations among lines and and among spaces very few even ask—Why are they so? Perhaps the question may in later years be raised, as it has been in myself by some of the more conspicuously marvellous truths now grouped under the title of "the Geometry of Position". Many of these are so astounding that but for the presence of ocular proof they would be incredible; and by their marvellousness as well as by their beauty, they serve, in some minds at least, to raise the unanswerable question—How come there to exist among the parts of this seemingly structureless vacancy we call Space, these strange relations? How does it happen that the blank form of things presents us with truths as incomprehensible as do the things it contains!

Beyond the reach of our intelligence are the mysteries of the objects known by our senses, those presented in their universal matrix are, if we may say so, still further beyond the reach of our intelligence; for whereas those of the one kind may be, and are thought of by many as explicable on the

নির্দ্দেশার্থই কথিত হইয়াছে 'আকাশই' ইত্যাদি। ধ্যানের জন্য শ্রুতিসকলেতে আকাশই পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আকাশের ন্যায় অশরীর ও সূক্ষ্ম এ জন্য তিনি আকাশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।" ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন, 'ধ্যানের জন্য এই কথা বলিয়া এই হৃদয়ে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ' এরূপ লক্ষণনির্দ্দেশের প্রকৃত উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমতঃ "তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম" এই অংশের 'তৎ' শব্দকে প্রথমার দ্বিবচনান্তরূপে গ্রহণ করিয়া "সেই নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে আছে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপরে সেই 'তৎ' শব্দকে ষষ্ঠার্থে দ্বিতীয়ার দ্বিবচন করিয়া "সেই নাম ও রূপের মধ্যে যিনি নামরূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনন্ত ব্রহ্ম নিরবকাশ, সুতরাং নাম ও রূপের অন্তর্বাহ্য তাঁহার দ্বারা পূর্ণ, এই এক প্রকারের ব্যাখ্যাতেই দুই প্রকারের ব্যাখ্যা সিদ্ধ পায়, তবে যে তিনি দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা কেবল বিস্পষ্ট করিবার জন্য।

বিংশে (২০) তেজ, জল, অন্ন মূর্ত্ত; বায়ু ও অন্তরীক্ষ অমূর্ত্ত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিখিল জগৎ তেজ জল ও অন্নময়। ব্রহ্ম যাহাতে প্রকাশ পান সেইটিকে দৃষ্টি হইতে অপসারিত করিলেই ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হয়, পূর্ব্বে এই যে প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতেই জগতে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি ঘটিতেছে। এরূপ স্থলে জগৎকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া কেন গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার কারণ এই সকল শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল আনন, মস্তক ও গ্রীবা তাঁহারই আনন, মস্তক ও গ্রীবা, সকল ভূতের নিগূঢ় স্থানে তিনিই অবস্থিত, ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, অতএব তিনিই সর্ব্বগত মঙ্গল।

সহস্র তাঁহার মস্তক, সহস্র তাঁহার চক্ষু, সহস্র তাঁহার পদ। সেই পুরুষ চারিদিক্ হইতে ভূমি আবৃত করিয়া দশাঙ্গুল উহাকে অতিক্রম করিয়া স্থিতি করিতেছেন।

---

hypothesis of Creation, and by the rest on the hypothesis of Evolution, those of the other kind cannot by either be regarded as thus explicable. Theist and Agnostic must agree in recognizing the properties of Space as inherent, eternal, uncreated—as anteceding all creation, if creation has taken place, and all Evolution, if evolution has taken place.

Hence, could we penetrate the mysteries of existence, there would remain still more transcendent mysteries. That which can be thought of neither as made nor evolved presents us with facts the origin of which is even more remote from conceivability than is the origin of the facts presented by visible and tangible things It is impossible to imagine how there came to exist the marvellous space-relations referred to above. We are obliged to recognize these as having belonged to Space from all eternity.—FACTS AND COMMENTS, BY HERBERT SPENCER.—"আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা" উপনিষদের এ উক্তি কত গভীর এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তিতে সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

চারিদিকে তাঁহার কর ও পাদ, চারিদিকে তাঁহার নয়ন মস্তক ও আনন, সকল দিকে তিনি শ্রুতিমান্, সকল লোকে তিনি সকল আবৃত করিয়া স্থিতি করিতেছেন। (৬।৩)।

এরূপে কেন ঈশ্বরের রূপ বর্ণিত হইল, তাহার তত্ত্ব শ্রুতি এই সকল কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

যাঁহা হইতে সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, যিনি আপনি সকল ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা, সকলের নিয়ন্তা ব্রহ্ম।

তিনি করচরণরহিত, অথচ দূরগামী ও সর্ব্বগ্রাহী, তিনি নেত্রহীন অথচ দেখেন, শ্রোত্রহীন অথচ শ্রবণ করেন, তিনি বেদ্য বিষয় সকলই জানেন, অথচ তাঁহার বেত্তা কেহ নাই, ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান্ পরমপুরুষ বলেন (৬।৬)।

শ্রুতিতে যে সকল শোধনবাক্য আছে সেগুলি যদি বুদ্ধিস্থ থাকে, তাহা হইলে পরা ও অপরা প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া বিদ্যমান সর্ব্বনিয়ন্তা করাদির প্রেরক বলিয়া যদি তাঁহাতে সেই সকলের আরোপ হয় তাহা হইলে সে আরোপ কিছু অযুক্ত হয় না। এজন্যই মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতির প্রণেতা বলিয়াছেন—"জীবযোগে পরমাত্মা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এজন্য যদি তাঁহার শারীরত্ব হয়, তাহা নিবারণ করা যাইতেছে না, এখানে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রভাবে শারীরত্বই কেবল নিবারণ করিতেছি।" শ্রীমচ্ছঙ্করও "জগদাত্মক ঈশ্বরের আদিরূপ" স্বীকার করিয়াছেন। এ কথায় সঙ্গে শৈব ও বৈষ্ণব আচার্য্যগণের কোন বিরোধ নাই। বিরোধ কেবল এই রূপ মায়িক বা মায়িক নয় ইহা লইয়া। এ বিরোধ তুচ্ছ, কেন না মায়িকই হউক আর অমায়িকই হউক কোন বাদীরই ঈশ্বরে শরীরের ধর্ম্মারোপ আদরের বিষয় নয়। মায়া পরমাত্মার অনতিরিক্তা, মায়া এই শব্দে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া তাঁহার আদর কদাপি বিস্মৃত হওয়া সমুচিত নয়। তিনিই বৈচিত্র্য-উৎপাদন করিয়া রূপে রূপে পরমাত্মার প্রজ্ঞানঘনত্ব অভিব্যক্ত করেন। এইরূপে ইনি শিবস্বরূপ হইয়া জীবসন্নিধানে পরতত্ত্বজ্ঞাপন করেন। চিৎসুখাদির ঘনত্বপ্রতিপাদন দ্বারা যে মূর্ত্তত্বকল্পনা তাহাও জীবের অনুভূতিতে অশরীররূপেই অনুভূত হইয়া থাকে, কেন না শরীররূপে অনুভূতির বিষয় করিতে গেলেই অভিনিবেশ শিথিল হইয়া আইসে, আর উহার ঘনত্ব থাকে না। ঘনত্ব বা অঘনত্ব ইহা পরব্রহ্মে নহে জীবের অনুভূতিতে, সুতরাং তাঁহাতে সেই ঘনত্ব বা অঘনত্বের আরোপ ভ্রান্তি বিনা আর কিছুই নহে। বায়ু অমূর্ত্ত হইলেও স্পর্শগ্রাহ্য, এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "বায়ু, তোমায় নমস্কার, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। (২।৮)।" অন্তরীক্ষ আকাশ, আকাশের ব্রহ্মলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। শ্রুতিতে অন্তরীক্ষের অন্তরিক্ষ এইরূপ হ্রস্ব-ইকারযুক্ত পাঠ বৈদিক। ইহার ভিতরে জগৎ ঈক্ষিত (দৃষ্ট) হয়, এজন্য অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষের এজন্যই ব্রহ্মসাধর্ম্ম্য।

একবিংশে (২১) জগৎ, জীব ও অন্তর্যামীর পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন-করিয়া ব্রহ্মেতে সকল ভেদের অপগম বিবৃত হইয়াছে। মধুবিদ্যা এই জন্য তত্ত্বনিরূপণবিষয়ে প্রধান।

জগৎ ও জীব অন্তর্যামীর শরীর ; জীব—নিয়ন্তা অন্তর্যামীর সর্ব্বথা নিয়মাধীন ; প্রিয়ত্বে জগৎ ও জীব অন্তর্যামী সহ এক ও অখণ্ড ; এই অখণ্ডত্বে—বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে যেমন কার্য্যকারণাদি ভেদ ছিল না তেমনি সর্ব্বান্তর্ভাবক ব্রহ্ম সহ সকলে একরস, শ্রুতি এই গুলি মধুবিদ্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন। একরসত্ব হইল বলিয়া একথা বলা যায় না, ব্যবহর্ত্তার সকল ব্যবহারের নিবৃত্তি হইল, জগৎ ও জীবাদি সকলই উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইল। যখন সকলই একরস হইল তখন সেই পরমাত্মাই 'সর্ব্বানুভূ'—সকলের অনুভবকর্ত্তা রহিলেন 'সর্ব্বাত্মা হইয়া সকলকে অনুভব করিতে লাগিলেন।' এ অতি বিচিত্র কথা যে, পরাত্মা সকলকে অনুভব করেন। যদি তিনি তাই করেন, তাহা হইলে তিনি তুরীয়, প্রপঞ্চাতীত, শান্ত, শিব ও অদ্বৈত হইলেন কৈ ? জীবের অনুভবগুলি বিচিত্র, অসম, সুতরাং পরাত্মার অনুভবগুলিও বিচিত্র ও অসম হইয়া উঠে। এরূপ হইলে তাঁহার শান্তত্বাদিতে ক্ষতি উপস্থিত হয়। না, এরূপ হয় না। একত্ব বৈচিত্র্যের জীবন, একত্ব না থাকিলে বৈচিত্র্যই থাকিতে পারে না। সেই পরমাত্মা আপনি নিত্য এক থাকিয়া নিখিল জগৎ ও নিখিল জীবে তাহাদিগের অসমগ্রতাহরণোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্য ভিন্ন ভিন্ন ভাব * উদ্ভাবিত করেন। যদি নামরূপযুক্ত সেই সেই বৈচিত্র্য এবং সেই সেই ভাব তাঁহাতে অবিভক্তভাবে না থাকিত তাহা হইলে সে সকল জগৎ ও জীবে কোথা হইতে আসিত। যদি বল, অনুভবগুলির সঙ্গে নিয়ত সুখ বা দুঃখ সংযুক্ত থাকে। পরাত্মার অনুভব থাকিলে তাঁহাতেও সুখদুঃখস্পর্শ হয়, এ কথা বলিতে পার না। জীব মনের স্বস্থ বা অস্বস্থ অবস্থানুসারে একই মঙ্গলকে সুখরূপে বা দুঃখরূপে অনুভব করে। একই মঙ্গলকে এইরূপ দুই ভাবে অনুভব করে বলিয়া জীবের ভোগ ও শোধন উভয়ই হয়, এরূপ অনুভবের ইহাই তত্ত্ব। সকল প্রকার বিরোধের তিরোধানে জীব যখন পরমাত্মার সঙ্গে একরস † হয়, তখন সে আপনাতে যে ভাব উদ্ভূত হয় তাহার কর্ত্তা সে আপনাকে মনে করে না, কিন্তু পরাত্মা হইতে উহার আগম সে মনে করে। উদ্ভূত অনুভব মিথ্যা নয়, কেন না এই উদ্ভূত অনুভবই সত্য। এই সত্য অনুসরণ করিয়াই শ্রুতি নিরুপাধি ব্রহ্মেতে 'সর্ব্বানুভূ' এই বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন। "সেই

---

* এ সত্যটি এমনই অপরিহার্য্য যে অজ্ঞেয়বাদিশিরোমণি শ্রীমৎস্পেন্সারকেও বলিতে হইয়াছে "Like every other man, he may properly consider himself as one of the myriad agencies through whom works the Unknown Cause, and when the Unknown Cause produces in him a certain belief, he is thereby authorized to profess and act out that belief.........Not as adventitious therefore will the wise man regard the faith which is in him."

† লবণ জলে নিক্ষেপ করিলে সমুদায় জল লবণরস হয়, অভিন্নযোগসম্বন্ধে বেদান্ত এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া 'রসঘন' স্থলে 'একরস' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

এই পরাত্মা সকল ভূতের অধিপতি” ইত্যাদি বাক্যও এইরূপ নিরুপাধি ব্রহ্মের বিশেষণ। এ সকল শ্রুতির বিশেষ যোজনা তত্ত্ববল্লীতে দৃষ্ট হইবে। দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশে (২২।২৩) যে তত্ত্ব আছে, তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত বচনসমূহের বিবৃতিতেই প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং আর এখানে সে সকলের বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহারে দুটী কথার বিচার প্রয়োজন। প্রথম কথাটী এই:—যদি ব্রহ্ম জীব-সন্নিধানে আপনাকে ব্যাকর্ত্তৃরূপে ব্যবহর্ত্তৃরূপে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দ্বারা প্রজ্ঞানঘনস্বরূপে, সর্ব্বানুভূরূপে, সর্ব্বনিয়ন্তৃরূপে, সর্ব্বোপরি শিবরূপে প্রকাশ করিলেন, তাহা হইলে তিনি সকল সময়ে অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য ইত্যাদি শব্দের বাচ্য থাকেন কি প্রকারে? অনন্তের পারগমনে কেউ কোন কালে সমর্থ নয়। দৃষ্ট হইয়াও এ জন্য তাঁহার অদৃষ্টত্ব চলিয়া যায় না। অদৃষ্ট অপার, এজন্য যেটুকু দৃষ্ট হইল সেটুকু সেই অনন্তের ভিতরে তিরোহিত হইয়া যায়। জীব এইরূপে নিত্যকাল আপনাকে অসম্পন্ন দেখে বলিয়াই জীব পরাত্মার সহিত অবিভক্তভাবে স্থিতি করিবার জন্য, তাঁহার সর্ব্বানুভূত্ব অনুভব করিবার নিমিত্ত নিরবচ্ছেদে যত্ন করে। এইরূপ যত্নই তাহার পক্ষে সম্পন্নতা। দ্বিতীয় কথাটী এই:—উপনিষদের একটি স্থলে ‘অব্যবহার্য্য’ শব্দ আছে। এই একটি অব্যবহার্য্যশব্দ অবলম্বন-করিয়া ব্যবহার, ব্যাবহারিক, ব্যবহর্ত্তা ইত্যাদি এতগুলি কথা আনা সমুচিত নয়। এরূপ আপত্তি নিষ্ফল, কেন না ব্যবহারশব্দের ব্যবহারে যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দে যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এক ‘ব্যাকৃতি’ শব্দে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যাকার, ব্যাকারিক, ব্যাকর্ত্তা ইত্যাদি শব্দাপেক্ষা অব্যবহার্য্য শব্দের বিপরীত ব্যাবহারিক শব্দ বেদান্তে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে; ঐ শব্দ ব্যবহার করিলে ঝটিতি অর্থবোধের সম্ভাবনা তাই ব্যবহারশব্দের বিশেষ ব্যাখ্যান করা গিয়াছে। ভাষ্যকার ব্যাকৃতিশব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন “বিস্পষ্ট হয়, নাম ও রূপের বিশেষাবধারণ করিতে পারা যায়, ব্যক্ত হইয়া পড়ে এজন্য ব্যাকৃতি।” ব্যবহারশব্দের ব্যাখ্যা কিছু ব্যাকৃতিশব্দের ব্যাখ্যা অতি-ক্রম করিতেছে না। পণ্ডিতগণ দেখিতে পাইবেন, এ গ্রন্থে সর্ব্বত্র বেদান্তের অক্ষরানু-সরণ করিয়া ব্যাখ্যা হইয়াছে। ব্যাখ্যানদ্বারা অর্থের বিস্তৃতিকরিবার জন্য যত্ন কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই,—ব্যাখ্যান ভগবন্নিশ্বসিতসম্ভূত, তাই তৎ-প্রতি এত সমাদর প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইতি আরোহবল্লী তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্মবল্লী।

১। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠ-
ত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ঈশ ৪। ৫।

তৎ পরতত্ত্বম্ 'একম্' অসহায়ম্ 'অনেজৎ' নিশ্চলং সর্ব্বদা একরূপম্, অথচ 'মনসঃ' 'জবীয়ঃ' দ্রুতগামি, জবীয়স্ত্বাৎ 'পূর্ব্বম্' 'অর্ষৎ' গতম্ তস্মাৎ 'দেবাঃ' চক্ষুরাদয়ঃ 'এনৎ' 'ন আপ্নুবন্' ন প্রাপ্তবন্তঃ। 'তৎ' পরতত্ত্বং 'ধাবতঃ' দ্রুতং গচ্ছতঃ 'অন্যান্' 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতি। 'তৎ' 'তিষ্ঠৎ' সর্ব্বং ব্যাপ্য স্থিতম্। 'তস্মিন্' স্থিতঃ 'মাতরিশ্বা' প্রাণঃ 'অপঃ' কর্ম্মাণি 'দধাতি' নির্ব্বহতি।

'তৎ' পরতত্ত্বম্ 'এজতি' চলতি—প্রাণাদিষু ক্রিয়াসঞ্চারণাৎ, 'তৎ' 'ন এজতি' ন বিক্রিয়াং ভজতে 'তৎ দূরে' 'তদ্বৎ অন্তিকে'—অনন্তত্বাৎ 'অস্য সর্ব্বস্য' 'অন্তঃ' 'তৎ' 'উ' পুনঃ 'অস্য' 'সর্ব্বস্য' 'বাহ্যতঃ'।

তিনি এক ও নিশ্চল, তিনি মন হইতেও দ্রুতগামী, তিনি অগ্রেই চলিয়া গিয়াছেন, তাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে পায় নাই। যাহারা ধাবমান, তাহাদিগকে তিনি অতিক্রম করিয়া যান। তিনি স্থিরভাবে স্থিত, তাঁহাতে থাকিয়া প্রাণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে।

তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে তেমনি নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে, আবার তিনি সকলের বাহিরে।

ভাব—আরোহবল্লীতে সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন। এখন ব্রহ্মবল্লীতে তাঁহার লক্ষণাদি নিরূপিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে দুইটি প্রবচনে আপাতবিরোধী বিশেষণে তাঁহার বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। এ জগতে সকলেই সহায়াপেক্ষী, তিনি কিন্তু এক—অসহায়। তিনি নিশ্চল অথচ মনের অপেক্ষা দ্রুতগামী। দ্রুতগামী কেন? না মন দৌড়িয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারে না। তিনি নিশ্চল কেন? না তিনি

সর্ব্বদা একই রূপ থাকেন। তিনি যখন মনের অপ্রাপ্য, মন যখন তাঁহাকে পায় নাই, তখন মনের অনুগামী ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে পাইবে কি প্রকারে? এই কথাই ভাষান্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন—"তিনি আগেই চলিয়া গিয়াছেন, তাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে পায় নাই।" বেদান্তে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দেবমধ্যে গণ্য। যাহারা ধাবমান তাহাদিগকে তিনি অতিক্রম করিয়া যান—এ বিশেষণটিতে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষণগুলিতে ব্রহ্ম যে সর্ব্বাতীত, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি তিনি কেবল এইরূপই হইলেন, তবে তিনি উপাস্য হইবেন কি প্রকারে? তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"তিনি স্থিরভাবে স্থিত তাঁহাতে থাকিয়া প্রাণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে।" আপনি অচল থাকিয়া অপরেতে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া আপনার ক্রিয়াকারিত্ব তিনি প্রদর্শন করিতেছেন, অথচ ক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষ থাকা-বশতঃ যে বিকারিত্ব উপস্থিত হয় তাহা তাঁহাতে নাই এতদ্দ্বারা তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

তিনি চলেন তিনি চলেন না—এ কথার দ্বারা পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই বিস্পষ্ট করা হইয়াছে। তিনি দূরে তেমনি নিকটে—এতদ্দ্বারা এক দিকে তাঁহার অনন্তত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অন্য দিকে দৃষ্টির নৈর্ম্মল্যে নিকটে এবং মালিন্যে নিকটে থাকিতেও তিনি দূরে, ইহা বুঝাইতেছে। তিনি সকলের অন্তরে তিনি আবার সকলের বাহিরে—এ কথায় তাঁহার সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতীত ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

২। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

ঈশ ৮।

'স' পরাত্মা 'পর্য্যগাৎ' সমন্তাৎ গতবান্। সোঽয়মাত্মা ব্রহ্ম 'শুক্রং' দীপ্তিমৎ 'অকায়ম্' শরীর-সম্বন্ধবর্জ্জিতম্, 'অব্রণম্' অক্ষতম্ 'অস্নাবিরং' স্নায়ুরহিতং 'শুদ্ধং' 'নির্ম্মলম্' 'অপাপবিদ্ধং' পাপৈঃ অবিদ্ধম্। স পরাত্মা 'কবিঃ' সর্ব্বদৃক্ 'মনীষী' সর্ব্বজ্ঞঃ 'পরিভূঃ' সর্ব্বোপরিবিদ্যমানঃ 'স্বয়ম্ভূঃ' সর্ব্বনিরপেক্ষঃ, অথচ 'শাশ্বতীভ্যঃ' নিত্যাভ্যঃ 'সমাভ্যঃ' বৎসরেভ্যঃ—নিত্যকালমিতি যাবৎ 'যাথাতথ্যতঃ' যথা যস্য প্রয়োজনং তথা তদনুসারতঃ 'অর্থান্' প্রয়োজনানি 'ব্যদধাৎ' ব্যভজৎ।

সেই পরাত্মা চারি দিকে ব্যাপ্ত। তিনি দীপ্তিমান্, শরীররহিত, ক্ষতরহিত, স্নায়ুরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বোপরি বিদ্যমান, স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকাল যাহার যে প্রকার প্রয়োজন তদনুসারে অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

ভাব—'তিনি দূরে তেমনি তিনি নিকটে' বেদান্তে এ কথার প্রয়োগ প্রায় দূরবর্ত্তিত্ব

বাচক 'তৎ' শব্দে এবং নিকটবর্ত্তিত্ববাচক ইদম্ আদি শব্দে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই প্রবচনটির পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি প্রবচনে (১১।১।২) 'আত্মা' শব্দ অপরোক্ষবাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। অথচ এই প্রবচনে 'তৎ' শব্দ দ্বারা উঁহার পরোক্ষত্ব সাধিত হইয়াছে। এইরূপ পরোক্ষত্ব সাধিত হওয়াতেই সর্ব্বাতীত ব্রহ্মোচিত পুংলিঙ্গের পরিবর্ত্তে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণগুলির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্লীবলিঙ্গবিশেষণগুলির পরে আবার 'সর্ব্বদ্রষ্টা' প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের দ্বারা পরোক্ষ ব্রহ্মের স্থলে অপরোক্ষবাচক 'আত্মা' এই শব্দ উপস্থিত করিয়া প্রবচনের শেষাংশে দূর হইতে আবার তাঁহাকে নিকটে আনা হইয়াছে। ব্রহ্ম সকলই আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান সুতরাং তিনি সর্ব্বাতীত-বশতঃ পরোক্ষ সর্ব্বগতবশতঃ অপরোক্ষও বটেন।

তিনি দীপ্তিমান্—"তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান (২।৭)" এজন্য দীপ্তিমান্। শরীররহিত—"এ সকলই ব্রহ্ম" (৭০পৃ) এ কথা বলাতে মনে হয় তিনি যখন সর্ব্বস্বরূপ, তখন দৃশ্যমান শরীর সমুদায় তাঁহারই শরীর। শরীরে অবস্থিত তিনি শরীর নহেন, এইটি দেখাইবার জন্য শ্রুতি স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন তিনি 'শরীররহিত'। ক্ষতরহিত—অপূর্ণতাশূন্য। স্নায়ুরহিত—শরীররহিত এ কথা বলাতেই 'স্নায়ুরহিত' এ কথাও আসি-তেছে, অথচ 'স্নায়ুরহিত' বিশেষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন তাঁহার শরীর নাই, তেমনি স্নায়ুজন্য যে সুখদুঃখবোধ জন্মায় তাহাও তাঁহার নাই; তিনি সুখদুঃখবোধের অতীত। অর্থ সকল বিধান করিতেছেন—এখানে পরব্রহ্মে যে সকল বিশেষণ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাতে যে অণুমাত্র বৈষম্য নাই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। যদি তিনি আমাদের ন্যায় শরীরী হইতেন, অপূর্ণ হইতেন, অল্পজ্ঞান হইতেন, সর্ব্বোপরি বিদ্যমান না থাকিতেন, পরাপেক্ষী হইতেন, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাতে জীববৎ পক্ষপাতদোষ সম্ভবপর ছিল। যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাকে যে তিনি তাহাই দেন, তাহার কারণ তাঁহার বৈষম্যদোষরাহিত্য। তিনি যাহা দেন, তাহাতে জীব অজ্ঞানতাবশতঃ সন্তুষ্ট না থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মের এই সকল বিশেষণ অনুধ্যান করে, এবং তাঁহার স্বরূপ অবগত হয়, সে ব্যক্তি আপনার অল্পজ্ঞত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহা তিনি বিধান করেন, তাহাই তাহার পক্ষে প্রয়োজন ইহা জানিয়া সন্তুষ্টমনা থাকে।

৩। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্ছোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

তল্ব (১) ৩—৮।

'চক্ষুঃ' 'ন' 'তত্র' 'গচ্ছতি'—অদৃষ্টং তৎ, 'বাক্' 'ন' তত্র 'গচ্ছতি'—অবাগ্বিষয়ং তৎ, 'মনঃ' 'নো' ন তত্র গচ্ছতি—অচিন্ত্যং তৎ, 'ন বিদ্মঃ' ন বয়ং তৎ সাক্ষাজ্জ্ঞানবিষয়ং কৃতবন্তঃ। 'যথা' যেন প্রকারেণ 'এতৎ' ব্রহ্ম 'অনুশিষ্যাৎ' উপদিশেৎ তৎ 'ন বিজানীমঃ'। কথম্? 'তৎ' 'বিদিতাৎ' ইন্দ্রিয়গোচরবিষয়াৎ 'অন্যৎ এব' 'অথো' অপিচ 'অবিদিতাৎ' ইন্দ্রিয়াগোচরবিষয়াৎ 'অধি' উপরি। 'পূর্ব্বেষাম্' আচার্য্যাণাং 'যে' 'নঃ' অস্মভ্যং 'তৎ' ব্রহ্ম 'ব্যাচচক্ষিরে' ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেভ্যঃ 'ইতি' এবং 'শুশ্রুম' শ্রুতবন্তঃ।

'বাচা' 'যৎ' 'অনভ্যুদিতম্' অনভ্যুক্তং 'যেন বাক্' 'অভ্যুদ্যতে' প্রকাশ্যতে 'তৎ এব' 'ব্রহ্ম' 'ত্বং' 'বিদ্ধি' জানীহি 'যৎ ইদং' বাহ্যবস্তুজাতম্ 'উপাসতে' 'ন ইদং' ব্রহ্ম।

'মনসা' 'যৎ' 'ন মনুতে' ন মননবিষয়ীকরোতি জনঃ 'যেন' 'মনঃ' 'মতম্' আত্মবিষয়ীকৃতম্ ইতি 'আহুঃ' ব্রহ্মবিদঃ 'তদেব' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'চক্ষুষা' 'যৎ' 'ন পশ্যতি' ন বিষয়ীকরোতি জনঃ 'যেন' 'চক্ষূংষি' চক্ষুঃক্রিয়াঃ 'পশ্যতি' বিষয়ীকরোতি জনঃ 'তদেব' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'শ্রোত্রেণ' 'যৎ' 'ন শৃণোতি' জনঃ 'যেন' 'ইদং' 'শ্রোত্রং' 'শ্রুতং' বিষয়ীকৃতং 'তদেব' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'প্রাণেন' 'যৎ' 'ন প্রাণিতি' ন চেষ্টতে 'যেন প্রাণঃ' 'প্রণীয়তে' স্বকর্ম্মং নির্ব্বহতি 'তদেব' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। প্রাণঃ ঘ্রাণমিত্যর্থে 'প্রাণিতি' ঘ্রাণবিষয়ীকরোতি 'প্রণীয়তে' গন্ধবিষয়ীকরোতি।

চক্ষু তাঁহাকে পায় না, বাক্য তাঁহাকে পায় না, মন তাঁহাকে পায় না, আমরা তাঁহাকে জানি না। যে প্রকারে ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিতে হয় তাহাও আমরা জানি না। ইন্দ্রিয়গোচর-বিষয়-ছাড়া তিনি, ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ের উপরে তিনি। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ যাঁহারা আমাদিগের নিকট তাঁহার বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমরা এই কথা শুনিয়াছি।

বাক্য দ্বারা যাঁহার বিষয় বলা যায় না, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে উহা ব্রহ্ম নহে।

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের মনন জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে, উহা ব্রহ্ম নহে।

চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দেখা যায় না, চক্ষুর বিষয়সমূহ যাঁহার দ্বারা দেখা যায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে, উহা ব্রহ্ম নহে।

শ্রোত্র দ্বারা যাঁহাকে শুনা যায় না, শ্রোত্রের বিষয় যাঁহার দ্বারা শ্রুত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে উহা ব্রহ্ম নহে।

যিনি প্রাণ দ্বারা প্রাণবান্ নহেন, প্রাণ যাঁহার দ্বারা স্বকার্য্য করে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে উহা ব্রহ্ম নহে *।

ভাব—চক্ষু তাঁহাকে পায় না ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মকে অবিজ্ঞেয় বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিগোচর বিষয়ের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়েরও অতীত, সুতরাং তৎসম্বন্ধে উপদেশ অসম্ভব। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঈদৃশ অবিজ্ঞেয় পদার্থের উপদেশ করিলেন কিরূপে? যদিও তিনি ইন্দ্রিয়গোচর বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়সমূহের মত নহেন, তথাপি তিনি সর্ব্ববিষয়ের প্রেরকরূপে আমাদের জ্ঞানের বিষয়। অগ্ন্যাদি দৃশ্যমান পদার্থসমূহের লোকে পূজা করিয়া থাকে, সে সকল কথন ব্রহ্ম নহে, কিন্তু অগ্ন্যাদি যাঁহার প্রেরণায় স্বস্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তিনি ব্রহ্ম। "ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্ ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া"(২।১১) এই শ্রুতি অনুসারে অগ্ন্যাদি তাঁহার ক্রিয়া বলিয়া অগ্ন্যাদি ব্রহ্ম নহে কিন্তু অগ্ন্যাদিতে ব্রহ্মদর্শন বেদান্ত-বিহিত।

৪। যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্র-
মেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপম্।

---

* ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বেদান্ত প্রাণ বলিয়া থাকেন। প্রাণশব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থ গ্রহণ করিলে—ঘ্রাণ দ্বারা যাঁহাকে ঘ্রাণের বিষয় করিতে পারা যায় না, ঘ্রাণ যাঁহার দ্বারা ঘ্রাণ লয় তাঁহাকেই তুমি ইত্যাদি

যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে—মন্যে বিদিতম্॥
নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥
প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভুতেষু ভুতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

তল (২) ৯—১৩।

'যদি' হে শিষ্য, 'ব্রহ্মণঃ' 'রূপং' স্বরূপং 'সুবেদ' সুষ্ঠু জানাসি 'ইতি' 'মন্যসে', 'নূনং' নিশ্চিতং ব্রহ্মণোরূপং 'ত্বং' 'দভ্রম্' অল্পম্ 'এব অপি' 'বেত্থ' জানাসি। 'ত্বম্' 'অস্য' ব্রহ্মণঃ 'যৎ' 'দেবেষু' 'অস্য' ব্রহ্মণঃ 'যৎ' তৎ 'নু' 'তে' তব 'মীমাংস্যম্ এব'। এবং পৃষ্টঃ শিষ্য আহ—'মন্যে' 'বিদিতং' জ্ঞাতম্।

কিং জ্ঞাতং তদেবাহ—'অহং' ব্রহ্ম 'সুবেদ' সুষ্ঠু জানামি 'ইতি' 'ন' মন্যে; 'ন বেদ ইতি' 'নো' ন, 'বেদ' ইতি চ ন। 'ন বেদ ইতি' 'নো' ন, 'বেদ' ইতি চ ন 'নঃ' অস্মাকং মধ্যে 'যঃ' 'বেদ' স 'তৎ বেদ'।
'যস্য' ব্রহ্ম 'অমতং' অবিজ্ঞাতং—ন হি জানামীতি বুদ্ধিঃ 'তস্য' ব্রহ্ম 'মতং' জ্ঞাতম্। 'যস্য' ব্রহ্ম 'মতং' জ্ঞাতং—জানামীতি বুদ্ধিঃ 'ন' 'স' ব্রহ্ম 'বেদ'। 'বিজানতাং' জ্ঞানবতাং ব্রহ্ম 'অবিজ্ঞাতং'—ন বয়ং জানীম ইতি বুদ্ধিঃ, 'অবিজানতাম্' অজ্ঞানানাং ব্রহ্ম 'বিজ্ঞাতং' জানীম ইতি বুদ্ধিঃ।

কথমুক্তং 'মন্যে বিদিতম্' ইতি তদাহ—তৎ ব্রহ্ম 'প্রতিবোধবিদিতং' বোধং বোধং প্রতি বিদিতং বোধয়িতৃরূপেণ জ্ঞাতম্ ইতি 'মতং' সম্যগ্‌দৃষ্টিঃ। এতদ্দৃষ্ট্বা 'অমৃতত্বং' মোক্ষং 'হি' 'বিন্দতে' প্রাপ্নোতি। 'আত্মনা' আত্মজ্ঞানেন 'বীর্য্যং' বলং—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" (১০।৯) ইতি শ্রুতেঃ—'বিন্দতে' লভতে, 'বিদ্যয়া' ব্রহ্মজ্ঞানেন 'অমৃতং' মোক্ষং 'বিন্দতে' লভতে। যস্য বোধং বোধং প্রতি বোধয়িতৃ তদিতি 'যদস্য ত্বম্' ইত্যস্যোত্তরম্ 'যদস্য দেবেষু' ইত্যস্যোত্তরং পরবর্ত্তিন্যাখ্যায়িকয়া (২।১১—১৪।

'ইহ' জন্মনি 'চেৎ' তৎ 'অবেদীৎ' বিদিতবান্ 'সত্যম্' সদ্ভাবাপন্নত্বং যস্য 'অস্তি'। 'চেৎ' 'ইহ' 'ন' 'অবেদীৎ' 'মহতী' 'বিনষ্টিঃ' দুর্গতিঃ। 'ধীরাঃ' 'ভূতেষু ভূতেষু' তৎ 'বিচিন্ত্য' ধ্যাত্বা বোধয়িতৃরূপেণ প্রেরয়িতৃরূপেণ 'অস্মাৎ লোকাৎ' 'প্রেত্য' 'অমৃতাঃ' সম্পন্নাঃ 'ভবন্তি'।

যদি মনে কর ব্রহ্মের স্বরূপ ভাল করিয়া জানিয়াছ, তবে তাঁহার

স্বরূপ নিশ্চয় অল্পই জানিয়াছ। তুমি ইঁহার যাহা, দেবগণেতে ইঁহার যাহা (আছে) তোমায় তাঁহার মীমাংসা করিতে হইতেছে। [শিষ্য বলিলেন] মনে হয় (তাঁহাকে) জানিয়াছি।

আমি মনে করি না যে, আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিয়াছি। আমি তাঁহাকে জানি না যে তাহাও নয়, জানি যে তাহাও নয়। জানি না যে তাহাও নয়, জানি যে তাহাও নয়, আমাদের মধ্যে যিনি এইটি জানেন তিনি তাঁহাকে জানেন।

ব্রহ্ম যাঁহার অজ্ঞাত, ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞাত; ব্রহ্ম যাঁহার জ্ঞাত, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। জ্ঞানবান্‌দিগের নিকটে তিনি অবিজ্ঞাত, অজ্ঞানদিগের নিকটে তিনি বিজ্ঞাত।

বোধে বোধে তিনি বিদিত, এইটি মত (সম্যক্ দৃষ্টি)। [এই দৃষ্টিতে] অমৃতত্বলাভ হয়। আত্মজ্ঞানে বললাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে অমৃতলাভ হয়।

ইহ জন্মে যদি তাঁহাকে কেহ জানে, সে সদ্ভাবাপন্ন হয়, যদি না জানে তাহার মহতী দুর্গতি হয়। ধীরগণ ভূতে ভূতে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া ইহ লোক হইতে অপসৃত হইয়া অমৃত হয়েন।

ভাব—ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে কেহ জানিবে ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। অজ্ঞান লোকেই বলে আমি ব্রহ্মকে জানি, জ্ঞানী ব্যক্তি কদাপি এরূপ বলেন না। যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে একেবারে জানা যায় না তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত, যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়াছি তাঁহারাও তেমনি ভ্রান্ত। তিনি নিয়ত প্রতিব্যক্তির নিকটে প্রেরয়িতৃরূপে বোধয়িতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। এ আত্মপ্রকাশ যদিও তাঁহার সম্বন্ধে নিঃশেষ জ্ঞান উপস্থিত করে না, অনন্তের নিঃশেষ জ্ঞান যদিও কদাপি সম্ভবে না, তথাপি তিনি আপনাকে যতটুকু আমাদের নিকটে প্রকাশকরেন, তৎপ্রতি আমরা অনাদর করিতে পারি না, কেন না আমাদের তৎসম্বন্ধে ভাবী জ্ঞান উহারই উপরে নির্ভর করে। বাক্‌প্রভৃতিতে তৎপ্রেরয়িতৃরূপে তাঁহাকে দেখা যদিও সাক্ষাদ্দর্শন নহে, প্রতিজনের আত্মবোধে বোধয়িতৃরূপে দর্শন যদিও বোধ অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি বোধ এবং বোদ্ধা যখন অভিন্ন তখন এ দর্শনকে নিতান্ত অসাক্ষাৎ দর্শন বলা যাইতে পারে না। বোধয়িতৃরূপে দর্শন করিয়া শিষ্য এজন্যই বলিয়াছেন—'মনে হয় (তাঁহাকে) জানিয়াছি।' এই বোধয়িতৃরূপে দর্শনেই, জীব ব্রহ্মের যাহা তাহাও প্রকাশ পাইতেছে, কেন না এতদ্দ্বারা এই স্থির হইতেছে যে জীব ব্রহ্মের

আত্মপ্রকাশের ভূমি। প্রস্থানবল্লীর ১৬।১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আখ্যায়িকা দ্বারা দেবগণের নিজের কোন শক্তি নাই, ব্রহ্মশক্তিতে তাঁহারা শক্তিমান্ এইটি প্রদর্শন করাতে, তিনি দেবগণেতে তাঁহাদের শক্তি হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, ইহাই স্থির হইতেছে।

ধীরগণ ভূতে ভূতে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া—এস্থলে ব্রহ্মবিজ্ঞান এবং তন্মূলক সমুদায় বিজ্ঞানের মূল বিন্যস্ত হইয়াছে। অবিবর্ত্তী (exact) বিজ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞানসদৃশ চিরন্তন *। সর্ব্বত্র ব্রহ্মের স্বরূপের প্রকাশ ও তাঁহার ক্রিয়া দর্শন করিয়া তদনুগত হইয়া জীবনযাপন অমৃতত্বের হেতু। তাঁহার স্বরূপ ও ক্রিয়া দর্শন করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিলেই বিজ্ঞান হয়। সমুদায় জগতে ও জীবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও ক্রিয়াদর্শন হইতে যে উপনিষৎ উৎপন্ন হইয়াছে, প্রত্যেক উপনিষৎ তাহা দেখাইয়া দেয়। ব্রহ্মবিজ্ঞান যে এইরূপে উদ্ভূত, তাহা এ কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে †।

৫। যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

* Belief in a Power, which transcends knowledge, is that fundamental element in Religion which survives all its changes of form. This inexpungable belief proved to be likewise that on which all exact science is based.

† But it is at any rate conceivable that the nature of the Deity and his relations to the universe, and more specially to mankind, are capable of being ascertained, either inductively or deductively, or by both process And, if they have been ascertained ; then a body of a science has been formed which is very properly called theology.—HUXLEY.

হক্সলে এরূপ বলিলেন কেন, তাহার মূল স্পেন্সারের এই লেখায় দেখিতে পাওয়া যায় :— But an account of the Transformation of things, given in the pages which follow, is simply an orderly presentation of facts ; and the interpretation of the facts is nothing more than a statement of the ultimate uniformities they present—the laws to which they conform.

Is the reader an atheist ? The exposition of these facts and these laws will neither yield supprort to his belief nor destroy it. Is he a pantheist ? The phenomena and the inferences as now to be set forth will not force on him any incongruous implication. Does he think that God is immanent throughout all things, from concentrating nebulæ to the thoughts of Poets ? Then the theory to be put before him contains no disproof of that view. Does he believe in Deity who has given unchanging laws to the Universe ? Then he will find nothing at variance with his belief in an exposition of those laws and an account of their results. এই সকল পক্ষমধ্যে স্পেন্সার স্বয়ং কোন্ পক্ষাবলম্বী "personal superintendence becomes merged in universal immanence" এই কয়েকটী কথায় সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

'যৎ এব' 'ইহ' ইহলোকে 'তৎ' এব 'অমুত্র' পরলোকে, 'যৎ অমুত্র' 'তৎ' 'অনু' তদনুরূপম্ 'ইহ' ইহলোকে। 'যঃ' 'ইহ' 'নানাইব' 'পশ্যতি' 'স' 'মৃত্যোঃ' অনন্তরং 'মৃত্যুং' ভয়কারণম্ 'আপ্নোতি'।

'ইহ' 'কিঞ্চন' 'ন' 'নানা' 'অস্তি' 'ইদং' 'মনসা' অধ্যাত্মযোগেন 'এব' 'আপ্তব্যম্' আয়ত্তীকর্ত্তব্যম্।

ইহলোকে যাহা পরলোকে তাহাই; পরলোকে যাহা ইহলোকে তদনুরূপই। যে ব্যক্তি এখানে ভিন্নরূপ দেখে, সে মৃত্যুর পর ভয়ের কারণ দেখে।

এখানে ভিন্নরূপ কিছুই নাই, এইটি অধ্যাত্মযোগে আয়ত্ত করিতে হইবে। যে এখানে ভিন্নরূপ দেখে, সে মৃত্যুর পর ভয়ের কারণ দেখে।

ভাব—যে সকল ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক এ উভয়কে ভিন্নজাতীয় বলিয়া মনে করে, তাহারা একটি আর একটির প্রস্তুতির জন্য ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না, সুতরাং অসার বিষয়ে জীবনাতিপাত করিয়া আপনাদিগকে পরজীবনের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারে না। ইহলোক ও পরলোক উভয়ই ঈশ্বরেতে অবস্থিত, একই ঈশ্বরের শাসনে শাসিত, সুতরাং উভয়ের মধ্যে একতা থাকিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। ইহলোক পরলোকের অনুরূপ, কেবল আমরাই আমাদের পাপদৃষ্টিতে ইহাকে স্বর্গ নয় নরক করিয়া তুলি, এ কথা মনে থাকিলে এবং তদনুরূপ আচরণ করিলে, অধ্যাত্মযোগে এই পৃথিবী স্বর্গ হয়। এ শ্রুতির বিশেষ নিয়োগ গতিবল্লীতে, তবে এখানে ইহার সংগ্রহ, ব্রহ্মের সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব সুস্পষ্ট প্রদর্শনের জন্য।

৬। তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ কঠঃ ৫। ১৪ : ১৫।
মু ২ (২)। ১০। শ্বেত ৬। ১৪।

'অনির্দ্দেশ্যং' নির্দ্দেষ্টুমশক্যং 'তৎ' পরোক্ষং ব্রহ্ম 'পরং' পরমং 'সুখম্' 'এতৎ' অপরোক্ষং ব্রহ্ম 'ইতি' 'মন্যন্তে' যোগিনঃ। অহম্ অযোগী—'তৎ' পরোক্ষং ব্রহ্ম 'কথং নু' 'বিজানীয়াম্'? 'কিমু' তৎ 'ভাতি' স্বয়ং প্রকাশতে 'বা' অথবা 'বিভাতি' বিস্পষ্টং দৃশ্যতে?

'ন তত্র সূর্য্যোভাতি' ইতি ব্যাখ্যাতম্ (২। ৭)।

সেই অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মকে যোগিগণ এই (সম্মুখস্থ) পরম সুখস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। তাঁহাকে আমি কিরূপে জানিব? তিনি

আপনি প্রকাশ পান অথবা এমনি তাঁহাকে বিস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়?

ব্রহ্মসন্নিধানে সূর্য্যও দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকও দীপ্তি পায় না, এ সকল বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না, অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে। দীপ্যমান তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এ সকল দীপ্তি পায়, তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান।

ভাব—যখন সম্মুখস্থ পরম সুখস্বরূপে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মকে যোগিগণ মনে করেন তখন হয় তিনি আপনি তাঁহাদিগের নিকটে প্রকাশ পান, অথবা এমন কোন উপায় আছে যদ্দ্বারা দৃশ্য পদার্থের ন্যায় তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ব্রহ্ম সর্ব্বথা অনির্দ্দেশ্য হন, তাহা হইলে যোগিগণের সম্মুখস্থ পরম সুখস্বরূপে ব্রহ্মকে মনে করা মনে করা মাত্র, উহাতে কোন বাস্তবিকতা নাই। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, সূর্য্য চন্দ্রাদি পদার্থান্তরকে প্রকাশ করিলেও ব্রহ্মকে তাহারা প্রকাশ করিতে পারে না, তিনিই তাহাদিগকে প্রকাশ করেন। সূর্য্যচন্দ্রকে তিনি প্রকাশ করেন এবং তাহাদের অপরকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্যও তাঁহা হইতে লব্ধ। সুতরাং অধ্যাত্মযোগাবলম্বন করিয়া যোগিগণ তাঁহাকে যোগবলে অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না, যোগ দ্বারা দর্শনের যে সকল অন্তরায় আছে সেগুলি অন্তরিত হইয়া গেলে, মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় তিনি সাধকের নিকটে আপনি প্রকাশ পান। ব্রহ্ম নিয়ত অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান আছেন, আমাদেরই দৃষ্টিবৈগুণ্যে এবং মনের অন্যত্র অভিনিবেশে তিনি বিদ্যমান থাকিয়াও আমাদিগের নিকটে অবিদ্যমানবৎ হইয়া আছেন। যোগদ্বারা দৃষ্টির বৈগুণ্য ও মনের অন্যত্র অভিনিবেশ বিদূরিত করিতে হয়, এই জন্য যোগের আদর। যখন তিনি এইরূপে দর্শনের বিষয় হন, তখন দীপ্যমান তাঁহারই প্রকাশে সকল প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতেছে না, ইহা হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রুতি এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন "দীপ্যমান তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এ সকল দীপ্তি পায়, তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান।" যোগী যখন এই সত্যটি প্রত্যক্ষ করেন, তখন যোগের অভিমান আর তাঁহাতে তিষ্ঠিতে পারে না।

৭। ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।

এতদ্বৈ তৎ।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কঠ ৬। ১। ২। ৩, তৈ ২। ৮। ১।

'ঊর্দ্ধমূলঃ' ঊর্দ্ধং সর্ব্বাতীতং ব্রহ্ম মূলং যস্য সঃ, 'অবাক্ শাখঃ' অর্ব্বাচ্যঃ অধোগতাঃ শাখাঃ মহাভূতাদ্যাঃ যস্য স 'এষ' 'অশ্বত্থঃ' ন শ্বঃ তিষ্ঠতীতি অশ্বত্থঃ সংসারঃ 'সনাতনঃ' প্রবাহক্রমেণ নিত্যস্থায়ী। 'তৎ' মূলম্ 'এব' 'শুক্রং' জ্যোতিষ্মৎ শুদ্ধং, 'তৎ ব্রহ্ম' 'তৎ এব' 'অমৃতম্' অবিনশ্বরম্ 'উচ্যতে'। 'তস্মিন্' ব্রহ্মণি 'সর্ব্বে' 'লোকাঃ' 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ 'তৎ' 'উ' পুনঃ 'কশ্চন' 'ন অত্যেতি' ন অতিক্রম্য বর্ত্ততে। 'এতৎ বৈ তৎ'—যজ্জ্ঞানাদমৃতা ভবন্তি ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ।

'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ইদং' 'সর্ব্বং' নিখিলং জগৎ' ততঃ 'নিঃসৃতং' নির্গতং সৎ 'প্রাণে' প্রাণস্বরূপে তস্মিন্ অধিষ্ঠায় 'এজতি' প্রচলতি ক্রিয়াবৎ ভবতি। তৎ 'মহৎ' অতএব 'ভয়ম্' 'উদ্যতং' 'বজ্রং'। 'যে' 'এতৎ' 'বিদুঃ' 'তে' 'অমৃতাঃ' 'ভবন্তি'।

'অস্য' 'ভয়াৎ' 'অগ্নিঃ' 'তপতি' 'ভয়াৎ' 'সূর্য্যঃ' 'তপতি' 'ভয়াৎ' 'ইন্দ্রঃ চ' 'বায়ুঃ চ' 'পঞ্চমঃ' 'মৃত্যুঃ' 'ধাবতি' স্বস্বকার্য্যনির্ব্বাহায়।

এই সনাতন অশ্বত্থ (সংসার) ঊর্দ্ধমূল এবং অধোগতশাখাবিশিষ্ট। তিনিই (সেই মূলই) শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন। তাঁহাতেই সকল লোক আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহই অতিক্রম-করিতে পারে না। ইনিই তিনি।

এই জগতের যাহা কিছু সকলই তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রাণস্বরূপ তাঁহাতে [স্থিতি পূর্ব্বক] ক্রিয়াশীল হইয়া আছে। তিনি উদ্যত বজ্র মহৎ ভয়, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন।

ইঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেয়, ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও (গণনায়) পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়।

ভাব—শ্বঃ (কল্য) যাহা থাকে না—অশ্বত্থ শব্দের এই ব্যুৎপত্তিতে অশ্বত্থ সংসার। ঊর্দ্ধমূল—ঊর্দ্ধ—ব্রহ্ম, ব্রহ্ম এই সংসারের মূল। অধোগতশাখাবিশিষ্ট—মহাভূতাদি উঁহার শাখা। সনাতন—প্রবাহক্রমে চিরস্থায়ী। এখানে রূপকবর্ণনা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বাতীতত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক—ইনিই তিনি—এই কথায় যিনি সম্মুখস্থ, তিনিই সর্ব্বাতীত দূরস্থ, সম্মুখস্থ ও দূরস্থে কোন ভেদ নাই ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না—তাঁহারই শাসনে জগৎ ও জীব শাসিত।

প্রাণস্বরূপ তাঁহাতে [স্থিতিপূর্ব্বক]—জগতের উৎপত্তি যেমন ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে,

তেমনি তাহার ক্রিয়াবত্তাও তন্নিরপেক্ষ নহে। উহার প্রত্যেক ক্রিয়া প্রাণস্বরূপে স্থিতি-বশতঃ তাঁহা হইতে সঞ্চারিত হইয়া উপস্থিত হয়।

তিনি উদ্যত বজ্র মহৎ ভয়—ব্রহ্মকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, তাঁহার শাসনে জগৎ শাসিত, এইটি রূপকে এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার ভয়ে—অগ্নি নিত্য তাপ দেয়, সূর্য্য নিরত উষ্ণা বিতরণ-করে, মেঘ বারিবর্ষণ করে, বায়ু অবিরত প্রবাহিত হয়, মৃত্যু নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করে। সকলেই তটস্থ হইয়া মহাপরাক্রান্ত পরব্রহ্মের অনুসরণ করিতেছে।

৮। আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম
মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥
যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥

মু ২ (২)। ১। ২।

'আবিঃ' প্রকটং যথা স্যাৎ তথা 'সন্নিহিতং' 'গুহাচরং' গুহায়াং হৃদি চরতি 'নাম' প্রসিদ্ধম্। এবং সন্নিহিতত্ত্ব কুতঃ সর্ব্বাতীতত্বম্—'মহৎপদং' মহৎ অনন্তং পদং ভূতনিবাসস্থানম্। অপিচ—'অত্র' অস্মিন্ 'এজৎ' চলৎ 'প্রাণৎ' প্রাণবৎ 'নিমিষৎ' নিমেষোন্মেষবৎ 'এতৎ' সর্ব্বং 'সমর্পিতং' নিহিতম্। 'যৎ এতৎ' 'সৎ' সর্ব্বোপাদানং 'অসৎ' অব্যক্ততয়া স্থিতং 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'যৎ বরিষ্ঠং' বরতমম্। তৎ 'প্রজানাং' লোকানাং 'বিজ্ঞানাৎ' 'পরম্' অতিরিক্তম্ ইতি 'জানথ' অবগচ্ছথ যুয়ং শিষ্যাঃ।

'যৎ' 'অর্চ্চিমৎ' দীপ্তিমৎ 'যৎ অণুভ্যঃ অণু' 'চ' 'যস্মিন্' 'লোকাঃ' 'লোকিনঃ' তন্নিবাসিনঃ 'চ' 'নিহিতাঃ' 'তৎ এতৎ অক্ষরং ব্রহ্ম'। 'স প্রাণঃ' 'তৎ উ বাঙ্মনঃ' 'তৎ এতৎ সত্যং' 'তৎ অমৃতম্' হে 'সোম্য' 'তৎ' 'বেদ্ধব্যং' অধ্যাত্মযোগেন প্রবেষ্টব্যম্ ইতি 'বিদ্ধি' জানীহি।

ইনি প্রকটভাবে সন্নিহিত, ইনি হৃদয়ে বিরাজমান ইহা প্রসিদ্ধ, ইনি অনন্ত ভূতনিবাসস্থান। এ সমুদায় ইঁহাতে নিহিত থাকিয়া জীবন্ত, প্রাণবন্ত, নিমেষ-উন্মেষবন্ত। যিনি সৎ (সকলের সত্তাভূত) ও অসৎ (অব্যক্ত,) বরেণ্য ও বরিষ্ঠ, প্রজাগণের বিজ্ঞানের অতীত, ইঁহাকে তোমরা অবগত হও।

যিনি দীপ্তিমান্, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, যাঁহাতে সমুদায় লোক ও

তত্তল্লোকবাসিগণ অবস্থিত, তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম। তিনি প্রাণ, তিনিই বাগ্মন, তিনিই এই সত্য, তিনিই অমৃত। হে সোম্য, তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইতে হইবে, এইটি জান।

ভাব—এ সকল স্থলে যিনি সর্ব্বগত তিনিই সর্ব্বাতীত, যিনি সর্ব্বাতীত তিনিই নিকটস্থ, এই সত্য শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্মের মহত্ত্ববশতঃ তিনি অনন্ত ও সর্ব্বাতীত, আবার অনন্তের ভিতরে সকলের স্থিতি সকলের বাস এজন্য তিনি সর্ব্বান্তর্ভাবক হইয়া সর্ব্বগত। তিনি সকলের সত্তা হইয়া সকলের সঙ্গে আছেন, অথচ তাঁহার শাশ্বত অব্যক্ত ভাব তাহাতে বিনষ্ট হয় নাই। যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে তিনি সৎ (বিদ্যমান), যাহা নিঃশেষরূপে কোন কালে ব্যক্ত হইবার নহে তাহাতে তিনি অসৎ (অগোচর)। এ জগৎ ও জীবের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া তাঁহা হইতে তাহাদিগেতে সঞ্চারিত হইতেছে। যদিও তিনি এইরূপে আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন, সকলের বাক্, মন, প্রাণ হইয়া আছেন, তথাপি তিনি মনুষ্যগণের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। যদি তিনি এইরূপে বিবিধপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াও জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর রহিলেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের আরাধ্য আমাদের অমৃতত্বের হেতু হইবেন কি প্রকারে? তাঁহার সর্ব্বাতীতত্ব সর্ব্বগতত্ব সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব চিন্তা করিতে করিতে সেই অনন্ত মহানের ভিতরে প্রবিষ্ট হওয়া, তৎকর্ত্তৃক গ্রস্ত হওয়াই তাঁহার আরাধনা।

৯। হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ॥
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

মু ২ (২)। ৯। ১১।

'হিরণ্ময়ে' জ্যোতির্ম্ময়ে 'পরে' শ্রেষ্ঠে 'কোষে' বিজ্ঞানময়কোষে 'বিরজং' রজঃ মলং তদ্বর্জ্জিতং, 'নিষ্কলং' নিরবয়বং 'ব্রহ্ম'। 'তৎ' 'শুভ্রং' শুদ্ধং 'জ্যোতিষাং' ভৌতিকানাং 'জ্যোতিঃ' প্রকাশকম্। 'আত্মবিদঃ' বিবেকিনঃ 'যৎ' এবম্ভূতং 'বিদুঃ' জানন্তি 'তৎ' ব্রহ্ম।

'ইদম্' 'অমৃতম্' অবিকারি 'ব্রহ্ম এব' 'পুরস্তাৎ 'ব্রহ্ম পশ্চাৎ' 'ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ' 'উত্তরেণ' 'চ' 'ইদং' 'ব্রহ্ম এব' 'অধঃ চ ঊর্দ্ধং চ' 'প্রসৃতম্' 'ইদং বরিষ্ঠং' ব্রহ্ম 'বিশ্বং' সমস্তম্।

নিরবয়ব নির্ম্মল ব্রহ্ম হিরণ্ময় পরম কোষে বিদ্যমান। তিনি শুদ্ধ, জ্যোতির জ্যোতি, তিনি ব্রহ্ম যাঁহাকে আত্মবিদ্গণ অবগত হয়েন।

এই অবিকারী ব্রহ্ম সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে উত্তরে ঊর্দ্ধে অধোতে পরিব্যাপ্ত। এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই সমস্ত।

ভাব—হিরণ্ময় পরমকোষে—হিরণ্ময় জ্যোতির্ম্ময় বিজ্ঞানময় কোষে—অন্তরের অন্তরে

বিবেকিগণ নিরবয়ব নির্ম্মল পরিশুদ্ধ জ্যোতির জ্যোতি ব্রহ্মকে দর্শন-করিয়া থাকেন। জ্যোতির জ্যোতি এই কথা বলাতে কোন ভৌতিক জ্যোতি তিনি নন, নিরবয়ব বলাতে কোন প্রকার আকারবিশিষ্ট তিনি নন, শ্রুতি ইহাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

সম্মুখ, পশ্চাৎ, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ অধঃ সমস্তই এই প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মে পূর্ণ—যোগী প্রত্যক্ষ করেন। সমস্ত ব্রহ্মেতে পূর্ণ দেখিতে দেখিতে এক ব্রহ্মই তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর সন্নিধানে বিদ্যমান থাকেন, আর সমস্ত অন্তর্হিতপ্রায় হয়।

১০। বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ মু ৩(১)। ৭।

'তৎ' ব্রহ্ম 'বৃহৎ' সর্ব্বাতীতং 'দিব্যম্' অপার্থিবম্ 'অচিন্ত্যরূপম্' অচিন্ত্যস্বরূপম্ 'তৎ' 'সূক্ষ্মাৎ চ' 'সূক্ষ্মতরং' 'বিভাতি' প্রকাশতে। 'তৎ' 'দূরাৎ সুদূরে' 'ইহ অন্তিকে চ' 'পশ্যৎসু' দর্শনসামর্থ্যযুক্তেষু 'ইহ এব' 'গুহায়াং' হৃদি 'নিহিতম্'।

তিনি বৃহৎ, দিব্য, অচিন্ত্যস্বরূপ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পান। তিনি দূর হইতে সুদূরে নিকট হইতেও নিকটে; দর্শনসামর্থ্যবান্-দিগের নিকটে তিনি হৃদয়ের অন্তরতমদেশে নিহিত।

ভাব—এখানে সর্ব্বান্তর্ভাবক ও সর্ব্বাতীত উভয়ের একত্র সন্নিবেশ হইয়াছে। হৃদয়ে নিহিতরূপে নিকটে এবং অনন্তত্বে সুদূরে চিন্তার অতীতরূপে দর্শনে একই সময়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং উপলভ্যমান বস্তুর আরও উপলব্ধব্যত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়।

১১। ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। তৈ ২।১।

'ব্রহ্মবিৎ' ব্রহ্মজ্ঞঃ 'পরং' ব্রহ্ম 'আপ্নোতি' তৎসাক্ষাৎকারং লভতে। 'তৎ' তস্মাৎ 'এষা' ঋক্ 'অভ্যুক্তা' আম্নাতা—'যঃ' জনঃ 'পরমে' 'ব্যোমন্' ব্যোম্নি আকাশস্বরূপে অক্ষরে পরব্রহ্মণি বিদ্যমানায়াং 'গুহায়াং' স্বহৃদি 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং' সত্যাদিস্বরূপবৎ 'ব্রহ্ম' 'নিহিতং' নিগূঢ়ভাবেন বর্ত্তমানং 'বেদ' অন্তর্দৃষ্ট্যা জানাতি, 'স' জ্ঞানানন্তরং 'বিপশ্চিতা' সর্ব্বজ্ঞেন 'ব্রহ্মণা' 'সহ' সাক্ষাৎসম্বন্ধবশাৎ একীভূয় 'সর্ব্বান্ কামান্' তৎপ্রেরিতান্ 'অশ্নুতে' ভুঙ্ক্তে।

ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। সে জন্যই এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। যিনি সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মকে পরমাকাশে হৃদয়গুহায় নিগূঢ়ভাবে স্থিত জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম সহ এক হইয়া সকল কামনা ভোগ-করেন।

ভাব—লক্ষণ বিনা কোন বস্তুর পরিগ্রহ হয় না। যিনি সর্ব্বাতীত এবং সমুদায়

সম্বন্ধবিবর্জ্জিত তাঁহার লক্ষণনিরূপক স্বরূপ কি প্রকারে নির্ণীত হইবে ? যেখানে সাদৃশ্য-ও-বৈসাদৃশ্যযোগে বিচার চলে না, সেখানে কিছুই বুদ্ধিগোচর হয় না। হৃদয়ে যদি ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান স্বতঃ প্রতিভাত না হইত, তাহা হইলে কোন প্রকার প্রয়াসেই তৎসম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভবপর হইত না। কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান-করা, তাহাও স্বতঃ হৃদয়নিহিত কার্য্যকারণজ্ঞান বিনা সম্ভবে না। সেস্থলেও ইটি কার্য্য ইটি কারণ ইহা নির্ণয়করিবার পূর্ব্বে কার্য্যকারণজ্ঞান অবশ্য থাকা চাই, কেন না কার্য্যকারণজ্ঞান না থাকিলে সেরূপ নির্ণয়ই অসম্ভব। আপনা হইতে প্রতিভাত হওয়া আপনা হইতে হৃদয়ে নিহিত থাকা এই দেখাইয়া দেয় যে, কোথাও হইতে উহার আগম হইয়াছে। আগম একটি কার্য্য, সুতরাং উহা কারণনিরপেক্ষ হইতে পারে না। অতএব যিনি সর্ব্বকারণ সেই পরাত্মা হইতেই তদ্বিষয়ক স্বরূপজ্ঞান আত্মাতে আবির্ভূত হয়, ইহাই সৎ সিদ্ধান্ত। শ্রুতি সেই জন্যই সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম হৃদয়গুহায় নিগূঢ়ভাবে স্থিত, এই কথা বলিয়া হৃদয়ে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ নিবদ্ধ করিয়াছেন।

পরমাকাশে—"যে অক্ষর পরমাকাশে নিখিল দেবগণ অধিবাস করেন, উহাতে ঋক্ সকল স্থিতি করে" (১০ম, ২২সূ, ১৬৪ঋক্) এতদনুসারে এস্থলে পরমাকাশ অক্ষর পরব্রহ্ম। জানেন—অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মসহ এক হইয়া—সর্ব্বজ্ঞ এই বিশেষণ থাকাতে এই বুঝাইতেছে যে, যে যে ভোগের বিষয় যে যে নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক ভোগ-করিলে সেই সেই বিষয়োপযোগী স্বরূপসমূহ সাধকেতে আবিষ্ট হইবে, স্বয়ং পরব্রহ্ম তত্তৎবিধিসহকারে তত্তদ্ভোগের বিষয় সাধকের সন্নিধানে উপস্থিত করেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থাংশে বিধি বিবৃত হইবে। বিশেষ ব্যাখ্যা অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে দ্রষ্টব্য।

১২। যদ্বৈতৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। তৈ, ২।৭।২।

'যৎ' যস্মাৎ 'বা' এব 'এতৎ' 'সুকৃতং' পুণ্যং তস্মাৎ 'রসঃ' 'বৈ' এব 'সঃ'। 'অয়ং' জীবঃ 'রসং হি এব' 'লব্ধ্বা' 'আনন্দী' আনন্দপ্লাবিতঃ 'ভবতি'। 'যৎ' যদি 'এষ আকাশঃ' 'আনন্দঃ' 'ন স্যাৎ' 'কঃ হি এব' 'অন্যাৎ' চেষ্টেত 'কঃ' 'প্রাণ্যাৎ' প্রাণধারণং কুর্য্যাৎ। 'এষ' আনন্দঃ 'এব' 'হি' 'আনন্দয়াতি' আনন্দয়তি সুখয়তি।

যেহেতুক ইনি সুকৃত (পুণ্য), তাই ইনি রসস্বরূপ। এই জীব রসস্বরূপকে পাইয়াই আনন্দপ্লাবিত হয়। এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত, তাহা হইলে কে চেষ্টা করিত, কে প্রাণধারণ করিত? ইনিই আনন্দিত করেন।

ভাব—ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তিকে সুকৃত বলা যায়, কেন না তাঁহার ক্রিয়া ভাল। এই

সুকৃতই পুণ্য, কেন না যে ব্যক্তি তাঁহার ক্রিয়ার অনুসরণ করে তাহার চিত্ত নির্ম্মল হয়। যেখানে পুণ্য সেখানে আনন্দের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, তাই শ্রুতি সেই সুকৃতকে রস—সাক্ষাৎ আনন্দ বলিয়াছেন। জগজ্জীবাদির সৌন্দর্য্যদর্শনে যে আনন্দ উদ্ভূত হয়, উহা সাক্ষাৎ আনন্দ নহে, কেন না সেখানে উহাদের সৌন্দর্য্যব্যবধান করিয়া আনন্দ জন্মিয়া থাকে, তন্নিরপেক্ষ নহে। পুণ্যস্বরূপের অভ্যুদয়ে যে আনন্দ উপস্থিত, সে আনন্দের কোন ব্যবধান না থাকাতে সাক্ষাৎ আনন্দ। এই আনন্দকে শ্রুতি রস বলিয়াছেন এই জন্য যে উহার আবির্ভাবমাত্র তৃপ্তি উপস্থিত হয়, উহার দ্বারা সমুদায় প্লাবিত হইয়া যায়।

এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত—এখানে আকাশ ও আনন্দ এক করিয়া উল্লিখিত হওয়াতে, এ আকাশ ভূতাকাশ নহে। 'যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিত'—এইরূপে আকাশশব্দকে সপ্তম্যন্ত পদ করা যে সমুচিত নয়, মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতির প্রণেতা তাহার কারণ এই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, দুই দিকে প্রথমান্ত (এই ও আনন্দ) পদের মধ্যে যখন আকাশশব্দ আছে তখন উহার প্রথমান্ত হওয়াই সমুচিত সপ্তম্যন্ত নহে।

ইনিই আনন্দিত করেন—এস্থলে 'আনন্দিত করেন' ইহার অর্থ সুখদ্বারা চেষ্টাবন্ত ও জীবন্ত করেন, এজন্যই অন্যত্র লিখিত হইয়াছে—"যখনই সুখ পায়, তখনই করে, সুখ না পাইয়া করে না, সুখ পাইয়াই করে" (৩। ১৭। ১২৮ পৃষ্ঠা)।

১৩। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি। তৈ, ৩। ১। ২।

'যতঃ' 'বৈ' এব 'ইমানি ভূতানি' 'জায়ন্তে' 'জাতানি যেন জীবন্তি' 'যৎ' 'প্রয়ন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি লয়কালে 'অভিসংবিশন্তি' 'তৎ' ব্রহ্ম 'বিজিজ্ঞাসস্ব' জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব 'তৎ ব্রহ্ম' ইতি।

যাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবনধারণ করে, অন্তে যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয় তাঁহার বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

ভাব—এখানে ব্রহ্মকে সকলের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার অবধারণ করা হইয়াছে।

১৪। স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যা প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রঽবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। বৃহ ৫। ৮। ৮—১১।

'স' যাজ্ঞবল্ক্যঃ 'হ' 'উবাচ'—হে 'গার্গি' 'ব্রাহ্মণাঃ' ব্রহ্মজ্ঞাঃ 'এতৎ বৈ' 'তৎ অক্ষরং' ব্রহ্ম 'অভিবদন্তি' যৎ 'অস্থূলং' স্থূলাদন্যৎ 'অনণু' সূক্ষ্মাদন্যৎ, 'অহ্রস্বং' হ্রস্বাদন্যৎ, 'অদীর্ঘং' দীর্ঘাদন্যৎ, 'অলোহিতম্'—অগ্নের্যো লোহিতগুণস্তদ্রহিতম্, 'অস্নেহম্' অপাং যঃ স্নেহগুণস্তদ্রহিতম্, 'অচ্ছায়ম্'—অনির্দ্দেশ্যত্বাৎ ভবতু তৎ ছায়ৈব ন তৎ ছায়া, 'অতমঃ'—ভবতু তর্হি তমঃ তদপি ন, 'অবায়ুঃ'—ভবতু তর্হি বায়ুঃ ন সোঽপি তৎ, 'অনাকাশং'—ভবতু তর্হি আকাশং তদপি ন তৎ, 'অসঙ্গং'—ভবতু তর্হি সজ্যত ইতি সঙ্গঃ স্পর্শঃ ন সোঽপি তৎ, 'অরসং'—ভবতু তর্হি রসো ন সোঽপি তৎ, 'অগন্ধং'—ভবতু তর্হি গন্ধঃ ন সোঽপি তৎ, 'অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রং'—"পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইতি চক্ষুঃশ্রোত্রকরণবিরহিতম্, 'অবাক্'—ভবতু তর্হি বাক্ ন সাপি তৎ, 'অমনঃ'—ভবতু তর্হি মনঃ ন তদপি তৎ, 'অতেজস্কং'—নাগ্ন্যাদিবদ্ভৌতিকতেজোযুক্তম্, 'অপ্রাণম্'—ভৌতিকপ্রাণোঽপি ন তৎ, 'অমুখং'—মুখবিরহিতম্, 'অমাত্রং'—মাত্রা মানং তদ্রহিতম্, 'অনন্তরং'—ছিদ্রশূন্যম্, 'অবাহ্যং'—বাহ্যবস্তুসাদৃশ্যরহিতম্। তস্মিন্ কেঽপি জীবধর্ম্মা ন বিদ্যন্ত ইতি প্রদর্শনায়—'ন তৎ কিঞ্চন অশ্নাতি, ন কশ্চন তৎ অশ্নাতি'—ন ভক্ষয়িতৃ ন ভক্ষ্যং তৎ।

'হে গার্গি,' 'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' নিয়ন্তৃস্বাধীনে 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ 'বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'। 'হে গার্গি, এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ 'বিধৃতে'

'তিষ্ঠতঃ'। 'হে গার্গি,' 'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' 'নিমেষাঃ, মুহূর্ত্তাঃ, অহোরাত্রাণি, অর্দ্ধমাসাঃ, মাসাঃ, ঋতবঃ, সংবৎসরাঃ ইতি' কালাবয়বাঃ 'বিধৃতাঃ' 'তিষ্ঠন্তি'। 'হে গার্গি,' 'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' 'প্রাচ্যঃ' প্রাগঞ্চনাঃ পূর্ব্বদিগ্‌গমনাঃ গঙ্গাদ্যাঃ 'অন্যাশ্চ' নদ্যঃ 'শ্বেতেভ্যঃ' 'পর্ব্বতেভ্যঃ' হিমবদাদিভ্যঃ 'স্যন্দন্তে' স্রবন্তে বহন্তি ; 'প্রতীচ্যঃ' প্রতীচীং দিশম্ অঞ্চন্ত্যঃ সিন্ধ্বাদ্যাঃ নদ্যঃ 'অন্যাশ্চ' 'যাং যাং' দক্ষিণাম্ উত্তরাং 'দিশম্,' 'অনু' অনুপ্রবৃত্তাঃ তাং তাং দিশম্ অনু স্যন্দন্তে বহন্তি। 'হে গার্গি', 'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' 'দদতঃ' হিরণ্যাদীন্ প্রযচ্ছতঃ জনান্ 'মনুষ্যাঃ' তচ্ছাসনবক্তৃতা-বশাদবশভাবেন 'প্রশংসন্তি,' 'দেবাঃ' 'যজমানং' 'পিতরঃ' 'দর্ব্বীং' প্রকৃতিবিকৃতিভাবরহিতহোমম্ 'অন্বায়ত্তাঃ' অনুগতাঃ। সমর্থানাং তৃপ্তানামেবমধীনতাস্বীকারে প্রশাস্তঃ শাসনমেব হেতুঃ।

'হে গার্গি', 'যো বৈ এতদক্ষরম্' 'অবিদিত্বা' অজ্ঞাত্বা 'অস্মিন্ লোকে' 'বহূনি বর্ষসহস্রাণি' ব্যাপ্য 'জুহোতি,' 'যজতে', 'তপঃ তপ্যতে', 'অন্ত' অনন্ত তৎ হবনাদিকম্ 'অন্তবৎ' বিনাশি 'ভবতি'—বিফলমেব স তদনুতিষ্ঠতে। 'হে গার্গি', 'যো বৈ এতৎ অক্ষরম্' 'অবিদিত্বা' অজ্ঞাত্বা 'অস্মাৎ লোকাৎ' 'প্রৈতি' প্রযাতি 'স কৃপণঃ' কৃপাপাত্রম্। 'অথ যঃ এতৎ অক্ষরং' 'বিদিত্বা' জ্ঞাত্বা 'অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি' 'স ব্রাহ্মণঃ' ব্রহ্মসম্পন্নঃ।

'হে গার্গি', 'তৎ বৈ এতৎ অক্ষরম্' 'অদৃষ্টম্' অন্যৈঃ 'দ্রষ্টৃ' দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃ, 'অশ্রুতম্' অন্যৈঃ 'শ্রোতৃ', 'অমতম্' অন্যৈঃ 'মন্তৃ', 'অবিজ্ঞাতম্' অন্যৈঃ 'বিজ্ঞাতৃ', 'অতঃ' 'অন্যৎ' 'ন' 'দ্রষ্টৃ' 'অস্তি', 'অতঃ' 'অন্যৎ' 'ন' 'শ্রোতৃ' 'অস্তি', 'অতঃ' 'অন্যৎ' 'ন' 'মন্তৃ' 'অস্তি', 'অতঃ' 'অন্যৎ' 'ন' 'বিজ্ঞাতৃ' 'অস্তি'—দর্শন শ্রবণাদিকং সর্ব্বং তদধীনং ন তদনপেক্ষ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। 'হে গার্গি,' 'এতস্মিন্ নু খলু অক্ষরে' 'আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ' ইত্যুত্তরম্ (১।৩।১০—১২)।

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন, হে গার্গি, ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন-করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত নহেন, তিনি স্নেহপদার্থও নহেন, ছায়া নহেন, অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, স্পর্শ নহেন, রস নহেন, গন্ধ নহেন। তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, বাক্য নাই, মন নাই, তেজ নাই, প্রাণ নাই, মুখ নাই, পরিমাণ নাই, তিনি অন্তর্বাহ্য-শূন্য। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ-করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ-করে না।

হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র পক্ষ মাস ঋতু সংবৎসর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে অনেকানেক পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী সকল শ্বেতপর্ব্বতসমূহ হইতে

নিঃসৃত হইয়া যে যে দিকে যাইবার সেই সেই দিক্‌ অনুসরণ-করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে দাতাদিগকে মনুষ্যগণ প্রশংসা করে, দেবগণ যজমানের এবং পিতৃগণ পিতৃযজ্ঞের অনুবর্ত্তন করেন।

হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মকে না জানিয়া বহু সহস্র বর্ষ ইহলোকে যে ব্যক্তি হোম যাগ তপস্যা করে সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়, সে কৃপাপাত্র। আর যিনি এই অবিনাশী ব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মকে কেহ দেখে নাই, ইনি সকলকে দেখেন, ইঁহাকে কেহ শোনে নাই, ইনি সকলকে শোনেন, ইঁহাকে কেহ মননের আয়ত্ত করে নাই ইনি সকলকে মনন করেন, ইঁহাকে কেহ বিশেষভাবে জানে নাই ইনি সকলকে বিশেষরূপে জানেন। ইঁহা ছাড়া কেহ দ্রষ্টা নাই, ইঁহা ছাড়া কেহ শ্রোতা নাই, ইঁহা ছাড়া কেহ মননকর্ত্তা নাই, ইঁহা ছাড়া কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মেতেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত।

ভাব—"আকাশ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত?" (১২।৭) এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য পরব্রহ্মকে চেতন ও অচেতনবর্গ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া "এই অবিনাশী ব্রহ্মেতেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত" এই উত্তর দিয়াছেন। সকল হইতে কেন তাঁহাকে স্বতন্ত্র করা হইতেছে, তাহার কারণ তিনি এই দেখাইয়াছেন যে তিনি সকলের ধারক ও নিয়ন্তা। যিনি সকলের ধারক তিনি অন্য কর্ত্তৃক বিধৃত হইবেন কি প্রকারে? যিনি সকলের নিয়ন্তা তিনি অপরের আয়ত্তাধীন হইবেন কি প্রকারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই, তিনি সকলকে দেখেন ইত্যাদি বলাতে সকলে তাঁহার জ্ঞেয় হইতেছে, এবং বিজ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র হইতেছেন। ইঁহা ছাড়া কেহ দ্রষ্টা নাই ইত্যাদি বলাতে সকলই মিথ্যা হইতেছে এরূপ মনে করা ভ্রম, তাঁহার প্রেরণা ভিন্ন কেহ দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, মনন করিতে পারে না, জানিতে পায় না, এই কথাই সত্য। যেখানে নিয়ন্তৃত্ব সেখানে তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব, ইহাই সত্য দৃষ্টি, নিয়ন্তার সঙ্গে নিয়াম্য চির-গ্রথিত। নিয়মনের বিষয় তাঁহাতে বিলীন ভাবে স্থিতি করিলে আর তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, এ কথা কথার কথা। যখন সর্ব্ববিলয়ে তত্তৎসম্পর্কীয় অনুভব (৩।২১) তাঁহাতে বিদ্যমান থাকে, তখন নিয়াম্য সমুদায় তাঁহাতে বিলীনভাবে স্থিতি করিলেও নিয়ন্তৃত্বের অনুভব তখনও রহিল (১।৩।১০—১২)।

১৫। যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাংজ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্॥
যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্॥
প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো
যে মনোবিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্মপুরাণমগ্র্যম্।
মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।
একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥

বৃহ ৬। ৪। ১৬—২০।

'অহোভিঃ' 'সংবৎসরঃ' 'যস্মাৎ' 'অর্ব্বাক্' অন্যত্র 'পরিবর্ত্ততে' ভ্রমতি 'তৎ' কালাতীতং 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' 'অমৃতং' পরতত্ত্বং 'দেবাঃ' 'আয়ুঃ' আয়ুরূপেণ 'হ' 'উপাসতে'।

'যস্মিন্' 'পঞ্চ' পঞ্চসংখ্যাতাঃ 'পঞ্চজনাঃ' দেবপিত্রসুরগন্ধর্ব্বরক্ষাংসি প্রতিষ্ঠিতাঃ 'আকাশঃ চ' 'প্রতিষ্ঠিতঃ' 'তম্ এব' 'আত্মানং' পরাত্মানম্ 'অমৃতম্' অবিনাশী 'ব্রহ্ম' 'মন্যে' অহম্। এবং 'বিদ্বান্' 'অমৃতঃ' অবিনাশিত্বমাপ্তঃ অহম্।

'যে' সাধকাঃ 'প্রাণস্য প্রাণং' 'উত' অপি চ 'চক্ষুষঃ চক্ষুঃ' 'উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং' 'মনসঃ' 'মনঃ' 'বিদুঃ' জানন্তি 'তে' 'পুরাণং' চিরন্তনং 'অগ্র্যং' সর্ব্বশ্রেষ্ঠং 'ব্রহ্ম' 'নিচিক্যুঃ' নিশ্চিতবন্তঃ। 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা' অনেকং 'কিঞ্চন' 'ন' 'অস্তি'। ইতি 'মনসা' অধ্যাত্মযোগেন 'এব' 'অনুদ্রষ্টব্যম্'। 'যঃ' 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা' অনেকম্ 'ইব' 'পশ্যতি' 'স' 'মৃত্যোঃ' মৃত্যোরনন্তরং 'মৃত্যুং' ভয়কারণম্ 'আপ্নোতি'।

'অপ্রমেয়ম্' অনন্তং 'ধ্রুবং' শাশ্বতং 'এতৎ' ব্রহ্ম 'একধা' অখণ্ডম্ 'এব' 'অনুদ্রষ্টব্যম্'। তৎ ব্রহ্ম 'মহান্' 'আত্মা' 'ধ্রুবঃ' 'অজঃ' 'আকাশাৎ' 'পরঃ' তদতীতঃ 'বিরজঃ' মালিন্যরহিতঃ।

দিবসনিচয়সহকারে সংবৎসর যাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র ভ্রমণ করে, তাঁহাকে দেবগণ জ্যোতির জ্যোতি অমর আয়ূরূপে উপাসনা-করেন।

যাহাতে পঞ্চসংখ্যক দেব-পিতৃ-অসুর-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষস পঞ্চজন * এবং

---

* শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার বেদান্তভাষ্যে 'পঞ্চ পঞ্চ জন' এ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—প্রাণাদি পঞ্চ প্রতিব্যক্তিতে পাঁচ পাঁচটি করিয়া আছে, এজন্য পঞ্চ পঞ্চ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। পাঁচটি প্রাণ কার্য্যভূত হইলেও উহারা শক্তি। মূলশক্তি এক হইলেও ইহাদিগের নানাত্বে উহার একত্ব নিরুদ্ধ হইতেছে না। 'পঞ্চ পঞ্চ জন' এস্থলে প্রাণাদি পঞ্চগ্রহণ করিবার হেতু এই যে অব্যবহিত পরেই

আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকেই আমি অবিনাশী আত্মা ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি। আমি এইরূপ জানিয়া অমৃতত্বলাভ করিয়াছি।

যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন বলিয়া জানেন, তাঁহারাই চিরন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নিশ্চয়-করিয়াছেন। এই ব্রহ্মেতে কিছুই ভিন্নরূপ নাই, এইরূপ মনের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে হইবে। যে ব্যক্তি ইঁহাতে ভিন্নরূপের মত কিছু দেখে, সে মৃত্যুর পর ভয়ের কারণ দেখে।

ধ্রুব, অপ্রমেয় এই ব্রহ্মকে অখণ্ডরূপে দেখিতে হইবে। তিনি আকাশের অতীত নির্ম্মল, জন্মরহিত, মহান্, ধ্রুব, পরাত্মা।

ভাব—কালের সহিত পরিবর্ত্তনের যোগ, পরিবর্ত্তন দ্বারাই কাল আমাদিগের বুদ্ধিগোচর হয়। ব্রহ্মেতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, সুতরাং তিনি কালের অতীত। কাল আয়ু হরণ-করে, তিনি অনন্ত জীবন অর্পণ-করেন, সুতরাং দেবগণ তাঁহাকে আয়ু বলিয়া অনন্তজীবন বলিয়া উপাসনা-করিয়া থাকেন।

দেবাদি সকলে যেমন ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি সকলের আধার আকাশও তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাতে এইরূপে সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বান্তর্ভাবক ব্রহ্মের যাঁহারা আরাধনা করেন তাঁহারা অমৃতত্বলাভ করেন।

প্রাণের প্রাণ ইত্যাদি বলিয়া পরব্রহ্মকে প্রেরয়িতৃরূপে প্রত্যক্ষকরিবার প্রকৃষ্ট উপায় এস্থলে নিবদ্ধ হইয়াছে।

ধ্রুব অপ্রমেয়—এস্থলে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মদর্শনের রীতি নিবদ্ধ হইয়াছে।

নির্ম্মল, আকাশের অতীত, জন্মরহিত—আকাশ ব্রহ্মলিঙ্গ আকাশ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মে কোন মালিন্য স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্দ্বারা তাঁহার কোন রূপান্তর হয় না, কিন্তু আকাশ রজঃসংস্পর্শে মলিন হয়, আকাশ জন্মরহিত নয়, আত্মা হইতে উহার উৎপত্তি শ্রুতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলতঃ আত্মা প্রকারী আকাশ আত্মার প্রকার। অন্য বস্তুর

"যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন, মনের মন বলিয়া জানেন" এই বলিয়া ষষ্ঠ্যন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাণাদিশব্দের সঙ্গে প্রতিব্যক্তিভেদে যে প্রাণাদি পঞ্চ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতেই বাক্যপরিসমাপ্তিকরা হইয়াছে (১। ৪। ১২); সুতরাং পঞ্চপ্রাণাদি বিনা- আর কিছুই বুঝায় না। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিটী মাধ্যন্দিনশাখাতে উক্ত হইয়াছে। কাণ্বশাখাতে প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন এই চারিটি মাত্রের উল্লেখ আছে, ইহাতে পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ হয় না। কাণ্বপাঠে অন্নের অন্ন না থাকিলেও উহাতে যে জ্যোতির জ্যোতি আছে তদ্দ্বারা পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ হয় (১। ৪। ১৩)"। অন্যান্য ভাষ্যেও এই কথাই আছে।

সংযোগে আকাশ বিবিধাকার প্রাপ্ত হয়; আত্মা নিত্য একই রূপ। আকাশ অচেতন, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ।

১৬। নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ॥
ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

শ্বেত ৪। ১৯। ২০।

'এনং' পরাত্মানং 'ন' 'ঊর্দ্ধং' 'ন তির্য্যক্' 'ন মধ্যে' 'পরিজগ্রভৎ' পরিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ। অতএব 'ন তস্য' 'প্রতিমা' সাদৃশ্যম্ 'অস্তি'। কথং স আরাধ্যঃ? 'যস্য নাম'—'মহৎ' দিগাদ্যনবচ্ছিন্নং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং 'যশঃ' গৌরবম্।

'অস্য' 'রূপং' স্বরূপং 'সন্দৃশে' চক্ষুরাদিগ্রাহ্যযোগ্যপ্রদেশে 'ন' 'তিষ্ঠতি'। 'কশ্চন এনম্' 'চক্ষুষা' 'ন' 'পশ্যতি'। 'হৃদা' ভক্তিযোগেন 'মনসা' জ্ঞানযোগেন 'যে' 'এনম্' 'এবং' মহাযশস্ত্বেন 'বিদুঃ' 'তে' 'অমৃতাঃ' 'ভবন্তি'।

ঊর্দ্ধে, মধ্যে বা তির্য্যগ্ভাবে কেহ তাঁহাকে পরিগ্রহ-করিতে সমর্থ নহে। যাঁহার নাম মহৎ যশ, তাঁহার কোন সাদৃশ্য নাই।

চক্ষুরাদির গ্রাহ্য প্রদেশে ইঁহার রূপ স্থিতি-করে না। কেহ ইঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। মহৎ যশ এই ভাবে যাঁহারা ইঁহাকে হৃদয়-ও-মানসযোগে হৃদয়স্থ জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন।

ভাব—তাঁহার কোন সাদৃশ্য নাই—সাদৃশ্য বিনা কোন পদার্থ আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় না। পরাত্মার যখন কোন সাদৃশ্য নাই, তখন তিনি আমাদের আরাধ্য হইবেন কি প্রকারে? তিনি 'মহৎ যশ' এই নামে তাঁহার আরাধনা সম্ভবপর। যদি যশই তাঁহার নাম বা স্বরূপ হইল, তাহা হইলে তিনি সাদৃশ্যবিরহিত হইলেন কোথায়? যশ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, উহারই সাদৃশ্যে তো আমরা তাঁহাকে যশ বলিতেছি। এ যশ মহৎ—সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদবিবর্জ্জিত, সুতরাং উহার সাদৃশ্য কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। ঊর্দ্ধ অধ দক্ষিণ বাম, সর্ব্বত্র পূর্ণ করিয়া এই যশ—সৌন্দর্য্য *—

* ই (শ্রী) + অশ্ + অস্ = যশস্—চারিদিকে শোভা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এ জন্য যশ। ঊর্দ্ধে অধোতে দক্ষিণে বামে সর্ব্বত্র যাঁহার সৌন্দর্য্য বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে যশ এই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

বিদ্যমান, এই ভাবে ইহার পরিগ্রহ হইয়া থাকে, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন কোন যশের সহিত ইহার উপমা হয় না।

হৃদয়-ও-মানসযোগে—হৃদয়—অনুরাগ ভক্তি, মানস—জ্ঞান—ভক্তি-ও-জ্ঞানযোগে। পরাত্মার যশে—সৌন্দর্য্যে—হৃদয় আকৃষ্ট হয় মন মুগ্ধ হয়, এজন্য এইরূপে তাঁহাকে দর্শন সহজসাধ্য।

১৭। তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ॥ শ্বে ৫। ৬।

'তৎ' পরতত্ত্বং 'বেদগুহ্যোপনিষৎসু' বেদগুহ্যাঃ যাঃ উপনিষদঃ তাসু 'গূঢ়ং' প্রচ্ছন্নভাবেন অবস্থিতম্। 'ব্রহ্মা' আদিপুরুষঃ 'তৎ' পরতত্ত্বং 'বা' এব 'ব্রহ্মযোনিম্' নিজতত্ত্বাত্মজ্ঞানপ্রচারমূলবেদপ্রভবস্থানং 'বেদতে' জানাতি, 'পূর্ব্বং' পুরাকালে 'দেবাঃ' 'ঋষয়শ্চ' 'তৎ' পরতত্ত্বং ব্রহ্মযোনিত্বেন 'বিদুঃ' 'তে' 'তন্ময়াঃ' তদাত্মভূতাঃ 'বৈ' এব 'অমৃতাঃ' 'বভূবুঃ'।

তিনি বেদগুহ্য, উপনিষৎসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত। আদিপুরুষ তাঁহাকে বেদের প্রভবস্থান বলিয়া জানেন। পূর্ব্বকালে যে সকল দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমর হইয়াছিলেন।

ভাব—বেদগুহ্য—উপনিষৎসমূহে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সে তত্ত্ব বেদে প্রচ্ছন্ন ছিল। উপনিষৎসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত—উপনিষৎসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াও উহা তন্মধ্যে নিগূঢ়ভাবে স্থিতি করিতেছে, কেন না কেবল অধ্যয়ন দ্বারা উহার তত্ত্ব কাহারও হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায় না, ভগবান্ ও তাঁহার জনগণের প্রতি ভক্তি (১২।১৩) অর্থপ্রকাশের কারণ। বেদের প্রভবস্থান—আদিপুরুষের হৃদয়ে তিনি বেদ প্রাদুর্ভাবিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহা হইতে বেদ প্রাদুর্ভূত ইহা অবগত আছেন। আদিপুরুষের হৃদয়ে তিনি বেদ প্রাদুর্ভাবিত করিলেন কেন? করিলেন এই জন্য যে, তিনি নিজসম্বন্ধীয় জ্ঞান আপনি মানবহৃদয়ে প্রাদুর্ভাবিত না করিলে মানুষ তাঁহাকে জানিতে পায় না, তাঁহার জ্ঞান বেদমূলক (১।১।৩) এবং সে বেদ প্রতিহৃদয়নিহিত *। তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমর হইয়াছিলেন—সেই বেদপ্রভব পরাত্মার স্বরূপ সহ একত্বলাভ করিয়া মৃত্যু অতি-

* "তুমি বেদ," (১০।৪০) জন্মমাত্র শিশুর এ নামকরণ এজন্যই বেদান্তসিদ্ধ। "ঘৃতমিবপয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্। সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন॥" অমৃতবিন্দু ও ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদের এ কথা এজন্যই সর্ব্বজনগ্রাহ্য। "সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ সর্ব্বে নিত্যং ব্যাহরন্তে চ ব্রহ্ম" মহাভারতীয় এ উক্তি এজন্য শ্রুতিসিদ্ধ।

ক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ অমৃতত্বলাভ করিয়াছিলেন আমরাও সেইরূপ তৎ-স্বরূপতা প্রাপ্তিতে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিব, ইহাই এরূপ বলিবার অভিপ্রায়।

আদিত্যাদিতে ব্রহ্মের লক্ষণদর্শন করিয়া সূত্রকার উহাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আদিত্যাদিসম্বন্ধে যে সকল প্রবচন আছে, সেগুলি ব্রহ্মবল্লীতে সংগ্রহ-না-করিয়া আরোহবল্লীতে কেন সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এ প্রশ্নের উত্তর এই—বেদে ব্যবহৃত আদিত্যাদি শব্দ পরিহার-না-করিয়া সেই সকল শব্দ লইয়া বেদ হইতে বেদান্তে আরোহণ হইয়াছে। পরিশেষে বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মাদিশব্দের ব্যবহারে সেগুলির তিরোধান হইয়াছে। এই তিরোধানই বেদ হইতে বেদান্তের ভেদপ্রদর্শন করে। এই ভেদাবলম্বন করিয়াই বস্তু-গত পার্থক্য না থাকিলেও আরোহবল্লী হইতে ব্রহ্মবল্লীকে স্বতন্ত্রকরা হইয়াছে। ব্রহ্মেতে কোন ভেদ আমরা স্বীকার করি না, তবে যে একই ব্রহ্মসম্বন্ধে পরাত্মা ও ভগবান্ এই নামভেদে দুইটী স্বতন্ত্র বল্লী পরে নিবদ্ধ হইয়াছে, উহা সহজে বস্তুপরিগ্রহকরিবার নিমিত্ত।

১—৪। প্রথম প্রবচনসমষ্টিতে (১) প্রপঞ্চাতীত পরাত্মার সান্নিধ্যবশতঃ জগতের ক্রিয়াশীলতা উপস্থিত হয়; প্রপঞ্চের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াও কেন তাঁহার প্রপঞ্চাতীতত্বের ক্ষতি হয় না, শ্রুতি তাহা প্রদর্শনকরিয়াছেন। দূর ও নিকট সম্বন্ধ অনন্তত্ব জন্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ে (২) যে তত্ত্বের উল্লেখ হইয়াছে, অধ্যায়মধ্যেই তাহা উক্ত হইয়াছে। তৃতীয়ে (৩) বিষয়াবিষ্টচিত্ত লোকেরা ব্রহ্মকে প্রপঞ্চরূপে পরিগ্রহ-করে; এরূপে গ্রহণনিষেধ করিয়া প্রপঞ্চের প্রেরকরূপে তাঁহাকে গ্রহণকরা শ্রুতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। চতুর্থে (৪) ব্রহ্ম দুর্জ্ঞেয়, তাঁহাকে বোধয়িতৃরূপে কি প্রকারে জ্ঞানের বিষয় করিতে পারা যায়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে জীবে বোধের উৎপত্তি হয়, এ কথা ভাষ্যকারেরও অনভিমত নয়। বোধের উৎপত্তি ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইলেও উহা বোধয়িতাতে উপস্থিত হয় না। ব্রহ্মকে বোধস্বরূপরূপে গ্রহণ করিলে জীবের বোধের যে প্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তাঁহাতেও তাহাই উপস্থিত হয়, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, কেন না তিনি যে 'সর্ব্বানুভূ', নিত্যকাল তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকা-রের অনুভব বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রহ্মের বোধ অখণ্ড হইলেও জীব তাহার সমগ্র একে-বারে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং অখণ্ড বোধ তাহাতে খণ্ডশঃ প্রতীতির বিষয় হয়। পূর্ব্বে যে বোধ উপস্থিত হইয়াছিল, সে বোধের বিলয় হইলে তৎপর বোধান্তর উপস্থিত হয়, সুতরাং অখণ্ড বোধ কদাপি জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এরূপ বিতর্ক বিষয়টির উপরে উপরে দেখা হয় বলিয়া উপস্থিত হয়। এক বোধের পর যে অপর বোধ উপস্থিত হয় উহাতে কিছু পূর্ব্বটির উচ্ছেদে পরটির উদয় হয় তাহা নহে, কেন না পূর্ব্ববোধ অবলম্বন-করিয়া পর বোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বটির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইলে

পরটির উদয়েরই সম্ভাবনা থাকে না ; বোধগুলি একটি অখণ্ডসূত্রে নিয়ত গ্রথিত থাকে। "তুমি ইহার যাহা দেবগণেতে ইহার যাহা" এ অংশের ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া প্রতীত হইলেও কোন দোষ পড়িতেছে না, কেন না স্বয়ং শ্রুতি দেবমনুষ্যাদি সকলকে ব্রহ্মের প্রকাশস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোন এক স্থলে ব্রহ্মের সমগ্র প্রকাশ কদাপি সম্ভবপর নহে, সুতরাং চরাচরে ব্রহ্মের প্রকাশদর্শন বিনা জীব পূর্ণতালাভ করে না, এ সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছে।

৫—১০। পঞ্চমে (৫) ব্রহ্মেতে ইহলোকপরলোকের যে একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে জীবের জীবনের অখণ্ডত্ব প্রতিপন্ন হয়। ইহলোক পরলোকে সর্ব্বত্র যখন একই শাস্তা, তখন জীবনের অখণ্ডত্ব ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? তিনি মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বত্রই তাঁহার মঙ্গল শাসন, ইহ বা পরলোকে কোথাও ভয়ের কারণ নাই। ভেদবুদ্ধিবশতঃ যে ভয় উপস্থিত হয়, উহা অজ্ঞানতামূলক। এ শ্রুতির বিশেষ নিয়োগ গতিবল্লীতে দৃষ্ট হইবে। ষষ্ঠে (৬) প্রথমতঃ সুখস্বরূপরূপে ব্রহ্মের অপরোক্ষত্ব নির্ণয় করিয়া পরে জ্ঞান-স্বরূপ নির্ণয় করাতে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতেছে না, কেন না ব্রহ্মেতে স্বরূপের নানাত্ব নাই—যদি নানাত্ব থাকিত তাহা হইলে ব্রহ্মেতে স্বরূপে স্বরূপে বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত। সুখ এবং জ্ঞান তাঁহাতে একই, যদি তাহা না হইত তাহা হইলে প্রথমতঃ সুখরূপে তাঁহার অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ করিয়া 'আমি তাঁহাকে কিরূপে জানিব ?' এ প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানস্বরূপে তাঁহার অপরোক্ষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইত না। স্বরূপগুলির একত্ব কিরূপে সিদ্ধ পায়, পরে তাহা বলা যাইতেছে। সপ্তমে (৭) ব্রহ্ম সর্ব্বাতীত হইলেও নিখিল সংসারের নিত্যকাল তাঁহাতে স্থিতি এবং তাঁহার নিত্যসম্বন্ধ শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন। অষ্টমে (৮) সর্ব্বাতীতের সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব কদাপি অন্তর্হিত হয় না ইহা দেখা-ইয়া ব্রহ্ম যে নিত্য ভেদশূন্য, ইহাই শ্রুতি দৃঢ় করিয়াছেন। নবমে (৯) যদিও বিজ্ঞানা-ত্মাতে জ্ঞানস্বরূপে পরাত্মার উপলব্ধি উক্ত হইয়াছে, তথাপি উহাতে পরিমিতরূপে নয় কিন্তু ব্যাপকরূপে দর্শন সমুচিত। স্থানে দৃষ্টি নিবিষ্ট রাখিয়া জ্ঞানে অনন্তত্বরক্ষা করিতে হইবে, এই যে সাধকগণের রীতি তাহা এতদ্দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। দশমে (১০) অষ্টমে যে বিষয়টির স্থাপনা হইয়াছে তাহাই নিঃসংশয়রূপে স্থাপনকরা হইয়াছে।

১১। একাদশে স্বরূপজ্ঞান, স্বরূপজ্ঞানে ব্রহ্মের সহিত একতা, একতায় ভোগ নিবদ্ধ হইয়াছে! পরাত্মার প্রেরণায় হৃদয়ে স্বরূপজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, এরূপ নির্দ্দেশ বেদান্তমতসিদ্ধ কি না প্রথমতঃ এইটি বিবেচনা করিতে হইতেছে। আদিপুরুষে বেদান্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এ মতে কাহারও অসম্মতি নাই। সত্যরূপে প্রতিহৃদয়ে উহার প্রাদুর্ভাব বেদান্তের মত :—"সত্য কিসে প্রতিষ্ঠিত ? হৃদয়ে, কেন না হৃদয় দ্বারা সত্য জানা যায়, হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।" (১২। ৮ [৩])। এজন্যই সদ্যোজাত শিশুর 'বেদ' নামে নামকরণ এবং অথর্ব্ববেদে (১১।২৪প্র।৫।৭) ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণতনয়ের বেদোৎ-

পাদয়িতৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যদি বল আদিপুরুষে যে পরতত্ত্ববিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল সেইটি সম্প্রদায়পরম্পরায় চলিয়া আসাতে তচ্ছ্রবণে আজকালের লোকদিগেরও পরতত্ত্বজ্ঞান সম্ভব, এ কথা ঠিক নয়। "যাঁহাকে ইনি অনুগ্রহ করেন তৎকর্ত্তৃক ইনি লব্ধ হন" এই শ্রুতির অনুসারে পরাত্মার আত্মপ্রকাশ বিনা শ্রবণ দ্বারা তৎসম্পর্কীয় সাক্ষাৎ জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, এজন্যই সেই শ্রুতিই বলিয়াছেন "বেদাধ্যয়ন, মেধা বা বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানেও এই আত্মা লব্ধ হন না।" শ্বেতাশ্বতরও এনিমিত্তই বলিয়াছেন,

যাঁহার দেবতাতে পরমা ভক্তি আছে, যেমন দেবতাতে তেমনি আচার্য্যে সেই মহাত্মার নিকটে এ সকল যাহা বলা হইল তাহার অর্থ প্রকাশ পায় (১২।১৩)।

অন্ধের যেমন বর্ণাদিজ্ঞান সম্ভবে না, তেমনি পরমা ভক্তির দ্বারা যাহার অন্তর্নয়ন উন্মীলিত হয় নাই, শ্রবণাধ্যয়নাদি দ্বারা তাহার পরতত্ত্বপরিগ্রহ হয় না। অন্তরে যখন তাঁহার স্বরূপ স্ফূর্ত্তি পায় তখনই তাঁহার সহিত জীবের একতা হয়। স্বরূপস্ফূর্ত্তি কিরূপে হয় একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই, পরাত্মস্বরূপের অনুরূপ জীবের স্বরূপ সেজন্যই স্বরূপস্ফূর্ত্তি সম্ভবে। কেবল যে স্বরূপের ঐক্য হয় তাহা নহে, স্বরূপের অনন্তত্ববশতঃ যেরূপে ক্রমে ভোগের বিধি প্রকাশ পাইলে জীবের উত্তরোত্তর অপূর্ণতাহরণ হয়, সেইরূপে জীবহৃদয়ে উহা স্ফূর্ত্তি পায়। অন্নাদিতে ব্রহ্মদর্শনে বিশেষ বিশেষ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় পূর্ব্বে (১৮২ পৃ) বলা হইয়াছে। অন্নাদি সকলই যে ভোগের উপকরণ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সর্ব্ববিধ ভোগের উপকরণে ব্রহ্মদর্শন করিলে তত্তদুপকরণে ব্রহ্মের যে যে স্বরূপ প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা জীবের আত্মস্থ সেই সেই স্বরূপের পরিপুষ্টি হয়। এজন্য ব্রহ্মদর্শনবিধি অবলম্বন-করিয়া সেই সেই ভোগোপকরণের সম্ভোগ করিতে হইবে এই ব্যবস্থা। বিদ্যাবল্লীতে ইহার বিস্তার দৃষ্ট হইবে।

"সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম" এস্থলে স্বরূপ এক না বহু এইটি বিচার করিতে হইতেছে। সত্য যদি সত্তামাত্র হয় তাহা হইলে উহা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। সকলই সন্মূলক এ কথা বলা কিছু বিরুদ্ধ নয়, কেন না ব্রহ্মসত্তাতেই তাহাদের সত্তা। জ্ঞান চৈতন্যমাত্র, ব্রহ্মই জ্ঞান তাঁহা হইতে উহার কোন ভিন্নতা নাই। ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ নাই অনন্ত এইটি দেখায়, সুতরাং অনন্ত তাঁহার সহিত অভিন্ন। এইরূপে সত্যাদি স্বরূপের ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে গ্রহণকরিবার কোন হেতু যখন নাই, তখন উহাদের দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব ও অখণ্ডত্ব অপনীত হইবে কেন? তিনি 'সুকৃত রসস্বরূপ' এ কথা বলিলে তদ্দ্বারা কোন ভেদের কারণ উপস্থিত হয় না, কেন না ক্রিয়াশক্তি তাঁহার অতিরিক্ত নহে। আনন্দ ব্রহ্মের পূর্ণত্বপ্রদর্শন করে, সুতরাং কি ক্রিয়াশক্তি কি আনন্দ দ্বারা ব্রহ্মের অখণ্ডত্বের কোন হানি হয় না। এইরূপে অখণ্ডত্ব সিদ্ধ পাইলেও মঙ্গলস্বরূপ জ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইবার কোন কারণ নাই, কেন না মঙ্গলভাব যখন জ্ঞানের পূর্ণতা প্রকটিত করে, তখন পূর্ণ জ্ঞান

মঙ্গলভাববিরহিত হইবে কি প্রকারে? পূর্ণতাসম্পাদনের জন্য পূর্ণ জ্ঞান যাহা যাহা করেন তদ্দ্বারা জীবের হিত হয় সুখ হয়, ইহা দেখিয়া উঁহার শিব (মঙ্গল) এই নামকরণ হইয়াছে।

১২—১৭। দ্বাদশে (১২) যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এইটি অতিরিক্ত বলিতে হইতেছে যে আনন্দ সাধকে কোন কালে নিষ্ক্রিয়ত্ব আনয়ন-করে না কিন্তু পূর্ণক্রিয়া-শীলত্ব উপস্থিত করে। "তিনি আপনাকে আপনি করিলেন" (৮। ৬) এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের 'সুকৃতত্ব' স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মে নিত্য উত্তম ক্রিয়া স্থিতি করিতেছে, তাই তিনি 'সুকৃত'! এই ক্রিয়াই আপনাকে সর্ব্বত্র আনন্দরূপে প্রকটিত করিয়া থাকে। যাঁহারা সেই আনন্দের স্পর্শলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তৎস্বভাব পাইয়া ক্রিয়াশীল হন। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "সুখ পাইয়াই করে।" ত্রয়োদশে (১৩) যে কারণের লক্ষণ বলা হইয়াছে সেই লক্ষণে সর্ব্বত্র কার্য্যসমূহে কারণের ধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া কার্য্যের সেই অংশে কারণের আবির্ভাব শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ বিনা কার্য্যের কার্য্যত্ব কদাপি সম্ভবে না, সুতরাং আদিত্যাদি দেবগণের আদিত্যত্বাদি কারণরূপী ব্রহ্মে বিদ্যমান। ব্রহ্মেতে বিদ্যমান সেই সেই আদিত্যাদি কার্য্যাংশ তিরো-হিত করিয়া দিয়া কারণরূপী ব্রহ্মের দর্শন শ্রুতি উপদেশ-করিয়াছেন। চতুর্দ্দশে (১৪) ব্রহ্মের প্রপঞ্চস্বভাবত্ব নিষেধ-করিয়া শ্রুতি তাঁহার শাস্তৃত্বস্থাপন করিয়াছেন। শাসনীয় এবং শাসক এ দুইয়ে ভেদ না থাকিলে একের শাস্তৃত্ব অপরের শাসনীয়ত্ব কদাপি সম্ভবে না। যিনি শাসনীয়ের ধর্ম্মের অতীত নহেন, তিনি শাসনীয়কে শাসনীয়ের উপযুক্ত ধর্ম্ম কি প্রকারে অর্পণ করিবেন? এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় ব্রহ্ম স্থূলত্বাদি শাসনীয়ের ধর্ম্মের অতীত, শ্রুতি ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। দৃষ্ট শ্রুত চিন্তিত বিজ্ঞাত বিষয়সমূহকে দেখিবার শুনিবার চিন্তাকরিবার জানিবার সামর্থ্য জীবে অর্পণ-করিয়া দর্শনাদির কারণরূপে পরমাত্মা প্রকাশ পান, এজন্য তাঁহাতে দৃষ্টত্বাদি ধর্ম্ম শ্রুতি আরোপ করিয়াছেন, সুতরাং ওগুলি প্রপঞ্চধর্ম্ম নহে। চতুর্দ্দশে ব্রহ্মের আকাশাতীতত্ব সিদ্ধ করিয়া পঞ্চদশে (১৫) প্রথমে শ্রুতি তাঁহার কালাতীতত্ব দেখাইয়াছেন। ব্রহ্ম যদি কাল ও দেশের অতীত না হইতেন তাহা হইলে কালদেশগত বস্তুসমূহের শাস্তা তিনি কখন হইতে পারিতেন না। তিনিই সকলের আয়ু*, কেন না সকলে নিত্যকাল তাঁহাতে স্থিতি করিবে, এইটি অতি সুন্দর কথা। ব্রহ্মেতে স্পষ্ট কথায় দেবাদির † স্থিতি উল্লেখ করিয়া তিনি আকাশের আধার এই কথায় তাঁহাতে সমুদায় বিশ্বের স্থিতি

---

* মহর্ষি ঈশা অনন্তজীবন জীবের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মই আয়ু এ কথা বলাও যাহা, তিনিই আমাদের অনন্ত জীবন এ কথা বলাও তাহা।

† 'পঞ্চ পঞ্চ জন' ইহার দেবাদি অর্থ না করিয়া পঞ্চপ্রাণ গ্রহণ করিলেও প্রাণে দেবাদি সকলই যখন গৃহীত হইয়া থাকে তখন উহাকে দেবাদি বলাতে কিছু ক্ষতি হইতেছে না।

উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাণাদির প্রাণনাদি ক্রিয়ায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া তাঁহার নানাত্ব উপস্থিত হয়, অথণ্ডত্ব খণ্ডিত হয়, এই দোষনিরসনের জন্য বলা হইয়াছে, বিবিধ বিষয়ে তাহাদের মূল শক্তিরূপে প্রকাশমান ব্রহ্ম তাঁহার আপনার একত্ব কদাপি পরিহার করেন না, যদি করিতেন তাহা হইলে সেই সকল বিষয়ের বিনাশে তাঁহারও বিনাশ উপস্থিত হইত। যাহারা নানা বিষয়ে তাঁহার নানাত্ব অবধারণ-করে তাহাদের বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়, এবং "দ্বিতীয়ে চিত্তের অভিনিবেশ হইলেই ভয়ের কারণ জন্মায়" এই যুক্তিতে তাহাদিগের ভয়ের কারণ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মের আকাশলক্ষণ দেখিয়া তাঁহাতে বা আকাশবুদ্ধি জন্মায়, সেইটি নিবারণকরিবার অভিপ্রায়ে এখানে তাঁহার আকাশত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। ষোড়শে (১৬) ব্রহ্মেতে সমুদায়-সাদৃশ্যনিবারণপূর্ব্বক কেবল পূর্ণরূপে তাঁহাকে গ্রহণ-করিতে হইবে, এইটি এখানে নিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার পূর্ণত্ব কি প্রকারে অনুভবগোচর হইবে সেইটি প্রদর্শনজন্য জ্ঞান ও ভক্তি উভয়কে তাঁহার পূর্ণত্বপরিগ্রহের হেতুরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। এ কথা বলিতে পারা যায় না, ভক্তি উপনিষদের বিষয় নহে, উহা পুরাণের বিষয়। এই (শ্বেতাশ্বতর) উপনিষৎ-খানিতে সুস্পষ্ট পরা ভক্তির উল্লেখ আছে। এই উপনিষৎখানি* পুরাণের মূল, পণ্ডিত-গণ ইহা বিচার-করিয়া দেখিবেন। সপ্তদশে (১৭) ব্রহ্মোপলব্ধির নিঃসংশয় উপায় নিবদ্ধ হইয়াছে। চক্ষুরাদির প্রেরকত্বে, শক্তিমত্তায় ঊর্দ্ধাদি-পূর্ণত্বে এবং সত্তামাত্রে তাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। যদি তাঁহার জ্ঞান না থাকে এবং সে জ্ঞান যদি আমাদের মঙ্গলপথপ্রদর্শক বলিয়া প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের মধুরতর সম্বন্ধ কদাপি অনুভবগোচর হয় না। তিনি জ্ঞানবিতরণ করেন বলিয়া আমাদের হৃদয়ে সেই সম্বন্ধানুভব হয়। তিনি জ্ঞানবিতরণ করুন, কিন্তু যদি আমাদের হৃদয়ে সে জ্ঞান গ্রহণকরিবার উপযোগিতা না থাকিত তাহা হইলে তিনি যে বেদের প্রভবস্থান ইহা অনুভবগোচর হইত কিরূপে? এই জন্যই তত্ত্বদর্শী উপনিষদ্দ্রষ্টা ঋষিগণ জাতমাত্রই শিশুর বেদত্ব এবং তাহার বেদগ্রহণোপযোগিত্ব স্বীকার-করিয়াছেন। আর অধিক কথায় নিষ্প্রয়োজন।

ইতি ব্রহ্মাবল্লী চতুর্থ অধ্যায়।

* এই উপনিষৎ পুরাণের মূল এ কথা বলাতে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, ভক্তির পরা কাষ্ঠার তত্ত্ব অন্য উপনিষদে নাই। উপনিষৎ সর্ব্বত্র একত্বের মহিমাগান করেন। প্রেমেতে একত্ব ভক্তির পরা কাষ্ঠা। "প্রিয়া স্ত্রীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া" ইত্যাদি (৬৭পৃ) শ্রুতি কি উহাই প্রদর্শন করেন না? "পরাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে" (১০।৩০) এইতো পরা ভক্তি।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাত্মবল্লী।

১। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো য-
দ্বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ তল ১(১)১।২।

'কেন' 'প্রেষিতং' প্রেরিতং 'মনঃ' 'ইষিতম্' অভিলষিতং 'পততি' অনুগচ্ছতি। 'প্রথমঃ' মুখ্যঃ 'প্রাণঃ' 'কেন' 'যুক্তঃ' প্রেরিতঃ 'প্রৈতি' গচ্ছতি স্বব্যাপারং প্রতি; 'ইষিতাম্' অভিলষিতাং 'ইমাং' 'বাচং' 'কেন' সহায়েন 'বদন্তি' লৌকিকাঃ 'কঃ' 'উ' পুনঃ 'দেবঃ' 'চক্ষুঃ' 'শ্রোত্রং' 'যুনক্তি' প্রেরয়তি?

'যৎ' যস্মাৎ স দেবঃ 'শ্রোত্রস্য' 'শ্রোত্রং' শ্রবণকারণং 'মনসঃ' 'মনঃ' মননকারণং 'বাচঃ' 'বাচং' বচনকারণং 'প্রাণস্য' 'প্রাণঃ' প্রাণনকারণং 'চক্ষুষঃ' 'চক্ষুঃ' দর্শনকারণং তস্মাৎ 'ধীরাঃ' 'অতিমুচ্য' শ্রোত্রাদিভ্যঃ তত্তৎসামর্থ্যভূতং কারণম্ অতিশয়েন পৃথক্কৃত্য 'অস্মাৎ লোকাৎ' 'প্রেত্য' 'অমৃতাঃ ভবন্তি'।

কাহার দ্বারা মন প্রেরিত হইয়া অভিলষিত বিষয়ের অনুসরণ-করে, মুখ্য প্রাণ কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, কাহার সহায়তায় এই অভিলষিত বাক্য লোকে বলিয়া থাকে, সে দেব কে যিনি চক্ষু ও শ্রোত্রকে নিয়োগ-করেন।

যেহেতু সেই দেব শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, সেই হেতু ধীরগণ [শ্রোত্রাদি হইতে তাঁহাকে] নিরতিশয় পৃথক্ করিয়া লইয়া ইহলোক হইতে গমনপূর্ব্বক অমৃত হয়েন।

ভাব—ব্রহ্ম ও পরাত্মা উভয়ের মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য না থাকিলেও ব্রহ্মের সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব হইতে তাঁহার দেহাদির প্রেরকত্ব ভিন্ন করিয়া লইয়া পরাত্মবল্লী স্বতন্ত্র নিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শ্রুতি পরাত্মার চক্ষুরাদির প্রেরকত্ব নিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রোত্রের শ্রোত্র ইত্যাদি—কার্য্য ও কারণ অনন্য—সর্ব্বত্র বেদান্তে এই ন্যায় অবলম্বিত হইয়াছে। কার্য্যের উল্লেখ হইলেই তৎসহ অভিন্নভাবে নিত্যসংযুক্ত কারণ উল্লিখিত হইলেন, এটি স্বীকার্য্যরূপে পরিগৃহীত হওয়াতেই আদিত্যাদিতে ব্রহ্মলক্ষণসন্নিবেশ বেদান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্যই "[বেদান্তে] সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধের (ব্রহ্মের) উপদেশ (১।২।১)" এই বলিয়া বাদরায়ণ একটি সূত্র রচনা-করিয়াছেন। কারণের অনুরূপ কার্য্য এ নিমিত্ত শ্রোত্রের শ্রোত্র ইত্যাদিতে কার্য্য ও কারণ একই নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদান্তে অনেকস্থলে কার্য্যের নামে কারণ অভিহিত হইতে দেখা যায়।

নিরতিশয় পৃথক্ করিয়া—কার্য্য ও কারণ অনন্য হইলেও কার্য্য কিছু কারণ নহে কারণ কিছু কার্য্য নহেন। সর্ব্বত্র বেদান্তে কার্য্যের ধর্ম্ম কারণে নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং কার্য্য হইতে কারণকে পৃথক্ করিয়া লইয়া কারণের আরাধনা করিতে হইবে। কার্য্য যে কোথাও বেদান্তে আরাধ্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই, এ সম্বন্ধে সংশয়করিবার কোন কারণ নাই ; কেন না ভূয়োভূয় তাদৃশ উপাসনার নিন্দা স্বয়ং শ্রুতিই নিবদ্ধ করিয়াছেন।

২। তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ কঠ ২।১২।

'দুর্দ্দর্শং' দুঃখেন দর্শনীয়ং 'গূঢ়ং' গহনম্ 'অনুপ্রবিষ্টং' প্রচ্ছন্নং 'গুহাহিতং' গুহায়াং হৃদি স্থিতং 'গহ্বরেষ্ঠম্' ইন্দ্রিয়াতীতদুর্গমস্থানস্থং 'পুরাণম্' সনাতনং 'তং' প্রসিদ্ধং 'দেবম্' 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' আত্মসমাধানায়ত্তীকরণেন 'মত্বা' জ্ঞাত্বা 'ধীরঃ' সংযতাত্মা 'হর্ষশোকৌ' 'জহাতি' ত্যজতি।

সেই দুর্দ্দর্শ, গূঢ়, অনুপ্রবিষ্ট, হৃদিস্থ, ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গমস্থানে স্থিত, সনাতন দেবকে ধীরব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা অধিগম্য করিয়া তাঁহাকে জানিয়া হর্ষশোকপরিহার করেন।

ভাব—দুর্দ্দর্শ প্রভৃতি যতগুলি বিশেষণ এখানে আছে, সকলগুলিই—পরাত্মার অনধিগমাত্ব প্রদর্শন-করে। যদি তিনি এইরূপ অনধিগম্যই হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার আরাধনা কি প্রকারে হইবে ? জগতের কারণ বলিয়া তাঁহাকে কে না গ্রহণ করে ? ঘোর সংশয়ীকেও কোন না কোন আকারে তাঁহাকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এরূপ স্বীকার তাহাদিগকে আরাধনায় প্রবৃত্ত করিতে পারে না। অনধিগম্য পরাত্মা অধ্যাত্মযোগে অধিগম্য হন শ্রুতি একথা বলিলেন বটে, কিন্তু অধ্যাত্মযোগ বিষয়টা কি তাহাতো এখানে বলিলেন না। বিষয়টা কি, তাহা পঞ্চম প্রবচনে ব্যক্ত হইবে।

৩। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

কঠ ২।২৩—২৫।

'অয়ম্' 'আত্মা' পরাত্মা 'ন' 'প্রবচনেন' বেদাধ্যয়নেন 'মেধয়া' গ্রন্থাবধারণসামর্থ্যেন 'বহুনা' 'শ্রুতেন' শ্রবণেনি 'ন' 'লভ্যঃ'। 'যং' জনম্ 'এষ' পরাত্মা 'বৃণুতে' অনুগৃহ্লাতি 'তেন' জনেন 'এব' পরাত্মা 'লভ্যঃ'। কথম্? 'এষ' 'আত্মা' পরাত্মা 'স্বাং' 'তনুং' স্বরূপং 'তস্য' সন্নিধৌ 'বৃণুতে' অপবৃণুতে প্রকাশয়তি।

যঃ 'দুশ্চরিতাৎ' পাপবৃত্তাৎ 'না' ন 'বিরতঃ' যঃ 'না' ন 'শান্তঃ' ন নিয়ন্তেন্দ্রিয়চাঞ্চল্যঃ যঃ 'না' ন 'সমাহিতঃ' ন একাগ্রমনাঃ যঃ 'না' ন 'শান্তমানসঃ' ন অব্যাপৃতচিত্তঃ, প্রত্যেকমেষাং 'প্রজ্ঞানেন' স্বরূপমাত্রজ্ঞানেন ন 'এনং' 'পরাত্মানম্' 'আপ্নুয়াৎ'।

'যথা' পরাত্মনঃ 'ব্রহ্ম' ব্রাহ্মণঃ 'ক্ষত্রং' ক্ষত্রিয়ঃ 'চ' 'উভে' 'ওদনং' সংহরণবিষয়ং 'ভবতঃ' 'মৃত্যুঃ' 'যস্য' 'উপসেচনং' অশনোপকরণং, 'যত্র' নিজস্বরূপে 'সঃ' বিদ্যমানঃ, তত্র 'ইত্থা' ইত্থং বিদ্যমানঃ ইতি 'কঃ' 'বেদ' জানাতি।

বেদাধ্যয়ন দ্বারা, মেধা দ্বারা, বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরাত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না। ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ-করেন তিনিই ইঁহাকে লাভ-করেন, তাঁহার সন্নিধানে এই পরাত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ-করেন।

যে ব্যক্তি দুশ্চরিত হইতে বিরত হয় নাই, শান্ত হয় নাই, সমাহিত হয় নাই, অব্যাপৃতচিত্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি স্বরূপমাত্রজ্ঞানে ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই যাঁহার ওদন, মৃত্যু যাঁহার ভোজনোপকরণ, তিনি যেরূপে বিদ্যমান, সেরূপে বিদ্যমান তাঁহাকে কে জানে?

ভাব—স্বয়ং পরাত্মা আপনাকে প্রকাশ না করিলে কোন উপায়ে তাঁহাকে লাভ-করিবার সম্ভাবনা নাই, বেদাধ্যয়নাদি সকল উপায়ই বিফল হইয়া যায়। তাঁহার অনুগ্রহই

তাঁহাকে লাভকরিবার কারণ। তিনি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁহার নিকট তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ-করেন। আত্মস্বরূপপ্রকাশই তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ।

বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা পরাত্মার লক্ষণাদি জানিলেই তাঁহাকে লাভকরা হইল তাহা নহে। তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি না হইলে তাঁহাকে পাইলাম এ কথা বলা যাইতে পারে না। সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবার উপায় কি? উপায় মালিন্যরাহিত্য। বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা পরাত্মার স্বরূপজ্ঞান জন্মিল, কিন্তু হৃদয়ের মালিন্য, হৃদয়ের চাঞ্চল্য, বিষয়ান্তরে চিত্তের ব্যাপৃতি তাঁহা হইতে চিত্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল। সুতরাং স্বরূপের অনৈক্যবশতঃ শাস্ত্রীয় জ্ঞান-সত্ত্বেও তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হইলেন না। বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাতে চিত্তস্থাপনে যখন চরিত্র শুদ্ধ হইল, মন অচঞ্চল হইল, স্বরূপে স্বরূপে একতা ঘটিল, তখন তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হইলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশ পাইল। অনুগ্রহজন্য একবার দর্শন হইলেও চিত্তের মালিন্য থাকিলে সে দর্শন স্থায়ী হয় না, চিত্তের মালিন্য চলিয়া গেলে অবিচ্ছেদ দর্শন ঘটে, নারদ প্রভৃতি সাধকগণের জীবন ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

পরাত্মসাক্ষাৎকারে এরূপ কঠিন ব্যবস্থা কেন? বস্তুমাত্রেরই সাক্ষাৎ উপলব্ধি সহজে ঘটে, এক পরমবস্তুসম্বন্ধে তাহা হয় না কেন? পরাত্মাতে সকলের বিলয়সাধন না করিলে, তাঁহার দ্বারা সমুদায় গ্রস্ত ইহা না দেখিলে, তিনি যে কোথায় কিরূপে বিদ্যমান তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় না, শ্রুতি এইটি রূপকবর্ণনে প্রকাশ করিয়াছেন। সৃষ্টিমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এ দুই প্রধান। এই প্রধান দুইটিকে সমুদায় সৃষ্টির প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ-করিয়া উহাদের বিলয়ে শ্রুতি সমুদায় সৃষ্টির লয়সাধন করিয়াছেন। এরূপে সৃষ্টির লয়সাধনে কি প্রয়োজন? মৃত্যুই তো নিয়ত লয়সাধন করিতেছে। মৃত্যু পরাত্মনিরপেক্ষ হইয়া লয়সাধন করিতেছে তাহা নহে। তিনি স্বয়ং লয়সাধন করিতেছেন, মৃত্যু লয়সাধনের একটি উপকরণমাত্র। বস্তুমাত্রেরই লয় আছে, মৃত্যু নিঃশব্দে পদসঞ্চরণ করিয়া ইহা দেখাইতেছে এবং লোকদিগকে প্রবুদ্ধ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ে ধর্ম্মসংরক্ষণে প্রবৃত্ত, সমুদায় মানবসমাজে তাঁহারা এজন্য শ্রেষ্ঠ, অথচ তাঁহারাও অপর সকলের ন্যায় মৃত্যুর অধীন। সুতরাং সকলকে মৃত্যুর অধীন করাতে পরাত্মাতে কোন বৈষম্য হয় নাই, সকলকে আত্মস্বরূপপ্রদর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ করিবার জন্য এ প্রকার ব্যবস্থা, তাহা তাঁহার এই অবিষমব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে। যত ক্ষণ দৃশ্যাদি সকলের বিলয় না হয় তত ক্ষণ পরাত্মা কিরূপে বিদ্যমান তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। সকলের বিলয় হইলেও যাঁহার বিলয় হয় না, যিনি সকলের কারণ হইয়া তখনও বিদ্যমান থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম তিনিই পরাত্মা (১।২।৯)।

৪। **অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং**

তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ কঠ ৩। ১৫।

'যৎ' পরাত্মতত্ত্বম্ 'অশব্দম্' 'অস্পর্শম্' 'অরূপম্' 'অব্যয়ম্' অক্ষরম্, 'তথা অরসং' 'নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ' তৎ 'অনাদ্যনন্তম্' আদ্যন্তবিরহিতং, 'মহতঃ' বুদ্ধেঃ 'পরম্' অতীতং 'ধ্রুবং' কূটস্থং নিত্যং পরাত্মতত্ত্বম্ 'নিচায্য' অবগম্য 'মৃত্যুমুখাৎ' মৃত্যুভয়াৎ 'প্রমুচ্যতে' মুক্তো ভবতি।

যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস ও নিত্য অগন্ধবান্, তিনি অনাদি, অনন্ত, বুদ্ধির অতীত, কূটস্থ (নিত্য অবিকারী)। তাঁহাকে অবগত হইয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয়।

ভাব—ব্রহ্ম প্রপঞ্চের অতীত প্রপঞ্চস্বরূপ নহেন, এইটি দেখাইয়া জগৎ হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। জীব ও জগৎ অনাদি হইলেও অনন্ত নহে; জীব বিজ্ঞানময়, ব্রহ্ম কিন্তু বিজ্ঞানের (বুদ্ধির) অতীত। যদি তিনি এরূপই হইলেন, তাহা হইলে তো তিনি কোনরূপে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারিলেন না। এ সমুদায় উড়াইয়া দিলেও যাঁহাকে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না, কূটস্থ—সকল বস্তু সকল পদার্থের অন্তরতম প্রদেশস্থ—নিত্য অবিকারী আত্মচৈতন্যরূপে স্থিতি করেন তিনিই তিনি, এইরূপে তাঁহাকে সাধক অবগত হয়েন।

৫। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ কঠ ৪।১।

'স্বয়ম্ভূঃ' পরাত্মা 'পরাঞ্চি' বাহ্যবিষয়াভিমুখানি 'খানি' শ্রোত্রাদিরন্ধ্রাণি 'ব্যতৃণৎ' ব্যভজৎ সৃষ্টবান্; 'তস্মাৎ' জনঃ 'পরাঙ্' বাহ্যবস্তু 'পশ্যতি' 'ন অন্তরাত্মন্' ন অন্তরাত্মানং। 'আবৃত্তচক্ষুঃ' তেভ্যঃ পরাবৃত্তনয়নঃ 'কশ্চিৎ' 'ধীরঃ' ধীমান্ বিবেকী 'অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্' 'প্রত্যগাত্মানং' পরাত্মানম্ 'ঐক্ষৎ' দৃষ্টবান্—অধুনাপি পশ্যতি তং তাদৃগ্‌জনঃ।

স্বয়ম্ভু বাহ্যবিষয়াভিমুখীন শ্রোত্রাদিরন্ধ্র সৃজন করিয়াছেন। সেই জন্য মানব বাহ্যবিষয় দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতত্বলাভের অভিলাষে বাহ্যবিষয় হইতে নয়ন ফিরাইয়া অন্তরস্থ পরাত্মাকে দেখিয়াছিলেন।

ভাব—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ বাহ্যবিষয় লইয়া ব্যাপৃত, আপনা হইতে উহাদের অন্তরের দিকে গতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ধীর—বিবেকী বিবেকযোগে বাহিরের চক্ষু ভিতরের দিকে প্রত্যাবৃত্ত করিলে, তবে অন্তরের অন্তরস্থ পরাত্মা নয়নগোচর হন। মানুষ যখন বাহ্যবিষয়সমূহের অনিত্যত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, ইহাদের বিনাশে ক্রমিক-শোক-

দুঃখে নিপীড়িত হইতে থাকে, তখন বাহিরের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্তরে অবিনাশী বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যে দিন হইতে এই অন্বেষণের আরম্ভ, সেই দিন হইতে অধ্যাত্মযোগের সূত্রপাত। পরাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, নিত্য বিদ্যমান আছেন; বিষয়ান্তর হইতে চিত্তের অভিনিবেশ নিবৃত্ত হইলেই অন্তশ্চক্ষুঃসন্নিধানে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। দুশ্চরিতাদি বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখে, এই জন্য সে সমুদায় হইতে বিমুক্ত না হইলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না শ্রুতি এই কথা বলিয়াছেন।

মৈত্রায়ণী উপনিষৎ বলিয়াছেন :—

পঞ্চতন্মাত্রা ভূতশব্দেনোচ্যন্তেঽথ পঞ্চমহাভূতানি ভূতশব্দেনোচ্যন্তেঽথ তেষাং যৎ সমুদয়ং তচ্ছরীরমিত্যুক্তম্ অথ যোহ খলু বাব শরীর ইত্যুক্তং স ভূতাত্মেত্যুক্তম্। কথভূতোঽস্যাত্মা বিন্দুরিব পুষ্করা ইতি স বা এষোঽভিভূতঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈরিতি ॥ ৩প্র।

"এই শরীর ভূতসমষ্টি, সুতরাং এই শরীরে যিনি বাস করেন তিনি ভূতাত্মা। পদ্মে জলবিন্দুর ন্যায় ইনি সূক্ষ্ম। ইনি প্রকৃতিসম্ভূত গুণসমূহ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন।" এই কথাগুলির সঙ্গে কঠশ্রুতির অন্বয় করিলে এই প্রতীত হয় যে বাহ্য বিষয়সমূহকে গ্রহণকরিবার জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। উহারা বাহ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করিতে গিয়া প্রকাশ (সত্ত্ব), প্রবৃত্তি (রজ) ও মোহ (তম) এই প্রাকৃতিকগুণ ত্রিতয়ে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই আকর্ষণ ভূতাত্মাকে বিষয়ে বদ্ধ করিয়া ফেলে। সেই আকর্ষণে ভূতাত্মা যত দিন বদ্ধ থাকেন, তত দিন পরাত্মার সহিত তাঁহার যথার্থ সম্বন্ধ অনুভূত হয় না।

৬। য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে
তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ এতদ্বৈতৎ।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

কঠ ৫। ৮—১৩।

'যঃ এষ' 'পুরুষঃ' 'সুপ্তেষু' প্রাণিষু 'কামং' পর্য্যাপ্তং যথা স্যাৎ তথা 'কামম্' অভিলষিতার্থনিচয়ং 'নির্ম্মিমাণঃ' নিষ্পাদয়ন্ 'জাগর্ত্তি' 'তং' পরতত্ত্বম্ 'এব' 'শুক্রং' শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' 'তৎ এব অমৃতম্' 'উচ্যতে'। 'সর্ব্বে' 'লোকাঃ' 'তস্মিন্' পরব্রহ্মণি 'শ্রিতাঃ' স্থিতাঃ। 'তৎ' পরতত্ত্বম্ 'উ' এব 'কশ্চন' 'ন অত্যেতি' ন অতিক্রম্য বর্ত্ততে। 'এতৎ' আত্মতত্ত্বম্ 'বা' এব 'তৎ' পরতত্ত্বম্।

'যথা' 'অগ্নিঃ' 'একঃ' সন্ 'ভুবনং' জগৎ 'প্রবিষ্টঃ' 'রূপং রূপং' কাষ্ঠতৃণাদিরূপং প্রতি 'প্রতিরূপঃ' প্রতিরূপবান্ 'বভূব'; 'তথা' 'একঃ' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অভ্যন্তরঃ আত্মা 'রূপং রূপং' প্রতি 'প্রতিরূপঃ' তত্তদনুরূপঃ 'বহিশ্চ' তদ্বাহ্যশ্চ।

'যথা' 'বায়ুঃ' 'একঃ' সন্ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

'যথা' 'সূর্য্যঃ' 'সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ' সন্ 'চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ' 'ন লিপ্যতে' 'তথা' 'একঃ' সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা' 'বাহ্যঃ' সন্ 'লোকদুঃখেন' 'ন লিপ্যতে'।

'বশী' আত্মবশে স্থিতঃ 'যঃ' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' 'একঃ' সন্ 'একং' 'রূপং' স্বরূপং 'বহুধা' 'করোতি' পাত্রভেদাৎ 'যে' 'ধীরাঃ' 'আত্মস্থং' 'তং' 'অনুপশ্যন্তি' 'তেষাং' 'শাশ্বতং' চিরস্থায়ি 'সুখং' 'ন ইতরেষাং' ন অপরেষাম্।

'যঃ' 'নিত্যানাং' মধ্যে 'নিত্যঃ' 'চেতনানাং' মধ্যে 'চেতনঃ' 'বহূনাং' মধ্যে 'একঃ' 'কামান্' অর্থান্ 'বিদধাতি' 'যে' 'ধীরাঃ' 'আত্মস্থং' 'তম্' 'অনুপশ্যন্তি' 'তেষাং' 'শান্তিঃ শাশ্বতী' 'ন ইতরেষাং' ন অপরেষাম্।

সকল প্রাণী নিদ্রিত হইলে যে পুরুষ পর্য্যাপ্তপ্রমাণ অভিলষিত বিষয়-নির্ম্মাণ-করিতে-করিতে জাগ্রৎ থাকেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম,

তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন, তাঁহাতে সকল লোক আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই।

একমাত্র অগ্নি যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন, এবং তাহার বাহিরেও আছেন।

একমাত্র বায়ু যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন।

সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষু হইয়া চক্ষুর বাহ্যদোষে লিপ্ত নহেন, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা লোকদুঃখের অতীত বলিয়া উহাতে লিপ্ত হন না।

একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা আত্মবশে অবস্থিত এবং যিনি একই রূপকে বহুপ্রকার করেন, যে সকল ধীরব্যক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অপরের নহে।

নিত্যগণের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন, এক হইয়া যিনি বহুপ্রাণীর অভিলষিত বিধান-করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অপরের নহে।

ভাব—যিনি জীবে নিয়ন্তা হইয়া অবস্থিত তিনি পুরুষ। ইনি প্রাক্ত অন্তর্যামী। ইনি চিরজাগ্রৎ। সকল প্রাণী যখন নিদ্রিত তখন তিনি জাগ্রৎ। তিনি যদি নিরন্তর জাগ্রৎ না থাকিতেন, বিশ্বের সমুদায় ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইত। তাঁহার অধিষ্ঠানে নিরবচ্ছেদে বিবিধ ভোগ্য বিষয় উৎপন্ন হইতেছে, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—'পর্য্যাপ্ত প্রমাণ অভিলষিত বিষয় নির্ম্মাণ করিতে করিতে জাগ্রৎ থাকেন'—তাঁহার নিরবচ্ছেদ ক্রিয়াই তাঁহার জাগ্রদবস্থা।

ইনিই সেই—ইনি—পুরুষ, সেই—ব্রহ্ম। যিনি প্রতিভূতে অন্তর্যামী পুরুষরূপে অবস্থিত, তিনি—সমুদায় বিশ্ব আপনার অন্তর্ভূত করিয়া যিনি বিদ্যমান এবং ব্রহ্ম নামে অভিহিত—তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন।

একমাত্র অগ্নি যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া—সমুদায় বিশ্বে অগ্নি উদ্ভূত অনুদ্ভূত তাপরূপে বিদ্যমান। তাপের অতি সূক্ষ্মত্ববশতঃ যে কোন রূপবান্ বস্তুতে তদাকারে উহা বিদ্যমান, অথচ তদ্দ্বারা উহা সীমাবদ্ধ নহে, কেন না উহার বাহিরেও উহার বিদ্যমানতা আছে। সমুদায় জগতে প্রবিষ্ট অথচ তদতীত হইয়া বিদ্যমান পরাত্মাকে

বুদ্ধিগোচর করিতে হইলে তাপরূপী অগ্নির দৃষ্টান্ত নিরতিশয় উপযোগী। একটি লৌহ-গোলক উত্তপ্ত হইলে তাহার সকল ভাগে যেমন উত্তাপ অনুভূত হয় তেমনি তাহার অতীত দেশেও হইয়া থাকে; স্থূল গোলক বা বহিঃস্থ আকাশ এ দুইয়ের কোনটি উত্তাপকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। যিনি সমুদায় জগতের নিয়ন্তা তিনি সমুদায় জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়াও উহার বাহিরে কি প্রকার বিদ্যমান এই দৃষ্টান্তে আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই দৃষ্টান্তে একদেশমাত্র প্রকাশ পায়। তাপ কিছু চেতন নহে, যিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি কেবল রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়া আছেন, তাহা নহে; সেই সকল রূপও তাঁহার জ্ঞানানুরূপ। সে সকল রূপ তাঁহার জ্ঞানানুরূপ বলিয়াই সেই সেই রূপের তিনি প্রতিরূপ এ শব্দ তাঁহাতে ব্যবহার-করিতে পারা যায়, অন্যথা আকারবর্ণাদিবিহীন জ্ঞান বাহ্যরূপের প্রতিরূপ হইবে কি প্রকারে?

একমাত্র বায়ু যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া—বায়ু=প্রাণশক্তি।

সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষু হইয়া—সূর্য্য না থাকিলে কেহ কিছু দেখিতে পায় না, সুতরাং দেখিবার কারণ সূর্য্য। লোকে দেখিতে গিয়া অভদ্রাদিও দেখিয়া থাকে কিন্তু লোকে অভদ্রাদি দেখে বলিয়া সূর্য্য কিছু অভদ্রাদি দোষে লিপ্ত হন না। সর্ব্ববিধ জ্ঞানের যিনি কারণ, তাঁহার জ্ঞানাধিষ্ঠানে আমরা সকল জানিতে পাই এবং সেই জানা হইতে সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য আমাদিগেতে সংক্রামিত হয় কিন্তু সে সুখ দুঃখে পাপ-পুণ্যে তিনি নির্লিপ্ত।

যিনি একই রূপকে বহুপ্রকার করেন—চৈতন্যস্বরূপ অন্তরাত্মা স্বরূপতঃ এক, অথচ সেই স্বরূপ পাত্রভেদে বিবিধ প্রকার প্রতীত হইয়া থাকে। রূপভেদে বিবিধ প্রকার প্রতীত হইবার কারণ স্বয়ং পরাত্মা, এজন্য 'একই রূপকে বহুপ্রকার করেন,' এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৭। অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যো রাজপুত্রো মামুপৈত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত। ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ তমহং কুমারমব্রুবং নাহমিদং বেদ যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুং স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ।

তং ত্বাং পৃচ্ছামি ক্বাসৌ পুরুষ ইতি। তস্মৈ স হোবাচ। ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি।

স ঈক্ষাঞ্চক্রে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি।

স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ম্, মনোঽন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকা লোকেষু চ নাম চ।

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্রইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽক-লোঽমৃতোভবতি। তদেষ শ্লোকঃ।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি
তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।
নাতঃ পরমস্তীতি। প্রশ্ন ৬। ১—৭।

তে তমর্চ্চয়ন্তস্ত্বং নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।

অথ হৈনমিত্যাখ্যায়িকা। 'ভারদ্বাজঃ' ভরদ্বাজগোত্রোৎপন্নঃ নাম্না 'সুকেশাঃ'। 'কৌশল্যো' কোশলদেশীয়ঃ 'রাজপুত্রঃ' নাম্না 'হিরণ্যনাভঃ'। 'ষোড়শকলং' প্রাণাদ্যাঃ ষোড়শকলাঃ যস্মাৎ যস্মিন্ তং 'পুরুষং' জীবপরিষক্তারম্।

'তং' 'ত্বা' 'ত্বাং' ভগবন্তং 'পৃচ্ছামি'—'অসৌ পুরুষঃ' 'ক' 'ইতি'। 'তস্মৈ' সুকেশসে 'স' পিপ্পলাদঃ 'হ' ঐতিহ্যে 'উবাচ'। হে 'সৌম্য' 'ইহ এব অন্তঃশরীরে' হৃদি 'স পুরুষঃ' জীবপরিষক্তা 'যস্মিন্' পুরুষে 'এতাঃ' 'ষোড়শকলাঃ' প্রাণাদ্যাঃ 'প্রভবন্তি' উৎপদ্যন্তে।

'স' ষোড়শকলঃ পুরুষঃ 'ঈক্ষাং চক্রে' পর্য্যালোচয়ামাস 'কস্মিন্' 'উৎক্রান্তে' বহির্নিঃসৃতে 'অহম্' শরীরাৎ 'উৎক্রান্তঃ' নিঃসৃতঃ 'ভবিষ্যামি' 'কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি ইতি'।

'স' পুরুষঃ 'প্রাণং' হিরণ্যগর্ভম্ 'প্রাণাৎ' 'শ্রদ্ধাং' শুভপ্রবৃত্তিহেতুভূতাং 'অসৃজত' সৃষ্টবান্। ততঃ 'খম্' আকাশং 'বায়ুঃ' 'জ্যোতিঃ' তেজঃ, 'আপঃ' জলং 'পৃথিবী' ক্ষিতিঃ 'ইন্দ্রিয়ং' দশসংখ্যং 'মনঃ' সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকম্ 'অন্নং' ব্রীহিযবাদিকম্, 'অন্নাৎ' 'বীর্য্যং' সামর্থ্যং বলং 'তপঃ' বিশুদ্ধিসাধনং 'মন্ত্রাঃ' কর্ম্মসাধনা ঋগাদয়ঃ 'কর্ম্ম' অগ্নিহোত্রাদি 'লোকাঃ' কর্ম্মফলরূপাঃ 'লোকেষু চ' 'নাম চ' দেবাদয়ঃ কর্ম্ম-ফলভোক্তারঃ 'বভূবু' উৎপন্নাঃ।

'স' ষোড়শকলঃ পুরুষঃ—'যথা' 'স্যন্দমানাঃ' স্রবন্ত্যঃ 'সমুদ্রায়ণাঃ' সমুদ্রাভিমুখগমনশীলাঃ 'ইমাঃ' 'নদ্যঃ' 'সমুদ্রং প্রাপ্য' 'অস্তং গচ্ছন্তি' তিরোদধতে 'তাসাং' নদীনাং 'নামরূপে' গঙ্গাযমুনেত্যাদিলক্ষণে 'ভিদ্যেতে' বিনশ্যেতে 'সমুদ্র ইতি এবং' 'প্রোচ্যতে' 'এবম্ এব' 'অস্য' 'পরিদ্রষ্টুঃ' সাক্ষিভূতস্য পুরুষস্য

'ইমাঃ' 'পুরুষায়ণাঃ' পুরুষাভিমুখগমনশীলাঃ 'ষোড়শকলাঃ' প্রাণাদ্যাঃ 'পুরুষং প্রাপ্য' 'অস্তং গচ্ছন্তি' 'তাসাং' ষোড়শকলানাং 'নামরূপে' 'ভিদ্যেতে' 'পুরুষঃ ইতি এবং' 'প্রোচ্যতে'। 'স এষ' সকলঃ পুরুষঃ 'অকলঃ' প্রাণাদিকলাশূন্য 'অমৃতঃ' সর্ব্বাতীতঃ 'ভবতি' *। 'তৎ' তস্মিন্নর্থে 'এষ শ্লোকঃ'—

'রথনাভৌ' রথচক্রস্য নাভৌ 'অরাঃ' রথচক্রপরিবারাঃ 'ইব' 'যস্মিন্' পুরুষে 'কলাঃ' প্রাণাদ্যাঃ 'প্রতিষ্ঠিতাঃ' 'তং' 'বেদ্যং' বেদনীয়ং 'পুরুষং' 'বেদ' জানীয়াৎ 'যথা' 'মৃত্যুঃ' 'বঃ' যুষ্মান্ 'মা' 'পরিব্যথাঃ' মা পরিব্যথয়তু তথা তং বেথ ইতি শেষঃ।

'তান্' শিষ্যান্ পিপ্পলাদঃ 'উবাচ—'এতৎ পরং ব্রহ্ম' 'এতাবৎ এব অহম্' 'বেদ' জানামি 'ন অতঃ' পরতরাৎ 'পরং' প্রকৃষ্টতমম্ 'অস্তি' 'ইতি'।

হে পিপ্পলাদ 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা' 'যঃ' ত্বং 'অবিদ্যায়াঃ' অজ্ঞানতায়াঃ 'পরং পারং তারয়সি ইতি'। 'তে' শিষ্যাঃ 'তং' পিপ্পলাদম্ 'অর্চ্চয়ন্তঃ' 'পরমঋষিভ্যঃ' তত্রভবদ্ভ্যঃ 'নমঃ' নমস্কুর্য্যুঃ 'পরমঋষিভ্যঃ' পূর্ব্বেভ্যঃ 'নমঃ' নমস্কুর্য্যুঃ।

অনন্তর ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) ভরদ্বাজগোত্রোৎপন্ন সুকেশা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্, কোশলদেশীয় হিরণ্যনাভনামা রাজতনয় আমার নিকটে আসিয়া আমায় এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—হে ভরদ্বাজ, তুমি ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষকে কি জান? আমি সেই কুমারকে বলিলাম আমি উহা জানি না। যদি আমি জানিতাম, কেনই বা তোমাকে বলিতাম না। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, সে ব্যক্তি সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়, সুতরাং আমি মিথ্যা বলিতে পারি না। এই কথা শুনিয়া তিনি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক রথারোহণকরত চলিয়া গেলেন। এই পুরুষ কোথায়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। সেই সুকেশাকে তিনি বলিলেন, হে সোম্য, এই শরীরের অভ্যন্তরেই সেই পুরুষ অবস্থিত, যাঁহা হইতে এই ষোড়শকলা উৎপন্ন হয়।

সেই পুরুষ পর্য্যালোচনা করিলেন—কে এই শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে আমি নিঃসৃত হই, কে এই শরীরে থাকিলে আমি থাকি।

তিনি প্রাণকে এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃজন করিলেন। আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোকসকল এবং লোকসকলেতে নাম (কর্ম্মফলভোক্তৃগণ) হইল।

সমুদ্রাভিমুখে গমনশীল বহমান নদী সকল যেমন সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া

* মূল গ্রন্থে 'যএবং বিদ্বান্' এ বাক্য অধ্যাহারমাত্র মূলে নাই, সুতরাং অধ্যাহার না করিয়া যে অর্থ নিষ্পন্ন হয় তাহাই এস্থলে গৃহীত হইল।

অস্তগমন করে, তাহাদের নামরূপ বিলুপ্ত হয়, সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তেমনি সাক্ষিভূত এই পুরুষের পুরুষাভিমুখে গমনশীল ষোড়শকলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তগমন করে তাহাদের নামরূপ বিলুপ্ত হয়, পুরুষ বলিয়া উক্ত হয়। সেই এই কলাশূন্য পুরুষ অমৃত হয়েন। সেই অর্থে এই শ্লোকটি :—

রথের নাভিদেশে অরাসকল যেমন তেমনি যাঁহাতে কলাগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জানিতে হইবে। মৃত্যু তোমাদিগকে যাহাতে ব্যথা না দেয়, [সে জন্য তাঁহাকে জান]।

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এই পর্য্যন্ত আমি এই পরব্রহ্মকে জানি, ইঁহা হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই।

আপনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে লইয়া গেলেন, আপনি আমাদিগের পিতা, এই কথা বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করত বর্ত্তমান পরমঋষিগণকে নমস্কার করিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী পরম ঋষিগণকে নমস্কার করিলেন।

ভাব—সেই এই কলাশূন্য পুরুষ অমৃত হয়েন—"[পৃথিব্যাদি সমুদায়] এই পুরুষের তৎপরিমিত মহিমা, তাহা হইতে ইনি মহত্তর, সমুদায় ভূত ইঁহার পাদমাত্র। দ্যুলোকে ইঁহার ত্রিপাদ অমৃত (অবিকারী)।" (৮৮পৃ) এই শ্রুতিটীর তত্ত্ব বুঝিলে এখানকার ভাবার্থ বিষদরূপে প্রতিভাত হয়। যিনি কলাযুক্ত তিনি সর্ব্বগত, যিনি কলাশূন্য তিনি সর্ব্বাতীত। পুরুষের একপাদমাত্র কলাযুক্ত, পুরুষের তিনপাদ কলাশূন্য। প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিব্যাদি সকলই পুরুষের মহিমা বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। সর্ব্বাতীত পরম পুরুষের তুলনায় তাঁহার বিভূতি অত্যল্প, এজন্য উহাকে কলাশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে প্রতিদিন এই কলাগুলি সাক্ষিভূত পুরুষে বিলয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহাদের গতি যে তাঁহার দিকে তৎসম্বন্ধে সংশয়করিবার আর কোন কারণ নাই। সুষুপ্তিকালে ইহাদের বিশেষ বিশেষ নাম ও রূপ কিছুই থাকে না একমাত্র সর্ব্বাতীত পুরুষই বিদ্যমান থাকেন। তখন ইঁহাকে 'অমৃত' বলা হয়, কেন না ইনি সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিবর্জ্জিত হইয়া স্বয়ং বিদ্যমান। সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত পরাত্মাকে উপলব্ধির বিষয় করিবার জন্য একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ প্রবচনসমষ্টিতে এই শ্রুতিটীর অনুরূপ শ্রুতির পুনরুল্লেখপূর্ব্বক পরাত্মার সহিত জীবের স্বরূপৈক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

৮। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ মু ২(১)।২।

'স' 'পুরুষঃ' 'হি' 'দিব্যঃ' লোকাতীতঃ, 'অমূর্ত্তঃ' সর্ব্ববিধমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ 'বাহ্যভ্যন্তরঃ' বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্তমানঃ 'অজঃ' জন্মরহিতঃ 'অপ্রাণঃ' প্রাণরূপকরণবর্জ্জিতঃ 'অমনাঃ' সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমনোরহিতঃ 'শুভ্রঃ' শুদ্ধঃ। 'পরতঃ' অব্যাকৃতাৎ 'অক্ষরাৎ' হিরণ্যগর্ভাৎ 'পরঃ'।

সেই পুরুষ লোকাতীত, মূর্ত্তিহীন, অন্তর ও বাহিরে বিদ্যমান, জন্ম-রহিত, প্রাণরহিত, মনোরহিত, পরাপর প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ।

ভাব—লোকাতীত—দিব্য। দিব্য শব্দ দ্বারা "দ্যুলোকে ইহার ত্রিপাদ অমৃত" এইটি ধ্বনিত হইয়াছে। মূর্ত্তিহীন—সর্ব্বগত হইয়া যিনি মূর্ত্তপদার্থমাত্রের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান তিনি কি প্রকারে মূর্ত্তিমান্ হইবেন। প্রাণরহিত—যিনি প্রাণের প্রাণ তাঁহার ক্রিয়া প্রাণাধীন কিং প্রকারে সম্ভবে? মনোরহিত—পূর্ণজ্ঞান কখন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক নহে। পরাপর প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ—পরা ও অপরা প্রকৃতির তিনি নিয়ন্তা সুতরাং তদুভয় হইতে শ্রেষ্ঠ।

৯। অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥
অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেব ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ॥

মু ২ (২)। ৫। ৬।

'দ্যৌঃ' 'পৃথিবী' 'অন্তরীক্ষং' 'চ' 'সর্ব্বৈঃ' 'প্রাণৈঃ' করণৈঃ 'চ' সহ 'মনঃ' 'অস্মিন্' পরাত্মনি 'ওতং' সমর্পিতম্। 'তম্ এব একম্' 'আত্মানং' পরাত্মানং 'জানথ' জানীত 'অন্যাঃ বাচঃ' গ্রাম্যকথাঃ 'বিমুঞ্চথ' বিমুঞ্চত। কথম্? 'এষ' পরাত্মা 'অমৃতস্য সেতুঃ' সংসারোত্তারহেতুঃ।

'রথনাভৌ' 'অরাঃ ইব' 'যত্র' হৃদি 'নাড্যঃ' 'সংহতাঃ' সম্প্রবিষ্টাঃ তত্র হৃদয়ে 'স এষ' পরাত্মা 'বহুধা' 'জায়মানঃ' প্রকাশমানঃ 'অন্তঃ' 'চরতে' বিরাজতে। তম্ 'আত্মানং' পরাত্মানং 'ওম্ ইতি' ওঙ্কাররূপেণ 'ধ্যায়থ' চিন্তয়ত। 'তমসঃ পরস্তাৎ' তমোরূপং সংসারং তীর্ত্বা 'পরায়' পরকালায় 'বঃ' যুষ্মাকং 'স্বস্তি' নির্ব্বিঘ্নম্ 'অস্তু'।

দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমুদায় ইন্দ্রিয়গণ সহকারে মন এই পরাত্মাতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। একমাত্র এই পরমাত্মাকে জান, অন্য সকল কথা পরিত্যাগ-কর। ইনি অমৃতের হেতু।

রথের নাভিদেশে অরা সকল যেমন তেমনি নাড়ী সকল যে হৃদয়ে

প্রবিষ্ট হইয়া আছে সেই হৃদয়ে এই পরাত্মা বহুধা প্রকাশমান হইয়া অন্তরে বিরাজ করেন। ওম্ এই শব্দে তাঁহাকে ধ্যান কর। তমোরূপী সংসার উত্তীর্ণ হইয়া পরলোকের জন্য তোমাদের নির্ব্বিঘ্ন হউক।

ভাব—অন্য সকল কথা পরিত্যাগ কর—সাধকগণ গ্রাম্য কথা বলিবেন না এরূপ নিয়ম এই জন্য হইয়াছে যে, যে সকল কথার উদ্দেশ্য ঈশ্বর নহেন সে সকল কথাতে যোগের অন্তরায় উপস্থিত হয়, মনকে পরাত্মাতে সমাধানকরা কঠিন হইয়া পড়ে। যাঁহারা যোগাকাজ্ক্ষী তাঁহাদের গ্রাম্য-কথা-পরিহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অমৃতের সেতু—সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার হেতু।

ওম্ এই শব্দে তাঁহাকে ধ্যান কর—ওম্ এই শব্দ মনে মনে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও তাহার অর্থাবধারণ ঈশ্বরপ্রণিধানের উপায়। ওম্—রক্ষাকর্ত্তা।

১০। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ মু. ৩ (১)। ৫।

'এষ আত্মা' 'সত্যেন' সত্যাচরণেন 'তপসা' মননেন 'সম্যগ্ জ্ঞানেন 'নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যেণ' অবিচ্ছিন্নেন ইন্দ্রিয়সংযমেন 'লভ্যঃ'। 'অন্তঃ শরীরে' শরীরাভ্যন্তরে সোঽয়ং পরাত্মা 'জ্যোতির্ম্ময়ঃ' জ্ঞানোজ্জ্বলঃ 'শুভ্রঃ' শুদ্ধঃ 'যং' সত্যাদিভিঃ 'ক্ষীণদোষাঃ' ক্ষীণক্রোধাদিচিত্তমলাঃ 'যতয়ঃ' যত্নশীলাঃ 'পশ্যন্তি' সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি। স্বরূপবাচকত্বাদস্যা অত্র সন্নিবেশঃ।

সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান ও নিরবচ্ছেদ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারা যায়। জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ সেই পরাত্মা শরীরাভ্যন্তরে বিদ্যমান, ক্রোধাদিচিত্তমলবিরহিত যতিগণ যাঁহাকে দর্শন-করিয়া থাকেন।

ভাব—গ্রাম্যকথাবর্জ্জন করিয়া কি করিলে পরাত্মাকে লাভ করা যায়, এ শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন। সত্য—সত্য আচরণ। তপস্যা—মনন। সম্যক্ জ্ঞান—যথাযথ জ্ঞান, তত্ত্বদর্শন। নিরবচ্ছেদ ব্রহ্মচর্য্য—অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়সংযম *। এই সকলের দ্বারা ক্রোধাদি চিত্তের মালিন্য অন্তর্হিত হইলে যতিগণ—যত্নশীল ব্যক্তিগণ—জ্যোতির্ম্ময়—স্বপ্রকাশ জ্ঞানোজ্জ্বল পরিশুদ্ধ পরাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ-করেন। জীবাত্মা ও পরাত্মা নিরন্তর অবিভক্তভাবে একত্র অবস্থিত, উভয়ের ভিতরে কোন ব্যবধান নাই, পাপমালিন্য

* হৃদয়াকাশে চিত্ত নিবিষ্ট রাখা অভ্যস্ত হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযম, যোগের অন্তরায়সমূহের প্রশম এবং প্রশান্তবাহিতায় জীবনের সর্ব্ববিধকর্ত্তব্যনির্ব্বাহ সিদ্ধ হয়।

ব্যবধান জন্মায়। যাই সেই পাপমালিন্য অন্তর্হিত হয় অমনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ অনুভবগোচর হয়।

১১৭. ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥
এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥

মু ৩। (১)। ৮। ৯।

'ন চক্ষুষা' 'ন অপি বাচা' 'ন অন্যৈঃ' 'দেবৈঃ' ইন্দ্রিয়ৈঃ 'তপসা' কৃচ্ছ্রসাধনেন 'কর্ম্মণা' অগ্নিহোত্রাদিনা 'বা' 'গৃহ্যতে' পরাত্মা। 'জ্ঞানপ্রসাদেন' জ্ঞাননৈর্ম্মল্যেন 'বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' বিশুদ্ধচিত্তঃ সন্ 'ততঃ' তদনন্তরং 'ধ্যায়মানঃ' চিন্তয়ন্ 'নিষ্কলং' সর্ব্বাবয়বশূন্যং 'তং' পরাত্মানং 'পশ্যতে' পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি।

'যস্মিন্' শরীরে 'পঞ্চধা' প্রাণাপানাদিভেদেন 'প্রাণঃ' 'সংবিবেশঃ' সম্যক্‌প্রবিষ্টবান্, তস্মিন্ 'এষ' 'অণুঃ' অতিসূক্ষ্মঃ 'আত্মা' পরাত্মা 'চেতসা' চিত্তেন 'বেদিতব্যঃ'। 'প্রজানাং' 'সর্ব্বং' নিখিলং 'চিত্তং' 'প্রাণৈঃ' ইন্দ্রিয়ৈঃ 'ওতং' ব্যাপ্তম্, 'যস্মিন্' চিত্তে 'বিশুদ্ধে' মলবিরহিতে 'এষ' 'আত্মা' পরাত্মা 'বিভবতি' আত্মশক্তিং প্রকটয়তি।

চক্ষুর দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, অথবা কর্ম্মদ্বারা পরাত্মা গৃহীত হন না। জ্ঞানের নৈর্ম্মল্য দ্বারা যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই শুদ্ধচিত্তে যিনি ধ্যান করেন, তিনি সেই নিরবয়ব পরাত্মাকে দর্শন করেন।

যে শরীরে প্রাণ পঞ্চপ্রকার হইয়া অবস্থিত, সেই শরীরে এই অতিসূক্ষ্ম পরাত্মা চিত্তদ্বারা জ্ঞাতব্য। সকল লোকেরই সমগ্রচিত্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই পরাত্মা উহাতে আত্মশক্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।

ভাব—পরাত্মা স্বয়ং শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। সুতরাং যে চিত্ত পাপকলুষিত সে চিত্তের সহিত তাঁহার স্বরূপের অনৈক্য। এই অনৈক্যবশতঃ পরাত্মার সহিত যোগবন্ধন কদাপি সম্ভবে না। জীবকে শুদ্ধ হইতে হইবে, অপাপবিদ্ধ হইতে হইবে, বালকের ন্যায় নির্দ্দোষ-

চরিত্র হইতে হইবে, পাণ্ডিত্যাদির অভিমানশূন্য হইতে হইবে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপের একতা চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া উপনিষৎ ভূয়োভূয় এই কথা বলিয়াছেন। সাধক পাপ-পুণ্যের অতীত হইবেন, একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে তজ্জনিত অবসাদ ও গর্ব্ব যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে। ফলতঃ পাপে অবিলিপ্ততা সাধকের প্রধান লক্ষণ (১০।৩৫)।

১২। অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি। এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরঃ। যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো যোঽপানেনাপানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তর এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিব্রূয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেবমেবৈতদ্ব্যপদিষ্টং ভবতি যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি। এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরঃ। ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তম্। ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণ উপররাম। বৃহ ৫।৩।১।২।

'অথ' অনন্তরং 'এনং' যাজ্ঞবল্ক্যং জনকসভাগতং 'চাক্রায়ণঃ' চক্রস্যাপত্যম্ 'উষস্তঃ' 'পপ্রচ্ছ' পৃষ্টবান্, হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'ইতি' সম্বোধ্য 'উবাচ'—'অপরোক্ষাৎ' দ্রষ্টুঃ পরোক্ষত্বাভাবাৎ 'সাক্ষাৎ' অব্যবহিতং 'যৎ ব্রহ্ম' 'যঃ' 'আত্মা' পরাত্মা 'সর্ব্বান্তরঃ' 'তং' 'ব্যাচক্ষ্ব' বিবৃণু 'ইতি'। এবমুক্তো যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'এষ' 'তে' তব 'আত্মা' 'সর্ব্বান্তরঃ' সর্ব্বস্যাভ্যন্তরঃ। আত্মশব্দস্য দেহাদিবচনত্বাৎ সংশয়বশতউষস্ত আহ—হে 'যাজ্ঞবল্ক্য', 'কতমঃ' আত্মা 'সর্ব্বান্তরঃ' ? যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'যঃ' 'প্রাণেন' মুখনাসিকাসঞ্চারিণা 'প্রাণিতি' প্রাণচেষ্টাং করোতি 'স' 'তে' তব 'আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'যঃ' 'অপানেন' অধোগবায়ুনা 'অপানিতি' অপানক্রিয়াং করোতি 'স' 'তে' তব 'আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'যঃ' 'ব্যানেন' সর্ব্বদেহগবায়ুনা 'ব্যানিতি' সর্ব্বদেহগতচেষ্টাং করোতি 'স' 'তে' তব 'আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'যঃ' 'উদানেন' ঊর্দ্ধগবায়ুনা 'উদানিতি' ঊর্দ্ধগতচেষ্টাং করোতি 'স' 'তে' তব 'আত্মা সর্ব্বান্তরঃ'। আত্মাত্র প্রাণনাদিক্রিয়াপ্রবর্ত্তকঃ পরাত্মেত্যুত্তরবাক্যেনায়াতি।

'স হ উবাচ উষস্তঃ চাক্রায়ণঃ'—'অসৌ গৌঃ' যশ্চলতি 'অসৌ অশ্বঃ' যো ধাবতি ইতি লক্ষণেন ন পুনঃ প্রত্যক্ষপ্রদর্শনেন 'যথা' ব্যপদিশ্যতে 'এবমেব' ত্বয়া 'এতৎ ব্যপদিষ্টং ভবতি' প্রাণনাদিলক্ষণৈঃ। অতঃ পুনঃ প্রশ্নমুত্থাপয়তি—'যৎ এব সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম যঃ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ তং মে ব্যাচক্ষ্ব,

ইতি।' 'এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' ইতি পূর্ব্ববদুত্তরম্। 'কতমঃ যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরঃ' ইতি উষস্তঃ পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসতে। প্রেরকত্বানুভবেনায়ং প্রত্যক্ষোভবতীতি দর্শয়তি—'দৃষ্টেঃ' চক্ষুষঃ 'দ্রষ্টারং' দর্শন-কর্ত্তারং তৎপ্রেরকঞ্চ 'ন' 'পশ্যেঃ' ত্বং, 'শ্রুতেঃ' শ্রোত্রস্য 'শ্রোতারং' 'ন' শৃণুয়াঃ ত্বম্, 'মতেঃ' মননস্য 'মন্তারং' 'ন' 'মন্বীথাঃ' ত্বং, 'বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং' 'ন' 'বিজানীয়াঃ' ত্বম্। 'এষ' 'তে' তব 'আত্মা' পরাত্মা 'সর্ব্বান্তরঃ' 'অতঃ' পরাত্মনঃ 'অন্যৎ' 'আর্ত্তম্'। 'ততঃ' তদনন্তরম্ 'উষস্তঃ চাক্রায়ণঃ' 'উপররাম' নিবৃত্তো বভূব।

অনন্তর চক্রতনয় উষস্ত ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা, তাঁহার বিষয় আপনি আমার নিকটে ব্যাখ্যা করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এই আপনার আত্মা সর্ব্বান্তর। [দেহও আত্মা সুতরাং] উষস্ত বলি-লেন, কোন্ আত্মা সর্ব্বান্তর? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি প্রাণ দ্বারা প্রাণক্রিয়াসম্পাদন করেন তিনি আপনার সর্ব্বান্তর আত্মা, যিনি অপান দ্বারা অপানক্রিয়াসম্পাদন করেন তিনি আপনাব সর্ব্বান্তর আত্মা, যিনি ব্যান দ্বারা সর্ব্বদেহগত-চেষ্টাসাধন করেন তিনি আপনার সর্ব্বান্তর আত্মা, যিনি উদান দ্বারা ঊর্দ্ধগামি-চেষ্টাসাধন করেন তিনি আপনার এই সর্ব্বান্তর আত্মা।

চক্রতনয় বলিলেন, এক ব্যক্তি যেমন কথায় 'এই গো' 'এই অশ্ব' বলে এ যে সেইরূপ বলা হইল। যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা, তাঁহারই বিষয় আপনি আমার নিকটে ব্যাখ্যা করুন। যাজ্ঞ-বল্ক্য বলিলেন, এই আপনার আত্মা সর্ব্বান্তর। উষস্ত বলিলেন, যাজ্ঞ-বল্ক্য, কোন্ আত্মা সর্ব্বান্তর? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, দৃষ্টির দ্রষ্টাকে আপনি দেখেন না, শ্রোত্রের শ্রোতাকে আপনি শুনেন না, মনের মনন-কর্ত্তাকে আপনি মননের বিষয় করেন না, বুদ্ধির বোধনকর্ত্তাকে আপনি জানেন না। এই আত্মাই আপনার সর্ব্বান্তর। এ ছাড়া অন্য যাহা কিছু সকলই দুঃখনিপীড়িত। ইহা শুনিয়া চক্রতনয় উষস্ত নিবৃত্ত হইলেন।

ভাব—'তোমার আত্মা' এই কথাতে তুমি জীব তোমার আত্মা—আত্মার আত্মা—পরাত্মা—যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন। উষস্ত আত্মশব্দে শরীর গ্রহণ করিয়া 'কোন্ আত্মা?' দুইবার এই প্রশ্ন করিয়াছেন। 'প্রাণদ্বারা যিনি প্রাণক্রিয়াসম্পাদন করেন' ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে আত্মা—দেহ ও জীব উভয়ই বুঝাইতে পারে, সুতরাং উষস্ত বলিতেছেন,'এক ব্যক্তি কথায় যেমন 'এই গো' 'এই অশ্ব' বলে এ যে সেইরূপ বলা

হইল।' গো কি? অশ্ব কি? এ প্রকার প্রশ্ন করিলে গো এবং অশ্বকে প্রত্যক্ষ না দেখাইয়া ইহাকেই গো বলে ইহাকেই অশ্ব বলে এইরূপ কথায় গো ও অশ্বের লক্ষণ বলিয়া যেমন প্রশ্নকর্ত্তাকে গো অশ্ব বুঝান হয়, তেমনি আত্মাকে প্রত্যক্ষ না দেখাইয়া 'যিনি প্রাণ দ্বারা প্রাণক্রিয়াসম্পাদন করেন' ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে বুঝান হইল। সর্ব্বশেষে উষস্ত যে উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া নিবৃত্ত হইলেন, তাহাতে সংশয় হইতে পারে, এতো আর পরাত্মোপদেশ হইল না, জীবাত্মোপদেশই হইল। দর্শনকর্ত্তা, শ্রবণকর্ত্তা, মনন-কর্ত্তা, বোধনকর্ত্তা জীব বিনা পরাত্মা হইবেন কি প্রকারে? বেদান্তমতে চক্ষুরাদি যখন প্রেরয়িতার অধীন, তাঁহার সাহায্য বিনা জীব যখন দর্শনাদির কর্ত্তা হইতে পারে না, তখন দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্ত্তা বোধনকর্ত্তা এ কথা বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎপ্রেরয়িতার উল্লেখ হয়, ইহা নিশ্চয় কথা। "বাক্য দ্বারা যাঁহার বিষয় বলা যায় না, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রকাশ পায়" (৪।৩) ইত্যাদি শ্রুতিগুলি এই কথাই পরিষ্কার বলিয়াছেন। মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎ এতদপেক্ষা আরও পরিষ্কারবাক্যে বলিয়াছেন,

যঃ কর্ত্তা সোঽয়ং বৈ ভূতাত্মা করণৈঃ কারয়িতাঽন্তঃপুরুষঃ। ৩প্র।

"যিনি কর্ত্তা তিনিই ভূতাত্মা (জীব), ইন্দ্রিয়গণযোগে যিনি কারয়িতা তিনি অন্তঃপুরুষ (অন্তর্যামী)।" এই জ্ঞান বিলুপ্ত হইলে জীবের বন্ধন হয় তাই মৈত্রেয় বলিয়াছেন,

স বা এষোঽভিভূতঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈরিতি। অথোঽভিভূতত্বাৎ সংমূঢ়ত্বং প্রযাতঃ সংমূঢ়ত্বাদাত্মস্থং প্রভুং ভগবন্তং কারয়িতারং নাপশ্যৎ গুণৌঘৈরুহ্যমানঃ কলুষীকৃতশ্চঞ্চলো লোলুপ্যমানঃ সস্পৃহো ব্যগ্রশ্চাভিমানিত্বং প্রয়াত ইত্যহং স মমেদমিত্যেবং মন্যমানো নিবধ্নাত্যাত্মনাত্মানম্। ৩। ২।"

এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মূঢ়তাবশতঃ জীব কেবল প্রেরয়িতাকে ভুলিয়া যায় তাহা নহে, আমিই প্রভু, এ জগৎ আমারই অধীন, ঈদৃশ অভিমান পর্য্যন্ত তাহাতে উপস্থিত হয়। এই অভিমানই তাহার বন্ধনের কারণ। যে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সে বিষয়-ভোগ করে, সে ইন্দ্রিয় ও বিষয়সমূহ যখন পরাত্মাধীন, তখন এ জ্ঞান তাহাতে বিলুপ্ত হইলে তাহার যে অধোগতি হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? সূত্রকার এজন্যই বলিয়াছেন, বেদান্তে সর্ব্বত্র মনআদির সঙ্গে প্রসিদ্ধ পরমাত্মারই উপদেশ হইয়া থাকে (১।২।১)। "দৃষ্টির দ্রষ্টাকে আপনি দেখেন না" ইত্যাদি স্থলে দৃষ্টি আদির যিনি প্রেরয়িতা তন্নিরপেক্ষ দ্রষ্টৃত্বাদি যখন কদাপি সম্ভবে না তখন দৃষ্টি ও দ্রষ্টৃত্বাদি সহকারে নিত্যসম্বন্ধ পরাত্মাকে প্রত্যক্ষ না করা মূঢ়তা বিনা আর কি বলা যাইতে পারে? শ্রুতির ব্যাখ্যায় যাঁহারা এ উভয়কে নিত্যসম্বন্ধরূপে উপস্থিত করেন না তাঁহারা দৃষ্টির কালুষ্যবশতই এরূপ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টিকালুষ্যনিবারণজন্যই আমরা পদবোধক টিপ্পনীতে মূলগ্রন্থের অনুসরণপূর্ব্বক "দৃষ্টেঃ' চক্ষুষঃ 'দ্রষ্টারং' দর্শনকর্ত্তারং তৎপ্রেরকঞ্চ" ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়াছি। পরাত্মাকে দ্রষ্টা শ্রোতা বলিতে যাঁহাদের আপত্তি হয়,

তাঁহাদের এই শ্রুতিগুলি মনে রাখা সমুচিত "চক্ষু নাই অথচ তিনি দেখেন, কর্ণ নাই অথচ তিনি শোনেন" "সকল ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত, সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা" (৬।৬) ইত্যাদি।

১৩। যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
বৃহ ৬। ৪। ১৫।

'যদা' 'এতং' 'দেবং' 'ঈশানং ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য নিয়ন্তারম্ 'আত্মানং' পরাত্মানং 'অঞ্জসা' সাক্ষাৎ 'অনুপশ্যতি' সাক্ষাৎকরোতি 'ততঃ' তদা 'ন' বিজুগুপ্সতে' ন আত্মানং গোপয়িতুমিচ্ছতি অন্যং নিন্দতি বা।

কালত্রয়ের নিয়ন্তা এই দেব পরাত্মাকে সাধক যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখেন, তখন তিনি আত্মগোপন বা অপরের নিন্দা করেন না।

ভাব—যাঁহাকে ছাড়িয়া দ্রষ্টৃত্ব শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি কিছুই সম্ভবে না, তাঁহাকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জানিলে সাধকের আর আত্মগোপন করিবার কোন কারণ থাকে না। এই জন্য তিনি যখন জানিলেন যে তাঁহার কর্তৃত্ব পরমাত্মার অধীন, আপনার কোন বিষয়ে অভি-মান-করিবার কোন কারণ নাই; যে বিষয় লইয়া তিনি গৌরব করিবেন সে গৌরব তাঁহার নহে পরমাত্মারই গৌরব, তখন তিনি আপনি কিছুই নন, যত গৌরব পরমাত্মার এবং যত অগৌরব আপনার ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্তরে বাহিরে সরল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, আত্মসম্বন্ধে আর কিছু গোপন রাখেন না। এই কারণেই তিনি অপরের নিন্দাতেও প্রবৃত্ত হন না, কেন না তিনি জানেন, অপরের দোষদুর্ব্বলতাগুলি স্বয়ং পরাত্মাই তাহার কল্যাণার্থ দৈহিক রোগের ন্যায় বাহিরে আনিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছেন।

১৪। দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥ শ্বেত ৫। ১।

'যত্র' 'অক্ষরে' পরব্রহ্মণি 'অনন্তে' 'ব্রহ্মপরে' হিরণ্যগর্ভাৎ শ্রেষ্ঠে 'গূঢ়ে' অনভিব্যক্তে 'বিদ্যাবিদ্যে' বিদ্যা চ অবিদ্যা চ 'দ্বে' 'নিহিতে' স্থাপিতে, তস্মিন্ বিদ্যমানা 'অবিদ্যা তু' 'ক্ষরং' সংসারকারণং 'বিদ্যা তু' 'অমৃতং' মোক্ষকারণম্। 'যঃ তু' 'বিদ্যাবিদ্যে' 'ঈশতে' নিয়ময়তি 'স' তাভ্যাম্ 'অন্যঃ'—তন্নিয়ন্তৃত্বাৎ।

হিরণ্যগর্ভাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, গূঢ়, যে অনন্ত অক্ষর পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা (ক্রিয়াশক্তি) নিহিত রহিয়াছে, তাঁহাতে বিদ্যমান অবিদ্যা

ক্ষর (পরিবর্ত্তনশীল), বিদ্যা অমৃত (অবিকারী)। বিদ্যা ও অবিদ্যা এ উভয়কে যিনি নিয়মিত করেন তিনি তদুভয় হইতে ভিন্ন।

ভাব—বিদ্যা—চিচ্ছক্তি, অবিদ্যা—ক্রিয়াশক্তি। হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ—চিচ্ছক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ের সম্মিলনে আদি জীবের উৎপত্তি, সুতরাং এ দুই তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ। এখানকার বিশেষ কথা অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে উক্ত হইয়াছে।

বেদ ও বেদান্তে এক আত্মশব্দ ভূতসমূহ, জীব ও পরাত্মা এ তিনেতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ভূতাদির লক্ষণানুসারে সেস্থলে অর্থাবধারণই নিয়ম। দেহ, মন, জীব ও পরাত্মা এ চারি স্থলেই আত্মশব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ইন্দ্রিয়াদি শব্দের সঙ্গে আত্মশব্দের প্রয়োগ সেখানে দেহ, যেখানে পরাত্মশব্দের সঙ্গে আত্মশব্দের প্রয়োগ সেখানে মন ও জীব বুঝায়। প্রসিদ্ধ বেদান্তগুলিতে পরাত্মশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না, কদাচিৎ কোথাও 'আত্মনি পরে' এইরূপ প্রয়োগ আছে। প্রেরকত্বাদি লক্ষণ দেখিয়া আত্মশব্দ পরাত্মা অর্থে এই বল্লীতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১। প্রথম সংগৃহীত বচনগুলিতে প্রধানতঃ প্রেরকত্বলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রোত্রের শ্রোত্র ইত্যাদি স্থলে আক্ষরিক অর্থ করিলে দ্বিতীয় শ্রোত্রাদিশব্দে যে শ্রবণাদির কারণ বুঝায় ইহা হৃদয়ঙ্গম হয় না, অথচ এখানে এমনি করিয়া শব্দসন্নিবেশ করা হইয়াছে যে উহার সন্নিবেশক্রম উল্লঙ্ঘন না করিয়া আর অর্থান্তর ঘটাইতে পারা যায় না। বেদান্তে এই প্রকার কৌশলেই সর্ব্বত্র শব্দসন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাখ্যানকালে এই কৌশলটি স্মরণে রাখিলে অনেক বৃথা বিতর্ক বিনা কথায় নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এখানে যেমন কার্য্য ও কারণ পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র সেই প্রকারই কোন না কোন উপায়ে পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে। কারণজ্ঞানে মুক্তি হয়, এজন্য কার্য্য হইতে কারণকে বিভক্ত করিয়া দেখান বেদান্তের বিশেষ যত্ন।

২। অধ্যাত্মযোগে অনধিগম্য বস্তুর অধিগম হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর বস্তুমাত্র-দর্শনের রীতি আলোচনা করিয়া দেখিলেই পাওয়া যায়। বস্তু সম্মুখে থাকিলেও মন যদি অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে তবে সে বস্তুর জ্ঞান জন্মে না, এ স্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। পঞ্চমে এইটি হৃদয়ঙ্গম হইবে।

৩। তৃতীয় বচনসমষ্টির প্রবচনগুলি পরাত্মবিষয়ক কি না এ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়; কেন না এগুলি জীববিষয়ক প্রশ্নোত্তরের অন্তর্গত। "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই যাঁহার ওদন" মহর্ষি বাদরায়ণ এই বাক্যটিকে ব্রহ্মবিষয়করূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। এটির বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী শ্রুতির বক্তব্য বিষয়ের একতা আছে, সুতরাং সে

দুইটীও অবশ্য পরাত্মবিষয়ক এই জ্ঞানে এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই শ্রুতিদ্বয়ে জীবাত্মাকে কর্ত্তা ও পরাত্মাকে কর্ম্মপদ করিয়া একত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, সুতরাং উহারা যে পরাত্মবিষয়ক তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না, পণ্ডিতেরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। পরাত্মা যখন নিজস্বরূপে বিদ্যমান থাকেন তখন তিনি অনধিগম্য, তিনটি প্রবচন এই একই কথা বলিতেছে। যদি তিনি অনধিগম্যই হন, তবে তাঁহার মননাদি সকলই ব্যর্থ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ অসম্ভব হইলে জীব নিত্যই সংসারদুঃখভাজন হইবে এ কথা আর বলিতে হয় না। তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি হয় তাঁহাকে লাভ করা যায়, এ কথা বলাতে অনুগ্রহের যখন স্থিরতা নাই, তখন সকল জীবেরই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি হইবে, এই প্রতিজ্ঞায় শাস্ত্রারম্ভ নিষ্ফল হইতেছে। বহু জীবে অনুগ্রহের অবতরণ এবং স্বরূপজ্ঞান হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ অবিচ্ছেদ সাক্ষাৎকার ও সংসারবাসনার নিবৃত্তি তাহাদিগেতে দেখা যায় না। এজন্যই শ্রুতি "যে ব্যক্তি দুশ্চরিত হইতে বিরত হয় নাই" ইত্যাদি কথায় অবিচ্ছেদ সাক্ষাৎকারের ও বাসনানিবৃত্তির উপায় বলিয়াছেন। যদি দুশ্চরিত হইতে বিরতি প্রভৃতিতেই পরাত্মপ্রাপ্তি হয় তবে অনুগ্রহে কি প্রয়োজন, এ কথা বলা যাইতে পারে না, কারণ স্বরূপজ্ঞানের হেতু অনুগ্রহ অহেতুক হইলেও স্বরূপজ্ঞান বিনা পরাত্মারাধনা সম্ভবে না, আরাধনা বিনা মালিন্যাপগম সম্ভবে না, মালিন্যাপগম বিনা নিরবচ্ছেদ সাক্ষাৎকার সম্ভবে না, নিরবচ্ছেদ সাক্ষাৎকার বিনা নিত্য সুখপ্রাপ্তি সম্ভবে না; এইরূপে আরাধনাদি দ্বারা সাধকজীবনে ভগবদনুগ্রহ স্থিরতালাভ করে বলিয়া ইহাদের কোনটিকে বিফল বলা যাইতে পারে না। অহেতুক কিছু হয় না, সুতরাং অনুগ্রহেরও অজ্ঞাত কোন হেতু থাকিবে, জীবনিষ্ঠ কর্ম্ম সেই হেতু হউক, একথা বলিলে, যিনি সর্ব্বকারণ তিনি যদি হেতু অপেক্ষা করেন, তবে সেই হেতুই তাঁহার নিয়ন্তা হয়, এবং তাঁহার আর সর্ব্বকারণতা থাকে না। কেবল এই পর্য্যন্ত নয়, সেই হেতুর আবার হেতু কি, অন্বেষণ করিতে গিয়া কোথাও আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। অতএব মানিতে হইতেছে মঙ্গলস্বরূপের অনুগ্রহ স্বাভাবিক, সেখানে আর কোন হেতু নাই। "অনুগ্রহ অহেতুক হইলেও" একথা বলা এজন্যই ভাল হইয়াছে। আরাধনাদি সকলই যখন অনুগ্রহমূলক, তখন সে গুলিকে কারণপরম্পরা বলিলেও যিনি অনুগ্রহ করিলেন তাঁহার সর্ব্বকারণতার কোন ক্ষতি উপস্থিত হইল না।

৪। স্বভাবসাম্য বিনা দুই বস্তুর মধ্যে কদাপি সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। ঘট এবং পট যদিও ভিন্ন বটে তবু প্রপঞ্চের গুণবর্ণাদিতে উহাদের সমত্ব আছে। স্বভাবসাম্য না থাকিলেও নিয়ম্য এবং নিয়ন্তা এ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে কি না? "তিনি স্থূল নহেন অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন" (৪।১৪) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রপঞ্চস্বভাবত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্থূলত্বাদি সকলই কখন থাকে কখন থাকে না সুতরাং উহারা ব্রহ্মস্বভাব হইবে কি

প্রকারে ? ব্রহ্মের প্রপঞ্চস্বভাবত্ব না থাকুক প্রপঞ্চের যদি ব্রহ্মস্বভাবত্ব না থাকিত তাহা হইলে প্রপঞ্চ এবং ব্রহ্ম এ উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ঘটিত না। সত্তাদিতে প্রপঞ্চের ব্রহ্মস্বভাবত্ব আছে। এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মের শক্তিবৈচিত্র্য সমুৎপন্ন; স্থূলত্বাদি বৈচিত্র্য চলিয়া গেলেও সে স্থলে শক্তি অবশিষ্ট থাকে। এই শক্তি এবং ব্রহ্ম কিছু ভিন্ন নহেন, সুতরাং শব্দ-স্পর্শাদিতে সমতা না থাকিলেও সেই শক্তির জন্যই প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম এ উভয়ের মধ্যে কোন কালে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয় না। এ জন্যই এখানে সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চের গুণ পরিহার-করিয়া "তিনি অনাদি অনন্ত বুদ্ধির অতীত, কূটস্থ (নিত্য অবিকারী)" এই বাক্যে তাঁহাকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক "তাঁহাকে জানিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয়" শ্রুতি এ কথা বলিয়াছেন।

৫। বিষয়গ্রহণের জন্য ইন্দ্রিয়গুলি দেহে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং তাহাদের বিষয়প্রবণতা স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আত্মাকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যদি এরূপই হইল, তবে শ্রুতি কেন এ কথা বলিলেন—"বাহ্যবিষয় হইতে নয়ন ফিরাইয়া অন্তরস্থ পরাত্মাকে দেখিয়াছেন ?" ইন্দ্রিয়গুলিকে যখন বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখীন ভাবে স্থাপনকরা যায়, তখন উহারা মনের সহিত এক হয়। বিষয়-মলপরিশূন্য মন আত্মার দৈব চক্ষু। এজন্যই "মন ইহার দৈব চক্ষু" (১১।১২[৫]) এ স্থলে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "[ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান] তিন কালস্থ বিষয়সমূহের উপলব্ধির নিমিত্ত মন—ইন্দ্রিয়। এই মনের দোষগুলি বিনষ্ট হইলে সূক্ষ্ম ব্যবহিত ইত্যাদি যাহা কিছু তাহার উপলব্ধির নিমিত্ত উহাই ইন্দ্রিয় হয়; এ জন্যই মনকে দৈবচক্ষু বলা হইয়াছে।" বেদান্তে কোথাও মনের দ্বারা পরাত্মাকে পাওয়া যায় না কোথাও যা পাওয়া যায়, এইরূপ বলা হইয়াছে। যেখানে পাওয়া যায় না বলা হইয়াছে সেখানে মনের দোষগুলি নষ্ট হয় নাই, আর যেখানে পাওয়া যায় বলা হইয়াছে সেখানে মনের দোষগুলি নষ্ট হইয়াছে এইরূপ বুঝাইতেছে, সুতরাং বেদান্তের উক্তিতে কোন দোষ পড়িতেছে না। আত্মা ও পরাত্মা এ উভয়ের সঙ্গে বিরোধের পরিহার হইয়া মন নির্ম্মল হইয়াছে এজন্য উহাকে দৈব চক্ষু বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এ স্থলে বিরোধ কি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা এই যে, মন যখন বিষয়গ্রহণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় ব্যাপৃত হয়, তখন উহা বিষয়মলসংস্পর্শে মলিন হয় এবং উহার বিষয়াতীত সূক্ষ্ম-বস্তুদর্শনের সামর্থ্য চলিয়া যায়। এইরূপ সামর্থ্যবিলোপকেই বিরোধ বলিয়া জানিতে হইবে। বিষয়দর্শন স্বাভাবিক ক্রিয়া, মনের তদ্দর্শনে সাহায্য করাও স্বাভাবিক, তবে কেন উহা বিরোধ বলিয়া পরিগণিত হয় ? বিবেকপরিশুদ্ধতা মনের স্বাভাবিক অবস্থা। এই স্বাভাবিক অবস্থা গৃহস্থধর্ম্মনিরত শুকাদিতে এবং এ সময়েরও কোন কোন ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় মন যদি বিষয়গ্রহণে ইন্দ্রিয়গণের সহায়তা করে, তাহা হইলে বিষয়াতীত-সূক্ষ্মবস্তুদর্শনের সামর্থ্য বিলুপ্ত হয় না। যেখানে উহার স্বাভাবিক

শুদ্ধাবস্থা বিনষ্ট হইয়াছে সেখানে উহার মলাপনয়নজন্ত যোগোপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। মলাপনীত হইলে নিত্যসন্নিহিত পরাত্মবস্তুদর্শনে উহার সামর্থ্য জন্মায়। এ স্থলে সাক্ষাৎ জ্ঞানকেই দর্শন বলিয়া জানিতে হইবে।

৬। পূর্ব্ববর্ত্তী বচনসমূহে জীবের গতি বলিয়া "সকল প্রাণী নিদ্রিত হইলে যে পুরুষ…জাগ্রৎ থাকেন" এইরূপ বলাতে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন,—"'সকল প্রাণী নিদ্রিত হইলে যে পুরুষ … জাগ্রৎ থাকেন' এরূপ বলাতে পূর্ব্বে যাঁহার বিষয় বলা হইয়াছে তাঁহারই বিষয় এখানে বলা হইতেছে এইরূপ বুঝায়, সুতরাং এস্থলে জীবই অভিলষিত-বিষয়সমূহের নির্ম্মাতা ইহাই কথিত হইয়াছে। বাক্যশেষে 'তিনিই শুদ্ধ তিনিই ব্রহ্ম' এ কথা বলাতে সেই জীবেরই জীবভাব বিবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মভাব উপদেশকরা হইয়াছে (বে, সূ, ভা ৩।২।৪)।" শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন—"জীবের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি তিরোহিত হইয়াছে সুতরাং তাহাতে স্বপ্নাদিসৃষ্টি সম্ভবপর নহে। সুতরাং 'অভিলষিত বিষয় নির্ম্মাণ-করিতে করিতে' এ বাক্যটি জীববিষয়ক নয় কিন্তু 'তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন। তাঁহাতে সকল লোক আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না,' এই সকল কথায় বাক্যশেষকরাতে পূর্ব্ব ও পরে ঈশ্বরের সহিত একার্থতাবশতঃ তিনিই এ শ্রুতির বিষয়।" এইরূপ অপরেও কহিয়াছেন। ভাষ্যকারগণের মধ্যে এ বিরোধ তত্ত্বতঃ অকিঞ্চিৎকর; কারণ স্বয়ং ভাষ্যকার শঙ্কর আপনিও পরবর্ত্তী কথায় এই মীমাংসাই করিয়াছেন—"স্বপ্নেও আমরা প্রাজ্ঞের ক্রিয়ার প্রতিষেধ করিতেছি না।" 'য এষ' এস্থলে যৎপদে উপক্রমস্থ পরাত্মা ও এতৎপদে সমীপগত জীব গৃহীত হইতেছে। পরা ও অপরা প্রকৃতির আলিঙ্গনে পরাত্মাতে পুরুষা-কারতা উপস্থিত হয় বেদান্তের যখন এই মত,তখন এশ্রুতির পুরুষশব্দে জীব ও পরাত্মার-একত্র স্থিতি সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী তৎপদের সহিত আদিস্থ যৎপদের সম্বন্ধবশতঃ জীবালিঙ্গনকর্ত্তা পুরুষেরই নির্ম্মাণকর্তৃত্ব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতিতে 'সুপ্তেষু' পদ থাকাতে স্বপ্নাবস্থা বুঝাইতেছে না। যদি বা স্বপ্নও বুঝায় তবু "নিদ্রাকালে এই দেব (মন)-স্বপ্নে স্বীয় মহিমানুভব করেন" (৬।৬) ইত্যাদি বেদান্তপ্রবচন দ্বারা জীবের স্বপ্নগত বিষয়ের অনুভব হয়, নির্ম্মাতৃত্ব জীবের নহে প্রাজ্ঞের, এই বুঝাইতেছে। সকল প্রাণী নিদ্রিত হইলে চির জাগ্রৎ পরাত্মা যাহার যেমন প্রয়োজন তদনুসারে জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-সমুচিত অর্থ সকল নির্ম্মাণ করেন। সুষুপ্তিতে জীবের জন্য অর্থবিধানে কি প্রয়োজন এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেন না সুষুপ্তিতেও "দেখিয়াই তাহা দেখে না" (৩।৫ [৬৭]) ইত্যাদি বলাতে পরব্রহ্মেতে অনন্ত আনন্দসম্ভোগ অর্থশূন্য নয় জানিতে হইবে।

সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এক হইয়া বহু হন কি প্রকারে? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায়, রূপে রূপে যখন তিনি প্রতিরূপ হইলেন তখনই তিনি বহু হইলেন, ইহাতে সন্দেহনিরসন হয় না, কেন না ইহাতে তাঁহার বিকারিত্ব সম্ভব হইল। শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিয়া

তাঁহার বিকারিত্বনিবারণ করিয়াছেন। অগ্নিকে আধারানুসারে আধারানুরূপ দেখা গেলেও অগ্নি কেবল তাহাতে আপনার অগ্নিত্বপরিহার করে না তাহা নহে বস্তুতঃ সে আধারানুরূপও হয় না, কেন না তখনও উহা ভুবনব্যাপী থাকে এবং সর্ব্বত্র অবিকারিভাবে অগ্নিরূপেই বিদ্যমান থাকে। বায়ুসম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। অগ্নি বা বায়ু সেই সেই বিষয়সম্বন্ধবশতঃ কি মলিন হয় না? দুর্গন্ধাদি আগন্তুক হইলেও শবাদিসংস্পৃষ্ট অগ্নি ও বায়ু দুষিত বলিয়া গৃহীত হয়, সুতরাং সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা সর্ব্বভূতান্তরাত্মার নির্লেপতা শ্রুতি দেখাইয়াছেন। দুঃখনিপীড়িত জীবমাত্রের সহিত অপৃথক্ ভাবে থাকিয়াও পরাত্মার দুঃখবাহ্যত্ব কি প্রকারে সম্ভবে, এ প্রশ্নের উত্তর এই, দুঃখ অজ্ঞানতামূলক, তাই জ্ঞানের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। দুঃখ অজ্ঞানতামূলক কি প্রকারে? কল্যাণে অকল্যাণ-দর্শন অজ্ঞান, তাহা হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি পরমাত্মাতে কদাপি সম্ভবপর নহে। রূপে রূপে তিনি প্রতিরূপ হন, এস্থলে সেই রূপ যদি তত্ত্বতঃ রূপ না হয়, তাহা হইলে শ্রুতির এতগুলি কথা বলিবার প্রয়োজন কি ছিল? এ কি বৃথা প্রয়াস নয়? এটি বিফল প্রয়াস নয়, কেন না "শ্রোত্রের শ্রোত্র" ইত্যাদির মত সূর্য্যের সূর্য্য, চন্দ্রের চন্দ্র, পর্ব্বতের পর্ব্বত, সমুদ্রের সমুদ্র ইত্যাদি ভাবে রূপে রূপে সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকে গ্রহণ করিলে সর্ব্বত্র সূর্য্যাদি কার্য্য এবং উহাদের কারণ পরাত্মা এ উভয়কে এক সঙ্গে উপলব্ধিকরা অনায়াসসাধ্য হয়। যদি তাঁহাকে কারণরূপে উপলব্ধিকরা না যায় তাহা হইলে আপনাতে আপনার নিয়ন্তৃস্বরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎসাদৃশ্যে অন্যত্র তাঁহাকে নিয়ন্তৃরূপে দর্শনকরা সম্ভবে না এবং এরূপে দর্শন না করিলেও শাশ্বত সুখলাভ হয় না। যদি এই উপায়ে শাশ্বতসুখলাভ হয়, তবে কে আর না ঈদৃশ প্রয়াস স্বীকার-করিবে? "এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূ (সর্ব্ববিষয়ের অনুভবিতা)" (৩।২১ [১৫০পৃ]) এই শ্রুতির এস্থলে নিয়োগ করিলে 'রূপে রূপে প্রতিরূপ' কেন বলা হইয়াছে তাহার মূল প্রকাশ পায়। অনুরূপ-হওয়াকে অনুভব বলে। যে বস্তু যেরূপ সেইরূপ জ্ঞান—অনুভব। এ লক্ষণ আর অনুরূপ হওয়া এ দুইয়ে কোন বিরোধ হইতেছে না। সকলে অনুভব-করেন—সেই সেই বস্তুর অনুরূপ হন, এজন্য পরাত্মা সর্ব্বানুভূ। সর্ব্বান্তরাত্মা কদাপি বস্তুর অনুরূপ নহেন, বস্তুই তাঁহার অনুরূপ, এরূপ স্থলে সর্ব্বানুভূ এ বিশেষণ কেন তাঁহাতে আরোপিত হইল? কেন বলা হইল তাহার কারণ বলিতেছি। সকল বস্তু পরাত্মার জ্ঞানানুরূপ হয়, তাঁহার জ্ঞানানুরূপ না হইলে তাহাদের উৎপত্তিই সম্ভবে না। কারণে যে জ্ঞান আছে কার্য্যে তাহা প্রতিভাত হয়, এই নিয়মানুসরণ করিয়া কার্য্যে যে জ্ঞান প্রকাশ পায় কারণে সেই জ্ঞান আছে, আমরা এইরূপ অনুভব করি। এইরূপ অনুভব করিয়া সেই পরাত্মা জ্ঞানাংশে কার্য্যের অনুরূপ হন, 'সর্ব্বানুভূ' এই বিশেষণে আমরা এই কথা প্রকাশ করিয়া থাকি। যদি এরূপ বলাতে দোষ পড়ে, তাহা হইলে

কার্য্যকারণের অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব) ঘটে না। রূপে রূপে প্রতিরূপ,এস্থলেও কারণগত-শক্তি-বৈচিত্র্যানুরূপ সমুদায় রূপ হয় এইটি বুঝাইতেছে এবং 'রূপে রূপে প্রতিরূপ হন' এরূপ বলার কারণ উহাই। শক্তিবৈচিত্র্যের অনুরূপ এই সকল রূপ কি বস্তন্তর ? উহা জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে। কারণ একই শক্তিকে দ্রষ্টা জীবের সন্নিধানে স্বজ্ঞানানুরূপ বৈচিত্র্যে বিবর্ত্তিত বা পরিণত করিয়া স্বয়ং পরাত্মা সেই বৈচিত্র্যের অতীত এক অপরিবর্ত্তিতরূপে স্থিতি করেন, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "একই রূপকে যিনি বহুধা করেন।" সেই এক অপরিবর্ত্তিত রূপের ব্যাখ্যানে শ্রুতি বলিয়াছেন "নিত্যগণের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন, এক হইয়া যিনি বহু প্রাণীর অভিলষিত বিধান করেন।" নিত্যচৈতন্য বিনা তাঁহার আর অন্য কোন রূপ নাই। 'চেতনগণের' এই শব্দে পরা প্রভৃতি, 'বহু প্রাণীর' এই শব্দে অপরা প্রকৃতি, 'নিত্যগণের' এই শব্দে পরাত্মা সহ এ দুইয়ের অনন্যত্ব স্থচিত হইয়াছে।

৭। পুরুষ কে ? জীবালিঙ্গনকর্ত্তা পরাত্মাই পুরুষ। জীবসৃষ্টি বেদান্তানুমোদিত নয়। জীবের জন্মমরণাদি উপাধিযোগে হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। মূল উপাদানে জীবসহকারে পরাত্মার অনুপ্রবেশ বিনা সৃষ্টি সম্ভবে না, এজন্য সকলের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান জীবালিঙ্গনকর্ত্তা পুরুষ কর্ত্তৃক প্রাণাদি ষোড়শকলার উৎপত্তি হয়, ইহা বলিতে হইবে। সৃজন করিলেন এই শব্দের সঙ্গে হিরণ্যগর্ভরূপী প্রাণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উল্লেখ-করিয়া তাঁহা হইতে অপর সকলের উৎপত্তি কেন বলা হইল ? সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়সমূহের আধার হিরণ্যগর্ভ পরাত্মার নিয়োগে সমুদায় সৃজন করিয়াছেন, স্মার্ত্তগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তবে কি স্মার্ত্ত ও বেদান্তবাদিগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ আছে ? স্মার্ত্তগণ কি এই শ্রুতিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ-করিয়া স্বমতবিস্তার করেন নাই ? সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়সমূহের আধার যদি হিরণ্যগর্ভ হইলেন, তবে তিনিই কি সকলের উৎপত্তি ভূমি ? ইহা বেদান্তসিদ্ধান্তের বিরোধী, কেন না "যাঁহা হইতে এই ষোড়শকলা উৎপন্ন হয়" এ কথা বলাতে হিরণ্যগর্ভ নহেন পুরুষই সকলের উৎপত্তিভূমি। "তিনি প্রাণকে এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃজন-করিলেন" এই কথা বলিয়া আকাশাদি সমুদায় 'হইল' এই কথা বলাতে বুঝাইতেছে, হিরণ্যগর্ভরূপী প্রাণ হইতে উহাদের সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণেও দেখিতে পাওয়া যায় (৩।৩[৪৮পৃ]) হিরণ্ময়াণ্ডপ্রসূত প্রজাপতি কথা কহিতে ইচ্ছা করিয়া ভূরাদি শব্দ উচ্চারণ-করিলেন, তাহা হইতেই ভূরাদির উৎপত্তি হইল। "তিনি সংবৎসর পরে কথা কহিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি ভূঃ এই কথা উচ্চারণ করিলে সেই কথা পৃথিবী হইল, ভুবঃ এই কথা বলিলেন তাহাই এই অন্তরীক্ষ হইল, স্বর্ এই কথা বলিলেন, ঐ কথা দ্যুলোক হইল (১১।১।৬।৩)।" ঈদৃশ বিচার্য্যবিষয়স্থলে মনু বলিতেছেন :—

অনন্তর অব্যক্ত অপ্রতিহতপ্রভাব স্বয়ম্ভু ভগবান্ এই আকাশাদি-মহাভূতকে ব্যক্ত করিয়া সমুদায়

অন্ধকার অপনোদনপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন। যিনি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, মানসগ্রাহ্য, সর্ব্বভূতময়, অচিন্ত্য, তিনিই স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন। তিনি বিবিধ প্রজা সৃজন-করিবার ইচ্ছায় অনুধ্যানপূর্ব্বক আপনার [প্রকৃতিরূপ] শরীর হইতে সর্ব্বাগ্রে জল সৃজন করিলেন, এবং সেই জলে বীজনিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ সহস্রকিরণসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণাণ্ড হইল, সেই অণ্ডে সকল লোকের পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মিলেন (মনু ১অ, ৬—৯ শ্লোক)। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে এক বৎসর বাস করিয়া আপনি আপনাকে অনুধ্যানপূর্ব্বক উহাকে দ্বিখণ্ড করিলেন, এবং সেই দুই খণ্ডে ভূমি ও দিব্যলোক এবং তদুভয়ের মধ্যস্থলে আকাশ, অষ্ট দিক্, এবং স্থিরতর জলের স্থান নির্ম্মাণ করিলেন (১১।১২শ্লো)।

এই সকল মনুর বাক্যে যদিও প্রতীত হয় যে, হিরণ্যগর্ভ হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি "আকাশাদিমহাভূতকে ব্যক্ত করিয়া" "অপ্রতিহতপ্রভাব" "সর্ব্বভূতময়" "বিবিধ প্রজা সৃজনকরিবার ইচ্ছায়" "বীজ সৃজন-করিলেন" স্বয়ম্ভু ভগবানে প্রযুক্ত এই সকল বিশেষণ দেখাইয়া দেয় হিরণ্যগর্ভে তাঁহার যে শক্তি নিহিত ছিল তাহা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। জীব এবং পরাত্মা এ উভয়ের অনুপ্রবেশে যখন জগতের জন্ম, তখন বেদান্ত ও স্মৃতিতে কোন বিরোধ নাই, ইহা মানিতে হইবে। বস্তুতঃ ঋগ্বেদ অবলম্বন করিয়াই এ শ্রুতি এবং মনু আদি স্মৃতির মতের উৎপত্তি। ঋগ্বেদে কেবল প্রজাপতির নহে ঋষিগণেরও স্রষ্টৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায় :—

স্থাবরজঙ্গমলোক নির্ম্মিত হইলে যে সকল ঋষি এই সকল ভূত উৎপন্ন করিয়াছিলেন সেই সকল প্রাচীন ঋষি প্রভৃত স্তব করিতে করিতে অনেক ধন ব্যয়-করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন (ঋক্ ১০ম ৮২সূ, ৪ঋক্)।

"প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা" এই কথায় আকাশাদির পূর্ব্বে শ্রদ্ধার উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা তপঃস্থানীয়, সুতরাং এই শ্রদ্ধাকে সহায় করিয়া প্রজাপতি সকল উৎপাদন করিলেন এইরূপ প্রতীত হয়। প্রাণকে কেন হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল? ঋগ্বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ-করিয়া প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভূরি পরিমাণ জল এই বিশ্বকে আচ্ছাদন করিয়াছিল। উহারা গর্ভধারণ করিয়া অগ্নিকে উৎপন্ন করিল। তাহা হইতে দেবগণের একমাত্র প্রাণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। কোন্ দেবতাকে হবির দ্বারা পূজা করিব? (১০ম, ১২১সূ, ৭ঋক্)।

অগ্রে হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। তিনি জাতমাত্র সর্ব্বভূতের একাধিপতি হইলেন। তিনিই এই পৃথিবী এবং দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছিলেন। কোন্ দেবতাকে হবির দ্বারা পূজা করিব (১ঋক্)।

এখানে দেখা যাইতেছে হিরণ্যগর্ভ ভূতগণের অগ্রে ছিলেন, তিনিই জাতমাত্র উহাদের একাধিপতি হইলেন, তিনিই পৃথিবী ও দ্যুলোককে স্থাপন করিলেন। সেই দেবতা কে যাঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভ জন্মিলেন। তিনি কে এখানে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই, তাই বেদান্ত পুরুষকেই সেই দেবতা বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। কোন্ দেবতা এস্থলে কশব্দ আছে, বেদবাদিগণ কশব্দে প্রজাপতি বোঝেন। অন্তিম ঋকে সেই কথাই উক্ত হইয়াছে :—

হে প্রজাপতি, তোমা ব্যতীত আর কেহ এই উৎপন্ন বিশ্বকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই।

যে কামনায় আমরা তোমার হোম করিতেছি, আমাদের তাহা সিদ্ধ হউক, আমরা যেন ধনসমূহের অধিপতি হই (১০ ঋক্)।

দ্বিতীয় ঋক্ হইতে অপর ঋক্‌সমূহে যে 'যৎ-পদ' আছে সেই যৎ-পদের সঙ্গে প্রথম ঋকে যে তৎ-পদ আছে তাহার সম্বন্ধবশতঃ পরবর্ত্তী স্মার্ত্ত ও বেদান্তিগণ প্রাণরূপী হিরণ্যগর্ভ হইতে সৃষ্টি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সেই পুরুষই স্রষ্টা, প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ তাঁহার অধীন হইয়া বিশ্বরচনা করেন তত্ত্বতঃ ইহাই দাঁড়াইতেছে। "পুরুষ প্রাণকে প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃজন করিলেন" এখানে যেমন সৃষ্টিবিষয়ে পুরুষের সাক্ষাৎ কারণত্ব তেমনি প্রাণ হইতে আকাশাদি হইল এখানেও তাঁহার সাক্ষাৎকারণত্ব রহিয়াছে। মন্বাদি স্মৃতিতে হিরণ্যগর্ভের যেমন নির্ম্মাতৃত্ব তেমনি স্রষ্টৃত্বও দেখিতে পাওয়া যায়, এটি ঋগুক্ত ঋষিগণের স্রষ্টৃত্বের ন্যায় হিরণ্যগর্ভের তপঃপ্রভাবপ্রদর্শনের নিমিত্ত। ঋষিগণের মনে তপস্যা (মনন) দ্বারা পদার্থসমূহের যে রূপান্তরতাপ্রাপ্তি হয়, তাহাকেই ঋষিসৃষ্টি জানিতে হইবে। তত্ত্বশাস্ত্রে হিরণ্যগর্ভ কে? মহত্তত্ত্ব—বুদ্ধি। ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ সেই বুদ্ধিরই অংশ। "অধ্যবসায় বুদ্ধি। ২। ১৩।" এই সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন:—"বুদ্ধি মহত্তত্ত্বের পর্য্যায় শব্দ।...এই বুদ্ধির ইহাই মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে যে উহা আপনা ছাড়া যাহা কিছু সকলেতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং উহার ঐশ্বর্য্য মহৎ। ...চেতন হিরণ্যগর্ভে যে মহান্ শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা তিনি বুদ্ধ্যভিমানী দেবতা বলিয়া। ...এইরূপ রুদ্রাদিতে যে অহঙ্কারাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা তাঁহারা অহঙ্কারাদি অভিমানী দেবতা বলিয়া। প্রকৃত্যভিমানিদেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার ভূতাভিমানী দেবগণ পর্য্যন্তের স্বস্ববুদ্ধিরূপ প্রতিনিয়ত উপাধিগুলি মহত্তত্ত্বের অংশ।" পরমপুরুষ আপনার শক্তিবৈচিত্র্য এবং বেদ জীববুদ্ধিতেই প্রকটিত করিয়া থাকেন, এজন্য বুঝিতে হইবে যে উহাকেই অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি ও বেদপ্রকাশ হইয়া থাকে। অতএবই "ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম" (১২। ১০) এস্থলে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ। তাঁহার পর আর আচার্য্যপরম্পরা নাই।" এস্থলে ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন:—"হিরণ্যগর্ভে বেদ স্বয়ং প্রতিভাত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার আর আচার্য্যান্তরের অপেক্ষা নাই। এরূপ কথার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির বুদ্ধিতে আবির্ভূত বেদ হইতেই বিদ্যালাভ সম্ভব।"

পুরুষ হইতে উৎপন্ন প্রাণাদির পুনরায় পুরুষে প্রবেশ হইলে পুরুষমাত্র অবশেষ থাকে, এ জ্ঞান হইতে অমৃতত্বলাভ হয় কেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা তত্ত্ববল্লীতে দৃষ্ট হইবে।

৮—১১। পুরুষ হইতে প্রাণাদি সকলই জন্মিল, জন্মিবার পূর্ব্বে পুরুষেতেই উহাদের অভিন্নভাবে স্থিতি ছিল, এরূপ স্থলে অষ্টমে (৮) কেন বলা হইয়াছে তিনি 'প্রাণরহিত' এবং 'মনোরহিত'? যিনি যাহাদের ধারয়িতা তিনি তাহাদের অতীত, এজন্যই পরমপুরুষ প্রাণও নন মনও নন। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে কার্য্য ও কারণের একত্ব

ঘটে কি প্রকারে ? একত্ব উপাধিযোগে নয় তাঁহার শক্তিযোগে। এজন্যই শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন "শক্তি কারণের আত্মভূত, কার্য্য শক্তির আত্মভূত" (বে, সূ, ভা ২।১।১৮)।" নবমে (৯) একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয় এজন্য পরাত্মাকে ছাড়িয়া অন্য বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান বিষয়টি কি ? যে জ্ঞান হইতে বুদ্ধির বৈমল্য উপস্থিত হয় বলিয়া সকলই যথাযথ প্রতিভাত হয়, উহাকেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান বলে। পরাত্মাকে উপেক্ষা করিয়া যে সকল ব্যক্তি বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্টচিত্ত, তাহাদের বুদ্ধি অধ্যবসায়শূন্য সুতরাং তাহাতে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হয় না। দশমে (১০) ইন্দ্রিয়গণ বিষয়প্রবণ, উহারা পরাত্মাভিনিবেশ হইতে মনকে দূরে লইয়া যায়। কোন্ কোন্ উপায়ে সেই মনের নিরোধ হইতে পারে তাহাই উক্ত হইয়াছে। সত্য, তপ, সম্যক্ জ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য এ চারিটির একত্র অবলম্বন শ্রেয়স্কর, কেন না ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ। সত্যাচরণ বিনা মনন, মনন বিনা সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞান বিনা নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়সংযম সম্ভবে না। এরূপ হয় কেন ? অসত্যনিষ্ঠ চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, চঞ্চল চিত্তে মনন হইবে কিরূপে ? চঞ্চলচিত্ততাবশতঃ যদি মনন সম্ভব না হইল তাহা হইলে কোথা হইতে সম্যক্ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইবে। সম্যক্ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি না হইলে দেহধারণোপযোগী তত্ত্বালোচনানুকূল বিষয়সেবা কি, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকে এবং এই সংশয় হইতে দেহকর্শনাদি আসুরিক প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয় ; আসুরিক প্রবৃত্তি ধাতুক্ষয়জনিত কামক্রোধাদির উদ্বেগ জন্মাইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে। একাদশে (১১) এই সকল উপায়মধ্যে সম্যক্ জ্ঞানের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কেন না তদ্দ্বারা যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে তাঁহাতে পরাত্মা আপনি প্রকাশ পান।

১২।১৩। দ্বাদশে (১) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যিনি সর্ব্বান্তরাত্মা তাঁহারই ব্যাখ্যান করিয়াছেন। যিনি প্রাণ দ্বারা প্রাণের ক্রিয়া সম্পাদন-করেন, যিনি ব্যান দ্বারা সর্ব্বদেহগত চেষ্টা সাধন-করেন, যিনি উদান দ্বারা উর্দ্ধগামী চেষ্টা সাধন-করেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করাতে প্রতীত হয় তিনি জীবাত্মাকেই সর্ব্বান্তরাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা-করিয়াছেন। যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত মধুব্রাহ্মণ ও অন্তর্যামিব্রাহ্মণ বিফল হইয়া যায়। শরীরের সঙ্গে আত্মাকে লোকে যেমন অপৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে, প্রাণাদিশরীর পরাত্মাও তেমনি "রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন" এই শ্রৌত যুক্তিতে প্রাণাদির সহিত অপৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়া থাকেন। শব্দে ঐক্য থাকিলেও লক্ষণ দ্বারা অর্থনির্ণয় করিতে হইবে, এ নিয়ম বেদান্তে কোথাও পরিহার করিতে পারা যায় না। এ নিয়ম পরিহার করিলে পদে পদে বিপরীতার্থপ্রতীতি ঘটে। জিজ্ঞাসু উষস্ত অন্যবিধ উত্তর পাইবার নিমিত্ত সাতিশয় নির্ব্বন্ধসহকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও যাজ্ঞবল্ক্য আপনার নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। পরে যে উত্তরে প্রশ্নকর্ত্তা নিবৃত্ত হইলেন সে উত্তরে যদি তাঁহার মনে প্রেরয়িতা প্রতিভাত না হইতেন কখন উহা তাঁহার

তুষ্টিকর হইত না। তুমি দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখ না, শ্রোত্রের শ্রোতাকে শোন না, মনের মননকর্ত্তাকে মননের বিষয় কর না, বুদ্ধির বোধনকর্ত্তাকে জান না, অথচ প্রতিক্ষণ প্রেরণানুভব কর, এ কথা বলিলে কে আর ঐ কথা আপনার নিত্যপ্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিবে না। প্রাণাদির সেই অন্তরতম প্রেরয়িতা যে জীব নয় সর্ব্বান্তর্যামী, ইহা বুদ্ধিতে সহজেই উদিত হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের তাহাই অভিপ্রায়। মধুব্রাহ্মণে তিনি স্বয়ং সর্ব্বৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মকে সর্ব্বানুভূ বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছেন, সুতরাং ব্যাখ্যানবৈকল্যবশতঃ স্ববচনবিরোধী বাক্য বলিয়াছেন এ দোষ তাঁহাতে আরোপ করা যাইতে পারে না। ত্রয়োদশে (১৩) তিনিই আবার পরাত্মাকে কালত্রয়ের নিয়ন্তা বলিয়া আপনার পূর্ব্ব উক্তির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন।

১৪। অবিদ্যা এবং বিদ্যা কি? বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম—অবিদ্যা; দেবারাধনা বিদ্যা। তত্ত্ববিদ্‌গণ বিদ্যাকে জ্ঞান এবং অবিদ্যাকে কর্ম্ম বলিয়া থাকেন। "[বিষ্ণুর] অপর যে তৃতীয় শক্তি আছে পণ্ডিতগণ তাহাকে কর্ম্মসংজ্ঞক অবিদ্যা বলিয়া থাকেন (৬। ৭। ৬১)" বিষ্ণুপুরাণের এই বাক্যানুসারে পরাত্মার ক্রিয়াশক্তি এই অবিদ্যা। অবিদ্যাশব্দে যেখানে ক্রিয়াশক্তি বুঝায় সেখানে অবিদ্যা—বিদ্যার বিপরীত বিদ্যার অভাব নয়, ইহাই জানিতে হইবে। এখানে শ্রুতি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে পরাত্মার শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তাহা না করিতেন তাহা হইলে অবিদ্যাসংস্পর্শবর্জ্জিত পরাত্মাতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই নিহিত ও তদনতিরিক্ত, ইহা বলা সিদ্ধ হইত না। চিচ্ছক্তি বিদ্যা, ক্রিয়াশক্তি অবিদ্যা। "অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত ভোগ করিয়া থাকে" (১১) এস্থলে মৃত্যু—সংসারকারণ চিত্তমালিন্য। ক্রিয়াশক্তি দ্বারা উহাকে পরিহার করিয়া চিচ্ছক্তিযোগে সাধক অমৃতত্বলাভ করেন, শ্রুতির এই অভিপ্রায়। ক্রিয়াশক্তি হইতেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। পরাত্মা বিনা অন্য কাহারও ক্রিয়া-প্রবর্ত্তনে সামর্থ্য নাই। কর্ম্মের সঙ্গে পরাত্মার সম্বন্ধ দেখিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাকে কর্ম্মদোষ স্পর্শ-করিতে পারে না। প্রত্যুত সুকৃত (৪। ১২) পরাত্মার সহিত যোগবশতঃ শুদ্ধি ও আনন্দ উহার ফল হয়। "এই জগৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক আচ্ছাদনীয়" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "কর্ম্ম মনুষ্যে লিপ্ত হয় না" (১০। ১) শ্রুতির এই বাক্য ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। আচ্ছা, অবিদ্যাই যদি পরাত্মার ক্রিয়াশক্তি তাহা হইলে তাহার ক্ষরত্ব—বিনাশিফলবত্ত্ব—কেন উল্লিখিত হইয়াছে? ক্রমিক বিপরিবর্ত্তনই ক্রিয়াশক্তির কার্য্য। পূর্ব্বটির তিরোধান না হইলে পরবর্ত্তিটির আগম সম্ভবে না। তিরোধান কখন অত্যন্ত বিনাশ নহে কিন্তু অন্তর্বিলীনাবস্থায় স্থিতি; পূর্ব্বটি হইতে যাহার উদয় হয় সেইটি পরটির উপাদান হইয়া উহাতে বিলীন হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রকার ক্রমিক অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তিকে দুঃখনিলয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা পরাত্মাকে সুকৃতরূপে নহে কিন্তু নিষ্ক্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তি দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব

সাধিত হয়, সুতরাং তাহার ফল অমৃতত্ব। চিচ্ছক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি পরাত্মার অতিরিক্ত নহেন, তাই পরাত্মাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের কার্য্য প্রবৃত্ত হয় না, যদি হইত তাহা হইলে আপনাকেই আপনি অতিক্রমকরা উপস্থিত হইত। ঈদৃশ অনতিরিক্ততা থাকিলেও নিয়ম্য নিয়ন্তৃত্ব সম্বন্ধ আছে, এইরূপ প্রতীত হয়, কেন না শ্রুতি বলিয়াছেন —"বিদ্যা ও অবিদ্যা এ উভয়কে যিনি নিয়মিত করেন তিনি তদুভয় হইতে ভিন্ন *।" বিপরিবর্ত্তনসময়ে তত্তৎকার্য্যের অনুরূপ চিচ্ছক্তির যে অভিব্যক্তি হয় তাহাই ক্রিয়াশক্তি। সুতরাং শক্তি দুটী নয় একটীই। শ্রীমচ্ছ্রীধর ভালই বলিয়াছেন—"স্বরূপই যখন কার্য্যোন্মুখ হয় তখন উহা শক্তিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।" আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ইতি পরাত্মবল্লী পঞ্চম অধ্যায়।

---

* যাহা আপনা হইতে অতিরিক্ত নহে, তাহার নিয়ন্তা সে ব্যক্তি আপনি কি প্রকারে হইবে, এ চিন্তা তুচ্ছ, কেন না যে ব্যাপার নিত্য প্রত্যক্ষ তাহার বিরুদ্ধে বিতর্ক-উত্থাপন চিন্তাশীলতার পরিচায়ক নহে, চিন্তার যাহা মূল তাহারই উচ্ছেদসাধনমাত্র। আমাদের প্রতিজনের শক্তি আমাদের হইতে অতিরিক্ত নহে অথচ আমরা প্রতিজনই কার্য্যকালে আমাদের শক্তির নিয়োগ করিয়া তাহার নিয়ন্তা হইতেছি এবং যথেচ্ছ শক্তিব্যয় বারণ-করিতেছি, ইহা কি নিত্য প্রত্যক্ষ নয়? আমরা আমাদের শক্তি হইতে অভিন্ন হইয়াও এইরূপে ভিন্ন। অভেদে ভেদ এমতের উৎপত্তি এই হইতেই। ঔপনিষদ প্রমাণে ইহাকে আমরা অবিভাগে বিভাগ বলি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভগবদ্বল্লী।

১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ এতদ্বৈ তৎ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥ এতদ্বৈ তৎ।
কঠ ৪। ১২। ১৩।

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' হৃৎপুণ্ডরীকপ্রমাণানুসারতঃ তৎপ্রমাণকঃ হৃদয়াকাশব্যাপী 'পুরুষঃ' পরাপরপ্রকৃতি-পরিষক্তা 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য 'ঈশানঃ' নিয়ন্তা সন্ 'মধ্যে আত্মনি' দেহে 'তিষ্ঠতি'। 'ততো ন বিজুগুপ্সতে' ন আত্মানং গোপয়িতুমিচ্ছতি সাধকঃ। 'এতৎ' পরাপরপ্রকৃতিপরিষক্তস্বরূপং 'তৎ' পরং ব্রহ্ম।

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' 'জ্যোতিরিব' জ্যোতিঃ যথা ধূমেনানাচ্ছাদিতং তথা 'অধূমকঃ' অনাচ্ছন্নস্বরূপঃ 'পুরুষঃ 'ভূতভব্যস্য ঈশানঃ' সন্ 'স এব অদ্য স এব শ্বঃ' আগামিনি দিনে বিদ্যমানঃ। 'এতৎ বৈ তৎ'।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ কালত্রয়ের নিয়ন্তা হইয়া দেহমধ্যে স্থিতি করিতেছেন। সাধক তাঁহা হইতে আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। ইনিই নিশ্চয় তিনি।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ জ্যোতির ন্যায় অনাবৃতস্বরূপ ও কালত্রয়ের নিয়ন্তা হইয়া আছেন। তিনিই অদ্য তিনিই কল্য বিদ্যমান। ইনিই নিশ্চয় তিনি।

ভাব—দেহাদির প্রেরকত্বে ব্রহ্মই যেমন পরাত্মা তেমনি জীবের নিকটে ঈশ্বরত্ব-ও-ঐশ্বর্য্য-প্রকটনে ব্রহ্মই ভগবান্। সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইলেও আপনার স্বরূপ-মহিমায় তিনি যখন জীবহৃদয়ের অনুরাগাকর্ষণ করেন, তখনই তাঁহার ভগবত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধির হেতু হয়। তাঁহার দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট না হইলে সকলই যে তুচ্ছ হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত বিচিত্রনক্ষত্রখচিত আকাশ। উহা নিয়ত চক্ষুর সন্নিধানে বিদ্যমান থাকিয়াও জনগণের হৃদয়াপহরণ করে না। হৃদয়াপহরণের কথা দূরে থাকুক, কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একবার তাহার উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপও করে না *। ব্রহ্মকে পরাত্মরূপে অনুভব

* সাধারণ জনগণের সম্বন্ধে এ কথা বলা হইয়াছে, প্রকৃত বিজ্ঞানবিদগণের সম্বন্ধে এ কথা বলা হয় নাই।

করিবার কারণ যেরূপ তাঁহার সর্ব্বানুভূত্ব, তেমনি তাঁহাকে ভগবদ্রূপে অনুভবকরিবার কারণ তাঁহার শিবস্বরূপত্ব।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ—জীবের কল্যাণার্থ ভগবান্ কালত্রয়ের নিয়মন করেন, এবং তৎপ্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার আত্মানুরূপ ভাবে হৃদয়াকাশব্যাপী পরা এবং অপরা প্রকৃতির আলিঙ্গনকর্ত্তা পুরুষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। পরাত্মা এইরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও তাঁহার অনন্তত্ব সাধকের চিন্তাপথ হইতে অপসৃত হয় না (৪)। এইরূপ আত্মপ্রকাশে অনুগৃহীত সাধক আশ্বস্তচিত্ত হন এবং ভগবানের নিকটে আত্মগোপন করিতে আর তাঁহার ইচ্ছা থাকে না।

২। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥
প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-
নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ মু ৩ (১)। ৩। ৪।

'যদা' 'পশ্যঃ' বিদ্বান্ 'রুক্মবর্ণম্' উজ্জ্বলবর্ণং দীপ্যমানতয়া প্রকাশমানং 'কর্ত্তারং' সুকৃতম্ 'ঈশং' শাস্তারং 'ব্রহ্মযোনিং' বেদপ্রভবস্থানং 'পুরুষং' পরাপরপ্রকৃতিপরিষক্তারং 'পশ্যতে' সাক্ষাৎকরোতি 'তদা বিদ্বান্' 'পুণ্যপাপে' পাবিত্র্যাভিমানং মালিন্যঞ্চ 'বিধূয়' দূরে নিক্ষিপ্য 'নিরঞ্জনঃ' নির্ম্মলঃ সন্ 'তেন পরমপুরুষেণ 'পরমং' নিরতিশয়ং 'সাম্যম্' একত্বম্ 'উপৈতি' প্রাপ্নোতি।

'এষ' পুরুষঃ 'হি' 'প্রাণঃ' প্রাণস্য প্রাণঃ 'যঃ' 'সর্ব্বভূতৈঃ' সর্ব্বৈঃ ভূতৈঃ সঙ্গতঃ 'বিভাতি' প্রকাশতে। তং 'বিজানন্' বিশিষ্টভাবেন জানন্ 'বিদ্বান্' সাধকঃ 'ন অতিবাদী' ন তমতিক্রম্য বিষয়ান্তর-কথানিরতঃ 'ভবতে' ভবতি। কিন্তু 'আত্মক্রীড়ঃ' আত্মনি পরাত্মনি ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্য, 'আত্মরতিঃ' আত্মনি পরাত্মনি রতিঃ প্রীতিঃ যস্য, 'ক্রিয়াবান্' তন্মননাদিনিরতঃ 'এষ' সাধকঃ 'ব্রহ্মবিদাং' ব্রহ্মজ্ঞানাং 'বরিষ্ঠঃ' শ্রেষ্ঠঃ—কেবলজ্ঞানমাত্রাৎ তস্মিন্ ক্রীড়নাদেঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ।

দ্রষ্টা যখন উজ্জ্বলবর্ণ, কর্ত্তা, শাস্তা, বেদপ্রভবস্থান পরমপুরুষকে দর্শন-করেন, তখন জ্ঞানী ব্যক্তি পুণ্যপাপ দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া [সেই পরমপুরুষ সহ] নিরতিশয় একত্ব প্রাপ্ত হন।

যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পান ইনিই প্রাণ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইঁহাকে জানিয়া ইঁহাকে অতিক্রম-করিয়া কোন কথা কহেন না। ইনি আত্মক্রীড়, আত্মরতি এবং ক্রিয়াবান্ হন, ইনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ভাব—দ্রষ্টা—জীব যখন ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন তখন তিনি দ্রষ্টা হয়েন। ঋষিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব তত দিন হয় না, যত দিন ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হয় *।

উজ্জ্বলবর্ণ—মূলে রুক্মবর্ণ আছে। রুক্ম স্বর্ণ—রুক্মবর্ণ স্বর্ণবর্ণ। ধাতুর মধ্যে সোণা উজ্জ্বল, ঔজ্জ্বল্যপ্রকাশ করিতে বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি রুক্মশব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে ধাতু হইতে উহার উৎপত্তি সেই ধাতুর অর্থ ধরিয়া ঈদৃশ ব্যবহার হইয়াছে। রুচ ধাতুর অর্থ দীপ্তি, সুতরাং রুক্মবর্ণ দীপ্তিমত্তা বুঝাইতেছে। রুক্মশব্দের ন্যায় হিরণ্যশব্দের এই অর্থে ব্যবহার বেদোপনিষদে বিরল নহে। হর্য্য ধাতুর অর্থ কান্তি (শোভা)। সেই হর্য্য ধাতুর উত্তর কণ্যচ্ প্রত্যয় এবং হির আদেশ করিয়া হিরণ্যশব্দ উৎপন্ন। সুতরাং শোভনীয়তাপ্রদর্শন ঈদৃশ শব্দব্যবহারের মূল।

কর্ত্তা—পরাপরপ্রকৃতির আলিঙ্গনকর্ত্তা পুরুষকে যখন কর্ত্তা বলা হইয়াছে তখন ব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্ক্রিয় পরাপরশক্তির ক্রিয়া তাঁহাতে আরোপ-করিয়া শ্রুতি কর্ত্তা বলিয়াছেন, এ কথা বলিলে চলিতেছে না, কেন না তাঁহার নিয়ন্তৃত্বব্যতীত পরাপরপ্রকৃতি স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না। এই সত্য প্রকাশকরিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি আপনি আপনাকে করিলেন, তাই তিনি সুকৃত বলিয়া উক্ত হয়েন।" (৮।৬)।

বেদপ্রভবস্থান—মূলে ব্রহ্মযোনি শব্দ আছে। বেদান্তসূত্রের 'শাস্ত্রযোনি' (১।১।৩) শব্দে পক্ষান্তরে 'শাস্ত্রপ্রমাণ' অর্থ করা হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রমাণ শাস্ত্র, শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া তিনি জ্ঞানের বিষয় হন, এ কথা এখানে বলিলে চলিতেছে না, কেন না এখানে ব্রহ্মকে কিরূপে জানা যায় তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে, তিনি কি, তাহাই বলা এখানকার উদ্দেশ্য।

পুণ্যপাপ দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক—পুণ্যে অভিমান পাপে মালিন্য জন্মায়। এ উভয়ই একত্বলাভে অন্তরায়, সুতরাং এ দুইকে পরিহার না করিলে স্বরূপসাম্য অসম্ভব। স্বরূপসাম্য কি? স্বয়ং ব্রহ্ম অভিমানশূন্য মালিন্যবর্জ্জিত, জীবেরও তাদৃশ অভিমানশূন্যতা ও মালিন্যবর্জ্জিতত্ব স্বরূপসাম্য।

নির্ম্মল হইয়া—পুণ্যপাপ উভয়কেই যদি সমান মালিন্যমধ্যে গণ্যকরা হয় তাহা হইলে জীবের অনুসর্ত্তব্য বা পরিহার্য্য কিছুই রহিল না। মধুব্রাহ্মণোক্ত প্রণালীর অনু-

* প্রত্যেক মানবের ত্রিবিধ জন্ম শাস্ত্রসম্মত। প্রথমটি দৈহিক, দ্বিতীয়টি শাস্ত্রজ্ঞানজ, তৃতীয়টি ভগবদারাধনার্থ দীক্ষাঘটিত।

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥ মনু ২অ, ১৬৯ শ্লোক।

চরকসংহিতা ভগবদারাধনায় যে ফল হয় সেইটি দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া বলিয়াছেন :—

বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি চ।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥ ১অ, চিকিৎসাস্থান।

সারে নিয়ন্তার সহিত পরব্রহ্মের সহিত একত্ব স্বরূপসাম্য। আমি পুণ্যার্জ্জন করিতেছি, আমি পুণ্যবান্, এ অভিমান যেমন একত্ববিরোধী, নিয়ন্তার প্রেরণার বিপরীতাচরণ তেমনি একত্ববিরোধী, সুতরাং এ দুইয়ের অতীত না হইলে শিশুর ন্যায় স্বভাবতঃ নির্ম্মলচিত্ত না হইলে. অন্য কথায় বলিতে গেলে নিরভিমান না হইলে স্বরূপসাম্য অসম্ভব। এ অবস্থা পুণ্যভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত, পাপভূমির উপরে নহে, যখন এই কথা সত্য, তখন 'পুণ্য পাপ দূরে নিক্ষেপের' অর্থ--পুণ্যপাপভেদের সোপান অতিক্রম করিয়া তদূর্দ্ধে আরোহণ। পুণ্যার্জ্জন এখানে যত্নসাধ্য নহে, পুণ্যস্বভাব হইয়া যাওয়া এ সোপানের লক্ষণ।

ইনিই প্রাণ—প্রাণের প্রাণ। নিয়ন্তৃহীন প্রাণের ক্রিয়া কদাপি প্রকাশ পাইতে পারে না। যেথানেই প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে শ্রুতি এইরূপ বলেন, সেথানেই প্রাণশব্দে প্রাণের প্রাণ বুঝিতে হইবে (৫।১)।

ইহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না—প্রাণের অভ্যন্তরে প্রাণের প্রেরক হইয়া তিনি যাহা কিছু বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিভাত করেন, সাধক কোন কথা না কহিয়া তাহার অনুসরণ করেন।

ইনি আত্মক্রীড় আত্মরতি এবং ক্রিয়াবান্ হন—এরূপ অনুসরণের এই ফল হয় যে, যিনি আত্মার আত্মা (৪) তাঁহাতেই সাধকের বিচরণ, তাঁহাতেই রতি উপস্থিত হয়। তাঁহাতে বিচরণ তাঁহাতে অনুরাগ সাধককে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে না কিন্তু তিনি যেমন সুকৃত—নিত্যক্রিয়, সাধকও তেমনি নিত্যক্রিয় হন। অনুরাগ ঈদৃশ ক্রিয়াবত্তার মূল।

৩। এতত্তোভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মনআনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। তৈ ১।৬।২।

'ততঃ' স্বারাজ্যপ্রাপ্ত্যনন্তরং 'এতৎ ভবতি'। কিন্তৎ? 'আকাশশরীরম্' আকাশএব শরীরং লিঙ্গং যস্য তৎ 'ব্রহ্ম' ভবতি, 'সত্যাত্ম' সত্যানাং মূর্ত্তামূর্ত্তানাং আত্মা স্বরূপং যতঃ তৎ, 'প্রাণারামং' প্রাণানাম্ আরামো যস্মিন্ তৎ, 'মনআনন্দং' মনসঃ আনন্দঃ যস্মিন্ তৎ 'শান্তিসমৃদ্ধং' শান্ত্যা সমৃদ্ধং 'অমৃতং' সাধকসন্নিধাবিতিশেষঃ।

তদনন্তর এই হয়—ব্রহ্ম আকাশশরীর, মূর্ত্তামূর্ত্তের আত্মা, প্রাণারাম, মনের আনন্দ, শান্তিসমৃদ্ধ এবং অমৃত হন।

ভাব—মন বাক্ শ্রোত্র বিজ্ঞান এ সকলের উপরে আধিপত্যপ্রাপ্তিকে স্বারাজ্য বলে (১০।১১[অনু])। এই স্বারাজ্যের পর ব্রহ্ম সহ একত্বলাভ হয়। মন প্রভৃতির উপরে আধিপত্যলাভ তাহাদিগের নিয়ন্তার সহিত একত্বে ঘটে। নিয়ন্তার সহিত একত্ব ব্রহ্মের সহিত একত্বের কারণ। ব্রহ্মের সহিত একত্ব হইলে ব্রহ্ম যে প্রকার উপাধিবর্জ্জিত স্বপ্রকাশ, সাধকও তেমনি উপাধিবর্জ্জিত স্বপ্রকাশ হন। তখন তাঁহার নিকটে ব্রহ্ম

সকলের আত্মা, প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, শান্তিসমৃদ্ধি এবং অমৃত বলিয়া উপলব্ধ হয়েন। একত্বেও যে জীবের বোধ বিলোপ হয় না এ শ্রুতি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। বোধবিলোপ যে জীবের কৃতার্থতা নহে, ইন্দ্র ও প্রজাপতির সংবাদে উপনিষৎ তাহা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন (৫৬ পৃ)।

৪। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ।

এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাজ্জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।

ছা। ৩। ৫। ১৪। ২—৪।

'এষ' 'মে' মম 'আত্মা' অন্তর্যামী 'মনোময়ঃ' মনউপাধিকঃ মনসঃ প্রেরয়িতা, 'প্রাণশরীরঃ' প্রাণ এব শরীরং প্রকাশস্থানং যস্য 'ভারূপঃ' সর্ব্বপ্রকাশকঃ 'সত্যসঙ্কল্পঃ' অবিতথসঙ্কল্পঃ 'আকাশাত্মা' আকাশস্বরূপঃ 'সর্ব্বকর্ম্মা' সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি যতঃ যস্মিন্ যেন স এবং 'সর্ব্বকামঃ' 'সর্ব্বগন্ধঃ' 'সর্ব্বরসঃ'। 'সর্ব্বম্ ইদম্' 'অভ্যাত্তঃ' স্ববশে স্থাপিতং যেন স 'অবাকী' বাঙ্‌নিষ্পত্তিরহিতঃ 'অনাদরঃ' সর্ব্বানপেক্ষঃ।

'এষ মে আত্মা' 'অন্তর্হৃদয়ে' হৃদয়মধ্যে 'ব্রীহেঃ বা যবাৎ বা সর্ষপাৎ বা শ্যামাকাৎ বা শ্যামকতণ্ডুলাৎ বা' 'অণীয়ান্' অণুতরঃ। তথা 'এষ মে আত্মা' 'অন্তর্হৃদয়ে' 'পৃথিব্যাঃ' 'জ্যায়ান্' 'অন্তরিক্ষাৎ' 'জ্যায়ান্' 'দিবঃ' 'জ্যায়ান্' 'এভ্যঃ লোকেভ্যঃ' 'জ্যায়ান্'।

'সর্ব্বকর্ম্মা' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'অন্তর্হৃদয়ে' 'এষ মে আত্মা' 'এতৎ ব্রহ্ম' 'এতং' পরাত্মানং 'ইতঃ' প্রাপ্তঃ 'প্রেত্য' প্রস্থায় 'অভিসম্ভবিতাস্মি' তদাভিমুখ্যেন সম্ভবিষ্যামি 'ইতি' 'যস্য' সাধকস্য বেদনং 'অদ্ধা' সত্যং 'স্যাৎ'। তত্র 'ন' 'বিচিকিৎসা' সংশয়ঃ 'অস্তি' 'ইতি' 'হ' কিল 'শাণ্ডিল্যঃ' 'আহস্ম' উক্তবান। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ। ইয়ং শাণ্ডিল্যবিদ্যা।

এই আমার আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর, আলোকরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশস্বরূপ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সকলই ইঁহার আয়ত্ত, ইনি অবাকী, সর্ব্বানপেক্ষ।

এই আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে ব্রীহি অপেক্ষা, যবাপেক্ষা,

সর্ষপাপেক্ষা, শ্যামাকাপেক্ষা, শ্যামাকতণ্ডুলাপেক্ষা সূক্ষ্মতর। এই আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে পৃথিবী অপেক্ষা, অন্তরীক্ষাপেক্ষা, দ্যুলোকাপেক্ষা, অন্যান্য লোকাপেক্ষা বৃহত্তর।

ইনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সকলই ইঁহার আয়ত্ত, ইনি অবাকী, সর্ব্বানপেক্ষ। এই আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে, ইনি ব্রহ্ম। ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহলোক হইতে গমনপূর্ব্বক ইঁহারই অভিমুখে জন্মগ্রহণ করিব এইরূপ যাঁহার জ্ঞান তাঁহার সে জ্ঞান সত্য হইবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই, শাণ্ডিল্য এই কথা বলিয়াছেন, শাণ্ডিল্য এই কথা বলিয়াছেন।

ভাব—এই আমার আত্মা—আত্মার আত্মা, অন্তর্যামী আত্মা। যখন আমার আত্মার আত্মা, তখন আমার মনের সঙ্গে এক হইয়া আছেন, প্রাণে (ইন্দ্রিয়সমূহে) নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, আলোকরূপে, সত্যসঙ্কল্পরূপে, আকাশস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আত্মাতে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম, সর্ব্ববিধ অভিলাষ, সর্ব্ববিধ গন্ধ, সর্ব্ববিধ রস তাঁহা হইতে প্রসূত হইতেছে, এ সমুদায় তিনি অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, বিনা বাঙ্‌নিষ্পত্তিতে তিনি সকলই সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

ব্রীহি অপেক্ষা…সূক্ষ্মতর—; পৃথিবী অপেক্ষা…বৃহত্তর—যদিও তিনি আমার হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছেন, তথাপি তিনি সেখানে বদ্ধ নহেন। হৃদয়ে তিনি যে প্রকার অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তেমনি সেই সূক্ষ্মত্বের ভিতরে তাঁহার অনন্তত্ব রহিয়াছে, সুতরাং তিনি আমার জ্ঞানে বৃহৎ হইতেও বৃহদ্রূপে বিদ্যমান।

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস—এই বিশেষণগুলির পুনরুল্লেখ সাধনপক্ষে ইহাদের বিশেষ নিয়োগ দেখাইতেছে। "ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্ ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া" (২।১১) সর্ব্বকর্ম্মাদি বিশেষণের সঙ্গে এই শ্রুতির নিয়োগ করিলে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়:—সর্ব্ববিধ কর্ম্ম, সর্ব্ববিধ অভিলাষ, সর্ব্ববিধ গন্ধ, সর্ব্ববিধ রস ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্ম সহ অপৃথক্ ভাবে স্থিতি করে, আমাদের নিকট ব্রহ্মের ক্রিয়া ব্যক্ত করে। আমরা যে সকল কর্ম্ম করি, যে সকল অভিলাষ করি, যে সকল গন্ধ গ্রহণ করি, যে সকল রসাস্বাদ করি, সে সকল ব্রহ্মনিরপেক্ষ নয়, তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া উহারা তাঁহাতে অপৃথক্ ভাবে স্থিতি করে এবং কার্য্যকালে আমাদের উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতে অপৃথক্‌ভাবে স্থিত, একথা বলাতে উহারা যে মিথ্যা নয় সত্য ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। আমরা ভোক্তা, আমাদিগকে ভোগদান করিবার জন্য, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য তিনি আত্মক্রিয়ায় আমাদের সঙ্গে উহাদের সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেন; সুতরাং ব্যবধান না ঘটাইয়া এ সকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মকেই আমা-

দের হৃদ্গোচর করে। এই সত্যটি দৃঢ়রূপে আমাদের চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম"।

ইনি ব্রহ্ম—হৃদয়ের অভ্যন্তরে যাঁহাকে সাধক আত্মার-আত্মা-আমির-আমি-রূপে উপলব্ধি করেন, তিনি ব্রহ্ম—বৃহৎ হইতেও বৃহৎ—সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান।

ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া—যখন জীব ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, তখন ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া—'প্রাজ্ঞ আত্মার আলিঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া' (৬৯পৃ)—পরলোকে প্রস্থান করে।

ইহারই অভিমুখে জন্মগ্রহণ করিব—যে সাধকের এইরূপ ধারণা যে পরাত্মাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া পরলোকে প্রস্থানপূর্ব্বক তাঁহারই আভিমুখ্যে—আনুকূল্যে—তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেখানে নবজন্ম লাভ হইবে, তাঁহার সে ধারণা সত্য হয়, কেন না স্বকীয় অনুষ্ঠানানুসারে (২।১১) সেইরূপই হইবে। অপরা ও পরা প্রকৃতি এবং পরাত্মা, এ তিনের সম্বন্ধ নিত্য। জীবের আত্মিক অবস্থানুসারে এ তিনের যে নব নব সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, উহাই নব নব জন্ম (১১।৪)।

এই শ্রুতিতে উক্ত উপাসনাপ্রণালীকে শাণ্ডিল্যবিদ্যা বলে, ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইবে।

৫। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ বৃ ৪।১।

'অদঃ' বিপ্রকৃষ্টং সর্ব্বাতীতং ব্রহ্ম 'পূর্ণং' ব্যাপি নিরন্তরং নিরুপাধিকঞ্চ; 'ইদং' সমীপস্থং প্রতিহৃদয়স্থপরাত্মরূপি ব্রহ্ম 'পূর্ণম্;' 'পূর্ণাৎ' সর্ব্বাতীতসর্ব্বগতোভয়মিলনাৎ 'পূর্ণং' সর্ব্বমন্তর্ভূয়বর্ত্তমানং ভগবত্তয়া প্রখ্যাতং ব্রহ্ম 'উদচ্যতে' উদ্গাচ্ছতি—প্রতিহৃদয়ং বিদ্যমানমপি তদতীত্য বর্ত্তমানং সৎ সর্ব্বমাত্মন্যন্তর্ভূয় প্রকাশতে। যুগপৎ ত্রৈবিধ্যেন গ্রহণাসম্ভাবনায়াং কিং ভবতি?—'পূর্ণস্য' সর্ব্বাতীতস্য 'পূর্ণং' সর্ব্বান্তর্ভাবকম্ উপাসনার্থম্ 'আদায়' যৎ 'অবশিষ্যতে' তৎ প্রতিহৃদয়গতং ব্রহ্ম 'পূর্ণম্ এব'। ইদং শব্দেনাত্র ন জগৎ প্রতীয়তে তস্য ব্যবহার্য্যত্বাদপূর্ণত্বাৎ।

ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ, এই ব্রহ্ম পূর্ণ। ঐ এবং এই পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ ব্রহ্মই উদ্গত হন। ঐ এবং এই পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে ঐ পূর্ণ ব্রহ্মকে আদান করিলে যিনি অবশেষ থাকেন তিনি পূর্ণ ব্রহ্মই।

ভাব—ঐ শব্দে দূরস্থ বুঝায়, সুতরাং ঐ ব্রহ্ম—সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম। এই শব্দে নিকটস্থ বুঝায় সুতরাং এই ব্রহ্ম—হৃদয়স্থ ব্রহ্ম—পরাত্মা। ঐ দূরস্থ এবং এই নিকটস্থ এ দুইয়ের সম্মিলনে পূর্ণ ব্রহ্ম—ভগবান্। দূরস্থ—জগৎ, নিকটস্থ—আত্মা। যুগপৎ জগৎ ও আত্মায় অনুভূত ব্রহ্ম ভগবান্, কেন না জগৎ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্য সহ যিনি আত্মায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপলব্ধির বিষয় হন তিনি ঐশ্বর্য্যবান্ ঈশ্বর। জগৎ বলিতে দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল জগৎ বুঝায়। অদৃশ্য জগৎ আমাদের বুদ্ধির অতীত। ব্রহ্মকে অন্তরে না

দেখিয়া বাহিরে দেখিতে গেলে আমাদের বুদ্ধির অতীত বাহিরের জগৎ পর্য্যন্ত আসিয়া মনে উপস্থিত হয়, সেখানেই মন বিশ্রামলাভ করে না, অতীতের পর অতীত, জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়া সর্ব্বাতীতত্ব হৃদয়ে মুদ্রিত হয়, এইরূপ আত্মার অতীত ভূমির বাহিরে ব্রহ্মদর্শন করিতে গিয়া সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধিস্থ হন বলিয়া 'ঐ ব্রহ্ম'—সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম এইরূপ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। যিনি এইরূপে সর্ব্বাতীত তিনিই যখন তদ্ভাবে আত্মাতে প্রকাশমান হন, তখন তাঁহাকে ভগবান্ এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়। অতীত ও নিকটস্থ এ উভয়কে যুগপৎ ধারণার বিষয় করা অসম্ভব, এ কারণেই অতীত ও নিকটস্থের সম্মিলনে যিনি ভগবান্ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন তাঁহা হইতে অতীতকে বাদ দিলে যিনি নিকটস্থ থাকেন তিনিই উপনিষদে উপাসনানিমিত্ত গৃহীত হইয়াছেন। নিকটস্থ যিনি তিনি হৃদয়স্থ পরাত্মা; পরাত্মাই তবে বেদান্তবাদিগণের উপাস্য।

ভগবান্‌কে ধারণার বিষয় মনে করিয়া বেদান্তবাদিগণ যদি পরাত্মাকে উপাস্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শাণ্ডিল্য এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তিপথাবলম্বিগণ ভগবান্‌কে উপাস্য করিলেন কি প্রকারে, এ প্রশ্নের উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে, শাণ্ডিল্য এবং তদনুবর্ত্তী ভক্তগণ ঈশ্বরত্ববিশিষ্ট পরাত্মারই উপাসনা করেন, সুতরাং বেদান্তবাদিগণ এবং তাঁহাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। আচার্য্য কাশ্যপ জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ঈশ্বরকে, আচার্য্য বাদরায়ণ জীবের সহিত স্বরূপে অভিন্ন পরাত্মাকে এবং আচার্য্য শাণ্ডিল্য জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ঈশ্বর এবং তৎসহ স্বরূপে অভিন্ন পরাত্মাকে উপাসনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শাণ্ডিল্যবিদ্যায় এজন্যই 'এ সমুদায় ব্রহ্ম' এবং 'এই আমার আত্মা' এ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ভক্তসম্প্রদায় জগতে প্রকাশিত কল্যাণ-গুণসমূহ তন্নিয়ন্তাতে প্রত্যক্ষ করিয়া কল্যাণগুণবিশিষ্ট পরাত্মাকেই পরমপুরুষরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

৬। য একো জালবান্ ঈশত ঈশিনীভিঃ
সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশিনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশিনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥
যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥
যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥
ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতার-
মীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতাভবন্তি॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চি-
দ্যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥
ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥
মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্লৃপ্তো
যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

পুরুষ এবেদংসর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসোলেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদাৎ মহিমানমীশম্॥

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্॥ শ্বেত ৩।১—২১।

'যঃ একঃ' 'জালবান্' মায়ী 'ঈশিনীভিঃ' স্বশক্তিভিঃ 'ঈশতে' ঈষ্টে নিয়চ্ছতি। কান্? 'সর্ব্বান্ লোকান্' 'ঈশিনীভিঃ' 'ঈশতে'। 'উদ্ভবে' বিভূতিবিস্তারে 'সম্ভবে' আত্মপ্রকাশে 'যঃ' 'একঃ' 'এব'। 'যে' 'এতৎ' একত্বেনাবিকারিত্বং তস্য 'বিদুঃ' জানন্তি 'তে' 'অমৃতাঃ' 'ভবন্তি'।

'যঃ ইমান্ লোকান্' 'ঈশিনীভিঃ' 'ঈশতে' স 'রুদ্রঃ' সংসাররূপদ্রাবকঃ 'হি' যতঃ 'একঃ' ততঃ 'দ্বিতীয়ায়' দ্বিতীয়ং 'ন তস্থুঃ' ন স্বীকুর্ব্বন্তি ব্রহ্মবিদঃ। 'প্রত্যঙ্' সর্ব্বেষাম্ অভ্যন্তরঃ সন্ স 'জনান্' 'তিষ্ঠতি' অধিতিষ্ঠতি 'অন্তকালে' প্রলয়ে স 'জনান্' 'সঞ্চুকোপ' সংহৃতবান্ 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'ভুবনানি' 'সংসৃজ্য' সৃষ্ট্বা স 'গোপাঃ' গোপ্তা রক্ষিতা।

স 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ' সর্ব্বপ্রাণিগতানি চক্ষুংষি অস্য ইতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—এবমুত্তরত্র। 'উত' অপিচ 'বিশ্বতোমুখঃ', 'বিশ্বতোবাহুঃ' 'উত' অপিচ 'বিশ্বতস্পাৎ'। স 'একঃ দেবঃ' 'দ্যাবাভূমী' দ্যাঞ্চ ভূমিঞ্চ 'জনয়ন্' 'বাহুভ্যাং' 'সংধমতি' 'সংযোজয়তি' মনুষ্যাদীন্ 'পতত্রৈঃ' পক্ষৈঃ 'সংধমতি' পক্ষিণঃ।

'যঃ' 'বিশ্বাধিপঃ' বিশ্বস্য পালয়িতা 'মহর্ষিঃ' সর্ব্বদর্শী 'রুদ্রঃ' 'দেবানাং' 'প্রভবঃ' 'চ' উৎপত্তিহেতুঃ 'উদ্ভবঃ চ' ঐশ্বর্য্যহেতুঃ 'পূর্ব্বং' সৃষ্ট্যাদৌ 'হিরণ্যগর্ভং' ব্রহ্মাণং 'জনয়ামাস' 'স' 'নঃ' অস্মান্ 'শুভয়া' কল্যাণময্যা 'বুদ্ধ্যা' 'সংযুনক্তু' সম্পন্নান্ করোতু।

হে 'রুদ্র' 'যা' 'তে' তব 'শিবা' মঙ্গলময়ী 'অঘোরা' সোম্যা 'অপাপকাশিনী' পুণ্যাভিব্যক্তিকরী 'তনূঃ' স্বরূপং 'তয়া' 'শন্তময়া' সুখতময়া 'তন্বা' স্বরূপেণ হে 'গিরিশন্ত'—গিরৌ তুঙ্গাধিকরণে স্থিত্বা শং সুখং তনোতীতি গিরিশন্ত—'অভিচাকশীহি' অভিপশ্য শ্রেয়সা নিযোজয়স্ব।

হে 'গিরিশন্ত', 'অস্তবে' ক্ষেপ্তুং 'যাম্ ইষুং' বাণং 'হস্তে' 'বিভর্ষি' ধারয়সি হে 'গিরিত্র' গিরিস্থত্রাতঃ 'তাম্' ইষুং 'শিবাং' মঙ্গলময়ীং 'কুরু' 'পুরুষং' জীবং 'জগৎ' বিশ্বং 'মা হিংসীঃ'।

'ততঃ' পুরুষযুক্তজগতঃ 'পরং' শ্রেষ্ঠং 'ব্রহ্মপরং' ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভাৎ 'পরং' 'বৃহন্তং' মহান্তং 'যথা-নিকায়ং' যথাশরীরং 'সর্ব্বভূতেষু' 'গূঢ়ম্' অন্তরবস্থিতং 'বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং' 'তম্' 'ঈশম্' ঈশ্বরং 'জ্ঞাত্বা' 'অমৃতাঃ' বিকারাতীতাঃ 'ভবন্তি'।

'তমসঃ' অজ্ঞানাৎ 'পরস্তাৎ' অতীতম্ 'আদিত্যবর্ণং' প্রকাশস্বরূপং 'মহান্তম্' 'এতং' 'পুরুষং' পরাপরপ্রকৃতিপরিষক্তারম্ 'অহং' 'বেদ' জানে। 'তং' পুরুষম্ 'এব' 'বিদিত্বা' জ্ঞাত্বা 'মৃত্যুং' 'অত্যেতি' অতিক্রামতি 'অয়নায়' পরমপদপ্রাপ্তয়ে 'অন্যঃ পন্থাঃ' অপরঃ উপায়ঃ 'ন' 'বিদ্যতে'।

'যস্মাৎ' পরমপুরুষাৎ 'পরং' শ্রেষ্ঠং 'ন' 'অপরং' 'কিঞ্চিৎ' 'অস্তি' 'যস্মাৎ' 'ন অণীয়ঃ' ন সূক্ষ্মতরঃ 'ন জ্যায়ঃ' ন বৃহত্তরঃ 'কিঞ্চিৎ অস্তি' 'দিবি' দ্যোতনশীলে স্বে মহিম্নি 'বৃক্ষ ইব' 'স্তব্ধঃ' অবাক্ 'একঃ' অসহায়ঃ 'তিষ্ঠতি'; 'তেন' এবম্ভূতেন 'পুরুষেণ' পরাপরপ্রকৃতিপরিষক্ত্রা 'ইদং' 'সর্ব্বং' 'পূর্ণম্'।

'ততঃ' পুরুষযুক্তজগতঃ 'উত্তরতরম্' অতীতং 'তৎ' 'অরূপম্' রূপাদিরহিতম্ 'অনাময়ং' তাপরহিতং 'যে' 'এতৎ' পরতত্ত্বং 'বিদুঃ' জানন্তি 'তে' 'অমৃতাঃ' 'ভবন্তি' 'অথ' 'ইতরে' তদনভিজ্ঞাঃ 'দুঃখম্ এব' 'অপিয়ন্তি' প্রাপ্নুবন্তি।

'সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ' সর্ব্বাণি আননানি মুখানি শিরাংসি মস্তকানি গ্রীবাশ্চ অস্য, 'সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ' সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং বুদ্ধৌ শেতে ইতি শয়ঃ 'সর্ব্বব্যাপী' 'স ভগবান্' সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ 'তস্মাৎ' কারণাৎ স 'সর্ব্বগতঃ' নিখিলে জগতি প্রকাশমানঃ 'শিবঃ' মঙ্গলস্বরূপঃ।

'এষ' 'মহান্' 'প্রভুঃ' সমর্থঃ 'পুরুষঃ' পরাপরপ্রকৃতিপরিষ্বক্তা 'সত্ত্বস্য' অন্তঃকরণস্য 'প্রবর্ত্তকঃ' প্রেরয়িতা 'সুনির্ম্মলাম্' অতিবিশুদ্ধাং 'প্রাপ্তিং' পরমপদপ্রাপ্তিং 'ঈশানঃ' ঈশিতা নিয়ন্তা 'জ্যোতিঃ' প্রকাশস্বরূপঃ 'অব্যয়ঃ' অপক্ষয়বিরহিতঃ।

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' হৃদয়রন্ধ্রপরিমাণঃ হৃদয়াকাশব্যাপী 'পুরুষঃ' 'অন্তরাত্মা' সন্ 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। 'হৃদা' অনুরাগেণ 'মনসা' মননেন স 'মন্বীশঃ' জ্ঞানেশঃ 'অভিক্লৃপ্তঃ' অভিমুখীকৃতঃ অভিব্যক্তঃ। 'যে' 'এতৎ' তত্ত্বং 'বিদুঃ' জানন্তি 'তে' 'অমৃতাঃ' বিকারাতীতাঃ 'ভবন্তি'।

'পুরুষঃ' 'সহস্রশীর্ষাঃ'—সহস্রাণি অনন্তানি শীর্ষাণি যস্য—এবমুত্তরত্র, 'সহস্রাক্ষঃ' 'সহস্রপাৎ' 'স' 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'ভূমিং' 'বৃত্বা' ব্যাপ্য 'দশাঙ্গুলম্' 'অত্যতিষ্ঠৎ' অতীত্য অতিষ্ঠৎ। দশাঙ্গুলমিত্যবিবক্ষিতমনন্তত্বমেবাভিপ্রেতম্।

'যৎ ভূতং' 'যৎ চ ভব্যং' ভবিষ্যৎ 'যৎ ইদং' বর্ত্তমানং তৎ সর্ব্বং 'পুরুষঃ এব'—ততএব কালত্রয়স্য তদ্বর্ত্তিবিষয়াণাঞ্চ প্রবৃত্তেঃ। 'যৎ অন্নেন' 'অতিরোহতি' বর্দ্ধতে তস্য 'উত' অপিচ 'অমৃতত্বস্য' 'ঈশানঃ' 'নিয়ন্তা' সঃ।

'তৎ' পরতত্ত্বং 'সর্ব্বতঃ' 'পাণিপাদং' 'সর্ব্বতঃ' 'অক্ষি-শিরো-মুখং' 'সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ' শ্রবণবৎ, 'লোকে' ত্রিভুবনে 'সর্ব্বম্' 'আবৃত্য' আচ্ছাদ্য 'তিষ্ঠতি'।

'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং' সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণানাং দর্শনশ্রবণাদীনাম্ আভাসঃ ক্রিয়াপ্রকাশঃ যতঃ তৎ, স্বয়ন্তু 'সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং' সর্ব্ববিধকরণরহিতম্ 'সর্ব্বস্য' জগতঃ 'প্রভুম্' অধীশ্বরং 'ঈশানং' নিয়ন্তৃ, 'সর্ব্বস্য' 'শরণম্' আশ্রয়ঃ 'বৃহৎ' কারণঞ্চ।

'নবদ্বারে'—শিরসি সপ্তদ্বারাণি অবাচী দ্বে—'পুরে' দেহে 'দেহী' জীবঃ 'হংসঃ' সন্ পরাত্মনা একঃ সন্ তৎপ্রেরণয়া 'বহিঃ' 'লেলায়তে' বিষয়গ্রহণায় চঞ্চলো ভবতি। স তু পরাত্মা 'সর্ব্বস্য লোকস্য' 'স্থাবরস্য চরস্য চ' 'বশী' বশিতা নিয়ন্তা।

'অপাণিপাদঃ' করচরণরহিতঃ অথচ 'জবনঃ' দূরগামী 'গ্রহীতা' সর্ব্বগ্রাহী সর্ব্বশক্তিত্বাৎ, 'অচক্ষুঃ' চক্ষুরহিতঃ অথচ 'পশ্যতি' 'অকর্ণঃ' কর্ণরহিতঃ অথচ 'শৃণোতি' জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ, 'বেদ্যং' জ্ঞাতব্যবিষয়ং 'স বেত্তি'—অমনস্কোপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ, 'ন চ' 'তস্য' 'বেত্তা' জ্ঞাতা 'অস্তি'—সর্ব্বপ্রকাশকত্বাদানন্ত্যাচ্চ। 'তং' 'মহান্তং' 'অগ্র্যং' প্রথমং—সর্ব্বকারণত্বাৎ—'আহুঃ' ব্রহ্মবিদঃ।

'অণোঃ' সূক্ষ্মাৎ অপি 'অণীয়ান্' সূক্ষ্মতরঃ 'মহতঃ' বৃহতঃ অপি 'মহীয়ান্' বৃহত্তরঃ 'আত্মা' পরাত্মা 'অস্য জন্তোঃ' প্রাণিজাতস্য 'গুহায়াং' হৃদি 'নিহিতঃ' স্থিতঃ। 'তম্' 'অক্রতুং' বিষয়ভোগসংকল্পরহিতং 'মহিমানং' বৃদ্ধিক্ষয়রহিতং 'ঈশম্' 'ঈশ্বরং' 'ধাতুঃ' সর্ব্বনিয়ন্তুঃ 'প্রসাদাৎ' অনুগ্রহতঃ জনঃ 'পশ্যতি' পশ্যন্ 'বীতশোকঃ' শোকরহিতঃ ভবতি।

'বিভুত্বাৎ' আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ 'এতম্' 'অজরং' পরিণামধর্ম্মবর্জ্জিতং 'পুরাণং' শাশ্বতং 'সর্ব্বাত্মানং' সর্ব্বেষামাত্মভূতং 'সর্ব্বগতং' 'ঈশম্' 'অহং' 'বেদ'—ধাতুঃ প্রসাদাদিতিশেষঃ;—'ব্রহ্মবাদিনঃ' 'যস্য' 'জন্মনিরোধং' জন্মাভাবং প্রবদন্তি, 'নিত্যম্' 'অভিবদন্তি' নমস্কুর্ব্বন্তি তম্।

যিনি একমাত্র মায়ী তিনি বিবিধ শক্তিযোগে জীবকে এবং নিখিল

লোককে শাসন করেন। যিনি বৈভবপ্রকাশে আত্মপ্রকাশে একই থাকেন তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন।

যিনি এই সকল লোককে বিবিধশক্তিযোগে শাসন-করেন, সেই রুদ্র এক, তাঁহার দ্বিতীয় আছে [ব্রহ্মবিদ্গণ] তাহা স্বীকার-করেন না। তিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া জনগণে স্থিতি করেন, অন্তকালে তিনিই তাহাদিগকে লয়-করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বভুবন সৃজন-করিয়া তাহার রক্ষক হইয়া আছেন।

সকলের চক্ষু তাঁহার চক্ষু, সকলের মুখ তাঁহার মুখ, সকলের বাহু তাঁহার বাহু, সকলের পদ তাঁহার পদ। সেই এক দেবতা দ্যুলোক ভূলোক উৎপন্ন করিয়া মনুষ্যাদিতে বাহুদ্বয় এবং পক্ষিগণে পক্ষযোজনা করিয়াছেন।

বিশ্বের অধীশ্বর, মহর্ষি (সর্ব্বজ্ঞ) রুদ্র দেবগণের উৎপত্তি ও ঐশ্বর্য্যের হেতু। তিনিই পূর্ব্বকালে হিরণ্যগর্ভকে জন্ম দিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন করেন।

হে রুদ্র, হে গিরিস্থ সুখবিস্তারক, তোমার তনু মঙ্গলময়ী, অভয়দাত্রী, পুণ্যপ্রকাশিনী, সেই সুখতম তনুযোগে তুমি আমাদিগকে অবলোকন কর।

হে গিরিস্থ সুখবিস্তারক, হে গিরির ত্রাতা, তুমি যে বাণ ক্ষেপণ-করিবার জন্য হস্তে ধারণ করিয়াছ, সেই বাণকে তুমি মঙ্গলময় কর। পুরুষ (জীব) ও জগৎকে হিংসা-করিও না।

পুরুষযুক্ত জগৎ এবং হিরণ্যগর্ভ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি বৃহৎ, যাহার যাদৃশ শরীর তাহার সেই শরীরানুসারে যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে স্থিতি করিতেছেন, যিনি বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টক, সেই ঈশ্বরকে অবগত হইয়া জীবগণ অমৃত (বিকারাতীত) হয়।

অন্ধকারের (অজ্ঞানের) অতীত ভূমিতে আমি এই আদিত্যবর্ণ (প্রকাশস্বরূপ) মহান্ পুরুষকে জানি। তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, পরমপদপ্রাপ্তির জন্য আর অন্য পথ নাই।

যাঁহা হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, যাঁহা হইতে সূক্ষ্মতর বা বৃহত্তর

কিছু নাই, তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া দিব্যধামে একা বাস করিতেছেন। এই পরমপুরুষ কর্তৃক এ সমুদায় পূর্ণ।

পুরুষযুক্ত জগতের যাহা অতীত তাহা অরূপ ও অনাময়। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন, যাহারা ইঁহাকে জানে না তাহারা কেবল দুঃখপ্রাপ্ত হয়।

সকল আনন শির ও গ্রীবা তাঁহার, সকল ভূতের গূঢ় প্রদেশে তিনি স্থিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী ভগবান্, তাই তিনি সর্ব্বগত মঙ্গলস্বরূপ।

এই মহান্ প্রভু পরমপুরুষ অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। এই সুনির্ম্মল পদপ্রাপ্তির ইনি নিয়ন্তা। ইনি জ্যোতিঃ (প্রকাশস্বরূপ), ইনি অব্যয়।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ (হৃদয়ব্যাপী) পরমপুরুষ অন্তরাত্মা হইয়া সদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। হৃদয় ও মনের দ্বারা সেই জ্ঞানেশ সাক্ষাৎ প্রকাশ পান। যাঁহারা এ তত্ত্ব জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন।

সহস্র যাঁহার শির, সহস্র যাঁহার চক্ষু, সহস্র যাঁহার পদ, সেই পুরুষ সকল দিক্ হইতে ভূমিকে (জগৎকে) আবৃত করিয়া দশ অঙ্গুলি অতীত হইয়া আছেন।

যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইবে, যাহা কিছু বর্ত্তমান সে সকলই সেই পুরুষ। যাহা অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয় তাহার এবং অমৃতের তিনি নিয়ন্তা।

সকল দিকে তাঁহার পাণিপাদ, সকল দিকে তাঁহার চক্ষু শির ও মুখ, সকল দিকে তিনি শ্রুতিমান্, তিনিই সকল আবৃত করিয়া স্থিতি করিতেছেন।

তাঁহা হইতেই সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অথচ তিনি আপনি ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত। তিনিই সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় ও বৃহৎ।

এই নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে (দেহে) দেহী পরাত্মা সহ এক হইয়া বহির্ব্বিষয় গ্রহণে চঞ্চল হয়। সেই পরাত্মা স্থাবর জঙ্গম সকল লোকের নিয়ন্তা।

তাঁহার পদ নাই অথচ তিনি দূরগামী, তাঁহার হস্ত নাই অথচ তিনি সর্ব্বগ্রাহী, তাঁহার চক্ষু নাই অথচ তিনি দেখেন, তাঁহার কর্ণ নাই অথচ

তিনি শোনেন। তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, তাঁহার বেত্তা কেহ নাই। ব্রহ্মবিদ্গণ সেই মহান্ পরমপুরুষকে প্রথম বলেন।

পরাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর, এই প্রাণিগণের হৃদয়ে তিনি নিহিত। বিষয়ভোগসঙ্কল্পরহিত, বুদ্ধিক্ষয়বর্জ্জিত, সেই ঈশ্বরকে বিধাতৃপ্রসাদে লোকে দেখে দেখিয়া বীতশোক হয়।

এই অজর পুরাণ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বগত পরাত্মাকে ব্যাপিত্ববশতঃ আমি জানি। ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহার জন্মাভাব ঘোষণা-করেন তাঁহারই অভি. বাদন-করেন।

ভাব—আমাদের সম্মানিত একাদশখানি উপনিষদে 'জাল' 'জালক' 'জালবৎ' এই তিনটি শব্দ এক এক বার মাত্র উল্লিখিত আছে। জাল জীবনোপাদান (৬।১০), জালক জাল (৩।২৩), জালবান্ মায়ী। ইন্দ্রজাল শব্দ এ কয়েকখানি উপনিষদে কোথাও নাই। মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ নিরন্তর রূপান্তর হয় বলিয়া এই জগৎকে ইন্দ্রজালের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু মিথ্যা বলেন নাই। জালবান্ এই শব্দ অবলম্বন করিয়া জগৎকে ইন্দ্রজাল বলিলে উহা যে ঔপনিষদ মতের বিরোধী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রমাণে এ কথা বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরের অভ্যন্তরস্থ প্রকৃতিপুরুষাদি শক্তি স্বীকার করেন তাঁহারা জগতের ক্ষণভঙ্গুরতাবশতঃ মায়া, ইন্দ্রজাল, সমুদ্রের তরঙ্গ ও বুদ্বুদের সঙ্গে উহার তুলনা করিতে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু এরূপ তুলনা করেন বলিয়া তাঁহারা জগতের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন করেন না, পরন্তু এই কথা বলেন—জগতের রূপান্তরতার মধ্যে রূপে রূপে পরাত্মা যে প্রজ্ঞানঘনরূপ নিরন্তর প্রকাশ-করেন, উহাই জগদ্রূপে ভাসমান হয়। এ কথা বলিলে বেদান্তবিরুদ্ধ কথা কিছুই বলা হয় না, বরং ইহার বিপরীত কথাই উহার মতবিরোধী, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল বিচার হইয়াছে তাহাতে তাহাই প্রকাশ পায়। বিবিধ শক্তিযোগে—এক অখণ্ড ব্রহ্মশক্তি বিবিধ শক্তির আকারে প্রকাশ পায়, তাই সৃষ্টিতে আমরা বিবিধ প্রকারের শক্তি প্রত্যক্ষ করি।

পুরুষযুক্ত জগৎ এবং হিরণ্যগর্ভ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ—পূর্ব্ব প্রবচনে 'পুরুষ, জীব ও জগৎকে হিংসা করিও না' এই প্রার্থনা করিয়া পরবর্ত্তী প্রবচনের আরম্ভেই 'তৎ' শব্দ প্রয়োগ করাতে ঐ শব্দ দ্বারা পুরুষযুক্ত জগৎ বুঝাইতেছে। জীব ও জগৎ পরমাত্মার অধীন, সুতরাং পরমাত্মা উহাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির প্রথমে জীবের প্রকাশ হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পরাত্মা সৃষ্টিবিস্তার করেন, পরাত্মার আবির্ভাব বিনা হিরণ্যগর্ভ তৎকার্য্যে স্বয়ং অসমর্থ, সুতরাং হিরণ্যগর্ভ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ।

বৃক্ষের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া—সেই পরমপুরুষের প্রেরণায় জগতের নিখিল কার্য্য

নিষ্পন্ন হইতেছে, অথচ তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ—অবাকী হইয়া আছেন, তিনি যে সকলই করিতেছেন তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেছেন না। তাঁহার প্রেরণা বা ভাব আমাদের নিকটে বাক্যের আকারে প্রকাশ পায় এ কথা সত্য, কিন্তু সে বাক্য জীবনিষ্ঠ ব্রহ্মনিষ্ঠ নহে। নাম ও রূপ ব্রহ্ম নহেন, নাম ও রূপ জগদ্বিধায়িনী পরাপরপ্রকৃতি, তত্ত্ববিদ্গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

পুরুষযুক্ত জগতের যাহা যাহা অতীত তাহা অরূপ ও অনাময়—জীব ও জগৎ স্বতন্ত্র নহে, পরাত্মপরতন্ত্র। জগৎ রূপযুক্ত, জীব তৎসংস্পৃষ্ট। উপাধির সঙ্গে যোগ থাকাতে জীব অনাময় নহে, তাহাকে সংসারতাপে সন্তপ্ত হইতে হয়। এই জীব ও জগতে যিনি বদ্ধ নহেন, তাহাদিগেতে থাকিয়াও তাহাদের অতীত, তিনিই পরাত্মা তিনিই উঁহাদের নিয়ন্তা। যাহারা এই নিয়ন্তার অধীন হইয়া চলে তাহারা নির্ব্বিকারচিত্তে জীবননির্ব্বাহ করে, যাহারা তাঁহার অধীন হইয়া চলে না, তাহারা দুঃখভাজন হয়।

সকল আনন শির ও গ্রীবা তাঁহার—পরাত্মা আননাদিরহিত, অথচ জীবের আননাদি তাঁহার আননাদি, কেন না তদ্‌যোগে তিনি নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন (১৮৬। ৭পৃ)।

বিধাতৃপ্রসাদে—স্বয়ং পরাত্মা যাহার যাহা প্রয়োজন আপনি তাহা বিধান করিয়া থাকেন (৪। ২), একথা বেদান্তে অপরিচিত নয় সুতরাং বিধাতৃত্বের ভাব বেদান্তসমুচিত নয়, এ কথা বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রসাদ বা অনুগ্রহ, ইহাও বেদান্তসিদ্ধ, কেন না যখন শ্রুতি বলিতেছেন "ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন তিনিই ইহাকে লাভ-করেন" (৫।৩) তখন ভগবদনুগ্রহ বেদান্তসম্মত নয়, ইহা বলা ঠিক নয়। অনুগ্রহ বেদান্তসম্মত বলিয়াই শ্রীমচ্ছঙ্করও স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন "তাঁহার (ঈশ্বরের) আজ্ঞায় জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বলক্ষণ সংসার সিদ্ধ হয়, তাঁহারই অনুগ্রহহেতু বিজ্ঞানযোগে মোক্ষ সিদ্ধ হওয়া সমুচিত (বে, সূ, ২। ৩। ৪১)।"

৭। য একবর্ণো বহুধা শক্তিযোগা-
দ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ শ্বেত ৪।১।২

'যঃ' 'একঃ' অসহায়ঃ 'অবর্ণঃ' ভেদসাধকবর্ণরহিতঃ। 'নিহিতার্থঃ' নিগূঢ়প্রয়োজনঃ 'বহুধাশক্তিযোগাৎ' 'অনেকান্' 'বর্ণান্' শুক্লাদিরূপান্ 'দধাতি' বিদধাতি 'স দেবঃ' 'আদৌ' অগ্রে 'বিশ্বম্'

'এতি' প্রাপ্নোতি স্বসম্বন্ধেন প্রকটয়তি 'অন্তে' লয়কালে 'চ' 'ব্যেতি' সংহরতি। 'স' 'নঃ' অস্মান্ 'শুভয়া' 'বুদ্ধ্যা' 'সংযুনক্তু' সংযোজয়তু।

'তৎ' পরতত্ত্বম্ 'এব' 'অগ্নিঃ' 'তৎ আদিত্যঃ' তৎ 'বায়ুঃ' 'তৎ' 'উ' এব 'চন্দ্রমাঃ' 'তৎ এব শুক্রং' শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' সর্ব্বান্তর্ভাবকম্ 'তৎ আপঃ' জলম্ 'তৎ প্রজাপতিঃ' হিরণ্যগর্ভঃ।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, যাঁহার অভিপ্রায় নিগূঢ়, যিনি বিবিধশক্তি-যোগে অনেক বর্ণ বিধান-করেন, সেই দেব আদিতে সকল ব্যক্ত করেন, অন্তে সংহরণ-করেন। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দান-করুন।

তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জল, তিনিই প্রজাপতি।

ভাব—পরাত্মা স্বয়ং এক রূপরহিত হইয়াও স্বশক্তিযোগে বিবিধ রূপবান্ পদার্থ অভিব্যক্ত করেন। এই সকল পদার্থ বিনা প্রয়োজনে বিনাভিপ্রায়ে সৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক পদার্থের সঙ্গে প্রত্যেক পদার্থের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা-করিয়া দেখা যায়, এক অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সকলগুলি মিলিত হইয়া স্রষ্টার মহান্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে। যদি সৃষ্টির কোন অভিপ্রায় না থাকিত স্রষ্টা অন্ধ ও অজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইতেন। আমাদের বুদ্ধি যখন নির্ম্মল হয়, স্রষ্টার মঙ্গলাভিপ্রায় অনুবর্ত্তন করে, তখন তাঁহার মহান্ অভিপ্রায় আমাদিগকে তাঁহার আত্মানুরূপ করিয়া লয়। সৃষ্ট স্রষ্টার অনুরূপত্ব লাভ-করিবে, বেদান্তমতে ইহাই স্রষ্টার মহান্ অভিপ্রায়।

তিনিই অগ্নি তিনিই আদিত্য—তিনিই অগ্নির অগ্নি, তিনিই আদিত্যের আদিত্য, তিনিই বায়ুর বায়ু, তিনিই চন্দ্রমার চন্দ্রমা, তিনিই জলের জল, তিনিই প্রজাপতির প্রজাপতি বৈদান্তিক কার্য্যকারণের অভেদভাবে উল্লেখের রীতি অনুবর্ত্তন করিয়া এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয় (৫।১)।

৮। যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সঞ্চ বি চৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ শ্বেত ৪। ১১।

'যঃ' 'একঃ' 'যোনিং যোনিং' মূলপ্রকৃত্যবান্তরপ্রকৃতীঃ 'অধিতিষ্ঠতি' 'ইদং' 'সর্ব্বং' 'যস্মিন্' 'সমেতি' সঙ্গচ্ছতে 'চ' 'ব্যেতি' লয়ং প্রাপ্নোতি 'চ' 'তং' 'বরদম্' অভীষ্টপ্রদম্ 'ঈড্যং' স্তুত্যম্ 'ঈশানং' নিয়ন্তারং 'দেবং' 'নিচায্য' অপরোক্ষীকৃত্য 'অত্যন্তং' সর্ব্বনিবৃত্তিকরং যথা স্যাৎ তথা 'ইমাং' প্রত্যক্ষাং 'শান্তিম্' 'এতি' প্রাপ্নোতি।

যিনি এক হইয়া যোনিতে যোনিতে অধিষ্ঠিত, যাঁহাতে এই সমুদায় সঙ্গত ও বিলীন হয়, সেই অভীষ্টদ, স্তবনীয়, নিয়ন্তা দেবকে সাক্ষাৎদর্শন করিয়া জীব প্রত্যক্ষ শান্তি লাভ-করিয়া থাকে।

ভাব—যোনিতে যোনিতে—পরাত্মার প্রকাশস্থল মূল প্রকৃতি ও অবান্তর প্রকৃতি। সেই সেই প্রকাশস্থলে তিনি 'এক হইয়া'—স্বয়ং নিয়ন্তৃরূপে অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া—অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সঙ্গত ও বিলীন—মূল প্রকৃতি ও অবান্তর প্রকৃতির সহিত পরাত্মার মিলনে সৃষ্টি, বিচ্ছেদে লয়। প্রতিদিনের সাধনার্থ সাধকগণ এই মিলন ও বিচ্ছেদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। যখন তিনি জগতে ব্রহ্মদর্শন করেন তখন তিনি পরাত্মাকে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত দেখেন, সকল প্রকার বিচিত্রতার মধ্যে একমাত্র তিনিই সাধকের দৃষ্টিগোচর হন। যখন প্রকৃতির সঙ্গবর্জ্জিত স্বয়ং পরাত্মাকে সাধক প্রত্যক্ষ করিতে চান, তখন তিনি প্রকৃতির লয়সাধন করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরাত্মাতে স্থিতি করেন।

৯। যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি॥

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥
যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসংচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥

শ্বেত ৪।১৩—১৮।

'যঃ' 'দেবানাং' ব্রহ্মাদীনাম্ 'অধিপঃ' স্বামী 'যস্মিন্ লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ' 'যঃ' 'অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ' 'ঈশে' ঈষ্টে 'তস্মৈ' 'কস্মৈ'—ছান্দসঃ—কায় সুখস্বরূপায় 'দেবায়' 'হবিষা' পূজোপহারেণ 'বিধেম' পরিচরেম।

'কলিলস্য' গহনস্য 'মধ্যে' 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং' অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তত্তৎ প্রবিষ্টম্ 'অনেকরূপং' বিবিধস্বরূপং 'বিশ্বস্য স্রষ্টারং' 'বিশ্বস্য' পরিবেষ্টিতারম্ 'একম্' অদ্বিতীয়ং 'শিবং' 'জ্ঞাত্বা' বিদিত্বা 'অত্যন্তং' যথা স্যাৎ তথা 'শান্তিম্' 'এতি' প্রাপ্নোতি।

'স এব' 'কালে' সৃষ্টিস্থিতিসময়ে 'অস্য' 'ভুবনস্য' 'গোপ্তা' রক্ষিতা 'বিশ্বাধিপঃ' বিশ্বস্য পালয়িতা, 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ' প্রচ্ছন্নভাবেনাবস্থিতঃ 'যস্মিন্' বিশ্বপতৌ 'ব্রহ্মর্যয়ঃ দেবতাঃ চ' 'যুক্তাঃ' যোগসম্পন্নাঃ 'তম্' 'এবং' এবম্প্রকারেণ 'জ্ঞাত্বা' বিদিত্বা 'মৃত্যুপাশান্' 'ছিনত্তি' ছিন্নান্ করোতি।

'ঘৃতাৎ পরং' তদুপরি বিদ্যমানং 'মণ্ডং' তৎসারঃ 'ইব' 'অতিসূক্ষ্মং' 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং' 'বিশ্বস্য' পরিবেষ্টিতারম্ 'একম্' অদ্বিতীয়ং 'দেবং' 'জ্ঞাত্বা' 'সর্ব্বপাশৈঃ' 'মুচ্যতে' মুক্তো ভবতি।

'এষ দেবঃ' 'বিশ্বকর্ম্মা' বিশ্বস্রষ্টা 'মহাত্মা' সর্ব্বব্যাপী, 'সদা জনানাং হৃদয়ে' 'সন্নিবিষ্টঃ' সম্যক্ প্রবিশ্য স্থিতঃ 'হৃদা' 'অনুরাগেণ' 'মনীষা' বিবেকেন, 'মনসা' মননেন 'অভিক্লৃপ্তঃ' অভিমুখীকৃতঃ। 'যে' 'এতৎ' তত্ত্বং 'বিদুঃ' 'জানন্তি' 'তে' 'অমৃতাঃ' 'ভবন্তি'।

'যদা' 'অতমঃ' তমসোঽভাবঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্‌কালঃ অভবৎ 'তৎ' তদা 'ন দিবা' 'ন রাত্রিঃ' 'ন চ সন্' 'ন চ অসন্' আসীৎ 'কেবলঃ' অদ্বৈতঃ 'শিবঃ এব' আসীৎ। 'তৎ' শিবতত্ত্বম্ 'অক্ষরম্' অবিনাশি, 'তৎ' 'সবিতুঃ' প্রকাশস্বভাবস্য সূর্য্যস্য 'বরেণ্যং' ভজনীয়ম্। 'তস্মাৎ' শিবতত্ত্বাৎ 'পুরাণী' নিত্যকালসিদ্ধা 'প্রজ্ঞা চ'—'অহং ব্রহ্মাস্মী'তি—'প্রসৃতা' প্রকটীভূতা, অতএব চ সৃষ্টিকালে প্রাজ্ঞ ইতি সংজ্ঞা।

যিনি দেবতাগণের স্বামী, লোকসমূহ যাঁহাতে আশ্রিত, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদের শাসন করিতেছেন, সেই সুখস্বরূপ দেবতাকে পূজোপহার অর্পণ করি।

অতি-গহনমধ্যে যিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, অনেক যাঁহার রূপ, বিশ্বের যিনি পরিবেষ্টিতা, সেই একমাত্র মঙ্গলস্বরূপকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

তিনিই কালে এই ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, বিশ্বের পালয়িতা, সর্ব্বভূতে

গূঢ়ভাবে স্থিত, ব্রহ্মর্ষি এবং দেবগণ যাঁহাতে যোগযুক্ত, তাঁহাকে জীব এই প্রকার জানিয়া মৃত্যুপাশ ছিন্ন করে।

ঘৃতের উপরে যেমন মণ্ড, তেমনি অতি সূক্ষ্ম, সর্ব্বভূতে নিগূঢ়, মঙ্গলস্বরূপ, বিশ্বের পরিবেষ্টিতা, একমাত্র দেবতাকে জানিয়া জীব সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত হয়।

এই দেব বিশ্বস্রষ্টা, মহান্ আত্মা, সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, হৃদয় মন ও বিবেক দ্বারা ইনি অনুকূল হন, যে সকল ব্যক্তি ইহা জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন।

যে সময়ে অন্ধকারের অল্পতা হইয়াছিল সে সময়ে দিবা ছিল না, রাত্রিও ছিল না, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, একমাত্র শিবই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি অক্ষর, তিনি সূর্য্যের ভজনীয়। তাঁহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল।

ভাব—তিনিই কালে—বিশ্ব যখন তাঁহাতে নিগূঢ়ভাবে স্থিত ছিল, তখন তিনি যে এই ভুবনের রক্ষক, বিশ্বের পালয়িতা ইহা কাহারও বুদ্ধিগোচর হয় নাই। সত্য বটে, তখনও দেবগণ ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহারা তৎসহ অভিন্ন-যোগবশতঃ আনন্দে অভিভূত ছিলেন, অন্য কোন বিষয়ের তাঁহারা তত্ত্ব লন নাই। যখন কালে সৃষ্টি প্রকাশ পাইল তখন তিনি যে রক্ষক ও পালয়িতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহা জীবের বুদ্ধিগোচর হইল। যিনি আপনি নিগূঢ় তিনি সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ জানিলে মৃত্যুপাশ ছিন্ন হয়।

হৃদয় মন ও বিবেক দ্বারা—জগতের স্রষ্টা জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়া সকলের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; দেবগণ ও ঋষিগণের তিনিই বন্দনীয় আরাধ্য, তাঁহাকে জানিতে হইলে বিবেক দ্বারা অন্যান্য পদার্থ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাঁহাতে মনোভিনিবেশ করিতে হয়। এইরূপ মনোভিনিবেশে তাঁহার প্রতি হৃদয়ের অনুরাগেই তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হন।

অন্ধকারের অল্পতা হইয়াছিল—সৃষ্টি প্রকাশ পাইলে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগতের পালয়িতৃরূপে জীবের জ্ঞানের বিষয় হইলেন। তৎপূর্ব্বে কিরূপ অবস্থা ছিল ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্ত অবলম্বন করিয়া শ্রুতি তাহা ব্যক্ত করিতেছেন। "তম দ্বারা তম নিগূঢ় ছিল" (ঋক্) এ অংশের ব্যাখ্যানকালে শ্রুতি বলিতেছেন, সৃষ্টিমুখে যখন অন্ধকারের অল্পতা হইল, তখন বুঝিতে পারা গেল সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা ঘোর অন্ধকারের অবস্থা। এখন যে অন্ধকার অনুভূত হইতেছে, ইহা সেই ঘোর অন্ধকারের দ্বারা আবৃত-থাকা বশতঃ কাহারও অনুভব গোচর হয় নাই। "সে সময়ে রাত্রি ও দিনের চিহ্ন ছিল

না” (২ ঋক্) এ অংশের ব্যাখ্যানে শ্রুতি বলিতেছেন, না দিবা না রাত্রি—সে সময়ে দিবাও ছিল না রাত্রিও ছিল না সুতরাং দিবারাত্রির চিহ্ন থাকিবে কোথায়? “সে সময়ে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না” (১ ঋক্) এস্থলে শ্রুতি সৎ ও অসৎ শব্দ পুংলিঙ্গ শিব-শব্দের বিশেষণে বিপরিবর্ত্তিত করিয়া ঋগ্বেদোক্ত সৎ ও অসৎ শব্দের বিশেষ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশেষণীভূত সদসদ্বাচ্য নিখিল স্থূল সূক্ষ্ম বস্তু তৎকালে শিবস্বরূপ পরমদেবের সঙ্গে অভিন্ন সুতরাং অব্যক্ত ছিল, কেবল একমাত্র মঙ্গল তিনিই আপনাতে আপনি বিদ্যমান ছিলেন। “একমাত্র তিনি বায়ু বিনা আত্মশক্তিযোগে প্রাণবান্ ছিলেন, তাঁহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।” (২ ঋক্)। মূল ঋকে যে ‘স্বধা’ শব্দ আছে আমরা তাহার অনুবাদ আত্মশক্তি করিয়াছি। শ্রুতি স্বধাশব্দের স্থলে প্রজ্ঞাশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। জলবাচক স্বধাশব্দের ব্যুৎপত্তি নিরুক্তের ব্যাখ্যাকার যাহা করিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তি অবলম্বন-করিয়া স্বধা-ও-প্রজ্ঞাশব্দ যে একই তাহাতে আর সংশয় থাকে না। স্ব—আত্মা পরাত্মা, তাঁহাকে ধারণ করেন সর্ব্বত্র প্রকট করেন এ ব্যুৎপত্তিতে প্রজ্ঞাই বুঝাইয়া থাকে, কেন না সমগ্র জগৎ ও জীবে পরাত্মা প্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত। পরাত্মা প্রজ্ঞাবান্, এজন্য প্রাজ্ঞ তাঁহার প্রধান সংজ্ঞা। “সৃষ্টির অগ্রে ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি সে সময়ে ‘আমি আছি’ বলিয়া আপনাকে জানিলেন (৮।১২)।” ‘আমি আছি’ ইহা চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি। প্রজ্ঞা ও চিচ্ছক্তি একই। সূর্য্যের ভজনীয়—মূলে সবিতৃশব্দ আছে। গায়ত্রীতে সবিতা নহেন সবিতার জ্যোতি ধ্যানের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যাধিষ্ঠিত এই জ্যোতি সূর্য্যাতিরিক্ত, ইনি সূর্য্যেরও ভজনীয়।

১০। যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ॥
একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥
সর্ব্বা দিশউর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড়ান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্যঃ।
সর্ব্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্যঃ॥
তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ॥　শ্বেত ৫।১—৬।

'যঃ' 'একঃ' 'যোনিং যোনিম্' প্রকৃত্যবান্তরপ্রকৃতীঃ 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'রূপাণি' রোহিতাদীনি 'সর্ব্বাঃ' 'যোনীঃ চ' 'অধিতিষ্ঠতি' 'যঃ' 'অগ্রে' ঋষিসম্প্রদায়প্রবর্ত্তনস্যাগ্রে 'প্রসূতং' স্বেনৈবোৎপাদিতম্ 'ঋষিং' 'কপিলং' সংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতারং 'জ্ঞানৈঃ' স্বোপদিষ্টৈঃ 'বিভর্ত্তি' ধারয়তি। 'জায়মানং' উত্তরোত্তরমৃষিবংশানুক্রমেণাবির্ভূয়মানং 'চ' 'তং' 'পশ্যেৎ'।

'এষ দেবঃ' 'অস্মিন্ ক্ষেত্রে' প্রকৃতৌ 'একৈকং' প্রত্যেকং 'জালং' জীবনোপাদানং 'বহুধা' নানাপ্রকারং 'বিকুর্ব্বন্' পরিণাময়ন্ 'সংহরতি' আত্মনি বিলীনং করোতি। 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'সৃষ্ট্বা' সংহৃতপদার্থজাতম্ আবিষ্কৃত্য 'পতয়ঃ' মরীচ্যাদয়ঃ প্রজাপতয়ঃ যে তান্ 'তথা' সৃষ্ট্বা 'মহাত্মা' মহান্ আত্মা 'ঈশঃ' সর্ব্বনিয়ন্তা সন্ 'সর্ব্বাধিপত্যং' 'কুরুতে'।

'উর্দ্ধম্ অধঃ' 'তির্য্যক্' 'চ' 'সর্ব্বাঃ দিশঃ' 'প্রকাশয়ন্' 'যৎ উ' যথা 'অনড্বান্' আদিত্যঃ 'ভ্রাজতে' দীপ্তিমান্ ভবতি 'এবং' 'স' 'একঃ' 'বরেণ্যঃ' ভজনীয়ঃ 'দেবঃ' 'ভগবান্' 'যোনিস্বভাবান্' প্রকৃতিগতান্ স্বভাবান্ আত্মসংসৃষ্টভাবান্ 'অধিতিষ্ঠতি'।

'যৎ চ' যস্মাচ্চ হেতোঃ 'যঃ' 'বিশ্বযোনিঃ' 'স্বভাবম্' অগ্ন্যাদেরৌষ্ণ্যাদিকং 'পচতি' নিষ্পাদয়তি 'সর্ব্বান্' 'পাচ্যান্' পরিণামযোগ্যান পৃথিব্যাদীন্ 'পরিণাময়েৎ' তত্তদ্রূপেণ যথাপ্রয়োজনং প্রকাশয়েৎ। 'যঃ' 'একঃ' সন্ 'সর্ব্বম্ এতৎ বিশ্বম্' 'অধিতিষ্ঠতি' 'সর্ব্বান্' 'গুণান্ চ' সত্ত্বরজস্তমোরূপান্ 'বিনিযোজয়েৎ' যথাপ্রয়োজনং—সাতত্যেনানুষ্ঠানে লিঙো নিষেধাৎ যথাপ্রয়োজনম্। পরেণান্বয়ঃ।

'তৎ' পরতত্ত্বং 'বেদগুহ্যোপনিষৎসু' 'গূঢ়ং' প্রচ্ছন্নভাবেনাবস্থিতং 'ব্রহ্মযোনিং' বেদপ্রভবং, 'তৎ' 'ব্রহ্মা' হিরণ্যগর্ভঃ—ঈশ্বরানুগৃহীতা বুদ্ধিঃ—'বেদতে' বেত্তি জানাতি। 'পূর্ব্বং' 'যে' 'দেবাঃ ঋষয়শ্চ' আসন্ 'তে' 'তৎ' 'বিদুঃ' জানন্তি 'তন্ময়াঃ' তদাত্মভূতাঃ তে 'বৈ' পুনঃ 'অমৃতাঃ' 'বভূবুঃ'।

যিনি এক হইয়া প্রকৃতিতে প্রকৃতিতে, সকল রূপেতে, এবং সকল উৎপত্তি স্থানেতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন, যিনি (ঋষিসম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের) পূর্ব্বে প্রসূত কপিল ঋষিকে নিখিল জ্ঞানে পরিপোষণ করেন, এবং তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে উৎপদ্যমান দেখেন।

এই ক্ষেত্রে (প্রকৃতিতে) এই দেব একটি একটি জীবনোপাদানকে নানারূপে পরিণত করিয়া সংহরণ-করেন, আবার (সেইগুলিকে এবং

মরীচ্যাদি) প্রজাপতিগণকে সৃজনপূর্ব্বক আপনি নিয়ন্তা হইয়া সর্ব্বাধিপত্য করেন।

অধ, ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্, এবং সকল দিক্ প্রকাশিত করিয়া সূর্য্য যেমন দীপ্তিমান্ হন, তেমনি সেই একমাত্র ভজনীয় সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ দেব প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন।

[প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত বলিয়া] যিনি বিশ্বযোনি, যিনি স্বভাবকে পরিপাক করেন, সমুদায় পরিণামযোগ্য বিষয়সমূহকে যথাপ্রয়োজন তত্তদ্রূপে প্রকাশ করেন ; এক হইয়া এই নিখিল বিশ্বে বিরাজ করেন, গুণসমুদায়কে প্রয়োজনানুসারে নিয়োগ করেন ;

তিনি বেদগ্রাহ্য, উপনিষৎসমূহে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, তিনি বেদের উৎপত্তির হেতু, ব্রহ্মা তাঁহাকে জানেন, পূর্ব্বকালের দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে জানেন। তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন।

ভাব—যোনিতে যোনিতে—প্রকৃতি এবং অবান্তর প্রকৃতিতে ; প্রকৃতি মূলশক্তি, অবান্তর প্রকৃতি তদুৎপন্ন শক্তি। সকল রূপেতে—প্রকৃতি হইতে নীললোহিতাদি যে সকল বর্ণ প্রকাশ পায় তন্মধ্যে। সকল উৎপত্তিস্থানেতে—প্রকৃতিসমুৎপন্ন বৃক্ষলতাপ্রাণিপ্রভৃতির জন্মস্থানে। পূর্ব্বে প্রসূত—'নিখিল জ্ঞানে পরিপোষণ করেন' এস্থলে বর্ত্তমানার প্রয়োগ এবং পরে তাঁহার সম্বন্ধে উৎপদ্যমান এই বিশেষণ থাকাতে—ঋষিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনার পূর্ব্বে তিনি ভগবদ্ধৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—এই তত্ত্বটি বুঝাইতেছে।

একটি একটি জীবনোপাদান—মূলে জীবনোপাদান নহে জালশব্দ আছে। এতদ্দ্বারা জীবন ধারণ করে—শাব্দিকগণ জালশব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। জালশব্দের ঈদৃশ অর্থগ্রহণ না করিলে, একটি একটি জালকে নানারূপে পরিণত করা সঙ্গত হয় না। জাল, জালক ও জালবান্ উপনিষদে এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। জালক শব্দের অর্থ সামান্য জাল (১৬৪পৃ), জালবান্ শব্দের অর্থ মায়ী (২৬২ পৃ)। জালবান্ শব্দের অর্থ যখন মায়ী, তখন এখানে জালশব্দে মায়া গ্রহণ করাই সমুচিত, তাহা না করিয়া জীবনোপাদান এ অর্থ করিবার কি প্রয়োজন ? মায়া বলিলে বেদান্তমতে প্রকৃতি এবং বৈদিক মতে প্রজ্ঞা বা চিচ্ছক্তি বুঝায়। সুতরাং জালশব্দে শক্তি বা বল এতদতিরিক্ত আর কিছু বুঝায় না। শক্তি বা বলই যে সকল জগতের উপাদান এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। জীবন এই শক্তি ও বলের বিশেষ প্রকাশ বিনা আর কিছুই নহে। যখন শাব্দিকগণ জালশব্দে জীবনোপাদান করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সে অর্থগ্রহণ করিলে, প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি, শক্তি ও বল এ সকল মূল বিষয়ের সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হয়

না, বরং ধাত্বর্থযোগে কিপ্রকারে জালশব্দে উহারা প্রতিপন্ন হয় তাহা যখন আমাদের সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন জালশব্দের জীবনোপাদান অর্থই সঙ্গত জানিয়া এখানে আমরা উহাই গ্রহণ করিয়াছি। সংহরণ করেন—জীবনোপাদানগুলিকে নানারূপে পরিণত করিয়া আবার তাহাদিগকে আপনাতে সংহরণ—বিলীন—করেন, এ কথার অর্থ কি? আমরা যদি বলি আত্মশক্তিকে নামরূপে পরিণত করা আদিসৃষ্টি, তাহা হইলে মনে হয় কোন দোষ উপস্থিত হয় না। নামরূপ জ্ঞেয়রূপে ব্রহ্মেতে স্থিতি করে, বেদান্তের যখন এই মত তখন জ্ঞানেতে জ্ঞেয়রূপে বিলীন করিয়া রাখাই সংহরণ এ কথা বলিলে কিছু দোষ পড়ে না। যখন জগৎপ্রকাশে তাঁহার ইচ্ছা হইল, তখন সেই আত্মস্থ নামরূপ-যোগে নাম ও রূপবান্ মরীচি প্রভৃতিকে তিনি ব্যক্ত করিলেন, এইটিকে উপনিষদের মতে আমরা দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিতে পারি।

প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন—প্রকৃতি এবং স্বভাব এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এই শ্রুতি তাহা প্রদর্শন-করিতেছেন। প্রকৃতি—অপরা প্রকৃতি, স্বভাব—ব্রহ্মের আপনার ভাব—স্বরূপ—পরা প্রকৃতি। গীতা এ জন্যই স্বভাবকে আত্মতত্ত্ব বলিয়াছেন (গী ৮।৩)। অনুবাদে আমরা প্রকৃতিশব্দের ব্যবহার করিয়াছি মূলে যোনিশব্দ আছে। "এই মহৎ ব্রহ্ম (অপরা প্রকৃতি) আমার যোনি, তাহাতে আমি গর্ভ আধান-করিয়া থাকি, তাহাতেই সমুদায় ভূতের উৎপত্তি হয়" (গী ১৪।৩) গীতার এ কথায় বেদান্তানুরূপ জীবের তেজ অপ্ ও অন্নে অনুপ্রবেশে ভূতোৎপত্তি নিবদ্ধ হইয়াছে। ভূতের উৎপত্তি কেবল জীবের অনুপ্রবেশে হয় না। নিয়ন্তার নিয়মন তাহাতে প্রয়োজন, এজন্য 'একমাত্র ভজনীয় সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ দেব প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন' এই বাক্যে শ্রুতি সেই কথা বলিয়াছেন।

যিনি স্বভাবকে—অগ্ন্যাদিতে প্রবিষ্ট জীবতত্ত্ব অগ্ন্যাদির বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তির বিকাশসাধন করে বটে, কিন্তু নিয়ন্তা হইতে তত্ত্ববিষয়ের বিশেষজ্ঞান জীবে উপস্থিত হইয়া তাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইলে তবে সেই বিকাশসাধন তদ্দ্বারা সাধিত হয়। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—'স্বভাবকে পরিপক্ক করেন।' যথাপ্রয়োজন ও প্রয়োজনানুসারে এ দুইটি ক্রিয়াবিশেষণ মূলে নাই অথচ এ দুইটি ক্রিয়াবিশেষণ 'পরিণাময়েৎ' ও 'বিনিয়োজয়েৎ' এই লিঙের প্রয়োগ হইতে উপস্থিত হইয়াছে। যাহার সতত অনুষ্ঠান হয় তাহাতে লিঙের প্রয়োগ হয় না। এখানে লিঙের প্রয়োগ এই দেখাইয়া দিতেছে যে, পৃথিব্যাদির বিশেষ বিশেষ পরিণাম ও সত্ত্ব-রজ-ও-তমোগুণের বিশেষ বিশেষ নিয়োগ যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সেখানে সেইরূপ নিয়ন্তা কর্ত্তৃক সাধিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা তাঁহাকে জানেন—ঈশ্বরানুগৃহীত বুদ্ধি—ব্রহ্মা।

১১। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তা-
দ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥
যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাদ্‌ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥
একোবশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

শ্বেত ৬। ৬—১৩।

'ঈশ্বরাণাং' ক্ষমতাশালিনাং 'তং পরমং মহেশ্বরম্' 'দেবতানাম্' ইন্দ্রাদীনাং 'তং পরমং চ দৈবতম্'

'পতীনাং' প্রজাপতীনাং 'তং পতিম্' 'পরস্তাৎ' পরতঃ অক্ষরাৎ 'পরমং' 'দেবং' 'ঈড্যং' স্তুত্যং 'ভুবনেশং' ভুবনেশ্বরং 'বিদাম' জানীম।

'তস্য' 'কার্য্যং' দেহং 'করণং' চক্ষুরাদি 'চ' 'ন' 'বিদ্যতে' 'তৎ সমঃ চ' 'অভ্যধিকঃ চ' 'ন' 'দৃশ্যতে' 'অস্য' 'বিবিধা এব' 'পরা' 'শক্তিঃ' 'শ্রূয়তে' বেদাদিষু। সা চ শক্তিঃ 'স্বাভাবিকী' স্বরূপভূতা 'জ্ঞান-বলক্রিয়া' জ্ঞানক্রিয়া চিচ্ছক্তিঃ বলক্রিয়া ক্রিয়াশক্তিশ্চ।

'লোকে' 'তস্য' 'কশ্চিৎ' 'পতিঃ' 'ন' 'অস্তি', সুতরাং 'ন' 'তস্য' 'ঈশিতা' শাস্তা 'ন এব চ তস্য' 'লিঙ্গম্' অনুমাপকং চিহ্নম্। 'স' 'কারণং' সর্ব্বেষাং 'করণাধিপাধিপঃ' করণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ অধিপানাং তদধিষ্ঠাতৄণাম্ অধিপঃ প্রেরয়িতা, সুতরাং 'ন চ অস্য কশ্চিৎ' 'জনিতা' জনয়িতা 'ন চ অধিপঃ' ঈশ্বরঃ।

'ঊর্ণনাভঃ' লূতা তন্তুবায়ঃ 'তন্তুভিঃ' স্বপ্রভবৈঃ 'ইব' 'যঃ তু' 'দেবঃ' 'স্বভাবতঃ' স্বরূপতঃ 'একঃ' সন্ 'প্রধানজৈঃ' স্বশক্তিপ্রভবৈঃ নামরূপৈঃ 'স্বম্' আত্মানং 'আবৃণোৎ' আচ্ছাদিতবান্ 'স' 'নঃ' অস্মভ্যং 'ব্রহ্মাপ্যয়ং' ব্রহ্মণি অপ্যয়ং প্রবেশং 'দধাৎ'—লেট্—দধাতু।

'একঃ' অসহায়ঃ, 'দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ, 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ' প্রচ্ছন্ন ভাবেনাবস্থিতঃ, 'সর্ব্বব্যাপী' সর্ব্বতোবিসারী, 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মা অভ্যন্তরঃ আত্মা নিয়ন্তা, 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ' কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তয়িতা, 'সর্ব্বভূতাধিবাসঃ' সর্ব্বপ্রাণিষু বসতীত্যর্থঃ 'সাক্ষী' সর্ব্বভূতানাং দ্রষ্টা 'চেতা' চেতয়িতা, 'কেবলঃ' নিরুপাধিকঃ 'নির্গুণঃ' সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ 'চ'।

'যঃ' 'একঃ' অসহায়ঃ, 'বশী' স্বতন্ত্রঃ, 'বহূনাং' 'নিষ্ক্রিয়াণাং' কর্ত্তৃত্বরহিতানাং জীবানাম্ 'একং' 'বীজং' সূক্ষ্মভূতং জীবনোপাদানং 'বহুধা' বিবিধাকারং 'করোতি' 'যে' 'ধীরাঃ' বুদ্ধিমন্তঃ 'তম্' 'আত্মস্থং' 'অনুপশ্যন্তি' 'তেষাং' 'শাশ্বতং' নিত্যং 'সুখং' 'ন' 'ইতরেষাম্' অপরেষাম্।

'নিত্যানাং' মধ্যে যঃ 'নিত্যঃ', 'চেতনানাং' জীবানাং মধ্যে যঃ 'চেতনঃ' চেতয়িতা, 'বহূনাং' মধ্যে যঃ 'একঃ', 'কামান্' অভিলষিতান্ 'যঃ' 'বিদধাতি' যচ্ছতি, 'সাংখ্যযোগাধিগম্যং' জ্ঞানযোগেন প্রাপ্যং 'দেবং' দ্যোতনস্বভাবং, 'কারণং' সর্ব্বেষাং জনয়িতৃ 'তৎ' পরতত্ত্বং 'জ্ঞাত্বা' 'সর্ব্বপাশৈঃ' সর্ব্ববিধবন্ধনৈঃ 'মুচ্যতে' মুক্তো ভবতি।

যিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, যিনি সকল দেবতার পরম দেবতা, যিনি সকল পতির পরম পতি, সেই পরাৎপর স্তবনীয় দেব ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হই।

তাঁহার দেহ নাই ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান এবং তাঁহা হইতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বিবিধ পরম শক্তি শ্রুত হওয়া যায়। জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি।

সংসারে কেহ তাঁহার পতি নাই, কেহ তাঁহার শাস্তা নাই, তাঁহার কোন (বাহ্য) লক্ষণও নাই। তিনি কারণ এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি, তাঁহার কেহ জনয়িতা নাই, তাঁহার কেহ প্রভুও নাই।

ঊর্ণনাভ যেমন আপনার তন্তুতে আবৃত হয় তেমনি যে দেব স্বভা-

বতঃ এক হইয়া স্বশক্তিপ্রভব সূত্রে (নামরূপে) আপনাকে আবৃত করিয়াছেন তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মেতে নিবিষ্ট হইতে দিন।

সেই অদ্বিতীয় দেব সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সর্ব্বভূতাধিবাস, সাক্ষী, চেতয়িতা, নিরুপাধিক ও নির্গুণ।

কর্ত্তৃত্বশূন্য বহুর ভিতরে যিনি একমাত্র স্বতন্ত্র, যিনি একটি বীজকে বহুপ্রকার করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দর্শন-করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ হয়, অপরের নহে।

নিত্যসমূহের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনসমূহের মধ্যে যিনি চেতন, বহুর মধ্যে যিনি এক, যিনি অভিলষিত বিষয়সমূহ বিধান-করেন, জ্ঞানযোগে অধিগম্য সেই সর্ব্বকারণ দেব পরব্রহ্মকে জানিয়া জীব সর্ব্বপাশবিমুক্ত হয়।

ভাব—সকল ঈশ্বরের—ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের। শক্তি শ্রুত হওয়া যায়—বেদাদিতে বর্ণিত হয়। জ্ঞানক্রিয়া—চিচ্ছক্তি, বলক্রিয়া—ক্রিয়াশক্তি। স্বাভাবিক—আগন্তুক নয় স্বরূপভূত।

ব্রহ্মেতে নিবিষ্ট হইতে দিন—বিবিধ নামরূপ দ্বারা তিনি আবৃত হইয়া আছেন, তাঁহার সেই আবরণ মন হইতে অপসারিত করিলে যে সৎ ও চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তাঁহার স্বরূপ। সেই স্বরূপে নিবিষ্ট হওয়াই তাঁহাতে নিবিষ্ট হওয়া।

কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—কর্ম্মাধ্যক্ষ। প্রকৃতিতে যে সকল ক্রিয়া নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে সে সকল তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এ কথা বলিলে কোন দোষ উপস্থিত হয় না, কেন না প্রকৃতি তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। জীব যদি ঈদৃশ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন হয়, তাহার নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তবে তাহাতে ধর্ম্মকর্ম্মাদি এবং তজ্জনিত ফলভোগ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমরা (২৩৫ পৃষ্ঠায়) এতৎসম্বন্ধে বেদান্তসিদ্ধ বিশেষ মত কি তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। জীব যাহা ইচ্ছা করে ঈশ্বর তাহার ইন্দ্রিয়গণ যোগে সেইটি করান, ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার কর্ত্তৃত্ব আছে বটে কিন্তু উহা নিরপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব নহে ইহাই বুঝিতে হইবে। জীব কর্ত্তা পরাত্মা কারয়িতা, এ কথা বলিলে পরাত্মার কর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বের কোন ক্ষতি হইতেছে না।

কর্ত্তৃত্বশূন্য—নিরপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া কর্ত্তৃত্বশূন্য বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্র—মূলে 'বশী' শব্দ আছে। তিনি আপনার বশে আপনি অবস্থিত, কর্ত্তৃত্বে অন্যনিরপেক্ষ, সুতরাং স্বতন্ত্র। একটি বীজকে—সকল জীবে একই চৈতন্য জীবনের মূল উপাদান, অথচ ভিন্ন ভিন্ন জীবে

উহার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি হইয়া জীব পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র জীবন ধারণ করে। এরূপ হইবার কারণ এখানে শ্রুতি স্বয়ং পরাত্মাকেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এরূপ ভিন্নতার ভিতরে যদি জীবনিষ্ঠ সংস্কারাদি কারণরূপে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে পরাত্মাতে বৈষম্যদোষ উপস্থিত হয়। এই দোষনিরসনের জন্য শ্রুতির কি সিদ্ধান্ত জীবাত্মবল্লীতে উহার উল্লেখ আছে।

১২। একো হংসো ভুবনস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হয়নায়॥
স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥
স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥

শ্বেত ৬।১৫—১৯।

'ভুবনস্য মধ্যে' 'একঃ' 'হংসঃ' পরাত্মা। 'স এব অগ্নিঃ' স এব 'সলিলে' জলে 'সন্নিবিষ্টঃ', 'তম্' পরাত্মানম্ 'এব' 'বিদিত্বা' 'মৃত্যুং' 'অতি' 'এতি' অত্যেতি অতিক্রামতি। 'অয়নায়' পরমপদপ্রাপ্তয়ে 'ন অন্যঃ' 'পন্থা' উপায়ঃ 'বিদ্যতে'।

'যঃ' 'বিশ্বকৃৎ' বিশ্বস্রষ্টা 'বিশ্ববিৎ' বিশ্বস্থসর্ব্ববিষয়বেত্তা, 'আত্মযোনিঃ' স্বয়ম্ভূঃ 'কালকারঃ' কালস্য কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা 'গুণী' সর্ব্ববিধকল্যাণগুণসম্পন্নঃ, 'সর্ব্ববিৎ' সর্ব্বজ্ঞঃ 'স' 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ' পরাপর-

প্রকৃতিস্বামী 'গুণেশঃ' সত্ত্বরজস্তমসাং নিয়ন্তা 'সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ' সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধনানাং কারণম্।

'স' 'তন্ময়ঃ' জগদাত্মভূতঃ, অথচ 'অমৃতঃ' অবিকারী, 'ঈশসংস্থঃ' নিয়ন্তৃরূপেণ নিত্যপ্রকাশমানঃ 'জ্ঞঃ' জ্ঞাতা, 'সর্ব্বগঃ' সর্ব্বত্র প্রবিষ্টঃ, 'অস্য' 'ভুবনস্য' 'গোপ্তা' পালয়িতা, 'যঃ' 'নিত্যম্ এব' 'অস্য জগতঃ' 'ঈশে' ইষ্টে 'ঈশনায়' জগন্নিয়মনায় 'ন অন্যঃ' 'হেতুঃ' কারণং কর্ত্তা 'বিদ্যতে' তমৃতে।

'পূর্ব্বং' সর্গাদৌ 'যঃ' 'ব্রহ্মাণং' হিরণ্যগর্ভং 'বিদধাতি' ব্যক্তং করোতি 'যঃ পুনঃ' 'তস্মৈ' হিরণ্যগর্ভায় 'বেদান্ চ' 'প্রহিণোতি' প্রচোদয়তি, 'তং' 'হ' এব 'আত্মপ্রকাশম্' আত্মনঃ জীবস্য বুদ্ধেঃ প্রকাশো যস্মাৎ 'দেবং' 'মুমুক্ষুঃ' মুক্তীচ্ছুঃ সন্ 'অহং' 'শরণং' 'প্রপদ্যে' গচ্ছামি।

'নিষ্কলং' নিরবয়বং 'নিষ্ক্রিয়ং' কূটস্থং 'শান্তং' প্রপঞ্চাতীতং 'নিরঞ্জনং' নির্লেপম্ 'অমৃতস্য' মোক্ষস্য 'পরং সেতুং' পরমোপায়ং 'দগ্ধেন্ধনং' দগ্ধানি ইন্ধনানি কাষ্ঠানি যেন তং দেদীপ্যমানম্ 'অনলম্' 'ইব' তমহং শরণং প্রপদ্যে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

এই ভুবনমধ্যে যিনি একমাত্র পরমাত্মা, তিনিই অগ্নি, তিনিই সলিলে সন্নিবিষ্ট। তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রমকরা যায়, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর পরমপদপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।

যিনি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বস্থ সমুদায় বিষয়ের বেত্তা, স্বয়ম্ভূ, কালের কর্ত্তা, নিখিলগুণসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ; তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের স্বামী, গুণসমূহের নিয়ন্তা, সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-ও-বন্ধনের হেতু।

তিনি জগন্ময় অথচ অবিকারী, তিনি নিয়ন্তৃরূপে নিত্য প্রকাশমান, তিনি জ্ঞাতা, সর্ব্বগত, ভুবনের পালয়িতা, এবং তিনি এই জগতের শাসন করেন, তাঁহা ব্যতিরেকে জগতের নিয়মনার্থ আর কোন কর্ত্তা নাই।

যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে ব্যক্ত করেন এবং যিনি তাঁহার হৃদয়ে বেদসকলের প্রেরণা করেন, মুমুক্ষু হইয়া আমি সেই জীবের বুদ্ধিপ্রকাশক দেবের শরণাপন্ন হই।

নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিষ্কলঙ্ক, অমৃতের পরম সেতু, দীপ্যমান অনলসদৃশ [সেই দেবের শরণাপন্ন হই]।

ভাব—একমাত্র পরমাত্মা—মূলে হংসশব্দ আছে। হংসশব্দের আভিধানিক অর্থ পরমাত্মা। হন্ ধাতুর অর্থ—গতি (বৈদিক)। সর্ব্বত্র যাঁহার গতি, যাঁহা হইতে সকলের গতি উৎপন্ন হয় তিনি হংস, এই অর্থে হংস শব্দের অর্থ পরমাত্মা। যিনি অজ্ঞানতা বিনাশ-করেন তিনি হংস, ঈদৃশ অর্থ করিলেও পরমাত্মাই বুঝায়।

ব্রহ্মাকে ব্যক্ত করেন—মূলে যে ক্রিয়াটী আছে তাহার আক্ষরিক অর্থ বিধান-করেন। বিধান-করেন এ ক্রিয়ার অর্থ সৃজন-করেন করিলেও বিধাতৃপুরুষে জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত আদিজীবকে তিনি অভিব্যক্ত করিলেন এই অর্থই প্রকাশ পায়। সুতরাং 'ব্যক্ত করেন'

এই সুস্পষ্ট কথা আমরা অনুবাদে নিবিষ্ট করিয়াছি। জীবের বুদ্ধিপ্রকাশক—এই বিশেষণে কেবল আদিজীবের হৃদয়েই বেদবিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে জীবমাত্রের হৃদয়ে তিনি বেদবিস্তার করেন, ইহাই বুঝাইতেছে।

নিষ্ক্রিয়—নিষ্ক্রিয় শব্দের অর্থ—কূটস্থ। বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে যিনি আপনি নিত্য অপরিবর্ত্তিত থাকেন তিনি কূটস্থ। বিবিধক্রিয়াপূর্ণ এই জগতের মধ্যে আপনি সকল ক্রিয়ার মূল হইয়াও যিনি আপনি অক্রিয় ক্রিয়াশূন্য ক্রিয়াজনিতবিকার-বিরহিত হইয়া স্থিতি করেন, তিনি নিষ্ক্রিয়। অন্যথা "তিনি আপনাকে আপনি করিলেন, তাই তাঁহাকে সুকৃত বলা হইয়া থাকে" (৮।৬) এবংবিধ উপনিষৎবাক্যসকল অসিদ্ধ হয়।

ঐশ্বর্য্যবত্তাই ভগবত্তা, সুতরাং পরব্রহ্ম যখন সকল ঐশ্বর্য্য সংহরণ-করিয়া আপনাতে আপনি বিদ্যমান থাকেন, তখন আর তাঁহাকে ভগবান্ বলা যাইতে পারে না, এই জ্ঞানে অনেকে ভগবান্ শব্দটি অনিত্য মনে করেন। লয়কালে সকল ঐশ্বর্য্য যদি তাঁহাতে অব্যক্তভাবে স্থিতি করে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তৎকালে সে সকল তাঁহার জ্ঞানের বিষয় কি না ? যদি বল উহারা তাঁহার জ্ঞানের বিষয় নয়, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানস্বরূপেরও অনিত্যতা উপস্থিত হয়। যদি বল তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিষয়ক জ্ঞান তখনও থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ভগবত্তাও নিত্য হইল। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন— "এই ব্রহ্মেতে কিছুই ভিন্নরূপ নাই মনের দ্বারা এইরূপ তাঁহাকে দেখিতে হইবে। যে ব্যক্তি ইহাতে ভিন্ন রূপের মত কিছু দেখে, সে মৃত্যুর পর ভয়ের কারণ দেখে। ধ্রুব, অপ্রমেয় এই ব্রহ্মকে অখণ্ডরূপে দেখিতে হইবে। তিনি নির্ম্মল জন্মরহিত আকাশের অতীত মহান্ ধ্রুব পরাত্মা (৪।১৫)।" এই শ্রুতিমধ্যে যে সকল বিশেষণ আছে, সেগুলি ভগবত্তা যে নিত্য তাহাই প্রদর্শন-করিয়া থাকে। "যিনি এক এবং বর্ণহীন" (৬।৭) এই শ্রুতির প্রতি উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা মনে করেন, স্বীয় ঐশ্বর্য্যে বহু হওয়াই তাঁহার ভিন্নরূপত্ব, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যগুলির অনিত্যত্ব সিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের একবিধত্ব রক্ষা-করেন। তাঁহার ভিতরে নিবিষ্ট হইয়া যে সকল ঐশ্বর্য্য আছে তাহাদের তাঁহাকে ছাড়িয়া—তাঁহার সত্তানিরপেক্ষ হইয়া কদাপি স্থিতি নাই, সুতরাং সে সকল ঐশ্বর্য্যের দ্বারা কূটস্থ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় তাঁহার যে ভিন্নরূপতা হয় না, এই সিদ্ধান্তই আদরণীয়। যদি এরূপ না হয় তাহা হইলে "সেই নামরূপ যাঁহার মধ্যে আছে তিনি "ব্রহ্ম" (৩।১৯) এবংবিধ শ্রুতিসকলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐশ্বর্য্যবিস্তার করিতে গিয়া যদি তাঁহার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে সমূলে সকলই বিনষ্ট হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাঁহার জ্ঞানে যে সকল বিষয় আছে উহারা অনাদি এবং সেই অনাদিত্ববশতই সেই জ্ঞান হইতে উহারা যথাযথ

উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং অসর্ব্বজ্ঞ জীবে উত্তরোত্তর নানা ভাব উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাতে যে দোষ উপস্থিত হয় পরমাত্মাতে সে দোষ ঘটে না।

১।২। ব্রহ্ম প্রতিহৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছেন, অথচ সেরূপে প্রকাশ পাইয়াও উঁহার অতীত হইয়া আছেন, এইটি যেখানে বর্ণিত হয় সেখানেই ব্রহ্মের ভগবত্ব অনুভূত হইয়া থাকে, প্রথম ও দ্বিতীয় বচনসমষ্টিতে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। হৃদয়ে যখন চিত্ত নিবিষ্ট হয় তখন উঁহার সন্নিধানে স্থূল কিছুই থাকে না, সূক্ষ্ম চিৎসত্তা উঁহাতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সেই সত্তা ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রতিভাত হইলেও বুদ্ধিতে উঁহার অনন্তত্ব থাকিয়া যায়। অনন্তত্ব বুদ্ধিতে থাকে বলিয়াই সেই সত্তার সর্ব্বকালনিয়ন্তৃত্ব মনে প্রতিভাত হয় এবং সেই সত্তা পুরুষ (পুরিশয়) শব্দে উক্ত হইয়াও উহা যে পরা ও অপরা প্রকৃতি আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে ইহাও হৃদয়ঙ্গম হয়। "নিখিলগুণসম্পন্ন (গুণী) (৯।১২)" এই শ্রুতি দেখাইতেছে, ব্রহ্মেতে বিবিধ কল্যাণগুণ স্ফূর্ত্তি না পাইলে তাঁহার ভগবত্ব পরিষ্কার প্রতিভাত হয় না। আর এই জন্যই পরম পুরুষে "জ্যোতির ন্যায় অনাবৃতস্বরূপ" "উজ্জ্বল-বর্ণ" ঈদৃশ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। "শান্ত, শিব, অদ্বৈত" (৭১পৃ) এস্থলে অদ্বৈত এই বিশেষণ দেখাইতেছে শিবস্বরূপের কোন কালে ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। এ অধ্যায়েও ভাবান্তরতাশূন্য দেখাইবার জন্যই "তিনিই অদ্য তিনিই আগামী দিনে বিদ্যমান" এরূপ উক্ত হইয়াছে। শিবই সেই পরাত্মা। যদিও সর্ব্বত্র শিবস্বরূপের স্পষ্টবাক্যে উল্লেখ হয় নাই, তথাপি ভগবত্ত্বপ্রদর্শনের জন্য তৎপ্রকাশক যে সকল বিশেষণ উল্লিখিত হই-য়াছে সে সকল বিশেষণের মূল শিবস্বরূপ। যেমন এই অধ্যায়ে "বেদের উৎপত্তির হেতু (ব্রহ্মযোনি)" এই বিশেষণটি সাধকবুদ্ধিতে তাঁহার বেদপ্রকাশকত্ব ঝটিতি প্রকাশ করে তেমনি "কর্ত্তা" এই বিশেষণটি তিনি যে ভারার্পণের স্থান, এবং "প্রাণ" এই বিশেষণটি তিনি যে নিরতিশয় প্রিয় ইহা প্রকাশ করিয়া থাকে। তিনি এই সকল বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাতে ক্রীড়া, তাঁহাতে রতি, তাঁহার মননাদিতে অনুরাগ সম্ভব পায়। ভগব-দারাধনায় তাঁহার সাম্যলাভ এবং নিষ্কলঙ্কতা তাঁহারই বিশেষ অনুগ্রহ দেখায়।

৩। তৃতীয়ে যে শ্রুতিটী আছে উহার অর্থ ভাষ্যকারের অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছে। শিবাচার্য্য কিন্তু ইহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়া-ছেন, "চারিদিকে প্রকাশ পায় এই অর্থে আকাশ—প্রকাশ। ভূতাকাশে কিছু বিশেষত্ব নাই, সুতরাং এ আকাশ ভূতাকাশ নয় চিদাকাশ। এই চিদাকাশকেই পরমপ্রকৃতিরূপা পরমশক্তি বলা যায়, ইনি জলধির ন্যায় যাঁহার মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরাশি স্তূপে স্তূপে ভাসমান রহিয়াছে। চিদাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম আকাশশরীর। চিদাকাশের পরমপ্রকৃতিত্ব—'আকাশ হইতে এই সমুদায় ভূত উৎপন্ন হয়, আকাশেই অস্তগমন করে' 'আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক'—এই সকল শ্রুতিতে সিদ্ধ হয়। সত্যাত্ম—সত্তাস্বরূপ। প্রাণারাম—সকলের আধারভূত চিদাকাশ-প্রকৃতি—প্রাণ ; সেই স্বরূপভূতা চিদাকাশপ্রকৃতিতে যাঁহার

আরাম তিনি প্রাণারাম। মনআনন্দ—বাহ্যেন্দ্রিয়ে নহে কিন্তু মনেতেই যাঁহার আনন্দ তিনি মনআনন্দ। এস্থলেও সেই চিদাকাশ-প্রকৃতিই আনন্দ, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 'এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত তাহা হইলে কে চেষ্টা করিত, কে প্রাণধারণ করিত?' শান্তিসমৃদ্ধ—শিবত্বসম্পন্ন। অমৃত—অনাদিমুক্ত। সচ্চিদানন্দ পরমাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম বাহ্যেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হইয়া আপনার স্বরূপানন্দ মনের দ্বারা অনুভব-করেন, মনআনন্দ এই বিশেষণে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। এই বিশেষণটিই বুঝাইতেছে, বাহ্যেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ অন্তঃকরণ ব্রহ্মভাবাপন্ন মুক্তগণের স্বরূপানন্দসম্ভোগের উপায় হইয়া থাকে। অতএব বাহ্যেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ শুদ্ধবোধশক্তিরূপ মনের দ্বারা স্বরূপানন্দসম্ভোগপূর্ব্বক ব্রহ্ম নিত্যতৃপ্ত।" এখানে চিচ্ছক্তিই ব্রহ্মের শরীর এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ বোধরূপ মনের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপানন্দসম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে, আনন্দসম্ভোগে মুক্তগণের ব্রহ্ম সহ সমতা। ফলতঃ চিচ্ছক্তি ব্রহ্মের শরীর নহে, কিন্তু চিচ্ছক্তির প্রকাশই ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ। আনন্দ কি? আত্মস্বরূপপ্রকাশই আনন্দ। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন :—"তিনি আপনি আপনাকে করিলেন, তাই তাঁহাকে সুকৃত বলা যায় (৮।৬) "যেহেতু ইনি সুকৃত, তাই ইনি রসস্বরূপ (৪।১২)।" স্বরূপানন্দসম্ভোগ কি? স্বরূপলীলাবিস্তারই স্বরূপানন্দসম্ভোগ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তাঁহাকেই দর্শন করেন যিনি অমৃত (নির্ব্বিকার) হইয়া আনন্দরূপে প্রকাশ পান" (৮৩পৃ) "এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত, তাহা হইলে কে চেষ্টা করিত, কে প্রাণধারণ করিত? ইনিই আনন্দিত করেন (৪।১২)।" ব্রহ্ম বাহ্য ও অন্তর সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত (৬।৬), তিনি যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ তেমনি অন্তরেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ। তাঁহাতে স্বরূপাতিরিক্ত জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি কদাপি সম্ভবে না। বোধস্বরূপই তাঁহার মন যদি এ কথা বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাতে মননের সম্ভাবনা এবং মননসম্ভাবনাবশত তাঁহাতে জ্ঞান-জ্ঞেয়-ও-জ্ঞাতৃত্বভেদ উপস্থিত হয়। ইহাতে জীবের যে প্রকার নিত্য-সন্নিহিত জ্ঞান নয়, ব্রহ্মেরও সেই প্রকার নিত্যসন্নিহিত জ্ঞানের অভাব ঘটে। যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে শ্রুতি কেন বলিয়াছেন "ইহাকে ছাড়া অন্য মননকর্ত্তা নাই (১৬১পৃ)।" "মনের মন" (৫।১)" শ্রুতি এখানে তাঁহাকে মনের প্রেরয়িতৃরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণা বিনা কাহারও মননে সামর্থ্য জন্মায় না, তাই এস্থলে শ্রুতির অর্থ এই যে, ইহাকে—প্রেরয়িতাকে—ছাড়া—তন্নিরপেক্ষ কেহ মননকর্ত্তা নাই। সুতরাং মূলে যে শ্রুতিটী আছে উহা জীবের সন্নিধানে পরাত্মা কি প্রকারে আত্মপ্রকাশ করেন তাহাই প্রদর্শন করে, এই সিদ্ধান্তই ঠিক। ব্যাখ্যা সেইরূপই করা গিয়াছে।

৪। চতুর্থে ব্রহ্ম যেখানে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে ভগবদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করেন সেখানে তাঁহার উপাসনা কি প্রকারে হয় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। "যাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবন ধারণ করে, অন্তে যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়" (৪।১৩) এস্থলে জন্ম জীবনধারণ ও লয় এই ক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। "ব্রহ্ম

হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্‌ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া (২।১)", এখানে জন্ম জীবনধারণ ও লয় এ ক্রম লঙ্ঘন-করিয়া জন্ম লয় ও জীবনধারণ এই ক্রম নিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ ক্রমলঙ্ঘনের কারণ কি তাহা বিচার করিয়া দেখা সমুচিত। কারণনির্ণয় করিতে গিয়া "তজ্জলান্" এস্থলে প্রত্যয়লোপ হইয়াছে এরূপ কল্পনা না করিয়া অন্ যেমন আছে তেমনই ভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্—অনন। তদন্—তাঁহার (ব্রহ্মের) অনন—ক্রিয়া। ব্রহ্মের সহিত অপৃথক্ ভাবে স্থিতি না হইলে জগৎ আবরণ হইয়া উঠে, ব্রহ্ম পরোক্ষ হন। এজন্যই কারণে কার্য্যের লয় করিয়া তৎসহ অপৃথক্ ভাবে স্থাপন-পূর্ব্বক যাহা অবশেষ থাকে উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে বা স্বপ্ন নহে, কিন্তু তাঁহারই অনন (ক্রিয়া), তাঁহারই স্বরূপপ্রকটন, তাঁহারই বিচিত্র শক্তির আবিষ্কার এইটি প্রদর্শনের নিমিত্ত "যাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবনধারণ করে" এই শ্রুত্যুক্ত ক্রম উল্লঙ্ঘনকরা হইয়াছে। এইরূপে জগতের লয়সাধন এবং বিচিত্রশক্তির আবিষ্কার প্রত্যক্ষ-করা বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা হয় না জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা হয় ভাষ্যকারের নিজের কথাই (৩৬।৩৭পৃ) উহার প্রমাণ। তবে যে তিনি সমাধান করিয়াছেন, উপাসনা সিদ্ধ করিবার জন্য যখন এখানে মনোময়াদি উল্লিখিত হইয়াছে তখন মনোময়াদির লয়সাধন করিতে হইবে না, তাহা—শ্রুতিতে কেন ক্রম উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহার কোন বিচার না করিয়াই—তিনি করিয়াছেন ইহাই মনে করিতে হইবে। শ্রুতি কখন বিনা কারণে চিরপ্রসিদ্ধ ক্রমের বিপরিবর্ত্তন করেন নাই। কারণ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র উপাস্য, কার্য্য কোথাও উপাস্য নহে। "নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম" এস্থলে "ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া" এই হেতুতে এখানে ব্রহ্মই উপাস্য, কার্য্যভূত জগৎ কদাপি উপাস্য নহে। যদি বলা যায় "ব্রহ্মদৃষ্টির উৎকর্ষবশতঃ (৪।১।৫)" জগতে ব্রহ্ম দৃষ্টিই এখানে বিহিত হইয়াছে, জগদ্বিলয় করিয়া ব্রহ্ম এখানে উপাস্য বলিয়া গৃহীত হন নাই, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, শ্রুতিতে অগ্রে জগতের লয় নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই লয়ের পর উল্লিখিত অনন (স্বরূপ প্রকটন) কাহার ? যদি পূর্ব্বে জগতের লয় হইয়া থাকে, তবে সে জগতের অনন (ক্রিয়া) কি প্রকারে হইবে ? লয় দ্বারা কারণ ব্রহ্মের সহিত জগৎকে অপৃথক্ করিয়া লওয়াতে তখনও যে অনন (ক্রিয়া) প্রত্যক্ষ হয়, উহা সেই জগতের নহে কিন্তু জগতের প্রেরয়িতা ব্রহ্মের, ইহাই সরল সিদ্ধান্ত। ফলতঃ মন, প্রাণ, ভা (দীপ্তি), সঙ্কল্প, আকাশ, কর্ম্ম, অভিলাষ, গন্ধ ও রস এ সকলের যিনি কারণ সেই ব্রহ্মই এখানে উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন মনআদি উপাস্যরূপে গৃহীত হয় নাই। যদি মনআদিই উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে তাহা হইলে "ইনি আমার আত্মা" এ কথা বলার কোন অর্থ থাকে না। আত্মা এই শব্দের উল্লেখ হওয়াতে বুঝা যাইতেছে, এখানে ব্রহ্মকে অন্তর্যামি-ও-প্রেরকরূপে গ্রহণ শ্রুতির অভিপ্রায়। শ্রুতির এ অভিপ্রায়ের অনাদর করিয়া এখানে প্রপঞ্চগ্রহণে উপাসনাবিধানকরা হইয়াছে এ কথা বলা শ্রুতির অভিপ্রায়ের

বিপরীত। যদি বল প্রপঞ্চপরিহার করিয়া ব্রহ্মই যদি এখানে গ্রহণীয় হইবেন তাহা হইলে মনআদি কেন গৃহীত হইল? এ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই:—"দ্বৈত প্রপঞ্চের বিলয়সাধন না করিলে ব্রহ্মতত্ত্বের বোধ হয় না, এজন্য ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের প্রতিকূল দ্বৈত প্রপঞ্চের বিলয়সাধন করিতে হইবে" এ কথা নির্ব্বিবাদ হইলেও "বিলয়সাধনকরা পুরুষমাত্রের অশক্য" এই সঙ্কট উপস্থিত। যদি বল বিদ্যার সহায়তায় এ সঙ্কট হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, তাহা হইলে কেন মনে কর না এই শাণ্ডিল্যবিদ্যাতেই তাহা হইবে, কেন না এই বিদ্যাতে প্রপঞ্চের লয়সাধনের সরলপন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। মনআদির উল্লেখ কেন হইল এ সংশয় করিবার কোন মূল নাই। উহারা যে ব্রহ্মদর্শনে প্রতিকূল, ইহা তো সকলেরই নিত্য প্রত্যক্ষ। যাহারা প্রতিকূল তাহাদিগকে কি প্রকারে অনুকূল করিয়া লইতে হইবে শ্রুতি তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। মনআদিকে এখানে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয় নাই, যদি প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইত তাহা হইলে এখানে আত্মার উপদেশ (৪।১।৪) থাকিত না, কেন না আত্মার উপদেশ প্রতীকবিরোধী। "ব্রহ্ম রূপবৎ নহেন, কেন না তিনি প্রধান (৩।২।১৪)।" ব্রহ্ম প্রধান—নামরূপের নির্ব্বাহক—কারণ, সুতরাং নামরূপবান্ কার্য্যসমূহের মধ্যে তিনি অরূপ, সূত্রকার এ কথা বলাতে বুঝা যাইতেছে রূপবান্ কার্য্যসমূহের মধ্যে অরূপবান্ কারণদর্শন তাঁহার অনুমোদিত। এ সকল কথা শাণ্ডিল্যসূত্রের ব্যাখ্যায় পরিষ্কার হইবে।

শাণ্ডিল্যসূত্র বলিতেছেন:—[জীবাত্মা হইতে পরাত্মা] নিরতিশয় শ্রেষ্ঠ এজন্য "কাশ্যপাচার্য্য ঐশ্বর্য্যবিষয়ক বুদ্ধিকেই [শ্রেয়ের কারণ মনে করেন]।" ২৯। "শুদ্ধ আত্মবিষয়ক বুদ্ধিকেই বাদরায়ণাচার্য্য" [মুক্তির কারণ মনে করেন]। ৩০। "ঐশ্বর্য্য ও আত্মা এ উভয়বিষয়ক বুদ্ধিকে শাণ্ডিল্য আচার্য্য [শ্রেয়ের কারণ মনে করেন], কেন না শ্রুতি ও যুক্তি উভয়দ্বারা" [ইহাই প্রতিপন্ন হয়]। ৩১। "নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম" (২১পৃ) এস্থলে ঐশ্বর্য্য এবং "এই আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে (২৫২পৃ)" এস্থলে স্বয়ং আত্মা, উপাসনাবিধানস্থলে এ উভয়ই যে শ্রুতি বিধান-করিয়াছেন, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির পর্য্যালোচনায় তাহাই প্রতীত হইয়া থাকে। "ভজনীয় পরাত্মা সহ এ সমুদায় অদ্বিতীয় [অর্থাৎ অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত] কেন না সমুদায়ের তৎস্বরূপে স্বরূপবত্তা"। ৮৫। এখানে ভগবদ্ভক্তিচন্দ্রিকাখ্য শাণ্ডিল্যসূত্রের ব্যাখ্যারচয়িতা শ্রীমন্নারায়ণতীর্থ বলিয়াছেন:—"সমুদায় পদার্থ তাঁহারই (ব্রহ্মেরই) বিবর্ত্ত, সুতরাং তৎস্বরূপ। পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ-না-করিয়া পরবর্ত্তী রূপে প্রকাশ বিবর্ত্ত। ঘটাদি যেমন স্বকারণ মৃত্তিকা হইতে সত্তার অপৃথক্, বিবর্ত্তের তেমনি স্বকারণ হইতে অপৃথক্ সত্তা। যাহাতে সত্তা নাই উহা অলীক। সত্তা—বিষয়জ্ঞান। সত্তা যদি তাহাই হইল তাহা হইলে জটিলতাপরিহারজন্য বলিতে হইবে সেই নিত্যজ্ঞান স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বরূপ। অস্তি ভাতি ও প্রিয়রূপে

প্রকাশমান নামরূপাত্মক এ সমুদায়ের নামরূপের অভাব হইলে ব্রহ্মই থাকেন।...... 'সমুদায় বাসুদেব [এ বুদ্ধি যাঁহার] তাদৃশ মহাত্মা সুদুর্লভ।' ভগবদ্গীতার এ কথায় অদ্বৈতজ্ঞানযুক্ত ভক্তেরই উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অদ্বৈতজ্ঞানযুক্ত বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বত্র যে বিবিধ প্রকারের পরিচ্ছিন্নতা লক্ষিত হয় 'সমুদায় বাসুদেব' এ বুদ্ধিবশতঃ উহা আর লক্ষিত হয় না, পূর্ণতাদি মাহাত্ম্যজ্ঞান জন্মায়। সেই জ্ঞানে ব্যবধানসত্ত্বেও সকলের ব্রহ্মস্বরূপতা অনুভূত হয় এবং সেই অনুভবে ব্রহ্মেতে নিরতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূত্রস্থ অদ্বিতীয় শব্দ পারমার্থিক, কেন না তৎস্বরূপতাবশতঃ যখন সকলই উপাদেয় (কারণ সহ অভিন্ন) হয় তখন আর দ্বিতীয় রহিল না। উপাদেয়ের [কারণ সহ অভিন্নতাপ্রাপ্ত পদার্থের] অবিনাশিত্বলক্ষণাক্রান্ত পারমার্থিকতা সম্ভবে না ; সুতরাং উহার যে তৎস্বরূপতা তাহা তাদাত্ম্য ; তাদাত্ম্য—ওতপ্রোতভাবে স্থিতির অবিরুদ্ধ অভেদ ও অবিভাগ। ইহার প্রমাণ—'ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে অপৃথক্ ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম,' 'তাঁহা হইতে জগৎ, জগৎ তাঁহাতে, হে মুনি, তিনি নিখিল জগৎ।'" কারণ-ব্রহ্ম—জগতে প্রকটশক্তি, আত্মাতে পরাত্মা—এই উভয় ভাবের মিলনজন্য ভগবান্, শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে এইটি যে পরিষ্কার আছে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

জগতে প্রকটশক্তি আত্মাতে পরাত্মা—এ অংশের প্রকৃত ভাব বুঝিতে হইলে দুইটী শ্রুতির নিয়োগ প্রয়োজন। প্রথমটী "রূপে রূপে তিনি প্রতিরূপ" দ্বিতীয়টী "এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূ।" জগৎকে ব্রহ্মেতে লয় করিয়া অপৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিলে যে বৈচিত্র্য সাধকসন্নিধানে প্রকাশ পায় সে বৈচিত্র্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎক্রিয়াশক্তির, সুতরাং "রূপে রূপে"—বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যে তিনি আপনি "প্রতিরূপ" হইয়া প্রকাশমান. এইটি পরিগ্রহ হওয়াতে জগৎ নহে কিন্তু ব্রহ্মের আত্মশক্তির প্রকাশ সাধকের অনুভবগোচর হইল। যেখানে শক্তিবৈচিত্র্য নহে কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্য প্রকাশমান, সেখানে পরাত্মা আপনার বিচিত্র অনুভবসমূহ জীবাত্মাতে প্রকাশ করিতেছেন, এইটি পরিগ্রহ হওয়াতে সে সকল অনুভব জীবাত্মার নহে কিন্তু পরাত্মার, সুতরাং যিনি সর্ব্বানুভূ (সর্ব্ববিষয়ের অনুভবিতা) তিনি সাধকের অনুভবগোচর হইলেন। ব্রহ্মের শক্তিবৈচিত্র্য ও জ্ঞানবৈচিত্র্য এইরূপে অনুভবগোচর হয় বলিয়া এ দর্শনকে ভগবল্লীলাদর্শন বলা যাইতে পারে। সত্তামাত্রে ব্রহ্মদর্শন সাক্ষাদ্দর্শন এ দর্শন সাক্ষাৎ দর্শন নহে, এরূপ বিতর্ক বৃথা, কেন না ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি কোন কালে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, আমাদেরই বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা আমাদের মন হইতে জ্ঞান ও শক্তির চিন্তা অপসারিত করিয়া রাখিয়া কেবল সত্তামাত্র চিন্তার বিষয় করি। ভগবানের জ্ঞানশক্তিতে জগৎ জ্ঞানশক্তির আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং ভগবান্ সেই জগৎকে জীববুদ্ধিতে প্রকট করেন, এখানকার মুখ্য কথা এই। জগৎপ্রকটনে তাঁহার আত্মপ্রকটন হইতেছে, ইহাই বা কি প্রকারে অস্বীকার

করা যাইতে পারে? তাঁহার আপনার জ্ঞানশক্তিপ্রকটনই যে আত্মপ্রকটন, তত্ত্বরল্লীতে ইহার বিশেষ বিবৃতি দৃষ্ট হইবে।

৫। পঞ্চমে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, জীবের বুদ্ধিতে ব্রহ্ম যদিও ত্রিবিধ প্রকারে প্রকাশ পান, তথাপি তাঁহাতে কোন ভেদ উপস্থিত হয় না, কেন না এই ত্রিবিধ প্রকাশের একটিতেও পূর্ণতার হানি হয় না। শ্রীমচ্ছঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আপনাদের মত এই শ্রুতির সাহায্যে যে প্রকারে সমর্থন-করিয়াছেন, এ উভয়ই এস্থলে ব্যাখ্যানরীতিতে অনাদৃত হয় নাই, বরং তত্ত্বাবিষ্কার করিতে গিয়া, আমরা মনে করি, উভয় পক্ষের ব্যাখ্যানমধ্যে যে সত্য আছে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীমচ্ছঙ্করকৃত ব্যাখ্যানের সার এই :—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি আপনাকে জানিলেন" এই শ্রুতির অর্থ হইতে "ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ" "এই ব্রহ্ম পূর্ণ" নিষ্পন্ন হইতেছে। কেন না ঐ শব্দে অপরোক্ষ ব্রহ্ম পূর্ণ এইটি নির্ণয় করিয়া এই শব্দে নামরূপস্থ কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম পূর্ণ এইটি অবধারিত হইতেছে। "ঐ পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে এই পূর্ণ ব্রহ্ম উদ্গত হন" এ অংশের এই অর্থ হইতেছে যে কারণাত্মক পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যাত্মক ব্রহ্মের উদয় হইলেও তদ্দ্বারা স্বস্বরূপের পূর্ণতার কিছু হানি হইতেছে না। "পূর্ণের পূর্ণত্ব আদান করিলে পূর্ণ অবশেষ থাকেন" এ অংশের অর্থ এই যে, কার্য্যাত্মক পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণত্ব আদান করিলে অর্থাৎ ভূতমাত্র উপাধির সংসর্গজন্য যে প্রতীতি হয় সেইটিকে নিজ জ্ঞানে অপসারিত করিয়া দিলে কেবল পূর্ণ ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, যাঁহার কার্য্যের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই তিনি সর্ব্বাতীত, যিনি প্রতিকার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন তিনি সর্ব্বগত, যিনি সর্ব্বকার্য্যে প্রবিষ্ট থাকিয়াও মায়াগন্ধশূন্যতাবশতঃ তাহার অতীত, তিনি সর্ব্বান্তর্ভাবক, এ সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই। "যদিও সর্ব্বত্রই পূর্ণতা অবিশেষ তথাপি তাঁহার শক্তির ব্যক্ততা-ও-অব্যক্ততানিবন্ধন তারতম্য আছে" বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এ সিদ্ধান্ত নিরতিশয় বিরুদ্ধ নহে। কেন না সর্ব্বত্র বিষ্ণুর পূর্ণতা অবিশেষ এই কথা স্বীকার করিয়া তাঁহারা "ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ এই ব্রহ্ম পূর্ণ" এই শ্রুতিটী উদাহরণ স্থলে গ্রহণ-করিয়াছেন এবং উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ঐ অবতারী রূপ এই অবতার রূপ উভয় পূর্ণ।" পূর্ণ অবতারিরূপ হইতে সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ অবতাররূপ লীলাবিস্তারের জন্য আপনি উদিত হন, এ প্রাদুর্ভাব লীলাপ্রপূর্ত্তির নিমিত্ত। পূর্ণ অবতাররূপের পূর্ণস্বরূপ আদান অর্থাৎ আপনাতে এক করিয়া লইয়া পূর্ণ অবতারিরূপ অন্যত্র বিলীন না হইয়া অবশেষ থাকেন—স্থিতি করেন।" শক্তিপ্রকাশের তারতম্যে যে তারতম্য উপস্থিত হয়, উহা ব্রহ্মেতে নহে কিন্তু গ্রহীতাতে, এইটি বুঝিলে আর কোন দোষ পড়ে না।

৬। ষষ্ঠে ব্রহ্মকে রুদ্ররূপে গ্রহণকরা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ অতি আশ্চর্য্য যে বেদান্ত ঋক্‌সংহিতোক্ত অন্যান্য দেবতার অধঃকরণ করিয়াছেন কেবল রুদ্রেরই

করেন নাই। এ যে ঋক্‌সংহিতোক্ত রুদ্র নন এ কথা বলিতে পারা যায় না, কেন না সে রুদ্রের সহিত এ রুদ্রের কেবল সাদৃশ্য আছে তাহা নহে, বিশেষণসমূহে একত্ব আছে। এখানে শিবনামা রুদ্র বর্ণিত হইয়াছেন সেখানে শিবনামা নহেন, এ উক্তিও বিচার করিলে দাঁড়ায় না। সংহিতোক্ত রুদ্রেরও শিবত্ব নিঃসন্দিগ্ধ। নিরুক্তকার শিবশব্দকে সুখার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। উদাহরণ—"শিব (সুখকর) ও স্মিতযুক্ত (বারিধারা) সহ আগমন করিয়াছে (১ম, ৭৯সূ, ২ঋক্)।" শিবস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ অভিন্ন, সুতরাং শিবশব্দের সুখার্থ বেদান্তবিরুদ্ধ নহে। শম্ ও শিবশব্দ একপর্য্যায়ের অন্তর্গত। শন্তম-শব্দ বেদে যেমন তেমনি বেদান্তে একই ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাপজনিত ভয় যদি ব্রহ্মের রুদ্রমূর্ত্তিদর্শনে হেতু হয়, তাহা হইলে ঋক্‌সংহিতায় এটি যেমন সুস্পষ্ট, বেদান্তে তেমন সুস্পষ্ট নয়। রুদ্রের ধম্বিত্ব বেদান্তে যে প্রকার সেই প্রকার বেদেও অতি প্রসিদ্ধ। কয়েকটী ঋক্ এখানে উদ্ধৃত করিলে এ কথাগুলিতে নিঃসংশয় প্রত্যয় হইবে।

হৃদয়াধিষ্ঠিত, প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাবান্, অভিষ্টবর্ষী, বলবিধায়ক রুদ্রের উদ্দেশে কি প্রকারে সুখকর (শন্তম) স্তোত্রোচ্চারণ করিব।

যে স্তোত্র দ্বারা অদিতি আমাদিগের জন্য, পশুর জন্য, মনুষ্যগণের জন্য, গাভীর জন্য, অপত্যের জন্য রুদ্রিয় (ভেষজ) উৎপন্ন করেন *।

যে স্তোত্রের নিমিত্ত মিত্র বরুণ রুদ্র এবং সমানপ্রীতিযুক্ত নিখিল দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন।

স্তোত্রপতি, যজ্ঞপতি, উদক-ভেষজ, রুদ্রসন্নিধানে (বৃহস্পতিতনয়) শংযুর সুখ প্রার্থনা-করি।

যিনি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বাসস্থান।

সেই রুদ্র আমাদের অশ্ব, মেষ মেষী, পুরুষ স্ত্রী ও গোজাতিকে সুপ্রাপ্য সুখ দিন। (ঋক্ ১ম, ৪৩সূ, ১—৬ ঋক্)।

এখানে রুদ্রের প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাবত্ব, অভীষ্টবর্ষিত্ব, বলবিধায়কত্ব, হৃদয়াধিষ্ঠাতৃত্ব, রক্ষকত্ব, স্তোত্রপতিত্ব, যজ্ঞপতিত্ব, ভিষকৃতমত্ব, সুখদত্ব, দীপ্তিমত্ত্ব, জ্যোতিষ্কত্ব, দেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, সকলের বাসস্থানত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

বীরক্ষয়কারী, কপর্দ্দী (জটাধারী) মহান্ রুদ্রকে এই সকল স্তুতিবাদ আমরা অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ্ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, এ গ্রামে সকলই যেন পুষ্ট ও অনাতুর থাকে।

এই হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমমণ্ডলের ১১৪সূক্তের সমগ্র স্তোত্রটি পূর্ব্বোক্ত বিশেষণগুলির সঙ্গে রুদ্রের অধিকবীর্য্যবত্তা প্রদর্শন-করিয়াছে।

হে রুদ্র, তোমার প্রদত্ত সুখকর (শন্তম) ভেষজসমূহ দ্বারা যেন আমরা শত বর্ষ জীবিত থাকি। আমাদের নিকট হইতে দ্বেষ বিদূরিত কর, আমাদের পাপ বিদূরিত কর, আমাদের সর্ব্বদেহব্যাপী রোগসমূহ তুমি বিদূরিত কর।

* অদিতি (পৃথিবী) রুদ্রের নামে উচ্চারিত স্তোত্রের প্রভাবে আপনার ভিতর হইতে রোগ-প্রতীকারক ঔষধসকল উৎপন্ন করিয়া থাকেন।

হে রুদ্র, তুমি সম্পদে সকলের শ্রেষ্ঠ। হে বজ্রবাহু, প্রবৃদ্ধগণের মধ্যে তুমি প্রবৃদ্ধতম, তুমি আমাদিগকে পাপের পরপারে লইয়া যাও। কল্যাণ হউক, আমাদিগের হইতে তুমি নিখিল রোগের আক্রমণ বিযোজিত কর। (ঋক্ ২ম ৩৩সূ ২।৩ ঋক্)।

অভীষ্টবর্ষী মরুদ্যুক্ত রুদ্র বলপ্রদ অন্ন দ্বারা প্রার্থী আমায় প্রমত্ত করুন। রৌদ্রে উত্তপ্ত ব্যক্তি যেমন ছায়াকে তেমনি নিষ্পাপ হইয়া রুদ্রের সুখভোগ করি এবং তাঁহার সেবা করি। (৬ঋক্)।

হে পূজনীয়, তুমি ধনুর্ব্বাণধারী, হে পূজনীয়, তুমি বিবিধাকারবিশিষ্ট নিষ্ক (স্বর্ণহার) ধারণ করিয়াছ, হে পূজনীয়, তুমি অসীম বিশ্ব রক্ষা করিতেছ, হে রুদ্র, তোমা হইতে বলবান্ আর কেহ নাই। (১০ ঋক্)।

এস্থলে পাপহরণত্ব, পূজার্হত্ব, ধম্বিত্বাদি সুস্পষ্ট। নিষ্পাপ হইয়া ইহার প্রদত্ত সুখভোগপ্রার্থনাও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈদৃশ অন্যান্য ঈশ্বরোচিত বিশেষণ অনুসন্ধান করিলেই অন্যত্র দৃষ্ট হইবে।

'গিরিশন্ত' 'গিরিত্র' বিশেষণে এ উপনিষৎখানি (শ্বেতাশ্বতর) যে শৈবধর্ম্মপ্রতিপাদক তাহা প্রকাশ প্যায়। শৈবগণ তাঁহাদিগের পক্ষ-সমর্থনার্থ এই উপনিষৎখানি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যব্যাখ্যা শিবার্কমণিদীপিকাতে শ্রীমদপ্যয় দীক্ষিত তাই বলিয়াছেন :—"শ্বেতাশ্বতরশাখিগণের মন্ত্রোপনিষদের আরম্ভেও 'ব্রহ্মবাদিগণ বলেন ব্রহ্ম কি কারণ ? আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি ?' ইত্যাদি বাক্যে জগতের জন্মাদি পঞ্চবিধ * কার্য্যের কারণভূত ব্রহ্ম কি দেবতাত্মক ? কোন কোন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের এই সংশয় তুলিয়া, জগতের কারণ নাই অথবা কালাদি অন্যতর কারণ নাই অথবা কালাদি অন্যতর কারণ আছে, সুতরাং ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদির কারণ নহেন, এই সংশয়টির যে কোন মূল নাই সেইটি দেখাইবার জন্য তাঁহারা নিজেই—জগতের কারণ নাই অথবা অন্যবিধ কারণ আছে এ দুটি পক্ষ—এই কথাগুলিতে নিরসন করিয়াছেন—'কাল স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ, প্রকৃতি ও পুরুষ [ইহারা কারণ কি না তাহা] চিন্তনীয়। ইহারা আপনারা মিলিত হইতে পারে না, আত্মার অধিষ্ঠানে মিলিত হয়। এ আত্মা আপনার প্রভু আপনি নয়, কারণ উহা সুখ দুঃখের অধীন ?' এইরূপে নিরসনপ্রদর্শন করিয়া যাঁহারা আপনারা এ তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন না তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরাশক্তি অম্বিকার প্রসাদে উহা নির্ণীত হইবে এই অভিপ্রায়ে—'ধ্যানযোগানুগত হইয়া তাঁহারা স্বগুণে নিগূঢ় দেবের আত্মশক্তিকে দর্শন করিলেন' এই শ্লোকার্দ্ধে তাঁহার সাক্ষাৎকার নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং 'যিনি এক হইয়া কাল ও আত্মা সংবলিত সেই নিখিল কারণগুলিকে অধিকার করিয়া স্থিতি করিতেছেন,' এই বাক্যে তাঁহার প্রসাদে কালাদি সকল অবান্তর কারণের অধিষ্ঠাতা পরম

---

* জন্ম, স্থিতি, লয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পাঁচটি কর্ম্ম। তিরোভাব—জ্ঞানাদির তিরোভাব নহে।

কারণ মহাদেবকে তাঁহারা দেখিলেন এই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এই পরম কারণ যে মহাদেব এখানেই তাহার প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে। কেন না 'যিনি এক হইয়া' এই মন্ত্রটিতে 'তাঁহাকে দেখিলেন' এই ক্রিয়াটী যোগ-করিয়া যদিও সকল কারণের অধিষ্ঠাতা কারণমাত্র প্রতীত হন, শিবশব্দের প্রয়োগ না থাকাতে শিবই যে সেই কারণ তাহা প্রতীত হয় না, তথাপি 'প্রধান—ক্ষর, হর—অমৃত ও অক্ষর। সেই একমাত্র দেব প্রধান ও পুরুষকে শাসন করেন' 'ক্ষর এবং অক্ষর, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই বিশ্বকে ঈশ্বর হরণ-করেন' 'বিশ্বের অধীশ্বর মহর্ষি (সর্ব্বজ্ঞ) রুদ্র' 'সেই জন্য শিব সর্ব্বগত' 'মায়ী মহেশ্বরকে' 'সেই বরদ স্তবনীয় দেব ঈশানকে' এই সকল উপনিষৎপরিসমাপ্তিপর্য্যন্ত অনন্তরবর্ত্তী বাক্যে হর ঈশ রুদ্র শিব মহেশ্বর ঈশান ইত্যাদি শিবের অসাধারণ নামে জগতের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা যখন দেখিতে পাওয়া যায় তখন 'যিনি এক হইয়া' এ মন্ত্রে—জগৎকারণ শিবকেই দেখিলেন—তাৎপর্য্যতঃ ইহাই আসিতেছে।" এখানে যাঁহাকে অম্বিকা বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই তলবাকারোপনিষদে বিদ্যারূপ উমা বলা হইয়াছে (২। ৫ [১৭ পৃ] "অম্বিকাপতিকে উমাপতিকে" ইত্যাদি বাক্য শৈবভাষ্যে (১। ২। ৪) শ্রুতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। টীকাকার বলেন—"অম্বিকাপতি উমাপতি এরূপ পুনরুক্তি [দেখায়] চিচ্ছক্তির সহিত মিলিত করিয়া পরব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন।" অবতারবাদের প্রথমপ্রবর্ত্তনা শৈবধর্ম্ম হইতে হইয়াছে, উহা বৈদিক নহে, এ কথা আমরা বলিতে সাহসী নই, কারণ ঋক্‌সংহিতাতেও অবতারবাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় (৬ম, ৪৭ সূ ১৮ ঋক্ [৩। ২১]); (৭ম, ৫৫ সূ ১ঋক্ [২। ১৮])। শৈবধর্ম্ম হইতেই পৌরাণিক ধর্ম্মের অধিকতর অভিব্যক্তি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বৈদিক রুদ্রের অবতাররূপ শিব ও অম্বিকা সংগ্রামের অধিষ্ঠাতৃদেবতা মহাভারতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ভীষ্মপর্ব্বে (২৩অ, ১-৩ শ্লোক)

সঞ্জয় বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের সৈন্য যুদ্ধার্থ উপস্থিত, ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের হিতার্থ এই কথা বলিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহু, তুমি সংগ্রামের অভিমুখে স্থিতি করিতেছ। শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত শুচি হইয়া তুমি দুর্গাস্তোত্র উচ্চারণ কর।

সঞ্জয় বলিলেন, সংগ্রামক্ষেত্রে ধীমান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলে, পার্থ রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তোত্র উচ্চারণ-করিলেন।

তলবকারে যেমন তেমনি এ স্তোত্রেও ব্রহ্মবিদ্যা অম্বিকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন :—

উমা, শাকম্ভরী, (মহাশক্তিমতী) শ্বেতা, কৃষ্ণা, কৈটভনাশিনী, হিরণ্যাক্ষী, বিরূপাক্ষী, ধূম্রাক্ষী তোমার নমস্কার। বেদশ্রুতিতে মহাপবিত্র ব্রহ্মদারু বৃক্ষ, অগ্নি, জম্বুবৃক্ষ, গিরিমধ্যদেশ এগুলি তোমার আলয়, ইহাদিগেতে তুমি নিত্যসন্নিহিত। তুমি বিদ্যাসকলের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, দেহিগণের তুমি মহানিদ্রা, কার্ত্তিকের তুমি মাতা, তুমি কান্তারবাসিনী দুর্গা।

পাশুপতাস্ত্র লাভের নিমিত্ত অর্জ্জুনের রুদ্রারাধনা, রুদ্রের পর্ব্বতবাসিত্ব দিব্যাস্ত্রধারিত্ব ইত্যাদি দ্রোণপর্ব্বে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সে সময়ে পার্থ গ্রহ-নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য-ও-অগ্নিসম জ্যোতিষ্মান্ যেন জ্বলন্ত পর্ব্বত দেখিলেন। সেই শৈলে আরোহণ করিয়া শৈলাগ্রে অবস্থিত তপোনিরত মহাত্মা বৃষভধ্বজকে তিনি অবলোকন-করিলেন। (৮০ অ, ৩৭,৩৮ শ্লো)।

ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দ্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্তি, তোমায় নমস্কার। (৫৫ শ্লো)।

যে সশর ধনুর দ্বারা আমি যুদ্ধে দেবশত্রুগণকে বিনাশ করিয়াছি, হে কৃষ্ণার্জ্জুন, তোমরা সেই সশর ধনু আনয়ন কর। (৮১অ, ৭শ্লো)।

এই প্রবচনসমষ্টিতে (৬। ৯) বিশ্বকর্ম্মা ও পুরুষও গৃহীত রহিয়াছেন। তাই "চারিদিকে তাঁহার চক্ষু, চারিদিকে তাঁহার মুখ" ঋগ্বেদের এই একাশীতিতম সূক্তের তৃতীয় ঋক্, এবং "সহস্র যাঁহার শির" "পুরুষই এ সব" এই নবতিতম সূক্তের প্রথমা ও দ্বিতীয়া ঋক্ এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'চক্ষুর চক্ষু' এই শ্রুত্যনুসারে বিশ্বগত চক্ষুরাদি সেই পরম-পুরুষের চক্ষুরাদি বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। জনগণ চক্ষুরাদিকেই দেখিয়া থাকে তন্মধ্যে যে পরমাত্মা স্থিতি করিতেছেন তাহা দেখে না, তাই সেই ভ্রান্তিবারণের জন্য 'চারিদিকে চক্ষু' ইত্যাদি শ্রুতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। "তিনি অরূপবান্ই (৩। ২।১৪)" এই ন্যায়ে পরাত্মা স্বয়ং চক্ষুরাদিযুক্ত নহেন। "সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত," "পাণিপাদবিরহিত" শ্রুতি এ কথা আপনি বলাতে এই ন্যায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। "বিধাতৃপ্রাসাদে লোকে দেখে" এ কথায় ভগদ্দর্শন যে তাঁহার প্রসন্নতায় হয়, ইহা সুস্পষ্ট। এ সকলের তত্ত্ব কি (২৩৮ পৃষ্ঠায়) উক্ত হইয়াছে।

৭। পরব্রহ্ম এক তাঁহাতে কদাপি বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় না, তিনি নিত্য একই থাকেন ; এ জগতে বহুত্ব তাঁহার জ্ঞান ও বলের ক্রিয়ায় উপস্থিত হয়, এই তত্ত্ব এখানে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানশক্তি কখন বিনাভিপ্রায়ে কোন পদার্থ উৎপাদন-করেন না, যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে উঁহার জ্ঞানত্বেরই হানি উপস্থিত হইত। পরাত্মা নিত্য এক অথচ তাঁহার অভিপ্রায় বিবিধ, ইহা যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহার একত্বের হানি হয়, কেন না অভিপ্রায়ের বিবিধত্বে তাঁহার ভিন্নতা ঘটে। তিনি এক তাঁহার অভিপ্রায়ও এক, যদি ইহাই হয় তাহা হইলে জগতে তাহার অভিব্যক্তির বিবিধত্ব হইল কিরূপে ? এক শক্তি যেমন আধারভেদে বহুরূপে প্রতীত হয় এবং বহুর উৎপাদনে হেতু হয়, তেমনি অভিপ্রায়সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি যে ভিন্ন নহেন এক, তাহা পূর্ব্বে (২৪৭ পৃষ্ঠায়) উক্ত হইয়াছে। সেখানে যে উক্ত হইয়াছে "কার্য্য সকলের আত্মানুরূপে বিপরিবর্ত্তন কালে" এস্থলে 'আত্মানুরূপ' কি, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহা যে অভিপ্রায় ইহাই সিদ্ধ হয়। শক্তি যেমন

পরাত্মার স্বরূপ, অভিপ্রায় যদি তেমনি তাঁহার স্বরূপ না হয় তাহা হইলে অভিপ্রায় দ্বারাই তাঁহাতে ভেদ উপস্থিত হয়। তিনি মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলাভিপ্রায় বিনা তাঁহাতে আর কিছুই সম্ভবে না। সেই মঙ্গলস্বরূপই তাঁহার অভিপ্রায়। মঙ্গলস্বরূপ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নয়, কেন না পূর্ণ জ্ঞান মঙ্গল বিনা আর কিছুই হইতে পারে না, যদি অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে উহাতে অপূর্ণতা উপস্থিত হয়। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়ায় যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা মঙ্গলই হয়। এইরূপে জ্ঞানক্রিয়া মঙ্গল ও অভিপ্রায়ের একত্বে পরাত্মার সহিত তাহাদের একত্ব ও অভিন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল আধারভেদে ইহাদের বহুবিধত্ব প্রতীত হয়, তাহা হইলে সেই আধারভেদেই ইহাদিগের একত্বের হানি জন্মে। কেন না আধার গুলি শক্তি হইতে ভিন্ন না হইলে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া উহাদের বহুবিধত্ব কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। আধারভেদ আর কিছুই নয় নাম ও রূপ, এ কথা স্বীকার করিলেও নাম ও রূপ শক্তি হইতে ভিন্ন, সুতরাং সেই নামরূপদ্বারাই একত্বের ক্ষতি উপস্থিত হইল। ব্রহ্মেতে নাম ও রূপের স্থিতি শ্রুতি অনুমোদন করেন, সুতরাং উহারা নিত্য। নামরূপ যদি ব্রহ্মের শক্তি হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে একত্ববিজ্ঞানের ক্ষতি উপস্থিত হয়। যদি নাম ও রূপ অনিত্য হয়, তাহা হইলে আকস্মিকতানিবারণ হয় না ; ব্রহ্মেরও সর্ব্বকারণত্ব থাকে না। যদি বল ব্রহ্মের জ্ঞান ও বলের ক্রিয়ায় উহারা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শ্রুতি ব্রহ্মেতে উহাদিগের স্থিতি কেন বর্ণন করেন ? উহারা তাঁহার স্বশক্তিতে নিহিত, স্বতন্ত্র নহে ভিন্ন নহে, এ কথা বলিলে, নিহিতত্বের অর্থ কি ? যদি আধার ও আধেয় উহাতে বুঝায়, তাহা হইলে শক্তি ও নামরূপের স্বাতন্ত্র্য কে নিবারণ করিবে ? অগ্নির যেমন দাহিকাশক্তি তেমনি স্ফূর্ত্তিপাইবার যোগ্যতাকেই নিহিতত্ব বলিয়া মানিতে হইবে। সেই স্ফূর্ত্তিপাইবার যোগ্যতাকে অবলম্বন করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "উহারা যাঁহার অভ্যন্তরে" (৩।১৯)। যখন উহাদের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন উহারাই বহুবিধরূপে প্রতীত হইবার কারণ হয়। স্ফুরণযোগ্যতা বলাতে কিছু রহস্যোদ্ভেদ হইল না। হইল না বটে, কিন্তু বস্তু এবং উহার সামর্থ্য যখন প্রত্যক্ষ, এবং প্রত্যক্ষের অপলাপ অসম্ভব, তখন এ রহস্য সহিতেই হইবে। "কার্য্য শক্তির আত্মভূত" এই যে উক্তি আছে, যাহা কিছু এখানে বলা হইল উহা তাহারই প্রপঞ্চমাত্র। আধুনিক বিজ্ঞাননিরত ব্যক্তিগণ পরীক্ষা দ্বারা বর্ণাদিকে শক্তির বৈচিত্র্যমাত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাতে বেদান্তের সিদ্ধান্ত যে সত্য তাহা নিরতিশয় দৃঢ় হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

৮—১২। অষ্টমে (৮) সপ্তমে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই দৃঢ় করা হইয়াছে। নবমে (৯) "যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদের শাসন করিতেছেন" ঋগ্বেদের এই অংশ দেখাইয়া দেয় দশম মণ্ডলের একুশ সূক্তের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। যদি তাহাই হইল তবে তদনুসারে পঞ্চমবল্লীতে কশব্দে প্রজাপতিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক (২৪৩ পৃ) এখানে কশব্দে ব্যাখ্যায় সুখস্বরূপ কেন গ্রহণ করা হইল। এস্থলে এই জানিতে হইবে যে, বৈদিক দেবগণ

মধ্যে যিনি প্রেরয়িতা তাঁহাকেই শ্রুতি সর্ব্বত্র প্রধানরূপে গ্রহণপূর্ব্বক বেদের বচনগুলিকে প্রেরয়িতৃপ্রতিপাদক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। যেমন "যে সময়ে অন্ধকারের অল্পতা হইয়াছিল সে সময়ে দিবাও ছিল না রাত্রিও ছিল না" এস্থলে শিবশব্দ বেদে নাই অথচ মাণ্ডুক্য উপনিষদের সঙ্গে অবিরোধী ভাবে বেদবেদান্তের মিল করিয়া লইয়া তুরীয় ব্রহ্মকে শিবস্বরূপরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠও বলিয়াছেন :—"যে শিবতত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট এবং আটটি যাঁহার নাম, তিনিই জগৎকারণ ব্রহ্ম, এইটি উক্ত হইয়াছে।" ইহার ব্যাখ্যাতা বলিয়াছেন :—"শিবশব্দব্যবহারের কারণপর্য্যালোচনা করিলে শিবেরই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও তাঁহারই আটটি নাম এই অর্থ সিদ্ধ পায়, এইটি অভিপ্রায় করিয়া শিবকেই এখানে বিশেষ্য করা হইয়াছে। শিবই তত্ত্ব—শিবতত্ত্ব। তত্ত্বশব্দে এখানে ত্রিকালবর্ত্তী শাশ্বত বস্তু উক্ত হইয়াছে।......'সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, একমাত্র শিবই বিদ্যমান ছিলেন' এই মন্ত্রোক্ত শিবশব্দ দেখাইয়া দিতেছে যে তিনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং অপরাপর কারণবাচক যে সকল বাক্য আছে তদপেক্ষা শিবের জগৎকারণত্বই যে প্রবল ও ঐকান্তিক, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে তত্ত্বশব্দের প্রয়োগ উহাই প্রদর্শন করিতেছে।" ভব, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, রুদ্র, উগ্র, ভীম, মহাদেব, শিবের এই আটটি নাম। 'ভবশব্দে সদ্রূপ ব্রহ্ম বুঝায়' 'শর্ব্বশব্দে সকলের সংহর্ত্তা ব্রহ্ম' 'নিরুপাধিক পরমৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট এজন্য ঈশানশব্দে ব্রহ্ম বুঝায়' 'ঈশ্বরের শাস্য আছে এইটি লক্ষ্য করিয়া পশুপতি শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়' 'সংসারক্লেশের (রুকের) অপহর্ত্তা (দ্রাবক) এজন্য রুদ্রশব্দে ব্রহ্ম বুঝায়' 'নিয়ামকত্বে নিখিল চেতনবানের ভয়ের কারণ এ নিমিত্ত ভীমশব্দের অভিধেয় ব্রহ্ম' 'মহত্ত্বে দ্যোতনবিশিষ্ট এজন্য মহাদেব শব্দে শিব উক্ত হয়েন'। দশমে (১০) প্রদর্শিত হইয়াছে যে কেবল সৃষ্টিপ্রবাহ নয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানোপদেষ্টৃগণেরও প্রবাহক্রমে আগমন হইয়া থাকে। উপদেষ্টৃগণের প্রবাহ কিরূপে হয়? "কপিলঋষিকে নিখিল জ্ঞানে পরিপোষণ করেন এবং তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে উৎপদ্যমান দেখেন" এই বাক্যে উপদেষ্টৃগণের প্রবাহক্রমে আগমন সিদ্ধ হইতেছে। আপনার উপদিষ্ট জ্ঞানে ধারণ ও পোষণ এবং উত্তরোত্তর উৎপত্তি, ঋষিসম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদসাধন করিয়া থাকে। পরলোকগত দেবগণ ও ঋষিগণ অদ্যাপি ব্রহ্মতত্ত্বালোচনায় জীবনধারণ করিয়া থাকেন "পূর্ব্বকালের দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে জানেন" এই কথায় উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। "ব্রহ্মা তাঁহাকে জানেন" এখানকার বর্ত্তমানার প্রয়োগ এই তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেছে যে, ঈশ্বরানুগৃহীতা বুদ্ধি নিত্যকালই সেই পরমতত্ত্বকে জ্ঞাত হয়।

একাদশে (১১) "জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি" এই শ্রুতি দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ক্রিয়াযোগে শক্তির বিবিধত্ব প্রকাশ পাইলেও শক্তির একত্বের হানি হইতেছে না। "তাঁহার বিবিধ পরমশক্তি শ্রুত হওয়া যায়" এস্থলে "শ্রুত হওয়া যায়" এই কথায় লোকে ও বেদে শক্তির বিবিধত্ব প্রসিদ্ধ ইহা বলিয়া আবার কেন উহার একত্ব

নিবদ্ধ হইল ? এ জিজ্ঞাসার উত্তর এই যে, "দেবগণের মহৎ বল এক (ঋক্ ৩ম, ৫৫সূ)" শক্তিবিষয়ে এই বৈদিক সিদ্ধান্ত ইহাই প্রতিপাদন করে যে, শক্তি বিবিধাকারে প্রকাশ পাইয়াও একই। তত্ত্ববিষয়ে সাধারণ লোকের কথা প্রমাণ নয় আপ্তগণের বাক্য প্রমাণ এই যে প্রসিদ্ধি আছে, এ প্রসিদ্ধি তত্ত্বসম্বন্ধে কোন অনাস্থা উপস্থিত করে না। যাহা কিছু বাহিরে প্রকাশ পায় সাধারণ লোকে তাহাই পারমার্থিক বলিয়া গ্রহণ করে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা তত্ত্ব উদ্ভাবন-করে না, সুতরাং আপ্তগণ হইতে তাহাদিগের নিরতিশয় পার্থক্য। "দেব স্বভাবতঃ এক হইয়া স্বশক্তিপ্রভব (নামরূপে) আপনাকে আবৃত করিয়াছেন" এই বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন সে আবরণভেদ বিনা তত্ত্ব প্রকাশ পায় না। সেই আপ্তগণ আরাধনাযোগে সেই পরমদেবকে প্রসন্ন করিয়া আবরণোন্মোচনে সমর্থ হন, এইটি দেখাইবার জন্য "তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মেতে প্রবিষ্ট হইতে দিন" এই প্রার্থনাটী শ্রুতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। "কর্ম্মের প্রবর্ত্তক" "কর্তৃত্বশূন্য বহুর ভিতরে যিনি একমাত্র স্বতন্ত্র যিনি একটি বীজকে বহুপ্রকার করেন" ইত্যাদি প্রবচন দ্বারা ব্রহ্মই নিত্য সক্রিয় অপর সকলে নিষ্ক্রিয়, বেদান্তবাদিগণের মতবিরোধী কথা এস্থলে কেন ঘোষণা করা হইয়াছে, এ বিরোধ—ক্রিয়া বিনা কারণের কারণত্ব সিদ্ধ পায় না এই এক কথায়—নিরস্ত হয়। ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্বে বেদান্তবাদিগণের সুদৃঢ়মতি অনাদরের বিষয় নহে, কেন না ব্রহ্ম সক্রিয় হইলেও নির্লিপ্ততায় তাঁহার নিষ্ক্রিয়ত্ব নিত্য সিদ্ধ। এই জন্য পরবর্ত্তী প্রবচনসমষ্টিতে "নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিষ্কলঙ্ক" এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। জীব কারণ নয় অতএব সে নিষ্ক্রিয়, তাহাতে যে সক্রিয়ত্ব প্রকাশ পায় উহা ক্রিয়াপ্রবর্ত্তয়িতার প্রেরণায়। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে কর্ম্মের জন্য সে ধর্ম্মাধর্ম্মফলভাজন হয় কেন ? "সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ দেব প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন" (৬।১০) এই কথায় বুঝিতে পারা যাইতেছে, তিনি আপনি জীবকে যে স্বভাব দিয়াছেন সে স্বভাব অতিক্রম করিয়া তাহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না। পরমাত্মা তাহাকে যে স্বভাব দিয়াছেন, সে যদি সেই স্বভাব হইতে আপনাকে স্খলিত করে অধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, স্বভাবে বিদ্যমান থাকিলে ধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়, এই কথাই নির্ব্বিবাদ।

দ্বাদশে (১২) "নিখিলগুণসম্পন্ন" "গুণসমূহের নিয়ন্তা" একই মন্ত্রে এই দুইটি বিশেষণের একত্র সন্নিবেশে পরমাত্মার নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব নির্ব্বিবাদে কি প্রকারে সম্ভবে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যিনি গুণসমূহের নিয়ন্তা তিনি কখন গুণকৃত বিকারভাজন হইতে পারেন না। সেরূপ হইলে তাঁহার নিয়ন্তৃত্বই থাকে না। যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে তিনি "নিখিলগুণসম্পন্ন" হইলেন কিরূপে ? স্বরূপে। বস্তু কখন স্বরূপহীন হইতে পারে না। বস্তুর স্বরূপই তাহার গুণ। গুণধাতুর অর্থ আমন্ত্রণ। আমন্ত্রণের অর্থ সভাজন (আদরে গ্রহণ)। এতদ্দ্বারা আদরে গৃহীত হয় গুণশব্দের তবে এই মৌলিক অর্থ। এই মৌলিক অর্থে ইহাই আসিতেছে যে, যদ্দ্বারা যাহা অপর হইতে বিশেষ হয় উহাই

উহার গুণ। শক্তি জ্ঞান ও শিবস্বরূপে পরাত্মা বিশেষ হইতেছেন। ভিন্নদৃষ্টিতে ভিন্ন ভাবে দেখিলেও তাঁহার স্বরূপের একতা তিরোহিত হয় না। সুতরাং আগন্তুক উষ্ণত্বাদি গুণের ন্যায় এ সকল গুণের অনিত্যত্ব বা ভেদসাধকত্ব ঘটে না। গুণ যদি বিশেষণ হয়, তাহা হইলে গুণতো ভেদসাধকই হইতেছে। যদি তাহাই হইল তবে উহা সর্ব্বাত্মাতে কি প্রকারে সম্ভবে? জীব ও জগৎ হইতে ইঁহার নিয়ন্তৃত্বাদিতে বিশেষত্ব আছে, এ জন্যই জীববুদ্ধিতে ইঁহার বিশেষত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে। এরূপ প্রতিভাত হওয়া যে আকস্মিক নয়, সর্ব্বেশ্বরে নিয়ন্তৃত্বাদি সকলই যে আছে, বিশেষণ যে স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (১৭৩ ও ১৭৭পৃ)। পরব্রহ্ম সত্তামাত্র—এটি সকল বাদীরই নির্ব্বিবাদ মিলনস্থল ইহা স্বীকার করিলেও সেই সত্তাতে বিশেষ বিশেষ স্বরূপানুভব অনিবার্য্য। শ্রীমদ্রামানুজ ভালই বলিয়াছেন :—"'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎই ছিলেন' ইত্যাদি বেদান্তবাক্য নির্ব্বিশেষ জ্ঞানৈকরস বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করে, এই যে বলা হইয়াছে ইহা অযুক্ত। কেন না এই প্রকরণটি—এক বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে এতদভিপ্রায়ে সচ্ছব্দবাচ্য পরব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব, জগন্নিমিত্তত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বান্তরত্ব, সর্ব্বাধারত্ব, সর্ব্বনিয়মন ইত্যাদি অনেক কল্যাণগুণবিশিষ্টতা এবং সমগ্র জগতের তৎস্বরূপতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক, হে শ্বেতকেতু, তুমি এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ—শ্বেতকেতুর প্রতি এই উপদেশ দেওয়ার জন্য নিবদ্ধ হইয়াছে।" "যিনি তাঁহার হৃদয়ে বেদ সকলের প্রেরণা করেন" এখানে বর্ত্তমানার প্রয়োগ কেন তাহার কারণ বলা হইয়াছে। "যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে ব্যক্ত করেন" এখানে বর্ত্তমানার প্রয়োগ কেন? কেবল সৃষ্টির আদিতে নয় কিন্তু প্রতিব্যক্তির বুদ্ধিতে যে নব নব সত্যের অভিব্যক্তি হয়, উহারও প্রবর্ত্তনা পরাত্মসাপেক্ষ, এইটি দেখাইবার জন্য এস্থলে বর্ত্তমানার প্রয়োগ।

ইতি ভগবদ্বল্লী ষষ্ঠাধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

জীবাত্মবল্লী।

১। উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ দদৌ। তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস। ১।

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধা বিবেশ সোঽমন্যত। ২।

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ॥ ৩
সহোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যতীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তংহোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥ ৪
বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি॥ ৫
অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথাপরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ ৬
বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্। ৭
আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্‌বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে॥৮
তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥৯
শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥১০
যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্॥ ১১

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনয়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ ১২
স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তএতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ ১৩
প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিন্নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহায়াম্॥ ১৪
লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫
তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৭
ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥১৮
এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যোঽয়মবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ॥১৯

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽ-
স্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ।

বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যোবরস্তুল্যমেতস্য কশ্চিৎ ॥
শতায়ুষো পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং
বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি
কামানাস্ত্বা কামভাজং করোমি ॥
যে যে কামা দুর্ল্লভা মর্ত্ত্যলোকে
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ ॥
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥
শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥
অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ কধস্থঃ প্রজানন্।

অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদা-
নতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥
যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যন্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ কঠ ১।১—২৯।

'উশন্' কাময়মানঃ—সর্ব্বস্বদানফলমিতিশেষঃ—'হ বৈ'—বৃত্তার্থস্মরণার্থে নিপাতৌ—'বাজশ্রবসঃ' তন্নামা নৃপতিঃ 'সর্ব্ববেদসং' সর্ব্বস্বং ধনং 'দদৌ' দত্তবান্। 'তস্য' রাজ্ঞঃ 'নচিকেতাঃ নাম পুত্রঃ'—'হ' কিল—'আস' বভূব। ১।

'তং' 'হ' পুনঃ 'সন্তং' কামকৃতবিকাররহিতং 'কুমারং' বালং 'দক্ষিণাসু' দক্ষিণার্থাসু গোষু 'নীয়মানাসু' বিভাগেনোপনীয়মানাসু সতীষু 'শ্রদ্ধা' সত্যাবধারণক্ষমা বুদ্ধিঃ 'আবিবেশ' আবিষ্টবতী। তদাবেশেন 'স' নচিকেতাঃ 'অমন্যত'। ২।

কিমমন্যত তদাহ—'পীতোদকাঃ' পীতম্ উদকং যাভিঃ তাঃ, 'জগ্ধতৃণাঃ' জগ্ধং ভক্ষিতং তৃণং যাভিঃ তাঃ, 'দুগ্ধদোহাঃ' দুগ্ধঃ দোহঃ ক্ষীরাখ্যঃ যাসাং তাঃ—পুনস্তত্তৎক্রিয়াস্বক্ষমাঃ—'নিরিন্দ্রিয়াঃ' প্রজননসামর্থ্যরহিতাঃ—জীর্ণাঃ নিষ্ফলাঃ ইত্যর্থঃ—'তাঃ' গাঃ 'দদৎ' 'স' যজমানঃ 'তান্' লোকান্ 'গচ্ছতি' যে 'তে লোকাঃ 'অনন্দাঃ' অনানন্দাঃ অসুখাঃ 'নাম'—তন্নাম্না প্রসিদ্ধাঃ। ৩।

'স' নচিকেতাঃ পুনঃ 'পিতরম্' 'উবাচ'—হে 'তত' তাত, 'কস্মৈ' ঋত্বিগ্বিশেষায় 'মাং দাস্যসি ইতি।' পিত্রা উপেক্ষমাণোঽপি 'দ্বিতীয়ং' 'তৃতীয়ম্' 'অপি' 'উবাচ'—কস্মৈ মাং দাস্যসি কস্মৈ মাং দাস্যসি 'ইতি'। রাজা পুনারোষপরবশ 'উবাচ'—'ত্বা' ত্বাম্ 'মৃত্যবে' 'দদামি ইতি'। ৪।

এবমুক্তঃ স চিন্তয়ামাস—'বহূনাং' পুত্রাণাং শিষ্যাণাং বা 'প্রথমঃ' শ্রেষ্ঠঃ সন্ 'এমি' গচ্ছামি যমমন্দিরমিতি শেষঃ। চেন্ন শ্রেষ্ঠোঽপি—'বহূনাং' 'মধ্যমঃ' সন্ 'এমি' ন ত্বাধমঃ। 'কিংস্বিৎ' 'যমস্য' 'কর্ত্তব্যং' করণীয়ম্ অস্তি, 'যৎ' 'অদ্য পিতা' 'ময়া করিষ্যতি' সাধয়িষ্যতি ?। ৫।

সত্যপালনপ্রোৎসহনায় পিতরমুবাচ—'যথা' পূর্ব্বে' অতিক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়ঃ কৃতবন্তঃ তৎ 'অনুপশ্য' আলোচয়, 'তথা অপরে' বর্ত্তমানাঃ সাধবঃ যথা বর্ত্তন্তে তৎ 'প্রতিপশ্য' আলোচয়। পুত্রবাৎসল্যাদন্যথাকরণেন ন কশ্চিল্লাভঃ—যৎ 'মর্ত্ত্য' মরণশীলঃ মানবঃ 'শস্যম্ ইব পচ্যতে' জীর্ণো ভবতি। 'শস্যম্ ইব পুনঃ' 'আজায়তে' আবির্ভবতি। ৬।

সএব মুক্‌্বা যমালয়ং গতবান্। তত্র দিনত্রয়ানন্তরং গৃহে প্রত্যাবৃত্তং যমং তদমাত্যাঃ প্রোচুঃ—'অতিথিঃ' 'ব্রাহ্মণঃ' ব্রহ্মাধিষ্ঠানঃ অতএব 'বৈশ্বানরঃ' জগজ্জীবনেতা—তস্য দেহো জগৎ স স্বখণ্ডজীবস্বয়োঃ নেতা—পরাত্মা 'গৃহান্' 'প্রবিশতি' তচ্ছলেন—অতিথৌ তাদৃশী দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা। হে 'বৈবস্বত' যমঃ, 'উদকং' পানীয়ম্ 'হর' আহর। কথম্ ? 'তস্য' আতিথেয়স্য 'এতাং' বর্ত্তমানক্লেশহরণরূপাং 'শান্তিং' 'কুর্ব্বন্তি' পাদ্যেনাভ্যর্হিতা অতিথয় ইতি শেষঃ। ৭।

'আশাপ্রতীক্ষে'—'আশা' ইষ্টার্থপ্রার্থনা, 'প্রতীক্ষা' অনিজ্ঞাতপ্রাপ্যার্থং প্রতীক্ষণং তে, 'সঙ্গতং' সৎসঙ্গজং ফলং, 'সূনৃতাং' প্রিয়বাঙ্‌নিমিত্তক ফলং, 'ইষ্টাপূর্ত্তে' যাগারামাদিক্রিয়াজন্যং ফলং, 'সর্ব্বান্'

'পুত্রপশূন্ চ' পুত্রান্ চ পশূন্ চ. 'এতৎ' সর্ব্বং তস্য 'বৃঙ্ক্তে' নাশয়তি 'যস্য' 'অল্পমেধসঃ' মন্দমতেঃ 'পুরুষস্য' 'গৃহে' 'ব্রাহ্মণঃ' 'অনশ্নন্ বসতি'। ৮।

এবমুক্তো যমোঽতিথিমাহ—'যৎ' যস্মাৎ 'নমস্যঃ' পূজার্হঃ সন্ 'মে' মম 'গৃহে' 'তিস্রঃ' 'রাত্রীঃ' 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ, হে 'ব্রহ্মন্', ত্বম্ 'অবাৎসীঃ' বাসং কৃতবান্, তস্মাৎ হে 'ব্রহ্মন্', 'তে' তুভ্যং 'নমঃ অস্তু', 'মে' মম 'স্বস্তি' 'অস্তু', একৈকাং রাত্রিং 'প্রতি' 'ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ' ত্বম্। ৯।

ততো নচিকেতা আহ—হে 'মৃত্যো', 'গৌতমঃ' মৎপিতা 'যথা' 'শান্তসঙ্কল্পঃ' নিবৃত্তসঙ্কল্পঃ 'সুমনাঃ' প্রসন্নমনাঃ 'মা' মাম্ 'অভি' প্রতি 'বীতমন্যুঃ' অপগতরোষঃ, 'প্রতীতঃ' লব্ধস্মৃতিঃ 'ত্বৎপ্রসৃষ্টং' ত্বয়া বিমুক্তং গৃহং প্রতি প্রেষিতং 'মাম্' 'অভিবদেৎ' প্রত্যভিজ্ঞায় অভিনন্দেৎ, 'এতৎ' এতন্নিমিত্তং 'ত্রয়াণাং' 'প্রথমং বরং বৃণে'। ১০।

যমআহ—'মৎপ্রসৃষ্টঃ' ময়া অনুজ্ঞাতঃ 'ঔদ্দালকিঃ আরুণিঃ' তে পিতা 'প্রতীতঃ' লব্ধস্মৃতিঃ 'পুরস্তাৎ' 'যথা' আসীৎ তথা 'ভবিতা'—ত্বাং প্রতি প্রীতিসমন্বিত ইতি ভাবঃ। 'বীতমন্যুঃ' বিগত-রোষঃ 'সুখং' যথা স্যাৎ তথা 'রাত্রীঃ' তদ্দর্শনপূর্ব্ববর্ত্তিনীঃ 'শয়িতা' স্বাপং ভোক্তা। 'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং' 'ত্বাং' 'দদৃশিবান্'—মৎকৃপয়া গমনাৎ পূর্ব্বমেব দৃষ্টবান্ অধ্যাত্মদৃশা। ১১।

নচিকেতা উবাচ—ব্যাখ্যাতস্তেঽয়ং শ্লোকঃ (১০।২)। ১২

হে 'মৃত্যো', 'স ত্বং' 'স্বর্গ্যং' স্বর্গসাধনম্ 'অগ্নিম্' 'অধ্যেষি' স্মরসি জানাসীত্যর্থঃ। 'শ্রদ্দধানায়' 'মহ্যং' 'তং' 'প্রব্রূহি' কথয়। 'স্বর্গলোকাঃ'—তদগ্নিনা চিতেন স্বর্গএব লোকঃ যেষাং তে—'অমৃতত্বং ভজন্তে'। 'দ্বিতীয়েন' 'বরেণ' 'এতৎ' অগ্নিবিজ্ঞানং 'বৃণে'। ১৩।

লোকাদিমিতি। ব্যাখ্যাতো (৩।১) ১৪। ১৫।

যম আহ—'প্রীয়মাণঃ মহাত্মা' যমঃ, 'তং' নচিকেতসম্ 'অব্রবীৎ'—ইহ 'অদ্য' 'ভূয়ঃ' 'তব' 'বরং' 'দদামি'। কোঽসৌ বরঃ? 'অসৌ' অগ্নিঃ 'তব এব নাম্না'—নচিকেত ইতি—ভবিতা। 'ইমাম্ অনেকরূপাং' বিচিত্রাং 'সৃঙ্কাং' শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাং 'গৃহাণ'। অনেকগতিহেতুত্বাৎ সৃঙ্কেতি ভাষণম্। ১৬।

ব্যাখ্যাতঃ (৩।১)। ১৭।

'যঃ' 'ত্রিণাচিকেতঃ'—ত্রিকৃত্বো নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যেন সঃ—'এবং বিদ্বান্' 'নাচিকেতম্' 'এতৎ ত্রয়ম্' ইষ্টকাত্রয়ং 'বিদিত্বা'—তত্র তত্র লোকাদিদৃষ্টিমগ্নৌ চ সর্ব্বাশ্রয়ত্বং বিজ্ঞায়—'চিনুতে' 'স' 'পুরতঃ' শরীরপাতাৎ পূর্ব্বং 'মৃত্যুপাশান্' 'প্রণোদ্য' অপহায় 'শোকাতিগঃ' সন্ 'স্বর্গলোকে' 'মোদতে'। ১৮।

হে 'নচিকেতঃ', 'এষ তে অগ্নিঃ' 'স্বর্গ্যঃ' স্বর্গসাধনঃ 'দ্বিতীয়েন বরেণ' যম্ 'অবৃণীথাঃ' তম্ 'এতম্' অগ্নিং 'জনাসঃ' জনাঃ 'তব এব' 'প্রবক্ষ্যন্তি'। হে 'নচিকেতঃ', অতঃ 'তৃতীয়ং বরং' 'বৃণীষ'। ১৯।

'মনুষ্যে' 'প্রেতে' মৃতে সতি 'একে' 'অস্তি ইতি' 'একে' অপরে 'ন অয়ম্ অস্তি ইতি' 'চ' বদন্তি। 'যা ইয়ং' 'বিচিকিৎসা' সংশয়ঃ তৎ 'এতৎ' পক্ষদ্বয়ং 'ত্বয়া' 'অনুশিষ্টঃ' 'অহম্' 'বিদ্যাং' বিজানীয়াম্; 'বরাণাম্' 'এষ' 'তৃতীয়ঃ' 'বরঃ'।

যম আহ—'অত্র' পক্ষদ্বয়বিষয়ে 'পুরা' 'দেবৈঃ' 'অপি' 'বিচিকিৎসিতং' সংশয়িতম্ 'ন হি' এতৎ 'সুবিজ্ঞেয়ম্'। কথম্? 'এষ ধর্ম্মঃ' আত্মজ্ঞানরূপঃ 'অণুঃ' সূক্ষ্মঃ, হে 'নচিকেতঃ' 'অন্যং বরং' 'বৃণীষ'

প্রার্থয়স্ব 'মা' মাম্ 'মা উপরোৎসীঃ' উপরুদ্ধম্ অনুরুদ্ধং মাকর্ষীঃ। 'মা' মাং প্রতি 'এনং' বরং 'অতি' 'সৃজ' বিমুঞ্চ।

নচিকেতাঃ—'কিল' পুরা 'অত্র' 'দেবৈঃ' 'অপি' 'বিচিকিৎসিতম্' হে 'মৃত্যো!' 'ত্বং চ' 'যৎ' আত্ম-তত্ত্বং 'ন' 'সুবিজ্ঞেয়ম্' ইতি 'আথ' তস্য 'অস্য' আত্মতত্ত্বস্য 'তাদৃক্' ত্বত্তুল্যঃ 'অন্যঃ' 'বক্তা' ব্যাখ্যাতা 'চ' 'ন লভ্যঃ'।' এতস্য 'তুল্যঃ' 'কশ্চিৎ অন্যঃ' 'বরঃ' প্রার্থনীয়বিষয়ঃ 'ন' অস্তি।

যমঃ—'শতায়ুষঃ' শতবর্ষজীবিনঃ 'পুত্রপৌত্রান্' 'বৃণীষ' প্রার্থয়স্ব, 'বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যম্ অশ্বান্' 'ভূমেঃ মহৎ আয়তনং' বিস্তীর্ণ রাজ্যং 'বৃণীষ' 'শরদঃ' বর্ষাণি 'যাবৎ ইচ্ছসি' 'স্বয়ং চ জীব';

'এতত্তুল্যং' 'যদি' অন্যং 'বরং' 'মন্যসে' অভিলষসি 'বিত্তং' প্রভূতহিরণ্যরত্নাদি 'চিরজীবিকাং চ' 'বৃণীষ'। হে 'নচিকেতঃ' 'ত্বং' 'মহাভূমৌ' 'এধি' আ সম্যক্ ঈশিষ; 'ত্বা' ত্বাং 'কামানাম্' অভিল-ষিতানাং 'কামভাজম্' অভিলষিতসম্পন্নং 'করোমি'।

'মর্ত্ত্যলোকে' 'যে যে কামাঃ দুর্ল্লভাঃ' তান্ 'সর্ব্বান্ কামান্' 'ছন্দতঃ' স্বচ্ছন্দং 'প্রার্থয়স্ব' 'সরথাঃ' 'সতূর্য্যাঃ' সবাদিত্রাঃ 'ইমাঃ' সম্মুখবর্ত্তিন্যঃ 'রামাঃ' অপ্সরসঃ 'মনুষ্যৈঃ' 'ঈদৃশাঃ' 'ন হি' 'লম্ভনীয়াঃ' প্রাপণীয়াঃ। 'মৎপ্রত্তাভিঃ' ময়া প্রদত্তাভিঃ 'আভিঃ' অপ্সরাভিঃ 'পরিচারয়স্ব' আত্মানং সেবিতং কুরু। হে 'নচিকেতঃ' 'মরণং' মরণসম্পর্কীয় প্রশ্নং 'মা অনুপ্রাক্ষীঃ' মা পৃচ্ছ।

নচিকেতাঃ—হে 'অন্তক', 'শ্বোভাবাঃ'—শ্বোভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতি সন্দিহ্যমানএব ভাবঃ যেষাং তে শ্বোভাবাঃ—ত্বৎপ্রদত্তভোগাঃ 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যস্য 'যৎ' 'এতৎ' 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং' 'তেজঃ' তৎ 'জরয়ন্তি' অপক্ষয়ন্তি 'সর্ব্বং' 'জীবিতম্' সর্ব্বায়ুঃ 'অপি' 'অল্পম্ এব' 'তব এব' 'বাহাঃ' রথতুরঙ্গাদয়ঃ 'নৃত্যগীতে' অপ্সরকৃতে 'তব' তিষ্ঠন্তু।

'মনুষ্যঃ' 'বিত্তেন' 'ন' 'তর্পণীয়ঃ' ন তোষণীয়ঃ। 'চেৎ' যদি 'ত্বা' ত্বাম্ 'অদ্রাক্ষ্ম' দৃষ্টবন্তঃ বয়ম্ অতএব 'বিত্তং' 'লপ্স্যামহে' তদ্দর্শনফলাৎ। 'যাবৎ' 'ত্বম্' 'ঈশিষ্যসে' প্রভুঃ স্যাঃ 'জীবিষ্যামঃ' ত্বদনু-গ্রহাৎ। অতএব 'স এব' 'বরঃ তু' 'মে বরণীয়ঃ'।

'অজীর্য্যতাং' বয়োহানিবিরহিতানাম 'অমৃতানাং' মরণধর্ম্মবিরহিতদেবানাম্ 'উপেত্য' সমীপং গত্বা 'প্রজানন্' মরণধর্ম্মত্বামরণধর্ম্মত্বং প্রকৃষ্টজ্ঞানেন জ্ঞাত্বা 'কধস্থঃ'—কুঃ পৃথিবী সা এব অধঃ অন্ত-রীক্ষাদ্যপেক্ষয়া তস্যাং স্থিতঃ—'জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ' জরামরণবান্ 'কঃ' 'বর্ণরতিপ্রমোদান্' তত্তচ্চঞ্চলবিষয়ান্ 'অভিধ্যায়ন্' আলোচয়ন্ 'অতিদীর্ঘে জীবিতে' 'রমেত' রতিং লভেত?

হে 'মৃত্যো' 'যস্মিন্' প্রেতে 'ইদম্' অস্তি নাস্তি বেতি 'বিচিকিৎসন্তি'সংশেরতে 'মহতি' 'সাম্পরায়ে' পারলৌকিকবিষয়ে 'যৎ' জ্ঞাতব্যং 'তৎ' 'নঃ' অস্মভ্যঃ 'ব্রূহি' কথয়। 'গূঢ়ং' প্রচ্ছন্নং গহনম্ 'অনু-প্রবিষ্টঃ' 'যঃ অয়ং বরঃ' পরলোকবিষয়কঃ, 'তস্মাৎ' বরাৎ 'অন্যং' বরং 'নচিকেতাঃ' 'ন' 'বৃণীতে' ন প্রার্থয়তে।

কোন এক সময়ে ফলকামনাপূর্ব্বক নৃপতি বাজশ্রবস সর্ব্বস্ব দান-করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। দক্ষিণার্থ গোসকল যখন নীত হইতেছিল, সেই সময়ে সেই বিকাররহিত কুমারে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই সেই বালক মনে করিল: এ সকল গোর জলপান, তৃণভোজন, দুগ্ধদান নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, ইহা-দিগকে যিনি দান করিতেছেন তিনি নিরানন্দ লোকে গমন করি-

বেন। এই মনে করিয়া কুমার পিতাকে বলিলেন, হে পিতঃ, তুমি কাকে আমায় দান করিতেছ ? দুবার তিন বার এই একই কথা উচ্চারণ করায় [রোষান্বিত] পিতা বলিলেন, তোমায় মৃত্যুকে দিতেছি। বহুপুত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া আমি (যমমন্দিরে) যাইব, যদি শ্রেষ্ঠও না হই মধ্যম হইয়া তথায় যাইব। [দেখা যাউক] যমের কি করণীয় আছে, যে করণীয় পিতা আমার দ্বারা সাধিত করিয়া লইবেন। [এই ভাবিয়া তিনি পিতাকে বলিলেন], পিতৃপিতামহগণ যাহা করিয়াছিলেন তাহা দেখুন, বর্ত্তমান সাধুগণ যাহা করেন তাহা দেখুন। মরণশীল মানব, শস্যের ন্যায় জীর্ণ হয় আবার শস্যের ন্যায় পুনরায় জন্মায়। [ইহার পর কুমার যমালয়ে গমন করিলেন। যম গৃহে ছিলেন না। তিন দিবস পর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহাকে বলিলেন] বৈশ্বানর অতিথি ব্রাহ্মণ হইয়া গৃহে প্রবেশ করেন। তিনি গৃহস্থের শান্তিবিধান করেন। হে বৈবস্বত, উদক আহরণ কর। যে ব্যক্তির গৃহে অতিথি ব্রাহ্মণ অনশন হইয়া বাস করেন, সেই অল্পবুদ্ধি পুরুষের আশা ও প্রতীক্ষা এবং সৎসঙ্গ-প্রিয়বাক্য-যাগ-ও-আরামাদিস্থাপনজনিত ফল, এবং পশু পুত্রাদি সকল তিনি বিনাশ করেন। [যম এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিথিকে বলিলেন], হে ব্রহ্মন্, আপনি অতিথি, আপনি নমস্য, আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি, হে ব্রহ্মন্, আমার কল্যাণ হউক, যেহেতুক আপনি আমার গৃহে তিন দিন অনশনে আছেন, অতএব আপনি তিনটি বর প্রার্থনা করুন। নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যু আমার পিতা গোতম সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়া যাহাতে প্রসন্নমনা হন, আমার প্রতি রোষশূন্য হন, আপনি আমায় তাঁহার নিকটে প্রতিপ্রেরণ করিয়াছেন লব্ধস্মৃতি হইয়া ইহা বুঝিতে পারিয়া আমায় অভিনন্দন-করেন, তিনটি বরের এই প্রথমটি প্রার্থনা করিতেছি। যম বলিলেন, তোমার পিতা ঔদ্দালকি আরুণি আমার প্রেরণায় পূর্ব্বে যেমন স্মৃতিমান্ ছিলেন তেমনি হইবেন, তোমার প্রতি রোষশূন্য হইয়া সুখে নিদ্রাভোগ করিবেন, তুমি মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হইয়াছ ইহা তিনি [আমার মায়ায়] অগ্রেই দেখিয়াছেন। নচিকেতা বলিলেন, স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু, তুমিও সেখানে নাই, জরাকেও কেহ ভয় করে না। ক্ষুধা

পিপাসা উভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শোকাতিক্রমপূর্ব্বক স্বর্গলোকে মানব আমোদিত হয়। হে মৃত্যু, স্বর্গপ্রাপ্তিকর অগ্নির বিষয় আপনি জানেন, আমি শ্রদ্ধাবান্ আমায় সেই অগ্নির কথা বলুন যে অগ্নির চয়নে লোকে স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হয় অমৃতত্বলাভ করে। আমি দ্বিতীয় বরে এইটি প্রার্থনা করিতেছি। নচিকেত, যে অগ্নির দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, সেই অগ্নির বিষয় আমি জানি। তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে উহা অবগত হও। এই অগ্নিকে তুমি হৃদয়ে নিহিত জান। ইনি অক্ষয়লোকপ্রাপ্তির সাধন, ইনি সকলের আশ্রয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই অনন্ত-লোকপ্রাপ্তির সাধন অগ্নির বিষয়ে তিনি তাঁহাকে বলিলেন। যে রূপের ইষ্টক, যত খানা ইষ্টক, যে প্রণালীতে ইষ্টকচয়ন করিতে হয় তাহা তিনি তাঁহাকে অবগত করিলেন। মৃত্যু যাহা যাহা বলিলেন, নচিকেতা ঠিক সেইগুলি যথাবৎ উল্লেখ করিলেন। ইহাতে ইঁহার প্রতি মহাত্মা মৃত্যু প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আবার তোমাকে আজ আমি বর দিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে প্রখ্যাত হইবে। এই অনেকরূপবিশিষ্টা শব্দবতী রত্নময়ী মালা গ্রহণ কর। পিতা মাতা এবং আচার্য্য এ তিনের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যিনি তাঁহাদের অনুশাসনে অনুশাসিত, তিন বার যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন-করিয়াছেন, যিনি যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম-করেন। সর্ব্বজ্ঞ স্তবনীয় দ্যোতনশীল অগ্নিকে জানিয়া এবং আত্মভাবে দর্শন করিয়া সাধক এই (প্রত্যক্ষ) নিরতিশয় শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই ইষ্টকত্রয় জানিয়া এইরূপ জ্ঞানসহকারে-তিন বার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে, সে ব্যক্তি শরীরপাতের পূর্ব্বেই মৃত্যুপাশপরিহার-পূর্ব্বক শোকাতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আমোদিত হয়। হে নচিকেত, এই তোমার অগ্নি স্বর্গপ্রাপক। দ্বিতীয় বরে এই অগ্নিকে বরণ কর। লোকে এ অগ্নি তোমারই অগ্নি বলিবে। হে নচিকেত, অতঃপর তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

মনুষ্যের মৃত্যু হইলে কেহ কেহ বলেন মনুষ্য থাকে, কেহ কেহ

বলেন মনুষ্য থাকে না এই যে সংশয়, এ সংশয়ের তত্ত্ব আপনার অনুশাসনে জানিতে পাইব, এইটি বরসমূহের মধ্যে তৃতীয় বর।

[যম বলিলেন] পূর্ব্বকালে এ বিষয়ে দেবগণের সংশয় জন্মিয়াছিল, বিষয়টি সুবিজ্ঞেয় নয়। এই [আত্মজ্ঞানরূপ] ধর্ম্ম সূক্ষ্ম। হে নচিকেত, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। আমায় এ অনুরোধ করিও না, এ বর আমায় ছাড়িয়া দাও।

[নচিকেতা বলিলেন] পূর্ব্বকালে এ বিষয়ে দেবগণেরও সংশয় জন্মিয়াছিল, হে মৃত্যু, আত্মতত্ত্ব যে সুবিজ্ঞেয় নয় আপনিও বলিতেছেন। আপনার মত এ বিষয়ে বক্তা অপর কাহাকেও পাইবার সম্ভাবনা নাই, ইহার তুল্য অন্য কোন বরও নাই।

[যম বলিলেন] শতায়ু, অনেক পুত্র পৌত্র, বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রার্থনা-কর, যত বৎসর আপনি জীবিত থাকিতে চাও জীবিত থাক।

ইহার তুল্য অন্য কোন বর যদি অভিলাষ কর, বিত্ত ও চিরজীবিকা প্রার্থনা-কর। হে নচিকেত, বিস্তীর্ণরাজ্যের তুমি অধীশ্বর হও, যত প্রকার অভিলাষের সামগ্রী আছে আমি তোমায় তৎসম্পন্ন করিতেছি।

মর্ত্ত্যলোকে যে যে অভিলষিত দুর্ল্লভ সে সকল অভিলষিত স্বচ্ছন্দে প্রার্থনা কর। রথ-বাদিত্র-সহকৃত এই সকল অপ্সরাগণ,—মনুষ্যগণ ঈদৃশ অভিলষিত বিষয় পায় না,—আমি এই সকল তোমাকে দিতেছি, ইহাদিগের দ্বারা তুমি পরিচারিত হও। হে নচিকেত, মরণসম্পর্কীয় প্রশ্ন আমায় করিও না।

[নচিকেতা বলিলেন] হে অন্তক, এ সকল আজ আছে কাল নাই, এগুলি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তেজ হরণ-করে। যদি সমগ্র আয়ুও পাওয়া যায়, তাহাও অল্প। এ সকল নৃত্যগীত-রথতুরঙ্গাদি আপনারই থাকুক।

মনুষ্য বিত্তে পরিতোষ লাভ-করিতে পারে না। যদি আপনায় দেখিয়া থাকি, এমনই বিত্ত পাইব; যত দিন আপনি প্রভু থাকিবেন জীবিত থাকিব। [যে বর চাহিয়াছি] সেই বরই আমার প্রার্থনীয়।

যাঁহারা কখন জীর্ণ হন না যাঁহারা অমরণধর্ম্মা তাঁহাদের নিকটে আসিয়া প্রকৃষ্টজ্ঞানলাভকরত পৃথিবীরূপ অধোলোকস্থ জরামরণাধীন

কোন্ ব্যক্তি—রূপানুরাগে আমোদ জন্মায় ঈদৃশ বিষয় চিন্তা-করিয়া—দীর্ঘজীবনে আমোদ পাইয়া থাকেন ?

হে মৃত্যু, মরিলে থাকা না থাকা—যে বিষয়ে লোকে সংশয়-করে, মহৎ পারলৌকিকবিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য আছে, আপনি আমাদিগকে তাহাই বলুন। এই বর অতি নিগূঢ় অন্তঃপ্রবিষ্ট—এ বর ছাড়া নচিকেতা অন্য বর চায় না।

ভাব—বৈশ্বানর অতিথি ব্রাহ্মণ হইয়া—বৈশ্বানর—জগৎ ও জীবের নেতা, ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মাধিষ্ঠান। অতিথি ব্রহ্মের অধিষ্ঠানভূমি, সুতরাং অতিথিচ্ছলে জগৎ ও জীবের নেতা পরাত্মা স্বয়ং গৃহে আগমন করেন আতিথেয়কে এই দৃষ্টিতে অতিথিকে দেখিতে হইবে।

১৪।১৫ ও ১৭ শ্লোকের ভাব ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠায় দেখিতে হইবে।

২। অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষꣳসিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়োবৃণীতে॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥
স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাꣳশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাꣳসৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥
দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামাবহবো লোলুপন্তঃ॥ কঠ ২। ১—৪।

পরিতুষ্টঃ যম আহ—'শ্রেয়ঃ' নিঃশ্রেয়সম্ 'অন্যৎ', 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরম্ 'উত' 'অন্যৎ' 'তে উভে' 'নানার্থে' ভিন্নপ্রয়োজনে 'পুরুষং' জীবং 'সিনীতঃ' বধ্নীতঃ। 'তয়োঃ' শ্রেয়ঃপ্রেয়সোঃ 'শ্রেয়ঃ' 'আদদা-

ভবত্তি' গৃহ্নতঃ 'সাধু ভবতি'। যঃ 'উ' পুনঃ 'প্রেয়ঃ' 'বৃণীতে' আদত্তে স 'অর্থাৎ' পুরুষার্থাৎ 'হীয়তে' চ্যবতে।

'শ্রেয়ঃ চ' 'প্রেয়ঃ চ' 'মনুষ্যম্' 'এতঃ' প্রাপ্নুতঃ। 'ধীরঃ' বিবেকী 'তৌ' শ্রেয়ঃপ্রেয়ঃপদার্থৌ 'সম্পরীত্য' সম্যক্ পরিগম্য 'বিবিনক্তি' পৃথক্ করোতি 'ধীরঃ' 'প্রেয়সঃ' প্রিয়তরাৎ 'শ্রেয়ঃ' 'হি' 'অভিবৃণীতে' উপাদত্তে 'মন্দঃ' মূঢ়ঃ 'যোগক্ষেমাৎ' শরীরাদ্যুপচয়রক্ষণহেতোঃ 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'বৃণীতে' আদত্তে।

হে 'নচিকেতঃ' 'স ত্বং' 'প্রিয়ান্ প্রিয়রূপান্ চ কামান্' 'অভিধ্যায়ন্' আলোচয়ন্ 'অত্যস্রাক্ষীঃ' পরিত্যক্তবান্। 'এতাং' 'বিত্তময়ীং' 'সৃঙ্কাং' রত্নমালাং 'ন' ত্বম্ 'অবাপ্তঃ' অবাপ্তবান্ অসি 'যস্যাং' সৃঙ্কায়াং 'বহবঃ' 'মনুষ্যাঃ' 'মজ্জন্তি'।

'যা চ' 'অবিদ্যা' কর্ম্ম প্রেয়োবিষয়া যা চ 'বিদ্যা' শ্রেয়োবিষয়া তে 'এতে' 'বিষূচী' নানারূপগতিবিশিষ্টে 'দূরং' মহতান্তরেণ 'বিপরীতে' ইতি ত্বং 'জ্ঞাতা', অতএব 'নচিকেতসং' 'বিদ্যাভিপ্সীনং' 'মন্যে' অহম্। 'ন' 'ত্বা' ত্বাং 'বহবঃ' 'কামাঃ' ভোগবিষয়াঃ 'লোলুপন্তঃ' লোলুপং কৃতবন্তঃ।

শ্রেয় এক প্রেয় আর এক। এ উভয়েরই ভিন্ন প্রয়োজন। ইহারা পুরুষকে বদ্ধ করে। এ দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয় গ্রহণ-করে তাহার ভাল হয়, যে ব্যক্তি প্রেয় গ্রহণ-করে সে পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, ধীর ব্যক্তি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এ দুইকে পৃথক্ করেন। ইহার মধ্যে ধীর ব্যক্তি প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ-করেন, আর মন্দ ব্যক্তি শরীরাদির উপচয় ও রক্ষার নিমিত্ত প্রেয়কে গ্রহণ করে।

হে নচিকেত, তুমি প্রিয় ও দৃশ্যতঃ প্রিয় অভিলষিতবিষয়সমূহের আলোচনা করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ-করিয়াছ। এই বিত্তময়ী রত্নমালা তুমি গ্রহণ-কর নাই, যে রত্নমালাতে বহু মনুষ্য মুগ্ধ হইয়া আছে।

অবিদ্যা ও বিদ্যা এ দুইয়ের ফল ভিন্ন এবং ইহারা নিরতিশয় বিপরীত ইহা তুমি জান। তাই আমি নচিকেতাকে বিদ্যাভিলাষী মনে করি। বিবিধ অভিলষিত বিষয়ও তোমাকে লোলুপ করে নাই।

ভাব—বিত্তময়ী রত্নমালা—সৃঙ্কা*—সৃম্ সৃম্ (সিম্ সিম্) করিয়া শব্দ করে এজন্য সৃঙ্কা রত্নমালা। অনেকগুলি রত্ন একত্র গ্রথিত থাকিয়া পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণে যে শব্দ উৎপাদন-করে, সেই শব্দে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়, বস্তুতঃ উহাতে মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই।

---

* মূল গ্রন্থে সৃঙ্কা শব্দে—সৃতি পদবী—এই অর্থ করা হইয়াছিল। তাদৃশ অর্থের কোন মূল না পাওয়াতে উহা পরিত্যক্ত হইল।

৩। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥
ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-
ণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥
নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥
জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যদ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥
কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥

কঠ ২। ৬—১১।

'সাম্পরায়ঃ' পারলৌকিকবিষয়ঃ 'বিত্তমোহেন মূঢ়ং' 'প্রমাদ্যন্তং' ভ্রমাকুলং 'বালম্' অজ্ঞানং 'প্রতি' 'ন প্রতিভাতি' ন প্রকাশতে। 'অয়ং লোকঃ ন অস্তি' ন 'পরঃ' 'ইতি মানী' মননশীলঃ। তাদৃক্ জনঃ পুনঃ পুনঃ 'মে' মম শমনস্য 'বশম্' অধীনতাম্ 'আপদ্যতে' প্রাপ্নোতি।

'যঃ' অয়মাত্মা 'শ্রবণায়' শ্রবণার্থম্ 'অপি' 'বহুভিঃ' 'ন লভ্যঃ' বক্তৃরভাবাৎ। বক্তৃলাভেঽপি—'শৃণ্বন্তঃ অপি বহবঃ' 'যম্' ইমমাত্মানং 'ন বিদ্যুঃ' ন বিজানীয়ুঃ 'অস্য' আত্মনঃ 'বক্তা' 'আশ্চর্য্যঃ' অদ্ভুতঃ অলৌকিকত্বাৎ। অস্য 'লব্ধা' লাভকর্ত্তা 'কুশলঃ' নিপুণঃ। 'কুশলানুশিষ্টঃ' কুশলেন আচার্য্যেণ অনুশিষ্টঃ উপদিষ্টঃ সন্ অস্য 'জ্ঞাতা' 'আশ্চর্য্যঃ'।

'এষ' আত্মা 'অবরেণ' হীনেন 'নরেণ' 'প্রোক্তঃ' 'ন' 'সুবিজ্ঞেয়ঃ'। কথম্? 'বহুধা' অনিয়তপ্রকারেণ 'চিন্ত্যমানঃ'। 'অনন্যপ্রোক্তে' অনন্যভাবেন প্রোক্তে 'অত্র' আত্মনি 'গতিঃ' অস্তি নাস্তীত্যাদিরূপা বিবিধা চিন্তা 'ন অস্তি'। আত্মা 'অণুপ্রমাণাৎ' 'অণীয়ান্' 'হি' অতএব তৎ আত্মতত্ত্বং 'অতর্ক্যং' তর্কেণ বিবিধমার্গপ্রসারিচিন্তনেন ন লভ্যম্।

হে 'প্রেষ্ঠ' প্রিয়তম 'যাং' মতিং 'ত্বম্' আপঃ' প্রাপ্তবান্ অসি 'এষা' 'মতিঃ' 'তর্কেণ' 'ন অপনেয়া' ন অপনেতব্যা। কথম্? 'অন্যেন' ত্বত্তো জ্ঞানবতা অপরেণ এব 'প্রোক্তা' ব্যাখ্যাতা 'সুজ্ঞানায়' প্রকৃষ্টজ্ঞানায় ভবিষ্যতি। হে 'নচিকেতঃ' ত্বং 'বত'—বিস্ময়ে 'সত্যধৃতিঃ' সত্যধারণাবান্ 'অসি'। 'ত্বাদৃক্' ত্বৎসদৃশঃ 'প্রষ্টা' জিজ্ঞাসুঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'ভূয়াৎ' ভবতু।

জানাম্যহমিতি ব্যাখ্যাতম্ (১৮ পৃষ্ঠম্)।

'কামস্য' অভিলষিতস্য 'আপ্তিং' প্রাপ্তিং, 'জগতঃ' 'প্রতিষ্ঠাং' কর্ম্মণা জগদাশ্রয়ত্বলাভম্, 'ক্রতোঃ' যজ্ঞস্য 'আনন্ত্যম্' অনন্তকালস্থায়িফলপ্রদত্বম্, 'অভয়স্য' প্রচ্যুতিহীনগতেঃ 'পারং' পরাং নিষ্ঠাম্; 'স্তোমমহদুরুগায়ম্' স্তোমং স্তুত্যং মহৎ ঐশ্বর্য্যযুক্তং স্তোমঞ্চ তন্মহচ্চ উরুগায়ং বিস্তীর্ণাং গতিম্; 'প্রতিষ্ঠাং' সর্ব্বলোকজয়রূপাং 'দৃষ্ট্বা' শাস্ত্রচক্ষুষাবধার্য্য হে 'নচিকেতঃ' 'ধীরঃ' বিবেকী সন্ 'ধৃত্যা' সত্যাবধারণেন 'অত্যস্রাক্ষীঃ' ত্বং ত্যক্তবান্।

বিত্তমোহে বিমূঢ় ভ্রান্ত অজ্ঞানের নিকটে পারলৌকিক বিষয় প্রতিভাত হয় না। এলোকও নাই পরলোকও নাই এরূপ যে ব্যক্তি মনে করে, সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়।

অনেকে যাঁহার বিষয় শ্রবণ-করিতেও পায় না, শুনিয়াও যাঁহাকে অনেকে বুঝিতে পারে না, ইঁহার বক্তা আশ্চর্য্য, ইঁহার লাভকর্ত্তা সুনিপুণ, সুনিপুণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ইঁহাকে যে ব্যক্তি জানে সেও আশ্চর্য্য।

অধম নর ইঁহার কথা বলিলে ইনি সুবিজ্ঞেয় হন না, কেন না আত্মার সম্বন্ধে তাহার চিন্তা এখন এক প্রকার তখন আর এক প্রকার। অনন্যভাবে আত্মার কথা বলিলে অস্তি নাস্তি প্রভৃতি বিবিধ চিন্তা তৎসম্বন্ধে থাকে না। এই আত্মা অণুপ্রমাণ হইতেও অণুতর। সুতরাং ইনি তর্কের বিষয় নহেন।

হে প্রিয়তম, তুমি যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছ, এ মতিকে তর্ক দ্বারা অপনয়নকরা সমুচিত নয়। কেন না [তোমা হইতে জ্ঞানবান্]

অপরে ব্যাখ্যা করিলে এই মতি তোমার প্রকৃষ্টজ্ঞানের নিমিত্ত হইবে। অহো নচিকেত, তোমাতে সত্যধারণা উপস্থিত। আমাদের পক্ষে তোমার মত জিজ্ঞাসু হউক।

পার্থিব ধন অনিত্য ইহা আমি জানি। অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম লাভ-করিতে পারা যায় না। সে জন্যই আমি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি, অনিত্য দ্রব্য দ্বারা আমি নিত্য যাম্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

অভিলষিতবিষয়প্রাপ্তি, জগতের প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞের আনন্ত্য, অভয়ের পার, স্তবনীয় মহৎ বিস্তীর্ণ গতি, সর্ব্বলোকজয় এ সকল [শাস্ত্র দৃষ্টিতে] দেখিয়া, হে নচিকেত, সত্যাবধারণে বিবেকী হইয়া তুমি এ সকলকে ত্যাগ করিয়াছ।

ভাব—পারলৌকিক বিষয় প্রতিভাত হয় না—যে সকল ব্যক্তি বিষয়ভোগে মত্ত তাহাদের চিত্ত বিমূঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তাহারা পারলৌকিক বিষয় ভাবিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের নিকট যে কেবল পরলোক নাই তাহা নহে, ইহলোকে যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তৎসম্বন্ধে তাহারা চিন্তানিয়োগ করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা দ্বেষমোহাদির অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।

শ্রবণ করিতেও পায় না—আত্মার বিষয় বলিতে পারেন এরূপ বক্তার অভাব, সুতরাং তদ্বিষয়ে শ্রবণ দুর্ল্লভ। যদিও বা বক্তা পাওয়া যায়, শুনিয়াও ইঁহাকে কেহ বুঝিতে পারে না। সুতরাং যিনি আত্মার বিষয় বলিতে পারেন, তিনি অদ্ভুত ব্যক্তি, যিনি আত্মাকে লাভ-করেন, তিনি নিপুণ ব্যক্তি, কেন না নৈপুণ্য বিনা চিত্তের অভিনিবেশ বিনা আত্মা কখন সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হন না। আত্মনৈপুণ্য বিনা যখন উপদেশ পাইয়াও আত্মার উপলব্ধি সম্ভব নহে, তখন উপদেশ পাইয়া যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হন, তিনি যে অদ্ভুত ব্যক্তি তাহাতে আর সংশয় কি?

সুবিজ্ঞেয় হন না—যে সকল ব্যক্তির চিন্তা নানা বিষয়ে ধাবিত তাহারা আপনারাই আত্মাকে জানে না, অপরের হৃদয়ে তাহারা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? আত্মাকে জানিতে হইলে অনন্যচিত্ত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। এই রূপে অন্তর্নিবিষ্ট হইলে আত্মসম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি উপস্থিত হয়, সেই অনুভূতির উপরে আস্থাস্থাপন প্রয়োজন, নানাপ্রকার সংশয় ও বিতর্কজালে উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা কখন উচিত নয়।

এই মতি তোমার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের নিমিত্ত হইবে—অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আত্মসম্বন্ধে প্রত্যক্ষানুভূতি জন্মিলে যে মতি বা আত্মবুদ্ধি উপস্থিত হয়, উহা বৃথা বিতর্ক ও সংশয়জালে আচ্ছন্ন করা এই জন্য সমুচিত নয় যে, উপযুক্ত উপদেষ্টার সদুপদেশে ঐ মতিই প্রকৃষ্ট-

জ্ঞানের কারণ হইবে। যে ব্যক্তির আত্মসম্বন্ধে একটুও প্রত্যক্ষানুভূতি হয় নাই, সে তৎসম্পর্কীয় উপদেশ কিছুই বুঝিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তাহার নিকটে সমুদায় উপদেশ বিফল হইয়া যায়।

অনিত্য দ্রব্য দ্বারা আমি নিত্য সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি—অনিত্য কোন কালে নিত্য হয় না, ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া তৎপ্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং উহা উপেয় নহে নিত্য বস্তু লাভে উপায় ইহা জানিয়া ভগবৎস্বরূপোপলব্ধির উপায়রূপে উহাকে গ্রহণ-করিবে।

জগতের প্রতিষ্ঠা—"ব্রহ্মচারী স্বেচ্ছায় উভয়লোক বিচরণ করেন" "তিনি দ্যুলোক ও পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন" (অথ ১১।৫।১) এ কথায় এই আসিতেছে যে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লোক সকল স্ববশ হয়, কর্ম্ম দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবী ধৃত হইয়া আছে। যজ্ঞের আনন্ত্য—"নিরন্তরানুষ্ঠিত হবন দ্বারা দেবযাজনা করিয়া জীব অনন্ত (অবিনাশী) উৎকৃষ্টলোকে আরোহণ করে।" (তৈ, ব্রা, ২।৫।৫)। অভয়ের পার—যে গতির আর কোন কালে বিচ্যুতি হয় না উহা অভয়। অভয়ের পার—বিচ্যুতিহীন গতির পরাকাষ্ঠা—"যিনি নাচিকেত অগ্নিচয়ন-করেন তিনি অনন্ত অপার অক্ষয় লোক জয়-করেন" (তৈ, ব্রা, ৩।১১।১৮) স্তবনীয় মহৎ বিস্তীর্ণগতি – কেবল অক্ষয় নহে অপার লোক বলাতে ইহাই বুঝাইতেছে। সর্ব্বলোক জয়—"যে ব্যক্তি শতৌদনানুষ্ঠান করে সে অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, ভূমি, আদিত্য, মরুৎ, দিক্‌সমূহ, লোকসমূহ এবং সকলই প্রাপ্ত হয়।" [অথ ১০।৫।১০)। এ সকল দেখিয়া—অনুষ্ঠানে ঈদৃশ মহৎ ফল লাভ হয় শাস্ত্রাধ্যয়নে অবগত হইয়া।

৪। এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ংহি লব্ধ্বা
বিবৃতংসদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥
অন্যত্রধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥

কঠ ২। ১৩। ১৪।

'এতৎ' বক্ষ্যমাণম্ আত্মতত্ত্বং 'শ্রুত্বা' 'সম্পরিগৃহ্য' উপাদায় 'মর্ত্ত্যঃ' 'প্রবৃহ্য' সম্পন্নো ভূত্বা 'ধর্ম্ম্যং' ধর্ম্মাদনপেতম্ 'অণুং' সূক্ষ্মম্ 'এতম্' আত্মানম্ 'আপ্য' 'প্রাপ্য' 'মোদনীয়ং' হর্ষণীয়ং তমেতং 'লব্ধ্বা' 'স' মর্ত্ত্যঃ 'মোদতে'। 'মন্যে' অহং যমঃ—'নচিকেতসং' প্রতি 'সদ্ম' ব্রহ্মনিকেতনং 'বিবৃতম্' অপাবৃতদ্বারম্।

নচিকেতা আহ—'ধর্ম্মাৎ' শাস্ত্রীয়ানুষ্ঠানাৎ 'অন্যত্র' তদতীতম্ 'অধর্ম্মাৎ' অবিহিতানুষ্ঠানাৎ 'অন্যত্র' তদতীতম্ 'অস্মাৎ' দৃশ্যমানাৎ 'কৃতাকৃতাৎ' কার্য্যকারণাৎ 'অন্যত্র' তদতীতম্, 'ভূতাৎ' অতীতাৎ

"চ' 'অন্যত্র' তদতীতং 'ভব্যাৎ' ভবিষ্যতঃ 'চ' 'অন্যত্র' তদতীতং,—চকারাৎ বর্ত্তমানাৎ অন্যত্র তদতীতং 'যৎ' 'পশ্যসি' জানাসি ত্বং, 'তৎ' 'বদ'। পরতত্ত্বজীবতত্ত্বসাধারণোঽয়ং প্রশ্নঃ।

এই [বক্ষ্যমাণ] আত্মতত্ত্ব শ্রবণ-ও-গ্রহণ-করিয়া মর্ত্ত্য সম্পন্ন হয়, ধর্ম্মানুবিদ্ধ সূক্ষ্ম এই আত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং আদরণীয় সেই আত্মাকে পাইয়া সে আনন্দিত হয়। আমি (মৃত্যু) মনে করি, নচিকেতার প্রতি ব্রহ্মনিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।

নচিকেতা বলিলেন :—যাহা ধর্ম্মের অতীত, যাহা অধর্ম্মের অতীত, যাহা এই [দৃশ্যমান] কার্য্য ও কারণের অতীত, যাহা অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অতীত, আপনি তাহা জানেন। আমায় সেইটি বলুন।

ভাব—সম্পন্ন হয়—যত দিন পর্য্যন্ত মনুষ্য আত্মতত্ত্ব অনবগত থাকে তত দিন পর্য্যন্ত আপনার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না ; যখন বোঝে তখন সম্পন্ন হয়, প্রবৃদ্ধ হয়, আত্মার যে মহত্ত্ব তৎসম্পন্ন হয়। উন্মুক্ত হইয়াছে—আত্মতত্ত্ব শ্রবণ-ও-গ্রহণ-করিয়া সম্পন্ন হইলে ব্রহ্ম সহ জীবের একত্ব প্রাপ্তি হয়, এজন্যই এস্থলে কথিত হইয়াছে ব্রহ্মনিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।

যাহা ধর্ম্মের অতীত—ধর্ম্ম—বিধি, অধর্ম্ম—নিষেধ ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত—বিধি ও নিষেধের অতীত। পরাত্মা স্বয়ং বিধি ও নিষেধের প্রবর্ত্তয়িতা, সুতরাং এ দুইয়ের অতীত, তিনি কখন এ দুইতে বদ্ধ নহেন। তিনি বিধিরূপী, সুতরাং নিষেধের বিষয় তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণের অতীত—জগতের সমুদায় বিষয় কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যিনি কারণের কারণ তিনিই কেবল সে শৃঙ্খলের অতীত। যাহা অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অতীত—পরাত্মা কালের প্রবর্ত্তক, সুতরাং তিনি কালাতীত। জীবাত্মার সম্বন্ধে এই সকল কথা তখনই প্রযুক্ত হয়, যখন পরাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব উপস্থিত। সে সময়ে জীব ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি।

৫। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥
আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥
অশরীরং শরীরেষনবস্থেষবস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥

কঠ ২। ১৮—২২।

'বিপশ্চিৎ' দীর্ঘদর্শী চৈতন্যস্বরূপ আত্মা 'ন জায়তে' 'ন ম্রিয়তে' 'ন অয়ং' 'কুতশ্চিৎ' কারণাৎ 'বভূব'—পরপ্রকৃতিত্বাৎ; অতঃ 'ন' 'কশ্চিৎ' 'বভূব'—অস্য স্রষ্টৃত্বাভাবাৎ 'অজঃ' জন্মরহিতঃ 'নিত্যঃ' চিরস্থায়ী 'শাশ্বতঃ' অপক্ষয়শূন্যঃ 'পুরাণঃ' প্রাচীনঃ 'শরীরে' হন্যমানে 'ন হন্যতে' অয়ম্।

'হন্তা' হননাভিলাষী 'চেৎ' 'হন্তং' হনিষ্যাম্যেনমিতি 'মন্যতে' 'হতঃ' বিনষ্টদেহঃ 'চেৎ' 'হতঃ' হতোঽহমিতি 'মন্যতে' 'তৌ' 'উভৌ' 'ন বিজানীতঃ'—ন স্বরূপজ্ঞৌ 'অয়ম্' আত্মা 'ন' 'হন্তি' কমপি 'ন হন্যতে' অয়ং কেনাপি।

'অস্য' 'জন্তোঃ' প্রাণিনঃ 'আত্মা' 'অণোঃ' সূক্ষ্মাৎ 'অণীয়ান্' সূক্ষ্মতরঃ 'মহতঃ' 'মহীয়ান্' মহত্তরঃ 'গুহায়াং' হৃদি 'নিহিতঃ' প্রতিষ্ঠিতঃ। 'তম্' আত্মানম্ 'অক্রতুঃ' বাহ্যবিষয়োপরতবুদ্ধিঃ 'ধাতুপ্রসাদাৎ' শোণিতাদিবৈগুণ্যবৈশল্যাৎ 'বীতশোকঃ' 'আত্মনঃ' 'মহিমানং' মহত্ত্বং 'পশ্যতি' প্রত্যক্ষীকরোতি।

'আসীনঃ' উপবিষ্টঃ 'দূরং' 'ব্রজতি' দূরস্থবিষয়মাত্মচিন্তায়ত্তং করোতি, 'শয়ানঃ' নিদ্রিতঃ 'সর্ব্বতঃ' 'যাতি' স্বপ্নে বিচরতি। 'মদামদং' হর্ষবিষাদোভয়ধর্ম্মাক্রান্তং 'তং' 'দেবম্' আত্মানং 'মদন্যঃ' মত্তো মৃত্যোঃ কঃ অন্যঃ 'জ্ঞাতুম্' 'অর্হতি' সমর্থো ভবতি।

'অনবস্থেষু' অস্থায়িষু 'শরীরেষু' 'অবস্থিতম্' 'অশরীরম্' 'আত্মানং' 'মহান্তং' 'বিভুং' দেহাদ্যতীতং 'মত্বা' জ্ঞাত্বা 'ধীরঃ' বিবেকী 'ন শোচতি'—দেহাপগমেঽপি।

চৈতন্যরূপী আত্মা জন্মে না, মরে না, সে কাহা হইতেও জন্মে না, কেহ তাহা হইতেও জন্মে না। আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, শরীর হত হইলেও সে হত হয় না।

হন্তা যদি মনে করে সে হনন করিবে, হত যদি মনে করে সে হত হইয়াছে, সে দুই জন কিছুই জানে না, কেন না এ হননও করে না হতও হয় না।

এই প্রাণীর আত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতে মহত্তর এবং হৃদয়ে নিহিত। বিষয়োপরতবুদ্ধি বীতশোক ব্যক্তি শোণিতাদির বৈগুণ্য অপনীত হইলে আত্মার মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন।

তিনি আসীন থাকিয়াও [চিন্তাযোগে] দূরে গমন করেন, শয়ান

থাকিয়াও [স্বপ্নে] সকল দিকে বিচরণ করেন। হর্ষ বিষাদ উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত সেই দেবকে [আত্মাকে] আমা ছাড়া অপরে কে জানিতে সমর্থ।

অস্থায়ী শরীরে অবস্থিত অশরীর আত্মাকে মহান্ এবং দেহাদির অতীত জানিয়া বিবেকী ব্যক্তি শোক করেন না।

ভাব—মানবে নিত্য জন্ম মরণ প্রত্যক্ষ করিয়াও আত্মা জন্মে না মরে না এ কথা বলিয়া শরীর হইতে আত্মাকে বেদান্ত সম্যক্ স্বতন্ত্র করিয়াছেন। আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র, তাই শরীরের কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে আত্মার পরিবর্ত্তন হয় না। আত্মা যে শরীর হইতে স্বতন্ত্র, ইহা সেই সকল ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, যাহাদের চিত্ত বাহ্যবিষয়-ভোগে প্রমত্ত হইয়া অন্তর্দৃষ্টিশূন্য। দৈহিক বিকার অন্তর্দৃষ্টির মালিন্য জন্মায় এজন্য সর্ব্বপ্রথমে দৈহিকবিকার যাহাতে নিবৃত্ত হয়, সেই উপায় গ্রহণ-করা কর্ত্তব্য। দেহের অপবিত্র উত্তেজনায় আত্মার মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আত্মা বলিয়া যে স্বতন্ত্র কিছু আছে, সে জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেলেও আত্মার দেহনিরপেক্ষত্ব তৎসহ বিলোপ হয় না, কেন না তখনও আত্মার চিন্তাশক্তি দেশকালে বদ্ধ দেহের ন্যায় দেশকালে বদ্ধ থাকে না, দেহ যেখানকার সেখানেই থাকে, অথচ আত্মা দেশকাল-নিরপেক্ষ হইয়া স্বেচ্ছায় সর্ব্বত্র বিচরণ করে। দেহাদি হইতে আত্মার এরূপ পার্থক্য পরাত্মা সহ আত্মাকে এক করিয়া ফেলিতেছে, সুতরাং আত্মাকে পরাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই, এরূপ ভ্রান্তি কাহারও মনে না জন্মে, এ জন্য শ্রুতি মৃত্যুর মুখে আত্মা ও পরাত্মার পার্থক্যসূচক "হর্ষ বিষাদ উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত সেই দেবকে [আত্মাকে] আমাছাড়া অপর কে জানিতে সমর্থ" এই বাক্যটি আরোপ করিয়াছেন। আত্মা হর্ষবিষাদ উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া সে যে স্রষ্টা নহে স্রষ্টা হইতে স্বতন্ত্র শ্রুত্যন্তরও (১২।১১[২]) এ কথা সুদৃঢ় করিয়াছেন। বেদান্ত সূত্রও (৪।৪।১৭) সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মন-রূপ ঈশ্বরের বিশেষত্ব জীবেতে নাই এজন্যই বলিয়াছেন।

৬। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতংশকেমহি ॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্ জ্ঞানআত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ কঠ ৩। ১—১৪।

'লোকে' জগত্যাম্ 'সুকৃতস্য' 'ঋতং' ক্রিয়াফলং রসং 'পিবন্তৌ' ভুঞ্জানৌ 'গুহায়াং' বুদ্ধৌ 'পরমে' শ্রেষ্ঠে 'পরার্দ্ধে' হার্দ্দাকাশে 'প্রবিষ্টৌ' 'ছায়াতপৌ' তদিব নিত্যসংপৃক্তৌ জীবাত্মপরমাত্মানৌ 'ব্রহ্মবিদঃ'

'বদন্তি' কথয়ন্তি। 'যে চ' 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসকাঃ 'ত্রিনাচিকেতাঃ' ত্রিকৃত্বঃ নাচিকেতোঽগ্নিঃ চিতঃ যৈঃ তেঽপি বদন্তি এবম্।

'ঈজানানাং' যজমানানাং 'যঃ' 'সেতুঃ' পারগমনোপায়ঃ 'যৎ' 'অক্ষরং' 'পরং' 'ব্রহ্ম' 'পারং' 'তিতীর্ষতাং' তর্ত্তুমিচ্ছতাম্ 'অভয়ং' তং 'নাচিকেতম্' অগ্নিং তচ্চ পরং ব্রহ্ম 'শকেমহি' জ্ঞাতুম্।

'আত্মানং' জীবং 'রথিনং' রথস্বামিনং 'বিদ্ধি' জানীহি 'শরীরম্' 'এব তু' 'রথং' বিদ্ধি 'বুদ্ধিং তু' 'সারথিং' রথচালকং 'বিদ্ধি' 'মনঃ' 'এব চ' 'প্রগ্রহং' রশ্মিং বিদ্ধি।

'ইন্দ্রিয়াণি' 'হয়ান্' অশ্বান্ 'আহুঃ' 'তেষু' ইন্দ্রিয়েষু 'বিষয়ান্' রূপাদীন্ 'গোচরান্' মার্গান্ বিদ্ধি 'মনীষিণঃ' বিবেকিনঃ 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং' দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্তং দেহেন্দ্রিয়মনোভিঃ যুক্তং 'ভোক্তা ইতি' সংসারী ইতি 'আহুঃ'।

'সদা' 'অযুক্তেন' অনিয়তেন অসমাহিতেন 'মনসা' 'যঃ তু' রথী 'অবিজ্ঞানবান্' 'অবিবেকী' 'ভবতি' 'তস্য' 'সারথেঃ' বুদ্ধেঃ 'দুষ্টাশ্বঃ ইব' 'ইন্দ্রিয়াণি' 'অবশ্যানি' অনায়ত্তানি।

'সদা' 'যুক্তেন' সমাহিতেন 'মনসা' 'যঃ তু' রথী 'বিজ্ঞানবান্' বিবেকী 'ভবতি' 'তস্য' 'সারথেঃ' বুদ্ধেঃ 'সদশ্বাঃ ইব' 'ইন্দ্রিয়াণি' 'বশ্যানি' দান্তানি।

'যঃ তু' রথী 'অবিজ্ঞানবান্' অবিবেকী 'সদা' 'অমনস্কঃ' অসংযতমনাঃ 'অশুচিঃ' 'ভবতি' 'ন' 'স' 'তৎ' পূর্ব্বোক্তং পরং 'পদং' 'আপ্নোতি' 'সংসারং' লোকলোকান্তরভ্রমণং 'চ' 'অধিগচ্ছতি' প্রাপ্নোতি।

'যঃ তু' রথী 'বিজ্ঞানবান্' বিবেকী 'সদা' 'সমনস্কঃ' সংযতমনাঃ 'শুচিঃ' 'ভবতি' 'স তু' 'তৎ' পূর্ব্বোক্তং পরং 'পদম্' আপ্নোতি 'যস্মাৎ' পরমপদাৎ 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'ন জায়তে' ন সংসারগতিং লভতে।

'যঃ তু' নরঃ 'বিজ্ঞানসারথিঃ' বিবেকবুদ্ধিসারথিঃ 'মনঃপ্রগ্রহবান্' মনোরশ্মিযুক্তঃ 'স' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ 'পারং' 'বিষ্ণোঃ' সর্ব্বব্যাপিনঃ 'তৎ' 'পরমং' 'পদং' স্বরূপম্ 'আপ্নোতি'।

'অর্থাঃ' বিষয়াঃ 'হি' 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' চক্ষুরাদিভ্যঃ 'পরাঃ' শ্রেষ্ঠাঃ—তদ্‌গ্রাহকেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ তেষাং সূক্ষ্মত্বাৎ, 'অর্থেভ্যঃ' বিষয়েভ্যঃ 'চ' 'মনঃ' 'পরং' শ্রেষ্ঠং—তদ্বিনা তেষাং নিষ্ফলত্বাৎ, 'মনসঃ' সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকাৎ 'চ' 'বুদ্ধিঃ' নিশ্চয়াত্মিকা 'পরা' শ্রেষ্ঠা, 'বুদ্ধেঃ' মহান্ মহত্ত্ববিশিষ্টঃ 'আত্মা' জীবঃ 'পরঃ' শ্রেষ্ঠঃ, 'মহতঃ' আত্মনঃ 'অব্যক্তং' প্রকৃতিঃ 'পরং' শ্রেষ্ঠং—জীবস্য প্রকৃত্যধীনত্বাৎ, 'অব্যক্তাৎ' প্রকৃতেঃ 'পুরুষঃ' পরাত্মা—সর্ব্বপূরণত্বাৎ—সর্ব্বান্তর্ভাবকত্বাৎ 'পরঃ' শ্রেষ্ঠঃ, 'পুরুষাৎ' 'ন' 'কিঞ্চিৎ' 'পরং' শ্রেষ্ঠম্। ইন্দ্রিয়েভ্য আরভ্য পুরুষে যা পর্য্যবসিতিঃ—'সা' 'কাষ্ঠা' নিষ্ঠা পর্য্যবসানং 'সা পরা গতিঃ'—তস্মিন্ স্থিতৌ সম্পন্নত্বাৎ।

'এষ' পুরুষঃ 'সর্ব্বেষু ভূতেষু' 'গূঢ়াত্মা' গূঢ়ঃ প্রচ্ছন্নঃ আত্মা অন্তশ্চৈতন্যরূপেণ বিরাজমানঃ, সুতরাং 'ন প্রকাশতে' 'সূক্ষ্ময়া' 'অগ্র্যয়া' একাগ্রতোপেতয়া 'বুদ্ধ্যা' 'সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' 'এষঃ' 'দৃশ্যতে' সাক্ষাৎক্রিয়তে।

'প্রাজ্ঞঃ' প্রজ্ঞাবান্ বিবেকী 'মনসী' মনসি—ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্—'বাক্' বাচং 'যচ্ছেৎ' নিরুন্ধ্যাৎ 'তৎ' মনঃ 'আত্মনি' মন আদিব্যাপকে 'জ্ঞানে' বুদ্ধৌ 'জ্ঞানং' বুদ্ধিং 'মহতি আত্মনি' জীবে যচ্ছেৎ, 'তৎ' জীবতত্ত্বং 'শান্তে' নির্ব্বিকারে 'আত্মনি' পরাত্মনি যচ্ছেৎ।

'উত্তিষ্ঠত' উত্থানং কুরুত 'জাগ্রত' মোহনিদ্রাং জহীত 'বরান্' শ্রেষ্ঠান্ আচার্য্যান্ 'প্রাপ্য' সঙ্গম্য 'নিবোধত' অবগচ্ছত। 'দুরত্যয়া' দুর্গমনীয়া 'নিশিতা' তিক্ষ্ণীকৃতা 'ক্ষুরস্য ধারা' 'তৎ পথঃ' বর্ত্ম, অতঃ 'দুর্গম্' দুঃসম্পাদ্যম্ ইতি 'কবয়ঃ' পণ্ডিতাঃ 'বদন্তি'।

জগতে সৎক্রিয়ার হৃদয়প্রাপী ফলরস যে দুইয়ে পান করেন, যে দুই ছায়া ও আতপের ন্যায় পরম হৃদয়াকাশে গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সে দুইয়ের কথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসকগণ এবং নাচিকেতাগ্নির চয়নকারিগণ বলেন।

যজমানগণের যিনি সেতু, যিনি অক্ষর পরব্রহ্ম, পারগমনেচ্ছুগণের সেই অভয় নাচিকেতাগ্নির চয়নে আমরা সমর্থ হইব।

আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলিয়া জান, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ (রশ্মি) বলিয়া অবগত হও।

পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলেন, সেই ইন্দ্রিয়গণ সন্নিধানে বিষয়সমূহ পথ। যিনি দেহ-ইন্দ্রিয়-এবং-মনোযুক্ত বিবেকিগণ তাঁহাকে ভোক্তা বলেন।

সদা অসমাহিত-চিত্তবশতঃ যে রথী অবিজ্ঞানবান্, দুষ্ট অশ্বসমূহের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়গণ অবশীভূত।

সদা সমাহিতচিত্তবশতঃ যে রথী বিজ্ঞানবান্, উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত।

যে রথী সদা অসংযতমনা ও অশুচি সুতরাং অবিজ্ঞানবান্, সে কখন সেই পরমপদ পায় না, সংসারগতিই প্রাপ্ত হয়।

যে রথী সদা সংযতমনা ও শুচি সুতরাং বিজ্ঞানবান্ তিনি সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন যাহা হইতে আর পুনরায় জন্ম হয় না।

যে মানবের বিজ্ঞানই সারথি, মন প্রগ্রহ, সেই মানব পথের পারগত বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিষয়নিচয় শ্রেষ্ঠ, বিষয়নিচয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা (জীব) শ্রেষ্ঠ।

মহান্ আত্মা (জীব) হইতে অব্যক্ত (প্রকৃতি) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি পরা কাষ্ঠা, তিনিই পরা গতি।

সকল ভূতে ইনি গূঢ় আত্মা হইয়া আছেন, সুতরাং প্রকাশ পান না। কেবল সূক্ষ্মদর্শিগণ একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্‌কে মনে নিরুদ্ধ রাখিবেন, সেই মনকে মন আদি

ব্যাপক জ্ঞানে (বুদ্ধিতে) নিরুদ্ধ রাখিবেন, সেই জ্ঞানকে মহান্ আত্মাতে (জীবে) নিরুদ্ধ রাখিবেন, সেই মহান্ আত্মাকে শান্ত (প্রপঞ্চাতীত) পরাত্মাতে নিরুদ্ধ রাখিবেন।

উত্থান কর, জাগ্রৎ হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণসন্নিধানে গিয়া জ্ঞান শিক্ষা কর। পণ্ডিতগণ দুরত্যয় শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় এই পথকে দুর্গম বলিয়াছেন।

ভাব—সৎক্রিয়ার হৃদয়প্রাপী ফলরস—সৎক্রিয়া—সুকৃত—"তিনি আপনি আপনাকে করিলেন তাই তিনি সুকৃত বলিয়া উক্ত হয়েন" (৮।৬); সুতরাং ভগবৎক্রিয়ায় জগৎ যখন তাঁহা হইতে প্রকাশ পায়, সে সময়ে সেই ক্রিয়াদর্শনে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সুকৃত অর্থাৎ শোভনকর্ম্মা বলেন। এই শোভনকর্ম্মার—হৃদয়প্রাপী ফলরস—মূলে 'ঋত' এই শব্দে উক্ত হইয়াছে। ঋত-শব্দের ঈদৃশ অর্থনিষ্পাদন কষ্টকল্পনা বিনা আর কি বলা যাইতে পারে? ঈদৃশ অর্থকল্পনা না করিয়া কোন উপায় নাই। কেন না "সুকৃত" শব্দের সঙ্গে "রস" শব্দের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবশতই শ্রুতি বলিয়াছেন "যেহেতুক ইনি সুকৃত, তাই ইনি রস (রসস্বরূপ)।" (৪।১২)। ভাষ্যকার ঋতশব্দের "কর্ম্মফল" অর্থ করিয়াছেন; কর্ম্মফলের সঙ্গে তিনি রসশব্দের যোগ করেন নাই। যখন "পান-করেন" এই ক্রিয়ার সহিত শ্রুতি 'ঋত' শব্দের যোগ করিয়াছেন, তখন সুকৃত শব্দের বলে 'কর্ম্মফলের' সঙ্গে রসশব্দযোগকরা যুক্তিযুক্ত। সুকৃত-শব্দ হইতে কর্ম্ম পাওয়া যাইতেছে এজন্য আমরা কর্ম্মফল না বলিয়া কেবল ফলশব্দ গ্রহণ-করিয়াছি। ঋতশব্দের সাধারণ অর্থ—সত্য। হৃদয় সত্যের অধিষ্ঠানভূমি, এজন্য শাব্দিকগণ প্রাপ্ত্যর্থক ঋ ধাতুর সঙ্গে হৃদয়ের যোগ করিয়া উহার ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ঋতশব্দের এই ব্যুৎপত্তির আদর করিয়াই আমরা 'হৃদয়প্রাপী' * এই বিশেষণটি 'ফলরস' শব্দের পূর্ব্বে সংযুক্ত করিয়াছি। এইরূপ অর্থনিষ্পন্ন করিলে জীবাত্মা ও পরাত্মা উভয়েতে পানক্রিয়া শোভা পায়, এজন্য আমরা ঈদৃশ অর্থনিষ্পাদন কষ্টকল্পনা মনে করিতেছি না। পরাত্মা নিজানন্দে নিত্য আনন্দিত, তাঁহার শোভনক্রিয়াই তাঁহার বিশ্বব্যাপী আনন্দ, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আনন্দরসপান বর্ণন-করিয়া শ্রুতি কিছু তাঁহাকে জীববৎ করেন নাই। জীবের আনন্দরস-

* হৃদয়প্রাপী এই বিশেষণটি জীবেতে অসঙ্গত নয়, কিন্তু পরাত্মার পক্ষে উহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে। বিষয়দ্বারা যাহা অপহৃত হয়, তাহাকে হৃদয় বলে, জীব বিষয়দ্বারা অপহৃত হয়, সুতরাং উহাতে হৃদয় আছে। যদি বলা যায়, পরাত্মা আপনার আনন্দে আপনি বিভোর এই ভাবটি প্রকাশ-করিবার জন্য হৃদয়শব্দের আরোপ হইয়াছে, তাহা হইলে আলঙ্কারিক আরোপ বিনা এরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না, কেন না পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ প্রশান্ত তরঙ্গবর্জ্জিত। আমরা কিন্তু এখানে হৃদয়কে সত্যের অধিষ্ঠানভূমি—বিশ্ব (৮।৩) এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। সত্যের দ্বারা যাহা হৃত (আহৃত—গোচরীভূত) হয় তাহা হৃদয়—এ অর্থে এই ব্যুৎপত্তি।

পান পরাত্মসাপেক্ষ। যখন জীব পরাত্মার সহিত অবিভক্তভাবে স্থিতি করে, তখন পরাত্মার আনন্দ তাহাতে সংক্রামিত হইয়া সে আনন্দরসপানে কৃতার্থ হয়, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "এই জীব রসস্বরূপকে পাইয়াই আনন্দপ্লাবিত হয়" (৪।১২)।

ছায়া ও আতপের ন্যায়—ছায়া ও আতপের ন্যায় নিত্য সংযুক্ত। আতপ আছে বলিয়া ছায়া আছে, ছায়া উহার অস্তিত্বের নিমিত্ত আতপের অপেক্ষা করে, আতপের অস্তিত্ব কিছু ছায়াপেক্ষী নহে। আতপাপেক্ষী ছায়া স্বতঃ অপদার্থ হইলেও আতপের জন্য উহা অস্তিত্ববান্ এবং উহার ক্রিয়া অপরের উপরে প্রকাশ পায়। জীব যখন অবিভক্ত ভাবে ব্রহ্মের সহিত অবস্থান করে, তখন ছায়ার ন্যায় নিত্য তাঁহার অনুবর্ত্তন করে, এই অনুবর্ত্তনই তাহার মুক্তাবস্থা এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আতপের ন্যায় [স্থিতি]" (১১।৪)। কি ব্রহ্মবিদ্গণ, কি পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক, কি নাচিকেতাগ্নিচয়নকারী ব্যক্তিগণ জীব ও ব্রহ্মের ঈদৃশ সম্বন্ধ অনুভব-করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে মুক্তিসম্ভব হয়।

নাচিকেতাগ্নিচয়নে—নাচিকেতাগ্নিকে এখানে পরব্রহ্ম সহ এক করিয়া লওয়া হইয়াছে, সুতরাং এখানে অগ্নিতে ব্রহ্মদৃষ্টিবশতঃ মুক্তি সিদ্ধ হয়।

আত্মাকে রথী—এখানে অবিজ্ঞানবান্ ও বিজ্ঞানবান্, অসমাহিতচিত্ত এবং সমাহিত-চিত্ত, অশুচি এবং শুচি, এ উভয়ের মধ্যে কীদৃশ প্রভেদ ইহা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং বেদান্তসিদ্ধ সাধনপ্রণালী অল্প কথায় এখানে পরিষ্কার ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিষয়নিচয় শ্রেষ্ঠ—আপাততঃ মনে হইতে পারে কি হইতে কি শ্রেষ্ঠ এ বিচারে কি প্রয়োজন? এক পরম পুরুষে চিত্তের অভিনিবেশ হইলেই যখন কৃতা-র্থতার সম্ভাবনা, তখন বিষয় ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব-অশ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয় নিরর্থক, ইহা যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা যোগসাধনের প্রকৃত উপায় ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। যোগশাস্ত্রে সংযমের বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দ্দেশকরিবার অভিপ্রায় এই যে, এইরূপে তত্তৎস্থানের দৌর্ব্বল্য ও বিকার নিবৃত্ত হইয়া সামর্থ্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। যদিও অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি উদ্ভাবনের বিষয় যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তথাপি সেগুলি যে মুখ্য নহে, তাহা সেই শাস্ত্রই স্পষ্টবাক্যে নির্দ্দেশ-করিয়াছেন। বেদান্ত অদ্ভুত অলৌকিক সামর্থ্যোদ্ভাবনের নিমিত্ত বিষয়েন্দ্রিয়াদির পর পর শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয় করেন নাই, সেগুলিকে পরমপুরুষের অধিষ্ঠানের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য তিনি উহাদের বলাবলনির্ণয়ার্থ শ্রেষ্ঠত্বানুসারে পর পর উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ আত্মা ভগবদধিষ্ঠিত, অথচ আমরা সেই অধিষ্ঠান বিষয়েন্দ্রিয়ের কুহকে ভুলিয়া রহিয়াছি। এই কুহকাপনয়নের জন্য অন্য স্থান হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া উহাকে সেই সেই স্থলে ভগবদধিষ্ঠানচিন্তায় নিয়োগ করিলে সেই অধিষ্ঠান আবির্ভাবানুভবে পরিণত হয়। এই আবির্ভাবানুভবে যে প্রবল বলসঞ্চার হয়, তাহার নিকটে কামনা বাসনা দাঁড়াইতে

পারে না। ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয়নিচয় শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ উহাদের আকর্ষণ অতিক্রম-করিতে পারে না। বিষয়নিচয় কিছু ভগবদধিষ্ঠানবর্জ্জিত নহে, সুতরাং যখন যে বিষয়ের আকর্ষণে চক্ষুরাদি বিপথগামী হয় সেই বিষয়ে ভগবদধিষ্ঠান চিন্তার বিষয় করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তায় সে স্থলে যখন ভগবদাবির্ভাব অনুভবগোচর হয়, তখন সে বিষয় চক্ষুরাদিকে বিপথে লইয়া না গিয়া ভগবদ্দর্শনাদিতে নিযুক্ত রাখে। বিষয়েন্দ্রিয়-শোধন যে প্রণালীতে হয়, মন বুদ্ধি আত্মা ইহারাও সেই প্রণালীতে পরিশুদ্ধ হয়। ঈশ্বরপ্রণিধানে সর্ব্ববিধ যোগের অন্তরায় নিবৃত্ত হয়—সাধক তখন একথার সত্যত্ব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া যোগপ্রণালীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান্ হন।

বাক্‌কে মনে নিরুদ্ধ রাখিবে—এক বাক্‌শব্দে সমুদায় ইন্দ্রিয় এখানে গৃহীত হইতেছে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ যখন মনকে অতিক্রম করে না, তখন বিষয়সমূহের বিপথে লইয়া যাইবার সামর্থ্য অন্তর্হিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মন—মনন। উপরে যে ভগবদধিষ্ঠানচিন্তার কথা বলা গিয়াছে উহা সেই মননই। মনন যখন বিকল্পবর্জ্জিত হয়, তখন উহাকেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা যায়। সেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে জীবেতে নিরুদ্ধ করিতে শ্রুতি বলিয়াছেন। ইহাতে এই বুঝায় যে এই নিরোধে জীব ব্যবসায়াত্মিকবুদ্ধিযুক্ত হয়, সে কখন তদ্বিরহিত হয় না। বুদ্ধিযুক্ত জীব পরাত্মাতে অবিভক্তভাবে স্থিতি করে, তাঁহাতেই তাহার অধিবাস হয়। আমরা ভগবদধিষ্ঠান ও ভগবদাবির্ভাবানুভবের কথা কেবল জীবে নহে সর্ব্বত্র উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে শ্রুতি সহ আমাদের কথার বিরোধ যাঁহারা মনে করিয়া লইবেন, তাঁহারা এইটি স্মরণে রাখিবেন যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই হউক, আর উহাদের বিষয়ই হউক, সকলের সঙ্গে পরাত্মা নিত্য সংযুক্ত আছেন, ইহা যখন বেদান্তের বিশেষ মত, তখন বেদান্ত যদি পরাত্মার উল্লেখ না করিয়া কেবল উহাদিগেরই উল্লেখ করিয়া থাকেন তদ্দর্শনে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, উহাদিগের সঙ্গে পরাত্মা উল্লিখিত হন নাই। বিকারযুক্ত ইন্দ্রিয়াদিতে ঈশ্বরপ্রণিধান করিলে যখন উহাদের বিকার নিবৃত্ত হয় এবং উহারা সাধকের বশে আইসে, তখন এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার অস্বীকারকরা যোগবিজ্ঞানবিরোধী। যে ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত হইয়াছে সূক্ষ্মবিজ্ঞানদৃষ্টিতে তাহাদের স্থাননির্দ্দেশ করিয়া না লইলে ধারণায় ফললাভ হয় না, এজন্য যোগীর যোগের জন্য শারীরতত্ত্বাদি অবগত হওয়া প্রয়োজন। ইহার দৃষ্টান্ত—

অর্থঃ প্রজননং পুংসু ক্লীতরস্ত্রীষু তাদৃশম্।
ঋতেঽগ্রমস্ত গূঢত্বাচ্ছিষ্টং ন দৃষ্টিগোচরে॥

এতদবলম্বনে—

চক্ষুরাদিষ্বিন্দ্রিয়েষু সংযমঃ ক্লীতরোঽর্থয়োঃ *।
আত্মনি মনসি প্রাণে প্রণিধানং পরাত্মনঃ।

---

* ক্লীতরোঽর্থয়োরিত্যুপলক্ষণং—চূচাবপি। ক্লীব+তৃ+অস্। ব্যুৎপত্তি ক্লীতকশব্দে দ্রষ্টব্য।

উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের সন্নিধানে—এক জন আচার্য্যে জ্ঞানাদির শুদ্ধি সম্ভবপর নহে, এজন্য শ্রুতি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। এক জন গুরুর আশ্রয় না লইয়া বহু গুরুর আশ্রয়ে কি প্রয়োজন, এতৎসম্বন্ধে ভাগবত বলিয়াছেন,

न ह्येकस्मात् गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलम्।
ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः॥ ১১স্ক, ৯ অ, ৩১ শ্লো।

"ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হইলেও ঋষিগণ বিবিধ প্রকারে তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং এক জন গুরু হইতে জ্ঞান সুস্থির বা প্রচুর হয় না।" এ কথা উপনিষৎসম্মত, কেন না বেদাধ্যয়নান্তে আচার্য্য শিষ্যকে তাঁহার অপেক্ষা যে সকল ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের প্রতি সম্মাননাপ্রদর্শন এবং সংশয়স্থলে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন (১০।১২ [১১অনু])। জ্ঞানশিক্ষায় তত্ত্বশাস্ত্রে ব্রাহ্মণযবনাদির কোন ভেদ নাই, জড় অজড় সকল হইতেই শিক্ষা গ্রহণীয়।

৭। যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ।
স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥
যইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ এতদ্বৈ তৎ।

কঠ ৪।৩—৫।

'যেন' 'এতেন' 'এব' আত্মনা বিজ্ঞানস্বভাবেন 'রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্' 'মৈথুনান্' 'চ' 'বিজানাতি'। 'অত্র' জ্ঞানবিষয়ে 'কিম্' অন্যৎ 'পরিশিষ্যতে'—ন কিমপীতি ভাবঃ। 'তৎ' 'এতৎ' 'বৈ' আত্মতত্ত্বং ত্বয়া নচিকেতসা পৃষ্টম্।

'স্বপ্নান্তং' স্বপ্নবিজ্ঞেয়ং 'জাগরিতান্তং' জাগরিতবিজ্ঞেয়ম্, 'উভৌ' স্বপ্নজাগরিতান্তৌ 'যেন' 'অনুপশ্যতি' তং 'মহান্তং' মহত্ত্বসম্পন্নং 'বিভুং' ব্যাপিনম্,'আত্মানং' 'মত্বা' 'জ্ঞাত্বা' 'ধীরঃ' বিবেকী 'ন শোচতি'।

'মধ্বদং' কর্ম্মফলভোক্তারং 'ইমং' 'জীবম্,' 'আত্মানম্' 'অন্তিকাৎ' সমীপে 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য 'ঈশানম্' ঈশিতারং 'যঃ' 'বেদ' 'ততঃ' জ্ঞানানন্তরং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' আত্মানং ন গোপায়িতুমিচ্ছতি 'এতৎ বৈ তৎ' জীবাত্মপরমাত্মতত্ত্বম্।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মিথুনধর্ম্মজ সুখানুভব,যে এই আত্মা দ্বারা জানা যায় তাঁহাকে জানিলে, এই আত্মজ্ঞানবিষয়ে আর কি অবশেষ থাকে। এই সেই আত্মতত্ত্ব।

স্বপ্নবিজ্ঞেয়, জাগরিতবিজ্ঞেয়, স্বপ্নজাগরিত উভয়-বিজ্ঞেয় যদ্দ্বারা

জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই মহান্ ব্যাপী আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।

এই কর্ম্মফলভোক্তা জীবাত্মাকে ও তৎসমীপবর্ত্তী কালত্রয়ের নিয়ন্তাকে যে ব্যক্তি জ্ঞাত হয় সে আর সেই জ্ঞানানন্তর আত্মগোপনে ইচ্ছা করে না। এইটি সেই জীবাত্মপরমাত্মতত্ত্ব।

ভাব—আত্মা যত ক্ষণ দেহে অবস্থান করে তত ক্ষণ রূপরসাদি অনুভূত হয়, আত্মা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে শরীর থাকে অথচ রূপরসাদির জ্ঞান থাকে না। ইহাতে আত্মার অধিষ্ঠানেই যে এ সকল অনুভূত হয়, আত্মাই যে উহাদের জ্ঞাতা, এ সম্বন্ধে আর সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। তাই মৃত্যু বলিতেছেন, রূপরসাদির জ্ঞাতা কে তাহা অবগত হইলে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের আর কি অবশেষ থাকে? আত্মা দেহে আছে বলিয়া জাগরিতাবস্থায় রূপরসাদির অনুভূতি উপস্থিত হয়, নিদ্রিতাবস্থায় বাহ্য রূপরসাদি প্রত্যক্ষ না হইলেও উহাদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, স্বপ্নে মন তাই রূপরসাদি সম্ভোগ-করে। অন্তরে ও বাহিরে এইরূপে আত্মার বিদ্যমানতা জ্ঞানের বিষয় হইলে আত্মা যে দেহনিরপেক্ষ তৎসম্বন্ধে প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, এই প্রত্যয়ই শোকনিবৃত্তির হেতু, কেন না দেহান্তেও আত্মা চৈতন্যরূপে স্থিতি করিবে, তৎসম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। আত্মার অস্তিত্ব নিঃসংশয় হইলেও সে যখন কর্ম্মফলভোক্তা তখন তাহার অধীনতা এবং তজ্জনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। আত্মা কাহার অধীন, কে তাহার নিয়ন্তা, নিয়ন্তার সহিত তাহার নিত্য বা অনিত্য সম্বন্ধ, এ সকল জানিয়া নিয়ন্তার মহত্ত্ব ও গৌরব যখন সে হৃদয়ঙ্গম করে, তখন সে ভয়শূন্য হয়, এজন্য আর তাহার আত্মগোপনে বাসনা থাকে না, আপনি যাহা সেইরূপে আপনাকে নিয়ন্তৃসন্নিধানে প্রকাশ করে, কেন না সে জানে এরূপ সরল অকপট ব্যবহারে তাহার অসদ্গতি নিবৃত্ত হইয়া সদ্গতি উপস্থিত হয়।

৮। ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥
অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ।
ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ কঠ ৫।৩।৪।

'প্রাণং' প্রাণবায়ুম্, 'ঊর্দ্ধং' হৃদয়াৎ 'উন্নয়তি' ঊর্দ্ধং গময়তি 'অপানং' 'প্রত্যক্' অধঃ 'অস্যতি' ক্ষিপতি যঃ, 'মধ্যে' হৃদয়াকাশে 'আসীনং' স্থিতং তং 'বামনং' শোভনফলপ্রাপকম্, আত্মানং 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ' চক্ষুরাদয়ঃ 'উপাসতে' তদনুগতাঃ ভবন্তি।

'বিস্রংসমানস্ত' ভ্রংশমানস্ত অতএব 'দেহাৎ বিমুচ্যমানস্ত' 'শরীরস্থস্ত' 'অস্ত' 'দেহিনঃ' 'অত্র' দেহে 'কিং' 'পরিশিষ্যতে' ? কিমপি নেত্যর্থঃ। 'এতৎ বৈ' 'তৎ' আত্মতত্ত্বম্।

'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মা 'কশ্চন' মনুষ্যঃ 'ন প্রাণেন' 'ন অপানেন' 'জীবতি' 'যস্মিন্' 'এতৌ' প্রাণাপানৌ 'উপাশ্রিতৌ' তেন 'ইতরেণ' আত্মনা 'তু' 'জীবন্তি' সর্ব্বে।

[যে জীবাত্মা] প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যায়, অপান বায়ুকে অধো দিকে নিক্ষেপ করে, সেই হৃদয়াকাশে আসীন শোভন-ফলপ্রাপয়িতাকে [চক্ষুরাদি] সকল দেবগণ উপাসনা-করে [অনুগত হয়]।

এই শরীরস্থ দেহী যখন শিথিলসন্ধিবন্ধ হইয়া দেহবিমুক্ত হয়, তখন এই শরীরে কি অবশেষ থাকে ? এই সেই আত্মতত্ত্ব।

কোন মর্ত্ত্য প্রাণদ্বারাও জীবনধারণ করে না, অপানের দ্বারাও জীবনধারণ করে না, এই প্রাণাপান যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে অন্যতর তাহাকেই আশ্রয় করিয়া সকলে জীবনধারণ করে।

ভাব—শোভনফলপ্রাপয়িতা—ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মার আচরণানুসারে শুভ ফল বা অশুভ ফল প্রাপ্ত হইলেও আত্মা কিন্তু শোভনফলপ্রাপয়িতা, কেন না চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যখন আত্মার অনুগত হইয়া কার্য্য করে, আত্মাকে তাহার প্রেরয়িতা হইতে অন্য দিকে লইয়া না যায়, তখন উহারা আত্মা হইতে শোভন ফলই প্রাপ্ত হয়।

অন্যতর তাহাকেই—জীবাত্মাকেই।

৯। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব-
ত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

মু ৩ (১) ১। ২; শ্বেত ৪। ৬। ৭।

'দ্বা' দ্বৌ 'সুপর্ণা' সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ 'সযুজা' সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ 'সখায়া' সখায়ৌ 'সমানং' 'বৃক্ষং' দেহং 'পরিষস্বজাতে' আলিঙ্গিতবন্তৌ 'তয়োঃ' পক্ষিণোঃ 'অন্যঃ' জীবঃ 'স্বাদু' 'পিপ্পলং' ফলং 'অত্তি' 'অন্যঃ' পরাত্মা 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ 'অভিচাকশীতি' পশ্যতি সাক্ষিতয়া।

'সমানে' 'বৃক্ষে' দেহে 'নিমগ্নঃ' আসক্তঃ সন্ 'মুহ্যমানঃ' 'পুরুষঃ' জীবঃ 'অনীশয়া' দীনতয়া

'শোচতি' সন্তপ্যতে। 'জুষ্টং' যোগদ্যুপায়েন সেবিতম্, 'ঈশং' পরমেশং 'যদা' 'পশ্যতি' সাক্ষাৎকরোতি, তদা 'অস্য' ঈশস্য 'মহিমানং' তন্মগত্বেনাত্মনোমহত্বম্ 'ইতি' জ্ঞাত্বা 'বীতশোকঃ' অপগতশোকঃ ভবতি।

দুইটি সুপর্ণ নিত্য একত্র স্থিত, পরস্পর সখা, একই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভোজন-করেন, অপরটি অনশন থাকিয়া [অন্যটিকে] দেখেন।

একই বৃক্ষে জীব মগ্ন থাকিয়া দীনতাবশতঃ শোকে মুহ্যমান হয়। যখন সে আপনা ছাড়া সেবাপরিতুষ্ট ঈশ্বরকে দর্শন-করে, তখন ইঁহারই সে মহিমা ইহা জানিয়া বীতশোক হয়।

ভাব—এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপে এবং দেহকে বৃক্ষরূপে গ্রহণ-করিয়া জীবতত্ত্ব ও পরাত্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সুপর্ণ—অল্পকায় বেগবান্ পক্ষী। অল্পকায় পক্ষিগুলি অতি দ্রুতগামী, এবং তাহারা দেখিতে অতি বিচিত্র, নানা বর্ণে তাহাদের পক্ষ অনুরঞ্জিত। জীবাত্মা ও পরাত্মাতে ঈদৃশ পক্ষিত্বের আরোপ এই দেখাইয়া দেয় যে, তাঁহাদের উভয়েরই গতি অব্যাহত, কেহই বা কিছুই তাঁহাদের গতির অবরোধ জন্মাইতে পারে না। পরমাত্মার সম্বন্ধে অপ্রতিহতগতিত্ব বলা শোভা পায়, কেন না তাঁহারই ইচ্ছায় সমুদায় জগৎ শাসিত হইতেছে, তাঁহারই অভিপ্রায় সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইতেছে, কিন্তু জীবাত্মার সম্বন্ধে ঈদৃশ আরোপ যে বিফল তাহা দ্বিতীয় ঋকেই প্রকাশ পাইতেছে। দেহে আসক্তিবশতঃ জীব নিতান্ত দীনভাবে শোকে মুহ্যমান, এই এক কথাতেই বুঝা যাইতেছে, জীবের গতি নিয়ত প্রতিহত বিঘ্নসঙ্কুল। দেহে আসক্তিবশতঃ তাহার ঈদৃশ দুর্দ্দশা হয় বটে, কিন্তু সে যখন স্বভাবে অবস্থান করে, তখন তাহারও গতি তাহারও ইচ্ছা অপ্রতিহতভাবে কার্য্য করে। এরূপ অপ্রতিহতত্বের কারণ কি, শ্রুতি আপনি তাহা দেখাইয়াছেন। জীব ঈশ্বরেরই মহিমা ; তাঁহারই স্বরূপে স্বরূপবান্, আসক্তিবশতঃ যখন তাহার স্বরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখনই তাহার ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ দুর্দ্দশা যখন তাহার স্বভাবসিদ্ধ নয়, তখন ভগবদারাধনায় উহা শীঘ্রই অন্তরিত হয়, এবং পরাত্মার সহিত নিত্যযুক্ত ও সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করে।

বৃক্ষে—দেহে। মগ্ন—আসক্ত। আপনা ছাড়া ঈশ্বরকে—জীব যখন দেহে আসক্ত হয়, তখন সে আপনাকে দেহের সহিত এক মনে করে, সুতরাং দেহের সুখদুঃখাদিতে সে সুখী হয় ও দুঃখী হয়। এই অবস্থায় দৈন্য ও শোকে মুহ্যমান হওয়া তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। যদি তাহাতে দীনতা উপস্থিত না হইত, সে যদি শোকাভিভূত না হইত, তাহা হইলে বাহির হইতে তাহার দৃষ্টি অন্তরের দিকে যাইত না, এবং যোগে প্রবৃত্তি জন্মিত না। সেবাপরিতুষ্ট—মূলে জুষ্ট। জুষ ধাতুর অর্থ প্রীতি ও সেবা। এই উভয়ার্থ একত্র মিলিত করিয়া সেবাপরিতুষ্ট অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে।

১০। কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা। যেন বা রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি।

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামোবশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি।

ঐত ৫। ১। ২।

'কঃ অয়ম্ আত্মা' ইতি' যং 'বয়ম্' 'উপাস্মহে'। 'কতরঃ স আত্মা'? 'যেন বা রূপং পশ্যতি', 'যেন বা শব্দং শৃণোতি' 'যেন বা গন্ধান্ আজিঘ্রতি' 'যেন বাচং' বাক্যং 'ব্যাকরোতি' ব্যবহরতি 'যেন বা স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি' স আত্মা ইতি।

'যৎ এতৎ হৃদয়ং' তৎ 'এতৎ মনঃ' 'সংজ্ঞানং' চেতনভাবঃ 'আজ্ঞানম্' আজ্ঞপ্তিঃ ঈশ্বরভাবঃ, 'বিজ্ঞানং' কলাদিপরিজ্ঞানং 'প্রজ্ঞানং' প্রজ্ঞতা, 'মেধা' গ্রন্থধারণসামর্থ্যং 'দৃষ্টিঃ' ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়োপলব্ধিঃ 'ধৃতিঃ' ধারণা ধৈর্য্যং 'মতিঃ' মননং 'মনীষা' স্বাধীনচিন্তা 'জূতিঃ' শীঘ্রবেদিত্বং 'স্মৃতিঃ' স্মরণং 'সঙ্কল্পঃ' শুক্লকৃষ্ণাদিভেদেন প্রত্যুপস্থিতবিষয়পরিকল্পনং 'ক্রতুঃ' অধ্যবসায়ঃ 'অসুঃ' প্রাণাদিজীবনক্রিয়ানিমিত্তা বৃত্তিঃ 'কামঃ' বিষয়াকাঙ্ক্ষা, 'বশঃ' ভোগাভিলাষঃ, 'এতানি' 'এব' 'সর্ব্বাণি' 'প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি' 'ভবন্তি'।

কে সেই আত্মা আমরা যাঁহার উপাসনা করি? কোন্‌টি সেই আত্মা? যাঁহার দ্বারা রূপ দেখা যায়, যাঁহার দ্বারা শব্দ শুনা যায়, যাঁহার দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করা যায়, যাঁহার দ্বারা বাগ্ব্যবহার করা যায়, যাঁহার দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু জানা যায় [তিনিই সেই আত্মা]।

এই যে হৃদয় সেই মন, সেই চেতনা, সেই কর্ত্তৃত্ব, সেই বিজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞান, সেই মেধা, সেই দৃষ্টি, সেই ধৃতি, সেই মতি, সেই মনীষা, সেই ক্ষিপ্রবেদিতা, সেই স্মৃতি, সেই সঙ্কল্প, সেই অধ্যবসায়, সেই অসু, সেই কাম, সেই ভোগাভিলাষ। এ সকলগুলি প্রজ্ঞানের নামান্তর।

ভাব—চেতনা—সংজ্ঞান। কর্ত্তৃত্ব—আজ্ঞান। বিজ্ঞান—কলাদির বিশেষ জ্ঞান। মেধা—গ্রন্থধারণে সামর্থ্য। দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়োপলব্ধি। ধৃতি—ধারণা ধৈর্য্য। মতি—মনন। মনীষা—স্বাধীনচিন্তা। ক্ষিপ্রবেদিতা—মূলে জূতি। সঙ্কল্প—উপস্থিত বিষয়সমূহের শুক্লকৃষ্ণাদিভেদপরিকল্পন। অধ্যবসায়—ক্রতু। অসু—প্রাণাদি জীবনক্রিয়া যদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই বৃত্তি। কাম—বিষয়াকাঙ্ক্ষা। ভোগাভিলাষ—মূলে বশ। দর্শনশ্রবণাদি যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক শক্তি যাঁহা হইতে প্রকাশ পায় তিনিই আত্মা।

১১। ত্রীণ্যাত্মনে কুরুতেতি মনোবাচং প্রাণং তান্যাত্মনে কুরুতান্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসাহ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মনএব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি। যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা। এষা হ্যন্তমায়ত্তৈষা হি ন। প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ।

বৃহ ৩। ৫। ৩।

'আত্মনে কুরুত' ইতি—ব্যাখ্যায়তে. 'মনঃ বাচং প্রাণং' 'তানি' অন্নানি 'আত্মনে' আত্মার্থম্ 'কুরুত' অকুরুত। অতএব 'অন্যত্রমনাঃ অভূবং ন অদর্শম্' 'অন্যত্রমনাঃ অভূবং ন অশ্রৌষম্ ইতি' 'মনসা হি এব পশ্যতি মনসা শৃণোতি'। 'কামঃ' অভিলাষঃ 'সঙ্কল্পঃ' প্রত্যুপস্থিতবিষয়বিকল্পনং শুক্ল-নীলাদিভেদেন 'বিচিকিৎসা' সংশয়জ্ঞানং 'শ্রদ্ধা' সত্যধারণোপযোগিনী বুদ্ধিঃ 'অশ্রদ্ধা' তদ্বিপরীতা বুদ্ধিঃ 'ধৃতিঃ' দেহাদ্যবসাদে উত্তম্ভনম্ 'অধৃতিঃ' তদ্বিপর্য্যয়ঃ 'হ্রীঃ' লজ্জা 'ধীঃ' প্রজ্ঞা 'ভীঃ' ভয়ম্ 'এতৎ সর্ব্বং মনঃ এব'। 'তস্মাৎ' 'অপি' এব হেতোঃ 'পৃষ্ঠতঃ উপস্পৃষ্টঃ মনসা' 'বিজানাতি'। 'যঃ কঃ চ শব্দঃ বাক্ এব সা'। 'এষা' বাক্ 'হি' 'অন্তম্' অভিধেয়নির্ণয়ম্ 'আয়ত্তা' অনুগতা অভিধেয়প্রকাশিকা 'এষা' বাক্ 'হি' পুনঃ 'ন' অভিধেয়বৎ প্রামাণ্যা। 'প্রাণঃ' মুখনাসিকাসঞ্চারী 'অপানং' মূত্রপুরীষা-দেরপনেতা 'ব্যানঃ' সর্ব্বশরীরব্যাপী 'উদানঃ' উর্দ্ধগমনাদিহেতুঃ 'সমানঃ' অন্নপক্তা এতে 'অনঃ' দেহ-চেষ্টাহেতুঃ 'ইতি এতৎ সর্ব্বং প্রাণঃ এব' 'এতন্ময়ঃ' মনোবাক্ প্রাণ ইতি ত্রিতয়ারব্ধঃ 'বৈ' এব—'অয়ম্ আত্মা বাঙ্ময়ঃ মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ'।

[প্রজাপতি] তিনটি আপনার জন্য করিলেন—মন বাক্ প্রাণ এই তিনটিকে আপনার জন্য করিলেন, তাই [লোকে বলে] আমার মন অন্যত্র ছিল আমি দেখি নাই, আমার মন অন্যত্র ছিল আমি শুনি নাই—মনের দ্বারাই দেখে মনের দ্বারাই [লোকে] শোনে। কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভী, এ সকল মনই। তাই পৃষ্ঠে স্পর্শ করিলে মনের দ্বারা [লোকে] জানে। যে কোন শব্দ তাহাই বাক্। এই বাক্ অভিধেয়ের অনুগত, সুতরাং উহা [অভিধেয়তুল্য] নয়। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ইহারা অন অর্থাৎ দেহচেষ্টার হেতু। এ সকল প্রাণই। এই আত্মা এই ত্রিতয়ময়—বাঙ্ময়, মনোময়, প্রাণময়।

ভাব—তিনটি আপনার জন্য করিলেন—"পিতা (প্রজাপতি) প্রজ্ঞা ও তপস্যা (ক্রিয়াশক্তি) দ্বারা যে সাতটি অন্ন উৎপন্ন করিলেন উহার একটি (সর্ব্বপ্রাণি) সাধারণ

দুইটি দেবগণকে দিলেন, তিনটি আপনার জন্য করিলেন, পশুগণকে একটি [দিলেন] (১০।৩১)" এই শ্রুতির 'তিনটি আপনার জন্য করিলেন' এই অংশের ব্যাখ্যা শ্রুতি আপনি করিতেছেন।

আপনার জন্য করিলেন—প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ আদিজীব। তাঁহাতে যে সকল আছে প্রত্যেক জীবে তাহাই বিদ্যমান। এমন কি শ্রুতি তাঁহাতে পাপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত (৮।১১) আরোপ করিয়াছেন। এই পাপ তিনি দহন করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন অপরেও পাপদহন করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়।

মনের দ্বারা জানে—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং দর্শনাদিতে সমর্থ নয়। মনের অধিষ্ঠানে দর্শনাদি জ্ঞান জন্মায়। মন অন্যত্র নিবিষ্ট হইলে এজন্যই সম্মুখস্থ বিষয়ও দর্শনাদির বিষয় হয় না।

বাক্ অভিধেয়ের অনুগত—শব্দ ও অর্থ নিত্য সংযুক্ত। শব্দ বাক্, অর্থ অভিধেয়। যখন যে অর্থ চিত্তে প্রতিভাত হয়, সেই অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য তদ্ব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। শব্দ ধ্বনিমাত্র। ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সমাবেশে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সাঙ্কেতিক বাহ্য আকার দেওয়া হয়, এই সাঙ্কেতিক আকারগুলির নাম বর্ণ বা অক্ষর। ধ্বনির ঈষৎ তারতম্যে ভিন্নার্থ প্রকাশ পায়—যেমন সকল, শকল। প্রথমটির প্রথমবর্ণ দন্তসংযোগে, দ্বিতীয়টির প্রথম বর্ণ তালুসংযোগে উচ্চারিত হয়। এক এই উচ্চারণের তারতম্যে দুইটি শব্দ একেবারে বিপরীতার্থ প্রকাশ করে ; প্রথমটি সমগ্র দ্বিতীয়টি খণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই এই উচ্চারণগত পার্থক্য আজও স্থির আছে, এক বঙ্গদেশেই উহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বঙ্গবাসিগণ উচ্চারণে মিষ্টতার পক্ষপাতী, এ ব্যতিক্রম যে তাঁহাদিগের দ্বারা কোন দিন সংশোধিত হইবে, তৎসম্বন্ধে সংশয়।

উহা [অভিধেয়তুল্য] নয়—অভিধেয় প্রধান, এজন্য অভিধেয় নিত্য এক থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সেই একই অভিধেয় ভিন্ন ভিন্ন শব্দে অভিব্যক্ত হয়। বাহিরে ও অন্তরে যে সকল বিষয় নিত্য বিদ্যমান সেইগুলি অভিধেয়। যে কোন দেশের ব্যক্তিগণের নিকটে উহারা একই আকারে প্রকাশ পায়। এই সকল বিষয় ব্যবহার করিতে গিয়া অপরের বুদ্ধিস্থ করিতে হইলেই ধ্বনির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির যোগ করিয়া একটি বিষয় হইতে অন্য বিষয়টিকে স্বতন্ত্র করা আবশ্যক। বিষয় বহু, সুতরাং ধ্বনির ওলট পালট করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে বুদ্ধিস্থ করা প্রয়োজন হয়। শব ও বশ এ দুই স্থলে ধ্বনির ওলট পালট করিয়া ভিন্ন অর্থ প্রতীতির বিষয় করা হইয়াছে। অভিধেয় বিষয় যেমন নিত্য এক অবস্থায় থাকে, ধ্বনির সংযোগ সেরূপ নয়, সুতরাং দেশভেদে কালভেদে অবস্থাভেদে ধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ হইয়া ভাষার বহুত্ব ঘটিয়াছে।

এই আত্মা এই ত্রিতয়ময়—আত্মা মনোময় এ কথা বলাতে কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না, কেন না মন বা মনন আত্মার স্বরূপ, মনন বিনা চিন্তা বিনা আত্মা কিছুই নয়। আত্মা বাঙ্ময় প্রাণময় এ কথা বলাতে আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, কারণ বাক্ ও প্রাণ কিছু আত্মার স্বরূপ নহে। যদি এইরূপই হইল তবে শ্রুতি আত্মাকে বাঙ্‌ময় প্রাণময় বলিলেন কেন? শ্রুতির এরূপ বলিবার কারণ এই যে, আত্মার যেমন মননশক্তি আছে তেমনি উহার ক্রিয়াশক্তি আছে। মনন এবং ক্রিয়াশক্তি কিছু ভিন্ন নহে, মনন করিতে গিয়াই ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়। প্রাণ যদি ক্রিয়াশক্তি হয়, তাহা হইলে আত্মাকে প্রাণময় বলাতে ক্ষতি কি? ক্রিয়াশক্তি থাকিলে তাহার বাহ্য প্রকাশও থাকিবে, বাক্ (ধ্বনি) সেই বাহ্য প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাহ্য প্রকাশ যখন নিত্য, তখন আত্মার সহিত তাহার নিত্য সংযোগবশতঃ শ্রুতি আত্মাকে বাঙ্‌ময় বলিয়াছেন।

১২। গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোহপ্যপরোপি দৃষ্টঃ॥

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
র্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।

ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥

শ্বেত ৫। ৭—১২।

'গুণান্বয়ঃ' গুণৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অন্বয়ঃ সম্বন্ধো যস্য সঃ, 'ফলকর্ম্মকর্ত্তা' ফলায় কর্ম্মণাং কর্ত্তা, 'যঃ' 'স' 'কৃতস্য' 'তস্য' 'এব' 'চ' 'উপভোক্তা'। 'স' 'বিশ্বরূপঃ' নানারূপঃ 'ত্রিগুণঃ' ত্রয়ঃ সত্ত্বাদয়ঃ গুণাঃ অস্য 'ত্রিবর্ত্মা' ত্রীণি বর্ত্মানি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানরূপাণি যস্য, 'প্রাণাধিপঃ' প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তেঃ অধিপঃ, 'স্বকর্ম্মভিঃ' স্বানুষ্ঠানৈঃ 'সঞ্চরতি' বিহরতি তত্তদনুরূপভাবেন।

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ সূক্ষ্মত্বাৎ 'রবিতুল্যরূপঃ' জ্যোতিঃস্বরূপঃ চৈতন্যত্বাৎ 'সঙ্কল্পাহঙ্কার-সমন্বিতঃ' সঙ্কল্পঃ প্রত্যুপস্থিতবিষয়ভেদবিকল্পনং চ অহঙ্কারঃ অহংজ্ঞানং চ তাভ্যাং সমন্বিতঃ 'বুদ্ধেঃ গুণেন' 'আরাগ্রমাত্রঃ' প্রতোদাগ্রপ্রোতলোহকণ্টকাগ্রমাত্রঃ সূক্ষ্মঃ 'আত্মগুণেন' শরীরগুণেন 'চ এব' 'অপরঃ' 'অসূক্ষ্মঃ' 'অপি' 'যঃ' 'দৃষ্টঃ' প্রত্যক্ষীকৃতঃ।

'স' 'জীবঃ' 'বালাগ্রশতভাগস্য' কেশাগ্রস্য শতভাগস্য 'শতধা' 'কল্পিতস্য চ' 'ভাগঃ' 'বিজ্ঞেয়ঃ'। এবমতিসূক্ষ্মোঽপি 'স চ' 'আনন্ত্যায়' অনন্তজ্ঞানাদিলাভায় 'কল্পতে' সমর্থো ভবতি।

'এষ' জীবঃ 'ন এব স্ত্রী' 'ন এব পুমান্' 'ন চ এব অয়ং নপুংসকঃ'। 'যৎ যৎ শরীরম্' 'আদত্তে' গৃহ্লাতি 'তেন তেন' শরীরেণ 'স' জীবঃ 'রক্ষ্যতে' স্ত্রীত্বাদিভেদেন রক্ষিতো ভবতি স্বতন্ত্রতয়া গ্রহণায়।

'সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ' সঙ্কল্পনং মানসক্রিয়া স্পর্শনং ত্বগিন্দ্রিয়ব্যাপারঃ দৃষ্টিঃ দর্শনক্রিয়া মোহঃ বিষয়াপহৃতচিত্তত্বম্ এতৈঃ 'স্থানেষু' ভিন্ন ভিন্ন দেহেষু 'কর্ম্মানুগানি' কর্ম্মানুযায়ীনি 'রূপাণি' স্বরূপাণি 'গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা' অন্নপানাসেবনেন 'আত্মবিবৃদ্ধিজন্ম' আত্মনঃ দেহস্য বিবৃদ্ধিং চ জন্ম চ 'দেহী' জীবঃ 'অভিসংপ্রপদ্যতে' প্রাপ্নোতি।

'দেহী' জীবঃ 'স্বগুণৈঃ' স্বাত্মনিষ্ঠসংস্কারৈঃ 'স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চ এব' 'রূপাণি' স্বরূপাণি 'বৃণোতি' ভজতে। 'তেষাং' রূপাণাং 'ক্রিয়াগুণৈঃ' 'আত্মগুণৈঃ' স্বনিষ্ঠগুণৈঃ চ 'অপরঃ অপিঃ' তদতিরিক্তোঽপি 'সংযোগহেতুঃ' নবনবযোজনাকারণং 'দৃষ্টঃ' প্রত্যক্ষীকৃতঃ।

যিনি ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বদ্ধ, ফলের জন্য যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি আপনি যাহা করেন, তাহাই ভোগ-করেন। নানাবিধ তাঁহার রূপ, তিনি ত্রিগুণ, তিনটি তাঁহার পথ, তিনি প্রাণের অধিপতি, তিনি আপনার কর্ম্মে বিচরণ করেন।

যিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র, রবিতুল্য যাঁহার রূপ, সঙ্কল্প ও অহঙ্কারে যিনি সমন্বিত, বুদ্ধির গুণে যিনি আরাগ্রমাত্র [সূক্ষ্ম], দেহের গুণে যিনি অসূক্ষ্মও দৃষ্ট হন।

সেই জীবকে—কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ করিলে যে ভাগ হয়—সেইরূপ জানিতে হইবে। সেই জীব অনন্তত্বলাভে সমর্থ।

ইনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, নপুংসকও নন। যে যে শরীর ইনি

গ্রহণ করেন সেই সেই শরীরযোগে তিনি [সেই সেই ভাবে] রক্ষিত হন।

সংকল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং মোহ এই সকলের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুক্রমে দেহী কার্য্যানুযায়ী রূপসকল এবং অন্নপানসেবনে শরীরের বৃদ্ধি ও জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দেহী স্বগুণে স্থূল সূক্ষ্ম এবং বহুরূপ ধারণ-করেন। ক্রিয়াগুণে এবং আত্মগুণে সে-সকল-রূপ ছাড়াও উহাদিগের নব নব যোজনার কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভাব—যিনি ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বদ্ধ—পরাত্মা সহ জীব যৎকালে অবিভক্ত ভাবে স্থিতি করেন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সহ কোন সম্বন্ধ থাকে না, কেন না সে সময়ে জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ হয় নাই। জীবের দেহসম্বন্ধ জগতের সহিত সম্বন্ধ ঘটিবার কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব যেমন পরাত্মা সহ অবিভক্তভাবে স্থিতি করেন, জগৎও সেইরূপ তাঁহার সহিত অবিভক্তভাবে স্থিত। জীব ও জগতের পরাত্মা হইতে বিভক্তাবস্থা সৃষ্টি। জীব ও জগৎ যাঁহাতে অবিভক্ত ভাবে অবস্থিত তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দ এই অবিভক্তাবস্থার জ্ঞাপক, এজন্যই বিভক্ত হইতে অবিভক্তাবস্থায় উত্থান উপনিষদে যেখানে বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে ব্রহ্মেতেই অবিভক্ততার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই (বিভক্ত জগৎ) ব্রহ্মই ছিলেন (৮।১২)" এ কথার অর্থ এই যে জীব ও জগৎ তৎকালে বিভক্ত হয় নাই; অবিভক্ত ভাবে পরাত্মাতে অবস্থিত ছিল, এই অবিভক্তভাবে স্থিতি ব্রহ্মশব্দে অভিহিত। "তিনি আপনাকে জানিলেন।" কি জানিলেন? "আমি ব্রহ্ম [হইয়া] আছি" অর্থাৎ জীব ও জগৎকে—নাম ও রূপকে—আমার অভ্যন্তরে অন্তর্ভূত করিয়া আমি বিদ্যমান। "সে জন্যই তিনি সকল হইলেন" অর্থাৎ নামরূপ অভিব্যক্ত করিয়া তদ্দ্বারা আপনাকে আবৃত করিলেন (৬।১১)। জীব ও জগতের যখন প্রথম অভিব্যক্তি হইল তখন জীব হিরণ্যগর্ভ এবং জগৎ প্রধান বা প্রকৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইলেন। ত্রিগুণের জন্য প্রকৃতি যে প্রকার বিবিধাকার গ্রহণ করিলেন, জীবও সেই প্রকার ত্রিগুণের জন্য প্রকৃতিসমুৎপন্ন বিবিধ দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন। প্রকৃতিই ত্রিগুণবিশিষ্ট, জীব ত্রিগুণবিশিষ্ট নহেন, এই শ্রুতি এ কথার প্রতিবাদ করিতেছেন। ত্রিগুণ কি? প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ—নিশ্চেষ্টাবস্থা। জীব ও জগৎ যখন পরাত্মার সহিত অবিভক্তাবস্থায় ছিল তখন উহাদের মোহ বা নিশ্চেষ্টাবস্থা (৬।৯ [১৮])। পরাত্মা যখন তাহাদিগকে বিভক্ত (ব্যক্ত) করিলেন তখন তাহাদিগেতে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি হইল। এই ক্রিয়াশক্তিতে তাহারা কি তাহা প্রকাশ পাইল। এই ক্রমোন্মেষ যখন গুণনামে অভিহিত হয়, তখন প্রকৃতি ও জীব উভয়েতেই উহা সমান। পরাত্মা

স্বপ্রকাশ, সুতরাং তাঁহার স্বরূপপ্রকাশের নিমিত্ত তাঁহাতে প্রবৃত্তি ও মোহ সম্ভবে না, তিনি গুণাতীত। পরাত্মা আপনার নিকটে আপনি চির প্রকাশিত, সুতরাং ক্রমে প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত যে প্রকাশগুণের প্রয়োজন তাহাও তাঁহাতে নাই।

ফলের জন্য তিনি কার্য্য করেন—মূলের আক্ষরিক অনুবাদ—ফলের নিমিত্ত তিনি কর্ত্তা। যখন তিনি ত্রিগুণ, যখন তাঁহাতে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি আছে, তখন কর্ম্ম না করিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন কেন? এই কর্ম্মই তাঁহার স্বরূপাভিব্যক্তির কারণ হয়, এবং তিনি যাহা ক্রমান্বয়ে তাহাই প্রকাশ পাইতে থাকেন। ক্রমিক স্বরূপাভিব্যক্তি জীবের ক্রিয়ার মুখ্য ফল। তাঁহার সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার গতি সেই দিকে।

তিনি আপনি যাহা করেন তাহাই ভোগ করেন—উত্তরোত্তর ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবের গ্রহণশক্তি উদ্ভূত হইতে থাকে। প্রকৃতি জীবের ভোগ্য। প্রকৃতিতে যে সকল ভোগের বিষয় আছে, সেগুলি গ্রহণশক্তির উদ্ভেদানুসারে জীবের আয়ত্ত হয় সুতরাং শ্রুতি বলিতেছেন, তিনি আপনি যাহা করেন তাহাই ভোগ করেন।

নানাবিধ তাঁহার রূপ (বিশ্বরূপ)—জগতে যতগুলি বাহ্যরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার সঙ্গে জীব অনুস্যূত আছেন। কেন না "সর্ব্বানুভূ" পরমাত্মার সর্ব্ববিষয়ের অনুভব জীবচৈতন্যে প্রতিফলিত হয় এবং সেই প্রতিফলিত অনুভবানুসারে বিবিধ রূপ উদ্ভূত হইয়া থাকে। বেদান্তবাদিগণের মতে জীব—প্রাণধারণশক্তি। জগতে যে প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেই প্রাণের ক্রিয়া জীবচৈতন্যনিষ্ঠ অনুভবের (type) দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিশেষ বিশেষ আকার গ্রহণ করে। কেবল মনুষ্যেতেই জীবের স্থিতি, অন্য কিছুতে জীবের স্থিতি নাই, বেদান্তের এরূপ মত নহে। নামরূপমাত্রের প্রকাশ জীবানুপ্রবিষ্ট পরাত্মা কর্ত্তৃক সাধিত হয়, ইহা যখন বেদান্তের মত তখন পরাত্মা যেরূপ সর্ব্বত্র অবস্থিত, জীবও তেমনি সর্ব্বত্র অবস্থিত। এরূপ অনুপ্রবেশে পরাত্মা এক ও অখণ্ড থাকেন, জীব বহু ও খণ্ড হয়েন, এ প্রভেদ কিছু সামান্য নহে। এক পরাত্মার অনুপ্রবেশেই যখন জগৎসৃষ্টি সম্ভবে, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জীবকে অনুস্যূত করিয়া লইবার কি প্রয়োজন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সর্ব্বত্র যে চৈতন্যের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, উহা পরিমিত। এই পরিমিত চৈতন্য দেখাইয়া দেয়, এ চৈতন্য পরাত্মচৈতন্য নয়, জীবচৈতন্য। পরাত্মচৈতন্য নিয়ন্তা হইয়া পরিমিত চৈতন্যকে চৈতন্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় করেন, সুতরাং পরিমিত চৈতন্যের ক্রমোন্মেষজন্য পরাত্মচৈতন্যসহকারে উহার নিত্য বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। যদি কেহ বলেন, মনুষ্যাদি জীবের সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে, সমগ্র জগৎসম্বন্ধে এ কথার প্রয়োগ কোথায়? তাঁহারা এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য ক্রমোন্মেষঘটিত এ কালের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি পাঠ করুন, সদুত্তর পাইবেন। সকলই চেতনামূলক, এ

নিমিত্ত বেদান্তের কোন স্থলে জড় বা অচেতন বলিয়া কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সিদ্ধান্তেরও এখন এই দিকে গতি।

তিনি ত্রিগুণ—এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই ইহার তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

তিনটি তাঁহার পথ—জ্ঞান, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই তিন।

প্রাণের অধিপতি—জীব—প্রাণধারণ শক্তি, এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বর্ত্তমানে যথেষ্ট।

আপনার কর্ম্মে বিচরণ করেন—জীবের ক্রিয়াশক্তির স্ফূর্ত্তি অনুসারে বিবিধ রূপমধ্যে তাঁহার বিচরণ হয়।

সঙ্কল্প ও অহঙ্কারে যিনি সমন্বিত—সঙ্কল্প—উপস্থিত বিষয়সমূহকে শুক্ল-কৃষ্ণাদি ভেদে ভিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ জীবে সঙ্কল্পশক্তি আছে বলিয়া সম্ভব হয়। যদি এরূপ সামর্থ্য না থাকিত তাহা হইলে সে বিষয়সমূহকে বিবিধ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে পারিত না। অহঙ্কার—অহংজ্ঞান। সমুদায় সঙ্কল্পের সহিত আমি এই জ্ঞান অনুস্যূত থাকে, তাই বিবিধ বিষয়ের ব্যবহার সম্ভবে।

বুদ্ধির গুণে [সূক্ষ্ম] দেহের গুণে অসূক্ষ্ম—আত্মা যখন বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে, তখন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ উদ্ভূত করিয়া আপনার সূক্ষ্মত্ব সপ্রমাণ করে, কিন্তু যখন দেহেতে আবিষ্ট হইয়া কার্য্য করে, তখন দেহের সুখ-দুঃখ-মোহাদি আপনাতে আরোপ করিয়া তন্ময় হইয়া যায়।

অনন্তত্বলাভে সমর্থ—জীব যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি তাহার প্রাপ্য অনন্ত কেন না অনন্তের সহিত সে নিত্য সংযুক্ত। আত্মার জ্ঞানাদিস্বরূপের বিস্তৃতির সীমা নাই, সুতরাং অনন্তত্বলাভের সামর্থ্য অবশ্যস্বীকার্য্য।

সঙ্কল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং মোহ—জীবের নানাবিধ রূপপ্রাপ্তির কারণ কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া শ্রুতি সঙ্কল্পাদি চারিটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্কল্পানুসারে মনুষ্যে মনুষ্যে কত প্রভেদ, ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি। স্পর্শশক্তির উদ্ভূত অনুদ্ভূত অবস্থায় জীবে জীবে কত প্রভেদ উপস্থিত হয়, তাহাও কিছু আমাদের চক্ষুর অগোচর নয়। দৃষ্টিভেদে মানুষ দেবতাও হয়, মানুষ পশুও হয়, ইহা আমরা প্রতি দিন দেখিতে পাইতেছি। যেখানে মোহ উপস্থিত, সেখানে জীব সকলই বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে। সুতরাং বলিতে হইতেছে সঙ্কল্পাদি চারিটি জীবে জীবে ভেদসাধক এবং উহাদের প্রভাবে জীবের স্বরূপভেদ উপস্থিত হয়। এই সকল ভেদে জীবের প্রবৃত্তিভেদ হইয়া থাকে, এবং সেই প্রবৃত্তিভেদমূলক কার্য্যে জীবের রূপান্তরতা ঘটে। এই চারিটির মূল শুদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ এবং উন্নতাবস্থা উপস্থিত হয়। এইরূপে সঙ্কল্পাদির অশুদ্ধাবস্থা জীবকে হীন এবং শুদ্ধাবস্থা উন্নত করে।

বহুরূপ ধারণ করে—'নানাবিধ তাঁহার রূপ' শ্রুতি প্রথমতঃ এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখন সেইটি বিশেষরূপে বিবৃত করিতেছেন। নানাবিধ তাঁহার রূপ—এ অংশের ব্যাখ্যায় 'বহুরূপ ধারণ করে' ইহার ব্যাখ্যা হইয়াছে।

পরমপুরুষ পরা-এবং-অপরা-প্রকৃতিবিশিষ্ট, গীতার এই সিদ্ধান্ত বেদান্তের সার কি না, এটি আলোচনার বিষয়। গীতা পরা এবং অপরা প্রকৃতিকে পরমপুরুষের সহিত অভেদরূপে বর্ণন করিয়াও এ দুইয়ের একান্ত বিলোপসাধন করেন নাই, ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তের প্রতি অনাদর না করিয়া তিনি আপনার সিদ্ধান্ত নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইন্দ্রের আশঙ্কা হইয়াছিল—সুষুপ্তিতে আত্মা ও ভূতসকলের বিনাশ হয়। এই আশঙ্কানিবারণের নিমিত্ত প্রজাপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে মঘবন্, এই শরীর মরণশীল। অমরণধর্ম্মা অশরীর এই আত্মার অধিষ্ঠানস্থান এই শরীর মৃত্যুকর্ত্তৃক অধিকৃত। যাহার শরীর আছে সে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ের অধীন, সশরীর থাকিলে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ের কদাপি তিরোধান হয় না। অশরীর হইয়া থাকিলে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না (৫৬পৃ)।" ইহাতে এই দেখাইতেছে যে সুষুপ্তিতেও আত্মা পরাত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া অশরীর হইয়া স্থিতি করে। এ জন্যই অন্যত্র স্পষ্টবাক্যে কথিত হইয়াছে, "সকলই সেই পরমাত্মাতে স্থিতি করে।" সেখানেই আবার "এই বিজ্ঞানস্বভাব পুরুষ (জীব) দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, স্বাদগ্রহীতা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা এবং কর্ত্তা" এই কথা বলিয়া উক্ত হইয়াছে "সেই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অক্ষর পরমাত্মাতে স্থিতি করে।" ইহাতে এই জানা যাইতেছে যে জীবের দ্রষ্টৃত্বাদি কোন কালে বিলুপ্ত হয় না। বিলুপ্ত হয় না বলিয়াই কথিত হইয়াছে "যাহা তিনি দেখেন না, দেখিয়াই তাহা দেখেন না। দ্রষ্টা অবিনাশী তাই তাঁহার দৃক্শক্তির বিলোপ হয় না (৬৭)।" যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে এ কথা কেন বলা হইয়াছে "তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি দেখিবেন।" সুষুপ্তিকালে পরাত্মাতে সকলই জীবের সহিত একীভূত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাকে ছাড়া আর কিছু প্রতিভাত হয় না। প্রতিভাত হয় না বটে, কিন্তু যদিও তিনি আর কিছু দেখেন না দেখিয়াই তাহা দেখেন না। 'দেখিয়াই তিনি দেখেন না' ইহার অর্থ কি? "ইনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" (৬।৪) এখানে যাহা উক্ত হইয়াছে সেই প্রণালীতে পরমাত্মাতে তিনি সকল দেখেন, পরমাত্মাকে ছাড়া আর কিছু দেখেন না, আর কিছুর ঘ্রাণ লন না, আর কিছুর স্বাদগ্রহণ করেন না। এইরূপে সকলেতেই পরাত্মাকে তিনি দেখেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে "ইহাই ইহার পরম গতি, ইহাই ইহার পরম সম্পৎ, ইহাই ইহার পরম লোক, ইহাই ইহার পরম আনন্দ (৬৮পৃ)।" "সকলই সেই পরমাত্মাতে স্থিতি করে", এস্থলের সকল-শব্দে বুঝাইতেছে, "পৃথিবী এবং

পৃথিবীমাত্রা (স্থক্ষ্মভূত), জল এবং জলমাত্রা, তেজ এবং তেজোমাত্রা, বায়ু এবং বায়ুমাত্রা, আকাশ এবং আকাশমাত্রা, চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য বিষয়, শ্রোত্র এবং শ্রোতব্য বিষয়, ঘ্রাণ এবং ঘ্রাতব্য বিষয়, রস এবং আস্বাদ্য বিষয়, ত্বক্ এবং স্পর্শয়িতব্য বিষয়, বাক্ এবং বক্তব্য বিষয়, হস্ত এবং গ্রহণীয় বিষয়, জননেন্দ্রিয় এবং আনন্দয়িতব্য বিষয়, চিত্ত এবং চেতয়িতব্য বিষয়, তেজ এবং বিদ্যোতয়িতব্য বিষয়, প্রাণ এবং ধারয়িতব্য বিষয় [পরমাত্মাতে স্থিতি করে] (৩।৫।[৫৩পৃ])।" স্থতরাং অক্ষর পরমাত্মাতে পরাপরপ্রকৃতির বিলোপ বেদান্তসিদ্ধ নহে, এবং গীতা যে এই বেদান্তসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। মধুব্রাহ্মণে যে সর্ব্বৈক্য উক্ত হইয়াছে উহা এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ নয়, কেন না "এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূ" (৩।২১[১৫পৃ]) এ কথা বলিয়া মধুব্রাহ্মণ সর্ব্ববিলোপ নিবারণ-করিয়াছেন। অন্য সকল স্থলে এই রূপই বুঝিতে হইবে।

১—৩। প্রথম (১) প্রবচনসমষ্টিতে বহির্ম্মুখত্ববশতঃ বহির্বিষয়বিমুগ্ধ ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অধিকার-করিতে পারে না, বিবিধ বাক্যে এইটি প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে (২) বিষয়াভিলাষবিরহিত ব্যক্তির আত্মতত্ত্বে অধিকারস্বীকারপূর্ব্বক তৃতীয়ে (৩) আত্মতত্ত্বোপদেষ্টার বিরলত্ব নির্দ্দেশ-করা হইয়াছে। আত্মতত্ত্বলাভে কেবল পার্থিব অভিলাষ বিরোধী নয়, কিন্তু "অযোগাবস্থায় ইহারা সিদ্ধি কিন্তু সমাধিতে ইহারা বিঘ্ন" (প,স্থ, ৩৷৩৬) এই যুক্তিতে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা স্বরূপপ্রাপ্তিসম্বন্ধে বিঘ্নোৎপাদন করে, এইটি পরিষ্কারবাক্যে এখানে কথিত হইয়াছে।

৪। আত্মতত্ত্বের মাহাত্ম্য এবং তাহাতে কৃতকৃত্যতার কথা শ্রবণ-করিয়া আত্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব এ উভয়ের সাধারণ ভূমি আশ্রয়করত নচিকেতা যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার তত্ত্ব এস্থলে বিচার্য্য। অন্বেষ্টব্য বস্তু অধর্ম্মের অতীত না হইলে তৎপ্রতি কাহারও আস্থা জন্মিতে পারে না, স্থতরাং উহা অধর্ম্মের অতীত হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি উহা ধর্ম্মেরও অতীত হয় তাহা হইলে অপাপবিদ্ধত্বের হানি হয় বলিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তির উহা ইষ্টবিষয় হইতে পারে না। পরাত্মা "ধর্ম্মাবহ পাপের অপহর্ত্তা (৮।১৬[৬]," এ শ্রুতির সঙ্গে বিরোধবশতঃ 'ধর্ম্মের অতীত' এ উক্তি যে যথার্থ তত্ত্ব নয় তাহাই প্রমাণিত হয়। পরাত্মা ধর্ম্ম উৎপাদন-করেন এই অর্থে 'ধর্ম্মাবহ' বিশেষণ গ্রহণ-করিলে ধর্ম্ম পরাত্মনিষ্ঠ নহে জীবনিষ্ঠ, ইহাই আসে। ধর্ম্ম কি তবে আগন্তুক ? যদি আগন্তুক হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম অন্বেষ্টব্য বস্তু হইতে স্বতন্ত্র হইল, ইহাতে বেদান্ত যে তত্ত্বের একত্ব প্রতিজ্ঞাকরিয়াছেন তাহা ভঙ্গ-হইল। ইহার উত্তরে আমরা এই বলিতেছি, ক্রিয়াশক্তি যে প্রকার বিবিধ বাহ্য ধর্ম্ম উৎপাদন-করেন সেইরূপ জ্ঞানশক্তি বিবিধ বিচিত্র ভাব উৎপাদন করেন, এই বিবিধ বিচিত্র ভাবই আন্তরিক ধর্ম্ম। এরূপ নির্দ্দেশে কি প্রমাণিত হইল ? বাহ্য বৈচিত্র্যে যে প্রকার ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, ধর্ম্মেতেও তাহাই হইয়া থাকে। বৈচিত্র্যের উত্তরোত্তর অধিকতর প্রকাশ হইয়া থাকে, স্থতরাং উহা অনিত্য

নয়। ধর্ম্মের বিপরিবর্ত্তন কিরূপে হয়? ভাবের বৈচিত্র্য হইতে বিবিধ আচার উপস্থিত হইয়া থাকে। এই আচারই ধর্ম্ম। তত্তৎ-কালসমুচিত ব্যবহারের নিয়ামক আচার, সুতরাং কালান্তরে তাহার রূপান্তরতা অবশ্যম্ভাবী। যেমন প্রাচীন আর্য্যগণের শবের সঙ্গে যে অনুস্তরণী গো নীত হইত, এবং তাহাকে ছেদনপূর্ব্বক তাহার খণ্ডিত অঙ্গ-গুলি শবের অঙ্গে অঙ্গে যোজনা করিয়া চিতায় দগ্ধ করা হইত, সেই অনুস্তরণীর শব-সহকারে দহননিষেধ। শবদাহের পর অস্থিসঞ্চয়ন করিতে গিয়া মৃতের অস্থির সঞ্চয়ন হইল কি গোর অস্থিসঞ্চয়ন হইল ইহা যখন সন্দিগ্ধ বিষয়, সঞ্চিত অস্থি সমাহিত না হইলে যখন মৃত ব্যক্তির স্বর্গে গমন হয় না, তখন এই সংশয় অবলম্বন-করিয়া কাত্যায়ন ঋষি অনুস্তরণীর ব্যবস্থা বারণ-করিলেন, সেই হইতে ঐ নিষ্ঠুর ব্যবহার বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপ অহিংসাধর্ম্মের প্রাধান্যকালে যজ্ঞে পশুহনননিষেধ। এই সকল লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"বুদ্ধিপূর্ব্বক যিনি কর্ম্ম করেন যদিও তিনিই শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অধিকারী, কেন না আত্মার পরলোকসম্বন্ধ না জানিয়া ঈদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, তথাপি ঈদৃশ অধিকারে বেদান্তবেদ্য ক্ষুৎপিপাসাদিধর্ম্মের অতীত, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিভেদশূন্য, সাধনাতীত আত্মার তত্ত্ব জানার প্রয়োজন নাই, কেন না উহা এ অধিকারের অনুপযোগী এবং বিরোধী। যত দিন সেই আত্মবিজ্ঞান উৎপন্ন না হয় তত দিন শাস্ত্রের কার্য্য থাকে, এজন্যই বলিতে হইবে শাস্ত্র অবিদ্যামূলক বিষয়ের অতীত নয়। দেখ, 'ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেক' ইত্যাদি স্থলে আত্মাতে বর্ণ আশ্রম বয়স ও অবস্থাদি-বিশেষ আরোপ করিয়াই তবে শাস্ত্রের কার্য্য হয়। যেটি যাহা নয় সেটিকে সেইরূপ মনে করাকে আমরা আরোপ বলিয়া থাকি, যেমন পুত্রভার্য্যাদি ক্লিষ্ট হইলে আমি ক্লিষ্ট, অক্লিষ্ট থাকিলে আমি অক্লিষ্ট লোকে মনে করে। এখানে অপরের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপকরা হইয়াছে। এইরূপ দেহের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ-করিয়া লোকে বলে আমি কৃশ, আমি কৃষ্ণবর্ণ, আমি বসিয়া আছি, আমি চলিতেছি, আমি লঙ্ঘন করি; ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া বলে, আমি মূক, আমি ক্লীব, আমি বধির, আমি অন্ধ; অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া বলে, আমি অভিলাষ করি, আমি সঙ্কল্প করি, আমি সংশয় করি, আমি নিশ্চয় করি ইত্যাদি।" এইরূপে পরাত্মার ধর্ম্মাতীতত্ব সিদ্ধ হইলেও কৃত ও অকৃতের অতীতত্ব কিরূপে সিদ্ধ পায়? শ্রুতি অনুসারে তাঁহার নাম সুকৃত, তিনি স্বয়ং কারণ বলিয়া অকৃত। কৃত—কার্য্য; কার্য্য কারণের অনতিরিক্ত হইলেও কার্য্য কখন কারণ নহে, কেন না তাহা হইলে আপনা হইতে আপনার উৎপত্তিরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই অন্বেষ্টব্য তত্ত্ব কৃতের অতীত হন হউন, অকৃতের অতীত হইবেন কি প্রকারে? এখানে অকৃত শব্দে পরা ও অপরা প্রকৃতি উল্লিখিত হইয়াছেন। পরা ও অপরা প্রকৃতি অভিব্যক্তির পূর্ব্বে পরাত্মার সহিত অভেদে লক্ষিত হইয়া থাকেন। অভিব্যক্তি হইলে পরা প্রকৃতি অন্তঃকরণাদিভেদে এবং অপরা প্রকৃতি পৃথিবী ও তন্মাত্রাদিভেদে উপলব্ধির

বিষয়স্থন। পৃথিব্যাদি অবান্তরকারণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে এবং ইহারা নিত্যকাল পরাত্মাতেই স্থিতি করে। অকৃত-শব্দে পরা ও অপরা প্রকৃতিকে এবং পৃথিব্যাদিকে গ্রহণ করিয়া পরাত্মবস্তুকে তদতীতরূপে গ্রহণকরাই প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায়। পরাত্মার কালাতীতত্ব সুস্পষ্ট, কেন না তিনি কালের অধীন নহেন, কালের নিয়ন্তা। কালপ্রভাবোৎপন্ন বয়োবস্থাদি অতিক্রম-করিয়া আত্মা বিদ্যমান, সুতরাং তিনি কালপ্রভাবের অতীত।

৫। জন্মমরণধর্ম্মবর্জ্জিত আত্মা পরাত্মার সহিত এ সম্বন্ধে এক হইলেও স্রষ্টৃত্ব নাই বলিয়া পরাত্মা হইতে আত্মার প্রভেদ, এই বিশেষ ভাব এখানে পরিগ্রহ-করিতে হইবে। "সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর" ইত্যাদি বিশেষণগুলি পরাত্মাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে, এস্থলে জীবাত্মা ও পরাত্মাতে কোন ভেদ নাই। এরূপ স্থলে কিরূপে বুঝা যাইবে যে এই শ্রুতিটী জীববিষয়ক? "হন্তা যদি মনে করে সে হনন করিবে" "তিনি আসীন থাকিয়া দূরে গমন করেন" এই দুইটী শ্রুতির মাঝখানে "এই প্রাণীর আত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর" এই শ্রুতির সন্নিবেশ হওয়াতে এ শ্রুতি জীবাত্মবিষয়ক পরাত্মবিষয়ক নহে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। অপরা প্রকৃতিতেও সূক্ষ্ম ও মহৎ আছে, তাহার তুলনায় জীব অতি সূক্ষ্ম ও অতি মহৎ, পরাত্মার তুলনায় নহে। "আসীন থাকিয়া দূরে গমন করেন" এ শ্রুতি কেন পরাত্মবিষয়ক নহে? "হর্ষ বিষাদ উভয়-ধর্ম্মাক্রান্ত সেই দেবকে" এই বিশেষণই এ শ্রুতির পরাত্মবিষয়কত্ব অবরুদ্ধ করিতেছে, কেন না পরাত্মাতে কদাপি হর্ষবিষাদের সম্ভাবনা নাই। 'আসীন' ও 'শয়ান' এ দুইও তাঁহাতে সম্ভবে না, কেন না তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন এ উভয়াবস্থার অতীত। এই দুইটি বিশেষণে শ্রুতি আত্মার কাল ও দেশের অতীতত্ব প্রতিপাদিত করিতেছেন। আত্মাতে "মহান্" এই শব্দ কেন প্রযুক্ত হইয়াছে? আত্মা যদিও প্রকৃতির অধীন, তথাপি যিনি মহতো মহীয়ান্ তাঁহার মহত্বে ইহার মহত্ত্ব এইটি দেখাইবার জন্য এ বিশেষণের প্রয়োগ। এ নিমিত্তই "সেই মহান্ ব্যাপী আত্মাকে (৭)" এইরূপ বলা হইয়াছে। 'ব্যাপী (বিভু)' এ বিশেষণ এই দেখাইতেছে যে আত্মা শরীরে থাকিয়াও তাহাতে বদ্ধ নহেন। শরীরে থাকিয়াও ইনি তদতীত বিষয় গ্রহণ-করেন, এজন্য ইহার দেহাতীতত্ব প্রত্যক্ষ। এরূপে আত্মার ব্যাপিত্ব সিদ্ধ হইলেও পরাত্মা আত্মার জ্ঞানাদি অতিক্রম-করিয়া বিদ্যমান, সুতরাং আত্মা হইতে পরাত্মার ভেদ এবং পরাত্মাতে ব্যাপিত্বের পরাকাষ্ঠা।

৬। জীবই উপাধি পরিত্যাগ-করিলে পরাত্মা হন এ কথা স্বরূপৈক্যঘটিত, অন্যথা "সৎক্রিয়ার হৃদয়প্রাপী ফলরস যে দুইয়ে পান-করেন" ইত্যাদি শ্রুতি অর্থশূন্য হইয়া যায়। জীব এবং পরাত্মা যদিও উভয়েই আনন্দভুক্ তবু "এই জীব রসস্বরূপকে পাইয়াই আনন্দপ্লাবিত হয়" (৪।১২) এখানে যেমন তেমনই পরাত্মা হইতে জীবের আনন্দসম্ভোগ স্বতন্ত্র। অন্যথা "চেতনামুখে আনন্দসম্ভোগ আলিঙ্গনকর্ত্তার নহে, তদ্ভাবাপন্ন জীবের (১৮০৭)" এ সিদ্ধান্তে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "এখানে যদিও একে

কর্ম্মফল পান করেন অপরে নহে, তথাপি ছত্রের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যেমন ছত্রধারীকেও ছত্রী বলা যায়, তেমনি পানকর্ত্তা (জীবের) সহিত সম্বন্ধবশতঃ পরাত্মাও পান করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে।" একের আনন্দভোগ অপরের আনন্দদান জীব ও পরাত্মার এই পার্থক্য থাকিলেও সেই আনন্দদানই পরাত্মার সম্ভোগের বিষয়, কেন না দান সুকৃত, সুকৃতই আনন্দ। ভোক্তৃত্ব হইলেই বিকারিত্ব উপস্থিত হয়, যদি এ কথা বল, স্বয়ং শ্রুতিই "এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূ (৩।১২)" এই কথা বলিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন *। "ভোক্তৃত্ব পরাত্মাতে কোন কালে সম্ভবে না (৮০।৮১পৃ)" এ কথা বলিয়া আবার কেন তাঁহাতে ভোক্তৃত্ব স্বীকার-করা হইতেছে? কেন স্বীকার-করা হইতেছে, তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি আনন্দ তাঁহাতে কদাপি আনন্দের বিরোধী ভাব প্রবেশ করিতে পারে না। জীবে যে তিনি আনন্দানুভব উদ্দীপন-করেন, তাহা আপনার আনন্দ তাহাতে সংক্রমণ-করিয়া করিয়া থাকেন। আনন্দ সংক্রমণ-করেন এ কথা সেইরূপে বলা যায়, যেমন সূর্য্যের তাপ নিরতিশয় ব্যাপী অথচ অপরকে উহা উত্তপ্ত করে বলিয়া তপন তাপ দিতেছেন বলা হইয়া থাকে। পরাত্মার আনন্দের বিচ্ছেদ নাই, সেই আনন্দ জীবকে আনন্দিত করে বলিয়া পরাত্মা জীবকে আনন্দিত করিতেছেন এইরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে।

"যিনি দেহ-ইন্দ্রিয়-এবং-মনোযুক্ত বিবেকিগণ তাঁহাকে ভোক্তা বলেন" এই বাক্যানুসারে কেহ কেহ যে বলেন, জীবেরও ভোক্তৃত্ব নাই, দেহাদিযুক্তত্ববশতঃ তাঁহার ভোক্তৃত্ব, এ কথা যুক্ত নহে, কেন না দেহ না থাকিলেও "দ্রষ্টা অবিনাশী তাই তাঁহার দৃক্শক্তির বিলোপ হয় না (৬৭পৃ)" ইত্যাদি বাক্যে জীবের নিত্যই মনআদিযুক্তত্ব এবং তাঁহার ভোক্তৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে। দেহের ভোক্তৃত্বে সহায়তা কিরূপে সম্ভবে শারীরশাস্ত্র তাহা প্রদর্শন-করিয়াছেন।

পবন (প্রাণশক্তি) নিজের নির্দ্ধারিত শিরাসমূহে বিচরণপূর্ব্বক ক্রিয়া সকলের অপ্রতিহতত্ত্বা, বুদ্ধিকার্য্যের অমোহ এবং অন্যান্য গুণকর বিষয় উৎপাদন করে।

---

* সম্ভোগজন্য দেহ ও মনের রূপান্তরতা এবং সম্ভোগবিষয়ক জ্ঞান এ দুই কিন্তু এক নহে। সম্ভোগে জীবের দেহমনের রূপান্তরতা হয়, পরাত্মাতে তাহা হয় না হইবার সম্ভাবনাও নাই। জীবের যে দেহমনের রূপান্তরতা হয়, তন্মধ্যে পরাত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে, কেন না তিনি সর্ব্বকারণ। যদি পরাত্মাতে সেই রূপান্তরতাবিষয়ে জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে তিনি জীবের সম্ভোগকালে তাদৃশ রূপান্তরতা আনয়ন-করিবেন কি প্রকারে? পরাত্মা সর্ব্বানুভূ, সকল বিষয়ের অনুভব (সাক্ষাৎজ্ঞান) তাঁহাতে বিদ্যমান, তাই তিনি যখন জীবকে ভোগদান করেন তখন বিকারাধীন ভোক্তা না হইয়াও জ্ঞানে ভোক্তা অর্থাৎ ভোগবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন। এ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষানুভূতি নাই, সুতরাং এ যুক্তিকে কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ-করিতে পারা যায় এ কথা বলা অসঙ্গত, কেন না আমরাও যখন সংযমে সিদ্ধ হই, তখন দেখিতে পাই ভোগজনিত বিকার আমাদের চিত্তে উপস্থিত না হইলেও ভোগবিষয়ক জ্ঞান তখনও তাহাতে স্থিতি করে।

প্রাচীনগণ সামান্যভাবে গুটিকয়েক কথায় যাহা বলিয়াছেন, আধুনিকগণ বিবিধভাগে ভাগ করিয়া উহাই পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন। 'ক্রিয়াসকলের অপ্রতিহততা'—আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়াতে শিরাসমূহের সহায়তার যেমন প্রাধান্য তেমনি 'বুদ্ধিকার্য্যের অমোহ' —মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াতে বিমিশ্রভাব উপস্থিত না হয় এ নিমিত্ত যাহাতে মন আদির দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোধ অনুভব প্রভৃতি ক্রিয়া গৃহীত হইতে পারে তদ্বিষয়ে শিরা-সমূহের প্রাধান্য। শিরা সকল 'অন্যান্য গুণকর বিষয়'—সুখ দুঃখ আনন্দাদির অনুভব—'উৎপাদন করে'—তত্তদ্বিষয়ে সাহায্য করে। 'পবন নিজের নির্দ্ধারিত শিরা-সমূহে বিচরণপূর্ব্বক'—এ অংশে ভিতর ও বাহির হইতে শিরাসমূহের উত্তেজক যে ব্যাপার উপস্থিত হয়, উহার কারণ কম্পন *। সেই কম্পনকে প্রাচীনগণ তাহার পর্য্যায়শব্দ বায়ু পবন প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিকগণ ঈদৃশ-ব্যামিশ্রবাক্যপরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধ বলের ক্রিয়া উল্লেখ-করিয়া থাকেন। শিরাসমূহযোগে বাহির হইতে বল ভিতরে প্রবেশ-পূর্ব্বক শিরাগ্রন্থিসংলগ্ন অন্যান্য শিরাসহ যে সকল অঙ্গ সংযুক্ত আছে তাহাদের আকুঞ্চন ও প্রসারণসাধনের জন্য সেই সেই শিরা দিয়া বাহিরের দিকে আইসে। আকুঞ্চনাদিকার্য্য-সাধনের জন্য যে বল ভিতরে যায় উহা নিঃশেষভাবে বাহির হইয়া আইসে না। যে সকল শিরা সহ বুদ্ধ্যাদির স্থান সংলগ্ন আছে অবশিষ্ট বল সেই সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক বুদ্ধ্যাদিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্য কর্ত্তৃক সাদৃশ্যবৈসাদৃশ্যযোগে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়া তন্মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে তাহার বোধের কারণ হয়। এজন্যই শ্রুতি আত্মার দেহনেতৃত্ব উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, "বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ।" "রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মিথুন-ধর্ম্মজ সুখানুভব যে এই আত্মার দ্বারা জানা যায়," "যে জীবাত্মা প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধদিকে লইয়া যায়, অপানবায়ুকে অধোদিকে নিক্ষেপ করে" "সেই হৃদয়াকাশে আসীন শোভনফল-প্রাপয়িতাকে [চক্ষুরাদি] সকল দেবগণ উপাসনা করে [তাঁহার অনুগত হয়]" (৮) ইত্যাদি শ্রুতি আত্মার মহত্ত্বসত্ত্বেও দেহের সহিত উপকার-উপকারিত্বসম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"সেই জ্ঞানকে মহান্ আত্মাতে (জীবে) নিরুদ্ধ রাখিবে, সেই মহান্ আত্মাকে শান্ত (প্রপঞ্চাতীত) পরাত্মাতে নিরুদ্ধ রাখিবে" এই যোগোপায় সাধক সর্ব্বথা অবলম্বন করিবেন। সমুদায় জগৎ জীববুদ্ধিতে ভাসমান হয়, সেই বুদ্ধি যদি আত্মাতে নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা বিবিধ বাসনাদ্বারা বিচলিত হয় না। এইরূপে জীব স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইলেও বিঘ্নাতিক্রম হয় না, কেন না জীব স্বয়ং অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞান। বিষয়তৃষ্ণা কখন স্থিরতালাভ করে না, যদি অন্যত্র রসলাভ করিয়া বিষয়রসের বিরসত্ব স্বভাবসিদ্ধ হইয়া

* সূর্য্যরশ্মিতে যে কম্পন উপস্থিত হয়, ইহা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল না, কেন না ঋগ্বেদ (১ম, ৩৫সূ, ৭ঋক্) সূর্য্যরশ্মির একটি বিশেষণ "গভীরবেপাঃ" দিয়াছেন। সায়ন ইহার অর্থ করিয়াছেন— "গম্ভীরকম্পনঃ। রশ্মেঃ প্রকম্পনং চলনং কেনাপি দ্রষ্টুমশক্যমিত্যর্থঃ।"

না যায়। সকল বিকারের অতীত পরব্রহ্মে আত্মা যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া আত্মা সর্ব্বথা আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া থাকে। জীবের পরাত্মাতে নিরোধ যোগের পরাকাষ্ঠা। এজন্যই কথিত হইয়াছে "পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি পরাকাষ্ঠা তিনি পরা গতি।" "অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ" এ কথা বলাতে এখানে সাংখ্যোক্ত পুরুষ উক্ত হইয়াছেন এরূপ ভ্রম-করা সমুচিত নয়। বেদান্তে যখন পুরুষের স্রষ্টৃত্ব (৫।৭) উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এ পুরুষ সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন। এই স্থলে নাচিকেতোপাখ্যান এই কথাগুলিতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬।
যইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ব্রহ্মসংসদি।
প্রয়তঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতে
ইতি। ১৭।

৭—৩১। সপ্তমে (৭) জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব এবং স্বপ্নাদি অবস্থার অতীতত্ব নিরূপণ করিয়া কর্ম্মফলভোক্তৃত্ববশতঃ ইহার যে বন্ধন অবশ্যম্ভাবী সেই বন্ধন হইতে নিত্যসন্নিহিত পরাত্মার জ্ঞানে মোক্ষ হয় ইহাই চিন্তার বিষয় করা হইয়াছে। কাল আশ্রয়-করিয়া সমুদায় কার্য্য উপস্থিত হয়। কাল সর্ব্বনিয়ন্তার অধীন। সুতরাং কালে কালে উহার নিয়ন্তা পরাত্মা কর্তৃক যে সকল কার্য্য প্রেরিত হয়, সেই সকল কার্য্য যদি পরাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে জীব নির্ব্বাহ-করে, তাহা হইলে সেগুলি জীবের বন্ধনের জন্য হয় না কিন্তু মোক্ষের জন্য হয়। এইরূপে পরাত্মার নিয়ন্তৃত্ব অবগত হইয়া জীব তাঁহার অভিপ্রায়ানুসরণপূর্ব্বক শঙ্কাশূন্য হয় এবং নিরবচ্ছেদে পরাত্মসন্নিধানেই স্থিতি করে, তখন আর সে আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না, কেন না এইরূপে তাহার কৃতার্থতা উপস্থিত হয়।

অষ্টমে (৮) জীবের প্রাণাদিনিরপেক্ষ কর্তৃত্বের উল্লেখ করিয়া নবমে (৯) তাহার পরাত্মার সহিত সখ্য স্পষ্টবাক্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। পরাত্মা নিরপেক্ষ আত্মা তদপেক্ষ, এ উভয়ের মধ্যে সখ্য কিরূপে হইতে পারে, এরূপ সংশয় নিষ্প্রয়োজন। পিতা এবং পুত্রের সখ্য যেরূপ স্বাভাবিক, যত্নসাধ্য নয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সখ্যও সেইরূপ। দম্পতীর নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ সম্বন্ধ যেরূপ ঘনিষ্ঠ হয়, সেইরূপ এ সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ হইয়া থাকে। যিনি নিরপেক্ষ তিনি প্রেমের দ্বারা অপরকে বান্ধিয়া ফেলেন কেন না প্রেম সর্ব্বথা স্বার্থবিরহিত। জীব পরাত্মার অতিরিক্ত নহে, কারণ পরাত্মতাই জীবের জীবনোপায়। পরাত্মা আপনার জ্ঞানশক্ত্যাদি দ্বারা নিত্যকাল জীবকে জীবিত রাখেন সুতরাং সহযোগিত্বাদি না থাকিবে কেন? "ইহারই মহিমা" এই বাক্যে এ সকল কথা স্বয়ং শ্রুতিই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"আত্মার সেই মহত্ব প্রত্যক্ষ করেন (৭।৫ [৩])," এস্থলে 'আত্মা' শব্দ পরমাত্মা অর্থ করিলে 'পরমাত্মার মহিমা সেই আত্মাকে' সহজে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় *।

দশমে (১০) হৃদয়াদি সকল নাম প্রজ্ঞানরূপ আত্মার, ইহা উক্ত হইয়াছে। একাদশে (১১) আত্মারই জন্য অপর সকলের ক্রিয়া এইটি দেখাইয়া এ কথা দৃঢ় করা হইয়াছে। রূপাদি দ্বারা যেমন প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ বাহিরে প্রকাশ পায়, তেমনি হৃদয়াদি দ্বারা আত্মা বাহিরে প্রকাশ পান, ইহাই সরল সিদ্ধান্ত। দ্বাদশে (১২) জীবের কর্তৃত্বাদি বিবৃত হইয়াছে। মনের দ্বারা আত্মা দর্শন-করেন ইত্যাদি কারণে মনই ইন্দ্রিয়ের অধিপতি যদিও ইহা প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু তথাপি জীবের কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব দেখাইয়া দেয় মনআদি সকলই আত্মার অধীন অন্যথা তিনি উহাদের কর্ম্মফলভাগী কেন হইবেন? এই কারণেই "প্রাণের অধিপতি" এই বিশেষণ তাঁহাতে প্রয়োগকরা হইয়াছে। ক্রিয়াসম্পাদনে যদিও গীতাতে দেহাদি সকলেরই কর্তৃত্ব গীত হইয়াছে, তথাপি জীব ও তাঁহার অন্তর্য্যামীরই প্রাধান্য মানিয়া লইতে হইবে। অন্তর্যামীর সহিত সম্বন্ধবশতঃ অপর সকলে যদিও জীবের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করিয়া তাহার পরাভবে নিযুক্ত হয় ইহা দেখা যায়, তথাপি জীব উহাদের অধীনতা স্বীকার-করে বলিয়াই ওরূপ হইয়া থাকে। নিজের আত্মভূত অন্তর্যামীর প্রেরণার প্রতি অনাদর করিয়া জীব যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সেই সেই কার্য্যের মূল চক্ষুরাদি তাহার প্রভুত্ব হরণ-করিয়া তাহাকে দাসত্বেনিয়োগ করে। এইরূপে পরাভূত হইয়া যখন সে অনুতপ্ত হয় এবং অনুতপ্ত হইয়া অন্তর্যামী পরমপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ-করে তখন তাঁহার শক্তিতে বললাভ করিয়া চক্ষুরাদির নেতৃত্বে পুনরায় সে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবের চক্ষুরাদির অধীনতা কেন হয়, "ত্রিগুণ" "বুদ্ধির গুণে দেহের গুণে" এই সকল বিশেষণই তাহা দেখাইয়া দেয়। জীবের সহিত অভিন্ন মনআদিকে আশ্রয়-করিয়া সত্ত্বাদি গুণ তাহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাই "দীনতাবশতঃ শোকে মুহ্যমান হয়" এইরূপ তাহার অবস্থা উপস্থিত হয়। অতিসূক্ষ্মত্ববশতঃ যদি আত্মাকে আরাগ্রমাত্র, কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ বলা হইয়াছে, তথাপি "সেই জীব অনন্তত্বলাভে সমর্থ" এই উক্তি অল্পশক্তি অল্পজ্ঞজীবের অনন্তশক্তি অনন্তজ্ঞান যে প্রাপ্য এবং পরাৎপর পরাত্মার মহিমায় যে তাহার মহত্ব তাহাও প্রদর্শন-করিতেছে। "ইনি স্ত্রীও নন" ইত্যাদি অবশিষ্ট অংশ গতিবল্লীতে বিবেচিত হইবে।

ইতি জীবাত্মবল্লী সপ্তমাধ্যায়।

* অন্বয়রূপে এই অর্থ হয় এজন্য আমরা এই অর্থেরই অনুমোদন করি। "শোণিতাদির বৈগুণ্য অপনীত হওয়াতে বিষয়োপরতবুদ্ধি ও বীতশোক ব্যক্তি সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন।" কোন্ আত্মাকে? "পরাত্মার মহিমাকে?" শ্রুতিতে শব্দগুলির যে প্রকার সন্নিবেশ আছে, তাহাতে সহজে এই প্রকার অর্থই নিষ্পন্ন হয়। নবম প্রবচনসমষ্টির দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থের সহিত এ অর্থের ঐক্যবশতঃ এই অন্বয়মুখে কৃত অর্থ যে যথার্থ তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। এখানে এই বিশেষার্থ প্রকাশ-করিতেছে বলিয়াই 'সমাপ্তপুনরাবৃত্ততা' দোষ নহে—গুণ।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রকৃতিবল্লী।

১। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং
তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে॥

মু ১ (১) ৬—৯।

'যৎ তৎ' অক্ষরং তৎ 'অদ্রেশ্যম্' অদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্যম্ 'অগ্রাহ্যং' কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়ম্ 'অগোত্রম্' অমূলম্ 'অবর্ণং' 'শুক্লত্বাদিদ্রব্যধর্ম্মবিরহিতম্, 'অচক্ষুঃশ্রোত্রং' জ্ঞানেন্দ্রিয়হীনম্ 'অপাণিপাদং' কর্ম্মেন্দ্রিয়-বর্জ্জিতং 'নিত্যম্' অবিনাশি 'বিভুং'—'বিবিধং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তপ্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভুং'—'সর্ব্বগতং' ব্যাপকং 'সুসূক্ষ্মং' সুতরাম্ 'অব্যয়ম্' অপচয়শূন্যং 'যৎ ভূতযোনিং' ভূতানাং কারণং 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'তৎ' 'পরিপশ্যন্তি' সর্ব্বতঃ পশ্যন্তি।

'যথা' 'উর্ণনাভিঃ' লূতাকীটঃ 'তন্তূন্' 'সৃজতে' বহিঃপ্রসারয়তি 'গৃহ্লতে চ' প্রতিসংহরতি চাত্মনি 'যথা' 'পৃথিব্যাম্' 'ওষধয়ঃ' ব্রীহ্যাদয়ঃ 'সম্ভবন্তি' উৎপদ্যন্তে 'যথা' 'সতঃ' বিদ্যমানাৎ 'পুরুষাৎ' 'কেশ-লোমানি' প্রভবন্তি 'তথা' 'অক্ষরাৎ' পরব্রহ্মণঃ 'ইহ' 'বিশ্বং' 'সম্ভবতি'।

'তপসা'—জ্ঞানবাহুল্যেন ক্রিয়াশক্তিপ্রকাশেন 'ব্রহ্ম' 'চীয়তে' বহুভাবেনাত্মানং প্রকাশয়তি। 'ততঃ' ব্রহ্মণঃ 'অন্নম' অব্যাকৃতং বীজম্ 'অভিজায়তে'। 'অন্নাৎ' অব্যাকৃতাৎ বীজাৎ 'প্রাণঃ' 'মনঃ' 'সত্যং' ভূতপঞ্চকং 'লোকাঃ' ভূরাদয়ঃ 'কর্ম্মসু চ' 'অমৃতং' অবিনাশি ফলম্ 'অভিজায়তে'।

'যঃ' পরাত্মা 'সর্ব্বজ্ঞঃ' সর্ব্বং জানাতি সামান্যেন, 'সর্ব্ববিৎ' সর্ব্বং বেত্তি বিশেষেণ, 'যস্য' জ্ঞানময়ং জ্ঞানপ্রচুরং 'তপঃ' ক্রিয়াশক্তেঃ প্রকাশঃ 'তস্মাৎ' পরাত্মনঃ 'এতৎ' 'ব্রহ্ম' হিরণ্যগর্ভাখ্যং 'নামরূপম্ অন্নং চ' 'জায়তে'।

সেই অক্ষর যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, চক্ষুঃশ্রোত্রহীন, পাণিপাদশূন্য, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, অতিসূক্ষ্ম, অব্যয়, যিনি ভূতসকলের কারণ, ধীরগণ তাঁহাকেই সকলদিকে দর্শন-করেন।

ঊর্ণনাভ যেমন তন্তু বাহিরে আনে এবং ভিতরে লয়, পৃথিবীতে যেমন ওষধিসকল এবং বিদ্যমান পুরুষ হইতে যেমন কেশ ও লোম সকল জন্মায় সেইরূপ অক্ষর (পরব্রহ্ম) হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

তপ (জ্ঞানবাহুল্য) দ্বারা ব্রহ্ম উপচিত হন। ব্রহ্ম হইতে অন্ন (বীজ), অন্ন হইতে প্রাণ, মন, সত্য (ভূতপঞ্চক), লোকসকল এবং কর্ম্মসমূহে অমৃত (অবিনাশী ফল) জন্মায়।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানময় যাঁহার তপ, তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), নামরূপ ও অন্ন জন্মায়।

ভাব—প্রকৃতি জগতের মূল উপাদান। প্রকৃতি কি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ, এ বিচার সূত্রকারের মীমাংসানুসরণ পূর্ব্বক (১।৪।২৩—২৭) সকল বেদান্তবাদীই পরাত্মারই নিমিত্ত-ও-উপাদানকারণত্বে পর্য্যবসন্ন করিয়াছেন। যদি ব্রহ্মই প্রকৃতি হন তবে স্বতন্ত্র বল্লীতে প্রকৃতির উল্লেখ হইল কেন? প্রকৃতি যদিও কারণের আত্মভূত, তথাপি প্রকৃতিই আবার কার্য্যের আত্মভূত, এই ভেদ দেখাইবার জন্য বল্ল্যন্তরে প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে। প্রকৃতির ব্রহ্মস্বরূপত্ব মুখ্য কার্য্যত্ব গৌণ, এ দ্বিবিধ ভাব হইবার কারণ—ঘনিষ্ঠ বৈচিত্র্য দ্বারা প্রকৃতি দ্বিবিধ হন বলিয়া।

সেই অক্ষর—পরব্রহ্ম। "পরা বিদ্যা সেইটি যদ্দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায় (১।৬)", এস্থলে মূলে কেবল অক্ষর শব্দ আছে, কিন্তু ঋগ্বেদাদি অপরা বিদ্যা হইতে পরা বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে বলা হইয়াছে সেখানে অপরা বিদ্যায় উল্লিখিত প্রকৃতি যে পরা বিদ্যার বক্তব্য বিষয় নহে তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে। অক্ষর-শব্দে জীব, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম তিনই বুঝায়। জীব ও প্রকৃতি অপরাবিদ্যায় ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়া কেবল বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই উল্লিখিত হন নাই, সুতরাং অক্ষর-শব্দে এ স্থানে পরব্রহ্ম। অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মতত্ত্ব আছে, অথচ অপরাবিদ্যামধ্যে উহার গণনা এই দেখাইতেছে যে, ব্রহ্ম অথর্ব্ববেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য নন, মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি উহার মুখ্য প্রতিপাদ্য, এবং উহার নিয়োগও প্রাচীন কালে সেই জন্যই হইত। ঋগ্বেদাদিতে যে সকল বিষয় নাই কেবল তাহাই যে অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, বৈদিক সময়ের পরেও যে সকল নূতন বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে, অথর্ব্ববেদের নামেই তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই এক কারণেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সময়ে অঙ্গিরস অথর্ব্ববেদকে অপরা বিদ্যার মধ্যে নিক্ষেপ-

করিয়াছিলেন সে সময়ে উহা মারণ উচ্চাটনাদির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, ব্রহ্মবিদ্যার জন্য নহে, উহাতে ব্রহ্মবিদ্যার সমাবেশ পরসময়ে হইয়াছে।

যিনি ভূতসকলের কারণ—কারণ-স্থলে মূলে যোনি-শব্দ আছে। স্বয়ং পরব্রহ্ম ভূতসকলের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিভূমি। নিমিত্তকারণ, অধিষ্ঠানকারণ, উপাদানকারণ, সমবায়িকারণ, বেদান্তপর্য্যালোচনায় এই কয়টি কারণ প্রতিপন্ন হয়। এক বিজ্ঞানভিক্ষু অধিষ্ঠানকারণকে গণনায় আনিয়াছেন, অপরে কেহ আনেন নাই। তাঁহারা সকলেই নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামীর মতানুবর্ত্তী বল্লভ নিমিত্ত-ও-সমবায়িকারণ স্বীকার করিয়া বেদান্তসূত্রের চতুর্থ সূত্রটি তদর্থে যোজনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম সকলেতে অনুস্যূত হইয়া আছেন, বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্রের এ অর্থ করিয়াও ব্রহ্মকে সমবায়িকারণ বলেন নাই। কারণের অবিভক্ততায় কার্য্যের যাহাতে অবিভক্ততা, বিজ্ঞানভিক্ষু তাহাকে অধিষ্ঠানকারণ * বলিয়াছেন এবং এই অধিষ্ঠানকারণেরই উপাদানত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম সকলেতে অনুস্যূত হইয়া আছেন বলিয়া যখন সকলের সত্তাদি, এবং সত্তাদিদানের নিমিত্তই যখন ব্রহ্মের উপাদানত্ব, তখন সংক্ষেপে ব্রহ্মকে নিমিত্ত-ও-উপাদানকারণ বলাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না। আমরা এজন্য এই পক্ষই অবলম্বন করিয়াছি। উপাদানকারণ বলাতে ব্রহ্মে বিকারিত্ব ঘটে, এ দোষের পরিহার —"কারণের আত্মভূত শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য্য"—শ্রীমচ্ছঙ্করের এই কথাতে হয়। অন্যান্যবাদিগণও যখন শক্তির অনন্যত্বস্বীকার করেন, তখন ও কথা স্বীকার-না-করিলে তাঁহাদিগের মতেও দোষ তদবস্থ থাকিয়া যায়।

ঊর্ণনাভ যেমন—ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তিতে কোন প্রয়াস নাই, সহজে উহা উৎপন্ন হয়, এইটি দেখাইবার জন্য "ঊর্ণনাভ যেমন" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। "ঊর্ণনাভ যেমন আপনার তন্তুতে আবৃত হয় তেমনি যে দেব স্বভাবতঃ এক হইয়া স্বশক্তিপ্রভব সূত্রে (নামরূপে) আপনাকে আবৃত করিয়াছেন (৬। ১১)" এ কথায় এই প্রতীত হয় যে, ব্রহ্ম অধিষ্ঠানকারণ নামরূপাদিপ্রকাশে শক্তি সাক্ষাৎকারণ, কিন্তু উপনিষৎ যখন শক্তি সহ ব্রহ্মের ঈদৃশ ভেদ সর্ব্বত্র রক্ষা করেন না, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তিকে অনন্যরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, তখন আমরাও ব্যাখ্যায় এ ভেদ রক্ষা করি নাই। ব্রহ্ম আত্মশক্তিতে যে সমুদায় সৃজ্য শক্তিকে সৃজন-করিলেন উহারা ব্রহ্মশক্তির আত্মভূত, এই বলিয়া ব্রহ্মের বিকারনিবারণ হইতেছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেদান্তের একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা স্মরণ-করিয়া সকল বেদান্তবাদীকেই শক্তিকে ব্রহ্মের

* কারণ—ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম সহ অবিভক্ত ভাবে অবস্থিত, সুতরাং শক্তি সহ অবিভক্ত ভাবে স্থিত কার্য্যবিশ্বও ব্রহ্মেতে অবিভক্ত ভাবে স্থিত। শক্তি কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ব্রহ্ম এখানে কার্য্যবিশ্বের অধিষ্ঠানকারণ। "সেই একমাত্র ভজনীয় সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ দেব প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন" (৬। ১০ [২৭০পৃ]) এ শ্রুতি ব্রহ্মকে অধিষ্ঠানকারণ বলিবার প্রমাণ।

অনতিরিক্ত স্বীকার-করিয়া লইতে হইয়াছে। অত্যন্তভেদবাদী মধ্বও এজন্য ব্রহ্মের 'প্রকৃতির সত্তাপ্রদত্ত' 'তাঁহার ইচ্ছাই প্রকৃতিশব্দে উক্ত হয়' 'পরাত্মাই প্রকৃতিশব্দবাচ্য' ইত্যাদি পরিষ্কার কথায় শক্তিকে ব্রহ্মের অনন্য (অনতিরিক্ত) করিয়াছেন।

তপ দ্বারা—মনন চিন্তা অভিধ্যা (ইচ্ছা) এ সকলই জ্ঞানবাহুল্য, সেই জ্ঞানবাহুল্য দ্বারা। যখনই সৃষ্টিকরিবার মনন হয়, তখনই ক্রিয়াশক্তি উদ্ভূত হয়, এজন্যই অথর্ব্বসংহিতা তপ ও কর্ম্মকে এক করিয়াছেন (১১কা, ১০ সূ, ৬ঋক্)।

জ্ঞানময় যাঁহার তপ—জ্ঞানময়—জ্ঞানবাহুল্য। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ অখণ্ডজ্ঞান। সেই অখণ্ডজ্ঞানমধ্যে বিবিধ বিচিত্র জ্ঞান স্থিতি করিতেছে এজন্য শ্রুতি তাঁহাকে 'সর্ব্বানুভূ' বিশেষণে উল্লেখ-করিয়াছেন। ব্রহ্ম (আদিজীব) এবং নামরূপ সেই বিচিত্রজ্ঞানের অনুরূপ। ব্রহ্মেতে জ্ঞানমাত্রে স্থিত সেই সকল তাঁহার শক্তিযোগে বিবিধাকারে প্রকাশিত ; তাই শ্রুতি নামরূপকে 'স্বশক্তিপ্রভব সূত্র' করিয়াছেন।

২। তদেতৎ সত্যং—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ মু ২ (১) ১।

হে 'সোম্য' 'তৎ এতৎ সত্যং'—'অক্ষরঃ পুরুষঃ'(১ [২] ১৩)—যতঃ 'অক্ষরাৎ' পুরুষাৎ—'সুদীপ্তাৎ' প্রজ্বলিতাৎ 'পাবকাৎ' অগ্নেঃ 'যথা' 'সহস্রশঃ' 'সরূপাঃ' সমানরূপবিশিষ্টাঃ 'স্ফুলিঙ্গাঃ' অগ্নিকণাঃ 'প্রভবন্তে' উৎপদ্যন্তে নিঃসৃতা ভবন্তি—'তথা' 'বিবিধাঃ' 'ভাবাঃ' তদনুভূতিরূপাঃ জীবাঃ 'প্রজায়ন্তে' প্রাদুর্ভবন্তি 'তত্র' অক্ষরে 'এব' 'চ' 'অপিয়ন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি।

হে সোম্য, সেই এই সত্য (অক্ষর পুরুষ), যে অক্ষর (পুরুষ) হইতে —প্রজ্বলিত পাবক হইতে যে প্রকার সমানরূপবিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বিনিঃসৃত হয়—সেই প্রকার বিবিধ ভাব (অক্ষর পুরুষের অনুভূতিরূপ জীব) প্রাদুর্ভূত হয়, প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাতেই প্রতিগমন করে।

ভাব—প্রথম প্রবচনসমষ্টিতে পরব্রহ্ম হইতে অপরা প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রবচনে তাঁহা হইতে পরা প্রকৃতির নিঃসরণ বর্ণিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যে "প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন" (৭১পৃ) এই কথায় সর্ব্বাতীত পরাত্মা হইতে সৃষ্টির আকারে প্রকাশিত অপরা ও পরা প্রকৃতিকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হইয়াছে। পরাত্মাতে অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত পরা ও অপরা প্রকৃতি সৃষ্টির আকারে তখনই প্রকাশ পান, যখন তিনি তদুভয়ের সহিত নিত্য অপৃথক্ থাকিয়াও উভয়কে পৃথক্ আকার দান-করেন।

৩। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥

তস্মাদৃচঃ সামযজুংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরঞ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥

তস্মাচ্চ দেবাবহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি
প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽ-
স্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্‌যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং
বিকিরতীহ সৌম্য ॥
মু ২ (১) ৩—১০।

'এতস্মাৎ' অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ 'প্রাণঃ মনঃ' 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি' সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি 'খম্' আকাশঃ 'বায়ুঃ জ্যোতিঃ' 'আপঃ' জলং 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য 'ধারিণী' ধরিত্রী 'পৃথিবী' 'চ' 'জায়তে' প্রাদুর্ভবতি।

'অস্য' সর্ব্বভূতান্তরাত্মনঃ 'অগ্নিঃ' 'মূর্দ্ধা' শিরঃ 'চন্দ্রসূর্য্যৌ' 'চক্ষুষী' 'দিশঃ' 'শ্রোত্রে' কর্ণৌ 'বিবৃতাঃ' উদ্‌ঘাটিতাঃ 'বেদাঃ' 'চ' 'বাক্' 'বায়ুঃ' প্রাণঃ 'বিশ্বং' সমস্তং জগৎ 'হৃদয়ম্' 'পদ্ভ্যাং' পদদ্বয়ায় তদর্থং 'পৃথিবী'। 'হি' অতএব 'এষ' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষু ভূতেষু অন্তরাত্মতয়া বিরাজমানঃ। অত্রা-বয়বকল্পনা।

'তস্মাৎ' সর্ব্বভূতান্তরাত্মনঃ 'অগ্নিঃ' জায়তে, 'যস্য' অগ্নেঃ 'সূর্য্যঃ' 'সমিধঃ' জ্বলনহেতুঃ—অস্তমিতে সূর্য্যে তদর্চ্চিরগ্নৌ নিহিতেতি শ্রৌতপ্রসিদ্ধেঃ ; 'সোমাৎ' সোমরসাৎ 'পর্জ্জন্যঃ' বৃষ্টিঃ, ততঃ 'পৃথিব্যাম্' ওষধয়ঃ ব্রীহ্যাদয়ঃ, ওষধিভ্যঃ 'রেতঃ' শুক্রং যৎ 'পুমান্' 'যোষিতায়াং' 'সিঞ্চতি' এবং পরম্পরয়া 'পুরুষাৎ' পরাপরপ্রকৃতিপরিষক্তাৎ 'বহ্বীঃ প্রজাঃ সংপ্রসূতাঃ'।

'তস্মাৎ' পুরুষাৎ 'ঋচঃ' ছন্দোবিশিষ্টাঃ 'সাম' গীতিবিশিষ্টাঃ 'যজূংষি' গদ্যবিশিষ্টানি 'দীক্ষা' 'যজ্ঞাঃ' অগ্নিহোত্রাদয়ঃ 'ক্রতবঃ' সযূপাঃ, 'দক্ষিণাঃ' চ 'সংবৎসরং চ' কালকর্ম্মাঙ্গে 'যজমানঃ চ' যজ্ঞ-কর্ত্তা, 'লোকাঃ' কর্ম্মপ্রাপ্যাঃ 'যত্র' পিতৃযাণে 'সোমঃ' 'পবতে' পুনাতি 'যত্র' দেবযানে 'সূর্য্যঃ' 'পবতে' পুনাতি।

'তস্মাৎ' পুরুষাৎ 'চ' 'বহুধা' 'দেবাঃ' 'সাধ্যাঃ' 'মনুষ্যাঃ' 'পশবঃ' 'সম্প্রসূতাঃ' 'বয়াংসি' সম্প্রসূতানি 'প্রাণাপানৌ' 'ব্রীহিযবৌ' সম্প্রসূতৌ 'তপঃ চ' সম্প্রসূতং 'শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং, বিধিঃ চ সম্প্রসূতাঃ।

'তস্মাৎ' পুরুষাৎ 'প্রভবন্তি' 'সপ্তপ্রাণাঃ' শীর্ষণ্যসপ্তেন্দ্রিয়দ্বারাণি 'সপ্তার্চ্চিষঃ' তেষাং দ্বারাণাং স্ব স্ব-বিষয়দ্যোতকদীপ্তয়ঃ, 'সপ্ত' 'সমিধঃ' বিষয়াঃ 'সপ্তহোমাঃ' তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি, 'সপ্ত ইমে লোকাঃ' ইন্দ্রিয়স্থানানি 'যেষু' লোকেষু 'গুহাশয়াঃ' হৃদয়স্থাঃ 'নিহিতাঃ' ধাত্রা স্থাপিতাঃ 'সপ্ত সপ্ত প্রাণাঃ' 'চরন্তি'।

'অতঃ' পুরুষাৎ 'সর্ব্বে' 'সমুদ্রাঃ' 'গিরয়ঃ' পর্ব্বতাঃ 'অস্মাৎ' 'সর্ব্বরূপাঃ' বিবিধাঃ 'সিন্ধবঃ' নদ্যঃ 'স্যন্দন্তে' 'অতঃ চ' 'সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ রসঃ চ' 'যেন' রসেন 'ভূতৈঃ' পঞ্চভিঃ 'অন্তরাত্মা' 'হি' 'তিষ্ঠতে'।

'ইদং' 'বিশ্বং' 'কর্ম্ম' 'তপঃ' 'পুরুষঃ এব'। 'যঃ' 'এতৎ' 'পরামৃতং' পরমম্ অমৃতং 'ব্রহ্ম' 'গুহায়াং হৃদি 'নিহিতং' 'বেদ' হে 'সৌম্য' 'স' 'ইহ' 'অবিদ্যাগ্রন্থিং' 'বিকিরতি' বিক্ষিপতি নাশয়তি।

ইঁহা হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও বিশ্বধরিত্রী পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

ইনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—তাই অগ্নি ইঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষু, দিক্‌-সকল শ্রোত্র, বিবৃত বেদ বাক্, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব হৃদয়, পদদ্বয়ের নিমিত্ত পৃথিবী।

তাঁহা হইতে সেই অগ্নি যাহার সমিৎ সূর্য্য, সোম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে ওষধি, ওষধি হইতে সেই রেত যে রেত পুরুষ নারীতে সিঞ্চন করে, পুরুষ হইতে পরম্পরায় বহু প্রজা প্রসূত হয়।

তাঁহা হইতে ঋক্, সাম, যজু, দীক্ষা, যজ্ঞ, সর্ব্ববিধ ক্রতু, দক্ষিণা, সংবৎসর, যজমান, এবং সেই সকল লোক, যেখানে সোম পবিত্র করে সূর্য্য পবিত্র করে।

তাঁহা হইতে বিবিধ দেবগণ, সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ, পশুসকল, পক্ষিসকল, প্রাণ অপান, ব্রীহি যব, তপ, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি প্রসূত হইয়াছে।

তাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ, সপ্ত অর্চ্চি, সপ্ত সমিৎ, সপ্ত হোম, এবং এই সেই সপ্ত লোক যে লোকসমূহে স্থাপিত হৃদয়স্থ সপ্ত সপ্ত প্রাণ বিচরণ-করে।

ইঁহা হইতে সকল সমুদ্র, সকল গিরি, ইঁহা হইতে সর্ব্ববিধ নদী প্রবাহিত হয়, ইঁহা হইতে সর্ব্ববিধ ওষধি ও সেই রস যে রসে ভূতগণকে লইয়া এই অন্তরাত্মা স্থিতি-করেন।

এই বিশ্ব কর্ম্ম ও তপ পুরুষই। হে সোম্য, যিনি এই পরম অমৃত ব্রহ্মকে হৃদয়ে নিহিত জানেন, তিনি ইহলোকেই অবিদ্যাগ্রন্থি নিক্ষেপ-করেন।

ভাব—সামান্য ভাবে সৃষ্টির উল্লেখ করিয়া শ্রুতি বিশেষভাবে উহার উল্লেখ করিতেছেন। "রূপে রূপে তিনি প্রতিরূপ" (৬।৬) ইহার অর্থ এই যে, সেই সকলেতে তত্তদ্রূপের কারণ পরাত্মা অন্তরাত্মা হইয়া বিরাজমান। এই সত্যটি প্রদর্শনের জন্য অগ্নি-চন্দ্র-সূর্য্যাদি লইয়া পরাত্মার অবয়ব-কল্পনা করা হইয়াছে।

সপ্ত প্রাণ—শীর্ষস্থ সাতটি ইন্দ্রিয় দ্বার। সপ্ত অর্চ্চি—সেই সকল দ্বারের স্বস্ববিষয়-দ্যোতক দীপ্তি। সপ্ত সমিৎ—সাতটি বিষয়। সপ্ত হোম—সেই সেই বিষয়বিজ্ঞান। সপ্ত লোক—ইন্দ্রিয়স্থান।

এই বিশ্ব কর্ম্ম ও তপ পুরুষই—পুরুষ সকলের উপাদান সকলের আত্মা। পরা ও অপরা প্রকৃতিকে যিনি আলিঙ্গন করিয়া আছেন তিনি পুরুষ।

৪। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ,

বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। তৈ ২।১।৩।

'তস্মাৎ' ব্রহ্মণঃ 'এতস্মাৎ' জীবাত্মনঃ উভয়োঃ সম্মিলনাৎ 'আত্মনঃ' পরাত্মনঃ 'আকাশঃ' 'সম্ভূতঃ' 'আকাশাৎ বায়ুঃ' 'বায়োঃ অগ্নিঃ' 'অগ্নেঃ আপঃ' 'অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' 'পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ' 'ওষধীভ্যঃ অন্নম্' 'অন্নাৎ রেতঃ' 'রেতসঃ' 'পুরুষঃ' জীবঃ।

সেই এই পরাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, রেত হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে।

ভাব—সেই এই পরাত্মা—সেই ব্রহ্ম, এই জীব, উভয়ের একত্র স্থিতিতে পরাত্মা। ব্রহ্ম যখন আপনাতে অবস্থিত, তখন আকাশাদি সমুদায় তাঁহাতে অন্তর্বিলীন অবস্থায় অবস্থিত। পরাত্মা প্রথমতঃ প্রসুপ্ত জীবতত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ করিলেন (৫।৭) তৎপর তাঁহাতে জ্ঞেয়াকারে স্থিত আকাশাদিকে জ্ঞানাকারে জীবেতে ব্যক্ত করিলেন (৮।৫)। জীব-সহকারে জগতের মূল উপাদানসমূহে প্রবিষ্ট পরব্রহ্ম জগৎস্জন করিলেন উপনিষদের এই মত। এই মূল উপাদানসম্বন্ধে উপনিষদে উপনিষদে যে মতপার্থক্য আছে আমরা তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে (১৩৯।৪০পৃ) করিয়াছি। প্রথমতঃ পরাত্মা হইতে একটি মূল উপাদান, সেই মূল উপাদান হইতে অন্য একটি উপাদান, এইরূপ পর পর এক উপাদান হইতে অন্য উপাদানের বিবর্ত্ত বা পরিণাম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞানবিদ্গণ এক শক্তি হইতে অপর শক্তির ক্রমিক রূপান্তরতা (transformation) যে বর্ণন করিয়া থাকেন, উহা তাহাই। উপনিষদুক্ত সৃষ্টিপ্রকরণই হউক আর আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণের রূপান্তরতার মতই হউক, সৃষ্টির রহস্যোদ্ঘাটনে সমান অসমর্থ, ইহা আর পুনঃ পুনঃ বলা নিষ্প্রয়োজন। মূল উপাদানগুলি পরাত্মার সাক্ষাৎ ক্রিয়া বিনা পরস্পর সংমিলিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করিতে অক্ষম, উপনিষদের এই কথাই (১২।১১) শেষে দাঁড়ায়। "পরাত্মা প্রসুপ্ত জীবতত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাতে জ্ঞেয়াকারে স্থিত আকাশাদিকে জ্ঞানাকারে জীবেতে ব্যক্ত করিলেন," আমরা প্রথমে যে এই কথা বলিয়াছি, উহাই কথঞ্চিৎ সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের বুদ্ধিগম্য করিয়া দেয়, কেন না এক জনের মানসক্রিয়ার প্রভাব অপরের উপরে এই প্রণালীতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। "তাঁহার বিবিধ পরমশক্তি শ্রুত হওয়া যায়। জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি (৬।১১)" এই শ্রুতিটী দেখাইয়া দিতেছে জ্ঞানাকারে প্রকাশমান আকাশাদি বলাকারে জীবশক্তিকে প্রতিরুদ্ধ করে বলিয়া জীব হইতে উহাদের স্বাতন্ত্র্য অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞানক্রিয়া নাম এবং বলক্রিয়া রূপ অনুভূতির বিষয় হয়।

৫। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ। উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চন

গচ্ছতীত। অহোবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমশ্নুতা ৩ উ। সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদꣳ সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। তৈ ২।৬।২।১।

'অথ' অনন্তরং 'অতঃ' অস্তি নাস্তিতঃ 'অনু' আচার্য্যোক্তিমনু 'প্রশ্নঃ' জিজ্ঞাসা শিষ্যস্ত—'কশ্চন' 'অবিদ্বান্' 'প্রেত্য' 'অমুং লোকং' 'গচ্ছতি' 'উত' নেতি। 'অহো' 'কশ্চিৎ' 'বিদ্বান্' 'প্রেত্য' 'অমুং লোকং' 'সমশ্নুতে' প্রাপ্নোতি 'উ' উত নেতি। ন কেবলমস্তিত্বজ্ঞানেন কিন্তর্হি বিশেষজ্ঞানেন গতি-বৈশেষ্যমিতি প্রদর্শনায়াহ—'স' পরাত্মা 'অকাময়ত' ঐচ্ছৎ। কিমৈচ্ছৎ? 'বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি'। কিমত্র বহুভবনং জন্ম চ? পরাপরপ্রকৃত্যোঃ নামরূপয়োঃ বিভজনম্, অতএবাহ—'স তপঃ অতপ্যত'—'যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ' (৮।১) ইতি—আত্মজ্ঞানং জ্ঞানাকারেণ উদভাবয়ৎ। 'স' 'তপঃ' জ্ঞানং 'তপ্ত্বা' জ্ঞানাকারেণোদ্ভাব্য 'যৎ ইদং কিঞ্চ' তৎ 'ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত'। 'তৎ সৃষ্ট্বা' 'তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ'।

'তৎ অনুপ্রবিশ্য' 'সৎ চ' দৃশ্যমানং 'তৎ চ' অদৃশ্যমানং 'নিরুক্তং চ' বচনীয়ম্ 'অনিরুক্তং চ' অবচনীয়ং 'নিলয়নং চ' আশ্রিতম্ 'অনিলয়নং চ' অনাশ্রিতং 'বিজ্ঞানং চ' বিশেষজ্ঞানম্ 'অবিজ্ঞানং চ' অবিশেষ-জ্ঞানং 'সত্যং চ' স্থায়ি 'অনৃতং চ' অস্থায়ি 'যৎ ইদং কিঞ্চ' 'সত্যং' সদ্বস্তু সদাখ্যা দেবতা 'অভবৎ' অতএব 'তৎ' সদসদাদি নিখিলং 'সত্যং' সৎ ব্রহ্ম তন্মূলকম্ 'ইতি আচক্ষতে'। 'তৎ' তস্মিন্নর্থে 'অপি' এব 'এষ' পরবর্ত্তী 'শ্লোকঃ ভবতি'।

অনন্তর [অস্তি নাস্তি] এইটি কথনের পর [শিষ্যের] প্রশ্ন—কোন অবিদ্বান্ ব্যক্তি মরিয়া ঐ লোকে গমন করে কি? অহো কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি মরিয়া ঐ লোক প্রাপ্ত হয় কি? [১১শ।১৩শে যে উত্তর প্রদত্ত হইবে তাহার সূচনা করিতেছেন] তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, আমি জন্মিব [প্রাদুর্ভূত হইব]। তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া যাহা কিছু এই সকল সৃজন করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। অনুপ্রবেশ করিয়া তিনি সৎ হইলেন অসৎ হই-লেন, নিরুক্ত হইলেন, অনিরুক্ত হইলেন, আশ্রয় হইলেন, অনাশ্রয় হইলেন, বিজ্ঞান হইলেন, অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য হইলেন, অনৃত হই-লেন। এ যাহা কিছু হইল সত্যই তাহা হইলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে

[সেই সৎ অসৎ আদিকে] সত্য বলিয়া থাকেন। সেই অর্থে এই [পরবর্ত্তী] শ্লোকটি।

ভাব—[অস্তি ও নাস্তি] এইটি—"ব্রহ্মকে যদি কেহ অসৎ বলিয়া জানে সে অসৎ হয়, ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া যদি কেহ জানেন তাঁহাকে তজ্জন্যই পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়া জানেন (৭৯২)"। এস্থলে সৎ—অস্তি, অসৎ—নাস্তি। অসৎ বলিয়া জানিলে অসৎ হয়, একথা বলাতে কি এই বুঝায় যে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়? সৎ বলিয়া জানিলে সৎ হয়, একথা বলাতে কি এই বুঝায় যে, উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর পর নিত্যকাল স্থায়ী হয়? এই সংশয়নিরসনের জন্য শিষ্য এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে সৃষ্টিতে পরাত্মার অভিলাষ, সৃষ্টিতে তাঁহার প্রবেশ, সেই প্রবেশের অবস্থা হইতে পৃথক্ করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে গ্রহণ, এইগুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক জীবের তাঁহাতে আনন্দ-প্রাপ্তিতে কৃতার্থতা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাঁহাতে স্থিতি করেন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন, যে ব্যক্তির তাঁহাতে স্থিতি হয় না, সে ব্যক্তির নিকটে স্বয়ং ব্রহ্মই ভয়ের হেতু হন। ইহাতে এই আসিতেছে যে অবিদ্বান্ (অব্রহ্মজ্ঞ) ব্যক্তির মহাবিনাশ হয় না বটে, কিন্তু ইহজীবন পরজীবন শাস্তার শাসনভয়ে যাপন-করিতে হয়।

তিনি ইচ্ছা করিলেন—তিনি ইনি এরূপ প্রয়োগ না করিয়া কেবল তিনি-শব্দের প্রয়োগ করাতে এখানে কেবল পরমাত্মা গৃহীত হইয়াছেন, ইহা সহজে প্রতীত হয়। পূর্ব্বাধ্যায়ে (৭৭ পৃ) জীবেতে ব্রহ্মের, এ অধ্যায়ে পরাত্মাতে জীবের স্থিতি নিবদ্ধ হইয়াছে। "এই জীব রসস্বরূপকে পাইয়া আনন্দে প্লাবিত হয়" (৪।১২) এই শ্রুতি দেখাইয়া দিতেছে এ অধ্যায়ে জীব পরাত্মার অন্তর্ভূত।

আমি বহু হইব আমি জন্মিব—যিনি বেদান্তে সর্ব্বত্র এক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, যাঁহার জন্ম নাই ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বহু হইবেন জন্মগ্রহণ করিবেন, এ কথার আক্ষরিক অর্থ করিলে বেদান্তসিদ্ধ অর্থ প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং আপনার অনতিরিক্ত নিজ শক্তিকে বহুভাবাপন্ন করিয়া রূপে রূপে আত্মপ্রকাশ বহু হওয়া ও জন্ম।

তিনি তপ করিলেন—"জ্ঞানময় যাঁহার তপ" একথা বলাতে তপকরার অর্থ আর কিছুই নহে, ব্রহ্মেতে জ্ঞেয়াকারে যে নামরূপ আছে উহাকে জ্ঞানাকারে উদ্ভাবন-করা।

তপ করিয়া এ সকল সৃজন করিলেন—জ্ঞানাকারে উদ্ভাবন করিয়া নামরূপে বিভক্ত করিলেন।

সৎ হইলেন অসৎ হইলেন ইত্যাদি—দৃশ্যমান সৎ, অদৃশ্যমান অসৎ। নিরুক্ত বচনীয়; অনিরুক্ত—বচনাতীত, এখনও যাহা বচনের বিষয় হয় নাই। আশ্রয়—নিলয়ন; অনাশ্রয়—অনিলয়ন, এখনও আশ্রয়াশ্রিতসম্বন্ধ যাহাতে প্রকাশ পায় নাই।

বিজ্ঞান—বিশেষজ্ঞান ; অবিজ্ঞান—বিশেষজ্ঞানরহিত *। সত্য—সৎ হইতে উদ্ভূত—সত্য—বিষয়বিষয়িসম্বন্ধ ; অনৃত—তিরোহিত-বিষয়বিষয়িসম্বন্ধ (১১।২১ [৮।৩])।

এ যাহা কিছু হইল সত্যই তাহা হইলেন—সদসদাদি যাহা কিছু তাহা এক সত্যই—সৎস্বরূপই—হইলেন। সৎ ভাবাত্মক, অসৎ অভাবাত্মক—এইরূপে ভাবাত্মক ও অভাবত্মক বিষয়সমুদায়ের উৎপত্তি বর্ণিত হইলেও অভাবাত্মকগুলির মূল অভাব নয় কিন্তু সত্যই। কেন না এখন যাহা অভাবাত্মক বলিয়া প্রতীত হইতেছে উহাই সদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই কথাই পরিষ্কার ভাষায় উক্ত হইয়াছে।

৮। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। তৈ, ২।৭।১।

'ইদং' বিশ্বম্ 'অগ্রে' বিভজনাৎ পূর্ব্বম্ 'অসৎ' অব্যক্তম্ অব্যাকৃতং ব্রহ্মবস্তু 'বৈ' এব 'আসীৎ'। 'ততঃ' অব্যাকৃতব্রহ্মবস্তুতঃ 'বৈ' এব 'সৎ' দৃশ্যমানং সর্ব্বম্ 'অজায়ত' অভবৎ। কথম্ ? 'তৎ' ব্রহ্মবস্তু 'আত্মানম্' পরাপরপ্রকৃত্যভিন্নম্ 'অকুরুত' বিভক্তবান্ স্বাত্মশক্তিপ্রকাশমকরোৎ। 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'তৎ' ব্রহ্মবস্তু 'সুকৃতং' শোভনক্রিয়ম্ 'উচ্যতে'—সর্ব্বেষু কার্য্যেষু কর্ত্তৃ ইতি গীয়তে।

এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎ হইয়াছে। তিনি আপনাকে আপনি করিলেন, তাই তিনি সুকৃত বলিয়া উক্ত হয়েন।

ভাব—এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অদৃশ্য ছিল, অব্যক্ত ছিল, সত্তামাত্র চক্ষুর অগ্রাহ্য ব্রহ্ম সহ অবিভক্তভাবে বিদ্যমান ছিল, অনন্তর সৎ হইল, দৃশ্যমান হইল, ব্যক্ত হইল, নামরূপে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইল। কিরূপে প্রকাশ পাইল? তিনি আপনাকে আপনি করিলেন—আপনার শক্তি হইতে—আপনার পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে—আপনাকে বিভক্ত করিলেন। 'আপনাকে' এই কথায় শক্তি ও তিনি অভিন্ন ও এক, ইহাই বুঝাইতেছে। 'করিলেন' এই কথায় বুঝাইতেছে, শক্তিকে বিভক্ত করিয়া জগদাকারে প্রকাশ-করিলেন। শক্তি বা স্বপ্রকৃতি এইরূপে বিভক্ত হইয়াও অবিভক্ত থাকিলেন 'আপনাকে' এই কথাতে ইহাও বুঝাইতেছে, কারণ যিনি আত্মভূত তিনি কখন অনাত্ম হইতে পারেন না।

সুকৃত—শোভনক্রিয়। তিনি নিত্যক্রিয়, বিকারিবস্তুবৎ কখন তাঁহার ক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষ নাই, সুতরাং তাঁহার 'সুকৃত' নাম নিত্য। তিনি আপনাকে আপনি করিলেন, এরূপ বলাতে যে ক্রিয়ার আরম্ভ বুঝায় উহা—জীব বুদ্ধিতে অব্যক্তকে ক্রমান্বয়ে ব্যক্ত করিতেছেন—সেই ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

* মাণ্ডূক্য—প্রজ্ঞ ও অপ্রজ্ঞ বলিয়াছেন, এখানে বিশেষজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞানরহিত এরূপ বলাতে এই বুঝাইতেছে যে, যিনি প্রজ্ঞ তিনি বিশেষজ্ঞানবিশিষ্ট, তাই বিষয়সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ ; অপ্রজ্ঞের বিশেষজ্ঞান নাই তাই উহা অবিচ্ছিন্ন বিষয়াকারে প্রকাশমান।

৭। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎকিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।

স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ।

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্যএব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ।

তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্। মুখাদ্বাগ্বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতামক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্ নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ। ঐ ১।১—৪।

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্মহত্যর্ণবে প্রাপতংস্তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি।

তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তাভ্যোঽশ্বমানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি।

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি পুরুষোবাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্যথায়তনং প্রবিশতেতি।

অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনোভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্।

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে

অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্যস্মৈ কস্মৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ। ঐ ২। ১—৫।

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি।

সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ।

তদেতদভিসৃষ্টং নদৎ পরাঙত্যজিঘাংসৎ তদ্বাচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনদ্বাচাঽগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ।

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥

তচ্চক্ষুষাঽজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাঽগ্রহৈষ্যদ্দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥

তত্ত্বচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনৎ ত্বচাঽগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥

তন্মনসাঽজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদা বয়ৎ স এষোঽন্নস্য গ্রহোযদ্বায়ুরন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ।

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি

মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি।

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনং তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি।

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈক্ষৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতি।

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্রমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। ঐ ৩। ১—১৪।

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি। যদেতদ্রেতস্তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূত আত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি তদ্যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি তদস্য প্রথমং জন্ম।

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা, তস্মাদেনাং ন হিনস্তি সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি।

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়ত্যাত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম।

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে তদস্য তৃতীয়ং জন্ম। তদুক্তমৃষিণা।

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।

গতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি॥

গর্ভএবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ।

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ। ঐত ৪। ১—৬।

'ইদং' দৃশ্যমান জগৎ 'অগ্রে' সৃষ্টেঃ প্রাক্ 'একঃ' 'এব' 'আত্মা' 'বৈ' এব 'আসীৎ', 'ন অন্যৎ কিঞ্চন' 'মিষৎ' ব্যাপারবৎ আসীৎ। 'স' আত্মা 'ঈক্ষত' ঐক্ষত জ্ঞানশক্তিমুদ্ভাবয়ৎ 'লোকান্ নু' 'সৃজৈ' সৃজেম ইতি।

'স ইমান্ লোকান্ অসৃজত'। কে পুন তে ? 'অম্ভঃ মরীচিঃ মরম্ আপঃ'।' 'দিবং পরেণ' দ্যুলোকাৎ উপরি 'অদঃ' তদেতৎ 'অম্ভঃ' 'দ্যৌঃ অস্য প্রতিষ্ঠা' তদুপরিস্থিতত্বাৎ 'মরীচয়ঃ' 'অন্তরিক্ষম্' 'পৃথিবী মরঃ' মৃত্যোরধীনত্বাৎ 'যাঃ অধস্তাৎ' পৃথিব্যাঃ 'তাঃ আপঃ'।

'স' 'ঈক্ষত' ঐক্ষত 'ইমে নু লোকাঃ' এষাং পালনায় 'লোকপালান্ নু' 'সৃজৈ' সৃজেম 'ইতি'। 'স অদ্ভ্যঃ এব' 'পুরুষম্' আদিজীবং 'সমুদ্ধৃত্য' নিষ্কৃষ্য 'অমূর্চ্ছয়ৎ' মূর্ত্তিমন্তং কৃতবান্।

'তং পুরুষম্ অভ্যতপৎ'—সর্ব্বানুভূত্বাৎ স্বান্তর্নিহিতেন জ্ঞানেন তদাকারতয়া উদভাবয়ৎ, 'অভিতপ্তস্য' জ্ঞানেনোদ্ভূতস্য 'তস্য' 'মুখং' 'নিরভিদ্যত' মুখাকারং সুষিরম্ অজায়ত 'যথা অণ্ডং' পক্ষিণঃ; 'মুখাৎ' 'বাক্' বচনং, 'বাচঃ' 'বচনাৎ 'অগ্নিঃ'; নাসিকে নিরভিদ্যেতাং 'নাসিকাভ্যাং' 'প্রাণঃ' ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং 'প্রাণাৎ বায়ুঃ'; 'অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাং' 'অক্ষিভ্যাং' 'চক্ষুঃ' দর্শনেন্দ্রিয়ং 'চক্ষুষঃ আদিত্যঃ'; 'কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং' 'কর্ণাভ্যাং' 'শ্রোত্রং' শ্রবণেন্দ্রিয়ং 'শ্রোত্রাৎ দিশঃ'; 'ত্বক্' চর্ম্ম 'নিরভিদ্যত' 'ত্বচঃ লোমানি' 'লোমভ্যঃ' ওষধিবনস্পতয়ঃ'; 'হৃদয়ং নিরভিদ্যত' 'হৃদয়াৎ মনঃ' 'মনসঃ চন্দ্রমাঃ; 'নাভিঃ নিরভিদ্যত' 'নাভ্যাঃ অপানঃ' 'অপানাৎ মৃত্যুঃ'; 'শিশ্নঃ নিরভিদ্যত' 'শিশ্নাৎ রেতঃ' 'রেতসঃ আপঃ' অজায়ন্তেতি শেষঃ। ১।

'তাঃ এতাঃ' অগ্ন্যাদ্যা, 'দেবতাঃ' 'সৃষ্টাঃ' সত্যঃ 'অস্মিন্' 'মহতি' অতিবিস্তীর্ণে 'অর্ণবে' জলরাশৌ 'প্রাপতন্' পতিতবন্তঃ। 'তং' পুরুষম্ 'অশনায়াপিপাসাভ্যাং' ক্ষুৎতৃড্ভ্যাম্ 'অন্ববার্জ্জৎ' অনুগমিতবান্ সংযোজিতবান্। 'তাঃ' দেবতাঃ 'এনং' স্রষ্টারম্ 'অব্রুবন্'—'আয়তনং' প্রতিষ্ঠাস্থানং 'নঃ' অস্মভ্যং 'প্রজানীহি' জ্ঞাপয় 'যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ' বয়ম্ 'অন্নম্' 'অদাম' ভক্ষয়াম 'ইতি'।

'তাভ্যঃ' দেবতাভ্যঃ 'গাম্' 'আনয়ৎ' স্রষ্টা। 'তাঃ' দেবতাঃ 'অব্রুবন্'—'ন বৈ' 'অয়ং' গৌঃ 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'অলং' পর্য্যাপ্তম্। 'তাভ্যঃ' দেবতাভ্যঃ 'অশ্বম্' 'আনয়ৎ' 'তাঃ' 'অব্রুবন্'—'ন বৈ' 'অয়ম্' অশ্বঃ 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'অলম্'।

'তাভ্যঃ' দেবতাভ্যঃ 'পুরুষম্' 'আনয়ৎ'. 'তাঃ' 'অব্রুবন্'—'সুকৃতং' সুষ্ঠুকৃতং শোভনম্ আয়তনং 'বত' আশ্চর্য্যে 'ইতি'। অতঃ 'পুরুষঃ' 'বাব' এব 'সুকৃতং' সুকৃতাভিধং স্রষ্টৃবৎ। স্রষ্টা 'তাঃ' 'অব্রবীৎ'—'যথায়তনং' যস্য যৎ যোগ্যম্ আয়তনং প্রতিষ্ঠাস্থানং তৎ 'প্রবিশত' 'ইতি'।

'অগ্নিঃ বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ' 'বায়ুঃ প্রাণঃ ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ' 'আদিত্যঃ চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ' 'দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশৎ' 'চন্দ্রমাঃ মনঃ ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ' 'মৃত্যুঃ অপানঃ ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ' 'আপঃ রেতঃ ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্'।

'তং' স্রষ্টারং 'অশনায়াপিপাসে' ক্ষুত্তৃষ্ণে 'অব্রূতাম্ উক্তবত্যৌ—'আবাভ্যাম্' অধিষ্ঠানম্ 'অভিপ্রজানীহি' জ্ঞাপয় 'ইতি'। 'স' স্রষ্টা 'তে' অশনায়াপিপাসে 'অব্রবীৎ' 'এতাসু' 'এব' 'দেবতাসু' 'বাম্' যুবাম্ 'আভজামি' বৃত্তিসংবিভাগেন অনুগৃহ্লামি 'এতাসু' দেবতাসু যুবাং 'ভাগিন্যৌ' ভাগবত্যৌ 'করোমি' 'ইতি'। 'তস্মাৎ' স্রষ্টৃবচনাৎ 'যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ' 'হবিঃ' 'গৃহ্যতে' আবর্জ্জ্যতে 'অস্যাং' দেবতায়াম্ 'অশনায়াপিপাসে' 'ভাগিন্যৌ এব' 'ভবতঃ'। ২।

'স' স্রষ্টা 'ঈক্ষত' ঐক্ষত। 'ইমে নু লোকাঃ চ লোকপালাঃ চ 'এভ্যঃ' 'অন্নং' 'সৃজৈ' সৃজেম 'ইতি'।

'স' স্রষ্টা 'অপঃ' 'অভ্যতপৎ' 'অভিতপ্তাভ্যঃ' 'তাভ্যঃ' 'মূর্ত্তিঃ' ঘনীভূতাকারচরাচরম্ 'অজায়ত'। 'যা বৈ সা মূর্ত্তিঃ' 'অজায়ত' 'তৎ' 'বৈ' 'অন্নম্'।

'তৎ এতৎ' অন্নম্ 'অভিসৃষ্টং' 'নদৎ' ভয়াৎ শব্দং কুর্ব্বৎ 'পরাঙ্' পরাঙ্মুখং সৎ 'অত্যজিঘাংসৎ'—হন্ হিংসাগত্যোঃ—অভিগন্তুম্ ঐচ্ছৎ পলায়িতুং প্রারভত ইত্যর্থঃ। 'তৎ' অন্নং 'বাচা' 'অজিঘৃক্ষৎ' গ্রহীতুমৈচ্ছৎ 'তৎ' অন্নং 'বাচা' 'গ্রহীতুং' 'ন অশক্নোৎ'। 'যৎ' যদি 'হ' 'এনৎ' অন্নং 'বাচা' 'অগ্রহৈষ্যৎ' 'অভিব্যাহৃত্য হ এব' অন্নমিত্যুক্তৈ্ব 'অত্রপ্স্যৎ' তৃপ্তঃ অভবিষ্যৎ লোকঃ।

'প্রাণেন' ঘ্রাণেন স তৎ' অন্নম্ 'অজিঘৃক্ষৎ' 'প্রাণেন' ঘ্রাণেন 'তৎ' 'গ্রহীতুং' 'ন অশক্নোৎ'। 'স' 'যৎ' যদি 'হ' এব 'প্রাণেন' ঘ্রাণেন 'এনৎ' 'অগ্রহৈষ্যৎ' 'অন্নম্' 'অভিপ্রাণ্য' আঘ্রায় 'হ এব' 'অত্রপ্স্যৎ'।

'চক্ষুষা' 'তৎ' অন্নং স 'অজিঘৃক্ষৎ' 'চক্ষুষা' 'গ্রহীতুং' 'তৎ ন অশক্নোৎ' 'স' 'যৎ' যদি 'হ' 'চক্ষুষা' 'এনৎ' 'অগ্রহৈষ্যৎ' 'অন্নং' 'দৃষ্ট্বা হ এব' 'অত্রপ্স্যৎ'।

'শ্রোত্রেণ' 'তৎ' 'অজিঘৃক্ষৎ' 'শ্রোত্রেণ গ্রহীতুং' 'তৎ ন অশক্নোৎ'। 'স' 'যৎ' যদি 'হ' 'এনৎ' 'শ্রোত্রেণ' 'অগ্রহৈষ্যৎ' 'অন্নং' 'শ্রুত্বা' 'হ এব' 'অত্রপ্স্যৎ'।

'ত্বচা' চর্ম্মণা 'তৎ' 'অজিঘৃক্ষৎ' 'ত্বচা 'গ্রহীতুং' 'তৎ ন অশক্নোৎ'। 'স' যৎ' যদি 'হ' 'ত্বচা' 'এনৎ' 'অগ্রহৈষ্যৎ' 'অন্নং' 'স্পৃষ্ট্বা' 'এব' 'অত্রপ্স্যৎ'।

'মনসা' 'তৎ' 'অজিঘৃক্ষৎ' 'মনসা গ্রহীতুং' 'তৎ ন অশক্নোৎ', 'স' 'যৎ' যদি 'হ' 'মনসা' 'এনৎ' 'অগ্রহৈষ্যৎ' 'অন্নং' 'ধ্যাত্বা হ এব' 'অত্রপ্স্যৎ'।

'শিশ্নেন' 'তৎ' 'অজিঘৃক্ষৎ' 'শিশ্নেন গ্রহীতুং' 'তৎ ন অশক্নোৎ'। 'স' 'যৎ' যদি 'হ' 'এনৎ' 'শিশ্নেন' 'অগ্রহৈষ্যৎ' 'অন্নং' 'বিসৃজ্য' বিমুচ্য 'হ এব' 'অত্রপ্স্যৎ'।

'অপানেন' ঊর্দ্ধ্বাং মুখচ্ছিদ্রাৎ অধোগেন বায়ুনা স 'তৎ' 'অজিঘৃক্ষৎ' 'তদা' 'বয়ৎ' অবয়ৎ অগ্রাহৎ 'যৎ' যস্মাৎ বয়দিতি কারণাৎ 'স এষ' 'বায়ুঃ' 'অন্নস্য' 'গ্রহঃ' গ্রাহকঃ। 'যৎ' যস্মাৎ কারণাৎ 'বৈ' এব 'এষ' 'বায়ুঃ' 'অন্নায়ুঃ' অন্নম্ আয়ুঃ জীবনং যস্য—অন্নায়ুষ্ট্বং প্রাণস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ।

'স' 'ঈক্ষত' ঐক্ষত 'কথং নু' 'ইদং' কার্য্যকারণসংঘাতং 'মদৃতে' মাং বিনা 'স্যাৎ' 'ইতি'। 'স' 'ঈক্ষত' ঐক্ষত 'কতরেণ' 'প্রপদ্যৈ' প্রপদ্যেয় 'ইতি'। 'স' 'ঈক্ষত' ঐক্ষত 'যদি বাচা অভিব্যাহৃতং' উক্তং 'যদি' 'প্রাণেন' ঘ্রাণেন 'অভিপ্রাণিতং' ঘ্রাতং 'যদি চক্ষুষা দৃষ্টং' 'যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং' 'যদি ত্বচা স্পৃষ্টং' 'যদি মনসা ধ্যাতং' চিন্তিতং 'যদি অপানেন' 'অভ্যপানিতম্' উৎসৃষ্টং 'যদি শিশ্নেন' 'বিসৃষ্টং' নিঃসারিতং 'অথ কোঽহম্ ইতি।

'স এতম্ এব' 'সীমানং' কেশবিভজনদেশং 'বিদার্য্য' 'এতয়া' 'দ্বারা' দ্বারেণ 'প্রাপদ্যত' প্রবিষ্টবান্। 'সা এষা' 'দ্বাঃ' 'বিদৃতিঃ নাম' তন্নাম্না প্রসিদ্ধা। 'তৎ এতৎ' 'নান্দনম্'—দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্—নন্দনম্ আনন্দকরম্। 'তস্য' প্রবিষ্টস্য 'ত্রয়ঃ' 'আবসথাঃ' নিবাসস্থানানি—জাগরিতকালে চক্ষুঃ, স্বপ্নকালে অন্তর্মনঃ, সুষুপ্তকালে হৃদয়াকাশম্; 'ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ' জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাখ্যাঃ। 'অয়ম্ আবসথঃ' প্রথমঃ—চক্ষুঃ 'অয়ম্ আবসথঃ' দ্বিতীয়ঃ—আন্তরং মনঃ, 'অয়ম্ আবসথঃ' তৃতীয়ঃ—হৃদয়াকাশঃ।

'স' 'জাতঃ' পিণ্ডং প্রবিষ্টঃ 'ভূতানি' 'অভিব্যৈক্ষৎ' আভিমুখ্যেন আলোচিতবান্ 'কিম্' 'ইহ' কার্য্যকারণসংঘাতে 'অন্যং' মদ্ব্যতিরিক্তমাত্মানং 'বাবদিষৎ' বদিতুম্ ইচ্ছতি 'ইতি'। 'স এতম্ এব' 'পুরুষং' পরাপরপরিষক্তারং 'ব্রহ্ম' সর্ব্বান্তর্ভাবকং 'ততমং'—অত্যন্তকারেণৈকেন লুপ্তেন—ততত্তমং ব্যাপ্ততমম্ 'অপশ্যৎ'। পশ্যন্ স কিমবদৎ—'ইদং ব্রহ্ম অদর্শম্' 'ইতি'।

'তস্মাৎ' ইদং পশ্যতীতি 'ইদন্দ্রঃ নাম'। 'ইদন্দ্রঃ হ বৈ পুনঃ নাম'—লোকে প্রসিদ্ধম্, 'তম্ ইদন্দ্রম্ সন্তং বিদ্যমানং' 'ইন্দ্রম্ ইতি' 'পরোক্ষেণ' 'আচক্ষতে' তত্ত্ববিদঃ। 'হি' যস্মাৎ 'দেবাঃ' 'পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব' দেবানাং প্রত্যক্ষনামগ্রহণদ্বেষিত্বাৎ। দ্বিরাবৃত্তিঃ সমাপ্তিসূচিকা। ইন্দ্রোঽহয়ং বিশ্ব ইতি' (৩। ২৩) জ্ঞাতব্যম্।

'অয়ম্' আত্মা জীবঃ 'আদিতঃ' প্রথমতঃ 'পুরুষে' পিতরি 'হ বৈ' 'গর্ভঃ' 'ভবতি' রেতো রূপেণ। 'যৎ এতৎ রেতঃ' 'তৎ এতৎ' পিতৃদেহস্থ 'সর্ব্বেভ্যঃ' 'অঙ্গেভ্যঃ' 'সম্ভূতং' পরিনিষ্পন্নং 'তেজঃ' সাররূপম্। 'আত্মানং' রেতোরূপম্ 'আত্মনি' দেহে 'এব' 'বিভর্ত্তি' ধারয়তি। 'যদা' স পিতা 'তৎ' রেতঃ 'স্ত্রিয়াং' 'সিঞ্চতি' 'অথ এনৎ' 'জনয়তি' 'তৎ' 'অস্য' জীবস্য 'প্রথমং জন্ম'।

'তৎ' সিক্তং রেতঃ 'স্বম্ অঙ্গং' স্তনাদি 'যথা' 'তথা' 'স্ত্রিয়া' 'আত্মভূয়ম্' আত্মাব্যতিরেকতাং 'গচ্ছতি' 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'এনাং' স্ত্রীং তৎসিক্তং রেতঃ 'ন হিনস্তি' ন বাধতে। 'সা' স্ত্রী 'অস্য' ভর্ত্তুঃ 'এতম্ আত্মানং' 'অত্র' উদরে 'গতং' বুদ্ধা 'ভাবয়তি' বর্দ্ধয়তি পরিপালয়তি।

'সা' 'ভাবয়িত্রী' গর্ভং পালয়িত্রী 'ভাবয়িতব্যা' ভর্ত্রা পালয়িতব্যা 'ভবতি'। 'সা' স্ত্রী 'তং' গর্ভং' 'বিভর্ত্তি' ধারয়তি। 'স' পিতা 'অগ্রে' প্রথমম্ 'এব' 'কুমারং' 'জন্মনোঽগ্রে' সীমন্তোন্নয়নাদিনা 'অধি' ঊর্দ্ধং জাতকর্ম্মাদিনা 'ভাবয়তি' বর্দ্ধয়তি। স পিতা 'জন্মনোঽগ্রে' 'অধি' ঊর্দ্ধঞ্চ 'যৎ' 'কুমারং' 'ভাবয়তি' 'তৎ' 'আত্মানম্ এব' 'ভাবয়তি' 'এষাং লোকানাং 'সন্তত্যৈ' অবিচ্ছেদায়। 'এবং' পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মণা 'হি ইমে লোকাঃ' 'সন্ততাঃ' অবিচ্ছেদেন বর্ত্তমানাঃ। 'তৎ' 'অস্য' জীবস্য 'দ্বিতীয়ং জন্ম'।

'স' 'অয়ম্ আত্মা' 'পুণ্যেভ্যঃ' কর্ম্মভ্যঃ 'অস্য' পিতুঃ স্থানে 'প্রতিধীয়তে' প্রতিনিধীয়তে। 'অথ' অনন্তরম্ 'অস্য' পুত্ররূপেণ জাতস্য জীবস্য 'অয়ম্' 'ইতরঃ' অন্যতরঃ 'আত্মা' পিতৃরূপঃ 'কৃতকৃত্যঃ' কৃতার্থঃ 'বয়োগতঃ' গতবয়াঃ বৃদ্ধঃ জীর্ণঃ সন্ 'প্রৈতি' ম্রিয়তে। 'স' পিতৃরূপঃ আত্মা 'ইতঃ' সংসারাৎ 'প্রয়ন্' গচ্ছন্ 'এব' 'পুনঃ জায়তে'। 'তৎ' অস্য তৃতীয়ং জন্ম'। 'তৎ' কৃতকৃত্যত্বম্ 'উক্তম্' 'ঋষিণা' বামদেবেন।—'নু' বিতর্কে। 'গর্ভে' মাতৃগর্ভে 'নু' 'সন্' 'অহম্' 'এষাং' 'দেবানাং 'বিশ্বা' বিশ্বানি নিখিলানি 'জানিমানি' জন্মানি 'অনু' 'অবেদম্' অনুবুদ্ধবান্ অস্মি। 'শতম্' 'আয়সীঃ' আয়স্যঃ লৌহময্যঃ 'পুরঃ' শরীরাণি 'মা' মাম্ 'অরক্ষন্' রক্ষিতবত্যঃ 'শ্যেনঃ' ইব 'জবসা' বেগেন 'অধঃ' 'নিরদীয়ম্' নির্গতঃ অস্মি। 'গর্ভে এব' 'শয়ানঃ' 'বামদেবঃ' 'এবম্' 'এতৎ' 'উবাচ'।

'স' বামদেবঃ 'এবং বিদ্বান্' অস্মাৎ শরীরভেদাৎ' অনন্তরং 'ঊর্দ্ধঃ' 'উন্নতঃ সন্ 'উৎক্রম্য' 'অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে' 'সর্ব্বান্ কামান্' 'আপ্ত্বা' প্রাপ্য 'অমৃতঃ সমভবৎ'। দ্বিরাবৃত্তিঃ সফলাত্মজ্ঞানস্য সমাপ্তিসূচনায়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মাই এই (দৃশ্যমান) জগৎ ছিলেন ; আর কিছুই ক্রিয়াশীল ছিল না। লোকসমূহ সৃজন করি, তিনি এই আলোচনা করিলেন।

অম্ভ, মরীচি, মর ও আপ—তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন। দ্যুলোকের উপরি—অম্ভ, দ্যুলোক ইহার প্রতিষ্ঠা। মরীচি—অন্তরীক্ষ ; মর—পৃথিবী। পৃথিবীর অধঃস্থ যাহা তাহা আপ।

তিনি আলোচনা করিলেন—এ সকল লোকতো [হইল] লোকপালগণকে তবে সৃজন করি। তিনি জল হইতে পুরুষকে (আদিজীবকে) উদ্ধৃত করিয়া মূর্ত্তিমান্ করিলেন।

সেই পুরুষকে তিনি অভিতপ্ত করিলেন, অভিতপ্ত সেই পুরুষের মুখ অণ্ডের মত ফুটিল, মুখ হইতে বাক্, বাক্ হইতে অগ্নি হইল। তাঁহার নাসিকাদ্বয় ফুটিল, নাসিকা হইতে গন্ধ, গন্ধ হইতে বায়ু [হইল]; তাঁহার অক্ষিদ্বয় ফুটিল, অক্ষিদ্বয় হইতে চক্ষুঃ চক্ষু হইতে আদিত্য [হইল]; তাঁহার কর্ণদ্বয় ফুটিল, কর্ণদ্বয় হইতে শ্রোত্র, শ্রোত্র হইতে দিক্ সকল হইল; তাঁহার ত্বক্ উদ্ভূত হইল, ত্বক্ হইতে লোম, লোম হইতে ওষধি বনস্পতি হইল; তাঁহার হৃদয় প্রকাশ পাইল, হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমা হইল; তাঁহার নাভির বিকাশ হইল, নাভি হইতে অপান, অপান হইতে মৃত্যু হইল; তাঁহার জননেন্দ্রিয় উদ্ভূত হইল, জননেন্দ্রিয় হইতে রেত, রেত হইতে জল হইল। ১।

এই সকল দেবতা সৃষ্ট হইয়া এই মহার্ণবে পড়িলেন। সেই পুরুষকে ক্ষুত্তৃষ্ণাসম্পন্ন করা হইল! দেবগণ ইঁহাকে বলিলেন আমাদের আশ্রয়স্থান জ্ঞাপন-কর যে আশ্রয়স্থানে আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্ন ভোজন করিব।

তাঁহাদিগের সম্মুখে তিনি গো আনয়ন করিলেন, তাঁহারা বলিলেন আমাদের পক্ষে ইহা প্রচুর নহে। তাঁহাদিগের নিকটে তিনি অশ্ব আনয়ন-করিলেন, তাঁহারা বলিলেন, ইহা আমাদের পক্ষে প্রচুর নহে।

তাঁহাদিগের নিকটে তিনি পুরুষকে আনয়ন-করিলেন, তাঁহারা বলিলেন, অহো সুকৃত (শোভন) আয়তন। এজন্যই পুরুষকে সুকৃত বলে। তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, অনন্তর আয়তনে প্রবেশ কর।

অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু গন্ধ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, দিক্‌সকল শ্রোত্র হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, ওষধিবনস্পতিসকল লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন, জল রেত হইয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে ক্ষুৎপিপাসা বলিল, আমাদিগকে আমাদের আশ্রয়স্থান জ্ঞাপন-করুন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এই সকল দেবতাতেই তোমাদের বৃত্তিবিভাগ করিতেছি, এই সকল দেবতারই ভাগী তোমাদিগকে করিতেছি। সেই নিমিত্তই যে কোন দেবতাকে হবি অর্পিত হয়, ক্ষুত্তৃষ্ণা সেই দেবতারই ভাগী হইয়া থাকে। ২।

তিনি আলোচনা করিলেন—এই সকল লোকতো হইল, এই সকল লোকপালও হইল; ইহাদের জন্য অন্ন সৃজন-করি।

তিনি জলকে অভিতপ্ত করিলেন, সেই অভিতপ্ত জল হইতে মূর্ত্তি জন্মিল। সেই যে মূর্ত্তি জন্মিল, উহাই অন্ন হইল।

এই অন্ন সৃষ্ট হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন-করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষ বাক্‌দ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু বাক্‌দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি বাক্‌দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, অন্ন এই কথা উচ্চারণ করিয়াই তৃপ্ত হইতেন।

তিনি ঘ্রাণদ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু ঘ্রাণ দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি ঘ্রাণদ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, ঘ্রাণ লইয়াই তৃপ্ত হইতেন।

তিনি চক্ষুর দ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু চক্ষুর দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি চক্ষুর দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, দেখিয়াই তৃপ্ত হইতেন।

তিনি শ্রোত্র দ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু শ্রোত্রের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি শ্রোত্র দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, শুনিয়াই তৃপ্ত হইতেন।

তিনি ত্বক্ দ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু ত্বক্ দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি ত্বক্ দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, স্পর্শ করিয়াই তৃপ্ত হইতেন।

তিনি মনের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু মনের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি মনের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, চিন্তা করিয়াই তৃপ্ত হইতেন।

তিনি জননেন্দ্রিয় দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু

জননেন্দ্রিয় দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি জননেন্দ্রিয় দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, মোচন করিয়া তৃপ্ত হইতেন।

তিনি অপান দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিলেন বলিয়া সেই এই বায়ু অন্নের গ্রাহক হইলেন, এবং এ জন্যই এই বায়ু অন্নায়ু।

আমা বিনা এই ইন্দ্রিয়াদি কিরূপে থাকিবে, তিনি ইহা আলোচনা করিলেন—যদি বাক্ দ্বারা বলা হয়, ঘ্রাণ দ্বারা ঘ্রাণ লওয়া হয়, চক্ষুর দ্বারা দেখা হয়, শ্রোত্রের দ্বারা শুনা হয়, যদি ত্বক্ দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, যদি মনের দ্বারা চিন্তিত হয়, যদি অপান দ্বারা উৎসর্গ হয়, যদি জননেন্দ্রিয় দ্বারা নিঃসারিত হয়, তবে আমি কে?

তিনি দেহপ্রবিষ্ট হইয়া ভূতগণের বিষয় আলোচনা করিলেন—এই ইন্দ্রিয়াদিতে আমা ছাড়া আর কে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। তিনি এই [পরম] পুরুষ ব্রহ্মকে ব্যাপ্ততম দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ইঁহাকে দেখিলাম।

যেহেতু তিনি ইঁহাকে দেখিলেন, তাই ইঁহার নাম ইদন্দ্র। ইদন্দ্রই ইঁহার নাম প্রসিদ্ধ। সেই বিদ্যমান ইদন্দ্রকেই পরোক্ষে ইন্দ্র বলিয়া পণ্ডিতেরা বলেন, কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় পরোক্ষপ্রিয় *। ৩।

এই জীব প্রথমে পুরুষে গর্ভ হয়। এই যে রেত উহা সমুদায় অঙ্গ হইতে সম্ভূত তেজ, উহা আপনি আপনাকে দেহে ধারণ-করে। পিতা যখন সেই রেতকে স্ত্রীতে সিঞ্চন করেন, তখন উহা রূপান্তর হয়। সেইটি ইহার (জীবের) প্রথম জন্ম।

সেই রেত স্ত্রীর আপনার অঙ্গ [স্তনাদির] মত তাঁহার অঙ্গভূত হয়। সেই জন্যই উহা তাঁহাকে হিংসা-করে না। সেই স্ত্রী উঁহার (ভর্ত্তার) আত্মা উদরস্থ [এই জ্ঞানে] উহার পরিপালন করেন।

সেই পালয়িত্রীকে পালন করিতে হইবে। সেই স্ত্রী গর্ভকে ধারণ-করেন। প্রথমে সেই পিতা জন্মের অগ্রে এবং জন্মের পরে কুমারকে পরিবৃদ্ধ করেন। জন্মের অগ্রে এবং জন্মের পরে কুমারকে পরিবৃদ্ধ

* দুইবার উচ্চারণ সমাপ্তিসূচক।

করিয়া এই সকল লোকের অবিচ্ছেদসাধনার্থ তিনি আপনাকেই পরিবৃদ্ধ করেন। এইরূপেই এই সকল লোক অবিচ্ছেদে বিদ্যমান থাকে। সেইটি ইহার (জীবের) দ্বিতীয় জন্ম।

সেই এই আত্মা পুণ্যকর্ম্মসমূহ দ্বারা ইঁহার (পিতার) প্রতিনিধি হন। অনন্তর ইঁহার অন্যতর (পিতৃরূপ) আত্মা কৃতকৃত্য হন, বয়স্থ হইয়া মরেন। তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া পুনরায় জন্মেন সেইটি ইহার তৃতীয় জন্ম। তাই ঋষি বলিয়াছেন, "গর্ভে থাকিয়াই তো আমি এই নিখিল দেবগণের জন্ম অবগত হইয়াছি। লৌহনির্ম্মিত শত পুর আমায় রক্ষা করিয়াছে এবং শ্যেনের ন্যায় দ্রুতবেগে আমি ভূতলে অবতরণ করিয়াছি।" গর্ভে শয়ান থাকিয়া বামদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন।

তিনি (বামদেব) এইরূপ জানিয়া এই শরীর ভঙ্গ-হওয়ার পর উন্নত হইয়া উৎক্রমণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে সমুদায় অভিলষিত লাভ-করত অমৃত হইয়াছিলেন অমৃত হইয়াছিলেন।

ভাব—এক আত্মাই—সমুদায় জগৎ সহ অবিভক্ত ভাবে অবস্থিত তুরীয় আত্মা। জগৎ ছিলেন—জগৎ আর তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ছিল না।

অম্ভ, মরীচি, মর ও অপ্—অম্ভ—জলের সূক্ষ্মোপাদান; যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর অধোতে জলের উল্লেখ সিদ্ধ পায় না। "জলসকলের ভরণ হয়" এজন্য অম্ভ, ভাষ্যকার বলিয়াছেন। মরীচি—তেজ। মর—মৃত্যুর অধীন। অপ্—দৃশ্যমান জলরাশি।

জল হইতে পুরুষকে—জগতের উপাদানসমূহের মধ্যে জীব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। উপাদানসমূহ সূক্ষ্মত্বপরিহার করিয়া যখন স্থূলাকার ধারণ করিল, তখন সেই স্থূলত্বাবলম্বনে অতি সূক্ষ্ম জীবের মূর্ত্তিমত্তা সাধিত হইল। 'জল হইতে পুরুষকে উদ্ধৃত করিয়া মূর্ত্তিমান্ করিলেন' ইহার ভাব এই। তেজঃপ্রভৃতি অমূর্ত্ত উপাদান জলে মূর্ত্তত্ব প্রাপ্ত হয়।

সেই পুরুষকে তিনি অভিতপ্ত করিলেন—অম্ভ মরীচি প্রভৃতি লোকসৃজনের পর লোকপালসৃজনে স্রষ্টার অভিপ্রায় হইল। লোকপালসকল কোথায় অধিষ্ঠিত? জীবে। তাই জগতে অনুপ্রবিষ্ট জীবকে উদ্ধৃত করিয়া জীবাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়সমূহে অগ্ন্যাদিকে তিনি অভিব্যক্ত করিলেন। অভিতপ্ত করিলেন—জ্ঞানশক্তির প্রবেশে তাহার নিশ্চেষ্ট ভাব পরিহার-করাইয়া তাহাকে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিলেন।

মহার্ণবে পড়িলেন—"যে সময়ে দেবগণ মহোদ্যমশালী হইয়া বিশ্বরূপী সলিলে স্থিতি

করিতেছিলেন" (৪৮পৃ) ঋগ্বেদের সৃষ্টিকালের এই বর্ণন অবলম্বন-করিয়া মনু প্রভৃতি আদিতে জলের সৃষ্টি এবং জলে জীবনিবাস ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। উপনিষৎ 'মহার্ণবে পড়িলেন' এ কথাও তদনুসারে বলিয়াছেন।

পুরুষকে আনয়ন করিলেন—পুরুষে অধিষ্ঠিত অগ্ন্যাদি দেবগণের তৃপ্তি পুরুষের তৃপ্তিতে। "দেবগণ ভোজন করেন না, পান করেন না...দৃষ্টিতে তৃপ্ত হন" (১০।২৩[৬]) এ কথার প্রয়োগ সর্ব্বত্র।

আয়তনে প্রবেশ কর—পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণ এবং অগ্ন্যাদি লোকপালগণের সৃষ্টি; তৎপর সেই দেবগণের 'বিশ্বরূপা সলিলে' নিপতন এবং অশনার্থ তাহাদিগের নিকটে পুরুষকে আনয়ন উল্লিখিত হইয়াছে। এখন অগ্ন্যাদি দেবতার মুখাদি হইয়া তাঁহাতে প্রবেশ এই দেখাইতেছে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত ইন্দ্রিয়গণ ও লোকপালগণের সৃষ্টির অভিপ্রায় বিরাড্-দেহ-নির্ম্মাণ, সেই বিরাট্ দেহ হইতে দেবগণের বিশ্বরূপী সলিলে স্থিতি এবং তাহা হইতে ব্যষ্টি জীবে মুখাদি হইয়া প্রবেশ এখানে অভিপ্রেত হইয়াছে। এরূপ বর্ণনকরিবার অভিপ্রায় এই যে, বিশ্ব এবং প্রতিজীব ঈদৃশ ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া উভয়ের মধ্যে নিয়ত আদান-প্রদান চলিতেছে। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে নিরবচ্ছেদে জীবন-প্রবাহ-চলা অসম্ভব হইয়া পড়িত। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহই আমাদের একমাত্র দেহ নহে, আমাদের পারিপার্শ্বিক সমুদায় লইয়া আমাদের দেহ। সূর্য্যকিরণাদির সংস্পর্শে চক্ষুরাদির উদ্ভেদ বিজ্ঞান আজ প্রদর্শন-করিতেছেন, কবিসমুচিত ভাষায় উপনিষৎ তাহাই অতিপূর্ব্বে নিবদ্ধ করিয়াছেন। বিজ্ঞানবিদের অগ্রে কবির অভ্যুদয়, এ কথা নিরতিশয় সত্য। ঋষিগণ যথার্থ কবি ছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে সত্য বিনা বাধায় প্রবিষ্ট হইত। বৈজ্ঞানিক ভাষায় নহে, কিন্তু কবিসমুচিত ভাষায় অনুভূত সত্য তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন ইত্যাদি—অগ্নি তেজ, তেজ উদ্যমশীলতা। যখন ভিতরে উত্তাপ প্রবল হয়, তখন সেই ভাবের উত্তাপ বাক্ হইয়া বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এতদ্দর্শনে উপনিষৎকার বলিতেছেন 'অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন।' বায়ু গন্ধ হইয়া—উত্তাপযোগে বিশ্লিষ্ট হইয়া বস্তুসমুদায় হইতে গন্ধ নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত গন্ধ বায়ুর সাহায্যে নাসিকাসংস্পৃষ্ট হয়, বায়ু গন্ধের বাহক। গন্ধানুভূতির সাক্ষাৎ কারণ বায়ু, সুতরাং বায়ু গন্ধ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলেন এই রূপ উক্ত হইয়াছে।

আদিত্য চক্ষু হইয়া—সূর্য্যকিরণসংস্পর্শে চক্ষুর উদ্ভেদ হয়। যেখানে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না, সেখানকার জীবসকল অন্ধ, এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কথিত হইয়াছে, আদিত্য চক্ষু (দৃক্শক্তি) হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন।

দিক্ সকল শ্রোত্র হইয়া—যখন শব্দ আসে তখন কোন দিক্ হইতে আসিয়া

কর্ণস্পর্শ করে, এই ব্যাপারটি দেখিয়া শব্দ দিক্‌সম্ভূত বা আকাশসম্ভূত প্রাচীন কালে এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। তাই দিক্ সকল শ্রোত্র (শ্রবণশক্তি) হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিলেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ওষধি ও বনস্পতিসকলের জন্ম ও বৃদ্ধির সহিত লোমসকলের জন্ম ও বৃদ্ধির সৌসাদৃশ্য আছে, তাই ওষধি ও বনস্পতি লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিল এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রমা মন হইয়া—চন্দ্রদর্শনে ভাবস্রোত প্রবাহিত হয়, সুতরাং চন্দ্রের মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ উক্ত হইয়াছে। মৃত্যু অপান হইয়া—মৃত্যুকালে অপানবায়ুর ক্রিয়া প্রকাশ পায়, এজন্য মৃত্যুর অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ কথিত হইয়াছে। জল রেত হইয়া—জল—রস, রেত রসসমুৎপন্ন।

ক্ষুৎপিপাসা—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ক্রিয়াতে দেহের উপাদানের ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয়পূরণের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুৎপিপাসার আকারে প্রকাশ পায়। যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের ক্ষয়পূরণ হয় তাহাতেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তি।

মূর্ত্তি—ঘনীভূতাকার চরাচর—মূর্ত্তি।

পরাঙ্মুখ হইয়া—যেখানে ভক্ষ্য ও ভক্ষক সম্বন্ধ আছে, সেখানে এক অপরকে অতিক্রমকরিবার জন্য যত্ন করে, এই স্বভাব দেখিয়া উপনিষৎ এরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে, সেই সকল ক্রিয়াসম্পাদনে তাহারা সমর্থ, এক অপরের ক্রিয়া কখন সম্পন্ন করিতে পারে না, সুতরাং সেই সত্যটি কবিত্বে বর্ণিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধ হইতে অধোগামী বায়ু অপান। মুখ হইতে অন্ন অধোগত হয়, সুতরাং অপানবায়ু অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হইতে অধোতে লইবার প্রাণশক্তি অন্নগ্রহণে সমর্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে (৩৩২।৩৩পৃ) বলবহাশিরাসম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে এস্থলে তাহারই প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। বৃহৎ অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র ও পায়ু এগুলিতে যে সঙ্কোচ-ও-বিস্তারক্রিয়া প্রকাশ পায়, প্রাচীনগণ উহাকে অপানবায়ুর ক্রিয়া বলিয়া থাকেন।

আমা বিনা এই ইন্দ্রিয়াদি—জীব যে স্বয়ং ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক নহে, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হয় এটি সে পদে পদে বুঝিতে সমর্থ হয়। এইটি বুঝিবামাত্র, কে তিনি এইটি অন্বেষণ করিবামাত্র সে দেখিতে পায় সমুদায়েতে ব্যাপ্ত হইয়া সমুদায়কে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম পরাপরপ্রকৃতির আলিঙ্গনকর্ত্তা পুরুষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। উপনিষদের এই অংশ—পুরুষ জীব এবং পুরুষ পরাত্মা—পরিষ্কারবাক্যে এ উভয়ের ভেদপ্রদর্শন করিয়াছেন এবং এরূপ ভেদপ্রদর্শনের কারণ কি—'এই ইন্দ্রিয়াদিতে আমা ছাড়া আর কে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন'—এই এক কথায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইহাকে দেখিলাম—যে জীব প্রথমে ইহাকে দেখিলাম বলিলেন, তিনি ইহাকে দেখিলেন বলিয়া 'ইদন্দ্র' আখ্যায় আখ্যাত হইলেন। কিন্তু ইন্দ্র এই নাম ইদন্দ্রশব্দের স্থলাধি-

কার করিল। কেন স্থলাধিকার করিল তাহার কারণ শ্রুতি বলতেছেন, ইন্দ্রশব্দটি পরোক্ষবাচক সাক্ষাদ্দর্শনবাচক নহে। দেবগণ সাক্ষাদ্দর্শন ভাল বাসেন না, সমুদায় সাক্ষাদ্দর্শনের বিষয়গুলিকে ব্যবহিত করিয়া ফেলেন। সুতরাং সাক্ষাদ্দর্শনবাচক ইদন্দ্রশব্দটি ইন্দ্রশব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। উপনিষদে দেবগণ কে? ইন্দ্রিয়গণ। অগ্ন্যাদি বৈদিক দেবতা এই ইন্দ্রিয়গণেরই রূপান্তরমাত্র। ইন্দ্রিয়গণ নিরন্তর জীবকে তাহাদিগের বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া বহির্ম্মুখ করিয়া ফেলে, এইরূপ বহির্ম্মুখ করাই তাহাদের প্রকৃতি। এই প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়, উপনিষৎ এই কথা বলিয়াছেন। এখানকার কথায় আর একটি সত্য প্রকাশ পাইতেছে, জীব যদি একবার ব্রহ্মদর্শন করে, তবু সে দর্শন সে স্থির রাখিতে পারে না। শীঘ্রই ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বিষয়াসক্ত করিয়া অন্তর্দৃষ্টিশূন্য করিয়া ফেলে; সে যে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিল, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়; জগৎই তাহার নিকটে দর্শনীয় থাকে, এবং জগৎই তাহার নিকটে আরাধ্য হইয়া উঠে (৩৷২৩[১৬৪পৃ])। গর্ভে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া স্তব এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তদ্বিস্মৃতি, পুরাণে এ বর্ণনের মূল এই উপনিষৎবাক্য।

প্রথমে পুরুষে গর্ভ হয়—পিতাতে পুত্রের বীজাকারে স্থিতি; মাতাতে ভ্রূণের আকারে স্থিতি করিয়া জন্মগ্রহণ; জীবের এই দুইটি জন্ম এখানে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই জন্মের পর তৃতীয় জন্ম পরলোকে। পুত্র পুণ্যানুষ্ঠান করিবেন, তাহার পিতার প্রতিনিধি হইবেন, এজন্য তাহার পুত্রত্ব।

নিখিল দেবগণের জন্ম অবগত হইয়াছি—এখানে নিখিল দেবগণ—ইন্দ্রিয়গণ। ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ পাইতে থাকে, সুতরাং গর্ভস্থ আত্মার নিকটে উহারা পরিচিত।

লৌহনির্ম্মিত শত পুর—জরায়ু প্রভৃতি সকলই তাহার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সুতরাং সেইগুলি পুর।

৮। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎ সদাসীত্তৎ সমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাম্।

তদ্‌যদ্রজতꣳ সেয়ং পৃথিবী যৎ সুবর্ণꣳ সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্ব্বতা যদুল্বং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকꣳ স সমুদ্রঃ।

অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যস্তং জায়মানং ঘোষা উলূলবোঽনূদতিষ্ঠন্ত্সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাস্তস্মাত্তস্যোদয়ং প্রতি

প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনূত্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চৈব কামাঃ।

স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽভ্যাসোহ যদেনং সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরন্।

ছা, ৩।১৯।১—৪।

'আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি' 'আদেশঃ' উপদেশঃ 'তস্য উপব্যাখ্যানং'—প্রাগসত্ত্বাদিকথনম্'। 'অগ্রে' সৃষ্টেঃ প্রাক্ 'ইদম্' জগৎ 'অসৎ এব' অব্যাকৃতনামরূপমেব 'আসীৎ' ইদং 'সৎ' ব্যাকৃতনামরূপম্ 'আসীৎ'। 'তৎ' সৎ 'সমভবৎ' বীজাকারং প্রাপ্তবৎ। 'তৎ' বীজাকারম্ 'আণ্ডম্' অণ্ডং 'নিরবর্ত্তত' সংবৃত্তম্। 'তৎ' অণ্ডং 'সংবৎসরস্য মাত্রাং' তৎপরিমাণকালম্ 'অশয়ত' অনির্ভিন্নম্ অতিষ্ঠৎ। 'তৎ' ততঃ সংবৎসরকালাদূর্দ্ধ্বং 'নিরভিদ্যত' নির্ভিন্নম্ অভবৎ। 'তে' নির্ভিন্নে 'আণ্ডকপালে' 'রজতং চ সুবর্ণং চ' 'অভবতাম্'।

'তৎ যৎ রজতং সা ইয়ং পৃথিবী' 'যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌঃ' 'যৎ' 'জরায়ু' গর্ভবেষ্টনং 'তে পর্ব্বতাঃ' 'যৎ' 'উল্বং' গর্ভোপাদানং তৎ 'সমেঘঃ নীহারঃ' 'যাঃ' 'ধমনয়ঃ' শিরাঃ 'তাঃ নদ্যঃ' 'যৎ' 'বাস্তেয়ং' বস্তৌ ভবম্ 'উদকং' জলং 'স সমুদ্রঃ'।

'অথ' 'যৎ তৎ' গর্ভরূপম্ 'অজায়ত' 'সোঽসৌ আদিত্যঃ' 'তং জায়মানম্' আদিত্যম্ 'অনু' লক্ষীকৃত্য 'উলূলবঃ' উলু উলু ইতি 'ঘোষাঃ' বিস্তীর্ণরবাঃ 'উদতিষ্ঠন্' উত্থিতবন্তঃ। যতঃ 'সর্ব্বাণি চ ভূতানি' 'সর্ব্বে চ কামাঃ' 'তস্মাৎ' আদিত্যাৎ উদতিষ্ঠন্. 'তস্মাৎ' 'তস্য' আদিত্যস্য 'উদয়ং প্রতি' 'প্রত্যায়নম্' অস্তগমনং প্রতি 'সর্ব্বাণি চ ভূতানি' 'সর্ব্বে চ এব কামাঃ' 'উলূলবঃ' 'ঘোষাঃ' 'অনুতিষ্ঠন্তি' কোলাহলং কুর্ব্বন্তি। উদয়ে স্বস্বক্রিয়ায়ৈ অস্তমিতে বিশ্রামায় তথা কুর্ব্বন্তীতি ফলিতার্থঃ।

'স যঃ' 'এতম্' আদিত্যমহিমানম্ 'এবং বিদ্বান্' 'আদিত্যং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অভ্যাসঃ হ' ক্ষিপ্রম্ এব 'যৎ' যতঃ উপাসনতঃ 'এনম্' বিদ্বাংসম্ উপাসিতারং 'সাধবঃ' শোভনাঃ 'ঘোষাঃ' সাধুবাদপূর্ণাঃ 'আগচ্ছেয়ুঃ' 'চ' 'উপনিম্রেড়েরন্' 'চ' আনন্দোন্মত্তং কুর্য্যুঃ চ অবিলম্বেন। ম্রেড়—উন্মাদনে।

আদিত্য ব্রহ্ম, এই উপদেশ। তাঁহার উপব্যাখ্যান। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল। অসৎ সৎ হইয়াছিল। সৎ বীজাকার হইল। সেই বীজাকার অণ্ড হইল। সেই অণ্ড সংবৎসর কাল তদবস্থ রহিল, তৎপর ভাঙ্গিল। সেই অণ্ডের কপালদ্বয় রজত ও সুবর্ণ হইল।

সেই যে রজত, তাই এই পৃথিবী, সেই যে সুবর্ণ তাই এই দ্যুলোক, সেই যে জরায়ু তাই পর্ব্বতসকল, সেই যে উল্ব (গর্ভোপাদান) তাই এই সমেঘ নীহার, সেই যে ধমনী সকল তাই এই নদীসমূহ, সেই যে বস্তিসম্ভূত জল, তাই এই সমুদ্র।

অনন্তর সেই যিনি (গর্ভরূপ) হইয়াছিলেন, তিনিই এই আদিত্য। সেই জায়মান আদিত্যকে লক্ষ্যকরিয়া উলু উলু মহানাদ উপস্থিত

হইয়াছিল। যেহেতু সমুদায় ভূত, সমুদায় অভিলষিত বিষয় সেই আদিত্য হইতে উত্থান-করিয়াছিল, তাই তাঁহার উদয়ে ও অস্তগমনে সমুদায় ভূত সমুদায় অভিলষিত বিষয় উলু উলু মহানাদ (কোলাহল) করিয়া থাকে।

যিনি আদিত্যের এই [মহিমা] জানিয়া আদিত্য ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার উপাসনা করেন শীঘ্রই এই হয় যে, সাধুবাদপূর্ণ নিনাদ ইঁহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং ইঁহাকে আনন্দোন্মত্ত করে।

ভাব—আদিত্য তেজোরাশি। সেই তেজোরাশি হইতে জল, জল হইতে ব্রীহিযবাদি উৎপন্ন হইয়াছে বৈদান্তিক ঋষিগণের এই মত অবলম্বন করিয়া, এখানে সৃষ্টিঘটিত কবিত্ব প্রকাশকরা হইয়াছে। আদিম তেজোরাশিকে দৃশ্যমান সূর্য্যরূপে গ্রহণ-করিয়া "হে সূর্য্য, তুমি হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমার দর্শনের জন্য সেই সত্যকে তুমি অনাচ্ছাদিত কর (২।১)" এই শ্রুত্যনুসারে সূর্য্যারাধনা অনাচ্ছাদিত সত্যস্বরূপের আরাধনায় পরিণত করা হইয়াছে।

৯। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।

কুতস্তু খলু সোম্যেবংস্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত তস্মাদ্যত্র ক চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে।

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্বঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্যত্র ক চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে। ছা ৬।৮।১—৪।

হে 'সোম্য' (শ্বেতকেতো), 'অগ্রে' সৃষ্টেঃ প্রাক্ 'ইদং' জগৎ 'একম্ এব' 'অদ্বিতীয়ং' 'সৎ এব' 'আসীৎ'। 'তৎ হি' তত্র সৃষ্টিবিষয়ে এব 'একে' সর্ব্বশূন্যবাদিনঃ 'আহুঃ'—'অগ্রে' সৃষ্টেঃ প্রাক্ 'ইদং' জগৎ 'একম্ এব' 'অদ্বিতীয়ং' 'অসৎ এব' 'আসীৎ'। 'তস্মাৎ অসতঃ' 'সৎ' 'জায়ত' অজায়ত।

হে 'সোম্য' শ্বেতকেতো, 'কুতঃ তু খলু' 'এবং স্যাৎ' 'ইতি হ উবাচ' পিতা আরুণিঃ 'কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত ইতি'। হে 'সোম্য', 'একম্ এব অদ্বিতীয়ং' 'সৎ তু এব' 'অগ্রে' সৃষ্টেঃ প্রাক্ 'ইদং' জগৎ 'আসীৎ'।

'তৎ' অব্যাকৃতং সৎ 'ঐক্ষত' পর্য্যালোচয়ত—'বহু' প্রভূতং ব্যাকৃতনামরূপং 'স্যাং' ভবেয়ং 'প্রজা-

য়েয়' প্রকর্ষেণ উৎপদ্যেয় প্রাদুর্ভবেয়ম্ 'ইতি'। 'তৎ' সৎ 'তেজঃ' 'অসৃজত' 'সৃষ্টবৎ'। 'তৎ' সৃষ্টং 'তেজঃ' —পরাত্মনাপূর্ণম্—'ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' 'ইতি'। 'তৎ' তেজঃ 'অপঃ' 'অসৃজত'। প্রত্যক্ষ-দৃষ্টান্তেনৈতৎ প্রতিপাদয়তি—'তস্মাৎ' তেজসোঽপামুৎপত্তেঃ 'যত্র ক্ব চ' 'পুরুষঃ' 'শোচতি' সন্তপ্যতে 'স্বেদতে' প্রস্বিদতি 'বা' 'তৎ' তদা 'তেজসঃ এব' 'আপঃ' 'অধি জায়ন্তে'।

'তাঃ আপঃ'—পরাত্মনাপূর্ণাঃ—'ঐক্ষন্ত' 'বহ্বঃ' 'স্যাম' 'প্রজায়েমহি' 'ইতি'। 'তাঃ' আপঃ 'অন্নম্' 'অসৃজন্ত'। অত্র প্রত্যক্ষদৃষ্টান্তঃ—'তস্মাৎ' কারণাৎ 'যত্র ক্ব চ বর্ষতি' 'তৎ এব' তত্রএব 'ভূয়িষ্ঠম্ অন্নং' 'ভবতি' 'অদ্ভ্যঃ এব' 'তৎ' 'অন্নাদ্যম্' ব্রীহিযবাদিকম্ 'অধিজায়তে'।

হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন। এই সৃষ্টির বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় অসৎই ছিল। সেই অসৎ হইতে সৎ হইলেন।

[পিতা আরুণি] বলিলেন, হে সোম্য [শ্বেতকেতো], ইহা কি রূপে হইতে পারে? অসৎ হইতে সৎ কিরূপে হইবে? হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন।

তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন,—আমি বহু হইব, প্রাদুর্ভূত হইব, তিনি তেজ সৃজন-করিলেন। সেই তেজ পর্য্যালোচনা করিল—আমি বহু হইব, প্রাদুর্ভূত হইব। সেই তেজ জল সৃজন-করিল। তাই যে কোন সময়ে পুরুষ শোক করে বা ঘর্ম্মাক্ত হয়, তেজ হইতেই জল উৎপন্ন হয়।

জল আলোচনা করিল—আমি বহু হইব প্রাদুর্ভূত হইব। জল অন্ন-সৃজন করিল। তাই যে কোন স্থানে বৃষ্টি হয়, সেখানে প্রচুর প্রমাণ অন্ন জন্মায়। জল হইতেই সেই ব্রীহিযবাদি উৎপন্ন হয়।

ভাব—"এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল সেই অসৎ হইতে সৎ হইয়াছে" তৈত্তিরীয় এই যে অসৎ হইতে সতের আগম উল্লেখ করিয়াছেন ছান্দোগ্য কি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছেন? যদি এরূপ হয় তাহা হইলে বেদান্তে বেদান্তে সমন্বয় ভঙ্গ-হইয়া যায়, বেদান্ত যে একই বিষয় প্রতিপাদন-করেন এ কথা আর দাঁড়ায় না। "অসৎ হইতে সৎ কিরূপে হইবে" এ প্রতিবাদ তৈত্তিরীয়ের উক্তির নহে ইহা শূন্যবাদের প্রতিবাদ। সৎ ব্যক্ত অসৎ অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়া সৃষ্টি। বেদান্তে যেখানে অসৎ হইতে সতের আগম বর্ণিত হইয়াছে সেখানে ইহাই বুঝিতে হইবে। শূন্যবাদী বৌদ্ধকে পঞ্চদশীকার ভালই বলিয়াছেন, আমরা যাহাকে ব্রহ্ম বলি তুমি তাহাকে শূন্য বলিতেছ এইমাত্র প্রভেদ, কেন না শূন্যের যদি জগৎ-উৎপাদনে সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সেই শূন্যই ব্রহ্ম, এ কেবল কথা লইয়া নিষ্ফল * বিবাদ।

* কেবল যে কথার বিবাদ বুদ্ধের মুখবিনিঃসৃত এই সকল কথায় তাহা প্রকাশ পায়।—অস্মি

একমাত্র অদ্বিতীয়—সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সৎ বিদ্যমান ছিলেন তিনি একা বিদ্যমান ছিলেন, আর কেহ বা কিছুই তাঁহার সঙ্গে সহায়রূপে বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং তিনি অদ্বিতীয় দ্বিতীয়-বিরহিত। সৎ কারণ জগৎ কার্য্য। এই কার্য্যভূত জগৎ শক্তিসমুৎপন্ন। কারণের যদি কার্য্যোৎপাদনে শক্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কারণত্বই ঘটে না। শক্তিই তবে যদি তাঁহার সঙ্গে বিদ্যমান ছিলেন, তবে তিনি একমাত্র দ্বিতীয়বিরহিত হইলেন কি প্রকারে? শক্তি আর তিনি কিছু স্বতন্ত্র নহেন, সত্তা বলিলেই শক্তি বুঝায়, কেন না শক্তি বিনা সত্তা শশবিষাণবৎ মিথ্যা। শক্তির কিছু করিবার সামর্থ্য না থাকিলে তাহাকে শক্তি বলা যায় না, সুতরাং এই শক্তিই জগতের উপাদান, শক্তিমধ্যে এমন কিছু বৈচিত্র্য আছে যাহা প্রকাশ পাইলে জগদাকারে পরিণত হয়। এই বৈচিত্র্যকে বেদান্ত নামরূপ আখ্যা দিয়াছেন, শক্তিমধ্যে নামরূপরূপ বৈচিত্র্য বিদ্যমান। যদি নামরূপ বলিয়া কিছু শক্তিমধ্যে থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এ কথা বেদান্ত বলিলেন কি রূপে? সত্তা ও শক্তি যেমন এক ও অভিন্ন, শক্তি ও তদ্বৈচিত্র্য তেমনি এক ও অভিন্ন। এক ও অভিন্ন হইয়াও কি প্রকারে ভিন্নাকারে প্রতীতির বিষয় হয়, ইহার উত্তর প্রতি-জনের স্ব স্ব অনুভূতি। আমাদের মানস-শক্তি হইতে যাহা কিছু প্রসূত হয়, তাহা আমা-দের মন হইতে স্বতন্ত্র নহে, অথচ স্বতন্ত্র বলিয়া নিত্য প্রতীত। মানসোৎপন্ন বিষয় সমুদায় মিথ্যা এ কথা কিরূপে বলিব, কেন না উৎপত্তির পূর্ব্বে মনে জ্ঞানাকারে তাহা-দের বিদ্যমানতা না থাকিলে তাহাদের উৎপত্তিই সম্ভবিত না। উৎপন্ন-বস্তুসমূহ-দর্শনে মানবে জ্ঞানোৎপন্ন হয়, সুতরাং সে জ্ঞান ছাড়াও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, স্রষ্টার সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইবে কি প্রকারে? যে সকল উৎপন্ন বস্তু দর্শন-করিয়া আমাদের

ভিক্খবে অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং নো চে তং ভিক্খবে অভবিস্স অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং ন যিধ জাতস্স ভূতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়েথ। যস্মা চ খো ভিক্খবে, অথি অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং তস্মা জাতস্স ভূতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়-তীতি। উদান ৮ বগ্‌গ পাটলিগামীয় বগ্‌গ।

হে ভিক্ষুগণ, অজাত, অভূত, অকৃত, অসংখ্যাত আছেন। হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই অজাত, অভূত, অকৃত, অসংখ্যাত না থাকিতেন তাহা হইলে জাত, ভূত, কৃত, সংখ্যাতের নিঃসরণ জ্ঞানের বিষয় হইত না। যেহেতুক, হে ভিক্ষুগণ, নিশ্চয়ই অজাত, অভূত, অকৃত অসংখ্যাত আছেন, সেই জন্যই জাত ভূত সংখ্যাতের নিঃসরণ জ্ঞানের বিষয় হয়।

মহাপরিনির্ব্বাণ-সূত্রের এ কথাগুলি পড়িয়া কি মনে হয়?

তস্মাতিহানন্দ অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।

হে আনন্দ, আত্মদীপ হইয়া বিহার কর, আত্মশরণ হও, অনন্যশরণ হও, ধর্ম্মদীপ হও, ধর্ম্মশরণ হও, কৃত অনন্যশরণ হও।

যিনি প্রেরয়িতাকে মানেন, অনন্যচিত্ত হইয়া প্রেরয়িতার শরণাপন্ন, অজাত অভূত অকৃত অসংখ্যা-তকে সকলের মূল বলেন, তাঁহাকে বেদান্তধর্ম্ম হইতে বহির্ভূত করে কাহার সাধ্য?

তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়, তাহাদের জ্ঞানাকারে স্রষ্টাতে স্থিতি না থাকিলে তাহাদের উৎপত্তিই সম্ভবে না, সুতরাং মানিতে হইতেছে জ্ঞানাকারে তাহাদের স্থিতি স্রষ্টাতে পূর্ব্ব হইতে ছিল। এই জ্ঞানাকারে স্থিতিকেই বেদান্ত নামরূপ আখ্যা দিয়াছেন এবং এই নামরূপই শক্তিবৈচিত্র্য। শক্তি কেবল শক্তি নহেন চিচ্ছক্তি। শ্রুতি এ জন্যই বলিয়াছেন "জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি (৬।১১)।"

আমি বহু হইব, আমি প্রাদুর্ভূত হইব—এই কথাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাঁহার জ্ঞানমধ্যে বহুত্ব ছিল বৈচিত্র্য ছিল, জীবসন্নিধানে এমন অনেক বিষয় অব্যক্ত ছিল যাহা ব্যক্তকারবার উপযোগী। প্রাদুর্ভূত হইব এস্থলে উপনিষদে সর্ব্বত্র 'জন্মিব' এই ক্রিয়া আছে। জন ধাতুর ধাত্বর্থ প্রাদুর্ভাব। যাহা ভিতরে লুক্কায়িত আছে তাহা প্রকাশ পাওয়া জন্ম, জনধাতুর মূলার্থ তাহাই। জন্মিব বলিলে যে বিকারিত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় প্রাদুর্ভূত হইব বলিলে সে বিকারিত্ব প্রকাশ পায় না বলিয়া আমরা জন্মিব স্থলে অনুবাদে 'প্রাদুর্ভূত হইব' করিয়াছি।

তেজ সৃজন-করিলেন—বলের (ক্রিয়াশক্তির) প্রথমাভিব্যক্তি তেজ। তেজ হইতে জল ইত্যাদি যে উপনিষদের প্রত্যক্ষ-দর্শন-সিদ্ধান্ত, স্বয়ং উপনিষদই তাহা স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন।

১০। নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। সোঽর্চ্চন্নচরৎ তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্তার্চ্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বম্। কং হ বা অস্মৈ ভবতি যএবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ।

আপো বা অর্কস্তদ্যদপাং শর আসীত্তৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবৎ তস্যামশ্রাম্যৎ তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজো রসো নিরবর্ত্ততাগ্নিঃ।

স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এষ প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ তস্য প্রাচী দিক্ শিরোঽসৌ চাসৌ চের্ম্মৌ। অথাস্য প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্থ্যৌ দক্ষিণা চোদীচী চ পার্শ্বে দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিয়মুরঃ স এষোঽপ্সু প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক্ব চৈতি তদেব প্রতিতিষ্ঠত্যেবং বিদ্বান্।

সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ অশনায়া মৃত্যুস্তদ্যদ্রেত আসীৎ স সংবৎসরোঽভ-

বং। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস তমেতাবন্তং কালমবিভঃ। যাবান্‌ৎসংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদসৃজত। তঞ্জাতমভি-ব্যাদদাৎ স ভাণকরোৎ সৈব বাগভবৎ।

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্যে কনীয়োঽন্নং করিষ্য ইতি স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চর্চ্চো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্। স যদ্যদেবাসৃজত তত্তদ-ত্তুমধ্রিয়ত সর্ব্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্ব্বস্যৈতস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি য এবমেতদদিতেরদিতিত্বং বেদ।

সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশো বীর্য্যমুদক্রামৎ। প্রাণা বৈ যশো বীর্য্যং তৎ প্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত তস্য শরীর-এব মন আসীৎ। বৃ, আ, ৩।২।১—৭।

সোঽকাময়ত মেধ্যং মইদংস্যাৎ ইত্যাদি (২।১৩)।

'ইহ' সংসারমণ্ডলে 'অগ্রে' সৃষ্টেঃ প্রাক্ 'কিঞ্চন' নামরূপপ্রবিভক্তবিশেষং 'নৈব' 'আসীৎ'। 'ইদং' দৃশ্যমানং জগৎ 'মৃত্যুনা' ভোক্তৃরূপিণা আদিজীবেন 'আবৃতম্' 'আসীৎ'। 'হি' যতঃ 'অশনায়য়া' অশিতুমিচ্ছয়া পরিলক্ষিতঃ, ততঃ 'মৃত্যুঃ' 'অশনায়া'। 'আত্মন্বী' আত্মবান্ মনস্বী 'স্যাম্' ইতি স 'তন্মনঃ' তদীয়ং মনঃ কর্ম্মালোচনক্ষমান্তঃকরণং 'অকুরুত' কৃতবান্। 'স' সমনস্কঃ 'অর্চ্চন্' পরাত্মানং পূজয়ন্ 'অচরৎ' ব্যরাজৎ। 'অর্চ্চতঃ' পূজয়তঃ 'তস্য' সকাশাৎ 'আপঃ' 'অজায়ন্ত'। 'অর্চ্চতে' পূজাং কুর্ব্বতে 'বৈ' এব 'মে' মহ্যং 'কং' জলম্ 'অভূৎ' ইতি 'তৎ' অর্চ্চনোৎপন্নং জলম্ 'এব' 'অর্কস্য'—অর্চ্চ-তের্ধর্ম্ম—'অর্কত্বং' তেজো রূপ্যাৎ জলস্য। 'যঃ' 'এবম্' 'এতৎ অর্কস্য অর্কত্বং' 'বেদ' জানাতি 'অস্মৈ' 'কং' সুখং 'হ বৈ' 'ভবতি'—সুখে জলে চ কমিতি নামসামান্যাৎ।

'আপঃ বা অর্কঃ'—তেজোঽধিষ্ঠানত্বাৎ। 'তৎ' তস্মাৎ 'যৎ অপাং' 'শরঃ' শরইব শরঃ দধ্নইব মণ্ডভূতম্ 'আসীৎ' 'তৎ' 'সমহন্যত' সংঘাতম্ আপদ্যত। 'সা পৃথিবী' 'অভবৎ'। 'তস্যাম্' উৎ-পাদিতায়াং মৃত্যুঃ 'অশ্রাম্যৎ' শ্রমযুক্তঃ বভূব। 'শ্রান্তস্য' 'তস্য' 'তপ্তস্য' সন্তপ্তস্য 'তেজঃ রসঃ' তেজ-এব রসঃ সারঃ 'অগ্নিঃ' ভূত্বা 'নিরবর্ত্তত' নিষ্ক্রান্তবান্।

'স' মৃত্যুঃ 'আত্মানং' 'ত্রেধা' ত্রিপ্রকারং 'ব্যকুরুত' বিভক্তবান্। কথম্? 'আদিত্যং' 'তৃতীয়ম্'—অগ্নিবায্বপেক্ষয়া, 'বায়ুং' 'তৃতীয়ম্'—অগ্ন্যাদিত্যাপেক্ষয়া, বায্বাদিত্যাপেক্ষয়া অগ্নিং তৃতীয়মিতি নোক্তং স্পষ্টং, 'নিরবর্ত্ততাগ্নিঃ' ইতি কথনাৎ। 'স এষ প্রাণঃ' অগ্নিবায্বাদিত্যরূপঃ 'ত্রেধা' 'বিহিতঃ' কৃতঃ। 'তস্য' ত্রেধাভূতস্য 'প্রাচী দিক্ শিরঃ' 'অসৌ চ অসৌ চ' ঐশান্যাগ্নেয়্যৌ 'ঈর্ম্মৌ' বাহূ। 'অথ অস্য প্রতীচী দিক্' 'পুচ্ছং' জঘন্যভাগঃ 'অসৌ চ অসৌ চ' বায়ব্যনৈঋত্যৌ 'সক্থ্যৌ' সক্থিনী। 'দক্ষিণা চ উদীচী চ' 'পার্শ্বে' 'দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্' 'অন্তরিক্ষম্ উদরম্' 'ইয়ং' পৃথিবী 'উরঃ' বক্ষঃ। 'স এষঃ'

'অপ্সু' 'প্রতিষ্ঠিতঃ'। 'এবং' বিদ্বান্ জানন্ 'যত্র ক চ' 'এতি' গচ্ছতি, 'তৎ' তত্র 'এব' 'প্রতিতিষ্ঠতি' স্থিতিং লভতে।

'স' অশনায়া মৃত্যুঃ' 'দ্বিতীয়ঃ' 'মে' মম 'আত্মা' শরীরং 'জায়েত' উৎপদ্যেত 'ইতি' 'অকাময়ত'। 'স' এবং কাময়িত্বা 'মনসা' পুর্ব্বোৎপন্নেন 'বাচং' 'মিথুনং' দ্বন্দ্বং 'সমভবৎ' 'সমভাবয়ৎ কৃতবান্' 'তৎ' তত্র মিথুনে 'যৎ' 'রেতঃ' বীজম্ 'আসীৎ' স 'সংবৎসরঃ' 'অভবৎ'। 'ততঃ' 'পুরা' পূর্ব্বং 'ন' 'হ' 'সংবৎসরঃ' 'আস'। 'তং' বীজভূতং 'এতাবন্তং কালং' স 'অবিভঃ' ভৃতবান্ পুষ্টিমন্তাসাধয়ৎ। 'যাবান্ সংবৎসরঃ' 'তাবতঃ কালস্য পরস্তাৎ' 'তং' 'বীজভূতম্' 'অসৃজত' সৃষ্টবান্ কুমারাকারেণ সঃ। 'তং জাতং' স 'অভিব্যাদদাৎ' বিদীর্ণমুখং কৃতবান্ 'স' কুমারঃ 'ভাণ্' ইতি শব্দম্ 'অকরোৎ' 'সা এব বাক্' 'অভবৎ'।

'স' মৃত্যুঃ 'ঐক্ষত' পর্য্যালোচয়ত –'যদি বা' 'ইমং' কুমারম্ 'অভিমংস্যে' ভক্ষণায় অভিলষিষ্যে, 'কণীয়ঃ' অল্পম্ 'অন্নং' 'করিষ্যে' 'ইতি'। এবমালোচয়ন্ 'স' 'তয়া বাচা' 'তেন' 'আত্মনা' মনসা 'ইদং সর্ব্বম্' 'অসৃজত' 'যৎ ইদং কিঞ্চ'—'ঋচঃ যজূংষি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্'। 'স যৎ যৎ এব অসৃজত তৎ তৎ' 'অত্তুং' ভক্ষয়িতুম্ 'অধ্রিয়ত' ধৃতবান্। যস্মাৎ 'সর্ব্বং বৈ' স 'অত্তি' 'ইতি' 'তৎ' তস্মাৎ 'অদিতেঃ' অদিতিনাম্নঃ 'অদিতিত্বং' তস্য মৃত্যোঃ প্রসিদ্ধম্। স 'সর্ব্বস্য এতস্য অত্তা' 'ভবতি' 'সর্ব্বম্ অস্য অন্নং' 'ভবতি' 'যঃ এবম্ এতৎ অদিতেঃ অদিতিত্বং' 'বেদ' জানাতি।

'ভূয়সা' মহতা 'যজ্ঞেন' 'ভূয়ঃ' পুনরপি 'যজেয়' 'ইতি' 'স' মৃত্যুঃ 'অকাময়ত'। 'স' 'অশ্রাম্যৎ' শ্রমমনুভূতবান্। 'স' 'তপঃ' জ্ঞানশক্তিম্ 'অতপ্যত' উদভাবয়ৎ। 'শ্রান্তস্য তপ্তস্য' তস্য 'যশঃ বীর্য্যম্' 'উদক্রামৎ' নিঃসৃতবৎ' 'প্রাণাঃ' চক্ষুরাদয়ঃ 'বৈ' এব 'যশঃ বীর্য্যম্' 'তৎ' তস্মাৎ, প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু' 'শরীরং' 'শ্বয়িতু' উচ্ছূনভাবং গন্তুম্ 'অধ্রিয়ত' আরভ্যত। 'তস্য শরীরে এব মনঃ' 'আসীৎ'—তত্রৈব ব্যাপৃতং তৎ।

এবং ব্যাপৃতং কিমকারয়াৎ 'সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদং স্যাৎ' ইত্যাদি (২। ১৩)।

এ সংসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, মৃত্যু দ্বারাই এ জগৎ আবৃত ছিল। বুভুক্ষার দ্বারা লক্ষিত মৃত্যুই বুভুক্ষা। আত্মবান্ মনস্বী হইব বলিয়া তিনি তাঁহার মন [উদ্ভূত] করিলেন। তিনি অর্চ্চনা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত তাঁহার সমীপে জল প্রাদুর্ভূত হইল। অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত আমার উদ্দেশে জল হইল, অতএব সেই জলই অর্কের অর্কত্ব। যে ব্যক্তি অর্কের এইরূপ অর্কত্ব জানেন, তাঁহার সম্বন্ধে সুখই হয়।

জলই বা অর্ক। সে জন্য জলের যে সর হইল, সেই সর ঘনীভূত হইল। সেই [ঘনীভূত সর] পৃথিবী হইল। পৃথিবী [উৎপন্ন] হইলে মৃত্যু শ্রান্ত হইলেন। শ্রান্ত পরিতপ্ত তাঁহার তেজোরূপ রস অগ্নি [হইয়া] বাহির হইলেন।

তিনি আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, আদিত্য তৃতীয়, বায়ু

তৃতীয়, [অগ্নি তৃতীয়]। সেই এই [অগ্নি-বায়ু-আদিত্যরূপ] প্রাণ ত্রিপ্রকার হইল। পূর্ব্ব দিক্ তাহার শির, ঐটি ঐটি [ঐশান্য ও অগ্নি-কোণ] তাহার দুই বাহু। অনন্তর পশ্চিম দিক্ উহার অধোভাগ, ঐটি ঐটি [বায়ু ও নৈঋর্তকোণ] উহার সক্থিদ্বয়। দক্ষিণ দিক্ ও উত্তর দিক্ উহার পার্শ্বদ্বয়, দ্যুলোক পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ উদর, এই পৃথিবী বক্ষ। সেই ইনি জলে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ জানিয়া যিনি যে কোন স্থানে গমন করেন সেখানেই তিনি স্থিতি লাভ-করেন।

সেই বুভুক্ষারূপী মৃত্যু অভিলাষ করিলেন,—আমার আর একটি শরীর হউক।

তিনি বাক্ ও [পূর্ব্বোৎপন্ন] মনের যোড় বান্ধিলেন। তাহাতে যে বীজ উৎপন্ন হইল তাহাই সংবৎসর হইল। তৎপূর্ব্বে সংবৎসর ছিল না। যত দিনে সংবৎসর হয়, তত দিন সেই বীজকে তিনি পরি-পোষণ করিলেন। তৎপরিমিত কালের পর তিনি তাহাকে (কুমা-রাকারে) উৎপাদন করিলেন। জন্মের পর তিনি তাঁহার মুখ-ব্যাদান সাধিত করিলেন। সে ভাণ্ এই শব্দ করিল, তাহাই বাক্ হইল।

তিনি আলোচনা করিলেন, যদি ইহাকে অভিলাষ-করি, অল্প অন্ন (ভক্ষ্য সামগ্রী) করিব। তাই তিনি ঋক্, যজু, সাম, ছন্দ, যজ্ঞ, প্রজা পশু, এ সকল (স্থাবর জঙ্গম) যাহা কিছু সকলই মন-ও-বাক্‌যোগে সৃজন-করিলেন। তিনি যা যা সৃজন-করিলেন তাই তাই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকল অদন করিলেন বলিয়া অদিতির অদিতিত্ব হইল। যিনি এইরূপ এই অদিতির অদিতিত্ব জানেন, তিনি এ সকলের অদন-কর্ত্তা হয়েন, সকলই তাঁহার অন্ন হয়।

তিনি অভিলাষ করিলেন, পুনরায় মহাযজ্ঞে যজন-করিব। তিনি শ্রমানুভব করিলেন। তিনি তপ করিলেন। এই পরিশ্রান্ত ও পরিতপ্ত আদিজীব হইতে যশ ও বীর্য্য নিঃসৃত হইল। প্রাণসমূহই (চক্ষুরাদিই) যশ ও বীর্য্য, তাই প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হওয়াতে (তাঁহার) শরীর স্ফীত হইতে লাগিল।

আমার এই শরীর মেধ্য (যজ্ঞের উপযুক্ত) হউক, এই শরীর দ্বারা

আমি আত্মবান্ হই, প্রজাপতি এইরূপ অভিলাষ করিলেন। ইত্যাদি (২।১৩[২৩পৃ])।

ভাব—মৃত্যু—বুভুক্ষা, ভোক্তা, আদিজীব, প্রজাপতি। অগ্রে ভোক্তা, তৎপর ভোগ্যের অভ্যুদয় বেদান্তের সৃষ্টিপ্রণালীপর্য্যালোচনায় ইহাই প্রতীত হয়। যেখানে অগ্রে ভোগ্যের অভ্যুদয় বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেও জানিতে হইবে, ভোক্তা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান। তাই ঐতরেয় বলিয়াছেন—"তিনি জল হইতে পুরুষকে উদ্ধৃত করিয়া মূর্ত্তিমান্ করিলেন।" ভোক্তার প্রয়োজনানুরূপ ভোগ্যের ক্রমিক অভিব্যক্তি উপনিষৎ এই নিয়মেরই অনুসরণ করিয়াছেন। জীবচৈতন্যের অগ্রে সমাগম না হইলে পরাত্মার জগৎসম্পর্কীয় জ্ঞান বা অনুভব প্রতিফলিত হইবার পাত্রের অভাব হয়, সুতরাং এখানে পরিষ্কারবাক্যে আর কিছু ছিল না ভোক্তা ছিলেন, এ কথার উল্লেখ সৃষ্টির ক্রমবিরোধী নহে। ভোগই ভোক্তার স্বভাব, সেই স্বভাবের প্রেরণায় তিনি ভোগের নিমিত্ত অতি প্রথমেই পরাত্মার শরণাপন্ন হন। "তিনি অর্চ্চনা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন" এ কথায় শ্রুতি শরণাপন্নতাই প্রকাশ-করিয়াছেন। ভোক্তার মন কিছু আগন্তুক নয়, ভোগ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষা তজ্জন্য শরণাপন্নতা ইত্যাদি সকল মনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ভোক্তা আপনি আপনার অন্তর্ভূত মন উদ্ভূত করিলেন, শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন। তাঁহার অর্চ্চনার প্রথম ফল হইল জলের উৎপত্তি। তেজ বিনা জলের উদ্ভূতাবস্থা কথন সম্ভবে না এজন্য জল ও তেজোরাশি অর্ককে এখানে এক করা হইয়াছে। অর্ক বা তেজোরাশির মূল কি? ভগবদর্চ্চনা। এ নিমিত্ত অর্চ্চধাতুসমুৎপন্ন অর্ক শব্দকে তেজোরাশি বুঝাইবার জন্য শ্রুতি ব্যবহার-করিয়াছেন। সৃষ্টিবিষয়ে জীবের যে আত্মকর্তৃত্ব নাই, এক অর্চ্চনা-শব্দেই শ্রুতি তাহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

তাঁহার সম্বন্ধে সুখই হয়—ক—জল ক—সুখ, ক—অর্ক সুতরাং অর্কের অর্কত্বজ্ঞানে সুখ।

জলের যে সর হইল—তাপযোগে জলের সর হইল—নীলিকা উৎপন্ন হইল, সেই নীলিকা ঘনীভূত হইয়া পৃথিবী হইল। এই নীলিকা অতিসূক্ষ্ম উদ্ভিৎসমষ্টি বা কীটাণুসমষ্টি। এইগুলি তেজোরূপী প্রাণের প্রথম ক্রিয়া, ক্রিয়াশক্তির প্রথমোদ্ভেদ। অগ্নি বায়ু আদিত্য, দিক্‌সমূহ, দ্যুলোক অন্তরীক্ষ, এ সমুদায়ই সেই ক্রিয়াশক্তিরই অভিব্যক্তি।

বাক্ ও মনের যোড় বান্ধিলেন—মনের প্রত্যেক মনন বাক্ বিনা প্রকাশ পায় না, এজন্য মন ও বাক্ যুগপৎ একত্র স্থিতি করে। আমাদের মনন বা চিন্তা দেশগত নহে কালগত; উহাই কালের অভিব্যঞ্জক। মানসে প্রতিভাত প্রত্যেক পরিবর্ত্তন কালে গ্রথিত, বাগ্‌যোগে স্থায়িতাপ্রাপ্ত; তাই মন ও বাকের সংযোগে কালের উৎপত্তি শ্রুতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কালের সহিত সংযুক্ত, এনিমিত্ত ব্যষ্টি জীব ও সৃষ্টির অভিব্যক্তি, কালের অভিব্যক্তির পর উক্ত হইয়াছে।

তাই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন—জীব ভোক্তা জগৎ ভোগ্য। 'ভক্ষণ করিতে লাগিলেন' এই কথায় সেই ভোক্তৃভোগ্য-সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

পুনরায় মহাযজ্ঞ যজন-করিব—জীব ভগবদারাধনা বিনা অন্য কোন উপায়ে সম্পন্ন হয় না, এজন্যই সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং তদনন্তর ভগবদারাধনার উল্লেখ হইয়াছে।

১১। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ ততো হহন্নামাভবৎ তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহমিত্যেবাগ্র উক্ত্বাঽথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষত্তস্মাৎ পুরুষ ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি য এবং বেদ।

সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাঞ্চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যৎ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ম্ভবতি।

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।

সোহেয়মীক্ষাংচক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি হন্ত তিরোসানীতি সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততো গাবোঽজায়ন্ত বড়বেতরাভবদশ্বৃষ ইতরো গর্দ্দভীতরা গর্দ্দভইতরস্তাং সমেবাভবত্তত একশফমজায়তাঽজেতরাভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততোঽজাঽবয়োঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজত।

সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্মাহং হীদং সর্ব্বমসৃক্ষীতি ততঃ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্ট্যাং হাঽস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ।

অথেত্যভ্যমন্থৎ স মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাঞ্চাগ্নিমসৃজত তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতোঽলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ। তদ্যাদিদমাহু-

রমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষঃ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ। অথ যৎ কিঞ্চেদমার্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত তদু সোম এতাবদ্বা ইদংং সর্ব্বমন্নঞ্চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ। যচ্ছ্রেয়সো দেবানসৃজতাথ যন্মর্ত্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাংং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ।

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামায়মিদংংরূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়মিদংংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তন্ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ।

বৃহ, ৩। ৪। ১—৭।

'অগ্রে' সৃষ্টেঃ প্রাক্ 'ইদং' দৃশ্যমানং জগৎ 'পুরুষবিধঃ' পুরুষাকারঃ অন্তঃকরণাদিমত্ত্বাৎ 'আত্মা এব' 'আসীৎ' 'স আত্মা' 'অনুবীক্ষ্য' পর্য্যালোচ্য 'আত্মনঃ' 'অন্যৎ' 'ন' 'অপশ্যৎ'। 'স' আদিপুরুষঃ 'অহম্ অস্মি ইতি অগ্রে' 'ব্যাহরৎ', 'ততঃ' স 'অহং নামা' 'অভবৎ'। 'তস্মাৎ' 'এতর্হি' এতস্মিন্ কালে 'অপি' 'আমন্ত্রিতঃ' কস্ত্বমিত্যুক্তঃ 'অহম্ ইতি এব অগ্রে উক্ত্বা' 'অথ' অনন্তরম্ 'অন্যৎ' 'যৎ' 'অস্য' 'নাম' 'ভবতি' তৎ 'প্রব্রূতে'। 'যৎ' যস্মাৎ 'স' 'সর্ব্বস্মাৎ' 'অস্মাৎ' 'পূর্ব্বঃ' প্রথমঃ সন্ 'সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ' মালিন্যানি 'ঔষৎ' অদহৎ; 'তস্মাৎ' 'যঃ' 'পুরুষঃ' 'অস্মাৎ' সর্ব্বস্মাৎ 'পূর্ব্বঃ' প্রধানঃ 'বুভূষতি' ভবিতুমিচ্ছতি 'স' 'হ বৈ' 'তং' পাপ্মানং মালিন্যম্ 'ওষতি' দহতি। কোঽসৌ? 'যঃ' 'এবম্' আদিপুরুষস্য স্বকর্ম্মসাধনায় পাপদহনব্যাপারং 'বেদ' জানাতি।

'স' 'অবিভেৎ' ভীতোঽভবৎ। 'তস্মাৎ' অদ্যত্বেঽপি 'একাকী' 'বিভেতি'। 'স' 'অয়ং' 'হ' 'ঈক্ষাং চক্রে' আলোচিতবান্—'যৎ' যস্মাৎ 'মদন্যৎ' 'ন' 'অস্তি' 'কস্মাৎ নু' 'বিভেমি' 'ইতি'। 'ততঃ' এবং পর্য্যালোচনানন্তরম্ 'এব' 'অস্য ভয়ং' 'বীয়ায়' বিস্পষ্টম্ অপগতবৎ। 'কস্মাৎ' 'হি' স 'অভেষ্যৎ' 'দ্বিতীয়াৎ' 'বৈ' নিশ্চিতং 'ভয়ং' ভবতি।

'স বৈ ন এব' 'রেমে' ন রতিম্ অন্বভবৎ। 'তস্মাৎ' অদ্যত্বেঽপি 'একাকী ন রমতে'। 'স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ'। 'স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ' 'যথা' স্যাতাং 'স হ' 'এতাবান্' এতৎপরিমাণঃ 'আস' বভূব। 'স' 'ইমং' পরিষ্বক্তস্ত্রীপুরুষপ্রমাণম্ 'এব' 'আত্মানং' 'দ্বেধা' 'অপাতয়ৎ' পাতিতবান্ 'ততঃ'

পাতনাৎ—পাতের্ড্রতিরিতি শাব্দিকাঃ—'পতিঃ চ পত্নী চ' ইতি সংজ্ঞে 'অভবতাম্'। 'তস্মাৎ' 'স্বঃ' আত্মা 'ইদং' দৃশ্যমানম্ 'অর্দ্ধবৃগলম্' অর্দ্ধবিদলম্ 'ইব' 'ইতি হ' 'আহ' 'স্ম' 'যাজ্ঞবল্ক্যঃ'। 'তস্মাৎ' 'অয়ম্ আকাশঃ' পুরুষার্দ্ধশিষ্টঃ 'স্ত্রিয়া পূর্য্যতে এব'। 'তাং' পরিষক্তস্ত্রীপুরুষপ্রমাণাং আত্মনঃ সম্ভূতাং 'সমভবৎ' উপগতবান্ স আদিপুরুষঃ 'ততঃ' 'মনুষ্যাঃ' 'অজায়ন্ত'।

'উহ' উহহ—আত্মানং সম্বোধ্য—'সা' 'ইয়ম্' 'ঈক্ষাংচক্রে' পর্য্যালোচয়ামাস—'কথং' 'নু' 'মা' মাং 'আত্মনঃ এব' 'জনয়িত্বা' উৎপাদ্য 'সংভবতি' উপগচ্ছতি ? 'হন্ত' 'তিরোসানি' তিরোভবানি জাত্যন্তরেণ প্রচ্ছন্না ভবানি 'ইতি' 'সা গৌঃ অভবৎ' 'ইতরঃ' আদিপুরুষঃ 'ঋষভঃ' বৃষভঃ সন্ 'সম্ এব' মিথুনভাবমেব 'অভবৎ' অগচ্ছৎ 'ততঃ' সম্ভবনাৎ 'গাবঃ' 'অজায়ন্তঃ'। 'ইতরা' 'বড়বা' 'অভবৎ' 'ইতরঃ অশ্ববৃষঃ'; 'ইতরা' 'গর্দ্দভী' 'ইতরঃ গর্দ্দভঃ' 'তাং' 'সম্এব' 'অভবৎ' উপাগচ্ছৎ। 'ততঃ' সংভবনাৎ 'একশফম্' একখুরম্ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাখ্যম্ 'অজায়ত'। 'ইতরা' 'অজা' 'অভবৎ' 'ইতরঃ' 'বস্তঃ' 'ইতরা' 'অবিঃ' 'ইতরঃ' 'মেষঃ' 'তাং' 'সম্ এব অভবৎ' উপাগচ্ছৎ 'ততঃ' 'অজাবয়ঃ' অজাশ্চ অবয়শ্চ 'অজায়ন্ত'। 'এবম্ এব' 'আপিপীলিকাভ্যঃ' 'যদিদং কিঞ্চ' 'মিথুনং' 'তৎ সর্ব্বম্' 'অসৃজত'।

'স' আদিপুরুষঃ 'অবেৎ' অভাবয়ৎ—'অহং বাব সৃষ্টিঃ অস্মি' 'অহং হি ইদং সর্ব্বম্' 'অসৃক্ষি' সৃষ্টবান্ অস্মি 'ইতি'। 'ততঃ' অস্মাৎ ভাবনাৎ 'স' 'সৃষ্টিঃ' সৃষ্টিসংজ্ঞকঃ 'অভবৎ'। 'যঃ' 'এবম্' আত্মানং সৃষ্টিত্বেন 'বেদ' স 'হ' 'অস্য' আদিপুরুষস্য 'এতস্যাং' 'সৃষ্ট্যাং' 'ভবতি' তদ্বৎ।

'অথ ইতি' অনেন প্রকারেণ ইতি 'স' মুখে হস্তৌ প্রক্ষিপ্য 'অভ্যমন্থৎ' আভিমুখ্যেন মথিতবান্। 'মুখাৎ চ' 'হস্তাভ্যাং চ' 'যোনেঃ' 'অগ্নিম্' 'অসৃজত'। 'তস্মাৎ' 'এতৎ উভয়ং' হস্তৌ চ মুখং চ 'অন্তরতঃ অলোমকম্' 'হি' যস্মাৎ 'যোনিঃ' 'অন্তরতঃ' 'আলোমকা'। 'যৎ ইদং' বচঃ—'অমুং যজ অমুং—যজ ইতি' 'একৈকং' 'দেবং' যাজ্ঞিকাঃ 'আহুঃ'—তৎ 'এতস্য' আদিপুরুষস্য 'এব' 'বিসৃষ্টিঃ' দেবভেদঃ। 'এষ উ হি এব সর্ব্বে দেবাঃ'। 'অথ যৎ কিঞ্চ ইদম্ আর্দ্রং তৎ' 'রেতসঃ' 'অসৃজত'। 'তৎ উ'শ্রবাত্মকং বস্তু 'সোমঃ' 'এব'। 'অন্নং চ' 'অন্নাদঃ চ' 'এতাবদ্ বৈ ইদং সর্ব্বং'—নাতোঽধিকম্। কথম্ ? 'সোম এব অন্নম্ ? 'অগ্নিঃ অন্নাদঃ'। 'সা এষা' 'ব্রহ্মণঃ' 'অতিসৃষ্টিঃ' সৃষ্টেরুৎকর্ষঃ। কা সা ? 'যৎ' যস্মাৎ 'শ্রেয়সঃ' প্রশস্যতরাৎ আত্মনঃ 'দেবান্' 'অসৃজত'। কথমতিসৃষ্টিরিতি সিদ্ধান্তঃ ? 'যৎ' যস্মাৎ 'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মা সন্—আত্মনঃ পাপ্মান্ দগ্ধ্বা—'অমৃতান্' 'অমরান্ দেবান্ 'অসৃজত' 'তস্মাৎ অতিসৃষ্টিঃ'। 'যঃ' 'এবম্' অস্য আদিপুরুষস্য অতিসৃষ্টিং 'বেদ' স 'হ' 'এতস্যাম্' 'অতিসৃষ্ট্যাং' 'ভবতি' তদ্বৎ।

'হ' ঐতিহ্যে। 'তৎ' 'ইদং' পরোক্ষাপরোক্ষং জগৎ 'তর্হি' তস্মিন্ কালে 'অব্যাকৃতম্' অনভিব্যক্তম্ 'আসীৎ'। 'তৎ' অব্যাকৃতম্—'অয়ম্' 'অসৌনামা ইদংরূপঃ' 'ইতি'—'নামরূপাভ্যাম্ এব' 'ব্যাক্রিয়ত' অভিব্যক্তমভবৎ—'বি আ অক্রিয়ত বিস্পষ্টং নামরূপবিশেষাবধারণমর্য্যাদং ব্যক্তীভাবম্ আপদ্যত'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতর্হি' এতস্মিন্ কালে 'অপি' 'ইদং' জগৎ—'অয়ম্' 'অসৌনামা ইদংরূপঃ' 'ইতি'—'নামরূপাভ্যাম্ এব' 'ব্যাক্রিয়তে' অভিব্যক্তীভবতি। 'স' পরাত্মা 'এস' জীবঃ—জীবপরিষক্তা 'ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ'। 'যথা' 'ক্ষুরধানে' ক্ষুরকোশে 'অবহিতঃ' প্রবেশিতঃ 'ক্ষুরঃ' যথা 'বা' 'বিশ্বম্ভরকুলায়ে' স্বযোনিকাষ্ঠাদৌ অবহিতঃ 'বিশ্বম্ভরঃ' অগ্নিঃ তথা 'তং' জীবপরিষক্তারং 'ন' জনাঃ 'পশ্যন্তি'। 'অকৃৎস্নঃ' অসমস্তঃ 'স' 'প্রাণন্ এব প্রাণঃ নাম ভবতি' 'বদন্ বাক্' 'পশ্যন্ চক্ষুঃ' 'শৃণ্বন্ শ্রোত্রং' 'মন্বানঃ মনঃ' 'তানি' 'এতানি' 'অস্য' 'কর্ম্মনামানি এব'। 'স যঃ' 'অতঃ' প্রাণনাদিক্রিয়াতঃ 'একৈকং' প্রাণং চক্ষুরিতি বা 'উপাস্তে' 'ন স' 'বেদ' জানাতি। 'হি' যস্মাৎ 'অতঃ' প্রাণনাদিক্রিয়াতঃ 'এষ' 'একৈকেন' 'অকৃৎস্নঃ' 'ভবতি' তস্মাৎ 'আত্মা' 'এব' 'উপাসীত'। 'অত্র' আত্মনি 'হি' 'এতে' 'সর্ব্বে' প্রাণনাদয়ঃ 'একম্' অখণ্ডং 'ভবন্তি'। 'যৎ' যস্মাৎ 'অস্য সর্ব্বস্য' 'অয়ম্ আত্মা' 'তৎ' তস্মাৎ

'এতৎ' আত্মস্বরূপং 'পদনীয়ং' গমনীয়ং প্রাপ্যম্। 'হি' অতএব 'অনেন' আত্মস্বরূপেণ 'এতৎ সর্ব্বং' 'বেদ' জানাতি। 'যথা হ বৈ' 'পদেন' গবাদিখুরাঙ্কিতদেশেন তদঙ্কমনুসৃত্য উদ্দিষ্টং পশ্বাদি 'অনুবিন্দেৎ' লভেত, 'এবম্' আত্মস্বরূপং 'যঃ' 'বেদ' জানাতি স 'কীর্ত্তিং' খ্যাতিং 'শ্লোকং' গুণবর্ণনং 'বিন্দতে' লভতে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মাই ছিল। সেই আত্মা পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মব্যতিরিক্ত অন্য কিছু দেখিলেন না। তিনি প্রথমতঃ 'আমি আছি' এই কথা উচ্চারণ করিলেন। তাই তাঁহার নাম আমি হইল। সেই জন্য আজও তাঁহাকে আপনি কে? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে অগ্রে আমি শব্দ বলিয়া তৎপর অন্য যে কোন নাম ইঁহার আছে তাহাই ইনি বলিয়া থাকেন। যেহেতুক তিনি এ সকলের প্রথম হইয়া সকল পাপ দহন-করিয়াছিলেন, অতএব যে কোন ব্যক্তি এ সকলের প্রথম হইতে চান তিনি—আদি পুরুষের পাপদহন ব্যাপার অবগত হইয়া—পাপদহন করেন।

তিনি ভয় পাইয়াছিলেন, তাই একাকী লোকে ভয় পায়। তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন—আমা ছাড়া কেহ নাই, কেন ভয় পাই। এইরূপ পর্য্যালোচনায় ইঁহার ভয় চলিয়া গেল। তিনি কাহা হইতে ভয় পাইবেন, দ্বিতীয় থাকিলেই তাহা হইতে ভয় হয়।

তাঁহার ভাল লাগিল না, তাই একাকী ভাল লাগে না। তিনি দ্বিতীয় এক জন ইচ্ছা করিলেন। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলে [স্থানতঃ] যৎপরিমাণ হয় তিনি তৎপরিমাণ হইলেন। ইনি এতৎপরিমাণ আপনাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, সেই দুই খণ্ড পতি ও পত্নী হইল। সে জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন [পতিপত্নীর] আত্মা [পরিণয়ের পূর্ব্বে] অর্দ্ধবিদলসদৃশ! সেজন্যই এই শূন্যস্থান স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। তিনি সেই [উৎপন্না] স্ত্রীতে সঙ্গত হইলেন, তাহা হইতে মনুষ্যসকল জন্মিল।

সেই স্ত্রী পর্য্যালোচনা করিলেন, অহো আত্মা হইতে উৎপাদন করিয়া কেন ইনি আমাতে সঙ্গত হইলেন। অহো, আমি তিরোহিত হই। তিনি গো হইলেন, ইনি বৃষভ হইয়া তাঁহাতে সঙ্গত হইলেন, তাহা হইতে গো সকল জন্মিল। তিনি বড়বা হইলেন ইনি অশ্ববৃষ হইলেন, তিনি গর্দ্দভী হইলেন, ইনি গর্দ্দভ হইলেন, অশ্ব ও গর্দ্দভ হইয়া

তাঁহাতে সঙ্গত হইলেন তাহা হইতে এক খুরবিশিষ্ট (অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ) জন্মিল। তিনি অজা হইলেন ইনি ছগল হইলেন, তিনি মেষী হইলেন ইনি মেষ হইলেন, ছগল ও মেষ হইয়া তাঁহাতে সঙ্গত হইলেন তাহা হইতে ছগল-মেষজাতি হইল। এইরূপে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যত স্ত্রী পুরুষ আছে সকলই ইনি সৃজন-করিলেন।

তখন তিনি ভাবিলেন, আমিই সৃষ্টি, আমিই এ সকল-সৃজন করিলাম। সেই ভাবনা হইতে সৃষ্টি হইল। যে ব্যক্তি এইরূপ (আপনাকেই সৃষ্টি বলিয়া) জানেন তিনি ইঁহার সৃষ্টিতেই আপনিও সৃষ্টি হয়েন।

এই প্রকার বলিয়া তিনি (মুখে হস্তনিক্ষেপ করিয়া) মন্থন করিলেন। তিনি মুখ হইতে হস্ত হইতে যোনিগত অগ্নি সৃজন-করিলেন। সে জন্য এ উভয়ই ভিতরের দিকে লোমশূন্য কেন না যোনিও ভিতরের দিকে অলোম। অমুক দেবের যাজনা কর, অমুক দেবের যাজনা কর এই বলিয়া (যাজ্ঞিকগণ) এক এক দেবতার উল্লেখ করেন, উহা কিন্তু এই আদি পুরুষেরই বিভেদ; কেন না ইনিই সকল দেবতা। অনন্তর যাহা কিছু আর্দ্র তাহা তিনি রেত (রস) হইতে সৃজন করিলেন। সেই আর্দ্র বস্তুই সোম। অন্ন এবং অন্নাদ এই লইয়া সকল, এ ছাড়া আর কিছু নাই। সোমই অন্ন অগ্নিই অন্নাদ। ব্রহ্মার সৃষ্টির এই উৎকর্ষ যে, তিনি আপনার শ্রেষ্ঠভাগ হইতে দেবগণকে সৃজন-করিলেন। যেহেতুক মর্ত্ত্য হইয়া অমরগণকে সৃজন-করিলেন তাই সৃষ্টির উৎকর্ষ। যে ব্যক্তি এইরূপ (আদিপুরুষের সৃষ্টির উৎকর্ষ) জানেন তিনি ইঁহার সৃষ্টি-উৎকর্ষেই সৃষ্টি-উৎকর্ষ হয়েন।

প্রসিদ্ধি এই—সে জগৎ এ জগৎ সে সময়ে অনভিব্যক্ত ছিল, নাম ও রূপের দ্বারা উহা অভিব্যক্ত হইল। এটির এই নাম—এটির এইরূপ, ঈদৃশ নামরূপনির্দ্দেশে [জগৎ] অভিব্যক্তি হইল। তাই আজও এটির এই নাম—এটির এইরূপ, ঈদৃশ নামরূপনির্দ্দেশে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সেই এই আত্মা (জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তা পরাত্মা) নখাগ্র হইতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ক্ষুরের কোষমধ্যে যেমন ক্ষুর, ইন্ধনাদিমধ্যে যেমন অগ্নি তেমনি তিনি প্রবিষ্ট হইয়া আছেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে

দেখে না। প্রাণনক্রিয়ায় প্রাণ, কথা বলিয়া বাক্, দেখিয়া চক্ষু, শুনিয়া শ্রোত্র, মনন করিয়া মন, এই নাম হয়, সুতরাং এগুলি আত্মার ক্রিয়ার নামমাত্র, সমগ্র আত্মা নহেন। যে ব্যক্তি এগুলির এক একটিকে (আত্মা ভাবিয়া) উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সমগ্র জানে না, একটি একটি লইয়া সে অসমগ্র হয়, সুতরাং আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে, কেন না এই আত্মাতেই সকল এক হয়। যখন ইনিই সকলের আত্মা তখন ইনিই প্রাপ্য, ইঁহারই দ্বারা এ সকলই জানা যায়। খুরাঙ্কিত প্রদেশের অনুসরণ করিয়া উদ্দিষ্ট পশুপ্রভৃতি যেরূপ লাভ করা যায় সেইরূপ যে ব্যক্তি এইরূপ (আত্মস্বরূপ) জানেন তিনি কীর্ত্তি ও গুণবর্ণন লাভ-করেন।

ভাব—সৃষ্টির প্রাক্‌কালে জীবের প্রথম প্রকাশ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জীবের প্রকাশ হইতে গেলেই মনের তৎসহ প্রকাশ অনিবার্য্য। সুতরাং এখানে আদিতেই জীবকে পুরুষাকারে গ্রহণ করা হইয়াছে। আদিজীবে যাহা ছিল এবং আছে, সকল জীবে তাহারই সম্ভাবনা, এই সত্যটি এখানে বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। আদিজীবের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে মালিন্যের প্রবেশ এবং সেই মালিন্য বা পাপ দগ্ধ করিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বলাভবর্ণনপূর্ব্বক প্রতিজীবে মালিন্য ও তাহার প্রশম এবং সেই প্রশমে শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্তি উল্লিখিত হইয়াছে। জীব বিনা সৃষ্টি হয় না, এজন্য জীব ও সৃষ্টি এখানে এক বলিয়া গৃহীত। সামান্য জীব হইতে ক্রমে উচ্চতর জীবের আগম বিজ্ঞান ঘোষণা-করেন, এস্থলে উচ্চতম জীব হইতে ক্রমে নিম্নতর জীবের আগম উল্লিখিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধ হইতে অধোতে অবতরণ, অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থান, এ দুই প্রণালীই অনুসৃত হইতে পারে। একটিতে কারণ হইতে কার্য্যে, আর একটিতে কার্য্য হইতে কারণে আগম এই প্রভেদ। সৃষ্টিপ্রকরণে কারণ হইতে কার্য্যে অবতরণ, উপাসনাপ্রকরণে কার্য্য হইতে কারণে উত্থান, উপনিষদের এইটী প্রায়িক চিন্তার রীতি।

সেই আমি আছি—এখানকার তৎপদটি পরাত্মার সহিত জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধ প্রদ-র্শন-করিতেছে।

অন্ন এবং অন্নাদ এই লইয়া সকল—ভোগ্য এবং ভোক্তা, বিষয় এবং বিষয়ী, জীব ও প্রকৃতি, এই দুই ভাগে সৃষ্টি বিভক্ত।

সে জগৎ এ জগৎ—যে জগৎ চক্ষুর গোচর হয় নাই, আজও অব্যক্ত আছে, সে জগৎ সেই জগৎ। এ জগৎ—দৃশ্যমান ব্যক্ত জগৎ। জগতের অভিব্যক্তি নাম ও রূপে। কোন একটি বস্তুর পরিচয় নাম-ও-রূপনির্দ্দেশ বিনা হয় না, এতদ্দর্শনে নাম ও রূপ সৃষ্টির অগ্রে বস্তুপ্রকাশের কারণরূপে স্থাপিত হইয়াছে, ইহাই সহজে প্রতীত

হয়, কিন্তু প্রথম হইতে নামরূপের কারণ-ব্রহ্মে স্থিতি উপনিষৎ অন্য হেতুতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমিই সৃষ্টি, আমিই এ সকল সৃজন করিলাম—ব্রহ্মের জ্ঞানের জ্ঞেয় নাম ও রূপ জীবের বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়। আদিজীবকে লইয়া তেজ, অপ্ ও অন্নে প্রবিষ্ট পরাত্মা সৃষ্টিবিস্তার করিলেন, ইহাতে পরাত্মার কিছু রূপান্তরতা হইল না, রূপান্তরতা হইল জীবের এবং তেজ অপ্ ও অন্নের। পদার্থনিচয়ের নামরূপে নির্ব্বাচনকরিবার সামর্থ্য জীবের, এবং সেইরূপ নির্ব্বাচনেই সৃষ্টির সৃষ্টিত্ব। তাই আদিজীব বলিতেছেন—আমিই সৃষ্টি, আমিই এ সকল সৃজন করিলাম।

সেই এই আত্মা—সেই পরমাত্মা এই জীবাত্মা সুতরাং উভয়ের মিলনে—জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তা পরাত্মা—বেষ্টনীমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

এ গুলি আত্মার ক্রিয়ার নামমাত্র—প্রাণনাদি সমুদায় পরাত্মার প্রেরণায় উদ্ভূত হয়, সুতরাং আত্মার ক্রিয়া এরূপ বলাতে এখানে 'আত্মা' শব্দে কেবল জীব গৃহীত হইয়াছেন তাঁহার আলিঙ্গনকর্ত্তা পরাত্মা গৃহীত হন নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে—আত্মা জীবাধিষ্ঠিত পরাত্মা, অন্যথা উপাসনাবিধান হইতে পারে না। উপাসনাকালে জীবকে অন্তর্হিত করিয়া দিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরাত্মার উপাসনা হইয়া থাকে।

ইঁহারই দ্বারা এ সকলই জানা যায়—পরাত্মাতে অসমগ্র ভাব নাই, সুতরাং তাঁহাকে জানিলে জ্ঞানের যত কিছু বিষয় সকলই জানা যায়। জ্ঞানের বিষয় অনন্ত, সুতরাং অনন্তকে অধিকার করিলে সকলই অধিকৃত হইল কিন্তু সম্ভোগ হইল না, এইটি স্মরণে রাখিলে এখানকার অর্থ প্রতিভাত হয়। এক জন সমুদায় পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারেন, এবং সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব তাঁহার জ্ঞানে বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া সমুদায় পৃথিবী তাঁহার সম্ভোগের বিষয় হইয়াছে এ কথা বলা যাইতে পারে না। সম্ভোগের বিষয় হয় না এই বলিয়াই যে তিনি সমুদায় পৃথিবীর অধিপতি নহেন তাহা নহে *।

* ......Religious progress is not progress *towards*, but *within* the sphere of the infinite. It is not the vain attempt by endless finite additions or increments to become possessed of infinite wealth, but it is the endeavour, by the constant exercise of spiritual activity, to appropriate that infinite inheritance of which we are already in possession. The whole future of the religious life is given in its beginning, but it is given implicitly, as a principle which has yet to unfold its hidden riches and its all-subduing power.—JOHN CAIRD.

১২। তদাহুর্যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তোমনুষ্যা মন্যন্তে। কিমু তদ্‌ব্রহ্মাবেদ্যস্মাৎ সর্ব্বমভবদিতি।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ। তদ্যোয়ো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্‌ষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবংং সূর্য্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাংং স ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবংং স দেবানাম্‌। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্‌ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকংং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্‌ব্রহ্ম। তস্মাদ্‌যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং য উ এনংং হিনস্তি স্বাংং স যোনিমৃচ্ছতি স পাপীয়ান্‌ ভবতি যথা শ্রেয়াংংসংং হিংংসিত্বা।

স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি।

স নৈব ব্যবভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ংং হীদংং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ।

স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্‌ বলীয়াংংসমাশংংসতে ধর্ম্মেণ যথা রাজ্ঞৈবং যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তৎ তস্মাৎ

সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্ম্মং বদতীতি ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি।

তদেতদ্ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবৎ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ।

অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি যথা বেদোঽননূক্তোঽন্যদ্বা কর্ম্মাকৃতং যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি তদ্ধাস্যান্ততঃ ক্ষীয়ত এব আত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে।

বৃ, আ, ১। ৪। ৯—১৫।

অথো অয়ং বা আত্মা ইত্যাদি (২। ১৫)।

'তৎ'—বক্ষ্যমাণমনন্তরবাক্যেঽবস্থোত্যং বস্তু—'আহুঃ' ব্রহ্মবিদঃ। 'ব্রহ্মবিদ্যয়া'—ব্রহ্ম পরমাত্মা তৎ যয়া বেদ্যতে সা ব্রহ্মবিদ্যা তয়া—'সর্ব্বং' নিরবশেষং 'ভবিষ্যন্তঃ' ভবিষ্যাম ইত্যেবং 'মনুষ্যাঃ' 'যৎ' 'মন্যন্তে' 'কিমু তৎ ব্রহ্ম অবেৎ' 'যস্মাৎ' 'তৎ' ব্রহ্ম 'সর্ব্বম্' 'অভবৎ' 'ইতি'।

কিমু তদিত্যন্তোত্তরেঽভিদধাতি—'ইদং' জগৎ 'অগ্রে' সৃষ্টেঃ প্রাক্ 'ব্রহ্ম' 'বৈ' এব 'আসীৎ' 'তৎ' 'আত্মানম্ এব' ন বস্ত্বন্তরং 'অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি' 'অবেৎ' জ্ঞাতবান্। 'তস্মাৎ' 'তৎ' ব্রহ্ম 'সর্ব্বম্' 'অভবৎ'—স্বয়মেব প্রজ্ঞায়া বিষয়ঃ। 'দেবানাং' মধ্যে 'যঃ যঃ' 'তৎ' তত্র ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভবনবিষয়ে 'প্রত্যবুধ্যত' 'স এব' 'তৎ' ব্রহ্ম 'অভবৎ' তেনৈক্যমাপৎ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বাৎ। 'তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাং' মধ্যে যো যঃ প্রত্যবুদ্ধ্যত স তৎ অভবৎ। 'তৎ' 'এতৎ' কৃতকৃত্যত্বং 'হ' এব 'পশ্যন্' 'ঋষিঃ বামদেবঃ' 'প্রতিপেদে' প্রতিপন্নবান্—'অহং মনুঃ অভবম্ সূর্য্যঃ চ ইতি'। 'তৎ ইদং' ব্রহ্ম 'এতর্হি' এতস্মিন্ কালে 'অপি' 'যঃ' 'এবং'—'অহং ব্রহ্ম অস্মি' ইতি বেদ জানাতি 'স ইদং সর্ব্বং ভবতি'। 'তস্য' কৃতার্থস্য 'হ' 'অভূত্যৈ' তদ্ভাবাভাবায় 'দেবাঃ চ' 'ন ঈশতে' ন সমর্থাঃ ভবন্তি কিমুতান্যে। কথমেবং ভবতি? 'হি' যস্মাৎ 'স' 'এষাম্' সর্ব্বেষাম্ 'আত্মা' 'ভবতি' একাত্মত্বেন। 'অথ' বিপরীতে 'যঃ' 'অন্যঃ' অসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি ইতি' 'অন্যাং দেবতাম্' 'উপাস্তে' 'ন স' 'বেদ' জানাতি, 'যথা পশুঃ' 'এবং স দেবানাম্'। 'যথা হ বৈ' 'বহবঃ পশবঃ' 'মনুষ্যং' 'ভুঞ্জ্যুঃ' পালয়েয়ুঃ পুষ্ণীয়ুঃ 'এবম্' 'একৈকঃ পুরুষঃ' 'দেবান্' 'ভুনক্তি' পুষ্ণাতি। 'একস্মিন্ এব পশৌ' 'আদীয়মানে' ব্যাঘ্রাদিভিঃ হ্রিয়মাণে 'অপ্রিয়ং' 'ভবতি' 'কিমু' 'বহুষু' অপহ্রিয়মাণেষু। 'তস্মাৎ' 'এষাং দেবানাং' 'তৎ ন প্রিয়ং' 'যৎ' 'মনুষ্যাঃ' 'এতৎ' ব্রহ্মাত্মতত্ত্বং 'বিদ্যুঃ' জানীয়ুঃ।

'ইদং' চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ 'অগ্রে' 'একম্ এব' 'ব্রহ্ম' 'আসীৎ' অতএব 'সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণাঃ' ইতি মহাভারতম্। 'তৎ একং সৎ' 'ন ব্যভবৎ' ন বিভূতবৎ ন কর্ম্মণে অশক্নোৎ। 'তৎ' ব্রহ্ম 'শ্রেয়োরূপং'

প্রশস্তরূপং 'ক্ষত্রম্' 'অতি অসৃজত' অতিশয়েন সৃষ্টবান্। 'দেবত্রা' দেবেষু 'যানি এতানি' 'ক্ষত্রাণি' তানি—'ইন্দ্রঃ বরুণঃ সোমঃ রুদ্রঃ পর্জ্জন্যঃ যমঃ মৃত্যুঃ ঈশানঃ ইতি'। 'তস্মাৎ' অতিশয়েন সৃষ্টত্বাৎ 'ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি'। 'তস্মাৎ' 'রাজসূয়ে' 'ক্ষত্রিয়ম্ অধস্তাৎ' 'ব্রাহ্মণঃ'. 'উপাস্তে'—ব্রহ্মন্ ইতি আমন্ত্রিতঃ 'ত্বং ব্রহ্মাসীত' প্রত্যুত্তরেণ'—'ক্ষত্রে' 'এব' 'তদ্যশঃ' তস্য ব্রহ্মণঃ আত্মনঃ যশঃ ব্রহ্মস্বরূপং 'দধাতি'। এবমপি 'যৎ' যস্মাৎ 'ব্রহ্ম' 'ক্ষত্রস্য' 'সা এষা' 'যোনিঃ' উদ্ভবস্থানং 'তস্মাৎ' 'যদ্যপি' 'রাজা' রাজসূয়ে 'পরমতাং' শ্রেষ্ঠতাং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি তথাপি 'অন্ততঃ' রাজসূয়যজ্ঞান্তে 'ব্রহ্ম এব' 'স্বাং যোনিং' প্রকাশস্থানং ব্রাহ্মণম্ 'উপনিশ্রয়তি' পুনঃ আশ্রয়তি। 'যঃ' রাজা 'উ' পুনঃ 'এনম্' ব্রাহ্মণং 'হিনস্তি' অপভাবেন পশ্যতি, 'স' 'স্বাং' 'যোনিম্' 'ঋচ্ছতি' হন্তি। 'যথা শ্রেয়াংসং হিংসিত্বা' তথা 'স' 'পাপীয়ান্' 'ভবতি'।

'স' বর্ণপ্রবর্ত্তয়িতা 'ন এব ব্যভবৎ' কর্ম্মণে নৈবাশক্নোৎ। 'স' 'বিশং' বৈশ্যম্ 'অসৃজত' 'যানি এতানি দেবজাতানি' দেবজাতিভেদাঃ 'গণশঃ' গণং গণম্ 'আখ্যায়ন্তে' তানি—'বসবঃ রুদ্রাঃ আদিত্যাঃ বিশ্বেদেবাঃ মরুতঃ' 'ইতি'।

'স' বর্ণপ্রবর্ত্তয়িতা 'নৈব ব্যভবৎ'। 'স' 'শৌদ্রং' 'পূষণং' সেবয়া পোষকং 'বর্ণম্' 'অসৃজত'। 'ইয়ং' পৃথিবী 'বৈ' 'পূষা'। কথম্? 'ইয়ং হি ইদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ'।

'স' বর্ণপ্রবর্ত্তয়িতা 'ন এব ব্যভবৎ' বর্ণসৃজনেন। 'তৎ' তস্মাৎ 'শ্রেয়োরূপং ধর্ম্মম্ 'অত্যসৃজৎ'। 'যৎ' যস্মাৎ 'ধর্ম্মঃ' বিধরণং জনানাং 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ ক্ষত্রস্য' 'ক্ষত্রং' নিয়ন্তৃ, 'তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরং ন অস্তি'। 'অথ' 'যথা রাজ্ঞা' তথা 'ধর্ম্মেণ' 'অবলীয়ান্' 'বলীয়াংসং' 'আশংসতে' জেতুং কাময়তে। কিমসৌধর্ম্মঃ? 'যঃ বৈ স ধর্ম্মঃ' 'সত্যং বৈ তৎ'। 'তস্মাৎ সত্যং বদন্তং' জনং 'ধর্ম্মং বদতি ইতি' 'ধর্ম্মং বদন্তং' জনং 'সত্যং বদতি ইতি' 'আহুঃ' বিবেকিনঃ। 'হি' যস্মাৎ 'এতৎ এব' 'এতদুভয়ং' ধর্ম্মসত্যরূপং 'ভবতি'।

'তৎ এতৎ—ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রঃ' চাতুর্ব্বর্ণ্যং। 'তৎ' তত্র 'দেবেষু' 'অগ্নিনা এব' 'ব্রহ্ম' 'অভবৎ' 'মনুষ্যেষু' 'ব্রাহ্মণঃ' ব্রাহ্মণস্বরূপেণ 'ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ঃ' ইন্দ্রাদিদেবাধিষ্ঠিতঃ 'বৈশ্যেন বৈশ্যঃ' বসুরুদ্রাদিদেবাধিষ্ঠিতঃ 'শূদ্রেণ শূদ্রঃ' পৃথিব্যধিষ্ঠিতঃ। 'হি' যস্মাৎ 'এতাভ্যাং' অগ্নিশ্চ ব্রহ্মণশ্চেতি 'রূপাভ্যাং 'ব্রহ্ম' 'অভবৎ' 'তস্মাৎ' 'দেবেষু' 'অগ্নৌ এব' 'মনুষ্যেষু' 'ব্রাহ্মণে' 'লোকম্' 'ইচ্ছন্তি'।

'অথ' 'যঃ হ বৈ' 'স্বং লোকং' 'এষোঽস্য পরমোলোকঃ' (৫।৩[৬৩পৃ]) ইতি পরং ব্রহ্ম 'অদৃষ্ট্বা' অপরোক্ষম্ অকৃত্বা 'অস্মাৎ' 'লোকাৎ' 'প্রৈতি', 'স' 'অবিদিতঃ' স্বলোকানভিজ্ঞঃ 'এনম্' আত্মানং 'ন ভুনক্তি' ন পালয়তি। 'বেদঃ' 'অননুক্তঃ' অনধীতঃ 'ইহ' 'যৎ' 'অন্যৎ' 'বা' 'কর্ম্ম' কৃষ্যাদি তৎ 'অকৃতং' যেন স 'যথা' তথা। 'অনেবংবিৎ' 'যৎ' যদি 'ইহ' 'মহৎ' 'পুণ্যং কর্ম্ম' 'অপি' 'করোতি' 'অস্য' জনস্য 'তৎ' 'হ' পুনঃ 'অন্ততঃ' অন্তে 'ক্ষীয়তে' 'এব'। 'স যঃ' 'আত্মানম্ এব' 'লোকম্' 'উপাস্তে' 'ন' 'হ' 'অস্য' জনস্য 'কর্ম্ম' 'ক্ষীয়তে' 'অস্মাৎ হি' 'আত্মনঃ' 'এব' 'যৎ যৎ' 'কাময়তে' 'তৎ তৎ' 'সৃজতে' লভতে।

'অথ অয়ং বা আত্মা' ইত্যাদি (২।১৫)।

যাহা হইবার সে সকলই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা হইবে এই যে মনুষ্যগণ মনে করে সেই বিষয়টি ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়াছেন। কি সেই বিষয়টি

ব্রহ্ম জানিলেন যাহা হইতে তিনি সকল হইলেন? (এ প্রশ্নের উত্তর) এই—

(সৃষ্টির) পূর্ব্বে ব্রহ্মই এই জগৎ ছিলেন। তিনি আপনাকেই জানিলেন—আমি ব্রহ্ম আছি। তাই তিনি সকল হইলেন। দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি তৎকালে প্রবুদ্ধ হইলেন তিনি তিনি (ব্রহ্ম) হইলেন। ঋষিগণের মধ্যেও সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও সেইরূপ। তাই এইটি প্রতীতি-করিয়া ঋষি বামদেব প্রতিপাদন-করিয়াছিলেন, আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম। আজও তাই যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, 'আমি ব্রহ্ম আছি' সেই সকল হয়। দেবগণও তাহার তদ্ভাবের অভাব জন্মাইতে পারে না। কেন না সে ব্যক্তি এ সকলের আত্মা হয়। ইনি অন্য আমি অন্য এই ভাবে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে সে জানে না। [পালিত] পশু যেমন দেবগণের নিকট সে তেমনই। যেমন অনেকগুলি পশু এক জন মানুষের পুষ্টিসাধন করে, তেমনি একএকটি পুরুষ দেবগণের পুষ্টিসাধন করে। অনেকগুলির কথা দূরে থাকুক একটি পশুকেও (ব্যাঘ্রাদিতে) লইয়া যাওয়া যে কারণে অপ্রিয় হয়, ঠিক সেই কারণেই মানুষের জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া উঁহাদিগের অপ্রিয়।

এই (চাতুর্ব্বর্ণ্য) প্রথমে এক ব্রহ্মই (বর্ণবীজই) ছিলেন। তিনি এক থাকিয়া ক্রিয়াক্ষম হইলেন না, তাই তিনি সৃষ্টির উৎকর্ষ প্রশস্তরূপ ক্ষত্র সৃজন করিলেন। দেবগণের মধ্যে যাঁহারা ক্ষত্র তাঁহারা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান। সে জন্যই ক্ষত্র হইতে শ্রেষ্ঠ নাই, সে জন্যই রাজসূয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নীচে উপবেশন করেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সম্ভ্রম ক্ষত্রকে অর্পণ-করেন। ক্ষত্রের উৎপত্তিভূমি ব্রাহ্মণই। তাই যদিও (রাজসূয়ে) রাজা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হন তথাপি যজ্ঞান্তে স্বযোনি ব্রাহ্মণকেই আশ্রয়-করিয়া থাকেন। সুতরাং যিনি ইঁহাকে (ব্রাহ্মণকে) হিংসা করেন তিনি স্বযোনিকেই হিংসা করেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া যেরূপ হয় সেইরূপ সে নিরতিশয় পাপী হয়।

তিনি কর্ম্মক্ষম হইলেন না তাই তিনি বৈশ্য সৃজন-করিলেন। যে

সকল দেব বৈশ্যজাতি তাঁহারা গণানুসারে—বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, নিখিলদেবগণ, মরুদ্গণ এইরূপ—আখ্যাত হইয়া থাকেন।

তিনি কর্ম্মক্ষম হইলেন না তাই পোষক শূদ্রবর্ণ সৃজন-করিলেন। এই (পৃথিবীই) সেই পূষা, পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু সকলই ইনি পোষণ করেন।

তিনি কর্ম্মক্ষম হইলেন না তাই তিনি শ্রেয়োরূপ সৃষ্টির উৎকর্ষ ধর্ম্মকে সৃজন করিলেন। ধর্ম্ম [ধারণ-পোষণের হেতু], তাই এটি ক্ষত্রের ক্ষত্র। তাই ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই। রাজাকে দিয়া অবলীয়ান্ যেমন বলীয়ান্‌কে জয় করিতে অভিলাষ করে তেমনি ধর্ম্মকে দিয়াও করে। যাহা ধর্ম্ম তাহাই সত্য, সে জন্যই যে ব্যক্তি সত্য বলে তাহাকে লোকে বলে ধর্ম্ম বলিতেছে, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বলে তাহাকে লোকে বলে সত্য বলিতেছে। [এরূপ বলে] কেন? না, উহা উভয়ই।

সেই এই (চাতুর্ব্বর্ণ্য) ব্রহ্ম, ক্ষত্র বৈশ্য ও শূদ্র। দেবগণের মধ্যে ব্রহ্ম অগ্নিরূপে এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপে [প্রকাশিত] হইলেন। তিনি ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যে বৈশ্য, শূদ্রে শূদ্র হইলেন। ব্রহ্ম এ দুই হইয়াছিলেন, তাই দেবগণমধ্যে অগ্নিতে মনুষ্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণেতে লোক (প্রাপ্তির) অভিলাষ করিয়া থাকে।

বেদাধ্যয়ন বা (কৃষ্যাদি) কার্য্য না করিয়া যেমন লোকে আত্মরক্ষণে সমর্থ হয় না, তেমনি যে ব্যক্তি আত্মলোক প্রত্যক্ষ না করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সে আত্মরক্ষণে সমর্থ হয় না। যদি ইহলোকে আত্মলোকানভিজ্ঞ ব্যক্তি মহৎ পুণ্য কর্ম্মও করে উহা অন্তে ক্ষয় পায়। আত্মাকেই লোকজ্ঞানে উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি আত্মাকে লোকজ্ঞানে উপাসনা করে তাহার কর্ম্ম ক্ষয় পায় না। সে ব্যক্তি যাহা যাহা অভিলাষ করে এই আত্মা হইতেই সে তাহা তাহা লাভ করে।

এই আত্মা সকল প্রাণীর লোক (ভোগ্য) হয় ইত্যাদি ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ভাব—ব্রহ্মবিদ্যা—যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় উহা ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা মনুষ্যগণ কি হইবে, তাহা অবগত হওয়া যায়। এই বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্ম আপনাকে এই জানিলেন যে, তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ সকলকে

আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান। সুতরাং তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন তখন তিনি তাঁহার অন্তর্ভূত বিষয় সকল হইলেন; কেন না সে সকল বিষয়ের তাঁহা ছাড়া স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যখন তাঁহা ছাড়া সৎ কিছু নাই তখন দেবগণ-ঋষিগণ-মনুষ্যগণ-মধ্যে যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহাও ব্রহ্ম ছাড়া নহে। এই দৃষ্টিতেই তাঁহারা যাহা কিছু হইয়াছেন বা হইতেছেন তন্মধ্যে ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব তাঁহারা দেখিয়াছেন। 'আমাতে ব্রহ্ম ছাড়া সৎ কিছুই নাই' এই দৃষ্টিতে যে কোন ব্যক্তি 'আমি ব্রহ্ম' এই অর্থে বলিতে পারেন যে, 'আমাতে যাহা কিছু সৎ সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া দিলে আমি বলিয়া কিছুই থাকে না।' সে ব্যক্তি বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছে তাহা ছাড়া তাহার আরও হইবার সম্ভাবনা তাহার মধ্যে বিদ্যমান। সেই সম্ভাবনাগুলিকে অন্তর্ভূত করিয়া লইলে সে আপনার অনন্তসম্পন্নতা অনুভব করিয়া কৃতকৃত্য হয়।

শ্রুতির এই অংশটি একটি গুরুতর সত্য প্রকাশ করিতেছে। এ অংশের মর্ম্ম ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতেই বিবিধ কুমতের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জীব এ উভয়ের একত্ব কোথায়? না, 'ব্রহ্মে যাহা আছে জীবে তাহা আছে, ব্রহ্মনিরপেক্ষ জীবে কিছুই নাই,' এই দৃষ্টিতে। জীব যাহা দেখে শোনে স্পর্শ করে অনুভব করে তাহা ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কিছুই নহে অর্থাৎ সে সকলই ব্রহ্মস্বরূপ,* অথচ সে সমুদায় ব্রহ্মব্যতিরিক্ত মনে করিয়াই তাহার বন্ধন হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত যদি কিছুই নাই তাহা হইলে জীবের জীবত্বই বা কিসে, তাহাতে পাপাদিই বা কি প্রকারে সম্ভবে? এমন কিছু নাই যাহা ব্রহ্মেতে নাই ইহা ব্রহ্মসম্বন্ধে নিত্য সত্য, জীবসম্বন্ধে নিত্য সত্য নহে, সম্ভাবনারূপে সত্য। ব্রহ্ম যাহা আছেন চিরদিন তাহাই আছেন, তাঁহার হইবার কিছুই নাই, জীবের হইবার বিষয়ের অন্ত নাই। হইতে গেলেই অভাব থাকা চাই, অভাব না থাকিলে আর হইবে কি? জীবে বিন্দুপ্রমাণ জ্ঞান আছে শক্তি আছে কেন না তাহাতেই তাহার অস্তিত্ব, কিন্তু সে জ্ঞানে সে শক্তিতে অভাব আছে অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞান, শক্তির সঙ্গে অশক্তি লাগিয়া আছে। যেখানে অজ্ঞান আছে অশক্তি আছে সেখানে বুঝিবার ও হইবার অসামর্থ্য অবশ্যম্ভাবী। বুঝিবার অসামর্থ্য হইতে মোহ এবং হইবার অসামর্থ্য হইতে স্খলন বা পাপ প্রকাশ পায়। এই মোহ ও পাপ ব্রহ্মেতে আরোপ করিতে পারা যায় না, কেন না তাঁহাতে জ্ঞান বা শক্তির অভাব নাই। জীবে ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া তাহার অজ্ঞান ও অশক্তি অন্তর্হিত হইয়া থাকে এবং সে ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন হয়। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ জীবের ভোগ্য, জীব ব্রহ্মস্বরূপের ভোক্তা এবং উহাতেই তাহার পরিবৃদ্ধি।

তিনি সকল হইলেন—তিনিই যদি সকল হইলেন তাহা হইলে জীবও তিনি জগৎও

* আমাদের প্রত্যক্ষ হয় কি? সত্তা, শক্তি, জ্ঞান। এ সকল ব্রহ্মস্বরূপ; শাণ্ডিল্য এজন্যই জগৎকে তজ্জলান্‌ সহ এক করিয়াছেন (২৮১পৃ); শঙ্কর প্রপঞ্চকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন।

তিনি, জীব ও জগৎকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র মনে করা ভ্রম, জীব ও জগতের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই। জীব-ও-জগৎসম্পর্কে জ্ঞান বা অনুভব ব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমান, সেই জ্ঞান বা অনুভব ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তিযোগে অস্বতন্ত্র হইয়াও স্বতন্ত্রাকারে প্রকাশ পায়। যদি এ কথা না বলিয়া এই বলা যায় যে, জগৎ ও জীব ভ্রম মিথ্যা ও অসত্য তাহা হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মও ভ্রম মিথ্যা ও অসত্য হইয়া যান। সহস্র যুক্তির দ্বারা জগৎ ও জীবের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারা যায় না, এজন্য যাঁহারা জীব ও জগৎকে ভ্রম মিথ্যা বা অসত্য বলেন, তাঁহাদিগকেও ব্রহ্মকে জগৎ-ও-জীবের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ ব্রহ্ম যদি সত্যাসত্য বিমিশ্র হইতেন তাহা হইলে তাঁহা হইতে অসত্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি যখন অবিমিশ্র সত্য তখন তাঁহা হইতে যাহা হইয়াছে, তাহা সত্য, তন্মধ্যে মিথ্যার প্রবেশ কি প্রকারে হইবে? "তিনি সত্য হইলেন অনৃত হইলেন" এ স্থলে এজন্যই 'অনৃত' শব্দে 'তিরোহিতবিষয়বিষয়ি-সম্বন্ধ' (৩৪৫পৃ) অর্থ করিতে হইয়াছে। বেদান্তে ঐ অর্থেই অনৃতশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি অসত্যই হইত, তাহা হইলে বেদান্ত "নামরূপ সত্য" এ কথা কথন বলিতেন না।

সে ব্যক্তি সকলের আত্মা হয়—যে ব্যক্তি আপনাতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখে না, এবং এইরূপে ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তির সহিত দেবাদি সকলেরই একাত্মতা ঘটিয়াছে, সকল বিরোধ ঘুচিয়া গিয়াছে, কাহারও দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না।

ইনি অন্য আমি অন্য—যেখানে ঈদৃশ একাত্মতার অভাব সেখানে এইরূপ ভিন্ন দৃষ্টি উপস্থিত হইয়া এক অপরের দাস হয়।

উঁহাদিগের অপ্রিয় হয়—অধ্যাত্মপক্ষে বৈদান্তিক দেবগণ ইন্দ্রিয়সমূহ। ইন্দ্রিয়গণ জীবকে অধীন করিয়া পরিপুষ্টিলাভ করে। জীব যখন আত্মজ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হয়, তখন আর তাহাদের আধিপত্য থাকে না, তাহারা প্রভুত্ব হারাইয়া অবসন্নপ্রায় হয়। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া উপনিষৎ বলিয়াছেন, "উঁহাদিগের অপ্রিয় হয়।"

প্রথমে এক ব্রহ্মই (বর্ণবীজই) ছিলেন—ঋগ্বেদের প্রথমে বর্ণবিভাগ ছিল না, চরম-ভাগে বর্ণবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হইল কেন, তাহার কারণ এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে—'তিনি এক থাকিয়া ক্রিয়াক্ষম হইলেন না তাই তিনি সৃষ্টির উৎকর্ষ প্রশস্তরূপ ক্ষত্র সৃজন করিলেন।" ক্ষত্রিয় ছাড়া বৈশ্যশূদ্রবিভাগ এই কারণেই হইয়াছে।

১৩। আত্মৈবেদমগ্র আসীদেকএব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চ নাতো ভূয়ো বিন্দেত্তস্মাদপ্যেতর্হ্যেকাকী কাময়তে

জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্নএব তাবন্মন্যতে তস্যো কৃৎস্নতা মনএবাস্যাত্মা বাগ্‌জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্ম্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং দৈবংশ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাত্মৈবাস্য কর্ম্মাহহত্মনা হি কর্ম্ম করোতি স এষ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ পশুঃ পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তমিদংং সর্ব্বং যদিদং কিঞ্চ তদিদংং সর্ব্বমাপ্নোতি য এবং বেদ। ৩। ৪। ১৭।

'ইদং' জায়াদিকং যৎকিঞ্চন দৃশ্যতে 'অগ্রে' জন্মকালে 'একঃ' 'আত্মা এব' 'আসীৎ'। কুতঃ জায়াদীনাং স্বাতন্ত্র্যম্? 'স' আত্মা 'অকাময়ত'—'জায়া মে স্যাৎ' 'অথ প্রজায়েয়' প্রজারূপেণ উৎপদ্যেয়, 'বিত্তং মে স্যাৎ' 'অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়'। 'এতাবান্ বৈ কাম'—জীবস্যাভিলষিতবিষয়ঃ। 'ন ইচ্ছন্'—এতাবান্ এব ভবতু ইতি অনিচ্ছন্নপি, 'ন অতঃ' 'ভূয়ঃ' অধিকং 'বিন্দেৎ' লভেত। 'তস্মাৎ' 'এতর্হি' এতস্মিন্ কালে 'অপি' 'একাকী' সন্ 'কাময়তে' জীবঃ—'জায়া মে স্যাৎ' 'অথ প্রজায়েয়' 'অথ বিত্তং মে স্যাৎ' 'অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়' 'ইতি'। 'যাবৎ অপি' 'এতেষাং' জায়াদীনাম্ 'একৈকং' 'স' 'ন প্রাপ্নোতি' 'তাবৎ' স 'অকৃৎস্নঃ' অসমস্তঃ 'এব' 'মন্যতে'। 'তস্য' আত্মনঃ 'কৃৎস্নতা' 'উ' পুনঃ জায়াদিকং বিনা—'অস্য' জীবস্য 'মনঃ এব' 'আত্মা' সর্ব্ববিধকার্য্যকারণপ্রবৃত্তিসহায়ত্বাৎ, 'বাক্ জায়া—মনোহনুগামিত্বাৎ, 'প্রাণঃ প্রজা'—বাঙ্মনসাভ্যাং চেষ্টায়া উৎপত্তেঃ, 'চক্ষুঃ মানুষং বিত্তম্' 'হি' যস্মাৎ 'চক্ষুষা' 'তৎ' বিত্তং 'বিন্দতে' লভতে। 'শ্রোত্রং' 'দৈবং' বিত্তম্। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'শ্রোত্রেণ' 'তৎ' বিত্তরূপং বেদাদিকং 'শৃণোতি'। 'আত্মা' দেহঃ 'এব' 'অস্য' জীবস্য 'কর্ম্ম' কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'আত্মনা' দেহেন 'কর্ম্ম' 'করোতি'। 'স এষ' 'পাঙ্‌ক্তঃ'—মনআদিপঞ্চভির্নিবৃত্তঃ—'যজ্ঞঃ' 'পাঙ্‌ক্তঃ পশুঃ'—যজ্ঞোপকরণম্, 'পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ'—যজ্ঞানুষ্ঠাতা। কিং বহুনা 'যৎ ইদং কিঞ্চ তৎ ইদং সর্ব্বং' 'পাঙ্‌ক্তম্'। 'যঃ এবং বেদ' স 'সর্ব্বম্ আপ্নোতি'।

[জন্মের] পূর্ব্বে এক আত্মাই এই [জায়াদি] ছিলেন। তিনি অভিলাষ করিলেন, আমার জায়া হউক, তার পর আমার প্রজা হউক, তার পর আমার বিত্ত হউক, তার পর আমি কার্য্য করি। এতাবতই অভিলাষের বিষয়; ইচ্ছা না করিয়াও এতদপেক্ষা আর অধিক তিনি পান না। তাই আজও জীব একাকী থাকিয়া অভিলাষ করে, আমার জায়া হউক, তার পর আমার প্রজা হউক, তার পর আমার বিত্ত হউক, তার পর আমি কার্য্য করি। যে পর্য্যন্ত সে ইহার একটি একটি না পায়, সে আপনাকে অপূর্ণ মনে করে। [এ সকল ছাড়াও] ইহার পূর্ণতা এই—মন ইহার আত্মা, বাক্ ইহার জায়া, প্রাণ ইহার প্রজা, চক্ষু ইহার মানুষ বিত্ত কেন না চক্ষু দ্বারা সে বিত্ত পায়, শ্রোত্র ইহার দৈব

বিত্ত কেন না শ্রোত্র দ্বারাই সে বিত্ত (বেদাদি) শ্রবণ করে, দেহ ইহার কর্ম্ম কেন না দেহ দ্বারা সে কর্ম্ম করে। [সে যে কর্ম্ম করে তাহাতে] যজ্ঞ মনআদি এই পাঁচটিতে সম্পন্ন হয়, পশু (যজ্ঞের উপকরণ) এই পাঁচটিতে সম্পন্ন হয়, পুরুষ (অনুষ্ঠাতা) এই পাঁচটিতে সম্পন্ন হয়। এ যাহা কিছু সকলই এই পাঁচটিতে সম্পন্ন। যে ব্যক্তি এ তত্ত্ব জানে সে এ সকলই লাভ-করে।

ভাব—জায়া পুত্র বিত্ত ও কর্ম্ম এই চারিটিতে মানুষ আপনাকে সম্পন্ন এবং ইহার কোন একটি না থাকিলেই সে আপনাকে অভাবগ্রস্ত ও অপূর্ণ মনে করে। এই চারিটি ছাড়া তাহার অভিলাষের বিষয় আর নাই, অভিলাষ-করিলেও তাহা পায় না। জায়াদির অভাবে আপনাকে অপূর্ণ মনে করা অজ্ঞানতামূলক, কেন না তাহার মন জায়াদির সহায়তায় নয় কিন্তু বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ও দেহ এই পাঁচটির সহায়তায় সকল সম্পন্ন করে। যজ্ঞই হউক, যজ্ঞের উপকরণই হউক, যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাই হউক, এমন কি অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সে সকলই এই পাঁচটির সহায়তা বিনা অকর্ম্মণ্য। এই জ্ঞান লাভ-করিয়া যে ব্যক্তি এই পাঁচটিকে আপনার করিয়া লয় সে সকলই পায়।

১৪। ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যে-তদেষামুকৃথমতো হি সর্ব্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্তি। এতদেষাংং সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈর্নামভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি নামানি বিভর্ত্তি।

অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্ব্বাণি রূপাণ্যুত্তি-ষ্ঠন্ত্যেতদেষাংং সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি।

অথ কর্ম্মণামাত্মেত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যুত্তি-ষ্ঠন্ত্যেতদেষাংং সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিভর্ত্তি। তদেতত্ত্রয়ংং সদেকময়মাত্মাঽহত্মো একঃ সন্নেতত্ত্রয়ং তদেতদমৃতংং সত্যেন ছন্নং প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ। বৃ, আ, ৩। ৬। ১—৩।

'ইদং' জগৎ 'ত্রয়ং'—'নামরূপং কর্ম্ম'। 'তেষাং নাম্নাং' 'বাক্ ইতি এতৎ' সামান্যং 'এষাং' নাম্নাম্ 'উক্থম্' উত্থানকারণম্। কথং? 'হি' যস্মাৎ 'অতঃ' বাক্সামান্যাৎ 'সর্ব্বাণি' দেবদত্তযজ্ঞদত্তাদীনি 'নামানি' 'উত্তিষ্ঠন্তি'। 'এতৎ' বাক্সামান্যম্ 'এষাং' নামবিশেষাণাং 'সাম'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'এতৎ' বাক্সামান্যং 'সর্ব্বৈঃ নামভিঃ' 'সমং'—নামমাত্রেণ সম্বন্ধবশাৎ। 'এতৎ' বাক্সামান্যম্

'এষাং' নামবিশেষাণাং 'ব্রহ্ম' অন্তর্ভাবকম্। 'হি' যস্মাৎ 'এতৎ' 'সর্ব্বাণি নামানি' 'বিভর্ত্তি' ধারয়তি।

'অথ' 'রূপাণাং' 'চক্ষুঃ ইতি এতৎ' সামান্যম্ 'এষাং' রূপাণাম্ 'উক্থম্' উত্থানকারণম্—তেন তেষাং গ্রহণাৎ। কথম্? 'হি' যতঃ 'অতঃ' চক্ষুঃসামান্যাৎ 'সর্ব্বাণি রূপাণি' 'উত্তিষ্ঠন্তি'। 'এতৎ' চক্ষুঃসামান্যম্ 'এষাং' রূপাণাং 'সাম', 'হি' যস্মাৎ 'এতৎ' 'সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ' 'সমম্'—রূপমাত্রেণ সম্বন্ধ-বশাৎ অস্ত। 'এতৎ' চক্ষুঃসামান্যম্ 'এষাং' রূপাণাং 'ব্রহ্ম' অন্তর্ভাবকম্। 'হি' যস্মাৎ 'এতৎ' 'সর্ব্বাণি রূপাণি' 'বিভর্ত্তিঃ'।

'অথ' 'কর্ম্মণাম্' 'আত্মা' দেহঃ 'ইতি এতৎ' সামান্যম্ 'এষাং' কর্ম্মণাম্ 'উক্থম্'—শরীরাদেব কর্ম্মণামুত্থানস্যোক্তত্বাৎ। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'অতঃ' আত্মসামান্যাৎ 'সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি' 'উত্তিষ্ঠন্তি'। 'এতৎ' আত্মসামান্যম্ 'এষাং' কর্ম্মণাং 'সাম'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'এতৎ' 'সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিঃ' 'সমং'—কর্ম্মমাত্রেণ সম্বন্ধবশাদস্য। 'এতৎ' আত্মসামান্যম্ 'এষাং' কর্ম্মণাং 'ব্রহ্ম' অন্তর্ভাবকম্। 'হি' যস্মাৎ 'এতৎ' 'সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি' 'বিভর্ত্তি'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ ত্রয়ং সৎ—একম্—অয়ম্ আত্মা'; 'আত্মা' 'উ' পুনঃ 'একঃ সন্' 'এতৎ ত্রয়ম্'—নামরূপকর্ম্মাত্মকত্বাদস্য। 'তৎ এতৎ'—ত্রয়াণাম্ একত্বম্ একস্য ত্রিত্বম্—'অমৃতম্' অবিনাশি। কথম্? 'সত্যেন ছন্নং'—ব্রহ্মণি বিদ্যমানাভ্যাং নামরূপাভ্যাং ব্যাপ্তম্। এতদেব স্ফুটতয়োচ্যতে—'প্রাণঃ' ক্রিয়াত্মকঃ 'বৈ' এব 'অমৃতম্' 'নামরূপে—সত্যম্'। 'তাভ্যাং' নামরূপাভ্যাম্ 'অয়ম্ প্রাণঃ' 'ছন্নঃ' ব্যাপ্তঃ।

নাম রূপ ও কর্ম্ম, এই তিন এ জগৎ। সে সকল নামের বাক্ এইটি [সামান্য অর্থাৎ প্রতি নামের সহিত সমানভাবে অনুস্যূত], [সেই বাক্সামান্য] এই নাম সকলের উক্থ (উত্থানকারণ)। কেন না এই [বাক্সামান্য] হইতে সকল নাম উত্থান-করে। এই [বাক্সামান্য] এ সকলের সাম, কেন না এটি সকল নামের সঙ্গে সমান। এইটি ইহাদের ব্রহ্ম, (অন্তর্ভাবক), কেন না এইটি সকল নাম ধারণ-করে।

অনন্তর রূপসকলের চক্ষু এইটি [সামান্য]। [সেই চক্ষুঃসামান্য] এই সকল রূপের উক্থ (উত্থানকারণ); কেন না সকল রূপ এই (চক্ষুঃ-সামান্য) হইতে উত্থান করে। এই (চক্ষুঃসামান্য) ইহাদের সাম, কেন না এইটি সকল রূপের সঙ্গে সমান। এইটি ইহাদের ব্রহ্ম (অন্ত-র্ভাবক) কেন না এইটি সকল রূপ ধারণ-করে।

অনন্তর কর্ম্মনিচয়ের দেহ এইটি [সামান্য]। [সেই দেহসামান্য] এই সকল কর্ম্মের উক্থ (উত্থানকারণ); কেন না এই [দেহসামান্য] হইতে এই সকল কর্ম্ম উত্থান-করে। এই [দেহসামান্য] ইহাদের সাম। কেন না এইটি সকল কার্য্যের সঙ্গে সমান। এইটি ইহাদের

ব্রহ্ম (অন্তর্ভাবক)। কেন না এইটি সকল কর্ম্ম ধারণ-করে। সেই এই তিনটি হইয়া একটি—এই দেহ, দেহ এক হইয়া এই তিনটি। সেই এই [তিনে এক, একে তিন] অমৃত, সত্য দ্বারা আচ্ছন্ন। প্রাণই অমৃত। নাম ও রূপ সত্য, তদ্দ্বারা প্রাণ আচ্ছন্ন।

ভাব—নাম, রূপ ও ক্রিয়া এই তিনের দ্বারা জগৎ আমাদের নিকটে পরিচিত, এ তিনের অভাব হইলে জগৎ বলিয়া আমাদের নিকট কিছুই থাকে না। বস্তুমাত্র রূপ-বিশিষ্ট। উহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকিয়াও উহারা আমাদের পরিচিত হয় না, যদি ভিন্ন ভিন্ন নামে উহাদিগকে আমরা পরিচিত করিয়া লইতে না পারি। চক্ষুর নিকটে রূপ প্রকাশ পায়, চক্ষু না থাকিলে রূপ থাকিয়াও আমাদের সম্বন্ধে নাই হয়, এজন্য চক্ষুকেই রূপপ্রকাশের সামান্য ভূমি করিয়া বেদান্ত গ্রহণ-করিয়াছেন। চক্ষু যেমন রূপপ্রকাশের সামান্য ভূমি তেমনি বাক্ নামপ্রকাশের সামান্য ভূমি। বাকের সহিত ভাবের এমনি ঘনিষ্ঠ যোগ যে রূপ দেখিলে যে ভাবোদয় হয় সে ভাবোদয়ের পূর্ব্বে নামের দ্বারা উহার পরিচয় থাকা চাই। ভাব ও ভাষা এজন্য উভয়ই পরস্পরের উন্নতি-সাপেক্ষ। সৃষ্টির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে রূপবৈচিত্র্যানুভবকরিবার সামর্থ্য জন্মে, ইহাও চিন্তাকরিবার বিষয়। জগতের সহিত আমাদের দেহের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জগতের যত ক্রিয়া আমাদের এই দেহের উপরে প্রকাশ পায়। এ ক্রিয়া প্রাণশক্তির ক্রিয়া। প্রাণশক্তিকে আমরা প্রাণশক্তি বলিয়া অবধারণ করিতে পারি না এই জন্য যে, উহা নাম ও রূপ দ্বারা আচ্ছন্ন। প্রাণশক্তিকে আচ্ছাদন-করিয়া রহিয়াছে বলিয়া নামরূপ মিথ্যা নয় নামরূপ সত্য। কেন না নামরূপযোগেই প্রাণশক্তি নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

১৫। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্ ;
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ শ্বে, ৪।৫।

'বহ্বীঃ প্রজাঃ' 'সৃজমানাং' 'সরূপাং' সমানাকারাং 'লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং' তেজোবন্নলক্ষণাং 'একাম্' 'অজাম্' অপরাং প্রকৃতিম্ 'একঃ' 'অজঃ' 'হি' জীবঃ পরা প্রকৃতিঃ 'জুষমাণঃ' সেবমানঃ 'অনুশেতে' ভজতে তস্যাম্ আসক্তঃ সন্ তিষ্ঠতি। 'অন্যঃ' 'অজঃ' নিত্যমুক্তঃ পরাত্মা 'ভুক্তভোগাং' ভুক্তাঃ পালিতাঃ ভোগাঃ বিষয়াঃ যস্যাঃ তাম্ 'এনাং' 'জহাতি' নিরস্তকুহকত্বাৎ ত্যজতি তদতীতঃ সন্ তিষ্ঠতি।

লোহিত-শুক্ল-ও-কৃষ্ণবর্ণা একটী অজা বহু প্রজা সৃজন-করিতেছেন অথচ আপনি যেমন তেমনি আছেন, আর একটি অজ তাঁহাকে ভোগ করত তাঁহাতেই আসক্ত হইয়া আছেন। অপর একটি অজ ভুক্তভোগা ইঁহাকে পরিহার-করিতেছেন।

ভাব—লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ—তেজ্ অপ্ ও অন্ন। অজা—প্রকৃতি। বহু প্রজা সৃজন করিতেছেন অথচ আপনি যেমন তেমনি আছেন। প্রকৃতি হইতে বহু প্রজা উৎপন্ন হইতেছে, অথচ প্রকৃতি যেমন তেমনি আছেন, তাঁহার স্বরূপের কোন ব্যতিক্রম হইতেছে না। যদি ব্যতিক্রম হইত সৃষ্টিসামর্থ্য আর তাঁহাতে থাকিত না।

আর একটি অজ—জীব। প্রকৃতির ভোক্তা। আসক্ত হইয়া আছে—প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া স্থিত, আত্মস্বরূপ বিস্মৃত।

অপর একটি অজ—পরাত্মা। ভুক্তভোগা—প্রকৃতি হইতে যে সকল ভোগ্য বিষয় উৎপন্ন হইতেছে সে সকলকে তিনি ভুক্ত অর্থাৎ পরিপালিত করিতেছেন, তাঁহার পরিপালন বিনা প্রকৃতি কদাপি ভোগোৎপাদনে সমর্থা নহেন। পরাত্মাতে ভোগার্থে ভুক্ত শব্দের প্রয়োগ অযুক্ত, কেন না তিনি ভোক্তা নহেন জীবই ভোক্তা। ইহাকে পরিহার করিতেছেন—ভোগোৎপাদনে সহায়তার নিমিত্ত প্রকৃতিতে স্থিতি-করিয়াও পরাত্মা প্রকৃতিতে স্থিতিকরেন না প্রকৃতির অতীত হইয়া আছেন, এইটি প্রদর্শনার্থ পরিহার-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রকৃতি, জীব ও পরাত্মা এ তিনই জন্ম রহিত নিত্য এজন্য অজ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রকৃতি প্রসবধর্ম্মা, জীব ভোক্তা, পরাত্মা ভোগদাতা, এ প্রভেদ এই শ্রুতিতে অল্পবিস্তর প্রতিভাত হয়।

১৬। স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥
যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ
পৃথ্ব্যাপ্তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্॥
তৎ কর্ম্মকৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ॥
আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিয়োজয়েদ্ যঃ।

তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোহন্যৎ ॥
আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোহপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্ ॥
স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেহয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ শ্বে, ৬। ১—৬।

'পরিমুহ্যমানাঃ' ভ্রান্তাঃ সন্তঃ 'একে' 'কবয়ঃ' পণ্ডিতাঃ 'স্বভাবম্' 'তথা' 'অন্যে' 'কালং' জগৎকারণত্বেন 'বদন্তি'। 'লোকে' 'দেবস্য' 'এষ' 'মহিমা' মাহাত্ম্যং 'যেন' 'ইদং' 'ব্রহ্মচক্রং' ব্রহ্মাণ্ডং জগৎ 'ভ্রাম্যতে' বহমানম্ অস্তি।

'যেন' পরাত্মনা 'হি' 'ইদং' 'সর্ব্বং' 'নিত্যম্' 'আবৃতম্', স 'জ্ঞঃ' জ্ঞানস্বরূপঃ—স্বভাবঃ পুনর্ তথা, —'কালকারঃ' কালস্য প্রবর্ত্তকঃ 'গুণী' কল্যাণগুণসম্পন্নঃ 'সর্ব্ববিদ্যঃ' সর্ব্ববিৎ, 'তেন' পরাত্মনা 'ঈশিতং' প্রেরিতং 'কর্ম্ম' ক্রিয়ামাত্রং জগদ্ভ্রমণাদিব্যাপারঃ 'বিবর্ত্ততে' বিবিধাকারেণ প্রকাশতে 'হ' খলু। 'পৃথ্যাপ্তেজোহনিলখানি' ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমানি সর্ব্বমেতৎ 'চিন্ত্যম্' সংশয়াস্পদত্বাৎ মীমাংসিতব্যম্।

'তৎ কর্ম্ম' পৃথিব্যাদিকার্য্যং 'কৃত্বা' সৃষ্ট্বা 'বিনিবর্ত্ত্য' সমালোচ্য 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'তত্ত্বেন' ভূম্যাদিনা 'তত্ত্বস্য' পরতত্ত্বস্য আত্মনঃ 'একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ অষ্টভিঃ বা' প্রকৃতিভূতৈঃ 'কালেন' 'সূক্ষ্মৈঃ আত্মগুণৈঃ' চ অন্তঃকরণগুণৈঃ কামাদিভিঃ 'যোগং' 'সমেত্য' সম্পাদ্য 'গুণান্বিতানি' সত্ত্বাদিগুণসম্ভূতানি 'কর্ম্মাণি' ক্রিয়াঃ 'আরভ্য' 'সর্ব্বান্' 'ভাবান্' বিষয়ান্ 'চ' 'যঃ' 'বিনিয়োজয়েৎ' স্বস্বকর্ম্মণি নিয়োজয়েৎ, 'স' 'তেষাম্ অভাবে' পূর্ব্বাবস্থাং প্রাপিতে 'কর্ম্মক্ষয়ে' কর্ম্মবিলোপে 'কৃতকর্ম্মনাশঃ' কৃতাত্মক্রিয়াশক্ত্যুপসংহারঃ 'তত্ত্বতঃ' ভূম্যাদেঃ 'অন্যৎ' বিলক্ষণং 'যাতি' প্রাপ্নোতি।

'স আদিঃ' 'সংযোগনিমিত্তহেতুঃ' সংযোগানাং স্বজন্যানাং নিমিত্তং হেতুঃ চ নিমিত্তোপাদানকারণং 'ত্রিকালাৎ' অতীতানাগতবর্ত্তমানাৎ 'পরঃ' অতীতঃ 'অকলঃ অপি' প্রপঞ্চাতীতঃ অপি 'দৃষ্টঃ' দর্শনবিষয়ঃ 'তং' 'বিশ্বরূপং' বিশ্বানি রূপাণি অস্য 'ভবভূতম্' উৎপত্তিহেতুভূতম্ 'ইড্যং' স্তবনীয়ং 'স্বচিত্তস্থং' 'দেবম্' 'উপাস্য' 'পূর্ব্বং' শ্রেষ্ঠত্বং যাতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

'যস্মাৎ' 'প্রপঞ্চঃ' 'পরিবর্ত্ততে' বিবিধাকারং প্রাপ্নোতি, 'ধর্ম্মাবহং' ধর্ম্মঃ আবহতি অস্মাৎ 'পাপনুদং' পাপাপহর্ত্তারং 'ভগেশম্' ঐশ্বর্য্যেশম্ 'আত্মস্থম্' 'অমৃতং' 'বিশ্বধাম' বিশ্বাধারভূতং 'যং' 'জ্ঞাত্বা' পূর্ব্বং যাতি 'স' 'বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ' বৃক্ষঃ সংসারঃ সংসারাকারেভ্যঃ কালাকারেভ্যঃ 'পরঃ' অন্যঃ।

বিমূঢ়চিত্ত হইয়া কোন কোন পণ্ডিত স্বভাবকে, কোন কোন পণ্ডিত

কালকে [জগৎকারণ] বলেন। সংসারে সেই পরমদেবের কিন্তু এই মহিমা, যে মহিমায় ব্রহ্মাণ্ড ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে।

যাঁহা কর্ত্তৃক এ সমুদায় নিত্য আবৃত হইয়া রহিয়াছে, যিনি জ্ঞান-স্বরূপ, কালের প্রবর্ত্তক, গুণসম্পন্ন, সর্ব্ববিৎ, তাঁহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্রিয়ামাত্র বিবিধাকারে প্রকাশ পায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এ সকল [কারণত্বে সংশয়াস্পদ বলিয়া] চিন্তার বিষয়।

[পৃথিব্যাদি] কার্য্য করিয়া আলোচনাপূর্ব্বক পুনরায় তিনি (পৃথিব্যাদি) তত্ত্বের সঙ্গে পরতত্ত্বের (প্রকৃতিভূত) এক দুই তিন বা আট তত্ত্ব, কাল ও সূক্ষ্ম আত্মগুণ (কামাদি) মিশাইলেন (এবং সত্ত্বাদি) গুণসমন্বিত কার্য্য আরম্ভ-করিয়া সমুদায় বিষয়কে স্বস্ব কার্য্যে নিয়োগ-করিলেন। সে সকলের অভাব (পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি) হইলে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার অদর্শন হইল এবং সেই কার্য্যের বিলোপে তিনি (পৃথিব্যাদি) তত্ত্ব হইতে যে বিলক্ষণ তাহা প্রকাশ পাইল।

তিনি আদি, তিনি সংযোগের নিমিত্ত ও হেতু ; তিনি তিন কালের অতীত ও নিষ্কল হইয়াও দর্শনের বিষয়। সেই বিশ্বরূপ, উৎপত্তির হেতুভূত, স্তবনীয় স্বচিত্তস্থ দেবকে উপাসনা-করিয়া (উপাসক) শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন।

যাঁহা হইতে প্রপঞ্চ বিবিধাকার প্রাপ্ত হয়, যিনি ধর্ম্মাবহ, পাপাপ-হর্ত্তা, ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, আত্মস্থ, অমৃত এবং বিশ্বধাম, যাঁহাকে জানিয়া [শ্রেষ্ঠত্বলাভ হয়], তিনি বৃক্ষরূপী সংসার ও কালের আকারের অতীত ও শ্রেষ্ঠ।

ভাব—স্বভাব কাল বা অন্য কিছু জগতের কারণ হইতে পারে না, কেন না উহারা অন্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হয়, সংযুক্ত না হইলে কার্য্য করিতে অসমর্থ। পরমাত্মাই সংযোগের—সৃজ্যশক্তিসকলের পরস্পর মিলনের—নিমিত্ত ও হেতু—নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে পরা প্রকৃতির বিষয় এ অধ্যায়ে অপরা প্রকৃতির বিষয় কথিত হইয়াছে। পরাত্মার সহিত পরা প্রকৃতি যে প্রকার অভিন্ন, স্বরূপে এক, এক হইয়াও বহু হন, অপরা প্রকৃতিও সেইরূপ ; বিচিত্রতাবশতঃ পরাত্মার সহিত উভয়ের ভিন্নতাও সমান।

যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে পরা ও অপরা ঈদৃশ ভিন্ন সংজ্ঞা কেন? স্বরূপের অভিব্যক্তির তারতম্যবশতঃ ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে। শ্রুতি যখন বলিয়াছেন "প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন" (৭১পৃ) তখন পরা—বিবিধ বিষয়ের জ্ঞাতা অপরার জ্ঞাতৃত্ব নাই, ইহাই সূচিত হইয়াছে। অপরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যমধ্যে যে জ্ঞানাদি প্রকাশ পায়, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বয়ং পরাত্মার অপরা প্রকৃতির নহে; পরা প্রকৃতিতে জ্ঞানবৈচিত্র্যেই উহার বিশেষত্ব। এ উভয়ের মধ্যে যখন ঈদৃশ ভিন্নতা রহিয়াছে তখন উভয়কেই ভগবানের প্রকৃতি ও তাঁহা হইতে অভিন্ন কেন বলা হইল? বৈচিত্র্যের জনক কে? স্বয়ং পরাত্মা। তাঁহার জ্ঞানশক্তিতে যদি বৈচিত্র্য না থাকিত, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের সমাগমের সম্ভাবনাই ছিল না। যদি তাঁহা হইতেই বৈচিত্র্যের সমাগম হয় তাহা হইলে তাঁহাতে সেই বৈচিত্র্যের আরোপে অসম্মতি কেন? বৈচিত্র্যের স্থিরতা নাই এই জন্য। যদিও বর্ণাদির বস্তুনিষ্ঠস্থিরতা লোকচক্ষে প্রতিভাত হয় বটে কিন্তু তথাপি উহারা যে ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয় পরীক্ষায় তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে কি ইহাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়? যদি সকল বস্তুরই অবিশেষে বর্ণাদিগ্রহণ ও প্রকটনের সামর্থ্য দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে উহাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইত। এজন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন;—"যাহা যেখানে স্বরূপতঃ বিদ্যমান নাই, সেখান হইতে তাহা উৎপন্ন হয় না, যেমন বালুকা হইতে তৈল। উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যেমন কারণ হইতে কার্য্য অনতিরিক্ত, উৎপন্ন হইয়াও তেমনই কারণ হইতে কার্য্য অনতিরিক্ত (২।১।১৬)"। ভাষ্যকার যাহা এখানে বলিয়াছেন, "যিনি এক এবং বর্ণহীন, যাঁহার অভিপ্রায় নিগূঢ়, যিনি বিবিধশক্তিযোগে অনেক বর্ণ বিধান-করেন (৬।৭)" একথায় তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে শক্তিতে বৈচিত্র্য এবং সেই বিচিত্রতাতে বিশেষভাবে যে জ্ঞানাদি প্রকাশমান উহা স্বয়ং পরাত্মার, "অভিপ্রায় নিগূঢ়" এই কথায় তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। আপনাতে চৈতন্য নিরুদ্ধ রাখিয়া জগতে কেবল শক্তিবৈচিত্র্যসংক্রামণ, এবং বর্ণাদিবৈচিত্র্য জগতে নিক্ষেপ করিয়া জীবাত্মাতে চৈতন্যের যোজন, ইহা পরাত্মারই মহিমা। যাহা যেমন আছে তাহাকে ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করা যাঁহাদের মত, তাঁহারা ভূতার্থবাদী। সেই ভূতার্থবাদিগণ পরাত্মা এরূপ করিলেন কেন, এ প্রশ্ন তুলিতে পারেন না। সুতরাং বেদান্তে ঈদৃশ প্রশ্নের অবকাশ নাই।

১। এখানে পরাত্মার ভূতযোনিত্ব নির্দ্ধারণ-করিয়া তদনন্তর পৃথিব্যাদি নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি অনায়াসে সিদ্ধ হয় এই কথা কথিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র তপের দ্বারা সৃষ্টির আরম্ভ বর্ণিত হইয়াছে। তপ প্রয়াসসাধ্য, উহা পরাত্মাতে সম্ভবে না; সুতরাং প্রথমে তপের কোন উল্লেখ না করিয়া জগতের উৎপত্তি অনায়াসসাধ্য ইহাই শ্রুতি এখানে বলিয়াছেন। পরে যে ইনি বলিয়াছেন, 'তপ দ্বারা বহুভাবাপন্ন হন' ইহা কি বেদান্তের প্রতিজ্ঞার অনুযায়ী? তপের দ্বারা বহুভাবাপন্ন হওয়া যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পরাত্মা তপের অধীন ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। যখন বলা হইয়াছে 'জ্ঞানময়'

তাঁহার তপ, তখন এ তপ তাঁহার স্বরূপ। তপ তাঁহার স্বরূপ এই যদি বলা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানময়-শব্দে ময়ট্ প্রত্যয় থাকাতে জ্ঞানের প্রাচুর্য্য বুঝাইতেছে। জীবের যেমন জ্ঞানের কখন সঙ্কোচ ও কখন বিস্তার হয়, পরাত্মারও সেইরূপ হয় এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে। জ্ঞানপ্রাচুর্য্য দ্বারা ব্রহ্ম বহু হন, এ কথা বলিলেও পূর্ব্ববৎ অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়, কেন না এতদ্দ্বারা স্বরূপ ও স্বরূপী এ উভয়ের ভেদ-নির্দ্দেশকরাতে স্বরূপী স্বরূপের অধীন হইতেছেন। প্রথমে স্বরূপের প্রাচুর্য্য, সেই প্রাচুর্য্যের দ্বারা ব্রহ্মের উপচয় ইহাই দেখাইয়া দিতেছে, জীব যেমন উপচিত হয় ব্রহ্মও তেমনি উপচিত হন। যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম অব্যবহার্য্য, এ বিশেষণ আর তাঁহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। যখন স্রষ্টৃত্বাভিমান হয় তখন তাঁহার উপচয় হয় এ কথা বলিলেও দোষপরিহার হয় না, কেন না সে উপচয়তো ব্রহ্মেরই হইল। যদি বলা হয়, ইনি পরব্রহ্ম নহেন, কার্য্য ব্রহ্ম, তাহা হইলে নিখিল বেদান্তের উপরে অনাস্থা উপস্থিত হয়, কেন না সকল বেদান্ত ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহা বিনা আর কেহ স্রষ্টা নাই এই কথা বলিয়াছেন। যেখানে তিনি ছাড়া আর কাহাকেও স্রষ্টা বলিয়া মনে সংশয় হয়, সেখানে স্বয়ং শ্রুতিই বাক্যান্তরে সে সংশয় নিরসন-করিয়াছেন। যেমন "এ সংসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, মৃত্যু-দ্বারাই এ জগৎ আবৃত ছিল" (৮।১০) এ কথায় কি জানি বা মৃত্যুকে স্রষ্টা বলিয়া মনে হয় এই সংশয়নিবারণজন্য স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন, "তিনি (মৃত্যু) অর্চ্চনা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।" ইহাতে পরাত্মার শক্তি আশ্রয়-করিয়া তাঁহা হইতে জলাদির উৎপত্তি হইল এই কথাই বলা হইল। আবার যেমন "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মাই ছিল" (৮।১১) এখানে জীবাত্মা স্বয়ং সৃষ্টি করিলেন এ ভ্রমনিবারণের জন্য "প্রসিদ্ধি এই, সে জগৎ এ জগৎ সে সময়ে অনভিব্যক্ত ছিল" ইত্যাদি কথনের পর "সেই এই আত্মা নখাগ্র হইতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট আছেন'' এ কথা বলাতে এখানে (১৭৯পৃ) জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তা পরাত্মার স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে। এজন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "ব্রহ্ম ছাড়া আর কোথাও নিরঙ্কুশ নামরূপের নির্ব্বাহ সম্ভবে না। কেন না 'এই জীবাত্মসহকারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিব' এস্থলে ব্রহ্মেরই কর্ত্তৃত্ব শ্রুতি উল্লেখ-করিয়াছেন। আচ্ছা, জীবেরও তো সাক্ষাৎসম্বন্ধে নামরূপবিষয়ক নির্ব্বাহকর্ত্তৃত্ব [শ্রুতিতে] আছে? আছে বটে কিন্তু সেখানে জীবের সহিত পরাত্মার অভিন্নতা অভিপ্রেত হইয়াছে। নামরূপনির্ব্বাহ বলিলেই, স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলক্ষণ বলা হইয়া থাকে (১।৩।৪)।" এজন্যই "তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), নাম, রূপ ও অন্ন জন্মায়" এখানে পরাত্মা হইতে কার্য্য ব্রহ্ম হইয়াছিলেন ইহাই কথিত হইয়াছে। আচ্ছা তাই হউক, তবে "তপ দ্বারা ব্রহ্ম বহু হন" এখানকার অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য হয় কি প্রকারে সেইটি বিবেচ্য। জীবের অনুপ্রবেশে সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়, এইটি বেদা-

ন্তের প্রতিজ্ঞা। অনন্ত ব্রহ্ম জীবের বুদ্ধিতে নিরবশেষ ধারণাযোগ্য বিষয় নহেন। সৃষ্টি-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জীব তাঁহাকে ধারণার বিষয় করে। অনন্তের উপচয় নাই বটে কিন্তু জীব আপনার অনুভূতিতে তাঁহাকে উপচীয়মান অনুভব-করে। ব্রহ্মের বস্তুতঃ উপচয় হয় না, কিন্তু জীবের বুদ্ধিতে সৃষ্টিপরম্পরায় তাঁহার জ্ঞানস্বরূপের ক্রমপ্রকাশ হয়। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "তপ দ্বারা বহু (উপচিত) হন।" তপ অর্থাৎ ক্রমাভিব্যক্তিতে উপচীয়মানবৎ প্রতীয়মান জ্ঞানে—ব্রহ্ম উপচিত হইতেছেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন—জীব এই প্রকার অনুভব করিয়া থাকে। শ্রুতি যে সৃষ্টির আদিতে আত্মার পুরুষাকারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কারণ এই।

২। বেদান্তে জীবের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্র তাহার অজত্বই প্রসিদ্ধ। ভাষ্যকার এখানে 'ভাব' শব্দে জীব কি প্রকারে ব্যাখ্যা করিলেন ? ভাবশব্দে সত্তামাত্র বুঝায়, জীব ছাড়া অন্য সমুদায় কেন তিনি গ্রহণ করিলেন না। "অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসকল নিঃসৃত হয় তেমনি এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) সমুদায় দেবতা সমুদায় ভূত নিঃসৃত হয় (৬১পৃ)।" এ উক্তিতে জীব নহে কিন্তু জীব হইতে সকলের উৎপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। যদি বল ওখানে জীব নহে কিন্তু জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তা, তথাপি জীবের উৎপত্তিতো এ স্থলে শুনিতে পাওয়া যায় না। আচ্ছা তাই হউক, "চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন" (৫।৬) "এই পরাত্মাতে······সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে" (৩।২১) ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মার বহুত্ব, অথচ "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মাই ছিল" (৮।১১) "এই জীবাত্মসহকারে অনুপ্রবেশ করিয়া" (১২।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের একত্ব দৃষ্ট হয়, সুতরাং পরাত্মা হইতে এক জীব বহু হয় এইটি সিদ্ধ হইতেছে, এজন্যই ভাবশব্দে জীবসকল এইরূপ ব্যাখ্যা করাতে কোন দোষ হইতেছে না। এই শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "যদিও ইহার (জীবের) কোথাও উৎপত্তি ও প্রলয় শুনিতে পাওয়া যায়, তবুও উহা উপাধিসম্বন্ধবশতঃ হয় এইটি মানিয়া লইতে হইবে। উপাধির উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি উপাধির প্রলয়ে উহার প্রলয় (২।৩।১৭)।" বস্তুতঃ পরা ও অপরা প্রকৃতি পরাত্মা হইতে অভিন্ন, এজন্য শ্রুতি এ দুইয়ের অজত্বনির্দ্দেশ করিয়াছেন। "না জন্মিয়া বহু প্রকারে জন্মিলেন" শ্রুত্যন্তরে যে এই যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে তদনুসারে বহু হওয়াকেই জন্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে।

৩। পরা এবং অপরা প্রকৃতিকে আলিঙ্গন-করিয়া যিনি বিদ্যমান তিনি পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এজন্যই সৃষ্টিপ্রকরণে "সেই পুরুষ লোকাতীত মূর্ত্তিহীন" (৫।৮) এই শ্রুতিতে পুরুষ হইতে প্রাণ মন আদি সকলের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, বৈদিক রীতিতে ইহাতে রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে। এই রূপ কল্পনা-করিয়া কি লাভ তাহার তত্ত্ব বিবেচনীয়। সর্ব্বাতীত পরব্রহ্ম যদিও যোগপ্রলয়-

রীতিতে যোগিজনের অনুভূতিতে প্রতীতির বিষয় হন, তথাপি যিনি তাঁহাকে উপলব্ধি-করিতেছেন, তাঁহার লয় হয় না তিনি তাঁহার সঙ্গে অনুস্যূত থাকেন। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে বেদান্তসমূহে সর্ব্বাতীত পরব্রহ্মের উপাসনাই কদাপি সম্ভবিত না। তিনি স্বপ্রকাশ, এজন্যই পরা ও অপরা প্রকৃতিতে তিনি নিত্যপ্রকাশমান। এই নিত্য-প্রকাশমানতা অবলম্বন-করিয়াই সর্ব্বাতীত ব্রহ্মে শিবস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। আর এই কারণেই "আমি ব্রহ্ম আছি" (৮।১২) সৃষ্টির আদিতে ঈদৃশ জ্ঞান তাঁহার বিকারিত্ব প্রতিপাদন-করে না। স্বপ্রকাশতা বিষয়টা কি ? আমি আছি এই জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশতা হয় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের অতিরিক্ত যদি বিষয়ান্তর না থাকিত তাহা হইলে আমি বলিয়া কিছু পরিষ্কাররূপে আমরা ধরিতে পারিতাম না। পরাত্মাতে কি আপনার অতিরিক্ত এমন কিছু বিষয় আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহাতে আমি এই জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। যদি বল আছে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহার অনন্তত্বের হানি উপস্থিত হইতেছে, যদি বল নাই তাহা হইলে তাঁহাতে আমি এই জ্ঞানের অবকাশই নাই। তিনি আপনাকে আপনি জানেন, তাই তাঁহার আপনার অন্তর্ভূত শক্তি ও শক্তির বৈচিত্র্য তিনি জানেন বলিয়া আমি এই জ্ঞান তাঁহাতে পরিস্ফুট—আমরা এই কথা বলি। প্রতিরোধ বিনা আমাদের আত্মজ্ঞান জন্মায় না, পরাত্মাতেও তবে সেই রূপ প্রতিরোধে আত্মজ্ঞান জন্মায়, একথা যোগিগণের প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানে প্রতিরুদ্ধ হইতেছে। যোগেতে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মুখ হইতে সকলই তিরোহিত হইয়া যায়, আমি আছি ইত্যাকারে কেবল আত্মজ্ঞানমাত্র অবশেষ থাকে। সেই আমিতে আত্মার অন্তর্ভূতরূপে সকল বিষয়ের স্ফূর্ত্তি দেখাইয়া দেয় সৃষ্টির মধ্যে পরাত্মাতে কি ছিল। রূপকল্পনা ইহাই প্রদর্শন করে, চন্দ্র সূর্য্যাদি চন্দ্রসূর্য্যাদি আকারে নিত্যকাল আছে তাহা নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তির উল্লেখ প্রলাপ-মাত্র। শুদ্ধ চিন্মাত্র পরব্রহ্মে চিদাকার সৃষ্টি চিরকালই আছে, আমরা এই কথা বলি। শক্তিবৈচিত্র্যযোগে জীবসন্নিধানে উহার প্রকাশই কালকৃত। "রূপে রূপে প্রতিরূপ" (৫।৬) এ শ্রুতিতে 'রূপে রূপে' এ অংশ কালকৃত রূপের প্রকাশ এবং 'প্রতিরূপ' এ অংশ চিন্মাত্ররূপে নিত্য অবস্থিত রূপপ্রকাশের কারণকে প্রদর্শন-করিতেছে। যেখানে উপনিষদে পুরুষরূপের কল্পনা আছে সেখানে "রূপে রূপে প্রতিরূপ" একথারও সমাবেশ থাকে। যেমন এখানে "এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" এই বলিয়া যে রূপকল্পনা হইয়াছে, উহার সঙ্গে "একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন" (৫। ৬) এ বাক্যের অন্বয় সূচিত হইতেছে। এরূপ কেন করা হয় এ প্রশ্ন বৃথা, কেন না আমাদের দৃষ্টিগোচরস্থ কার্য্য দেখিয়া আমাদের দৃষ্টির অতীত কারণ আমাদের প্রতীতির বিষয় হয়। এজন্যই সাধনকালে "তজ্জলান্" (৬। ৪ [২৮০পৃ]) এই প্রক্রম অবলম্বন-করিয়া কার্য্যালয়করত কার্য্যকে কারণের সঙ্গে অপৃথক্ ভাবে স্থাপনপূর্ব্বক সাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন করিয়া

থাকেন। আর এই কারণেই পুরুষ হইতে অগ্ন্যাদির উৎপত্তিকথনানন্তর "এই বিশ্ব কর্ম্ম ও তপ পুরুষই" এই বলিয়া সমুদায় ব্রহ্মেতে অন্তর্ভূতকরত তদ্দর্শনে অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

৪। "সেই এই পরাত্মা হইতে" এস্থলে তৎপদ পরোক্ষ ব্রহ্মকে এবং এতৎপদ অপ-রোক্ষ জীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতির প্রণেতা এই কথা বলিয়া বলিয়াছেন, "কেবল সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া ব্যাপৃত হইলে পুরুষার্থ (মোক্ষ) হয় না এ কারণে ঈশ্বর হইতে প্রবৃত্ত জগৎসৃষ্টি প্রমাণান্তর দ্বারা যেরূপ বিশদীকৃত হইয়াছে সেইটি লইয়া অনায়াসে আত্মতত্ত্ব বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত—অখণ্ডার্থ পুরুষার্থে পর্য্যবসন্ন হয় এজন্য সেই অখণ্ডার্থকেই প্রধান করিয়া প্রকৃত উপনিষদ [তত্ত্ববিবৃতিতে] প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদিও কেবল ঈশ্বর হইতেই জগৎ প্রবৃত্ত হয়, তথাপি ঈশ্বর ভূমার অধিষ্ঠান—ভূমা সকলের আদি মূল—এজন্য জীব ও ঈশ্বরের আশ্রয় অখণ্ডার্থভূত সেই ভূমাকেই আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট্যবলম্বনে পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী আত্মতত্ত্ব এখানে নিরূপিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে *।" তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই, তাঁহার সেই কথাই এখানে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫। "তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব আমি জন্মিব। তিনি তপ করিলেন" ইত্যাদি কথায় বুঝায়—কালে পরাত্মাতে সৃষ্টির অভিলাষ হইল, তিনি বহু হইলেন, পর্য্যালোচনা করিলেন, সুতরাং তিনি বিকারের অধীন হইলেন। যদি বল, এ সকলই মায়িক, তাহা হইলে আর একটি রহস্য উপস্থিত হইল, যাহার অর্থ উদ্ঘাটন-করিতে গিয়া তোমায় বিফলমনোরথ হইতে হইবে। জগৎ কখন তাঁহার ক্রিয়াশক্তিনিরপেক্ষ হইয়া উদিত হয় না। ক্রিয়াশক্তি হইতেই কালের উদয় হয় (৮।১৬) †। কালের অভ্যুত্থানে পরাত্মার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং 'ইচ্ছা করিলেন' 'হইব' 'জন্মিব' 'তপ করিলেন' এ কথা গুলি ক্রিয়াপ্রকাশসূচক। আপনাতে যে নামরূপ বিদ্যমান আছে, উহাকে ব্যক্ত করাই

* মিতাক্ষরাকারের কথা বুঝিতে হইলে অখণ্ডার্থ তিনি কাহাকে বলেন সর্ব্বপ্রথমে সেইটি বোঝা প্রয়োজন। ঈশ্বর জীব ও জগৎ এ তিন এক ভূমাতেই উপলব্ধির বিষয় হন। এ নিমিত্ত মিতাক্ষরাকার ভূমাকেই অখণ্ডার্থ বলিয়াছেন। পুরুষার্থসাধনের জন্য আত্মতত্ত্ব মুখ্য, এ নিমিত্ত পরাত্মা ও জীবাত্মাকে এক অখণ্ডবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া উপনিষৎ জগৎসৃষ্টি প্রদর্শন-করিয়াছেন, জগৎসৃষ্টিকথন উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য নহে, প্রধান উদ্দেশ্য কিসে মোক্ষ হয় তৎপ্রদর্শন। সুতরাং সূত্রকার প্রমাণান্তর অর্থাৎ সাঙ্খ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যাগ্রহণপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনে পুরুষার্থসাধক আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করিয়াছেন।

† প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের জ্ঞান উদিত হয়। যখন পরিবর্ত্তনের জ্ঞান থাকে না, তখন কালের জ্ঞান থাকে না, এজন্য ঘোর নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি নিদ্রায় কত সময় গিয়াছে তাহা বলিতে পারে না। যদি ক্রিয়াশক্তি বিবিধ পরিবর্ত্তন না জন্মাইত কাল বলিয়া আমরা কিছুই অবধারণ করিতে পারিতাম না।

বহু হওয়া। এ জন্যই শ্রুতিতে তিনি ভূমা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নামরূপ ব্যক্ত হওয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হওয়া প্রকাশ করে না, এজন্য যিনি নামরূপের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন তাঁহারই অনুপ্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। এরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও তিনি দৃশ্যমানে অদৃশ্যমান, বচনীয়ে অনির্ব্বচনীয়, আশ্রিতে অনাশ্রিত হইয়া বিদ্যমান। আচ্ছা তাহাই হউক, হইলেও তিনি "বিজ্ঞান হইলেন অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য হইলেন অনৃত হইলেন," এ কথা তাঁহাতে কিরূপে ঘটে? অবিজ্ঞানমধ্যে বিজ্ঞান অনৃতমধ্যে সত্য এই রূপ উল্টাইয়া লইলেই ঘটে। তাঁহারই অধিষ্ঠানে যাহারা অচেতন তাহাদের চেতন-বৎ ক্রিয়া হয়, যাহারা অস্থির তাহারা তাঁহার সত্তামূলক বলিয়া তাহাদিগের অস্থিরতা-সত্ত্বেও রূপান্তরে স্থিতি হইয়া থাকে।

৬। "নাম রূপ ও কর্ম্ম এই তিন এ জগৎ" (৮।১৪) এখানে জগতে প্রাণরূপে প্রকাশিত ক্রিয়াশক্তির উল্লেখ হইয়াছে। "ইঁহার বিবিধ পরম শক্তি শ্রুত হওয়া যায়। জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি (৬।১১)" এখানে জ্ঞান ও বলের সহিত যে ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে উহা ক্রিয়াশক্তি নহে। পরন্তু "নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত" (৬।১২) এখানে যখন পরাত্মার ক্রিয়াবিরহিতত্ব শুনা যাইতেছে, তখন 'ইঁহার... শক্তি' এইরূপ ভেদনির্দ্দেশ করাতে এ শক্তি স্বরূপভূত নয় মায়িক, এইরূপ হওয়াই সমুচিত। ক্রিয়াশক্তিমধ্যে পরাত্মা স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া ক্রিয়া পরাত্মনিষ্ঠ নহে জগন্নিষ্ঠ,"নাম রূপ ও কর্ম্ম এই তিন এ জগৎ" এ কথায় ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে "তিনি আপনাকে আপনি করিলেন, তাই তিনি সুকৃত বলিয়া উক্ত হয়েন" এই যে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে সেটি সিদ্ধ পায় না। যিনি নিষ্ক্রিয় তিনি আপনাকে কি প্রকারে করিবেন, সুকৃতনামভাজনই বা কি প্রকারে হইবেন? সক্রিয়ত্বসত্ত্বেও যদি সর্ব্ববিধতরঙ্গশূন্যতাবশতঃ শান্তত্বে নিষ্ক্রিয়ত্ব সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে নিষ্ক্রিয়ত্ব এক পরাত্মাতেই সম্ভবে আর কাহাতেও নহে। অনন্তশক্তি তরঙ্গবর্জ্জিত হইলেও তাঁহা হইতে ক্রিয়া সংক্রামিত হইয়া জগতে তজ্জনিত যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় তাহাই লক্ষ্য করিয়া "নাম রূপ ও কর্ম্ম এই তিন এ জগৎ" এইরূপ কথিত হইয়াছে। তরঙ্গবর্জ্জিত অনন্তশক্তি অবলম্বন-করিয়া "নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় শান্ত" এবং "আপ-নাকে আপনি করিলেন" এ উভয়ই সিদ্ধ হয়।

৭।৮। সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বাতীত একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা ছিলেন, যাহা কিছু দেখা যায় সকলই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই সর্ব্বজনানুমোদিত সত্য আশ্রয়-করিয়া সপ্তমে (৭) সৃষ্টিপ্রকরণ নিবদ্ধ হইয়াছে। স্থিতির স্থান উদ্ভূত না হইলে জীবের আগমন সম্ভবে না, এ জন্য জীবোদ্ভবের পূর্ব্বে জলের সূক্ষ্ম উপাদান; তেজ, পৃথিবী ও জল লোক-রূপে সৃজন-করিলেন এই কথা উক্ত হইয়াছে। এইরূপে বিষয়সৃষ্টির পর বিষয়শায়ী বিষয়ীকে প্রথমোৎপন্ন জল হইতে তিনি উদ্ভাবিত করিলেন। এইরূপে বিষয়বিষয়ীর

একত্র স্থিতি, জীববুদ্ধিতে জগতের প্রকাশ এবং শক্তি ও চৈতন্য যে অভিন্ন এবং ভগবানের শক্তি ইহাই দেখায়। বিষয় ও বিষয়ীর এইরূপে নিত্য যোগ অনুভব-করিয়া প্রথমেই জীবকে শরীর-ও-ইন্দ্রিয়যুক্তরূপে বর্ণন করা হইয়াছে মনে হয়। শরীরের উষ্ণতার অপগম হইলে বাক্‌শক্তিস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হয় এ দেখিয়াই অগ্নিকে বাগিন্দ্রিয়ের দেবতারূপে নির্ণয়করা হইয়াছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বায়ু, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আদিত্য, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দিক্ এ সকল সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, সুতরাং সৃষ্টিপ্রকরণে এ সকলের উল্লেখ স্বাভাবিক। পশুদিগের অপেক্ষা পুরুষে এ সকলের প্রকাশ পরিস্ফুট, সুতরাং পুরুষে এই দেবগণের সাদরে আত্মসন্নিবেশবর্ণন কিছু আশ্চর্য্য নয়। অন্নপানাদিসম্বন্ধে এখানে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তাহাও স্বাভাবিক ক্রমানুসারে। ইন্দ্রিয়গণ আত্মাপেক্ষী, আত্মা ও ইন্দ্রিয়গণ পরাত্মাপেক্ষী ইহা সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রকরণে জাগ্রদবস্থার প্রাধান্য, এজন্য এখানে সমগ্রসৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের উল্লেখ হইয়াছে। অষ্টমে (৮) তত্ত্বনির্ণয়ার্থ এই যজুটির উদাহরণস্থলে গ্রহণ সমুচিত :—"পুনরায় মন পুনরায় আয়ু আমাতে আগমন করুক, পুনরায় প্রাণ পুনরায় আত্মা আমাতে আগমন করুক, পুনরায় চক্ষু পুনরায় শ্রোত্র আমাতে আগমন করুক" (৪।১।১৫)। প্রতিদিন নিদ্রার সময়ে মনআদি বাহির হইয়া যায় (শ, প, ব্রহ্ম ৩।২।২।২৬), সূর্য্যোদয়ে উহারা নবীভূত হইয়া সেই ব্যক্তিতে প্রবেশ করে, এইরূপ নিত্য সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আদিত্য হইতে প্রত্যক্ষ হয়। নিত্য-সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-সূচনার জন্য এখানে আদিত্যকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রহণকরা হইয়াছে।

৯—১২। নবমে (৯) তেজ হইতে জল জল হইতে অন্নের উৎপত্তি যে বর্ণিত হইয়াছে উহা বিরুদ্ধ, কেন না অন্যত্র অন্য প্রকার উৎপত্তির ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, এ কথা বলা বিফল, কারণ "এক দুই তিন বা আট" (৮।১৬) এরূপ বলাতে বুঝিতে হইবে এ সম্বন্ধে বান্ধাবান্ধি কিছু নাই। দশমে (১০) সৃষ্টি ভোগের বিষয় জীব ভোক্তা ইহারই নিমিত্ত মৃত্যু হইতে সৃষ্টিবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, অধ্যায়মধ্যেই ইহা বলা গিয়াছে। পরমাত্মসম্বন্ধবিনা সৃষ্টি হয় না, এজন্য তাঁহার অর্চ্চনা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। এখানেও তেজস্তত্ত্বেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহারই সমান। একাদশে (১১) 'সেই আমি আছি' জীবের এ জ্ঞান এবং ব্রহ্মের 'আমি ব্রহ্ম আছি' এ জ্ঞান পরস্পর বিরোধী নয়, কেন না জীব অপূর্ণ এ জন্য তাহার 'আমি আছি' জ্ঞান অন্যসাপেক্ষ *। জীব অপূর্ণ কিরূপে জানা যায়। "তিনি এ সকলের প্রথম হইয়া সকল পাপ দহন-করিয়াছিলেন" "মর্ত্ত্য হইয়া অমরগণকে সৃজন-করিলেন," এস্থলে

* 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'—এই পুরুষ যাহা আমিও তাহা (১২পৃ)—এখানে পরমপুরুষসাপেক্ষ বলিয়া 'সোঽহং' বাক্য যেমন ব্যবহৃত হইয়াছে এমনি সর্ব্বত্র জীবের সাপেক্ষতাবশতঃ কেবল 'অহং' না বলিয়া 'সোঽহং' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎপদ অপরোক্ষ ব্রহ্মবোধক। স্বরূপে একতাবশতঃ এখানে সমানাধিকরণতা (৩৩পৃ)।

জীব পাপবিদ্ধ এবং পাপপরিহারের দ্বারা তাহার অমৃতত্বলাভ হয় বর্ণিত হওয়াতে তাহার প্রথম হইতে অপূর্ণত্ব প্রকাশ পাইতেছে। এক আত্মা স্ত্রী-ও-পুরুষরূপে দ্বিধা হইল এ কথা বলাতে স্ত্রীপুরুষের অখণ্ডত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে যে নামরূপের অভিব্যক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে উহা পরমাত্মনিরপেক্ষ নহে, এইটি বুঝিতে হইবে। দ্বাদশে (১২) 'আমি ব্রহ্ম আছি' এ জ্ঞান 'জানিলেন' এই ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে কালে সমুৎপন্ন এরূপ বুঝিতে হইবে না। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, এজন্য তিনি আপনার নিকটে আপনি নিত্য প্রকাশিত আছেন একথা স্বতঃসিদ্ধ। জীববুদ্ধি আশ্রয়-করিয়া বেদান্তে সর্ব্বত্র এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে সুতরাং কোন দোষ পড়ে না। জ্ঞানবৈচিত্র্য 'আমি আছি' এই জ্ঞানের অন্তভূর্ত, সেই জ্ঞানবৈচিত্র্যের প্রকাশ 'তিনি সকল হইলেন' এ কথার মূল। "[জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে এমন কি ছিল যাহা তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত? তত্ত্বও নয় অতত্ত্বও নয় সুতরাং অনির্ব্বচনীয়, অবিভক্ত অথচ বিভক্ত হইতে উন্মুখ, এবংবিধ নাম ও রূপ [তাঁহার জ্ঞানের বিষয়], আমরা ইহাই বলি" (১।১।৫), ভাষ্যকারের এ উক্তি উহাই প্রদর্শন করিতেছে। "সকল বিষয় প্রকাশকরাই যাঁহার জ্ঞানের লক্ষণ সে জ্ঞান যাঁহার নিত্য আছে" তাঁহার আপনার জ্ঞানবৈচিত্র্য বিনা অন্য আর কি জ্ঞানপ্রকাশ হইতে পারে। জীববুদ্ধিতে যখন সেই জ্ঞানবৈচিত্র্য তিনি বিস্তার-করেন, তখনই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। সেই জীব প্রবুদ্ধ হইয়া কারণের সহিত আপনাকে এবং অপর সকলকে অভিন্ন দেখে তাই উক্ত হইয়াছে—"দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি তৎকালে প্রবুদ্ধ হইলেন তিনিই তিনি (ব্রহ্ম) হইলেন। ঋষিগণের মধ্যেও সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও সেইরূপ।" দেবগণের মধ্যেও ক্ষত্রাদিবিভাগ আছে এবং এই বিভাগই "স্বর্গলোকে প্রজা পশু ও ব্রহ্ম-তেজ (যুক্ত হয়) (তৈ, ব্রা, ১।২।১)" "সেখানেও বিশেষ আছে—দ্যুলোকে নীচ উচ্চ ও মধ্যম আছে (অনুগীতা ১৭।৪১)" এসকল কথার মূল। "সকল ভূতের মূল উপাদান সত্য। সেই মূল উপাদানে স্বয়ং নিয়ন্তা প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধর্ম্ম ও সত্যে প্রভেদ এই যে, মূল উপাদান এক, ধর্ম্ম বহু" (১৫২পৃ) এই যে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহার সহিত ধর্ম্ম ও সত্যের একত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না, কেন না ধর্ম্ম বহু হইলেও উহা সত্যের অনুরূপ।

১৩—১৬। ত্রয়োদশে (১৩) আত্মার সকামত্ব প্রদর্শন-করিয়া অন্যনিরপেক্ষ হইয়াও কি প্রকারে তাহার কৃৎস্নত্ব হইতে পারে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বাক্য ও মন হইতে যে প্রযত্ন উৎপন্ন হয় সেই প্রযত্নে লব্ধবল হইয়া চক্ষুর দ্বারা ভগবদৈশ্বর্য্যদর্শন, শ্রোত্রদ্বারা তদ্‌গুণবর্ণনশ্রবণ, দেহের দ্বারা তৎকর্ম্মানুষ্ঠান আত্মার সর্ব্ববিধ বিষয়াভিলাষ অপহরণ-করে, এই কথাই আলঙ্কারিক ভাষায় উপনিষৎ বলিয়াছেন "মন ইহার আত্মা বাক্ ইহার জায়া" ইত্যাদি। চতুর্দ্দশে (১৪) নাম রূপ ও কর্ম্ম এই তিনটি তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। বাগিন্দ্রিয়যোগে নামের, চক্ষুরিন্দ্রিয়যোগে রূপের, দেহযোগে কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয় তাই

বাগিন্দ্রিয়যোগে তত্ত্বত্রয়ের প্রকাশ ও স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। সকলই সম্মূলক, এজন্য নামরূপাত্মক সকলকে সত্য এই আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে। কর্ম্ম—প্রাণ, এবং সেই প্রাণ হইতে সর্ব্ববিধ চেষ্টার উৎপত্তি। নামরূপ ইন্দ্রিয়গোচর, প্রাণ নামরূপ দ্বারা প্রচ্ছন্ন, যাহা প্রচ্ছন্ন তাহাই নিত্য, এজন্য প্রাণকে অমৃত বলা হইয়াছে। যাঁহাতে সমুদায় অন্তর্ভূত, তিনিই ব্রহ্ম, এ নিমিত্ত নামাদির মধ্যে যাহা যাহা অন্তর্ভাবক তাহাকে ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে। পঞ্চদশে (১৫) সকল প্রকার অবান্তর তত্ত্বের মূল তিনটি এই কথা বলা হইয়াছে। যিনি সকলকে অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান তিনি ব্রহ্ম। এ জন্যই অন্তর্ভাবক লক্ষণ অনুসরণ করিয়া উক্ত হইয়াছে "ইহাকে পরম ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহাতে তিন" (১২।১১)। ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি, প্রেরয়িতা পরাত্মা এ তিনের মধুব্রাহ্মণপ্রদর্শিত পন্থায় সর্ব্বান্তর্ভাবক ব্রহ্মে একত্ব। "এই বিবিধ ব্রহ্ম" এই কথা বলাতে ভোগ্যে ভোগ্যের, জীবে ভোগ্য ও জীবের, পরাত্মাতে ভোগ্য ও জীবের, সকলের ব্রহ্মেতে অন্তর্ভাবকতা কিরূপে হয় তত্ত্ববল্লীতে তাহা প্রকাশ পাইবে। ষোড়শে (১৬) স্বভাব ও কালাদি জগৎকারণ নয়, উহারা পরাত্মার ক্রিয়াশক্তি হইতে উদ্ভূত এইটি নির্ণয় করিয়া এবং অবান্তর তত্ত্বসকলের সংখ্যার অনিত্যত্ব বলিয়া সেরূপ প্রতীতি যে জীববুদ্ধিভেদে হয় ইহাই প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে। সেই একমাত্র পরব্রহ্মই কালাদির হেতু, তিনিই সকলকে নিয়োগ করেন, তাঁহার দ্বারাই সকলের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাঁহার ক্রিয়া-শক্তির সংহরণ করিয়া লইলে তিনি যে সকল হইতে বিশেষ এইটি উপলব্ধির বিষয় হয়, সংক্ষেপে এখানে এইগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইতি প্রকৃতিবল্লী অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দেবতাবল্লী।

১। সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ।

তান্ হ ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি।

অথ কবন্ধী কাত্যায়নউপেত্য পপ্রচ্ছ। ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি।

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি।

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্ব্বা এতৎ সর্ব্বং যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ।

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো যদূর্দ্ধং যদন্তরা দিশো যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে।

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।

সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ ॥ প্র, ১। ১—৮।

'ভারদ্বাজঃ' ভরদ্বাজস্যাপত্যং 'সুকেশা চ'; 'শৈব্যঃ' শিবেরপত্যং 'সত্যকামঃ চ'; 'সৌর্য্যায়ণী' সৌর্য্যায়ণিঃ সূর্য্যস্যাপত্যং 'গার্গ্যঃ' গর্গোৎপন্নঃ, 'আশ্বলায়নঃ' অশ্বলস্যাপত্যং 'কৌশল্যঃ'; 'ভার্গবঃ' ভৃগোরপত্যং 'বৈদর্ভিঃ' 'কাত্যায়নঃ' কতস্যাপত্যং 'কবন্ধী' 'তে হ এতে' 'ব্রহ্মপরাঃ' বেদপরায়ণাঃ 'ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ' বেদনিষ্ঠাঃ 'পরং ব্রহ্ম' অন্বেষমাণাঃ'—তদধিগমায় 'এষ হ বৈ' 'তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি ইতি' 'সমিৎপাণয়ঃ' 'ভগবন্তং পিপ্পলাদম্' 'উপসন্নাঃ' উপজগ্মুঃ।

'তান্' উপসন্নান্ 'হ' 'ঋষিঃ' পিপ্পলাদঃ 'উবাচ'—'ভূয়ঃ এব' পুনরেব 'তপসা' 'ব্রহ্মচর্য্যেণ' 'শ্রদ্ধয়া' 'সংবৎসরং' সংবৎসরকালং 'সংবৎস্যথ' সম্যগ্ গুরুশুশ্রূষাপরাঃ সন্তঃ বৎস্যথ। 'যথাকামং' যো যস্য কামঃ তমনতিক্রম্য 'প্রশ্নান্' 'পৃচ্ছথ' 'যদি বিজ্ঞাস্যামঃ 'সর্ব্বং হ' 'বঃ' যুষ্মভ্যং 'বক্ষ্যামঃ' 'ইতি'।

'অথ' অনন্তরং 'কাত্যায়নঃ' 'কবন্ধী' 'উপেত্য' 'পপ্রচ্ছ'।—'ভগবন্' 'ইমাঃ প্রজাঃ' 'কুতঃ হ বৈ' 'প্রজায়ন্তে' 'ইতি'।

'স' পিপ্পলাদঃ 'তস্মৈ' পৃষ্টবতে 'হ' 'উবাচ'—'স' 'বৈ' 'প্রজাপতিঃ' প্রজাকামঃ 'তপঃ' 'অতপ্যত' 'স তপঃ তপ্ত্বা' 'স' 'রয়িং চ প্রাণং চ' 'ইতি' 'মিথুনম্' 'উৎপাদয়তে' উৎপাদিতবান্। কথম্? 'এতৌ' 'মে' 'বহুধা প্রজাঃ' 'করিষ্যতঃ' 'ইতি'।

কে তে? 'প্রাণঃ' 'হ বৈ' 'আদিত্য' 'রয়িঃ এব' 'চন্দ্রমাঃ'। 'এতৎ সর্ব্বং যৎ মূর্ত্তং চ অমূর্ত্তং চ' তৎ 'বৈ' 'রয়িঃ' অন্নম্। 'তস্মাৎ মূর্ত্তিঃ এব রয়িঃ'। 'অথ' 'আদিত্যঃ' 'উদয়ন্' উদ্গচ্ছন্ 'যৎ প্রাচীং' দিশং প্রবিশতি' 'তেন' 'প্রাচ্যান্' তদ্দিগ্‌গতান্ 'প্রাণান্' প্রাণিনঃ 'রশ্মিষু' স্বকিরণেষু 'সন্নিধত্তে' আত্মভূতান্ করোতি। 'যৎ দক্ষিণাং' 'যৎ প্রতীচী' 'যৎ উদীচীং' 'যৎ অধঃ' 'যৎ ঊর্দ্ধং' 'যৎ অন্তরদিশঃ' কোণদিশঃ অবান্তরদিশঃ 'যৎ সর্ব্বং' অন্যৎ প্রবিশতি তৎ সর্ব্বং 'প্রকাশয়তি'। 'তেন' সর্ব্বান্' সর্ব্ব-দিক্‌স্থান্ 'প্রাণান্' প্রাণিনঃ স 'রশ্মিষু' 'সন্নিধত্তে' আত্মভূতান্ করোতি।

'স এষ' 'প্রাণঃ' আদিত্যরূপী 'বৈশ্বানরঃ' সর্ব্বাত্মা 'বিশ্বরূপঃ' বিশ্বানি রূপাণি যস্মিন্ 'অগ্নিঃ' অনলঃ—রাত্রৌ তস্মিন্ নিহিততেজস্ত্বাৎ—'উদয়তে'। 'তৎ এতৎ' বস্তু 'ঋচা' মন্ত্রেণ 'অভ্যুক্তম্'।

'সহস্ররশ্মিঃ' 'শতধা বর্ত্তমানঃ' 'প্রজানাং' 'প্রাণঃ' যঃ 'এষ' 'সূর্য্যঃ' 'উদেতি' তং 'বিশ্বরূপং' সর্ব্ব রূপং 'হরিণং' রশ্মিমন্তং 'জাতবেদসং' সঞ্জাতপ্রজ্ঞানং 'পরায়ণং' সর্ব্বপ্রাণাশ্রয়ং 'জ্যোতিরেকং' সর্ব্ব-প্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতম্ অদ্বিতীয়ং 'তপন্তং' তাপক্রিয়াং কুর্ব্বাণং বদন্তি।

ভরদ্বাজের অপত্য সুকেশা, শিবির অপত্য সত্যকাম, সূর্য্যের অপত্য গার্গ্য, অশ্বলের অপত্য কৌশল্য, ভৃগুর অপত্য বৈদর্ভি, কতের অপত্য কবন্ধী, ইঁহারা সকলেই বেদপরায়ণ, বেদনিষ্ঠ পরব্রহ্মের অন্বে-ষণে প্রবৃত্ত। ভগবান্ পিপ্পলাদ সে সকল বলিবেন, এই [মনে করিয়া] তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, পুনরায় তোমরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধায় সংবৎসর কাল বাস কর। তোমাদের যাহার যে অভিলাষ সেই

অভিলাষানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, যদি আমি জানি আমি সকলই তোমাদিগকে বলিব।

কতের অপত্য কবন্ধী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, এই প্রজা সকল কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করে ?

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপ করিলেন, তপ করিয়া তিনি প্রাণ ও রয়ি এই মিথুন উৎপাদন করিলেন। [এই জন্য উৎপাদন করিলেন যে] ইহারা আমার অনেক প্রজা করিবে।

প্রাণ—আদিত্য, রয়ি—চন্দ্রমা। এ সকল যাহা কিছু মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এ সকলই রয়ি [অন্ন]। সুতরাং মূর্ত্তিই রয়ি।

অনন্তর আদিত্য উদিত হইয়া যখন পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করেন তখন তদ্দারা পূর্ব্বদিকস্থ প্রাণিসমূহকে রশ্মিমধ্যে সম্যক্ প্রকারে নিহিত করিয়া লন। যখন তিনি দক্ষিণে, যখন তিনি পশ্চিমে, যখন তিনি উত্তরে, যখন তিনি অধোতে, যখন তিনি ঊর্দ্ধে, যখন তিনি অবান্তর দিক্ সকলেতে, যখন তিনি অপর সকলেতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সকলকে প্রকাশ করেন এবং তদ্দারা সকলদিকস্থ প্রাণিগণকে রশ্মিমধ্যে সম্যক্ প্রকারে নিহিত করিয়া লন।

সেই এই প্রাণ বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ অগ্নি হইয়া উদিত হয়েন। এ বিষয়টি ঋক্ মন্ত্রে [এইরূপ] উক্ত হইয়াছে :—

যিনি সহস্র রশ্মি, শতধা হইয়া বর্ত্তমান, যিনি প্রজাগণের প্রাণ, যিনি এই সূর্য্য হইয়া উদিত হন, তাঁহাকে বিশ্বরূপ, রশ্মিমান্, জাতপ্রজ্ঞ, সকলের আশ্রয়, একমাত্র জ্যোতি ও তপন [মন্ত্রবিদ্গণ] বলেন।

ভাব—বেদান্তে পৌরাণিক দেবগণের কোন উল্লেখ নাই, আদিত্যাদি বেদোক্ত দেবগণ ইহাতে দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। সেই সেই দেবতাতে ব্রহ্মদৃষ্টি, তাঁহাদিগের সহায়তা এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ এই অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে কোথাও ত্বং-পদে সম্বোধন করা হয় নাই। প্রাণাদিতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাবকত্ব গুণ দেখিয়া ত্বং-পদে স্তুতি—বৈদিক রীতির অনুসরণ ভিন্ন আর কিছু নহে। বেদ ও বেদান্ত এ উভয়ের একতায় পুরাণের অভ্যুদয়। এই পুরাণে ত্বং-পদে স্তুতির বাহুল্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে ত্বং-পদের প্রয়োগ আছে, উহা ব্রহ্মের লীলাময়ত্ব আশ্রয়-করিয়া, সর্ব্বাতীত ব্রহ্মে ত্বং-পদ-প্রয়োগ অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাতে ত্বং-পদের প্রয়োগ নাই।

আখ্যায়িকার কথারম্ভ করিয়া প্রথমে এখানে আদিত্য ও চন্দ্রকে দেবতারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২। অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ প্রপচ্ছ। ভগবন্, কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি।

তস্মৈ স হোবাচাকাশোহ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ।

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথাহহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি।

তেহশ্রদ্দধানা বভূবুঃ। সোহভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামত ইব তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব্বা এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঞ্চ তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুবন্তি।

এষোহগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবী রয়ির্দ্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ।

অরাইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজুংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ॥
প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণঃ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি॥

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি॥
ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ॥

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥
ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ ॥
যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥
প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥

প্র ২। ১—১৩।

'অথ' অনন্তরং 'হ' 'এনং' পিপ্পলাদং 'ভার্গবঃ বৈদর্ভিঃ' 'পপ্রচ্ছ' পৃষ্টবান্। হে 'ভগবন্' 'কতি এবদেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে', 'কতরঃ' 'এতৎ' শরীরং 'প্রকাশয়তে' 'কঃ পুনঃ এষাং' 'বরিষ্ঠঃ' শ্রেষ্ঠঃ 'ইতি'।

'তস্মৈ' বৈদর্ভয়ে 'স' পিপ্পলাদঃ 'উবাচ'—'আকাশঃ হ বা এষ দেবঃ'। ন কেবলম্ আকাশঃ কিন্তর্হি—'বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ, পৃথিবী'—পঞ্চভূতানি, 'বাক্ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ'। 'তে' দেবাঃ 'প্রকাশ্য' স্বসামর্থ্যমাবিষ্কৃত্য 'অভিবদন্তি' 'বয়ম্' 'এতৎ' 'বাণং' শরীরম্ 'অবষ্টভ্য' অশিথিলভাবেন অবরুদ্ধ্য 'বিধারয়াম'।

'তান্' দেবান্ 'বরিষ্ঠঃ' মুখ্যঃ 'প্রাণঃ' 'উবাচ' —'মা মোহম্ আপদ্যথ' বৃথাভিমানং মা কুরুত। 'অহম্ এব' 'এতৎ' বাগাদিরূপেণ 'পঞ্চধা' 'আত্মানং প্রবিভজ্য' 'এতৎ বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়ামি' 'ইতি'। 'তে' বাগাদয়ঃ 'অশ্রদ্দধানাঃ' অপ্রত্যয়বন্তঃ 'বভূবুঃ'। 'স' মুখ্যপ্রাণঃ 'অভিমানাৎ' 'ঊর্দ্ধম্' 'উৎক্রামতে ইব'। 'তস্মিন্ উৎক্রামতি' 'ইতরে সর্ব্বে' 'উৎক্রামন্তে' 'তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানে' 'সর্ব্বে এব প্রাতিষ্ঠন্তে'। 'তৎ' উৎক্রমণং প্রতিষ্ঠানং তথা 'যথা' 'উৎক্রামন্তং মধুকররাজানং প্রতি' 'সর্ব্বাঃ এব' 'মক্ষিকাঃ' 'উৎক্রামন্তে' 'তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বাঃ এব প্রাতিষ্ঠন্তে', 'এবং' তদ্দৃষ্টান্তানুসরণেন 'বাক্ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ' 'তে' 'প্রীতাঃ' শ্রদ্দধানাঃ 'প্রাণং' 'স্তুবন্তি'।

'এষ' প্রাণঃ 'অগ্নিঃ' সন্ 'তপতি', 'এষ' প্রাণঃ 'সূর্য্যঃ' 'এষ' প্রাণঃ 'পর্জ্জন্যঃ', 'এষ' প্রাণঃ 'মঘবান্' ইন্দ্রঃ 'এষ' প্রাণঃ 'বায়ুঃ'—তত্তৎকর্ম্ম নির্ব্বহতি। 'পৃথিবী' 'দেবঃ' 'রয়িঃ' 'যৎ' 'সৎ' মূর্ত্তম্ 'অসৎ' অমূর্ত্তম্ 'অমৃতং চ'—তৎ সর্ব্বম্ এষ প্রাণএব।

'রথনাভৌ' 'অরাঃ ইব' 'প্রাণে' 'ঋচঃ' 'যজূংষি' 'সামানি, 'যজ্ঞঃ ক্ষত্রং' সর্ব্বস্য পালয়িতৃ 'ব্রহ্ম চ' যজ্ঞাদিকর্ম্মকর্তৃ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

'ত্বম্ এব' 'প্রজাপতিঃ' 'গর্ভে' 'চরসি' 'প্রতিজায়সে' পিতুঃ মাতুঃ চ প্রতিরূপঃ সন্ জায়সে। 'যঃ' ত্বং 'প্রাণৈঃ' চক্ষুরাদিভিঃ 'প্রতিতিষ্ঠসি' হে 'প্রাণ', 'ইমাঃ' 'প্রজাঃ' 'তু' তস্মৈ 'তুভ্যং' 'বলিং' 'হরন্তি'।

ত্বং 'দেবানাং' 'বহ্নিতমঃ' শ্রেষ্ঠাগ্নিঃ 'অসি'; 'পিতৄণাং প্রথমা স্বধা'—নান্দীমুখশ্রাদ্ধে দীয়মানং প্রথমম্ অন্নম্; 'ঋষীণাম্' 'অথর্ব্বাঙ্গিরসাং' 'সত্যং' 'চরিতম্' 'অসি'।

হে 'প্রাণ' 'ত্বম্' 'ইন্দ্রঃ' 'ত্বং' 'তেজসা' 'পরিরক্ষিতা' পরিপালকঃ 'রুদ্রঃ' 'অসি', 'ত্বম্, অন্তরিক্ষে চরসি' 'ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ' 'সূর্য্যঃ'।

হে 'প্রাণ' 'যদা ত্বম্ অভিবর্ষসি' তদা 'ইমাঃ' 'তে' তব 'প্রজাঃ' 'কামায়' অভিলাষায় যথেষ্টমিতি যাবৎ 'অন্নং' 'ভবিষ্যতি' 'ইতি' 'আনন্দরূপাঃ সুখং প্রাপ্তা ইব 'তিষ্ঠন্তি'।

হে 'প্রাণ' 'ত্বং' 'ব্রাত্যঃ'—প্রথমজত্বাৎ সংস্কর্ত্তুরভাবাদসংস্কৃতঃ—স্বভাবতঃ শুদ্ধঃ 'এক ঋষিঃ'—অথর্ব্বণাং প্রসিদ্ধঃ একর্ষিনামা অগ্নিঃ 'বিশ্বস্য' 'অত্তা' ভোক্তা 'সৎপতিঃ'। 'বয়ম্' 'আদ্যস্য' অদনীয়স্য 'দাতারঃ', 'মাতরিশ্বনঃ' বায়োঃ 'ত্বং' 'পিতা'।

'যা' 'তে' তব 'তনূঃ' স্বরূপং 'সন্ততা' অবিচ্ছিন্না 'বাচি প্রতিষ্ঠিতা' 'যা শ্রোত্রে' 'যা চ চক্ষুষি' 'যা চ মনসি' 'তাং' তনুং 'শিবাং' মঙ্গলময়ীং শান্তাং 'কুরু' 'মা উৎক্রমীঃ' মা উৎক্রান্তো ভূঃ।

'ত্রিদিবে' তৃতীয়স্যাং দিবি 'যৎ' 'ইদং' 'প্রতিষ্ঠিতং' তৎ 'সর্ব্বং' 'প্রাণস্য' 'বশে'। হে 'প্রাণ' 'মাতা' ইব পুত্রান্' 'অস্মান্' ত্বং 'রক্ষস্ব' 'শ্রীঃ' শ্রিয়ঃ চ 'প্রজ্ঞাং চ' 'নঃ' অস্মভ্যঃ 'বিধেহি' বিধৎস্ব।

অনন্তর ভার্গব বৈদর্ভি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, কয় জন দেব প্রজাকে ধারণ করিয়া আছেন; কে এই শরীরকে প্রকাশ-করেন, কে আবার ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

তাঁহাকে তিনি বলিলেন, এই দেব আকাশ, অপিচ বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র। তাঁহারা আপনাদের সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমরাই এ শরীরকে অবরোধ করিয়া ধরিয়া আছি।

মুখ্যপ্রাণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, বৃথাভিমান করিও না। আমিই এই পঞ্চ আকারে আপনাকে বিভক্ত করিয়া এ শরীরকে অবরোধ করিয়া ধরিয়া আছি।

তাঁহারা [এ কথায়] শ্রদ্ধা করিলেন না। তিনি অভিমানে ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ করিতে গেলে তিনি যখন উৎক্রমণ করেন, আর সকলেই উৎক্রমণ-করে, তিনি স্থির থাকিলে সকলেই স্থির থাকে, মক্ষিকারাজ উৎক্রান্ত হইলে যেমন সকল মক্ষিকা উৎক্রমণ করে, তিনি স্থির থাকিলে সকলেই স্থির থাকে, ইহা তেমনি।

বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রাণকে স্তব করিতে লাগিল :—

ইনি অগ্নি হইয়া তাপ দেন, ইনিই সূর্য্য, ইনিই পর্জ্জন্য, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই বায়ু, ইনিই পৃথিবী, ইনিই দেব রয়ি (অন্ন)। যাহা কিছু মূর্ত্ত যাহা কিছু অমূর্ত্ত এবং অমৃত তাহা ইনিই।

রথনাভিতে যে প্রকার অরাসকল তেমনি ঋক্, যজু, সাম, যজ্ঞ, ব্রহ্ম সমুদায় প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

তুমি প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর, [পিতা মাতার] প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। যে তুমি প্রাণসমূহে প্রতিষ্ঠিত, তোমারই সন্নিধানে, হে প্রাণ, প্রজা সকল বলিবহন করে।

তুমি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বহ্নি, পিতৃগণমধ্যে প্রথম স্বধা, তুমি মহর্ষি অথর্ব্বাঙ্গিরসগণমধ্যে সত্য চরিত।

হে প্রাণ, তুমি ইন্দ্র, তুমি তেজোদ্বারা পরিপালক রুদ্র, তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিঃপতি সূর্য্য।

হে প্রাণ, তুমি যখন বর্ষণ-কর, তখন তোমার এই প্রজাগণ যথেষ্ট অন্ন হইবে এই ভাবিয়া আনন্দরূপ হইয়া স্থিতি করে।

হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি এক ঋষি, তুমি বিশ্বের ভোক্তা, তুমি সৎপতি। আমরা অদনীয় দ্রব্যের দাতা, তুমি বায়ুর পিতা।

তোমার যে তনু বাকে, যে তনু শ্রোত্রে, যে তনু চক্ষুতে, যে তনু মনে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকে তুমি মঙ্গলময়ী কর, উৎক্রমণ করিও না।

ত্রিদিবে এই যাহা প্রতিষ্ঠিত সে সকলই প্রাণের বশে। মাতা যেমন পুত্রগণকে তেমনি আমাদিগকে রক্ষা কর, শ্রী ও প্রজ্ঞা বিধান-কর।

ভাব—আকাশাদি পঞ্চভূত, বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র এ সকল দেহধারণে কারণ নহে, প্রাণই দেহধারণে কারণ। এক প্রাণই এই সকল আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন; উহারা প্রাণ হইতে এই জন্যই স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। এ সকল যে প্রাণশক্তির প্রকাশ তাহাতে কোন সংশয় নাই, কেন না অনুদ্ভিন্ন চক্ষুরাদি প্রাণশক্তির ক্রিয়াতেই উদ্ভিন্ন হইয়া থাকে। সকল প্রকার উপাদানের সংযোগ ও বিয়োগ এই প্রাণশক্তি দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং এ স্থলে প্রাণকেই দেবতারূপে গ্রহণ-করা হইয়াছে। প্রাণকে ব্রাত্য বলিবার অভিপ্রায় এই যে, প্রাণের শুদ্ধতা সংস্কারনিরপেক্ষ।

৩। অথ হৈনং কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুত-এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য

কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মমিতি।

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি। ব্রহ্মিষ্ঠোসীতি তস্মাত্তেহহং ব্রবীমি।

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে।

যথা সম্রাডেবাধি তান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে।

পায়ূপস্থে পানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি।

হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি।

অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্ণানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ।

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ। পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ।

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ। সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি।

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ। ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ।

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি॥

প্র ৩। ১—১২।

'অথ' অনন্তরং 'হ' 'এনং' পিপ্পলাদং 'আশ্বলায়নঃ' কৌশল্যঃ 'পপ্রচ্ছ' পৃষ্টবান্। 'হে' 'ভগবন্' 'এষ' 'প্রাণঃ' 'কুতঃ' 'জায়তে'? 'অস্মিন্ শরীরে' 'কথম্' 'আয়াতি'? 'আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে?' 'কেন' প্রবৃত্তিবিশেষেণ 'উৎক্রমতে' 'কথং' 'বাহ্যম্' 'অভিধত্তে' ধারয়তি 'কথম্ অধ্যাত্মং' ধারয়তি 'ইতি'।

'তস্মৈ' পৃষ্টবতে 'স' পিপ্পলাদঃ 'হ' 'উবাচ'—'অতিপ্রশ্নান্' বিষমপ্রশ্নান্—প্রাণস্য দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ—'পৃচ্ছসি'। 'ব্রহ্মিষ্ঠঃ' আদিষ্টঃ 'অসি ইতি' 'তস্মাৎ' 'তে' তুভ্যম্ 'অহং' 'ব্রবীমি'।

'আত্মনঃ' পরাত্মনঃ 'এষ প্রাণঃ' 'জায়তে'। 'যথা' 'পুরুষে' 'এষা ছায়া' তথা 'এতস্মিন্' পরাত্মনি 'এতৎ' প্রাণতত্ত্বম্ 'আততং' বিস্তৃতম্। 'মনোকৃতেন' মনঃকৃতেন সঙ্কল্পেন—পরাত্মেচ্ছয়া—'অস্মিন্ শরীরে 'আয়াতি'।

'সম্রাট্ এব' 'যথা' 'এতান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব' 'ইতি' 'অধিকৃতান্' অধিকারিপুরুষান্ 'বিনিযুঙ্‌ক্তে' 'এবম্ এব' 'এষ' পরাত্মনঃ উদ্ভূতঃ 'প্রাণঃ' 'ইতরান্' তদধীনান্ 'প্রাণান্' চক্ষুরাদীন্ 'পৃথক্ পৃথক্ এব' 'সন্নিধত্তে' নিযুঙ্‌ক্তে।

তেষাং স্থানানি নির্দ্দিশতি—'পায়ূপস্থে অপানং' 'মুখনাসিকাভ্যাং' বিচরন্ 'চক্ষুঃশ্রোত্রে' 'স্বয়ং' 'প্রাণঃ' 'মধ্যে তু সমানঃ' 'প্রাতিষ্ঠতে' প্রতিষ্ঠতে। 'এষ' সমানঃ 'হি' 'এতৎ' 'হুতং' ভুক্তম্ 'অন্নং' 'সমং নয়তি' দেহোপযোগিতাং প্রাপয়তি। 'তস্মাৎ' ভুক্তান্নেন্ধনাৎ অন্তরস্থাগ্নেঃ 'এতাঃ সপ্ত অর্চ্চিষঃ' 'ভবন্তি'।

'হৃদি' হৃদয়স্থানে 'হি এষ আত্মা'। 'অত্র' হৃদি 'এতৎ' 'নাড়ীনাম্' 'একশতম্' একোত্তরশতম্। 'তাসাম্' একোত্তরশতসংখ্যকপ্রধাননাড়ীনাম্ 'একৈকস্যাং' 'শতং শতং' শাখানাড্যঃ। 'প্রতিশাখানাড়ী' একৈকশাখানাড়ীং প্রতি 'দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ' 'সহস্রাণি' নাড্যঃ 'ভবন্তি'। 'আসু' নাড়ীষু 'ব্যানঃ' 'চরতি'।

'অথ' 'একয়া' প্রধাননাড্যা সুষুম্নাখ্যয়া 'ঊর্দ্ধঃ' ঊর্দ্ধগতঃ সন্ 'উদানঃ' 'পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, 'পাপেন' 'পাপং' লোকং 'উভাভ্যাং' পাপপুণ্যাভ্যাং 'মনুষ্যলোকং' নয়তি।

'আদিত্যঃ হ বৈ' 'বাহ্যঃ প্রাণঃ'। 'হি' যস্মাৎ 'এনং চাক্ষুষং প্রাণম্ অনুগৃহ্ণানঃ' 'এষ' আদিত্যঃ 'উদয়তি' উদেতি। 'পৃথিব্যাং যা দেবতা' অস্তি 'সা এষা' 'পুরুষস্য' জীবস্য 'অপানম্' 'অবষ্টভ্য' অশিথিলভাবেন অবরুধ্য অনুগৃহ্ণানঃ বর্ত্ততে। 'অন্তরা' মধ্যে 'যদাকাশঃ' যঃ আকাশঃ 'স সমানঃ' এতস্থিতঃ তমনুগৃহ্ণানঃ বর্ত্তমানঃ, যঃ 'বায়ুঃ' স 'ব্যানঃ' তদভিন্নঃ তমনুগৃহ্ণানঃ বিদ্যমানঃ।

'তেজো হ বৈ' বাহ্যং পুনর্যৎ তেজঃ স 'উদানঃ'। তদভিন্নং তদনুগৃহ্ণানং বিদ্যমানম্। 'তস্মাৎ' 'উপশান্ততেজাঃ' ভবতি মুমূর্ষুঃ। কথম্? 'মনসি' 'সম্পদ্যমানৈঃ' একীভাবাপন্নৈঃ 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' বাগাদিভিঃ 'পুনর্ভবং' পুনর্জন্ম প্রাপ্নোতীতিশেষঃ।

তদা 'যচ্চিত্তঃ' যাদৃক্‌সঙ্কল্পবান্ 'তেন' সঙ্কল্পেন 'এষ' জীবঃ 'প্রাণং' মুখ্যবৃত্তিম্ 'আয়াতি'। স 'প্রাণঃ' 'তেজসা' 'যুক্তঃ' সন্ 'আত্মনা' 'সহ' 'যথাসঙ্কল্পিতং লোকং' 'নয়তি'।

'যঃ' 'বিদ্বান্' 'এবং' 'প্রাণং' 'বেদ' 'ন হ অস্ত প্রজা হীয়তে' স 'অমৃতঃ' অমরণধর্ম্মা 'ভবতি'। 'তৎ' তদ্বিষয়ে 'এষ শ্লোকঃ'।

প্রাণস্ত 'উৎপত্তিং'—পরাত্মনঃ ইতি; 'আয়তিম' আগমনং—মনঃকৃতেন সঙ্কল্পবশাৎ; 'স্থানং' স্থিতিং—পায়ূপস্থাদিষু; 'বিভুত্বং'—সাম্যং সম্রাড়িব প্রাণবৃত্তিভেদানাং পঞ্চধা স্থাপনম্; 'অধ্যাত্মং'—বাহ্যমাদিত্যাদিরূপেণ অধ্যাত্মং চক্ষুরাদিরূপেণ অবস্থানং 'বিজ্ঞায়' জ্ঞাত্বা 'অমৃতম্' 'অশ্নুতে'। দ্বির্বচনং প্রশ্নপরিসমাপ্ত্যর্থম্।

অনন্তর আশ্বলায়ন কৌশল্য ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন্, প্রাণ কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করে? কিরূপে এই শরীরে আইসে? আপনাকে [পঞ্চধা] বিভক্ত করিয়া কেন স্থিতি করে? কি অবলম্বনে উৎক্রমণ করে? কিরূপে বাহ্য বিষয় ধারণ-করে? কিরূপে অধ্যাত্মবিষয় ধারণ-করে?

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, বিষম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ তাই তোমাকে বলিতেছি।

পরাত্মা হইতে প্রাণ জন্মগ্রহণ করে। পুরুষে যেমন ছায়া, পরাত্মাতে তেমনি এই প্রাণতত্ত্ব বিস্তৃত হইয়া আছে। মনের সঙ্কল্পে এ এই শরীরে আইসে।

সম্রাট্ যেমন অধিকারী পুরুষগণকে এই এই গ্রাম অধিকার করিয়া থাক এই বলিয়া নিয়োগ করিয়া থাকেন, তেমনি এই প্রাণ অন্যান্য প্রাণকে (চক্ষুরাদিকে) পৃথক্ পৃথক্ [কার্য্যে] নিয়োগ করেন।

অপান পায়ু এবং উপস্থে, মুখনাসিকায় বিচরণপূর্ব্বক স্বয়ং প্রাণ চক্ষু ও শ্রোত্রে, সমান মধ্যদেশে স্থিতি করে। এই সমান ভুক্ত অন্নকে সম অর্থাৎ দেহোপযোগী করিয়া লয় এবং তাহা হইতে সপ্তার্চ্চি হইয়া থাকে।

এই আত্মা হৃদয়ে [অবস্থিত]। হৃদয়ে একাধিকশতনাড়ী। সেই একাধিকাশত নাড়ীর এক একটীতে শত শত শাখা নাড়ী। প্রতিশাখা নাড়ীতে দ্বাসপ্ততি দ্বাসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে। এই সকল নাড়ীতে ব্যান বিচরণ করে।

একটী নাড়ী (সুষুম্না) দিয়া ঊর্দ্ধগত হইয়া উদান পুণ্যে পুণ্যলোকে পাপে পাপ লোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়ে মনুষ্যলোকে লইয়া যায়।

আদিত্য বাহ্য প্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই চাক্ষুষ প্রাণকে আপ্যায়িত

করিয়া ইনি উদিত হন। পৃথিবীতে যে দেবতা [অধিষ্ঠিত] তিনি পুরুষের অপানকে অশিথিল ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া [অবস্থিত]। [সূর্য্য ও পৃথিবীর] মধ্যদেশে যে আকাশ সেই আকাশ সমান এবং সেই মধ্য-দেশে যে বায়ু সেই বায়ু ব্যান।

বাহ্যে অনুভূত যে (আগ্নেয়) তেজ সেই তেজ উদান, তাই [মুমূর্ষু] তেজঃশূন্য হয়। [তেজঃশূন্য হইয়া] মনে ইন্দ্রিয়গুলি একীভূত হইয়া পুনর্জন্ম হয়।

[সে সময়ে] চিত্ত যেরূপ [অবস্থাপন্ন] সেইরূপে জীব প্রাণকে আশ্রয়-করে। প্রাণ তেজোযুক্ত হইয়া [আলিঙ্গিতা] আত্মা সহ জীবকে যথাসঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যায়।

যে বিদ্বান্ প্রাণকে এইরূপ জানেন, তাঁহার প্রজাক্ষয় হয় না, তিনি অমৃত হয়েন। এতদর্থে এই শ্লোক।

প্রাণের উৎপত্তি, আয়তি, স্থান, পঞ্চপ্রকার বিভুত্ব ও অধ্যাত্মত্ব জানিয়া [জীব] অমৃতত্বলাভ করে।

ভাব—ইতঃপূর্ব্ব প্রাণের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল, তাহা হইতেই এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদয়। আত্মা অজ না উহার জন্ম আছে? আত্মার জন্ম আছে কিন্তু সে জন্ম প্রাণতত্ত্ব-রূপে পরাত্মাতে যে পূর্ব্ব হইতে উহার স্থিতি ছিল, তাহারই প্রকাশ। শরীরের সঙ্গে প্রাণের যোগ পরাত্মার ইচ্ছাধীন। শরীরে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত করে, এবং জীবের লোকলোকান্তর গতি এই প্রাণযোগেই নিষ্পন্ন হয়। শরীরস্থ প্রাণ বহিঃস্থ প্রাণশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সর্ব্ববিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। শরীরের উষ্মা যখন অপগত হয়, তখন মৃত্যু হইয়া থাকে। এই উষ্মা সেই প্রাণেরই প্রকাশমাত্র এবং উহাই তেজ। প্রাণ দেহযুক্ত হইয়া যখন পুনরায় ক্রিয়া প্রকাশ করে, তখন সেই তেজোযুক্ত হইয়াই উহা করে। প্রাণেরই দেহ হইতে নিষ্ক্রামণ হইয়া থাকে, এবং নিষ্ক্রমণের সঙ্গে পরাত্মালিঙ্গিত জীব নিষ্ক্রমণ করে। পরাত্মার আগমন বা নিষ্ক্রমণ নাই, প্রাণের আগমন ও নিষ্ক্রমণই তাঁহাতে আরোপিত হয়।

প্রাণের (১) পরাত্মা হইতে উৎপত্তি, (২) পরাত্মার ইচ্ছায় দেহে আগমন (৩) পায়ু প্রভৃতিতে স্থিতি (৪) বিভুত্ব অর্থাৎ এক হইয়া পঞ্চ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন এবং অধ্যাত্ম অর্থাৎ বাহ্যে যেমন আদিত্যাদিরূপে তেমনি দেহে চক্ষুরাদিরূপে প্রকাশ।

৪। দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি।

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ।

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতং চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা।

অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ঞ্চাদর্শনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্।

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেত-

অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্।

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরা ঋত্বা বিধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেত।

এবং যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব স বিধ্বংসতে য এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাসতি স এষোঽশ্মাখণঃ।

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষ তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি। এতমু এবান্ততোঽবিত্ত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি।

তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তে। অঙ্গানাং যদ্রসঃ।

তেন তং হ বৃহস্পতিরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ।

তেন তং হায়াস্যমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবায়াস্যং মন্যন্ত আস্যাদ্যদয়তে।

তেন তংহ হ বকোদাল্ভ্যো বিদাংচকার। স হ নৈমিষীয়াণা-মুদ্গাতা বভুব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি।

আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথ-মুপাস্ত ইত্যধ্যাত্মম্। ছা, ১।৩।২।১—১২।

'হ বৈ'—ঐতিহ্যে। 'দেবাসুরাঃ' দেবাঃ চ অসুরাঃ চ। 'সংযেতিরে' সংগ্রামং কৃতবন্তঃ 'তৎ' তত্র 'হ' 'উভয়ে' 'প্রজাপত্যাঃ' প্রজাপতেঃ অপত্যানি সন্তঃ 'দেবাঃ' 'উদ্গীথম্' 'আজহ্রুঃ' আহৃতবন্তঃ। কথম্? 'অনেন' উদ্গীথেন উদ্গাতৃকর্ম্মণা 'এনান্' অসুরান্ 'অভিভবিষ্যামঃ' পর্য্যাজেষ্যামহে 'ইতি'।

'তে' দেবাঃ 'হ' 'নাসিক্যং প্রাণম্' উদ্গীথকর্ত্তারম্ 'উদ্গাথং' তদ্রূপেণ 'উপাসাঞ্চক্রিরে'। 'তং' নাসিক্যং প্রাণং 'হ' 'অসুরাঃ' 'পাপ্মনা' 'বিবিধুঃ' বিদ্ধবন্তঃ। 'হি' যস্মাৎ 'এষ' 'পাপ্মনা' বিদ্ধঃ, 'তস্মাৎ' 'তেন' নাসিক্যপ্রাণেন 'উভয়ং' 'সুরভি চ দুর্গন্ধি চ' 'জিঘ্রতি' জনঃ।

'অথ' অনন্তরং দেবাঃ 'হ' 'বাচম্' উদ্গীথম্ 'উপাসাঞ্চক্রিরে'। 'অসুরাঃ' 'তাং' 'হ' 'পাপ্মনা' 'বিবিধুঃ' 'হি' যস্মাৎ 'পাপ্মনা' 'এষা' বাক্ 'বিদ্ধাঃ' 'তস্মাৎ' 'তয়া' বাচা 'উভয়ং' 'সত্যং চ অনৃতং চ 'বদতি'।

'অথ' অনন্তরং দেবাঃ 'হ' 'চক্ষুঃ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে' 'তৎ' চক্ষুঃ 'হ' 'অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ'। 'হি' যস্মাৎ 'পাপ্মনা' 'এতৎ' চক্ষুঃ 'বিদ্ধং' 'তস্মাৎ' 'তেন' চক্ষুষা 'উভয়ং' 'দর্শনীয়ং চ অদর্শনীয়ং চ' 'পশ্যতি'।

'অথ' অনন্তরং দেবাঃ 'হ' 'শ্রোত্রম্ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে'। 'অসুরাঃ' 'তৎ' শ্রোত্রং 'হ' পাপ্মনা, 'বিবিধুঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এতৎ' শ্রোত্রং 'পাপ্মনা' 'বিদ্ধং' 'তস্মাৎ' 'তেন' শ্রোত্রেণ 'উভয়ং' 'শ্রবণীয়ং চ অশ্রবণীয়ং চ' 'শৃণোতি'।

'অথ' অনন্তরং দেবাঃ 'হ' 'মনঃ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে'। 'অসুরাঃ' 'তৎ মনঃ 'পাপ্মনা' 'বিবিধুঃ'। 'হি' যস্মাং 'এতৎ' মনঃ 'পাপ্মনা' 'বিদ্ধম্' 'তস্মাৎ' 'তেন' মনসা 'উভয়ং' 'সঙ্কল্পনীয়ং চ অসঙ্কল্পনীয়ং চ' 'সঙ্কল্পয়তে'।

'অথ' অনন্তরং দেবাঃ 'যঃ এব অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ' 'তম্' উদ্গীথম্ 'উপাসাঞ্চক্রিরে'। 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'হ' 'অসুরাঃ' 'ঋত্বা' প্রাপ্য 'যথা' 'আখণং' খনিতুমশক্যম্ 'অশ্মানং' প্রস্তরং 'ঋত্বা' প্রাপ্য, 'বিধ্বংসেত' বিদীর্য্যেত, তথা 'বিধ্বংসুঃ' ধ্বংসং প্রাপ্তবন্তঃ।

'প্রাণঃ 'এবম্' অসুরৈরধর্ষিতত্বাৎ বিশুদ্ধঃ। 'যঃ' 'এবংবিদি' যথোক্তপ্রাণবিদি. 'পাপং' 'কাময়তে' 'যঃ চ' 'এনং' প্রাণবিদম্ 'অভিদাসতি' হিনস্তি, 'স' 'যথা' 'আখণম্' 'অশ্মানম্' 'ঋত্বা' 'বিধ্বংসতে' 'এবং হ এব' 'বিধ্বংসতে'। 'স এষ' প্রাণবিৎ 'আখণঃ' 'অশ্মা'—স ইব অধর্ষণীয়ঃ।

'এতেন' মুখ্যপ্রাণেন 'ন এব' 'সুরভি' 'ন দুর্গন্ধি' 'বিজানাতি' 'হি' যস্মাৎ 'এষ অপহতপাপ্মা' পাপ্মনা ন বিদ্ধঃ। 'তেন' মুখ্যপ্রাণেন 'যৎ অশ্নাতি' 'যৎ পিবতি' লোকঃ 'তেন' অশিতেন পীতেন 'ইতরান্' প্রাণান্ 'অবতি' পালয়তি। 'অন্ততঃ' মরণকালে 'এতং' মুখ্যপ্রাণম্ 'উ এব' 'অবিত্বা' অপ্রাপ্য 'উৎক্রামতি' 'অন্ততঃ' মরণকালে 'ব্যাদদাতি' আস্যবিদারণং করোতি 'এব' 'ইতি' হেতোঃ।

'অঙ্গিরাঃ' 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'উপাসাংচক্রে', 'যৎ' যস্মাৎ 'অঙ্গানাং' 'রসঃ' সারঃ ধারয়িতা তস্মাৎ 'এতং' মুখ্যপ্রাণম্ 'উএব' 'আঙ্গিরসং' 'মন্যন্তে' তত্ত্ববিদঃ।

'বৃহস্পতিঃ' 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'হ' 'উদগীথম্' 'উপাসাংচক্রে'। 'হি' যস্মাৎ 'বৃহতী' 'বাক্' 'তস্যাঃ এষ পতিঃ, 'তেন' হেতুনা 'এতং' মুখ্যপ্রাণম্ 'উ এব' 'বৃহস্পতিং' 'মন্যন্তে' তত্ত্ববিদঃ।

'আয়াস্যঃ' 'তং' মুখ্যপ্রাণম্ 'হ' 'উদগীথম্' 'উপাসাংচক্রে'। 'যৎ' যস্মাৎ 'আস্যাৎ' 'অয়তে' নির্গচ্ছতি 'তেন' হেতুনা 'এতং' মুখ্যপ্রাণম্ 'উ এব' আয়াস্যং 'মন্যন্তে' তত্ত্ববিদঃ।

'তেন' হেতুনা 'দাল্ভ্যঃ' দল্ভস্যাপত্যং 'বকঃ' 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'হ' 'বিদাংচকার'। 'স হ' 'নৈমিষীয়াণাং' সত্রিণাম্ 'উদগাতা' 'বভূব'। 'স হ' 'এভ্যঃ' নৈমিষেয়েভ্যঃ 'কামান্' 'আগায়তি' 'স্ম'।

'যঃ' 'এতৎ' 'এবং বিদ্বান্' 'অক্ষরম্ উদগীথম্' 'উপাস্তে' স 'কামানাং' 'আগাতা হ বৈ' 'ভবতি'। 'ইতি অধ্যাত্মম্'।

দেব এবং অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য। তাঁহারা যে নিমিত্ত [পরস্পর] সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেই [একে অপরের বিষয়াপহরণের] নিমিত্তই দেবগণ উদ্গাতৃকর্ম্ম দ্বারা অসুরগণকে পরাজয়করিবার অভিপ্রায়ে উদ্গীথকে আহরণ-করিলেন।

তাঁহারা নাসিকাস্থ প্রাণকে উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করিলেন। অসুরগণ সেই নাসিকাস্থ প্রাণকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা সুরভি ও দুর্গন্ধি উভয়ই [লোকে] ঘ্রাণ পায়।

অনন্তর তাঁহারা বাক্‌কে উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করিলেন। অসুরগণ সেই বাক্‌কে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা সত্য ও মিথ্যা উভয়ই [লোকে] বলে।

অনন্তর তাঁহারা চক্ষুকে উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করিলেম। অসুরগণ সেই চক্ষুকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয়ই [লোকে] দেখে।

অনন্তর তাঁহারা শ্রোত্রকে উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করিলেন। অসুরগণ সেই শ্রোত্রকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল, তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা শ্রবণীয় ও অশ্রবণীয় উভয়ই লোকে শ্রবণ করে।

অনন্তর তাঁহারা মনকে উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করিলেন। অসুরগণ সেই মনকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা সঙ্কল্পনীয় ও অসঙ্কল্পনীয় উভয়ই (লোকে) সঙ্কল্প করে।

অনন্তর যিনি মুখ্যপ্রাণ তাঁহাকে উদ্গীথ করিয়া দেবগণ উপাসনা

করিলেন। যাহাকে খনন করিতে পারা যায় না এরূপ প্রস্তরে লাগিয়া [লোষ্ট্র] যে প্রকার ধ্বংস হইয়া যায়, তেমনি অসুরগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গিয়া ধ্বংস হইল।

মুখ্যপ্রাণ এইরূপ। যিনি মুখ্যপ্রাণকে এইরূপ জানেন তৎপ্রতি যে ব্যক্তি পাপকামনা-করে বা তাঁহাকে হিংসা করে, খনন করিতে পারা যায় না ঈদৃশ প্রস্তরে লাগিয়া [লোষ্ট্র] যেমন ধ্বংস হইয়া যায়, সে ব্যক্তি সেইরূপ ধ্বংস হয়। এই সেই প্রাণবিৎ খননাশক্য প্রস্তর।

এই মুখ্যপ্রাণের দ্বারা [লোকে] সুরভিও জানে না, দুর্গন্ধিও জানে না; কেন না ইনি পাপ দ্বারা বিদ্ধ নহেন। সেই মুখ্যপ্রাণ দ্বারা [লোকে] যাহা ভোজন-করে, যাহা পান-করে, সেই পান ও ভোজন দ্বারা অন্যান্য প্রাণকে পালন-করে। মরণকালে এই মুখ্যপ্রাণকে না পাইয়া [অন্য প্রাণগুলি] উৎক্রমণ-করে এবং [অন্নাভাবে] মুখব্যাদান করে।

আঙ্গিরা সেই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতুক অঙ্গসকলের সার, তাই [তত্ত্ববিদ্গণ] এই মুখ্য প্রাণকে আঙ্গিরস মনে করেন।

বৃহস্পতি সেই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু বৃহতী বাক্, ইনি তাহার পতি, তাই [তত্ত্ববিদ্গণ] এই মুখ্যপ্রাণকে বৃহস্পতি মনে করেন।

আয়াস্য সেই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, যেহেতুক আস্য হইতে ইনি নির্গত হন, তাই তত্ত্ববিদ্গণ এই মুখ্যপ্রাণকে আয়াস্য মনে করেন।

সেই জন্য দল্ভের তনয় বক সেই মুখ্যপ্রাণকে অবগত হইয়াছিলেন; নৈমিষীয়গণের উদ্গাতা হইয়াছিলেন; এবং তিনি তাঁহাদিগের অভিলষণীয় বিষয় [প্রাপ্তির নিমিত্ত] গান করিয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি এইটি জানিয়া অক্ষরকে উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করেন, তিনি নিশ্চিত অভিলষিত বিষয়সকলের প্রাপক হন। এটি অধ্যাত্ম।

ভাব—আদিজীব (৮।১১) অভিব্যক্ত হইয়াই আপনার পাপ দহন-করিয়াছিলেন, এবং পাপদহন করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন। যে কোন ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠত্বলাভ

ক্ষরিতে হইবে, আদিজীবের ন্যায় তাঁহাকে পাপদহন করিতে হইবে। আদিজীবে পাপ কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্নের উত্তর এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমুদায়ের উৎপত্তি এবং সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল লইয়া প্রজাপতি। ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা আছে, সেই প্রতিযোগিতা হইতেই ভাল ও মন্দের অভ্যুদয় হয়। কোন এক ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রতি অত্যাসক্তিবশতঃ যে অপকর্ষ হয়, সেই অপকর্ষ অজ্ঞানতানিবন্ধন ঘটে বলিয়া অপকর্ষপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি অসুর। তেমনি সংযমাধীন ইন্দ্রিয়বৃত্তির উৎকর্ষ সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দেবভাবাপন্ন করে বলিয়া দেব। প্রতিজীবে এই দেবাসুরের সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "দ্যোতনার্থক দিব ধাতু হইতে দেব। দেবগণ—শাস্ত্র দ্বারা উদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ। অসুরগণ ইহাদের বিপরীত। অসু অর্থাৎ চারিদিকে প্রসৃত বিষয়ঘটিত প্রাণক্রিয়াসমূহে র অর্থাৎ রমণ করে এ নিমিত্ত অসুর। অসুর—স্বাভাবিক অজ্ঞানাত্মক ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল।" ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই তত্ত্ব প্রকাশ পায় যে, ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিকবৃত্তিতে পশুর ন্যায় বিষয়ানুরত হইয়া চলে, সুতরাং উহারা জীবকে অজ্ঞানাবৃত করিয়া ফেলে তাহার তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়গণ যখন শাস্ত্রানুশাসনের অনুগত হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতার অনুবর্ত্তন করে, তখন উহারা ঘ্রাণে পুণ্যগন্ধ, বাক্যে সত্য, চক্ষুতে দর্শনীয়, শ্রোত্রে শ্রবণীয়, মনে সঙ্কল্পনীয় বিষয় গ্রহণ-করে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, ইহারা স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও অবিকৃত; অজ্ঞানতা দ্বারা সংস্পৃষ্ট জীব উহাদিগকে অবিশুদ্ধ ও বিকৃত ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। সত্য ও মিথ্যা, দর্শনীয় ও অদর্শনীয় ইত্যাদি স্থলে জ্ঞান ও অজ্ঞানতার ক্রিয়াবিষয়ে কাহারও ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, এক সুরভি ও দুর্গন্ধি স্থলে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, কেন না কেবল চিত্তের দোষ নহে, প্রকৃতিমধ্যে স্বভাবতই কতকগুলি বস্তু সুগন্ধ ও কতকগুলি বস্তু দুর্গন্ধ আছে। সুগন্ধ বস্তুগুলির স্বাস্থ্যপ্রদত্ত এবং দুর্গন্ধ বস্তুগুলির অস্বাস্থ্যপ্রদত্ত গন্ধ দ্বারা অবগত হইয়া জীব সাবধান হইবে, এজন্য যখন গন্ধের তারতম্য স্বভাবতঃ আছে, তখন এই সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি অসুরকৃত কি প্রকারে বলিতে পারা যায়? এই সংশয়নিরসনের জন্য স্বয়ং শ্রুতি সত্য ও মিথ্যাদির বিষয়ে কিছু না বলিয়া সুরভি ও দুর্গন্ধি এই দুইটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এই মুখ্যপ্রাণের দ্বারা [লোকে] সুরভিও জানে না দুর্গন্ধিও জানে না, কেন না ইনি পাপ দ্বারা বিদ্ধ নহেন।" এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে প্রকৃতিগত গন্ধের তারতম্য পাপজনিত নহে। পুণ্যজনিত সুরভি ও পাপজনিত দুর্গন্ধি ইহা সম্যক্ আধ্যাত্মিক। সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিয়াছেন "পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা সুরভি ও দুর্গন্ধি উভই [লোকে] ঘ্রাণ পায়।"

"পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল" এখানে যে পাপের উল্লেখ আছে, এ পাপ কোথা হইতে আসিল? উপনিষদের ভাষায় ইহার উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, প্রজাপতি হইতে।

কেন না এ অধ্যায়ের অষ্টম প্রবচনসমষ্টিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাই প্রতীত হয়। আর ইহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে আদিজীব পাপদহন করিলেন এ কথার কোন অর্থ থাকে না। প্রজাপতিতে যাহার সম্ভাবনা ছিল না, প্রজাগণে তাহা কখন সংক্রামিত হইতে পারে না, এই যুক্তিতে উপনিষৎ প্রজাপতিতেই সর্ব্ববিধ পাপের সম্ভাবনা আরোপিত করিয়াছেন। জীবে পাপের সম্ভাবনা অতি প্রথম হইতে আছে, পরব্রহ্মই কেবল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, উপনিষদুক্ত জীবব্রহ্মের এ প্রভেদ কখন বিস্মৃত হওয়া সমুচিত নহে। আদিজীব বা প্রজাপতি যত দিন পরব্রহ্ম সহ অবিভক্ত ভাবে স্থিতি করিতেছিলেন, তত দিন তাঁহাতে পাপ ছিল না, যখনই তিনি অন্তঃকরণাদি সহ সংযুক্ত হইয়া বিভক্ত হইলেন তখনই পাপের সম্ভাবনা তাঁহাতে উপস্থিত হইল। ইহাতে এই দেখায় যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের প্রাকৃতিক গুণের অধীনতাই পাপের কারণ (২৩৫পৃ)।

৫। অথ হৈনং যজমান উবাচ ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষানীত্যুষস্তিরস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ।

স হোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈষিষং ভগবতো বা অহমবিত্ত্যান্যানবৃষি।

ভগবাংস্ত্বেব মে সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি তথেত্যথ তর্হ্যেত এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা ইতি তথেতি স যজমান উবাচ।

অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

প্রাণ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি।

অথ হৈনমুদ্গাতোপসসাদোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

আদিত্য ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ

সন্তং গায়ন্তি সৈষা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদগাস্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি।

অথ হৈনং প্রতিহর্ত্তোপসসাদ প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

অন্নমিতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি। ছা, ১।৩।১১।১—৯।

'অথ' অনন্তরং 'হ' 'এনম্' উষস্তিং 'যজমানঃ' রাজা 'উবাচ'—'অহং' 'ভগবন্তং' 'বৈ' 'বিবিদিষাণি' জ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি 'ইতি'। স উষস্তিঃ 'উবাচ' 'উষস্তিঃ' 'চাক্রায়ণঃ' 'অস্মি' 'ইতি'।

'স' রাজা 'হ' 'উবাচ'—'এভিঃ সর্ব্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ' 'ভগবন্তং বৈ' 'পর্য্যৈষিষম্' অন্বিষ্টবান্ অস্মি। 'ভগবতঃ বৈ' 'অবিত্ত্যা' অলাভেন 'অহম্' 'অন্যান্' 'অবৃষি' বৃতবান্ অস্মি।

'ভগবান্' 'এব' 'তু' 'মে' মম 'সর্ব্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ' অস্তু 'ইতি'। উষস্তিঃ—'তথা ইতি'। 'অথ তর্হি' 'এতে এব' ঋত্বিজঃ 'সমতিসৃষ্টাঃ' সম্যক্ প্রসন্নেন ময়া অনুজ্ঞাতাঃ 'স্তুবতাম্'। 'এভ্যঃ' 'যাবৎ তু' 'ধনং' ত্বং 'দদ্যাঃ' 'তাবৎ' ধনং 'মম' মহ্যং ত্বং 'দদ্যাঃ' 'ইতি'। 'স যজমানঃ' রাজা 'উবাচ'—'তথা ইতি'।

'অথ' 'হ' 'প্রস্তোতা' 'এনম্' 'উষস্তিম্' 'উপসসাদ' বিনয়েন উপজগাম। উষস্তিঃ—হে 'প্রস্তোতঃ' 'যা দেবতা' 'প্রস্তাবং' সাম্নঃ প্রথমভাগম্ 'অনু' 'আয়ত্তা' নির্দ্দিষ্টা 'তাং' 'চেৎ' 'অবিদ্বান্' অবিদিত্বা 'প্রস্তোষ্যসি' 'তে' তব 'মূর্দ্ধা' 'বিপতিষ্যতি' মহৎ অনিষ্টং ভবিষ্যতি 'ইতি'। প্রস্তোতা—'কতমা সা দেবতা ইতি'—'ভগবান্' 'মা' মাম্ 'অবোচৎ'।

এবং পৃষ্টঃ উষস্তিরাহ—'প্রাণঃ ইতি'। কথম্? 'সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি প্রাণম্ এব' 'অভিসংবিশন্তি' তস্মিন্ লীনানি ভবন্তি 'প্রাণম্' 'অভি' লক্ষ্যীকৃত্য 'উজ্জিহতে' উদ্গচ্ছন্তি জন্মকালে 'সা এষা দেবতা প্রস্তাবম্ অনু আয়ত্তা 'তাং চেৎ অবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যঃ' 'মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি' 'ময়া' 'উক্তস্য' 'তে' 'তব' 'তথা' 'মূর্দ্ধা' 'ব্যপতিষ্যৎ'।

'অথ' অনন্তরম্ 'উদ্গাতা' 'এনম্' 'উষস্তিম্ 'উপসসাদ' বিনয়েন উপজগাম। উষস্তিঃ—হে 'উদ্গাতঃ' 'যা দেবতা' 'উদ্গীথং' সাম্নো দ্বিতীয় ভাগম্ 'অনু' 'আয়ত্তা' 'তাং' চেৎ অবিদ্বান্ উদ্গাস্যসি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি'। উদ্গাতা—'কতমা সা দেবতা ইতি' 'ভগবান্' 'মা' মাম্ 'অবোচৎ'।

স 'হ উবাচ'—'আদিত্যঃ ইতি'। কথম্? 'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি' 'উচ্চৈঃ' উর্দ্ধং 'সন্তম্' 'আদিত্যং' 'গায়ন্তি' স্তুবন্তি। 'সা এষা দেবতা' উদ্গীথম্ অনু আয়ত্তা'। 'তাং চেৎ অবিদ্বান্ উদ্গাস্যঃ' মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি 'ময়া' 'উক্তস্য' 'তে' তব 'তথা' 'মূর্দ্ধা' 'ব্যপতিষ্যৎ।'

'অথ' অনন্তরং 'হ' 'প্রতিহর্ত্তা' 'এনম্' উষস্তিম্ 'উপসসাদ'। উষস্তিঃ—হে 'প্রতিহর্ত্তঃ', 'যা দেবতা' 'প্রতিহারম্' সাম্নঃ তৃতীয়ভাগম্ 'অনু' আয়ত্তা 'তাং চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি।' প্রতিহর্ত্তা—'কতমা সা দেবতা ইতি' 'ভগবান্' 'মা' মাম্ 'অবোচৎ'।

স 'হ উবাচ'—'অন্নম্ ইতি'। কথম্? 'সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি অন্নম্ এব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি, সা এষা দেবতা প্রতিহারম্ অনু আয়ত্তা'। 'তাং চেৎ অবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যঃ' "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যতীতি" 'মযা' 'উক্তস্য' 'তে' তব 'মূর্দ্ধা' 'তথা' ব্যপতিষ্যৎ। দ্বিরাবৃত্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা।

অনন্তর যজমান ইঁহাকে বলিলেন, ভগবান্ আপনি কে আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। তিনি বলিলেন, আমি চক্রের অপত্য উষস্তি।

তিনি [রাজা] বলিলেন, এই সকল ঋত্বিক্‌গণসহকারে আমি আপনাকে অন্বেষণ করিতেছিলাম। আমি ভগবান্‌কে না পাইয়াই অপরাপরকে বরণ করিয়াছি।

ভগবান্ আপনি অপরাপর ঋত্বিক্‌গণসহ ঋত্বিক্‌কর্ম্মের নিমিত্ত থাকুন। উষস্তি বলিলেন, আচ্ছা। তবে এই সকল ঋত্বিক্ আমাকর্ত্তৃক অনুমত হইয়া স্তব করুন। ইঁহাদিগকে আপনি যত ধন দিবেন, তত ধন আমায় দিতে হইবে। যজমান বলিলেন, আচ্ছা।

অনন্তর প্রস্তোতা ইঁহার নিকটে বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। উষস্তি বলিলেন, হে প্রস্তোতঃ, (সামগানের প্রথম ভাগ) প্রস্তাব (লক্ষ্য) করিয়া যে দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছেন, যদি তাঁহাকে না জানিয়া আপনি প্রস্তাব-করেন আপনার মস্তক নিপতিত হইবে। প্রস্তোতা বলিলেন, সে দেবতা কে? ভগবান্ আমায় বলুন।

উষস্তি বলিলেন, প্রাণ। কেন না এই সকল ভূত প্রাণে প্রবেশ করে আবার প্রাণ হইতে উত্থিত হয়। (সামগানের প্রথমভাগ) প্রস্তাবে এই দেবতা নির্দ্দিষ্ট। তাঁহাকে না জানিয়া আপনি যদি প্রস্তাব করিতেন, আমি যেমন বলিয়াছিলাম, তেমনি আপনার মস্তক নিপতিত হইত।

অনন্তর উদ্গাতা ইঁহার নিকটে বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। উষস্তি বলিলেন, হে উদ্গাতঃ, (সামগানের দ্বিতীয় ভাগ) উদ্গীথে যে দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছেন, যদি তাঁহাকে না জানিয়া আপনি গান করেন, আপনার মস্তক নিপতিত হইবে। উদ্গাতা বলিলেন, সে দেবতা কে? ভগবান্ আমায় বলুন।

উষস্তি বলিলেন, আদিত্য। আদিত্য যখন ঊর্দ্ধে থাকেন তখন এই সকল ভূত গান করে। (সামগানের দ্বিতীয় ভাগ) উদ্গীথে এই দেবতা নির্দ্দিষ্ট। ইঁহাকে না জানিয়া আপনি যদি গান করিতেন, আমি যেমন বলিয়াছিলাম, তেমনি আপনার মস্তক নিপতিত হইত।

অনন্তর প্রতিহর্ত্তা ইঁহার নিকটে বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। উষস্তি বলিলেন, হে প্রতিহর্ত্তঃ, (সামগানের তৃতীয় ভাগ) প্রতিহারে যে দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছেন, যদি তাঁহাকে না জানিয়া আপনি প্রতিহার করেন, আপনার মস্তক নিপতিত হইবে। প্রতিহর্ত্তা বলিলেন, সে দেবতা কে? ভগবান্ আমায় বলুন।

উষস্তি বলিলেন, অন্ন। এই সকল ভূত অন্ন প্রতিহরণ করিয়া জীবনধারণ করে। (সামগানের তৃতীয় ভাগ) প্রতিহারে এই দেবতা নির্দ্দিষ্ট, ইঁহাকে না জানিয়া আপনি যদি প্রতিহার করিতেন, আমি যেমন বলিয়াছিলাম তেমনি আপনার মস্তক নিপতিত হইত।

ভাব—ব্রহ্ম-লক্ষণ দর্শনে যে দেবতাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, সেই দেবতাকে বৈদিক দেবতারূপেও গ্রহণ করা হয়। যজ্ঞে ব্রহ্মদৃষ্টির প্রাধান্য বৈদান্তিক সমন্বয়ের বিশেষ লক্ষণ। যে আখ্যায়িকার সঙ্গে এ অংশ সংযুক্ত সে আখ্যায়িকা এই :—

মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়যোষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস। ১। স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তꣳহোবাচ নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইমে উপনিহিতা ইতি। ২। এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতꣳ স্যাদিতি হোবাচ। ৩। ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি। ৪। স হ খাদিত্বাঽতিশেষান্ জায়ায়া আজহার সাগ্র এব সুভিক্ষা বভূব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ। ৫। স প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাꣳ রাজাঽসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতেতি। ৬। তং জায়োবাচ হন্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি তান্ খাদিত্বাঽমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায়। ৭। তত্রোদ্গাতৄনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ, স হ প্রস্তোতারমুবাচ। ৮। প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। ৯। এবমেবোদ্গাতারমুবাচোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। ১০। এবমেব প্রতিহর্ত্তারমুবাচ প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি তে হ সমারতাস্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে। ১১। ছা, ১ ৩। ১০।

শিলাবৃষ্টিতে শস্যশূন্য কুরুপ্রদেশে হস্তিপ (মাহুত) গণের অধিষ্ঠিত গ্রামে অপ্রাপ্ত-যৌবনা জায়াসহ চক্রায়ণতনয় উষস্তি দুরবস্থ হইয়া বাস করিতেছিলেন।

এক জন হস্তিপ কুৎসিত মাষ (কুলত্থী) খাইতেছিল, তিনি তাহা উহার নিকটে

ভিক্ষা করিলেন। সেই হস্তিপ উষস্তিকে উত্তর দিল, এই যে কুৎসিত মাষ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা ছাড়া আর নাই।

উষস্তি বলিলেন, ঐ গুলিই আমাকে দাও। উষস্তিকে সে ঐ গুলি দিল। সেই হস্তিপ বলিল, আমার এই উচ্ছিষ্ট পানীয় ইহাওতো পান করিবে?

যদি না পান কর, তাহা হইলে এ সকল কুৎসিত মাষওতো উচ্ছিষ্ট। উষস্তি উত্তর দিলেন, এ গুলি না খাইলে বাঁচিব না, ইচ্ছামত আমি ক্ষুদ্র জলাশয় পাইব।

তিনি সেই কুৎসিত মাষ স্বয়ং ভোজন করিয়া অবশিষ্ট জায়ার সমীপে আনয়ন করিলেন। জায়া অগ্রে উহা পর্য্যাপ্ত ভোজন করিয়া রাখিয়া দিল।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া তিনি পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অদ্য যদি অল্প আহার পাই, অল্প কিছু ধনও পাইব, কেন না অনতিদূরবর্ত্তী নৃপতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তিনি অন্যান্য ঋত্বিক্গণের সঙ্গে আমাকেও ঋত্বিক্কর্ম্মে বরণ করিবেন।

পত্নী তাঁহাকে বলিলেন, অহো স্বামিন্, এইতো কুৎসিত মাষ আছে। সেই কুৎসিত মাষ খাইয়া তিনি সেই অনুষ্ঠিত যজ্ঞে গমন করিলেন।

সেখানে তিনি স্তোত্রোচ্চারণস্থলে যে সকল উদ্গাতা গান করিবেন তাঁহাদের সমীপে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রস্তোতাকে বলিলেন. হে প্রস্তোতা, যে দেবতা প্রস্তাবের বিষয় তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব কর, তোমার মস্তকপাত হইবে।

এইরূপে উদ্গাতাকে বলিলেন, হে উদ্গাতা, যে দেবতা উদ্গীথের বিষয় তাঁহাকে না জানিয়া যদি গান কর তোমার মস্তকপাত হইবে।

এইরূপ প্রতিহর্ত্তাকে বলিলেন, হে প্রতিহর্ত্তা, যে দেবতা প্রতিহারের বিষয় তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রতিহরণ কর, তোমার মস্তকপাত হইবে। তাঁহারা সকলে আরব্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন।

৬। তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ স যোঽস্য প্রাঙ্ সুষিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোঽন্নাদ্যমিত্যুপাসীত তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ।

অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানস্তচ্ছোত্রং স চন্দ্রমাস্তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি য এবং বেদ।

অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ সোঽপানঃ সা বাক্ সোঽগ্নিস্তদেতদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসমন্নাদ্যমিত্যুপাসীত ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদোভবতি য এবং বেদ।

অথ যোঽস্যোদঙ্ সুষিঃ স সমানস্তন্মনঃ স পর্জ্জন্যঃ তদেতৎ কীর্ত্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত কীর্ত্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ ভবতি য এবং বেদ।

অথ যোঽস্যোর্দ্ধঃ সুষিঃ স উদানঃ স আকাশস্তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীত ওজস্বী মহস্বান্ ভবতি য এবং বেদ।

তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ। স য এতানেব পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ। ছা, ৩। ৫। ১৩। ১—৬।

'তস্য হ বৈ এতস্য হৃদয়স্য' 'পঞ্চ' 'দেবসুষয়ঃ' দেবৈঃ রক্ষ্যমাণানি স্বর্গলোকপ্রাপ্তিদ্বারচ্ছিদ্রাণি। 'অস্য' হৃদয়স্য 'যঃ' 'প্রাঙ্ সুষিঃ' প্রাগ্গতং ছিদ্রং 'স প্রাণঃ' 'তৎ চক্ষুঃ' 'স আদিত্যঃ'। 'তৎ এতৎ' চক্ষুঃ আদিত্যস্বরূপেণ 'তেজোঽন্নাদ্যম্' 'ইতি' গুণাভ্যাম্ 'উপাসীত'। 'যঃ এবং বেদ' স 'তেজস্বী অন্নাদঃ ভবতি'।

'অথ' 'অস্য' হৃদয়স্য 'যঃ' 'দক্ষিণঃ সুষিঃ' 'স ব্যানঃ' 'তৎ শ্রোত্রম্' 'স চন্দ্রমাঃ'। 'তৎ এতৎ' শ্রোত্রং চন্দ্রমঃস্বরূপেণ 'শ্রীঃ চ যশঃ চ ইতি' গুণাভ্যাম্ 'উপাসীত'। 'যঃ এবং বেদ' স 'শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি'।

'অথ' 'অস্য' হৃদয়স্য 'যঃ প্রত্যঙ্ সুষিঃ' 'স অপানঃ' 'সা বাক্' 'স অগ্নিঃ' 'তৎ এতৎ' বাগিন্দ্রিয়ং অগ্নিস্বরূপেণ 'ব্রহ্মবর্চ্চসম্ অন্নাদ্যম্ ইতি' গুণাভ্যাম্ 'উপাসীত'। 'যঃ এবং বেদ' স 'ব্রহ্মবর্চ্চসী অন্নাদঃ ভবতি'।

'অথ' 'অস্য' হৃদয়স্য 'যঃ' 'উদঙ্ সুষিঃ' 'স সমানঃ' 'তৎ মনঃ' 'স পর্জ্জন্যঃ'। 'তৎ এতৎ' মনঃ পর্জ্জন্যস্বরূপেণ 'কীর্ত্তিশ্চ' 'ব্যুষ্টিঃ চ' দেহকান্তিঃ 'ইতি' গুণাভ্যাম্ 'উপাসীত'। 'যঃ এবং বেদ' স কীর্ত্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ ভবতি'।

'অথ' 'অস্য' হৃদয়স্য 'যঃ' 'ঊর্দ্ধঃ সুষিঃ' 'স উদানঃ' 'স বায়ুঃ' 'স আকাশঃ'। 'তৎ এতৎ' বায়ুতত্ত্বম্ আকাশস্বরূপেণ 'ওজঃ চ মহঃ চ' 'ইতি' গুণাভ্যাম্ 'উপাসীত'। 'যঃ এবং বেদ' স 'ওজস্বী মহস্বান্ ভবতি।

'তে বৈ এতে' পঞ্চ 'ব্রহ্মপুরুষাঃ' হার্দ্দস্য ব্রহ্মণঃ পুরুষাঃ 'স্বর্গস্য' হার্দ্দস্য 'লোকস্য' 'দ্বারপাঃ' দ্বারপালাঃ। 'স যঃ এতান্ এব পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ, অস্য কুলে বীরঃ পুত্রঃ জায়তে'। 'যঃ এতান্ এবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ' স 'স্বর্গলোকং' 'প্রতিপদ্যতে।'

সেই এই হৃদয়ের পাঁচটি দেবসুষি (রন্ধ্র)। ইহার যেটি প্রাগ্গত সুষি, সেটি প্রাণ, সেটি চক্ষু, সেটি আদিত্য। সেই এই (আদিত্য স্বরূপ) চক্ষুকে তেজ ও ব্রীহিযবাদিরূপে উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি তেজস্বী ও অন্নভোজী হন।

অনন্তর ইহার যেটি দক্ষিণ সুষি সেটি ব্যান, সেটি শ্রোত্র, সেটি

চন্দ্রমা। সেই এই (চন্দ্রস্বরূপ) শ্রোত্রকে শ্রী-ও-যশোরূপে উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন।

অনন্তর ইহার যেটি পশ্চিম সুষি, সেটি অপান, সেটি বাক্, সেটি অগ্নি। সেই এই (অগ্নিস্বরূপ) বাগিন্দ্রিয়কে ব্রহ্মতেজ ও ব্রীহিযবাদিরূপে উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি ব্রহ্মতেজস্বান্ ও অন্নভোজী হন।

অনন্তর ইহার যে উত্তর সুষি, সেটি সমান, সেটি মন, সেটি পর্জ্জন্য। সেই এই (পর্জ্জন্যস্বরূপ) মনকে কীর্ত্তি ও দেহকান্তিরূপে উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তিমান্ ও দেহকান্তিমান্ হন।

অনন্তর ইহার যে ঊর্দ্ধ সুষি, সেটি উদান, সেটি বায়ু, সেটি আকাশ। সেই এই (আকাশস্বরূপ) বায়ুকে বল-ও-তেজোরূপে উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন, তিনি বলবান্ ও তেজস্বান্ হন।

সেই তত্ত্ব পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষ, স্বর্গলোকের দ্বারপাল। যিনি এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া জানেন তাঁহার কুলে বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করে। যিনি এইরূপ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া জানেন তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন।

ভাব—চক্ষুরাদি স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া কেন উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা বোঝা কিছু কঠিন নহে। স্বয়ং ব্রহ্ম ইহাদিগকে দ্বারপাল করিয়া নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ইহাদিগকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র না করিলে কেহ যে স্বর্গে প্রবেশ করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল চক্ষুরাদিকে শুদ্ধ করিলে কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, চারিদিকের আকাশ চারিদিকের বায়ু যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে চক্ষুরাদি চিরশুদ্ধ থাকিতে পারে না, এ জন্য উপনিষৎ চারিদিকের আকাশকে এবং বায়ুমণ্ডলীকে উপাসনাযোগে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য চক্ষুরাদির সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন।

৭। যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণোবাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ।

যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি বাগ্বাব বসিষ্ঠা।

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা।

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দেবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ।

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবতি মনো হ বা আয়তনম্।

অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহং শ্রেয়ানস্ম্যহং শ্রেয়ানস্মীতি তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কোনঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি।

সা হ বাগুচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্।

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি যথান্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ।

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বধিরাঃ অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্।

মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ।

অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড্বীশশঙ্কূন্ সংখিদেদেবমিতরান্ সমখিদত্তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি।

অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীত্যথ হৈনং চক্ষুরুবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠাসীতি।

অথ হৈনৎ শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎ সম্পদসীত্যথ হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি।

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণোহ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি।

ছা, ৫। ৭। ১। ১—১৫। বৃহ, ৮। ১। ১—১৪।

'যো হ বৈ' 'জ্যেষ্ঠং চ' বয়সা প্রথমং 'শ্রেষ্ঠং চ' গুণৈরভ্যধিকং 'বেদ' স 'হবৈ' 'জ্যেষ্ঠঃ চ'। 'শ্রেষ্ঠঃ চ' 'ভবতি'। 'প্রাণঃ বাব' 'জ্যেষ্ঠঃ চ' গর্ব্ভে তৎক্রিয়ায়াঃ প্রথমত্বাৎ, 'শ্রেষ্ঠঃ চ'—ততোহন্যেষাং বৃত্তিলাভাচ্চ।

'যো হ বৈ' 'বসিষ্ঠাম্ আচ্ছাদয়িতৃতমাং 'বেদ' স 'হ' স্বানাং' জ্ঞাতীনাং 'বসিষ্ঠঃ'—আচ্ছাদয়িতৃতমঃ দোষাদ্যাবরণেন—'ভবতি'। 'বাক্ বাব' 'বসিষ্ঠা'—বাগ্মি তায়া দোষাদ্যাবরণকর্ম্মসাধিকাত্বাৎ।

'যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ' স 'হ' 'অস্মিন্ চ লোকে অমুষ্মিন্ চ লোকে' 'প্রতিষ্ঠতি' স্থিতিং লভতে। 'চক্ষুঃ বাব প্রতিষ্ঠা'—'চক্ষুষা হি পশ্যন্ সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি যস্মাৎ অতঃ'।

'যো হ বৈ সম্পদং বেদ' স 'হ' 'অস্মৈ' 'দেবাঃ চ মানুষাঃ চ' 'কামাশ্চ' 'সম্পদ্যন্তে'। 'শ্রোত্রং বাব সম্পৎ'—শ্রোত্রেণ বেদার্থবিজ্ঞানং ততঃ কর্ম্মণাভিলষিতলাভাৎ।

'যো হ বৈ আয়তনং বেদ' স 'হ' 'স্বানাং' জ্ঞাতীনাম্' আয়তনম্' আশ্রয়ঃ 'ভবতি' মনো হ বৈ আয়তনম্' তস্য বিষয়প্রত্যয়াশ্রয়ত্বাৎ।

'অথ' অনন্তরং 'প্রাণাঃ' এবং গুণবন্তঃ 'শ্রেয়সি' 'অহম্'—'অহং শ্রেয়ান্ অস্মি' 'অহং শ্রেয়ান্ অস্মি' ইতি ব্যূদিরে' নানাবিরুদ্ধম্ উক্তবন্তঃ।

'তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ এত্য উচুঃ—ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি'। 'তান্' প্রাণান্ 'হ' প্রজাপতিঃ 'উবাচ'—'বঃ' যুষ্মাকং মধ্যে 'যস্মিন্ উৎক্রান্তে 'শরীরং' পাপিষ্ঠতরম্' অস্পৃশ্যতরম্ 'ব' 'দৃশ্যতে' 'স' বঃ' যুষ্মাকং মধ্যে 'শ্রেষ্ঠঃ' 'ইতি'।

'সা হ বাক্' 'উচ্চক্রাম' উজ্জগাম' 'সা সংবৎসরং সংবৎসর কালং 'প্রোষ্য' অন্যত্র উষিত্বা স্বব্যাপারাৎ নিবৃত্য পর্য্যেত্য পুনরাগম্য 'উবাচ'—ইতরান্ প্রাণান্—'কথং' 'মৎ' 'ঋতে' বিনা জীবিতুম্ 'অশকত' 'যুযম্' 'ইতি'।

তে পুনঃ উচুঃ—'যথা' 'কলাঃ' মূকাঃ 'অবদন্তঃ' বাচম্ অনুদীরয়ন্তঃ 'প্রাণেন' 'প্রাণন্তি' 'চক্ষুষা' 'পশ্যন্তঃ' 'শ্রোত্রেণ' 'শৃণ্বন্তঃ' 'মনসা' 'ধ্যায়ন্তঃ' জীবিতুং শক্নুবন্তি 'এবম্ ইতি'। সা 'বাক্' 'হ' 'প্রবিবেশ' দেহম।

'চক্ষুঃ হ উচ্চক্রাম'। 'তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ'—'কথং' 'মৎ' 'ঋতে' 'জীবিতুম্ অশকত' 'ইতি'। তে পুনরূচুঃ—'যথা অন্ধাঃ অপশ্যন্তঃ' 'প্রাণেন' 'প্রাণন্তঃ' 'বাচা' 'বদন্তঃ' 'শ্রোত্রেণ' 'শৃণ্বন্তঃ' 'মনসা' 'ধ্যায়ন্তঃ' জীবিতুং শক্নুবন্তি 'এবম্ ইতি'। 'চক্ষুঃ' 'হ' 'প্রবিবেশ' দেহম্।

'শ্রোত্রং হ উচ্চক্রাম'। 'তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ'—'কথং' 'মৎ' 'ঋতে' 'জীবিতুম্' অশকত' 'ইতি'। তে পুনরূচুঃ—'যথা বধিরাঃ অশৃণ্বন্তঃ' 'প্রাণেন' 'প্রাণন্তঃ' 'বাচা' 'বদন্তঃ' 'চক্ষুষা' 'পশ্যন্তঃ' 'মনসা' ধ্যায়ন্তঃ' জীবিতুং শক্নুবন্তি 'এবম্ ইতি'। 'শ্রোত্রং' 'হ' 'প্রবিবেশ' দেহম্।

'মনো হ উচ্চক্রাম'। 'তৎসংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ'—'কথং' 'মৎ' 'ঋতে' 'জীবিতুম্

অপক্ত' 'ইতি'। তে পুনরূচুঃ—'যথা বালাঃ' 'অমনসঃ' অপ্ররূঢ়মনসঃ 'প্রাণেন' প্রাণন্তঃ 'বাচা' 'বদন্তঃ' 'চক্ষুষা' 'পশ্যন্তঃ' 'শ্রোত্রেণ' 'শৃণ্বন্তঃ' জীবিতুং শক্নুবন্তি' 'এবম্ ইতি'। 'মনঃ' 'হ' 'প্রবিবেশ' 'দেহম্।'

'অথ হ' 'প্রাণঃ' মুখ্যপ্রাণঃ' উচ্চক্রমিষ্যন্' উৎক্রান্তমিচ্ছন্—'যথা' 'সুহয়ঃ' শোভনাশ্বঃ 'পড্বীশশঙ্কূন্' পাদবন্ধনকীলান 'সং খিদেৎ' যুগপৎ উৎপাটয়েৎ 'এবম্' 'ইতরান্ প্রাণান্' বাগাদীন্ 'সমখিদৎ' সমুদ্ধৃতবান্। তে প্রাণাঃ এবং বিচালিতাঃ 'অভিসমেত্য' 'তং' মুখ্যপ্রাণং' 'হ' 'উচুঃ'—'ভগবন্' 'এধি' ভব নঃ স্বামী. 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং' মধ্যে 'শ্রেষ্ঠঃ' 'অসি' 'মা উৎক্রমীঃ 'মা উদগমঃ।

'অথ হ' 'এনং' মুখ্যপ্রাণং 'বাক্' 'উবাচ'—'অহং' 'যৎ' 'বসিষ্ঠা' 'অস্মি' 'তৎ' 'ত্বং' 'বসিষ্ঠঃ' 'অসি' 'ইতি' হেতোঃ। 'অথ হ এনং চক্ষুঃ উবাচ'—'অহং' 'যৎ প্রতিষ্ঠা অস্মি' 'তৎ' 'ত্বং' 'প্রতিষ্ঠা অসি' 'ইতি' হেতোঃ।

'অথ হ এনং শ্রোত্রম্ উবাচ'—'অহং' 'যৎ' 'সম্পং অস্মি' 'তৎ' 'ত্বং' 'সম্পদ্ অসি' 'ইতি' হেতোঃ।

'অথ হ এনং মনঃ উবাচ'—'অহং' 'যৎ' 'আয়তনম্ অস্মি' 'তৎ' 'ত্বম্ আয়তনম্ অসি' 'ইতি' হেতোঃ।

'ন বৈ বাচঃ' 'ন চক্ষূংষি' 'ন শ্রোত্রাণি' 'ন মনাংসি' 'ইতি' 'আচক্ষতে' তত্ত্ববিদঃ কিন্তুর্হি 'প্রাণাঃ ইতি এব আচক্ষতে'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'সর্ব্বাণি' 'এতানি' বাগাদীনি করণজাতানি 'প্রাণঃ' 'এব' 'ভবতি'।

যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়েন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ।

যিনি বসিষ্ঠকে (আচ্ছাদয়িতৃতমকে) জানেন তিনি আপনার লোক-দের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্ই বসিষ্ঠ।

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোকে পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা।

যিনি সম্পদ্কে জানেন তিনি দৈব ও মানুষ অভিলষিত বিষয় সকল প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রই সম্পদ্।

যিনি আয়তনকে জানেন তিনি আপনার লোকদের আয়তন (আশ্রয়) হয়েন। মনই আয়তন।

অনন্তর প্রাণগুলি আমি শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞানে পরস্পর বলিতে লাগিল আমি শ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ।

তাহারা প্রজাপতির নিকটে গমন করিয়া বলিল—ভগবান্ আমা-দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে শরীর অস্পৃশ্যতরের মত দেখায় সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বাক্ উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্যত্র বাস করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল—আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে। [তাহারা বলিল] মূক যেমন কথা না বলিয়া প্রাণদ্বারা প্রাণন, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ, মনেরদ্বারা ধ্যান করত [জীবিত থাকে] সেইরূপ [আমরা জীবিত আছি]। বাক্ [শরীরে] প্রবেশ-করিল।

চক্ষু উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্যত্র বাস করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল—আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? [তাহারা বলিল] অন্ধগণ যেমন চক্ষে না দেখিয়া প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ, মনেরদ্বারা ধ্যান করত [জীবিত থাকে] সেইরূপ [আমরা জীবিত আছি]। চক্ষু শরীরে প্রবেশ করিল।

শ্রোত্র উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্যত্র বাস করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? [তাহারা বলিল] বধিরগণ যেমন না শুনিয়া প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, মনের দ্বারা ধ্যান করত [জীবিত থাকে] সেইরূপ [আমরা জীবিত আছি]। শ্রোত্র শরীরে প্রবেশ করিল।

মন উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্যত্র বাস করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল, বালক-সকল যেমন অমনা হইয়া প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করত [জীবিত থাকে] সেইরূপ [আমরা জীবিত আছি]। মন [শরীরে] প্রবেশ-করিল।

অনন্তর প্রাণ উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া শোভন অশ্ব যেমন পাদবন্ধনকীলকগুলিকে যুগপৎ উৎপাটন-করে, তেমনি ইতর প্রাণ-গুলিকে বিচালিত করিল। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া মুখ্যপ্রাণের নিকটে আগমনপূর্ব্বক বলিল, ভগবন্, আমাদের স্বামী হউন, আমাদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ, আপনি উৎক্রমণ করিবেন না।

অনন্তর ইঁহাকে বাক্ বলিল, আমি যে বসিষ্ঠ আপনি বসিষ্ঠ তাহারই

নিমিত্ত। অনন্তর ইঁহাকে চক্ষু বলিল, আমি যে প্রতিষ্ঠা আপনি প্রতিষ্ঠা তাহারই নিমিত্ত।

অনন্তর শ্রোত্র ইঁহাকে বলিল, আমি যে সম্পৎ আপনি সম্পৎ তাহারই নিমিত্ত। অনন্তর ইঁহাকে মন বলিল, আমি যে আয়তন আপনি আয়তন তাহারই নিমিত্ত।

এ সকল বাক্, এ সকল চক্ষু, এ সকল শ্রোত্র, এ সকল মন [তত্ত্ববিজ্ঞাণ] এরূপ বলেন না, এ সকল প্রাণ ইহাই বলিয়া থাকেন। এ সকলগুলি প্রাণই।

ভাব—উপনিষদে প্রাণ প্রধান। এ জন্য পুনরায় এখানে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব আখ্যায়িকাচ্ছলে উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ—মুখ্য। প্রাণ বয়সে জ্যেষ্ঠ, কেন না গর্ভস্থ প্রাণে বাগাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে মুখ্য প্রাণের ক্রিয়ার আরম্ভ হয়। শ্রেষ্ঠ—কেন না বাগাদির ক্রিয়া মুখ্য প্রাণের ক্রিয়ার অধীন। বসিষ্ঠ—আচ্ছাদয়িতৃতম। আপনার লোকের দোষাদির আচ্ছাদন বাগ্মিতাযোগে সাধিত হয়, এ জন্য বাক্‌কে আচ্ছাদয়িতৃতম বলা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা—স্থিতি। সমভূমি হউক অসমভূমি হউক চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া স্থিতি লাভ হয়, এ জন্য চক্ষুকে প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে। সম্পদ্—বেদ গ্রহণ ও উহার অর্থজ্ঞান শ্রবণদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই জ্ঞান সম্পদের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রবণকে সম্পদ্ বলা হইয়াছে। আয়তন—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ মনের দ্বারা প্রতীতির বিষয় হয়। সেই প্রত্যয়গুলি আশ্রয় করিয়াই ব্যবহার উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ব্যবহার সকল সম্বন্ধের আশ্রয়।

এ সকল গুলি প্রাণই—বাগাদি সমুদায় প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এ জন্য এক বাক্ বা চক্ষু বা শ্রোত্র বা মন বলিলে প্রাণ বুঝায় না, প্রাণ বলিলে এ সমুদয়কেই বুঝাইয়া থাকে।

বৃহদারণ্যকে এই আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। সেই আখ্যায়িকা এখানে উদ্ধৃত হইল।

যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ।

যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি বাগ্বৈ বসিষ্ঠা বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ।

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে চক্ষুর্বৈ প্রতিষ্ঠা চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে য এবং বেদ।

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে শ্রোত্রং বৈ সম্পৎ শ্রোত্রে হীমে সর্ব্বে বেদা অভিসম্পন্নাঃ সংহাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে য এবং বেদ।

যো হ বা আয়তনং বেদায়তন স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং মনো বা আয়তনমায়তন স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং য এবং বেদ।

যো হ বৈ প্রজাপতিং বেদ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভীরেতো বৈ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ।

তে হেমে প্রাণাঃ অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুস্তদ্ধোচুঃ কো নো বসিষ্ঠ ইতি তাং হোবাচ যস্মিন্ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যত স বো বসিষ্ঠ ইতি।

বাগ্ঘোচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা কলা অবদন্তো বাচা প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ বাক্।

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা অন্ধা অপশ্যন্তশ্চক্ষুষা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ।

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্।

মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা মুগ্ধা অবিদ্বাংসো মনসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ মনঃ।

রেতো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা ক্লীবা অপ্রজায়মানা রেতসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ রেতঃ।

অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষ্যন্ যথা মহা সুহয়ঃ সৈন্ধবঃ পড্বীশশঙ্কূন্ সংবৃহেদেবং হৈবেমান্ প্রাণান্ সংববর্হ তে হোচুর্মা ভগব উৎক্রমীর্ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুমিতি তস্যো মে বলিং কুরুতেতি তথেতি।

সাহ বাগুবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠাস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠাস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসীতি চক্ষুর্যদ্বা অহং সম্পদস্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি মনঃ যদ্বা অহং প্রজাতিরস্মি ত্বং তৎপ্রজাতিরসীতি রেতস্তস্যো মে কিমন্নং কিং মে বাস ইতি যদিদং কিঞ্চাশ্বভ্য আকৃমিভ্য আকীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নমাপো বাস ইতি ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং পরিগৃহীতং য এবমেতদনস্যান্নং বেদ তদ্বিদ্বাংসো শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বাচামন্ত্যেতমেব তদেতমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে। বৃহ. ৮।১।১—১৪।

যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি আপনার লোকদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি আপনার লোকদিগের মধ্যে, অপিচ যাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন।

যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি আপনার লোকদিগের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্ই

বসিষ্ঠ। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন, তিনি আপনার মধ্যে অপিচ যাহাদিগের মধ্যে বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগের মধ্যে বসিষ্ঠ হন।

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন তিনি সম দেশকালে প্রতিষ্ঠিত হন বিষম দেশকালে প্রতিষ্ঠিত হন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা; কেন না চক্ষুর দ্বারাই সম ও বিষম দেশকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি সম ও বিষম দেশকালে প্রতিষ্ঠিত হন।

যিনি সম্পদকে জানেন তিনি যে অভিলষিত বিষয় অভিলাষ করেন তাহাতেই সম্পন্ন হন। শ্রোত্রই সম্পদ, কেন না শ্রোত্রেই এই সকল বেদ সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি যে অভিলষিত বিষয় অভিলাষ করেন তাহাতেই সম্পন্ন হন।

যিনি আয়তন জানেন তিনি আপনার লোকদিগের আয়তন হন। মনই জনগণের আয়তন। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি আপনার এবং অপর লোকদিগের আয়তন (আশ্রয়) হন।

যিনি প্রজাতিকে (জননেন্দ্রিয়কে) জানেন, তিনি প্রজা ও পশুতে সম্পন্ন হন। রেতই প্রজাতি। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি প্রজা ও পশুতে সম্পন্ন হন।

আমি শ্রেষ্ঠ এই বলিয়া বিবদমান এই সকল প্রাণ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিল। তাহারা ব্রহ্মাকে বলিল আমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ * কে? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, যে উৎক্রান্ত হইলে এই শরীর অস্পৃশ্য মনে হয় সেই তোমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ।

বাক্ উৎক্রমণ করিল, সে সংবৎসরকাল অন্যত্র বাস করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? তাহারা বলিল, মূক সকল যেমন বাক্ দ্বারা কথা না বলিয়া প্রাণ দ্বারা প্রাণন, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, মনের দ্বারা চিন্তন, রেতের দ্বারা জন্মগ্রহণ করত [জীবিত থাকে] আমরাও তেমনি জীবিত ছিলাম। বাক্ [দেহে] প্রবেশ করিল।

চক্ষু উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্যত্র বাস করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? তাহারা বলিল, অন্ধেরা যেমন চক্ষুর দ্বারা না দেখিয়া প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ, মনের দ্বারা চিন্তন, রেতের দ্বারা জন্মগ্রহণ করত [জীবিত থাকে] আমরাও তেমনি জীবিত ছিলাম। চক্ষু [দেহে] প্রবেশ করিল।

শ্রোত্র উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্যত্র বাস করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? তাহারা বলিল, বধিরগণ যেমন শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ না করিয়া প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ,

* একা আর সকলকে মহত্ত্বে ও গৌরবে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এ জন্য বসিষ্ঠ—আচ্ছাদয়িতৃতম।

চক্ষুর দ্বারা দর্শন, মনের দ্বারা চিন্তন, রেতের দ্বারা জন্মগ্রহণ করত [জীবিত থাকে] আমরাও তেমনি জীবিত ছিলাম। শ্রোত্র [দেহে] প্রবেশ করিল।

মন উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্যত্র বাস করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? তাহারা বলিল, মূঢ়গণ মনের দ্বারা চিন্তা না করিয়া প্রাণের দ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, রেতের দ্বারা জন্মগ্রহণ করত [জীবিত থাকে] আমরা তেমনি জীবিত ছিলাম। মন [দেহে] প্রবেশ করিল।

রেত উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্যত্র বাস করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? তাহারা বলিল, ক্লীব যেমন রেতের দ্বারা প্রজোৎপাদন না করিয়া প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ, মনের দ্বারা চিন্তন করত [জীবিত থাকে] আমরা তেমনি জীবিত ছিলাম। রেত [দেহে] প্রবেশ করিল।

অনন্তর প্রাণ উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে সিন্ধু দেশীয় মহাসুন্দর অশ্ব পাদবন্ধন-কীলকগুলিকে যেমন যুগপৎ উৎপাটন করে তেমনি এই প্রাণগুলিকে বিচলিত করিয়া ফেলিলেন। তাহারা বলিল, হে ভগবন্, আপনি উৎক্রমণ করিবেন না। আপনাকে বিনা আমরা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইব না। তবে তাদৃশ আমায় তোমরা বলি অর্পণ কর। [তাহারা বলিল] আচ্ছা।

বাক্ বলিল, আমি যে বসিষ্ঠ, আপনি সেই বসিষ্ঠের বসিষ্ঠ; চক্ষু বলিল, আমি যে প্রতিষ্ঠা আপনি সেই প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা; শ্রোত্র বলিল, আমি যে সম্পদ্ আপনি সেই সম্পদের সম্পদ; মন বলিল, আমি যে আয়তন আপনি সেই আয়তনের আয়তন; রেত বলিল, আমি যে প্রজাতি আপনি সেই প্রজাতির প্রজাতি। তবে তাদৃশ আমার কি অন্ন হইবে, কি বাস হইবে? কুক্কুর হইতে আরম্ভ করিয়া কৃমি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত আপনার অন্ন হইবে, জল বাস হইবে। যে ব্যক্তি এইরূপ অন্নের অন্ন জানেন, তাঁহার অনন্ন ভুক্ত হয় না, অনন্ন পরিগৃহীত হয় না *। [যেহেতুক জল বাস] সেই জন্য জ্ঞানী শ্রোত্রিয়গণ ভোজন করিবার পূর্ব্বে আচমন করেন, ভোজন করিয়া আচমণ করেন, এরূপ করিয়া তাঁহারা মনে করেন প্রাণকে তাঁহার অনগ্ন করেন।

* বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের অষ্টাবিংশ সূত্রে এ সম্বন্ধে যে মীমাংসা আছে, তাহাতে এই দৃষ্ট হয় যে, বেদান্তে যে সর্ব্ববিধ অন্ন ভোজনের অনুমতি আছে, উহা যখন প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়, সেই সময়ের জন্য, অন্য সময়ে নহে। প্রাণসঙ্কটকালে সর্ব্বসাধারণেরই সর্ব্বান্নে এ অধিকার আছে। সঙ্কটকালে কুক্কুরাদি কিছুই অনন্ন নহে, সকলই অন্নমধ্যে গণ্য; অনন্ন ভোজনে যে দোষ তাহা সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। কেন না সকলই প্রাণের অন্ন এই জ্ঞানে তৎকালে ভোজন হইয়া থাকে।

ছান্দোগ্যে প্রজাতির উল্লেখ নাই, সুতরাং এস্থলে সেইটির আধিক্য এবং তদনুরূপ কথা গুলি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বান্নভক্ষণাদিও ছান্দোগ্যে আছে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গান্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া (১০।২৭) উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ। ত এষু লোকেষ্বস্পর্দ্ধন্ত। তে হ দেবা উচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি।

তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি তেভ্যো বাগুদগায়ৎ। যো বাচি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং বদতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনা-ঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্মা।

অথ হ প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ প্রাণ উদ-গায়ৎ। যঃ প্রাণে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং জিঘ্রতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং জিঘ্রতি স এব স পাপ্মা।

অথ হ চক্ষুরূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যশ্চক্ষুরুদগায়ৎ। যশ্চক্ষুষি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং পশ্যতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেনৈব ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি স এব স পাপ্মা।

অথ হ শ্রোত্রমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদ-গায়ৎ। যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণগুং শৃণোতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপগুং শৃণোতি স এব স পাপ্মা।

অথ হ মনউচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যো মন উদগায়ৎ। যো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণগুং সঙ্কল্পয়তি তদা-

অনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি স এব স পাপ্মা। এবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মভিরুপাসৃজন্নেবমেনাঃ পাপ্মনাঽবিধ্যন্।

অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যথাঽশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেতৈবং হৈব বিধ্বংসমানা বিষঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ।

তে হোচুঃ ক্ব নু সোঽভূদ্যো ন ইত্থমসক্তেত্যয়মাস্যেঽন্তরিতি সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ।

সা বা এষা দেবতা দূর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি য এবং বেদ।

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্গময়াঞ্চকার তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাত্তস্মান্ন জনমিয়ান্নান্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমন্ববায়ানীতি।

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্যাথৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ।

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত সোঽগ্নিরভবৎ সোঽয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে।

অথ প্রাণমত্যবহৎ স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স বায়ুরভবৎ সোঽয়ং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে।

অথ চক্ষুরত্যবহত্তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স আদিত্যোঽভবৎ সোঽসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি।

অথ শ্রোত্রমত্যবহত্তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত তাদিশোঽভবংস্তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ।

অথ মনোঽত্যবহত্তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ সোঽসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবণ্ড্ হ বা এনমেষা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি য এবং বেদ।

অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়দ্যদ্ধি কিঞ্চান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত ইহ প্রতিতিষ্ঠতি।

তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদণ্ড্ সর্ব্বং যদন্নং তদাত্মন আগাসী-রনু নোঽস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি তে বৈ মাভিসংবিশতেতি তথেতি তণ্ড্ সমন্তং পরিণ্যবিশন্ত। তস্মাদ্যদনেনান্নমত্তি তেনৈতাস্তৃপ্যন্ত্যেবণ্ড্ হ বা এনণ্ড্ স্বা অভিসংবিশন্তি ভর্ত্তা স্বানাণ্ড্ শ্রেষ্ঠঃ পুরএতা ভবত্য-ন্নাদোঽধিপতির্য এবং বেদ য উ হৈবংবিদণ্ড্ স্বেষু প্রতিপত্তির্বুভূষতি ন হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনুভবতি যো বৈ তমনু ভার্য্যান্ বুভূর্ষতি স হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবতি।

সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাণ্ড্ হি রসঃ প্রাণো বা অঙ্গানাণ্ড্ রসঃ প্রাণো হি বা অঙ্গানাণ্ড্ রসস্তস্মাদ্যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেব তচ্ছুষ্যত্যেষ হি বা অঙ্গানাণ্ড্ রসঃ।

এষ উ এব বৃহস্পতির্বাগ্বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু বৃহস্পতিঃ।

এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতির্বাগ্বৈ ব্রহ্ম তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ।

এষ উ এব সাম বাগ্বৈ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্। যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভি-র্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ তস্মাদ্বেব সামাশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যণ্ড্ সলোকতাং য এবমেতৎ সাম বেদ।

এষ উ বা উদ্গীথঃ প্রাণো বা উৎপ্রাণেন হীদণ্ড্ সর্ব্বমুত্তব্ধং বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদ্গীথঃ।

তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়স্ত্যস্য

রাজা মূর্দ্ধানং বিপাতয়তাদ্যদিতোঽয়াস্ত আঙ্গিরসোঽন্যেনোদগায়-দিতি বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি।

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ ভবতি হাস্য স্বং তস্য বৈ স্বর-এব স্বং তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত তয়া বাচা স্বর-সম্পন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্য্যাৎ তস্মাৎ যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এব। অথো যস্য স্বম্ভবতি ভবতি হাস্য স্বং য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদ।

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ ভবতি হাস্য সুবর্ণং তস্য বৈ স্বরএব সুবর্ণং ভবতি হাস্য সুবর্ণং য এবমেতৎ সাম্নঃ সুবর্ণং বেদ।

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি তস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যু হৈক আহুঃ।

অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি স যত্র প্রস্তুয়াৎ তদেতানি জপেৎ। অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি স যদাহাসতো মা সদ্গময়েতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যো র্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতি-রমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ মৃত্যোর্মা-ঽমৃতং গময়েতি নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি। অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি তেষ্বাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েত্তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তং স এষ এবংবিদুদ্গাতাঽঽত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাম-য়তে তমাগায়তি তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়া আশাস্তি য এবমেতৎ সামবেদ। বৃহ ৩। ৩। ১—২৮।

'হ' ঐতিহ্যে। 'প্রাজাপত্যাঃ' প্রজাপতেঃ অপত্যানি 'দ্বয়াঃ' দ্বিপ্রকারাঃ 'দেবাঃ চ' 'অসুরাঃ চ'। 'ততঃ' দ্বিপ্রকারতঃ 'দেবাঃ' 'কানীয়সাঃ' কনীয়াংসঃ অল্পাঃ 'এব' শাস্ত্রজনিত প্রবৃত্তেরল্পত্বাৎ অসুরাঃ' 'জ্যায়সঃ' জ্যায়াংসঃ অধিকাঃ—স্বাভাবিকপ্রবৃত্তেরাধিক্যাৎ। 'তে' দেবাঃ অসুরাঃ চ 'এষু লোকেষু' 'অস্পর্দ্ধন্ত' স্পর্দ্ধাং কৃতবন্তঃ। 'তে' 'দেবাঃ' 'হ' 'উচুঃ' 'হন্ত, অসুরান্ যজ্ঞে উদ্গীথেন' 'অত্যয়াম' অতিগচ্ছাম 'ইতি'।

'তে' দেবাঃ 'হ' 'বাচম্' 'উচুঃ' 'ত্বং' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'উদ্গায়' ঔদ্গাত্রং কর্ম্ম কুরুষ 'ইতি'। তথা

'ইতি' তথা অস্তু ইতি 'বাক্' 'তেভ্যঃ' 'উদগায়ৎ' ঔদ্গাত্রং কর্ম্ম অকরোৎ। 'বাচি' 'যঃ' 'ভোগঃ' উপকারঃ 'তং দেবেভ্যঃ অগায়ৎ' উদ্‌গানেন অসাধয়ৎ; 'যৎ' 'কল্যাণং' শোভনং 'বদতি' বর্ণান্ অভিনিষ্পাদয়তি 'তৎ' 'আত্মনে' স্বার্থমেব 'আগায়ৎ'। 'তে' অসুরাঃ 'বিদুঃ'—'অনেন' 'উদ্‌গাত্রা' 'বৈ' 'নঃ' অস্মান্ 'অত্যেষ্যন্তি' 'ইতি'। 'তম্' উদ্‌গাতারম্ 'অভিদ্রুত্য' অভিগম্য 'পাপ্‌মনা' 'অবিধ্যন্' বিদ্ধবন্তঃ। 'স যঃ'—স প্রজাপতিঃ যঃ তৎস্বরূপঃ 'পাপ্‌মা' 'স' তৎস্বরূপঃ। 'যৎ এব ইদম্' 'অপ্রতিরূপং' শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধং 'বদতি' প্রজা, 'স এব' অপ্রতিরূপবদনেনানুমিতঃ প্রজাপতিবাগ্‌গতঃ 'স পাপ্‌মা'।

'অথ' অনন্তরং 'প্রাণং' 'হ' 'উচুঃ' দেবাঃ—'ত্বং' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'উদ্‌গায়' 'ইতি'। 'তথা ইতি' 'প্রাণঃ' 'তেভ্যঃ' 'উদগায়ৎ'। 'প্রাণে' 'যঃ' 'ভোগঃ' 'তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ' 'যৎ' 'কল্যাণং' শোভনং 'জিঘ্রতি' 'তৎ আত্মনে'। 'তে' অসুরাঃ 'বিদুঃ'—'অনেন' 'উদ্‌গাত্রা' 'বৈ' 'নঃ' অস্মান্ 'অত্যেষ্যন্তি' 'ইতি' 'তম্' উদ্‌গাতারম্ 'অভিদ্রুত্য' 'পাপ্‌মনা' 'অবিধ্যন্'। 'স যঃ' 'পাপ্‌মা' 'সঃ'। 'যৎ' 'এব' 'ইদম্' 'অপ্রতিরূপং' শাস্ত্রনিষিদ্ধং 'জিঘ্রতি' 'স এব' 'স প্রজাপতিপ্রাণগতঃ' 'পাপ্‌মা'।

'অথ' অনন্তরং 'চক্ষুঃ' 'হ' 'উচুঃ' দেবাঃ—'ত্বং' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'উদ্‌গায়' 'ইতি'। 'তথা ইতি' 'চক্ষুঃ' 'তেভ্যঃ' 'উদগায়ৎ'। 'চক্ষুষি' 'যঃ' 'ভোগঃ' 'তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ' 'যৎ কল্যাণং' 'পশ্যতি' 'তৎ আত্মনে' আগায়ৎ 'তে' অসুরাঃ 'বিদুঃ' 'অনেন' 'উদ্‌গাত্রা' 'এব' 'নঃ' অস্মান্ 'অত্যেষ্যন্তি' 'ইতি'। 'তম্' উদ্‌গাতারম্ 'অভিদ্রুত্য' 'পাপ্‌মনা অবিধ্যন্'। 'স যঃ' 'পাপ্‌মা' 'সঃ'। 'যৎ এব ইদম্' 'অপ্রতিরূপং' শাস্ত্রনিষিদ্ধং 'পশ্যতি' 'স এব স' প্রজাপতিচক্ষুর্গতঃ 'পাপ্‌মা'।

'অথ' অনন্তরং 'শ্রোত্রম্' 'উচুঃ' দেবাঃ—'ত্বং' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'উদ্‌গায়' 'ইতি'। 'তথা ইতি' 'শ্রোত্রং' 'তেভ্যঃ' 'উদগায়ৎ'। 'শ্রোত্রে' 'যঃ' 'ভোগঃ' 'তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ' 'যৎ কল্যাণং শৃণোতি' 'তৎ আত্মনে'। 'তে' অসুরাঃ 'বিদুঃ' 'অনেন' 'উদ্‌গাত্রা' 'বৈ' 'ন' 'অস্মান্ 'অত্যেষ্যন্তি' 'ইতি'। 'তম্' উদ্‌গাতারম্ 'অভিদ্রুত্য' 'পাপ্‌মনা অবিধ্যন্'। 'স যঃ' 'পাপ্‌মা' 'সঃ'। 'যৎ এব ইদম্' 'অপ্রতিরূপং' শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধং 'শৃণোতি' 'স এব স' প্রজাপতিশ্রোত্রগতঃ 'পাপ্‌মা'।

'অথ' অনন্তরং 'মনঃ' 'হ' 'উচুঃ' দেবাঃ—'ত্বং' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'উদ্‌গায় 'ইতি'। 'তথা ইতি' 'মনঃ' 'তেভ্যঃ' 'উদগায়ৎ'। 'মনসি' 'যঃ' 'ভোগঃ' 'তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ' 'যৎ কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি' তৎ আত্মনে'। 'তে' অসুরাঃ 'বিদুঃ 'অনেন' 'উদ্‌গাত্রা' 'বৈ' 'নঃ' অস্মান্ 'অত্যেষ্যন্তি' ইতি'। 'তম্' উদ্‌গাতারং 'অভিদ্রুত্য' 'পাপ্‌মনা অবিধ্যন্'। 'স যঃ' 'পাপ্‌মা' 'সঃ' যৎ ইদম্ অপ্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি' 'স এব' 'স' প্রজাপতিমনোগতঃ 'পাপ্‌মা'। 'এবম্ উ খলু' 'এতাঃ দেবতাঃ' অনুক্তাঃ ত্বগাদিদেবতাঃ বাগাদিবৎ 'পাপ্‌মভিঃ' 'উপাসৃজন্' সংসৃষ্টবন্তঃ 'এবম্' 'এনাঃ' ত্বগাদিদেবতাঃ 'পাপ্‌মনা' 'অবিধ্যন্' বিদ্ধবন্তঃ।

'অথ' অনন্তরং 'হ' 'ইমম্' 'আসন্যম্' আস্যে ভবং মুখান্তর্বিলস্থং 'প্রাণম্' 'উচুঃ' দেবাঃ—'ত্বং' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'উদ্‌গায়' 'ইতি'। 'তথা ইতি' 'এব প্রাণঃ' 'তেভ্যঃ' 'উদগায়ৎ'। 'তে' অসুরাঃ 'বিদুঃ'— 'অনেন' 'উদ্‌গাত্রা' 'নঃ' অস্মান্ 'অত্যেষ্যন্তি' 'ইতি'। 'তম্' উদ্‌গাতারম্ 'অভিদ্রুত্য' 'পাপ্‌মনা' 'অবিধ্যন্'। 'স'—দৃষ্টান্তঃ। 'যথা' 'লোষ্টঃ' মৃৎপিণ্ডঃ 'অশ্মানং' পাষাণম্ 'ঋত্বা' প্রাপ্য 'বিধ্বংসতে' 'এবং হ এব' বিধ্বংসমানাঃ' 'বিষ্বঞ্চঃ' বিবিধগতয়ঃ অসুরাঃ 'বিনেশুঃ' বিনাশং প্রাপ্তাঃ। 'ততঃ' 'দেবাঃ' দ্যোতনশীলাঃ 'অভবন্' 'অসুরাঃ' 'পরা' অভবন্ পরাভূতাঃ বভূবুঃ। 'যঃ এবং বেদ'—প্রাণা-

ত্বেন পরিগ্রহাৎ' তস্য 'অস্য' 'দ্বিষন্' 'ভ্রাতৃব্যঃ—প্রজাপতিপ্রতিপক্ষভূতঃ পাপ্মা 'ভবতি' 'আত্মনা' প্রজাপতিস্বরূপেণ স 'পরা' ভবতি বিশীর্য্যতে।

'তে' দেবাঃ 'হ' 'উচুঃ' 'ক নু' কস্মিন্ নু 'স' 'অভূৎ' 'যঃ' 'নঃ' অস্মান্ 'ইত্থং' 'অসংক্ত' সঞ্জিতবান্ দেবভাবমাত্মত্বেনোপগমিতবান্। এবমনুসন্ধায় নির্ণীতবন্তঃ—'অয়ম আস্যে অন্তঃ ইতি'। 'স' মুখ্যপ্রাণঃ 'অয়াস্যঃ'—বাগাদ্যাত্মত্বেন বিশেষভাবমনাশ্রিত্য বর্ত্তমানঃ—'আঙ্গিরসঃ'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'অঙ্গানাং' 'রসঃ' সার—তং বিনা অঙ্গানাং শোষপ্রাপ্তেঃ।

'হি' যস্মাৎ 'অস্যাঃ' প্রাণদেবতায়াঃ 'মৃত্যুঃ' 'দূরম্—পাপাসুরবিধ্বংসনাৎ, তস্মাৎ 'সা বৈ এষা দেবতা 'দূর্ নাম'—দূরিত্যেবং খ্যাতা। 'যঃ এবং বেদঃ' তস্মাৎ 'অস্মাৎ' 'দূরং হ' 'মৃত্যুঃ' 'ভবতি'।

'সা বৈ এষা দেবতা' 'এতাসাং' বাগাদীনাং 'দেবতানাং' 'পাপ্মানং মৃত্যুম্' 'অপহত্য' বিনাশ্য 'যত্র' 'আসাং দিশাম্ অন্তঃ' 'তৎ' তত্র 'গময়াঞ্চকার'। 'তৎ' তত্র 'আসাং পাপ্মনঃ' 'বিন্যদধাৎ' স্থাপিতবতী। 'তস্মাৎ' 'ন' 'জনম্' অন্তম্ 'ইয়াৎ' 'ন' 'অন্তং' জনশূন্যম্ 'ইয়াৎ' গচ্ছেৎ, কথম্? 'নেৎ' ইত্থং জনসংসর্গে 'পাপ্মানং মৃত্যুম্' 'অন্ববায়ানি' অনুগচ্ছেয়ম্' 'ইতি'।

'সা বৈ এষা দেবতা' 'এতাসাং' বাগাদীনাং 'দেবতানাং' 'পাপ্মানং মৃত্যুম্' 'অপহত্য' বিনাশ্য 'অথ এনাঃ মৃত্যুম্' 'অত্যবহৎ' অতীত্য প্রাপয়ৎ স্বস্বাগ্ন্যাদিদেবতাস্বরূপত্বম্।

'স বৈ' প্রাণঃ 'প্রথমাং' 'বাচম্ এব' 'অত্যবহৎ' 'সা যদা' 'মৃত্যুম্' পাপ্মানং 'অত্যমুচ্যৎ' অতীত্য মুক্তা বভূব, তদা 'স অগ্নিঃ' 'অভবৎ'। 'সোঽয়ম্ অগ্নিঃ' 'পরেণ মৃত্যুং' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' 'দীপ্যতে' দীপ্তিমান্ভবতি। পাপরাহিত্যেনৈব বাচাং দীপ্তিমত্তা।

'অথ' স প্রাণঃ 'প্রাণং' 'ঘ্রাণম্' 'অত্যবহৎ'। 'স' প্রাণঃ ঘ্রাণঃ 'যদা' 'মৃত্যুম্' 'অত্যমুচ্যৎ' তদা 'স' 'বায়ুঃ' 'অভবৎ' 'সোঽয়ং বায়ুঃ' 'পরেণ মৃত্যুং' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' 'পবতে' বহতি শোধকরূপেণ।

'অথ' স প্রাণঃ 'চক্ষুঃ' 'অত্যবহৎ'। 'তৎ' চক্ষুঃ 'যদা' 'মৃত্যুম্' 'অত্যমুচ্যৎ' তদা 'স আদিত্যঃ' 'অভবৎ'। 'সোঽসৌ' 'আদিত্যঃ' 'পরেণ মৃত্যুম্' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' 'তপতি' তেজস্বিত্বং ভজতে পাপরাহিত্যাৎ।

'অথ' স 'শ্রোত্রম্' 'অত্যবহৎ' 'তৎ' শ্রোত্রং 'যদা' 'মৃত্যুম্' 'অত্যমুচ্যৎ' তদা 'তাঃ দিশঃ' 'অভবন্' তাঃ ইমাঃ দিশঃ' 'পরেণ মৃত্যুম্' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' বিকারোৎপাদকধ্বনিমিতিশেষ।

'অথ' স 'মনঃ' 'অত্যবহৎ'। 'তৎ' মনঃ 'যদা' 'মৃত্যুম্' 'অত্যমুচ্যত' তদা 'স চন্দ্রমাঃ অভবৎ'। 'সোঽসৌ চন্দ্রঃ' 'পরেণ মৃত্যুং' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' 'ভাতি' দীপ্তিমান্ ভবতি পাপরাহিত্যে-নৈব মনসো দীপ্তিমত্তা। 'যঃ এবং বেদ' তম্ 'এনম্' 'এষা দেবতা' 'মৃত্যুং' পাপ্মানম্ 'অতিবহতি' অতীত্য প্রাপয়তি তত্তদ্দেবভাবম্।

'অথ' স প্রাণঃ 'আত্মনে' আত্মার্থম্ 'অন্নাদ্যম্-অন্নংচ তৎ আদ্যংচ অদনীয়ম্ অন্নম্' 'আগায়ৎ' উদ্গানেন অসাধয়ৎ আত্মসাৎ অকরোৎ' 'হি' যস্মাৎ 'যৎ' কিঞ্চ অন্নম্ 'অদ্যতে' 'অনেন' প্রাণেন 'এব' 'তৎ' 'অদ্যতে' 'ইহ' তেন অন্নাদ্যেন 'প্রতিতিষ্ঠতি' প্রাণঃ।

'তে' বাগাদয়ঃ দেবাঃ—স্ববিষয়দ্যোতনাৎ দেবাঃ—'অব্রুবন্' 'এতাবৎ বৈ' 'যৎ' 'ইদং সর্ব্বম্' 'অন্নম্' 'তৎ' 'আত্মনে' আত্মার্থম্ 'আগাসীঃ' আগীতবান্ আগানেন আত্মসাৎ কৃতমিত্যর্থঃ। 'অনু' পশ্চাৎ আত্মসাৎ করণানন্তরম্ 'অস্মিন্ অন্নে' 'নঃ' অস্মান্ 'আভজস্ব' অন্নভাগিনঃ কুরু 'ইতি'। প্রাণ আহ—'তে' যূয়ং 'বৈ' 'মা' মাম্ 'অভিসংবিশত' আভিমুখ্যেন সমন্ততঃ নিবিশত 'ইতি'।

ইতরে প্রাণাঃ—'তথা ইতি' তথা অস্তু ইতি। 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'সমন্তং পরিণাবিশন্ত' সমন্তাৎ পরিবেষ্ট্য নিবিষ্টবন্তঃ। 'তস্মাৎ' 'অনেন' প্রাণেন 'যৎ' 'অন্নম' 'অত্তি' লোকঃ, 'তেন' 'এতাঃ' বাগাদিদেবতাঃ 'তৃপ্যন্তি'। 'যঃ এবং বেদ' তম্ 'এনম্' 'এবং হ বৈ' 'স্বাঃ' জ্ঞাতয়ঃ 'অভিসংবিশন্তি' 'স্বানাং' স 'ভর্ত্তা' ভরণকর্ত্তা 'ভবতি' 'শ্রেষ্ঠঃ' ভবতি, 'পুরঃ' অগ্রতঃ 'এতা' গন্তা 'ভবতি' 'অন্নাদঃ'—প্রাণবৎ স্বয়ং পুষ্টোঽন্যেষাং পোষ্টা 'ভবতি'। 'অধিপতিঃ' ভবতি। 'স্বেষু' জ্ঞাতীনাং মধ্যে 'যঃ পুনঃ' 'এবংবিদং' প্রতি 'প্রতিপত্তিঃ বুভূষতি' প্রতিকূলো ভবিতুমিচ্ছতি 'ন' স 'হ' 'ভার্য্যেভ্যঃ' ভরণীয়েভ্যঃ 'অলং' পর্য্যাপ্তঃ 'ভবতি'। 'অথ' 'যঃ এব' 'এবম্' 'অনুভবতি' অনুগতো ভবতি 'যঃ বৈ' 'তম্ অনু' ভার্য্যান্' ভরণীয়ান্ 'বুভূর্ষতি' ভর্ত্তুম্ ইচ্ছতি 'স হ এব' 'ভার্য্যেভ্যঃ' ভরণীয়েভ্যঃ 'অলং' 'ভবতি'।

'স' মুখ্যপ্রাণঃ 'অয়াস্যঃ' বাগাদিবিশেষভাবমনাশ্রিত্য বর্ত্তমানঃ 'আঙ্গিরসঃ'। কথম্ 'হি' যস্মাৎ 'অঙ্গানাং' 'রসঃ' সারঃ 'প্রাণঃবৈ' 'অঙ্গানাং 'রসঃ'। 'হি' যস্মাৎ 'প্রাণঃ' 'বৈ' 'অঙ্গানাং রসঃ' 'তস্মাৎ' 'যস্মাৎ কস্মাৎ চ অঙ্গাৎ প্রাণঃ' 'উৎক্রামতি' অপসর্পতি, 'তৎ এব' তত্র এব 'তৎ' অঙ্গং 'শুষ্যতি'। 'এষ' প্রাণঃ 'হি বৈ' 'অঙ্গানাং রসঃ'।

'এষ' প্রাণঃ 'উ এব' 'বৃহস্পতিঃ'। 'বাক্' 'বৈ' 'বৃহতী' ছন্দোবিশিষ্টা ঋক্ 'তস্যাঃ' 'এষ' 'পতিঃ' পালকঃ তং বিনা তদুচ্চারণাসামর্থ্যাৎ। 'তস্মাৎ' উ 'বৃহস্পতিঃ'।

'এষ' প্রাণঃ 'উ এব' 'ব্রহ্মণস্পতিঃ। 'বাগ্ বৈ 'ব্রহ্ম' যজুরূপং 'তস্যাঃ এষ' 'পতিঃ' পালকঃ। 'তস্মাৎ উ ব্রহ্মণস্পতি'।

'এষ' প্রাণঃ 'উ এব' 'সাম'। 'বাক্ বৈ সাম'। 'এষ' প্রাণঃ 'সা চ' বাক্ চ 'অমঃ চ' প্রাণঃ—নিখিলস্ত্রীশব্দাভিধেয়বস্তুবিষয়ঃ' সা, নিখিলপুংশব্দাভিধেয়বস্তুবিষয়ঃ অমঃ—'তৎ' তস্মাৎ 'সাম্নঃ' গীতিরূপস্য স্বরাদিসমুদায়স্য 'সামত্বম্'। প্রকারান্তরে—'উ এব' 'প্লুষিণা' পুত্তিকাশরীরেণ 'সমঃ' 'মশকেন' মশকশরীরেণ 'সমঃ' 'নাগেন' হস্তিশরীরেণ 'সমঃ', 'এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ' 'সমঃ', 'অনেন সর্ব্বেণ' 'সমঃ' 'তস্মাৎ উ এব 'সাম'। 'যঃ এবম্ এতৎ সাম বেদ' স 'অশ্নুতে' ব্যাপ্নোতি তাদৃঙমহত্ত্বলাভেন, 'সাম্নঃ' 'সাযুজ্যং'—সযুগ্ভাবং সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমানিত্বং 'সলোকতাং' সমানলোকতাং 'জয়তি' আয়ত্তীকরোতি।

'এষ' প্রাণঃ 'উ বৈ' উদ্গীথঃ'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'প্রাণঃ বৈ' 'উৎপ্রাণেন' উর্দ্ধগতপ্রাণেন 'ইদং সর্ব্বম্' 'উত্তব্ধম্' উত্তম্ভিতং বিধৃতং। 'বাক্ এব' 'গীথা'। 'উৎ চ' প্রাণঃ 'গীথা চ' বাক্ 'ইতি' 'স উদ্গীথঃ'।

'তৎ' তত্র অর্থে 'হ' আখ্যায়িকা 'অপি'। 'চৈকিতায়নঃ' চিকিতানাস্যাপত্যং 'ব্রহ্মদত্তঃ' 'রাজানং' সোমং 'ভক্ষয়ম্' 'উবাচ'—'অয়ং' 'রাজা' সোমঃ 'তাস্য' পরোক্ষগতস্য তস্য 'মূর্দ্ধানং' 'বিপাতয়াৎ' বিস্পষ্টং পাতয়তু, 'যৎ' যদি 'ইতঃ' অস্মাৎ প্রকৃতাৎ প্রাণাৎ 'অন্যেন' দেবতান্তরেণ 'অয়াস্যঃ আঙ্গিরসঃ' 'ইতি' 'উদগায়ৎ'। 'বাচা চ' 'প্রাণেন চ' 'হি এব' 'স' অয়াস্যঃ আঙ্গিরসঃ 'উদগায়ৎ' উদ্গাতা 'ইতি' হেতোঃ।

'তস্য' 'এতস্য' 'হ' 'সাম্নঃ' 'যঃ' 'স্বম্' ধনং 'বেদ' তস্য 'অস্য' 'হ' 'স্বং' ধনং 'ভবতি'। 'তস্য' সাম্নঃ 'বৈ' 'স্বরঃ এব' 'স্বং' ধনং। 'তস্মাৎ' 'আর্ত্বিজ্যম্' ঋত্বিক্ কর্ম্মোদ্গানং 'করিষ্যন্' 'বাচি স্বরম্' 'ইচ্ছেত'। 'তয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়া আর্ত্বিজ্যং কুর্য্যাৎ'। 'তস্মাৎ যজ্ঞে' 'স্বরবন্তম্' উদ্গাতারং 'দিদৃক্ষন্তঃ' দ্রষ্টুমিচ্ছন্তঃ 'এব' লৌকিকাঃ। 'অথো' অপি চ 'যস্য' 'স্বং' ধনং 'ভবতি' তং দিদৃক্ষন্তো লৌকিকা ইতি শেষঃ। 'যঃ এবম সাম্নঃ স্বং বেদ' তস্য 'অস্য' 'হ' 'স্বং' ধনং 'ভবতি'।

'তস্য হ এতস্য সাম্নঃ যঃ সুবর্ণং বেদ' তস্য 'অস্য' 'হ' 'সুবর্ণং' 'ভবতি' 'তস্য' সাম্নঃ 'বৈ' 'স্বরঃ এব সুবর্ণম্'। 'যঃ এবম্ এতৎ সাম্নঃ সুবর্ণং বেদ' তস্য 'অস্য' 'হ' 'সুবর্ণং' 'ভবতি'।

'তস্য হ এতস্য সাম্নঃ যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ' স 'হ' 'প্রতিতিষ্ঠতি'। 'তস্য' সাম্নঃ 'বৈ' 'বাক্ এব প্রতিষ্ঠা'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'বাচি' 'খলু' 'এষ' 'প্রাণঃ' 'প্রতিষ্ঠিতঃ' 'এতৎ' গানং 'গীয়তে' গীতিভাবমাপদ্যতে, 'একে' 'অন্নে' প্রতিষ্ঠিতঃ 'ইতি' 'উ হ' 'আহুঃ'।

'অথ' অনন্তরম্ 'অতঃ'—জপকর্ম্ম দেবভাবারাভ্যারোহফলমিতিহেতোঃ 'পবমানানাং'—জ্যোতিষ্টোমসিদ্ধানাং দ্বাদশস্তোত্রাণাং যজমানার্থমুদ্গীতানাং ত্রয়াণাং পবমানাখ্যানাং স্তোত্রাণাং—'এব' তদারম্ভএব 'অভ্যারোহঃ' জপকর্ম্ম। 'স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি'। 'স' 'যত্র' যস্মিন্ কালে সাম 'প্রস্তুয়াৎ' 'তৎ' তস্মিন্ কালে 'এতানি' 'জপেৎ'—'অসতো মা' সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়' 'ইতি'। জপ্যানাং ত্রয়াণামেকার্থত্বপ্রদর্শনায় স্বয়ং শ্রুত্যা ব্যাখ্যানম্—'স' প্রস্তোতা 'যদা আহ'—'অসতো মা সদ্গময়' 'ইতি'—'মৃত্যুঃ বৈ—অসৎ সৎ—অমৃতম্' 'মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়'—'অমৃতং মা কুরু ইতি এব এতৎ আহ'। 'তমসো মা জ্যোতির্গময় ইতি'—'মৃত্যুঃ বৈ তমঃ জ্যোতিঃ অমৃতং'—'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়'—'অমৃতং মা কুরু ইতি এব এতৎ আহ'। 'মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ইতি' 'ন অত্র তিরোহিতম্ ইব অস্তি'—যথাশ্রুতএবার্থঃ। 'অথ যানি ইতরাণি স্তোত্রাণি' নবসংখ্যকানি 'তেষু আত্মনে আত্মার্থম্ অন্নাদ্যম্ আগায়েৎ'। 'তস্মাৎ উ তেষু' 'যং কামং কাময়েত' 'তং' 'বরং বৃণীত।' 'স এষ এবংবিৎ উদ্গাতা আত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তম্ আগায়তি'। 'তৎ হ এতৎ' কর্ম্ম 'লোকজিৎ এব'। 'যঃ এবম্ এতৎ সাম বেদ' 'ন হ এব' 'অলোক্যতায়ৈ' অলোকার্হত্বায় 'আশা অস্তি'। তল্লাভো নিশ্চয় ইতি ন তাদৃশং শংসনম্॥

দেব ও অসুরগণ দুইই প্রজাপতির অপত্য। এ দুই মধ্যে দেবগণ অল্প অসুরগণ অধিক। তাঁহারা এই সকল লোকে জিগিষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই [অল্পসংখ্যক] দেবগণ বলিলেন, আচ্ছা, যজ্ঞানুষ্ঠানে অসুরগণকে উদ্গীথ দ্বারা অতিক্রম করিব।

তাঁহারা বাক্‌কে বলিলেন, তুমি আমাদের নিমিত্ত [উদ্গাতা হইয়া] গান কর। আচ্ছা এই বলিয়া বাক্ তাঁহাদের নিমিত্ত [উদ্গাতা হইয়া] গান করিল; বাকে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত গান করিল, শোভন ভাষণে যাহা তাহা আপনার নিমিত্ত করিল। অসুরেরা জানিল, এই উদ্গাতা দ্বারা [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। তিনি [প্রজাপতি] যাহা পাপ তাহা। [লোকে] যে যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ বলে [তাহাতেই জানা যায়] সেই [প্রজাপতিরূপী বাগ্গত পাপই] সেই পাপ।

অনন্তর তাঁহারা প্রাণকে [ঘ্রাণকে] বলিলেন, তুমি আমাদের নিমিত্ত

[উদ্গাতা হইয়া] গান কর। আচ্ছা এই বলিয়া প্রাণ উদ্গাতা হইল ও গান করিল ; প্রাণে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত গান করিল, শোভনঘ্রাণগ্রহণে যাহা তাহা আপনার নিমিত্ত করিল। অসুরেরা জানিল, এই উদ্গাতা দ্বারা [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তিনি [প্রজাপতি] যাহা পাপ তাহা। [লোকে] যে, যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ ঘ্রাণ লয়, [তাহাতেই জানা যায়] সেই [প্রজাপতিরূপী ঘ্রাণগত পাপই] সেই পাপ।

অনন্তর তাঁহারা চক্ষুকে বলিলেন, তুমি আমাদের নিমিত্ত [উদ্গাতা হইয়া] গান কর। আচ্ছা এই বলিয়া চক্ষু তাঁহাদের নিমিত্ত [উদ্গাতা হইয়া] গান করিল; চক্ষুতে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত গান করিল। শোভন দর্শনে যাহা তাহা আপনার নিমিত্ত করিল। অসুরেরা জানিল, এই উদ্গাতা দ্বারা [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে, তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। তিনি [প্রজাপতি] যাহা পাপ তাহা। [লোকে] যে যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ দর্শন করে, [তাহাতেই জানা যায়] সেই [প্রজাপতিরূপী চক্ষুর্গত পাপই] সেই পাপ।

অনন্তর তাঁহারা শ্রোত্রকে বলিলেন, তুমি আমাদিগের নিমিত্ত [উদ্গাতা হইয়া] গান কর। আচ্ছা এই বলিয়া শ্রোত্র তাঁহাদের নিমিত্ত [উদ্গাতা হইয়া] গান করিল ; শ্রোত্রে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত গান করিল, শোভন শ্রবণে যাহা তাহা আপনার নিমিত্ত করিল। অসুরেরা জানিল, এই উদ্গাতা দ্বারা [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তিনি [প্রজাপতি] যাহা পাপ তাহা। [লোকে] যে, যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ শ্রবণ করে [তাহাতেই জানা যায়] সেই [প্রজাপতিরূপী শ্রবণগত পাপই] সেই পাপ।

অনন্তর তাঁহারা মনকে বলিলেন, তুমি আমাদিগের নিমিত্ত [উদ্গাতা হইয়া] গান কর। আচ্ছা এই বলিয়া মন তাঁহাদিগের নিমিত্ত [উদ্গাতা হইয়া] গান করিল ; মনেতে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত

গাম করিল, যে শোভনসঙ্কল্প করে তাহা আপনার নিমিত্ত করিল। অসুরেরা জানিল, এই উদ্‌গাতা দ্বারা [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তিনি [প্রজাপতি] যাহা পাপ তাহা। [লোকে] যে, যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ সঙ্কল্প করে [তাহাতেই জানা যায়] সেই [প্রজাপতিরূপী মনোগত পাপই] সেই পাপ।

অনন্তর তাঁহারা মুখান্তর্বিলস্থ প্রাণকে বলিলেন, আপনি আমাদিগের নিমিত্ত [উদ্‌গাতা হইয়া] গান করুন। আচ্ছা এই বলিয়া এই প্রাণ তাঁহাদিগের নিমিত্ত [উদ্‌গাতা হইয়া] গান করিলেন। অসুরেরা জানিল, এই উদ্‌গাতা দ্বারা [দেবগণ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। এস্থলে দৃষ্টান্ত এই—লোষ্ট যে প্রকার প্রস্তরে লাগিয়া ধ্বংস হইয়া যায়, সেই প্রকার তাহারা বিধ্বংসমান হইয়া এ দিক্ ও দিক্ ছড়াইয়া পড়িয়া বিনষ্ট হইল। তাই [দেবগণ] দেব হইলেন, অসুরেরা পরাভূত হইল। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তাঁহাকে যে ব্যক্তি দ্বেষ করে সে প্রতিপক্ষ হয় এবং প্রতিপক্ষ হইয়া সে আপনি পরাভূত হয়।

দেবগণ বলিলেন, তিনি কোথায়, যিনি আমাদিগকে এইরূপ দেবভাবাপন্ন করিলেন। ইনি এই আস্যমধ্যে। ইনি অবিবর্ত্তী * আঙ্গিরস, কেন না ইনি অঙ্গ সকলের রস (সার)।

যেহেতুক এই দেবতা হইতে মৃত্যু দূর, তাই এই দেবতার নাম দূর। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তাঁহা হইতে মৃত্যু দূর হয়।

এই সেই দেবতা এই সকল [বাগাদি] দেবতার পাপ মৃত্যু বিনাশ করিয়া ইঁহাদের দিগন্ত প্রদেশে উহাদিগকে লইয়া গেলেন এবং সেখানে উহাদিগকে নানাভাবে রাখিয়া দিলেন। সে জন্য জননিবাসের অন্ত-

* মূলে 'অয়াস্য' শব্দ আছে। বাগাদি প্রাণ এক একটি বিশেষ ভাব আশ্রয় করিয়া বিবিধ ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, অস্যান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণ সে প্রকার কোন বিশেষ ভাব আশ্রয় না করিয়া বাগাদির হেতুরূপে স্বস্বরূপে অবস্থিত। যস্—প্রযত্নে। প্রযত্ন বিশেষ দ্বারা রূপান্তরতা হয়, সেইটি ইঁহাতে হয় নাই বলিয়া ইনি অয়াস্য। এই 'অয়াস্য' শব্দের অনুবাদে 'অবিবর্ত্তী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভাগে বা জনশূন্য অন্তভাগে গমন করিবে না, কেন না এরূপ জনসংসর্গে পাপ মৃত্যুর অনুগমন করা হইবে।

এই সেই দেবতা এই সকল [বাগাদি] দেবতার পাপ মৃত্যু বিনাশ করিয়া ইঁহাদিগকে মৃত্যু অতিক্রম-করাইলেন।

তিনি [প্রাণ] প্রথমে বাক্‌কে [পাপ মৃত্যু] অতিক্রম-করাইলেন। বাক্ যখন মৃত্যুকে অতিক্রম-করিলেন, তখন তিনি অগ্নি হইলেন। সেই অগ্নি মৃত্যুর অতীতস্থলে উহাকে অতিক্রম-করিয়া দীপ্তিমান্ হইলেন।

অনন্তর [তিনি] ঘ্রাণকে [পাপ মৃত্যু] অতিক্রম-করাইলেন। ঘ্রাণ যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি বায়ু হইলেন। সেই বায়ু মৃত্যুর অতীতস্থলে উহাকে অতিক্রম করিয়া বহমান হইলেন।

অনন্তর [তিনি] চক্ষুকে [পাপ মৃত্যু] অতিক্রম-করাইলেন। চক্ষু যখন মৃত্যুকে অতিক্রম-করিলেন তখন তিনি আদিত্য হইলেন। সেই আদিত্য মৃত্যুর অতীতস্থলে উহাকে অতিক্রম-করিয়া তাপ দিতে লাগিলেন।

অনন্তর [তিনি] শ্রোত্রকে [পাপ মৃত্যু] অতিক্রম-করাইলেন। শ্রোত্র যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন তখন তিনি দিক্‌সমূহ হইলেন। এই সকল দিক্ মৃত্যুর অতীতস্থলে উহার অতিক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর [তিনি] মনকে [পাপ মৃত্যু] অতিক্রম-করাইলেন। মন যখন মৃত্যুকে অতিক্রম-করিলেন তখন তিনি চন্দ্রমা হইলেন। সেই চন্দ্র মৃত্যুর অতীতস্থলে উহাকে অতিক্রম-করিয়া দীপ্তি পাইলেন। যিনি এরূপ জানেন তাঁহাকে এইরূপে এই দেবতা মৃত্যু অতিক্রম-করান।

অনন্তর [প্রাণ] ঔদ্‌গাত্রকর্ম্মে আপনার নিমিত্ত অদনীয় অন্ন সাধন-করিলেন। এই যে কিছু অন্ন ভক্ষিত হয়, তাহা ইঁহারই কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, এবং তদ্দ্বারা ইনি স্থিতিলাভ করেন।

সেই [বাগাদি] দেবগণ বলিলেন, এ সমুদায় অন্নতো আপনি ঔদ্গাত্র-কর্ম্মে আপনার করিয়া লইলেন। আপনার করিয়া লওয়ার পর এ অন্নে আমাদিগকে ভাগী করুন। [প্রাণ বলিলেন] তোমরা চারি-দিকে আমার সম্মুখীন হইয়া নিবিষ্ট হও। [তাঁহারা] আচ্ছা এই

বলিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া নিবিষ্ট হইলেন। এই প্রাণ যে অন্ন ভক্ষণ করেন তাহাতেই ইঁহারা তৃপ্ত হন। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার জ্ঞাতিগণ এইরূপ তাঁহার অভিমুখীন হইয়া নিবিষ্ট হন, তিনি তাঁহাদিগের ভরণকর্ত্তা হন, শ্রেষ্ঠ হন, অগ্রগামী হন, স্বয়ং পুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করেন, অধিপতি হয়েন। এরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রতি জ্ঞাতি-গণের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতিকূল হইতে অভিলাষ করে সে তাহার ভরণীয়গণের ভরণে সমর্থ হয় না। অপিচ যে ব্যক্তি তাঁহার অনুগত হইয়া ভরণীয়গণের ভরণে অভিলাষ করে সে নিশ্চয়ই ভরণীয়গণের ভরণে সমর্থ হয়।

সেই অবিবর্ত্তী আঙ্গিরস অঙ্গসকলের রস (সার)। প্রাণই অঙ্গ-সকলের রস। যেহেতুক প্রাণ অঙ্গসকলের রস, তাই যে কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ অপসৃত হয় সেই অঙ্গ শুকাইয়া যায়। প্রাণই নিশ্চিত অঙ্গসকলের রস।

ইনিই বৃহস্পতি। বাক্‌ই বৃহতী, তাহার ইনি পতি তাই ইনি বৃহস্পতি।

ইনিই ব্রহ্মণস্পতি। বাক্‌ই ব্রহ্ম, তাহার ইনি পতি, তাই ব্রহ্মণস্পতি।

ইনিই সাম। বাক্‌ই সাম। ইনিই সা (বাক্) ও অম (প্রাণ) তাই সামের সামত্ব। [পক্ষান্তরে] যেহেতুক পুত্তিকাশরীরের সমান, মশকশরীরের সমান, হস্তিশরীরের সমান, এই তিন লোকের সমান, এ সকলের সমান, তাই সাম। যে ব্যক্তি সামকে এইরূপ জানেন তিনি ব্যাপী হন, সামের সাযুজ্য ও সমানলোকতা জয় করেন।

এই প্রাণই উদ্গীথ। কারণ এই প্রাণ ঊর্দ্ধগমনক্রিয়াদ্বারা এ সমুদায়কে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন। আর বাক্‌ই গীথ। সুতরাং উৎ ও গীথ—সেই উদ্গীথ।

এ বিষয়ে আখ্যায়িকা এই :—চিকিতানের অপত্য ব্রহ্মদত্ত সোম পান-করিয়া বলিয়াছিলেন, এই সোম পরোক্ষভাবাপন্ন সেই ব্যক্তির মস্তক প্রকাশ্যে পাতিত করুন, যে ব্যক্তি এই প্রাণকে ছাড়িয়া দেবতা-

স্বরকে অবিবর্ত্তী আঙ্গিরস বলিয়া গান করিবে। বাক্ ও প্রাণযোগে এ জন্যই তিনি ঔদ্গাত্রকর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন।

সেই এই সামের ধন [কি] যিনি জানেন, তাঁহার ধন হয়। স্বরই সামের ধন। সেই জন্য ঋত্বিক্‌কর্ম্ম করিতে গিয়া বাকে স্বর অভিলাষ করিবে; সেই স্বরসম্পন্ন বাকে ঋত্বিক্‌কর্ম্ম করিবে। লোকে সেই জন্য যজ্ঞে স্বরবন্তকে চায়, আর যাহার ধন হয় তাহাকে চায়। যে ব্যক্তি সামের এই ধন জানেন, তাঁহারই ধন হয়।

সেই এই সামের সুবর্ণ [কি] যিনি জানেন তাঁহার সুবর্ণ হয়। স্বরই সামের সুবর্ণ। যিনি সামের এইরূপ সুবর্ণ জানেন, তাঁহার সুবর্ণ হয়।

সেই এই সামের প্রতিষ্ঠা [কি] যিনি জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। বাক্‌ই সামের প্রতিষ্ঠা। কেন না নিশ্চয় বাকেতে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই সাম গান-করেন। কেহ কেহ অন্নে [প্রাণ] প্রতিষ্ঠিত এই কথা বলেন।

অনন্তর [জপকর্ম্মে দেবভাব প্রাপ্তি হয়] এ নিমিত্ত পবমানাখ্য স্তোত্রত্রয়ের [প্রারম্ভরূপ] জপকর্ম্মের * প্রস্তোতা সামের প্রস্তাবনা করেন। তিনি যেকালে সামের প্রস্তাবনা করেন, তৎকালে এইগুলি জপ করিবেন। "অসৎ হইতে আমাকে সতেতে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" প্রস্তাবে যখন বলেন "অসৎ হইতে আমাকে সতেতে লইয়া যাও" তখন তিনি এই বলেন—অসৎ—মৃত্যু, সৎ—অমৃত, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর। [যখন তিনি বলেন] "অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও" তখন তিনি বলেন, অন্ধকার—মৃত্যু, জ্যোতি—অমৃত, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর। যখন তিনি বলেন, "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও" তখন এখানে আর শব্দান্তরের ব্যবধান নাই। অনন্তর এতদ্ব্যতিরিক্ত যে

* মূলে 'অভ্যারোহ' শব্দ আছে। যদ্দ্বারা দেবভাবাভিমুখে আরোহণ হয় তাহাকে অভ্যারোহ বলে। জপকর্ম্মে দেবভাব প্রাপ্তি হয়, এজন্য অভ্যারোহ—জপকর্ম্ম।

[নয়টি] স্তোত্র, তাহাতে আপনার নিমিত্ত অদনীয় অন্ন ঔদ্গাত্রকর্ম্মদ্বারা সাধন করিবে। সে জন্য সে সকল স্তোত্রে যে অভিলাষ করে, সেই অভিলাষকে বরস্বরূপ বরণ করিবে। এতদ্বিষয়াভিজ্ঞ উদ্গাতা আপনার নিমিত্ত বা যজমানের নিমিত্ত যে অভিলাষ করেন তাহা ঔদ্গাত্র কর্ম্মদ্বারা সাধন করেন। যিনি এইরূপ এই সাম জানেন তিনি লোকপ্রাপ্ত হইবেন না তৎসম্বন্ধে এরূপ আশংসা নাই।

ভাব—এখানে যে আখ্যায়িকাটী বর্ণিত হইয়াছে, উহা আদিজীবসম্বন্ধে। ঐতরেয় উপনিষদে (৮।৭) বর্ণিত আছে, জল হইতে আদিজীবকে উদ্ধার-করিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ করিলেন। এই আদিজীবের মুখাদি হইতে বাগাদি ইন্দ্রিয় এবং অগ্ন্যাদি দেবগণ প্রকাশ পাইলেন। বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাওয়া যায়, (৮।১১) আদিপুরুষ পাপ দগ্ধ করিলেন। তাঁহাতে পাপ কোথা হইতে আসিল সেইটি দেখাইয়া তৎপর আদিপুরুষের পাপদহনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বিষয়ক্রমে বেদান্তপ্রবচনসংগ্রহ করাতে অগ্রে উল্লিখিত বিষয়টি পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছে। আদি জীব যখন প্রকাশ পাইলেন তখন তাঁহার দেহপিণ্ড হইতে তাপযোগে মুখ-নাসিকা-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গোলক, ইন্দ্রিয়গোলক হইতে ইন্দ্রিয় পথ এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে তাহাদের অন্নগ্রাহক দেবগণের অভিব্যক্তি হইল ? এরূপ অভিব্যক্তি আদি জীবেতেই সম্ভবে প্রতিজীবেতে নহে, এ জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভে স্রষ্টার আদিজীবকে লইয়া তেজ, অপ্ ও অন্নে প্রবেশ এবং সেইরূপ প্রবিষ্ট থাকিয়া সকল সৃজন—উপনিষৎ বর্ণন করিয়াছেন। আদিজীব স্রষ্টা নহেন, কিন্তু সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন, তাই তৎসম্বন্ধে উপনিষদে এমন সকল কথা আছে, যাহাতে মনে হয় যেন তাঁহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে সে সকল স্থলে সৃষ্টি নহে অবান্তর সৃষ্টির (বিসৃষ্টির) উল্লেখ। পাপের সম্ভাবনা সৃষ্টেতে স্রষ্টাতে নহে। আদিজীবে যখন পাপের সম্ভাবনা বর্ণিত হইয়াছে, তখনই আদিজীব স্রষ্টা নহেন, স্রষ্টা হইতে উদ্ভূত, এ কথা সহজে প্রতীত হয়। আদিজীব আপনার পাপ দহন-করিলেন, তাই তিনি অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন হইলেন, এ কথা বলাতে তাঁহার অদ্ভুতশক্তি পরাত্মার সহিত যোগবশতঃ সমুৎপন্ন ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। যে কোন ব্যক্তি তাদৃক্ শক্তিসম্পন্ন হইতে চান, তাঁহাকে সেই আদিজীবের ন্যায় পাপদহন করিতে হইবে এই এক কথায় বুঝা যাইতেছে পাপদহন যোগের সর্ব্বপ্রধান উপায়। ভাষ্যকার প্রকৃতিসিদ্ধ প্রবৃত্তিগুলিকে অসুর বলিয়াছেন। তাঁহার এ কথার মূল অন্বেষণ করিলে এই শ্রুতির মধ্যে উহা দেখিতে পাওয়া যায় :—"স্বয়ম্ভু বাহ্যবিষয়াভিমুখীন শ্রোত্ররন্ধ্রাদি সৃজন করিয়াছেন। সেই জন্য মানব বাহ্যবিষয় দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না (৫।৫)।" মৈত্রায়ণী উপনিষৎ স্বভাবতঃ জীবের প্রকৃতিপারবশ্য (২২৩ পৃ) নিবদ্ধ করিয়াছেন।

আদিজীব উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতিপরবশ হইলেন, তাই তাঁহাতে পাপমালিন্য দেখা দিল। তিনি সমনস্ক হইয়া অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন (৮।১০) সেই অর্চ্চনাই যে পাপদহনের হেতু হইল তাহাতে কোন সংশয় নাই। দেবগণের সংখ্যা অল্প, অসুরগণের সংখ্যা অধিক উপনিষৎ এ কথা বলিয়া এই দেখাইতেছেন যে, যদিও আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়গণ বিষয়াভিমুখী এবং তজ্জন্য মলিন, তথাপি যখন আমরা বাহ্যবিষয় হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের দিকে লইয়া যাই (৫।৫), তখন আমরা সেখানে পরাত্মাকে দর্শন করি, এবং আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণ বিশুদ্ধ হয়, দেবভাবাপন্ন হয়। ঈদৃশ লোকের সংখ্যা অল্প সুতরাং দেবগণের সংখ্যা অল্প।

এই আখ্যায়িকাতে মুখবিলান্তর্গত প্রাণকে পাপ-মৃত্যু-বিনাশের হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মুখ্য প্রাণ অপরোক্ষ ব্রহ্ম (৯।১১। সর্ব্বত্র প্রাণশক্তির ক্রিয়া দর্শন করিয়া প্রাণের যিনি প্রাণ তাঁহাকে পরিগ্রহকরিবার জন্য ইঁহাকেই অপরোক্ষ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। বাগাদি দেবগণ মুখ্য প্রাণকে যে স্তব করিয়াছেন (৯।২) তাহাতে এই কথাই প্রকাশ পায়। অথর্ব্ববেদে প্রাণসম্বন্ধে যে স্তোত্র আছে, উহার সহিত এ স্তোত্রের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। "ইনি অগ্নি হইয়া তাপ দেন, ইনিই সূর্য্য, ইনিই পর্জ্জন্য, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই বায়ু, ইনিই পৃথিবী, ইনিই দেব রয়ি (অন্ন)। যাহা কিছু মূর্ত্ত, যাহা কিছু অমূর্ত্ত এবং অমৃত ইনিই।" ইত্যাদি স্তোত্রের কথায় প্রাণে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রকাশ পাইতেছে। প্রাণকে বাক্‌পতি জগদ্ব্যাপী সাম, উদ্গীথ ইত্যাদি বলিয়া এখানে ব্রহ্মদৃষ্টিই সুদৃঢ় করা হইয়াছে। এখানে ইন্দ্রিয়গণের পাপহরণ প্রাণের ঔদ্গাত্রকর্ম্ম দ্বারা সাধিত হইল এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পাপ-মৃত্যু-বিনাশ আসিল কোথা হইতে ? অন্ন এবং অন্যান্য অভিলাষের প্রাপ্তি ঔদ্গাত্রকর্ম্ম দ্বারা সাধিত হয় এখানকার এই কথায় তাহা প্রতীত হয়। সামগানের প্রারম্ভেই পাপমৃত্যুবিনাশের নিমিত্ত যে জপকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেই জপকর্ম্মদ্বারা পাপমৃত্যুর বিনাশ সাধন করিয়া লইয়া তদনন্তর অন্নাদিপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঔদ্গাত্রকর্ম্ম হইয়া থাকে, সুতরাং কর্ম্মের সফলতার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে পাপমৃত্যুবিনাশ প্রয়োজন এখানকার আখ্যায়িকা এই কথা বলিয়া দিতেছে। "অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে হইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও।"—পাপমৃত্যুবিনাশনিমিত্ত এই বাক্যগুলির উল্লেখই এখানে প্রধান। যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ বলে ইত্যাদি স্থলে ভাষ্যানুরূপ ব্যাখ্যা শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধরূপ বলে ইত্যাদি। যাহা যেরূপ শাস্ত্র তাহাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাহা যেরূপ সেরূপ না বলা না শোনা ইত্যাদি সুতরাং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ। মূলে 'অপ্রতিরূপ' শব্দ আছে, অনুবাদে তাহারই অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে।

৯। ত্রয়ো লোকা এতএব বাগেবায়ং লোকোমনোঽন্তরিক্ষলোকঃ প্রাণোঽসৌ লোকঃ।

ত্রয়ো বেদা এতএব বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্ব্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ।

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এতএব বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ।

পিতা মাতা প্রজৈতএব মনএব পিতা বাঙ্মাতা প্রাণঃ প্রজা।

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেতএব যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপং বাগ্‌ঘি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্ভূত্বাঽবতি।

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্রূপং মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং মন এনং তদ্ভূত্বাঽবতি।

যৎ কিঞ্চাঽবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণোহ্যবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তদ্ভূত্বাঽবতি।

তস্যাএব বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্যাবত্যেব বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ।

অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যস্তদ্যাবদেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যস্তৌ মিথুনং সমৈতাং ততঃ প্রাণোঽজায়ত স ইন্দ্রঃ স এষোঽসপত্নো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্নো নাস্য সপত্নো ভবতি য এবং বেদ।

অথৈতস্য প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্যাবানেব প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্তত্র তে সর্ব্বএব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেঽন্তবন্তং স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেঽনন্তং স লোকং জয়তি। বৃহ, ৩। ৫। ৪—১৩।

'এতে' বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ 'এব' 'ত্রয়ঃ লোকাঃ' ভূর্ভুবঃস্বরিত্যাখ্যাঃ। 'বাক্ এব অয়ং লোকঃ'—ভূর্লোকঃ, 'মনঃ অন্তরিক্ষলোকঃ'—ভুবোলোকঃ, 'প্রাণঃ অসৌ লোকঃ'—স্বর্লোকঃ।

'এতে' বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ 'এব' 'ত্রয়ঃ বেদাঃ'। 'বাক্ এব ঋগ্বেদঃ' 'মনঃ যজুর্ব্বেদঃ' 'প্রাণঃ সামবেদঃ'।

'এতে' বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ 'এব' 'দেবাঃ পিতরঃ মনুষ্যাঃ'। 'বাক্ এব দেবাঃ' 'মনঃ পিতরঃ' 'প্রাণঃ মনুষ্যাঃ'।

'এতে' বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ 'এব' 'পিতা মাতা প্রজা'। 'মনঃ এব পিতা', 'বাক্ মাতা', 'প্রাণঃ প্রজা'।

'এতে' বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ 'এব' 'বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যম্ অবিজ্ঞাতম্'। 'যৎ কিঞ্চ' 'বিজ্ঞাতং' বিস্পষ্টং

জ্ঞাতং 'বাচঃ তৎ রূপম্'—বিজ্ঞাতবিষয়ো হি বাগ্রূপেণ বিজ্ঞাতরি তিষ্ঠতি ; 'বাক্ হি বিজ্ঞাতা'—বাচা বিজ্ঞাপনং, তেন বিজ্ঞাতৃত্বপ্রকাশঃ, অতস্তস্যা এব তত্ত্বম্ ; 'তৎ' 'বিজ্ঞাতং ভূত্বা' 'বাক্' 'এনং' বাগ্বিদম্ 'অবতি' 'পালয়তি'। বাক্তিরোধানেন ভবেৎ বিজ্ঞাতবিষয়স্য তিরোধানম্ বাগ্বিদো বিপৎপাতশ্চ।

'যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসঃ তৎ রূপম্' 'মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং'—মনসঃ সন্দিহ্যমানাকারত্বাৎ। 'তৎ বিজিজ্ঞাস্যং ভূত্বা' 'মনঃ' 'এনং' মনোবিদম্ 'অবতি'—বিজিজ্ঞাস্যাভাবে স্যাম্মানসসম্পদোঽভাবঃ'।

'যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তৎ রূপম্'—গূঢ়াকারেণ তত্রাবস্থানাৎ। কথম্ ? 'প্রাণঃ হি অবিজ্ঞাতঃ'—অনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ' 'প্রাণঃ' 'তৎ' অবিজ্ঞাতং 'ভূত্বা' 'এনং' প্রাণবিদম্ 'অবতি'—বিজ্ঞাতব্যাভাবে স্যাদ্বিজ্ঞাতুর্বিলোপঃ।

'তস্যাঃ এব বাচঃ পৃথিবী শরীরম্' 'অয়ম্ অগ্নিঃ' 'জ্যোতীরূপং'—করণম্। 'তৎ' তস্মাৎ 'যাবতী এব বাক্' 'তাবতী পৃথিবী' 'তাবান্ অয়ম্ অগ্নিঃ'।

'অথ এতস্য মনসঃ দ্যৌঃ শরীরম্' 'অসৌ আদিত্যঃ' 'জ্যোতীরূপং' করণম্। 'তৎ' তস্মাৎ 'যাবৎ এব মনঃ তাবতী দ্যৌঃ' 'তাবান্ অসৌ আদিত্যঃ'। 'তৌ' অগ্ন্যাদিত্যৌ বাঙ্মনসে 'মিথুনং' মৈথুন্যং ইতরেতরসংসর্গং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালে 'সমৈতাং' সঙ্গচ্ছেতাং 'ততঃ' 'প্রাণঃ' বায়ুঃ 'অজায়ত'। যঃ জাতঃ 'স ইন্দ্রঃ' বিশ্বঃ (৩। ২৩) 'স এব' 'অসপত্নঃ' প্রতিপক্ষরহিতঃ। কথম্ ? 'দ্বিতীয়ঃ বৈ সপত্নঃ' —নাত্র দ্বিতীয়ঃ। 'যঃ এবং বেদ' তস্য 'অস্য' 'ন' 'সপত্নঃ' 'ভবতি'।

'অস্য এতস্য প্রাণস্য আপঃ শরীরম্' 'অসৌ চন্দ্রঃ' 'জ্যাতীরূপম্'। 'তৎ' তস্মাৎ 'যাবান্ এব প্রাণঃ তাবত্যঃ আপঃ' 'তাবান্ অসৌ চন্দ্রঃ'। 'তত্র' 'তে' বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ 'সর্ব্বে এব সমাঃ সর্ব্বে অনন্তাঃ'। 'স যঃ হ এতান্' 'অন্তবতঃ' পরিচ্ছিন্নান্ 'উপাস্তে' 'স' 'অন্তবন্তং' 'লোকং' 'জয়তি'। 'অথ যঃ হ এতান্ অনন্তান্ উপাস্তে' 'স' 'অনন্তং' ; 'লোকং' 'জয়তি'।

ইহারাই তিন লোক—বাক্ই এই লোক, মন অন্তরীক্ষ লোক, প্রাণ ঐ লোক।

ইহারাই তিন বেদ—বাক্ই ঋগ্বেদ, মন যজুর্ব্বেদ, প্রাণ সামবেদ।

ইহারাই দেব, পিতা, মনুষ্য—বাক্ই দেবগণ, মন পিতৃগণ, প্রাণ মনুষ্যগণ।

ইহারাই পিতা মাতা প্রজা (সন্তান)—মনই পিতা, বাক্ মাতা, প্রাণ প্রজা।

ইহারাই বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য এবং অবিজ্ঞাত। যাহা কিছু বিজ্ঞাত তাহা বাকের রূপ, বাক্ই বিজ্ঞাতা। বিজ্ঞাত হইয়া বাক্ ইহাকে (বাগ্বিৎকে) পালন-করেন।

যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্য তাহা মনের রূপ। মনই বিজিজ্ঞাস্য। বিজিজ্ঞাস্য হইয়া মন ইঁহাকে (মনোবিৎকে) পালন-করেন।

যাহা কিছু অবিজ্ঞাত তাহা প্রাণের রূপ। প্রাণই অবিজ্ঞাত। অবিজ্ঞাত হইয়া প্রাণ ইঁহাকে (প্রাণবিৎকে) পালন-করেন।

পৃথিবী সেই বাকের শরীর, এই অগ্নি আলোকরূপ। তাই বাক্ যে পরিমাণ পৃথিবী সেই পরিমাণ, অগ্নি সেই পরিমাণ।

অনন্তর ভুলোক এই মনের শরীর, এই আদিত্য আলোকরূপ। এই মন যে পরিমাণ ভুলোক সেই পরিমাণ আদিত্য সেই পরিমাণ। অগ্নি ও আদিত্য মিথুনভাবে সঙ্গত হইলেন, তাহা হইতে প্রাণ (বায়ু) উৎপন্ন হইল। সেই প্রাণ ইন্দ্র। ইনি প্রতিপক্ষরহিত, [কেন না] দ্বিতীয় থাকিলে প্রতিপক্ষ থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তাঁহার বিপক্ষ হয় না।

অনন্তর জল এই প্রাণের শরীর, এই চন্দ্র আলোকরূপ। তাই প্রাণ যে পরিমাণ জল সেই পরিমাণ, চন্দ্র সেই পরিমাণ। সেস্থলে [বাক্ মন ও প্রাণ] তাঁহারা সকলেই সমান, সকলে অনন্ত। যাহারা ইঁহাদিগকে অন্তবৎ বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অন্তবৎ লোক জয় করে। যাঁহারা ইঁহাদিগকে অনন্ত বলিয়া উপাসনা করেন তাঁহারা অনন্ত লোক জয় করেন।

ভাব—আত্মা বাঙ্ময় মনোময় ও প্রাণময় পূর্ব্বে (৭।১১) উক্ত হইয়াছে। এই বাক্ মন ও প্রাণ যে কেবল আত্মার উপাদান তাহা নহে, ইহারা লোকাদিরও উপাদান এস্থলে সেই কথার উল্লেখ হইয়াছে। বাক্ মন ও প্রাণই তিন লোক, তিন বেদ, দেব-পিতৃ-মনুষ্য, পিতা মাতা প্রজা, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। এরূপ বলিবার হেতু কি, তৎসম্বন্ধে বিবিধ কল্পনা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এই একটি সাধারণ হেতু সহজে প্রতিভাত হয় যে, বাকের সঙ্গে নাম, মনের সঙ্গে রূপ, প্রাণের সঙ্গে ক্রিয়া সহজ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। নাম রূপ ও ক্রিয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রকাশমান, এ জন্য শ্রুতি এই তিনটিকে জগতের উপাদান (৮।১৪) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বাকের সঙ্গে নাম, প্রাণের সঙ্গে ক্রিয়া সম্বদ্ধ ইহা সহজে প্রতীত হয়, কিন্তু মনের সঙ্গে রূপের সম্বন্ধ, ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। চক্ষুর দ্বারা রূপপরিগ্রহ হয়, এবং মনে হয় চক্ষুই তবে রূপপরিগ্রহের হেতু, ফলতঃ তাহা নহে মনই রূপপরিগ্রহ করিয়া থাকে। আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাহ্যবিষয়সমূহ পরিগ্রহ করিতেছি এরূপ মনে হইলেও বাহ্যবিষয় নহে কিন্তু তাহার যে চিত্র মনের নিকটে উপনীত হয় সেই চিত্রানুসারে আমরা সে সকলকে পরিগ্রহ করি ইহাই সত্য এবং এই সত্য অবলম্বন করিয়া মনের সহিত রূপকে সম্বদ্ধ না করিলে কিছুতেই চলে না।

বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য এবং অবিজ্ঞাত—বাকের সহিত বিজ্ঞাত, মনের সহিত বিজি-

জ্ঞাস্য, এবং প্রাণের সহিত অবিজ্ঞাতের যোগ শ্রুতি কেন করিলেন, অল্প চিন্তাতেই ইহা প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা যে বিষয়টি ভাল করিয়া জানিয়াছি সেটি আমাদের বিজ্ঞাত। এই বিজ্ঞাত বিষয়টি বাকের আকারে আমাদের মনে বিদ্যমান থাকে, এবং আমরা বিজ্ঞাত বিষয়টি বাকের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকি। আমাদের জীবন এই বিজ্ঞাত বিষয়ের অনুসারে চলিতেছে, সুতরাং তদ্দ্বারা যে আমরা পরিচালিত হইতেছি তাহাতে আর সংশয় কি?

মন বিজিজ্ঞাস্য কেন? সংশয় বিনা কোন বিষয়ের নির্ণয় হয় না। মনের নিকটে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে, জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়; বিষয়টি কি? বিচারদ্বারা যখন বিষয়টি স্থির হইল, তখন উহা বুদ্ধির বিষয় হইল। ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়া মনোবিদের তত্ত্বজ্ঞান বাড়িতে থাকে, সুতরাং মন যে এইরূপে তাঁহার পরিপালক সে বিষয়ে কোন সংশয় করিতে পারা যায় না।

প্রাণ অবিজ্ঞাত, কেন না জ্ঞাতবিষয় বাক্যে, সন্দিহ্যমান বিষয় মনে, এবং অজ্ঞাত বিষয় নিগূঢ় ভাবে প্রাণে স্থিতি করে। কালে এই অজ্ঞাত বিষয় প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য, তৎপরে বিজ্ঞাত বিষয় হয়। আমাদের প্রাণ যেন কি চায়, যেটি চায় সেটি না পাইয়া কেমন একটা শূন্য শূন্য বোধ করে। এখানেই প্রাণের বিষয় যে অবিজ্ঞাত ইহা আমরা বুঝিতে পারি। যদি এইরূপ অবিজ্ঞাত বিষয় না থাকিত, এবং সেই অবিজ্ঞাত বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য যদি আমাদের প্রাণে উচ্ছ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে আমরা অণু হইয়াও যে আনন্ত্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যক্তিত্বলাভ করিয়াছি, ইহা কথার কথা থাকিয়া যাইত। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অবিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য ও বিজ্ঞাত এ তিন আমাদের অনন্ত জীবনের উপাদান।

পৃথিবী সেই বাকের শরীর ইত্যাদি অবশিষ্ট কথা উপাসনার উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখানকার সার কথা এই বাগাদিকে পরিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিলে জীবনের পরিচ্ছিন্নতা বিদূরিত হয় না, কিন্তু উহাদিগকে যদি অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আনন্ত্যপ্রাপ্তির উপযোগিতা বাক্ মন ও প্রাণের ব্যবহারেও সফল হয়।

১০। যো হ বৈ শিশুꣳ সাধানꣳ সপ্রত্যাধানꣳ সস্থূণꣳ সদামং বেদ সপ্ত হ দ্বিষতো ভ্রাতৃব্যানবরুণদ্ধি। অয়ং বাব শিশু-র্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তস্যেদমেবাধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণঃ স্থূণান্নং দাম।

তমেতাঃ সপ্তাক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে তদিমা অক্ষন্ লোহিন্যো রাজয়স্তাভিরেনꣳ রুদ্রোঽন্বায়ত্তোঽথ যা অক্ষন্নাপস্তাভিঃ পর্জ্জন্যো

যা কনীনকা তয়াদিত্যো যৎ কৃষ্ণং তেনাগ্নির্যচ্ছুক্লং তেনেন্দ্রোঽধরয়ৈনং বর্ত্তন্যা পৃথিব্যান্বায়ত্তা দ্যৌরুত্তরয়া নাস্যান্নং ক্ষীয়তে য এবং বেদ।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—অর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্। তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেতি॥ অর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নইতীদং তচ্ছির এষ হ্যর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি প্রাণা বৈ যশোনিহিতং বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ততীরইতি প্রাণা বা ঋষয়ঃ প্রাণানেতদাহ বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেতি বাগ্ঘ্যষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে।

ইমাবেব গৌতমভরদ্বাজাবয়মেব গৌতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইমাবেব বিশ্বামিত্রজমদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরিমাবেব বসিষ্ঠকশ্যপাবয়মেব বসিষ্ঠোঽয়ং কশ্যপো বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্যদত্রিরিতি সর্ব্বস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি য এবং বেদ। বৃহ ৪।২।১—৪।

'যো হ বৈ' 'সাধানং' সাধারং 'সপ্রত্যাধানং' সপ্রত্যাধারং—যত্র আধেয়স্য সাক্ষাৎসংসর্গাৎ, 'সস্থূণং' সস্তম্ভং 'সদামং' সরজ্জুং 'শিশুং' প্রাণং 'বেদ' স 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকান্ 'দ্বিষতঃ' ভ্রাতৃব্যান্ বিরোধিনঃ 'অবরুণদ্ধি'। 'সপ্ত যে শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ বিষয়োপলব্ধিদ্বারাণি তৎপ্রভবা বিষয়রাগাঃ সহজত্বাৎ ভ্রাতৃব্যাঃ" ইতি ভাষ্যকারঃ। 'যঃ' 'অয়ং' মধ্যমঃ প্রাণঃ শরীরমধ্যস্থঃ প্রাণঃ 'অয়ং বাব শিশুঃ'—"বিষয়েষিতরকরণবদপটুত্বাৎ শিশুঃ"। 'তস্য' 'ইদং' শরীরম্ 'এব' 'আধানম্' 'ইদং শিরঃ 'প্রত্যাধানং' 'প্রাণাঃ' করণানি 'স্থূণা' 'অন্নং দাম'—অন্নপানজনিতবলেন দেহেঽস্যাবষ্টভ্যমানত্বাৎ।

'এতাঃ সপ্ত' অক্ষিতয়ঃ' অক্ষয়হেতবঃ 'তং' প্রাণম্ 'উপতিষ্ঠন্তে' অনুগতাঃ ভবন্তি। 'তৎ' তত্র 'যাঃ ইমাঃ' 'অক্ষন্' অক্ষিণি 'লোহিন্যঃ' লোহিতাঃ 'রাজয়ঃ' রেখাঃ 'তাভিঃ' রাজিভিঃ 'রুদ্রঃ' 'এনম্' প্রাণম্ 'অন্বায়ত্তঃ' অনুগতঃ। 'অথ' 'অক্ষন্' অক্ষিণি 'যাঃ' 'আপঃ' 'তাভিঃ' 'পর্জ্জন্যঃ' এনম্ অন্বায়ত্তঃ 'যা' 'কনীনকা' নেত্রতারকা 'তয়া' 'আদিত্যঃ' এনম্ অন্বায়ত্তঃ 'যৎ কৃষ্ণং' চক্ষুষি 'তেন' 'অগ্নিঃ'; 'যৎ শুক্লং' চক্ষুষি 'তেন ইন্দ্রঃ' এনম্ অন্বায়ত্তঃ; 'অধরয়া বর্ত্তন্যা' 'পৃথিবী' 'এনম্' 'অন্বায়ত্তা' 'উত্তরয়া' বর্ত্তন্যা 'দ্যৌঃ' অন্বায়ত্তা 'যঃ এবং বেদ' তস্য 'অস্য' 'অন্নং' 'ন' 'ক্ষীয়তে'।

'তৎ' তস্মিন্ অর্থে 'এষ শ্লোকঃ' মন্ত্রঃ 'ভবতি'—মন্ত্রমুক্ত্বা স্বয়ং শ্রুতিঃ তদর্থং ব্যাচষ্টে—"'অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ' ইতি ইদং তচ্ছিরঃ, এষ হি অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ"—ইদং তচ্ছিরঃ চমসাকারং মুখস্য বিলরূপত্বাৎ শিরসঃ বুধ্নাকারত্বাৎ, "'তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপং' ইতি প্রাণা বৈ যশো নিহিতং বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ"—'তস্মিন্' শিরসি 'বিশ্বরূপং' নানারূপং 'যশঃ' 'নিহিতং' স্থিতং

ভবতি। কিন্তৎ যশঃ ? 'প্রাণাঃ'। কিন্তদ্বিশ্বরূপং ? 'প্রাণাঃ শ্রোত্রাদয়ঃ বায়বশ্চ। "তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ততীরে' ইতি প্রাণা বা ঋষয়ঃ প্রাণানেতদাহ"—'তস্য' চমসস্য 'তীরে' সমীপবর্ত্তিনি দেশে 'সপ্ত' 'ঋষয়ঃ' 'আসতে' 'প্রাণাঃ' পরিস্পন্দাত্মকাঃ তে এব ঋষয়ঃ। "'বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদান' ইতি বাক্ হি অষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে"—ছিদ্রাণাং সপ্তত্বেন সপ্তেন্দ্রিয়াণি তত্র রসনা তু সপ্তমী অষ্টমী বাক্ তয়া ব্রহ্মণা বেদেন সংবাদং কুরুতে।

কে পুনস্তে চমসস্য তীরে ঋষয়ঃ ? 'ইমৌ এব গৌতমভরদ্বাজৌ—কর্ণৌ। 'অয়ম্ এব' দক্ষিণঃ কর্ণঃ 'গৌতমঃ' 'অয়ম্ এব' উত্তরঃ কর্ণঃ 'ভরদ্বাজঃ'। 'ইমৌ এব বিশ্বামিত্রজমদগ্নী'—চক্ষুষী, 'অয়ম্ এব বিশ্বামিত্রঃ' দক্ষিণং চক্ষুঃ 'অয়ম্ এব জমদগ্নিঃ' উত্তরং চক্ষুঃ, 'ইমৌ এব বসিষ্ঠকশ্যপৌ' নাসিকাপুটৌ— 'অয়ম্ এব বসিষ্ঠঃ' দক্ষিণনাসাপুটঃ 'অয়ম্ এব কাশ্যপঃ' উত্তরনাসাপুটঃ, 'বাক্ এব অত্রিঃ'। 'বাচা হি অন্নম্ অদ্যতে' 'যৎ অত্রিঃ ইতি' তৎ 'এতৎ' 'অত্তিঃ হ বৈ' প্রসিদ্ধং 'নাম'—অত্তিরিতি বক্তব্যে অত্রিরিত্যুক্তমিতি ভাবঃ। 'যঃ এবং বেদ' স 'সর্ব্বস্য অত্তা ভোক্তা ভবতি' 'সর্ব্বম্ অস্য অন্নং ভবতি'।

যিনি সাধার, সপ্রত্যাধার, সস্তম্ভ ও সরজ্জু শিশুকে জানেন, তিনি দ্বেষকারী বিরোধিগণকে অবরুদ্ধ করেন। সেই এই মধ্যম প্রাণই এই শিশু। এই [শরীর] তাঁহার আধার, এই [শির] তাঁহার প্রত্যাধার, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার স্তম্ভ, অন্ন তাঁহার রজ্জু।

এই সাতটি অক্ষয়ের হেতু তাঁহার অনুগত হইয়া আছে। তন্মধ্যে চক্ষুতে যে এই রক্তবর্ণ রেখাগুলি ইহাদিগের দ্বারা রুদ্র ইঁহার অনুগত; আর চক্ষুতে এই যে জল এতদ্দ্বারা পার্জ্জন্য [ইঁহার অনুগত]; আর এই যে নেত্রতারকা তদ্দ্বারা আদিত্য [ইঁহার অনুগত]; এই যে [চক্ষুতে] কৃষ্ণবর্ণ এতদ্দ্বারা অগ্নি এবং এই যে [চক্ষুতে] শুক্লবর্ণ এতদ্দ্বারা ইন্দ্র [ইঁহার অনুগত]; এই যে নিম্ন পথ এতদ্দ্বারা পৃথিবী [ইঁহার অনুগত], এই যে ঊর্দ্ধ পথ এতদ্দ্বারা দ্যুলোক [ইঁহার অনুগত]। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তাঁহার অন্নক্ষয় হয় না।

এই অর্থে এই শ্লোক—ভিতরের দিকে গর্ত্ত উপরের দিকে তলা —চমস। ইহাতে বিশ্বরূপ যশ নিহিত আছে। ইহার ভিতর সাতটি ঋষি আছেন। বাক্ অষ্টমী [তদ্দ্বারা] বেদের আলাপ হয়। চমস—এই শির; প্রাণগুলি বিশ্বরূপ যশ, প্রাণগুলি ঋষি *।

এই দুটি [কর্ণ] গৌতম ও ভরদ্বাজ। এই [দক্ষিণ কর্ণ] গৌতম, এই [উত্তর কর্ণ] ভরদ্বাজ। এই দুটি [চক্ষু] বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি।

* স্বয়ং শ্রুতি এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত অনুবাদে সমগ্র ব্যাখ্যা না দিয়া তাহার সিদ্ধান্তমাত্র প্রদত্ত হইল।

এই [দক্ষিণ চক্ষু] বিশ্বামিত্র, এই [উত্তর চক্ষু] জমদগ্নি। এই দুটি [নাসাপুট] বসিষ্ঠ ও কাশ্যপ। এই [দক্ষিণ নাসাপুট] বসিষ্ঠ। এই [উত্তর নাসাপুট] কাশ্যপ। বাক্‌ই অত্রি। বাক্‌ [রসনা] দ্বারা অন্ন অসন করে, তজ্জন্য অত্তি। এই অত্তিই অত্রি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যিনি এরূপ জানেন তিনি সকলের অদনকর্ত্তা হন, সকলই তাঁহার অন্ন হয়।

ভাব—"প্রাণগুলি সত্য, ইনি আবার সেই প্রাণগুলির সত্য (সত্তার হেতু)" (৬১পৃ)—চরমে এই কথা বলিয়া তৎপরেই প্রাণের তত্ত্ব বলিবার নিমিত্ত এ অংশের অবতারণা হইয়াছে। প্রাণের প্রকাশস্থল মানবদেহে, কেন না প্রাণের ক্রিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের দেহেই উহার প্রথম উপলব্ধি হয়। প্রাণ আমাদের দেহে আবদ্ধ নহেন ; সমগ্র জগৎ উঁহার ক্রিয়াধীন এইটি দেখাইবার জন্য রুদ্র, পর্জ্জন্য, আদিত্য, অগ্নি, ইন্দ্র, পৃথিবী এবং দ্যুলোক ইহার আয়ত্তাধীন, শ্রুতি এই কথা বলিয়াছেন।

শ্লোকটিতে এই কথাই রূপান্তরে বলা হইয়াছে। শিরটি চমসের আকার কেন না উহার মুখ—গর্ত্ত, শিরোভাগ চমসের তলার মত। প্রাণ যদিও দেহমধ্যস্থ, উহার বিশেষ প্রকাশ কিন্তু মস্তকে। দেহকে আধার বলিয়া মস্তককে প্রত্যাধার বলার উদ্দেশ্য ইহাই। আধার যাহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংসৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাকে প্রত্যাধার বলে। মস্তকের সাতটি ছিদ্রে সাতটি ইন্দ্রিয়—সাতটি প্রাণ। এই সাতটি প্রাণের রূপান্তর রুদ্রাদি সাতটি দেবতা, গৌতমাদি সাতটি ঋষি। প্রাণকে এইরূপে সপ্তসংখ্যায় পরিণত করিলেও ইহার যশ অর্থাৎ প্রকাশের ইয়ত্তা নাই। এ জন্য যশকে—প্রাণের প্রকাশকে বিশ্বরূপ বলা হইয়াছে। সমগ্র একই প্রাণশক্তিমূলক, সুতরাং "প্রাণগুলি সত্য" এই কথারই এ সকল বিবৃতি।

১১। অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি। স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবিদ্যুচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়িত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি দ্বাবিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যধ্যর্দ্ধ ইত্যোমিতি

হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যোক ইত্যোমিতি হোবাচ কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি।

স হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি। কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।

কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং সর্ব্বং হিতমিতি তস্মাদ্বসব ইতি।

কতমে রুদ্রা ইতি দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদ্যদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি।

কতম আদিত্যাইতি দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যেত আদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি।

কতমইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি, কতমস্তনয়িত্নুরিত্যশনিরিতি কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি।

কতমে ষড়িত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চৈতে ষড়েতে হীদং সর্ব্বং ষড়িতি।

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়ো লোকা এষু হীমে সর্ব্বে দেবা ইতি কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নঞ্চৈব প্রাণশ্চেতি কতমোঽধ্যর্দ্ধ ইতি যোঽয়ং পবত ইতি।

তদাহুর্যদয়মেকইবৈব পবতেঽথ কথমধ্যর্দ্ধ ইতি যদস্মিন্নিদং সর্ব্বমধ্যার্দ্ধ্নোত্তেনাধ্যর্দ্ধ ইতি কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে। বৃহ, ৫। ৯। ১—৯।

'অথ' অনন্তরং 'হ' কিল 'এনং' জনকসভাগতং যাজ্ঞবল্ক্যং 'শাকল্যঃ' শকলস্যাপত্যং 'বিদগ্ধঃ' 'পপ্রচ্ছ' পৃষ্টবান্—হে 'যাজ্ঞবল্ক্য', 'কতি' দেবাঃ 'ইতি'। 'স হ' যাজ্ঞবল্ক্যঃ 'এতয়া এব নিবিদা' বক্ষ্যমাণদেবতাসংখ্যাবাচকমন্ত্রপদেন 'প্রতিপেদে' উত্তরং দদৌ। 'বৈশ্বদেবস্য' শস্ত্রস্য 'নিবিদি' 'যাবন্তঃ' দেবাঃ 'উচ্যন্তে' তাবন্তঃ দেবা ইতি। কাসৌ নিবিৎ—"ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা" ইতি। ত্রয়শ্চ ত্রয়শ্চ ত্রীণি চ শতানি ত্রীণি চ সহস্রাণি—ষড়ুত্তরত্রিশতাধিকত্রিসহস্রাণি দেবাঃ ইতি। 'ওমিতি হ' শাকল্যঃ 'উবাচ'। পুনঃ স সংখ্যাসঙ্কোচজ্ঞাপনায়—হে 'যাজ্ঞবল্ক্য', 'কতি এব দেবাঃ' 'ইতি'। যাজ্ঞবল্ক আহ—'ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি'। 'ওমিতি হ' শাকল্যঃ 'উবাচ'। পুনঃ স সংখ্যাসঙ্কোচ-জ্ঞাপনায়—হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'কতি এব দেবাঃ' 'ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'ষট্ ইতি'। 'ওমিতি হ' শাকল্যঃ 'উবাচ'। পুনঃ স সংখ্যাসঙ্কোচজ্ঞাপনায়—হে 'যাজ্ঞবল্ক্যঃ' 'কতি এব দেবাঃ' 'ইতি'। 'ত্রয়ঃ ইতি'। 'ওমিতি হ' শাকল্যঃ 'উবাচ'। পুনঃ স সংখ্যাসঙ্কোচজ্ঞাপনায়—হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'কতি এব দেবাঃ' 'ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'দ্বৌ ইতি'। 'ওমিতি হ' শাকল্যঃ 'উবাচ'। হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'কতি এব দেবাঃ' 'ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'অধ্যর্দ্ধঃ' অর্দ্ধাধিকঃ একঃ। 'ওমিতি হ' শাকল্যঃ 'উবাচ'। পুনঃ স সংখ্যাসঙ্কোচজ্ঞাপনায়—হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'কতি এব দেবাঃ' 'ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'একঃ ইতি'। 'ওমিতি হ' শাকল্যঃ 'উবাচ'। শাকল্যঃ—'কতমে তে' 'ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা ইতি।'

'স হ' যাজ্ঞবল্ক্যঃ 'উবাচ'—'ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু এব দেবাঃ' 'এতে' ষড়ুত্তরত্রিশতাধিকত্রিসহস্রদেবাঃ 'এষাং' ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবানাং 'মহিমানঃ' বিভূতয়ঃ 'এব' 'ইতি'। শাকল্যঃ—'কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'অষ্টৌ বসবঃ' 'একাদশ রুদ্রাঃ' 'দ্বাদশ আদিত্যাঃ' 'তে একত্রিংশৎ' 'ইন্দ্রঃ চ প্রজাপতিঃ চ' 'ত্রয়স্ত্রিংশতাং পূরণৌ 'ইতি'।

শাকল্যঃ—'কতমে বসবঃ ইতি'। 'অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ,' 'আদিত্যঃ চ' 'দ্যৌঃ চ' 'চন্দ্রমাঃ চ' 'নক্ষত্রাণি চ' 'এতে বসবঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এতেষু' 'ইদং সর্ব্বং' 'হিতং' 'স্থিতম্' 'ইতি' 'তস্মাৎ' 'বসবঃ ইতি'। বসতেরুঃ—বসুঃ। 'যস্মাদ্বাসয়ন্তে তস্মাদ্বসবঃ' ইতি ভাষ্যকারঃ।

শাকল্যঃ—'কতমে রুদ্রাঃ ইতি'। 'পুরুষে' 'ইমে' 'দশ' 'প্রাণাঃ' ইন্দ্রিয়াণি 'আত্মা' মনঃ 'একাদশঃ' একাদশানাং পূরণঃ। 'তে যদা অস্মাৎ' 'মর্ত্ত্যাৎ' 'শরীরাৎ' 'উৎক্রামন্তি' 'অথ তদা রোদয়ন্তি'। 'তৎ' তত্র উৎক্রমণে 'যৎ' যস্মাৎ 'রোদয়ন্তি' 'তস্মাৎ রুদ্রাঃ ইতি'।

শাকল্যঃ—'কতমে আদিত্যাঃ ইতি'। 'দ্বাদশ বৈ মাসাঃ' 'সংবৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'এতে' 'ইদং সর্ব্বম্' 'আদদানাঃ' 'পুনঃ পুনঃ' 'যন্তি' গচ্ছন্তি। 'যৎ' যস্মাৎ 'তে' 'ইদং সর্ব্বম্' 'আদদানাঃ যন্তি' 'তস্মাৎ আদিত্যাঃ ইতি'।

শাকল্যঃ—'কতমঃ ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিঃ ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'স্তনয়িত্নুঃ এব ইন্দ্রঃ' 'যজ্ঞঃ প্রজাপতিঃ ইতি'। শাকল্যঃ—'কতমঃ স্তনয়িত্নুঃ ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'অশনিঃ ইতি'। শাকল্যঃ—'কতমঃ যজ্ঞঃ ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'পশবঃ ইতি' "যজ্ঞস্য হি সাধনানি পশবঃ, যজ্ঞস্যারূপত্বাৎ পশুসাধনাশ্রয়ত্বাচ্চ পশবো যজ্ঞইত্যুচ্যতে" ইতি ভাষ্যকারঃ।

শাকল্যঃ—'কতমে ষট্ ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ এতে ষট্'। 'এতে' ষট্ 'ইদং সর্ব্বম্, ইতি।'

শাকল্যঃ—'কতমে তে ত্রয়ঃ দেবাঃ ইতি'। 'ইমে ত্রয়ঃ লোকাঃ এব'।—পৃথিব্যাম্ অগ্নিম্ অন্তরীক্ষে বায়ুং দিবি আদিত্যং পুনরন্তর্ভূর লোকাস্ত্রয় ইতি। শাকল্যঃ—'কতমৌ তৌ দেবৌ ইতি'।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'অন্নং চ এব প্রাণঃ চ ইতি'। শাকল্যঃ—কতমঃ অধ্যর্দ্ধঃ ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'যোঽয়ং পবতে' বায়ুঃ ইতি'।

'তৎ' তত্র 'আহুঃ' 'যৎ' যস্মাৎ 'অয়ম্ একঃ' 'ইব' এব 'পবতে' 'কথম্ অধ্যর্দ্ধঃ ইতি'। 'যৎ' যস্মাৎ 'অস্মিন্' বায়ৌ 'ইদং সর্ব্বম্' 'অধ্যাধে'াৎ' অধি আধে'াৎ অধি ঋদ্ধিং প্রাপ্নোৎ, 'তেন অধ্যর্দ্ধঃ ইতি'। শাকল্যঃ—'কতমঃ একঃ দেবঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'প্রাণঃ ইতি'। কথম্? 'স' প্রাণঃ 'ব্রহ্ম ত্যৎ ইতি' 'আচক্ষতে'—পরোক্ষাভিধায়কেন ত্যচ্ছব্দেন পরোক্ষত্বেন। প্রাণে ব্রহ্মদর্শনং পরোক্ষং ন তু সাক্ষাৎ।

অনন্তর ইঁহাকে শকলের অপত্য বিদগ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত? তিন ও তিন তিন শত ও তিন সহস্র (৩৩০৬)* এই নিবিৎ (দেবসংখ্যাসূচক মন্ত্র) অবলম্বন করিয়া উত্তর দিলেন, বৈশ্বদেবের নিবিদিতে যতগুলি দেবতা উল্লিখিত হইয়াছে [ততগুলি দেবতা]। [শাকল্য] বলিলেন হাঁ তাই বটে। সংখ্যাসঙ্কোচাভিপ্রায়ে [শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত? যাজ্ঞবল্ক্য—তেত্রিশ। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [পুনরায় সংখ্যাসঙ্কোচার্থে শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত? [যাজ্ঞবল্ক্য]—ছয়। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত? [যাজ্ঞবল্ক্য]—তিন। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য] —হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত? [যাজ্ঞবল্ক্য]—দুই। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত? যাজ্ঞবল্ক্য অধ্যর্দ্ধ (অর্দ্ধাধিক এক)। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত? [যাজ্ঞবল্ক্য]—এক। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য]—তিন ও তিন তিন শত ও তিন সহস্র। তাঁহারা কে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—দেবগণ তেত্রিশই। ইঁহারা [৩৩০৬] এই দেবতাগণেরই বিভূতি। [শাকল্য]—কে কে তেত্রিশ? [যাজ্ঞবল্ক্য] —অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, এই একত্রিশ। ইন্দ্র ও প্রজাপতি [এ দুইয়ে] তেত্রিশ।

[শাকল্য] বসু কে কে? [যাজ্ঞবল্ক্য] অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহ ইঁহারা বসু। যেহেতু ইঁহাদিগেতে এ সকল বাস করে, সে জন্য ইঁহারা বসু।

[শাকল্য]—রুদ্র কে কে ? পুরুষে এই দশটি প্রাণ [ইন্দ্রিয়] ও মন এই একাদশ। যখন ইঁহারা এই মর্ত্ত্য শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তখন ইঁহারা রোদন করান। উৎক্রমণকালে ইঁহারা রোদন করান, এ জন্য ইঁহারা রুদ্র।

[শাকল্য]—আদিত্য কে কে ? সংবৎসরের দ্বাদশ মাস ইঁহারা আদিত্য। কেন না ইঁহারা এ সকলকে আদান করিয়া যান। যেহেতুক ইঁহারা এ সকলকে আদান করিয়া যান তাই ইঁহারা আদিত্য।

[শাকল্য]—ইন্দ্র কে ? প্রজাপতি কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য]—নির্ঘোষ ইন্দ্র, যজ্ঞ—প্রজাপতি। [শাকল্য]—কোন্ নির্ঘোষ। [যাজ্ঞবল্ক্য] অশনি। [শাকল্য]—যজ্ঞ কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য]—পশু (যজ্ঞসাধন অশ্বাদি)।

[শাকল্য]—ছয় কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য] অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য ও দ্যুলোক। এ ছয়ই এ সকল।

[শাকল্য]—সে তিন দেবতা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য]—এই তিন লোক *। [শাকল্য]—সে দুই দেব কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য]—অন্ন ও প্রাণ। [শাকল্য]—অধ্যর্দ্ধ কে ? এই যিনি বহমান (বায়ু)।

এস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছেন, বহমান যখন এক, তখন অধ্যর্দ্ধ হইল কি প্রকারে ? যেহেতুক এই বায়ুতে এ সকলের অতিমাত্র ঋদ্ধি প্রাপ্তি হয় তাই ইনি অধ্যর্দ্ধ। (শাকল্য)—দেব এক কে ? (যাজ্ঞবল্ক্য)—প্রাণ। প্রাণকে পরোক্ষ ব্রহ্ম বলা যায়।

ভাব—বৈদিক দেবগণকে কি প্রণালীতে বৈদান্তিক দেবতায় পরিণত করা হইয়াছে, বৈদিক দেবগণকে বৈদান্তিক ঋষিগণ কোন্ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, আমরা এই অধ্যায়ে তাহা বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই। প্রাণ সমুদায় জগতের মূল, পরাত্মা প্রাণের মূল, এ কথা বলাতে প্রাণ পরাত্মার ক্রিয়াশক্তি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই ক্রিয়াশক্তি হইতে সমুদায় জগতের উৎপত্তি।

যদিও প্রাণেতে বৈদিক দেবগণের একত্ব সাধিত হইয়াছে, তথাপি প্রাণকে তাদৃশ

---

* পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বাক্. এবং দ্যুলোকে আদিত্যকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া তিন।

ভাবে গ্রহণ ঋক্‌সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না, অথর্ব্বসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঋক্‌সংহিতায় জীবনধারণার্থ মনেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। যথা,

তোমার যে মন বৈবস্বত যমের নিকট সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে আমরা তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর।

তোমার যে মন দ্যুলোক অথবা পৃথিবীতে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে, তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন চারিদিকে থাকিয়া পরে ঈদৃশ প্রদেশে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন চারিদিকের দূরবর্ত্তী প্রদেশে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন জলপূর্ণ সমুদ্রমধ্যে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ মরীচিমধ্যে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন জলে বা ওষধিগণমধ্যে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন সূর্য্য বা উষার মধ্যে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন বৃহৎ পর্ব্বতসমূহমধ্যে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন এই নিখিল মধ্যে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন দূর হইতে দূর প্রদেশে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

তোমার যে মন ভূত ভবিষ্য বিষয়ের মধ্যে সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি।

(ঋক ১০ম, ৫৮সূ ১—১২ ঋক্)

আমার যে দৈব মন আমার জাগ্রৎ অবস্থায় দূর হইতে দূরে গমন করেন, নিদ্রিতাবস্থায়ও সেইরূপ দূরে বিচরণ করেন, সেই দূরগামী জ্যোতির জ্যোতি একমাত্র আমার মন শিবসঙ্কল্পই হউন।

জ্ঞানে ধীরতাপ্রাপ্ত কর্ম্মী মনীষিগণ যদ্দ্বারা যজ্ঞকর্ম্ম সাধন করেন, যিনি অপূর্ব্ব প্রজাগণের যজ্ঞসাধনে সমর্থ সেই আমার মন ইত্যাদি।

যিনি প্রজ্ঞান, যিনি চৈতন্য, যিনি ধৃতি, যিনি জ্যোতি, যিনি প্রজাগণমধ্যে অন্তরস্থ অমৃত, যাঁহা ছাড়া কিছুই সত্য নাই, যাঁহার দ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই আমার মন ইত্যাদি।

অমৃতরূপী যাঁহার দ্বারা ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই গৃহীত হয়, সপ্ত হোতা যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞবিস্তার করেন সেই আমার মন ইত্যাদি।

রথনাভিতে যে প্রকার অরা সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি যাঁহাতে ঋক্ সাম ও যজুঃসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে, যাঁহাতে প্রজাগণের সমগ্র চিত্ত জড়িত হইয়া আছে সেই আমার মন ইত্যাদি।

সুসারথি যে প্রকার অশ্বসমূহকে এবং কশাযোগে বাজিগণকে এদিক্ ওদিকে লইয়া যায়, তেমনি হৃদয়স্থ বেগবান্ দ্রুতগামী মন মনুষ্যগণকে এদিক্ ওদিকে লইয়া যান। (যজুঃ ৩৪অ, ১—৬ক)

বাক্যবিষয়ক স্তোত্র ঋক্‌সংহিতায় বিরল নহে :—

চারিটি ইঁহার শৃঙ্গ, তিনটি ইঁহার পদ, দুটি ইঁহার শীর্ষ, সাতখানি ইঁহার হস্ত, তিন প্রকারে বদ্ধ বৃষভ পুনঃ পুনঃ রব করিতেছেন। এই মহান্ দেব মর্ত্ত্যগণেতে প্রবেশ করিয়াছেন। (ঋক্ ৪ম, ৫৮সূ, ৩ঋক্)

শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলি যদিও ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মহান্ দেব শব্দ মরণধর্ম্মা মনুষ্যগণেতে প্রবেশ করিয়াছেন। মহান্ দেবের সঙ্গে একত্ব হয় এজন্য

ব্যাকরণ অধ্যয়নীয়", তথাপি এ অর্থ একান্ত নহে, কেন না নিরুক্তকার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা "'চারিটি শৃঙ্গ'—এ কয়টিতে চারি বেদ উক্ত হইয়াছে; 'তিনটি ইঁহার পাদ'—ত্রিসবন; 'দুইটি শীর্ষ'—প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়; 'সাতখানি হস্ত'—সপ্ত ছন্দ; 'তিন প্রকারে বদ্ধ'—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্প এই তিনের দ্বারা; 'বৃষভ পুনঃ পুনঃ রব করিতেছেন'—ঋক্ দ্বারা শংসন, যজুর দ্বারা যজন ও সাম দ্বারা স্তবন এইরূপ যে সবনক্রমে ঋক্-যজু-ও-সাম-যোগে রব উত্থিত হয়, তাহাই ইঁহার রব। 'মহান্ দেব'—যিনি যজ্ঞ তিনিই এই মহান্ দেব। 'মর্ত্ত্যগণেতে প্রবেশ করিয়াছেন'—[কি নিমিত্ত ?] যজননিমিত্ত, তাহার উত্তরোত্তরবর্দ্ধনশীল-নির্ব্বচননিমিত্ত।"

দীপ্তিশীল দেবগণের প্রমত্তকর বাক্ অবিচেতনগণকে বিচেতন করিয়া যখন [যজ্ঞে] উপবেশন করেন, তখন চারিদিকে অন্ন ও জল দোহন করেন। ইঁহার যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কোথায় গমন করে?

দেবগণ দীপ্তিমতী বাক্‌কে উৎপাদন করিতেছেন। বিবিধ প্রকারের পশুগণ সেই বাক্ উচ্চারণ করে। হর্ষ, অন্ন ও রস দোহনকারিণী ধেনুর ন্যায় সেই বাক্ বিশিষ্টরূপে শ্রুত হইয়া আমাদের নিকটে আগমন করুন। (ঋক্ ৮ম, ১০০সূ, ১০।১১ ঋক্)

এ গুলি এবং দশমণ্ডলের একসপ্ততিতম সূক্তে বাক্ সম্বন্ধে এই স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

হে বৃহস্পতি, [শিশুগণ] প্রথমে নাম ধরিয়া যাহা উচ্চারণ করে তাহাই আদি বাক্। এই সকলের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ যেটি দোষশূন্য সেটি হৃদয়গুহায় নিহিত থাকে, প্রেমে প্রকাশ পায়।

চালনী দ্বারা [লোকে] সক্তুকে যেমন দোষশূন্য করে, ধীরগণ প্রজ্ঞাযোগে বাক্‌কে তেমনি করেন। বন্ধুগণ ইহাতে বন্ধুর ক্রিয়া অবগত হয়েন, ইঁহাদের বাক্যেতেই কল্যাণকরী শ্রী নিহিত আছে।

যজ্ঞযোগে বাক্ সকল [প্রকাশ পাইবার] পথ পাইল; ঋষিগণেতে প্রবিষ্ট সেই বাক্‌কে [অপরে] লাভ করিল। সেই বাক্‌কে আহরণ করিয়া বহুদেশে [তাহারা] ছড়াইল এবং উহাকেই সপ্ত ছন্দে চারিদিকে পাইল।

কেহ বাক্‌কে দেখিয়াও দেখে না, কেহ শুনিয়াও ইহাকে শুনে না, সুবসনা অভিলষমাণা জায়া যেমন পতিসন্নিধানে আত্মতনু প্রকাশ করেন, ইনিও তেমনি।

কেহ সখ্যভাবে * [জ্ঞাতার্থে স্থিরতালাভ করিয়াছে এ নিমিত্ত] কাহাকেও স্থিরপীতার্থ বলিয়া থাকেন; নিরূপণীয় বিষয়সমূহে কেহ ইঁহাকে অতিক্রম করে না; অফল ও অপুষ্প বাক্ যে ব্যক্তি শ্রবণ করিয়াছে সে ব্যক্তি বন্ধ্যা গো লইয়া মায়ায় বিচরণ করে।

* এই ঋক্‌টি নিরুক্ত নৈঘণ্টুককাণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেখানকার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে, কেবল অধ্যয়ন করিলে বেদার্থপরিগ্রহ হয় না, তত্ত্বযুক্ত দেবগণের সহিত সখ্যনিবন্ধনে তাঁহাদিগের পরিচয় লাভ হইলে তবে যথার্থ অর্থপরিগ্রহ হয়। যাঁহারা তাদৃশ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতার্থপরিগ্রহ সম্ভবে না।

উপকারী বন্ধুকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে, তাহার কথায় কিছুই গ্রহণীয় নাই। এ ব্যক্তি যাহা কিছু শোনে বৃথাই শোনে, সৎকর্ম্মের পন্থা সে অবগত নহে।

যাঁহাদের চক্ষু আছে কর্ণ আছে, ঈদৃশ বন্ধুগণ প্রজ্ঞাদিতে সমান নহেন, [কেন না তাঁহাদের মধ্যে] কেহ বা মুখ পর্য্যন্ত, কেহ বা কক্ষ পর্য্যন্ত মগ্ন হয়. কেহ বা স্নান করিতে পারা যায় ঈদৃশ হ্রদতুল্য দৃষ্ট হন।

যেখানে সমানখ্যাতিমান্ ব্রাহ্মণগণ হৃদয়যোগে নিশ্চেতব্য সূক্ষ্ম তত্ত্বসকলের নির্ণয়ার্থ সমবেত হন সেখানে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা এক জন অনভিজ্ঞকে পরিহার করেন আর যাঁহারা বেদার্থবিৎ তাঁহারা থাকেন।

এই সকল অজ্ঞলোক যাহারা ইহলোকে বা পরলোকে [বেদার্থাভিজ্ঞ বা দেবগণ সহ] বিচরণ করে না অথবা সোমযাজী হয় না, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ [লৌকিক] বাক্য অবলম্বন-করিয়া পাপকথা বলে এবং হলচালক হইয়া কৃষিকার্য্য করে।

সমানখ্যাতিমান্ সকল মানুষই সভার [ভার] বহনে, ঋত্বিক্‌সমূহের প্রতিনিধিত্বে যশঃসম্পন্ন হইয়া আনন্দলাভ করে, সে ব্যক্তি পাপস্পৃষ্ট হয় না, অন্নদাতা হয়, ইহাদিগের [ইন্দ্রিয়গণের] বলবর্দ্ধনার্থ পর্য্যাপ্তপ্রমাণে হিতকারী হয়।

এক জন ঋক্‌সমূহ যথেষ্ট উচ্চারণ করেন, এক জন শক্বরী ঋক্‌সমূহমধ্যে গায়ত্রী ছন্দে গান করেন, ব্রহ্মা জাতবিদ্যা ব্যাখ্যা করেন, আর এক জন যজ্ঞের অঙ্গগুলি নির্ম্মাণ করেন।

যদিও বাকের বিবিধ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি অথর্ব্বসংহিতায় প্রাণের যে প্রকার প্রশংসা আছে তাহার তুল্য নহে। অথর্ব্বসংহিতা বলিতেছেন :—

যাঁহার বশে এ সমুদায়, যিনি সকলের ঈশ্বর হইয়া বিদ্যমান, যাঁহাতে সকল প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাণকে নমস্কার।

হে প্রাণ, তুমি অবিচ্ছেদে আহ্বান করিতেছ, নির্ঘোষ করিতেছ। হে প্রাণ, তুমি বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতেছ, বর্ষণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার।

যখন প্রাণ মেঘগর্জ্জনে ওষধিসমূহকে আহ্বান করেন তখন উহারা আত্মবৃদ্ধি করে, গর্ভধারণ করে এবং বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

যখন প্রাণ ঋতুর আগমনে ওষধিসমূহকে আহ্বান করেন, তখন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই আমোদ করিতে থাকে।

যখন প্রাণ হর্ষে বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে বর্ষণ করেন, তখন পশুসকল আমাদের অন্ন জল হইবে বলিয়া আমোদ করিতে থাকে।

প্রাণ দ্বারা ওষধিসকল বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, আমাদের আয়ু বাড়িয়া গেল, আমাদের সকলই সুরভিপূর্ণ হইল।

নিকটে আগমনকারী তোমায় নমস্কার, দূরে গমনকারী তোমায় নমস্কার, স্থিতিশীল তোমায় নমস্কার, আসীন তোমায় নমস্কার।

হে প্রাণ, তুমিই প্রাণক্রিয়া তুমিই অপানক্রিয়া সাধন-করিতেছ, তোমায় নমস্কার। তুমি অতীত, তুমিই অ গামী হইয়া অবস্থিত, তোমাকে নমস্কার। সকলের উদ্দেশে তোমাকেই নমস্কার।

হে প্রাণ, তোমার যে প্রিয় তনু, তোমার যে প্রিয়তম রূপদ্বয়, তোমার যে ভেষজ, আমাদের জীবনধারণের নিমিত্ত তুমি তাহা আমাদিগকে দাও।

পিতা যেমন প্রিয় পুত্রকে প্রাণ তেমনি প্রজাগণকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন, যাহা প্রাণধারণ করে, যাহা প্রাণধারণ করে না, প্রাণ সকলেরই ঈশ্বর।

প্রাণ মৃত্যু, প্রাণ ক্লেশকর রোগ, দেবগণ প্রাণকেই উপাসনা করেন। প্রাণই সত্যবাদীকে উত্তম লোকে স্থাপন করেন।

প্রাণ বিরাট্, প্রাণ প্রেরয়িতা, প্রাণকেই সকলে উপাসনা করেন। প্রাণই সূর্য্য ও চন্দ্রমা, [পণ্ডিতেরা] প্রাণকেই প্রজাপতি বলেন।

প্রাণকেই অপান, ব্রীহিযব ও বৃষভ বলা হইয়া থাকে। যবে প্রাণ নিগূঢ় ভাবে স্থিতি করিতেছেন, ব্রীহিকেই অপান বলা হইয়া থাকে।

গর্ভমধ্যে পুরুষ প্রাণক্রিয়া অপানক্রিয়া উভয়ই করে। হে প্রাণ, তুমি যখন চলিষ্ণু হও, তখন সে জন্মগ্রহণ করে।

[পণ্ডিতেরা] প্রাণকেই মাতরিশ্বা বলেন, বাতকেই প্রাণ বলা হইয়া থাকে। প্রাণেতেই ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত।

হে প্রাণ, তুমি যখন সঞ্চরণ কর, তখন আথর্ব্ব, আঙ্গিরস, দৈব ও মনুষ্যজ ওষধিসকল জন্মগ্রহণ করে।

প্রাণ যখন বর্ষণ দ্বারা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে সিক্ত করেন, তখন ওষধিসকল এবং যে কোন লতা জন্মায়।

হে প্রাণ, তোমার এ বিষয় যে ব্যক্তি জানে, এবং তুমি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছ, উত্তম পরলোকে সকলেই তাহাকে বলি উপহার দেয়।

হে প্রাণ, এই সকল প্রজা যেমন তোমাকে বলি উপহার দেয় তেমনি তোমার কথা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রুতিশীল হইয়াছে তাহাকেও বলি উপহার দেয়।

গর্ভমধ্যে দেবতা বিচরণ করেন। স্বয়ং অভূত হইয়াও ভূত হন, পুনরায় তিনি জন্মেন। তিনিই হইয়াছেন, তিনিই হইতেছেন, তিনিই হইবেন। বাক্, কর্ম্ম প্রজ্ঞা লইয়া পিতা পুত্রে প্রবেশ করেন।

সলিল হইতে গমনশীল তিনি উর্দ্ধে উত্থানপূর্ব্বক এক পদকেও তোলেন না। অহো যদি তিনি পদ তোলেন, আজও কিছু থাকে না, কল্যও কিছু থাকে না।

আটটি চক্র, একটি নেমি, সহস্র অক্ষরযুক্ত হইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে বিদ্যমান। অর্দ্ধ সমুদায় ভুবন জন্মাইয়াছেন, আর অর্দ্ধ তাহার লক্ষণ কি?

যিনি এই বিশ্বজন্মা ও চেষ্টাশীল বিশ্বের শাসন করেন, অন্য সকলের মধ্যে যিনি ক্ষিপ্রধন্বা সেই প্রাণ তোমায় নমস্কার।

যিনি সর্ব্বজন্মা ও চেষ্টাশীল বিশ্বের শাসন করেন, যিনি তন্দ্রাহীন ধীর, সেই প্রাণ হিরণ্যগর্ভসহ আমাতে স্থিতি করুন।

যিনি সকলে নিদ্রিত হইলে উর্দ্ধস্থ হইয়া জাগিয়া থাকেন, এমন কি তিরোহিত হইয়া বিচরণ করেন, সকলে সুপ্ত হইলে যিনি সুপ্ত হন, তাঁহার বিষয়ে এ কথা কেহ শুনে নাই।

হে প্রাণ, তুমি আমা হইতে পরাঙ্মুখ হইও না, [আশা] তুমি আমা ছাড়া হইবে না, জীবনধারণের নিমিত্ত জলের গর্ত্ত (বৈশ্বানরাগ্নি) সদৃশ তুমি, তোমায় হে প্রাণ, আমি আমাতে বদ্ধ করিয়া রাখি।

(অথ, ১১কা, ২অনু, ২৪প্র, ১—১৬ ঋক্)

শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বৈদিক নিখিল দেবগণের উল্লেখ করিয়া প্রাণেতে তাঁহাদের একত্ব সাধন করিয়াছেন, অথর্ব্ববেদোক্ত প্রাণবিষয়ক স্তোত্র সেই উক্তিকেই সুদৃঢ় করিতেছে। অন্য সকল দেবতাতে ব্রহ্মদর্শন কেন পরোক্ষ হয় পরবর্ত্তী বল্লীতে তাহা সুস্পষ্ট হইবে।

ইতি দেবতাবল্লী নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বিদ্যাবল্লী।

১। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

ঈশ ১। ২।

'জগত্যাং' ব্রহ্মাণ্ডে 'ইদং' 'যৎ কিঞ্চ' 'জগৎ'—গমনশীলমিত্যুপলক্ষণং—স্থাবরজঙ্গমং তৎ 'সর্ব্বং' 'ঈশা' ঈশ্বরেণ 'বাস্যং' আচ্ছাদনীয়ং—ত্বয়েতি শেষঃ। 'তেন' ঈশা 'ত্যক্তেন' বিসৃষ্টেন বিষয়েণ 'ভুঞ্জীথাঃ' ভোগং নির্ব্বহেথাঃ, 'কস্যস্বিৎ' কস্যাপি 'ধনং' ধনাদিকং 'মা গৃধঃ' মা কাঙ্ক্ষীঃ। পক্ষান্তরে —মা গৃধঃ। কথং? কস্যস্বিৎ ধনং ন কস্যাপীত্যর্থঃ। তেন কারণেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেতি নৈষ্কর্ম্ম্য-মার্গাবলম্বিনঃ, তেন ঈশা ত্যক্তেন বিসৃষ্টেনেতি যোগক্ষেমবহনবাদিনঃ।

'ইহ' সংসারে 'কর্ম্মাণি' 'কুর্ব্বন্ এব' 'শতং' 'সমাঃ' সংবৎসরান্ 'জিজীবিষেৎ' জীবিতুম্ ইচ্ছেৎ। ইত্যেষ বিধিঃ—'ত্বয়ি' 'এবং'—'ঈশাবাস্যম্' ইত্যুক্তপ্রকারেণ—'অস্তি' বর্ত্ততে, 'ইতঃ' উক্তপ্রকারাৎ 'অন্যথা' 'ন'। কথম্? তদনুসরণেন 'নরে' মানবে 'ন' 'কর্ম্ম' কর্ম্মদোষঃ 'লিপ্যতে'।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এই স্থাবরজঙ্গম যাহা কিছু আছে, সকলই (তোমা-কর্ত্তৃক) ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদ্য। যাহা কিছু তৎপ্রদত্ত তাহা ভোগ-কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না *।

এ সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে [এ বিধি] তোমাতে বিদ্যমান, এ ভাব ছাড়া অন্য ভাবে নহে। [ইহাতে] মনুষ্যে কর্ম্মলেপ হয় না।

ভাব—শ্রীমদ্ভাষ্যকার এই দুইটি প্রবচনের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেরূপ ব্যাখ্যা

---

* পক্ষান্তরে—তন্নিমিত্ত [কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাভিমান] ত্যাগ করিয়া [যাহা কিছু] ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না।

পক্ষান্তরে—তন্নিমিত্ত ত্যাগ অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণে যে কিছু অর্থ ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না।

পক্ষান্তরে—লোভ করিও না, কাহারই বা ধন [যে লোভ করিবে]।

এস্থলে গৃহীত হয় নাই। গৃহীত হয় নাই কেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহার কারণ উল্লেখ-করা প্রয়োজন। এই দুইটি প্রবচনে মধ্যম পুরুষের উল্লেখ অতি সুস্পষ্ট। সুতরাং এ দুইয়ের সর্ব্বত্র মধ্যম পুরুষযোগে অর্থসমাধান সমুচিত। 'সকলই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদ্য'—এস্থলে আচ্ছাদন ব্যাপারের কর্ত্তা—তুমি। এজন্য সকলই (তোমাকর্ত্তৃক) ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদ্য' এইরূপ ব্যাখ্যা সমুচিত। ভাষ্যকার 'আচ্ছাদনীয়' এইমাত্র বলিয়া শেষ করিয়াছেন, কর্ত্তার উল্লেখ করেন নাই। অপরে কৃত্যপ্রত্যয়ের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া 'আচ্ছাদিত' এই অর্থ করিয়াছেন। 'ভোগ কর' এস্থলে ভাষ্যকার 'পালন কর' এই অর্থ করিয়াছেন। ঈদৃশ অর্থ ব্যাকরণদুষ্ট, এ নিমিত্ত তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ-কর্ত্তৃকও উহা গৃহীত হয় নাই *। আমরা একা তাঁহার অনুবর্ত্তী নই, সকল ভাষ্য-ও-ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণের প্রতি আমাদের সমাদর। তাঁহাদের যে ব্যাখ্যা প্রবচনসমূহের পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্যসম্পাদন-করে আমরা সেইটি গ্রহণ-করি। এখানে আমরা সেই কারণেই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার সমুচিত সমাদর করিতে পারি নাই।

তৎপ্রদত্ত—এ অর্থটি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক গৃহীত। ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যানে শ্রীমদ্বলদেব এই অর্থেরই প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন। ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের দশম শ্লোক ঈশশব্দের স্থলে আত্মশব্দের প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী 'ত্যক্ত' শব্দের যেমন 'দত্ত' অর্থ করিয়াছেন তেমনই পক্ষান্তরে 'ত্যাগ' অর্থ করিয়া এ ত্যাগকে ঈশ্বরার্পণ ব্যাখ্যা-করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাকে আমরা বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাতে ত্যাগ বা ঈশ্বরার্পণের প্রাধান্য, সুতরাং 'তৎপ্রদত্ত' এ অর্থ আপাততঃ নিতান্ত সন্দিগ্ধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঈদৃশ ব্যাখ্যানে গীতার বেদান্তভাষ্যত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা নবমাধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকটির ভাবার্থের অনুসরণ করিয়া এই অর্থকে প্রাধান্য দিয়াছেন। গীতাতে এই দ্বাবিংশ শ্লোকটির এত আদর যে, এ সম্বন্ধে ভক্তগণমধ্যে অলৌকিক আখ্যায়িকা পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। যাহা ভক্তের নাই ভগবান্ তাহা তাঁহাকে যোগান এবং যোগাইয়া আপনি উহার রক্ষা করেন, এ কথা যে অতি অসামান্য তাহাতে আর সংশয় কি? ভগবান্ যাহা যোগান তাহা ছাড়া ভক্ত আর কিছু চান না, ইহাতেই তো ভক্তের মাহাত্ম্য। যদি কেহ মনে করেন, বৈদান্তিক ঋষিগণের মনে তৎকালে এ ভক্তিমাহাত্ম্য প্রতিভাত হইয়াছিল কি না তৎপক্ষে সংশয়, তবে তাঁহাদের এ কথা স্মরণে রাখা সমুচিত যে বৈদান্তিক ঋষিগণের পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণের মনে যখন এই

* শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ভাষ্যকারের অনুগামী, অথচ তিনি 'ভুঞ্জীথাঃ'—'পালয়েথাঃ' এরূপ অর্থ না করিয়া ভুঞ্জীথাঃ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্ষ,' —বিষয় সকল ভোগ কর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ভক্তিমাহাত্ম্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, তখন উহা পরবর্ত্তী তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের নিকটে অপরিচিত থাকিবে কি প্রকারে ?

[এ বিধি] তোমাতে এইভাবে বিদ্যমান, এ ভাব ছাড়া অন্য ভাবে নহে—এস্থলে ভাষ্য কেন অন্য টীকারও অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, ইহা দেখিয়া মনে হইতে পারে ঈদৃশ অভিনব অর্থ মূলশূন্য, অন্যথা এ অর্থ অপর কাহারও মনে প্রতিভাত হয় নাই কেন ? অন্বয়মুখে ব্যাখ্যার আমরা পক্ষপাতী। আমরা যে অর্থ করিয়াছি অন্বয়মুখে তাদৃশ অর্থ হয় বলিয়া আমরা এ আপত্তির প্রতি উপেক্ষা করিতে পারিতাম, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সর্ব্বসম্মানিত শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ঈদৃশ অর্থের যে আভাস দিয়াছেন, তাহাকেই আমাদের ব্যাখ্যানের প্রমাণ বলিয়া আমরা উহার মূলশূন্যত্ব অপনীত করিতেছি *।

এই ভাবে—'যাহা কিছু তৎপ্রদত্ত তাহা ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না' এই ভাবে। পক্ষান্তরে—'[কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমান] ত্যাগ করিয়া ভোগ কর' এই ভাবে। পক্ষান্তরে—'ত্যাগ অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণে যে কিছু অর্থ ভোগ কর' এই ভাবে।

কর্ম্মলেপ হয় না—আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এইরূপ অভিমান মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে ; নিয়ন্তার অধীন থাকিয়া তাঁহার নির্দেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে, ভোগ করিতে হইবে, ইহা সে ভুলিয়া যায়। এই বিস্মৃতি ভোগ-ও-ক্রিয়াসম্বন্ধে সর্ব্ববিধ পাপের উৎপত্তির হেতু। ঈদৃশ অবস্থায় কার্য্য তাহার চিত্তশুদ্ধির হেতু হয় না তাহার বন্ধনের কারণ হয়। কর্ম্ম করিতে গিয়া আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এই যে অভিমান উপস্থিত হয়, তাহাকেই কর্ম্মলেপ বলে।

২। অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাসম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥

ঈশ ১৩। ১৪।

'সম্ভবাৎ' ঐশ্বর্য্যবিশেষাৎ 'অন্যৎ এব' 'অসম্ভবাৎ' প্রকৃতেঃ 'অন্যৎ' ফলম্ 'আহুঃ' 'ইতি' 'যে' 'নঃ' অস্মভ্যঃ 'তৎ' বিচচক্ষিরে' ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং 'ধীরাণাং' 'শুশ্রুম' শ্রুতবন্তঃ বয়ম্।

'সম্ভূতিম্' অসম্ভূতিম্—অকারলোপশ্ছান্দসঃ—প্রকৃতিং বিনাশং' নশ্বরম্ ঐশ্বর্য্যং চ 'তৎ' 'উভয়ং' 'সহ' একত্র 'যঃ' 'বেদ' স 'বিনাশেন' ঐশ্বর্য্যেণ 'মৃত্যুং তীর্ত্বা' 'অসম্ভূত্যা' প্রকৃত্যা 'অমৃতম্' 'অশ্নুতে' প্রাপ্নোতি।

* এবং—কর্ম্মাণ্যপি যজ্ঞাদীনি কর্ত্তৃত্বাভিমানং ত্যক্ত্বা কুর্ব্বতস্তব কর্ম্মলেপো ন ভবিষ্যতি। এতদ্ব্যতিরেকেণ তবোপাসনান্তরঞ্চ নাস্তীত্যগ্রিমমন্ত্রেণ প্রদর্শ্যতে—কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

পণ্ডিতেরা ঐশ্বর্য্য হইতে এক প্রকার, প্রকৃতি হইতে অন্য প্রকার ফল হয় বলেন, এ কথা আমরা (যাঁহারা সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন) সেই ধীরগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

প্রকৃতি এবং ঐশ্বর্য্য এ উভয়কে যিনি একযোযোগে জানেন, তিনি ঐশ্বর্য্যযোগে মৃত্যু অতিক্রম-করিয়া প্রকৃতিযোগে অমৃতলাভ করেন।

ভাব—"যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধতম অর্থাৎ দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে" (১।১—৪) ইত্যাদি প্রবচনে বৈদিক কর্ম্ম ও প্রকৃতিপূজার ফল অজ্ঞানতা এবং দেবারাধনা ও ঐশ্বর্য্যবিশেষে অনুরক্তির ফল তদপেক্ষা অধিক অজ্ঞানতা এই কথা কথিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও দেবারাধনার অসৎ ফল কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে, তাহা "বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কে যে ব্যক্তি একযোগে জানে" (১৩) এই প্রবচনে উক্ত হইয়াছে। "যাহারা প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে, যাহারা ঐশ্বর্য্যে রত তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়" (১।৪) এতদুক্ত প্রকৃতিপূজা ও ঐশ্বর্য্যানুরক্তির অসৎ ফল কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে তাহার উপায় বিদ্যাবল্লীতে উক্ত হইবে বলিয়া প্রথম বল্লীতে উক্ত হয় নাই। এখন সেইটি এখানে প্রদর্শিত হইতেছে।

অজ্ঞানতাবশতঃ লোকে প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া লয়; প্রকৃতি যে ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন, এ কথা একেবারে বিস্মৃত হয়। এই বিস্মৃতিবশতঃ ঈশ্বর সহ অভিন্না প্রকৃতি যে নিয়ত তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ তাঁহার সচ্চিদানন্দঘনত্ব অভিব্যক্ত করিতেছেন তাহাও তাহারা ভুলিয়া যায়। "হে সূর্য্য, তুমি হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমার দর্শনের নিমিত্ত সেই সত্যকে তুমি অনাচ্ছাদিত কর" (২।১) ইত্যাদি শ্রুতির সহায়তায় আবরণোন্মোচনপূর্ব্বক ভগবচ্ছক্তি প্রকৃতি ও ভগবান্ এ উভয়ের মধ্যে ভেদ অপসারিত করিয়া দিলে, প্রকৃতি আর অজ্ঞানতায় বন্ধ করিবার কারণ থাকেন না, তিনিই অমৃতলাভের হেতু হন। ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধেও সেই একই কথা। ঐশ্বর্য্য যখন ভগবদৈশ্বর্য্য বলিয়া প্রতীত হয় তখন ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে লোকে যে পাপবাসনা অনুস্যূত করিয়া লয় তাহা আর থাকিতে পারে না।

৩। অথাধ্যাত্মম্ যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।

উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্‌ব্রাহ্মীং বাচং ত উপনিষদমব্রূমেতি।

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়-তনম্।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্‌মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি। তল ৪। ৫। ৯।

'অথ' অনন্তরম্ 'অধ্যাত্মং' পরাত্মবিষয়ম্। 'যৎ' যস্মাৎ 'মনঃ' 'এতৎ' ব্রহ্ম 'গচ্ছতি ইব' প্রাপ্নোতি ইব বিষয়ীকরোতি ইব চ 'সঙ্কল্পঃ'—এষ সঙ্কল্পঃ সাধকস্যেতি শেষঃ। তৎ তস্মাৎ 'অনেন' মনসা 'এতৎ' ব্রহ্ম 'অভীক্ষ্ণং' পুনঃ পুনঃ 'উপস্মরতি' 'চ'।

'তৎ' ব্রহ্ম 'হ' 'তদ্বনং' তস্য প্রাণিজাতস্য বনং বননীয়ং ভজনীয়ং 'নাম' প্রখ্যাতম্। সুতরাং 'তদ্বনম্ ইতি' নাম্না 'উপাসিতব্যম্'। 'স যঃ' 'এতৎ' ব্রহ্ম 'এবং'—প্রাণিজাতস্য ভজনীয়মিতি প্রকা; রেণ—'বেদ' জানাতি, 'সর্ব্বাণি ভূতানি' 'হ' 'এনং' সাধকম্ 'অভিসংবাঞ্ছতি'।

'উপনিষদং ভো ব্রূহি ইতি' শিষ্যেণোক্তম্। আচার্য্যঃ—ময়া 'তে' তুভ্যম্ 'উপনিষৎ' উক্তা। ব্রাহ্মীং ব্রহ্মসম্পর্কীয়াং 'বাচম্' 'উপনিষদং' রহস্যং 'তে' তুভ্যম্ 'অব্রূম' উক্তবন্তঃ স্মঃ 'ইতি'।

'তপঃ'—কর্ম্মেন্দ্রিয়মনসাং সমাধানম্, 'দমঃ' উপশমঃ, 'কর্ম্ম'—'ঈশাবাস্যম্' ইত্যুক্তপ্রকারেণানুষ্ঠীয়মানম্—'ইতি' 'তস্যৈ' উপনিষদে 'প্রতিষ্ঠা' পাদরূপা স্থিতিহেতুঃ তৈঃ সা প্রতিতিষ্ঠতীতি ভাবঃ। 'বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গাণি' শিরআদীনি অঙ্গাঙ্গাঙ্গানি, 'সত্যম্' 'আয়তনম্' আশ্রয়ঃ শ্রেষ্ঠত্ববশাৎ।

'যঃ বৈ' 'এতাম্' উপনিষদম্ 'এবং' সর্ব্বান্তর্ভাবকত্বেন 'বেদ' জানাতি, স 'পাপ্‌মানম্' 'অপহত্য' বিধূয় 'জ্যেয়ে' জ্যায়সি 'অনন্তে স্বর্গে লোকে' 'প্রতিতিষ্ঠতি' নিত্যকালং নিবসতি। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ।

অনন্তর অধ্যাত্ম। মন যেন এই ব্রহ্মকে পায়, যেহেতুক এই সঙ্কল্প; তাই [সাধক] মনের দ্বারা ইঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন।

তাহাদের ভজনীয় [এই তাঁহার] নাম, [সুতরাং] তাহাদের ভজ-নীয় [এই নাম] উপাসনা করিতে হইবে। যিনি ব্রহ্মকে এইরূপ জানেন, তাঁহাকে সকল ভূত অভিলাষ করে। [অহো আমায়] উপ-নিষৎ বলুন, এই বলাতে [আচার্য্য বলিলেন] তোমায় উপনিষৎ বলা হইয়াছে। উপনিষৎ ব্রাহ্মী বাক্, আমি তাহা তোমায় বলিয়াছি।

তপ, দম, ও কর্ম্ম, তাঁহার [উপনিষদের] প্রতিষ্ঠা; বেদসকল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ, সত্য তাঁহার আশ্রয়।

যিনি ইঁহাকে এইরূপ জানেন, তিনি পাপ বিনাশ-করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনন্ত স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন প্রতিষ্ঠিত হন।

ভাব—অধ্যাত্ম—পরমাত্মবিষয়ক। পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মস্মরণে সাধকের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়; এজন্য তিনি ব্রহ্মস্মরণে কৃতসঙ্কল্প।

তাহাদের ভজনীয়—মূলে 'তদ্বন' শব্দ। বনশব্দে ভজনীয়, তৎ-শব্দে প্রাণিগণের—প্রাণিগণের ভজনীয়। সাধনকালে সাধক কেবল 'ভজনীয়' বা 'আমার ভজনীয়' এইরূপ পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে প্রাণিমাত্রের সহিত সাধকের বিশেষ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয় না, তাই প্রাণিমাত্রেরই তিনি ভজনীয়, পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে একথার আবর্ত্তন করিলে সকল প্রাণীর সহিত তাঁহার প্রিয়তর সম্বন্ধ উপস্থিত হইবে, সকল বিদ্বেষ হিংসা নিবৃত্ত হইবে, এই উদ্দেশ্যে উপনিষৎ ঈদৃশ সাধন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

সকল ভূত তাঁহাকে অভিলাষ করে—কেবল যে ঈদৃশ সাধনে সকল প্রাণী তাঁহার প্রিয় হয় তাহা নহে, সকল প্রাণীর তিনি প্রিয় হন।

তোমায় উপনিষৎ বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ এই—ব্রহ্ম বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায়, ব্রহ্ম নিমেষের ন্যায়" (২।৫) এইটি যে দেবগণের ব্রহ্মদর্শনসম্পর্কীয় আখ্যায়িকার দ্বারা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে উহাই উপনিষৎ *।

উপনিষৎ ব্রাহ্মী বাক্ তাহা আমি তোমায় বলিয়াছি—"সেই আকাশে তিনি স্ত্রীরূপে বহু শোভায় শোভান্বিতা হৈমবতী উমাকে দেখিতে পাইলেন (১৭পৃ)" এই উমা ব্রাহ্মী বাক্ ব্রহ্মবাণী উপনিষৎ, ইনি ব্রহ্মসম্পর্কে জ্ঞানবিস্তার করেন একথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

তপ, দম ও কর্ম্ম—তপ, দম ও কর্ম্ম এই তিনটি উপনিষদের প্রতিষ্ঠা—পদ, যদুপরি উপনিষৎ দাঁড়াইয়া আছেন, ইহার তিনটির কোন একটি না থাকিলে উপনিষৎ ভগ্নপদ হন।

সর্ব্বাঙ্গ—তপ দম ও কর্ম্ম যেমন তাঁহার পদ, বেদগুলি তেমনি তাঁহার শিরআদি অন্যান্য অঙ্গ। কোন একখানি বেদকে যদি তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গভঙ্গ হয়, কেন না উপনিষৎ ঋগাদি সমুদায় বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়া তত্তদঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছেন। উপনিষৎ সম্যক্ প্রকারে বুঝিবার জন্য নিখিল বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন।

আশ্রয়—বেদের মূল সত্য, বেদান্তের মূল সত্য। এজন্যই ঋষিগণ বেদকে বেদান্তকে কয়েকখানি গ্রন্থে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সত্য অনন্ত তাই বেদ ও বেদান্ত অনন্ত।

যিনি ইঁহাকে এইরূপ জানেন—বেদান্তের সঙ্গে তপ দম ও কর্ম্ম, সমুদায় বেদ ও সমুদায় সত্য অভিন্নভাবে নিবদ্ধ এইটি জানিয়া যিনি সে সকলের অনুবর্ত্তন করেন,

* এইটি দর্শনের অবস্থা, "ব্রহ্মই প্রাণ হন ব্রহ্মই তেজ হন" (১।১৮) এইটি ব্রহ্মসংস্থার অবস্থা।

তাঁহার সর্ব্বপ্রকার পাপপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়; অনন্ত সত্তাকে আশ্রয় করাতে অনন্ত স্বর্গে স্থিতি হয়।

৪। পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ।৫।১।

'অজস্য' জন্মরহিতস্য 'অবক্রচেতসঃ' অবক্রম্ অকুটিলং নিত্যৈকরূপং চেতঃ চৈতন্যং যস্য তস্য 'একাদশদ্বারং'—'সপ্তশীর্ষণ্যানি নাভ্যা সহ অর্ব্বাঞ্চি ত্রীণি শিরসি একম্'—'পুরং' নগরং শারীরাখ্যম্ 'অনুষ্ঠায়' তদধীনতয়া নিয়োজ্য 'বিমুক্তঃ' ইন্দ্রিয়বিকারশূন্যঃ সন্ 'ন শোচতি' ন দুঃখমনুভবতি 'বিমুচ্যতে' 'চ' হ। 'এতৎ বৈ' 'তৎ' ব্রহ্ম।

অজ অবক্রচেতা [জীবের] একাদশদ্বারবিশিষ্ট পুরকে অধীনভাবে নিযুক্ত করত [জীব] ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য হইয়া শোকাতীত হয়েন বিমুক্ত হয়েন। ইনিই তিনি।

ভাব—অজ—জীব জন্মরহিত দেহ জন্মবিশিষ্ট। অবক্রচেতা—অবক্র—নিত্য একরূপ, চেতঃ—চৈতন্য—জীব নিত্যৈকরূপচৈতন্যবিশিষ্ট, দেহ বিবিধ উপাদানবিশিষ্ট সুতরাং নিয়ত রূপান্তরতার অধীন। এই দেহের অধীন না হইয়া যিনি উহাকে আপনার বশে রাখেন এবং বশে রাখেন বলিয়া ইন্দ্রিয়বিকারের অতীত হন, তিনি আর দুঃখানুভব করেন না, সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত হন। এ অবস্থায় জীব ব্রহ্মসংস্থ হইয়া অভিন্নস্বরূপতাবশতঃ—ইনিই (জীবই) তিনি (ব্রহ্ম)। *

৫। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥
যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

---

* জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপের একতা কোন্ সময়ে হয়? যখন জীব আপনাকে অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মকেই সর্ব্বস্ব করেন। এইটি ভক্তির পরকাষ্ঠা তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখেও "মুক্তি সেই" এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্বরূপের একতা সত্যপ্রতিষ্ঠ, কেন না জীবের সত্ত্বাদি ব্রহ্মের সত্ত্বাদিসাপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্ত্বাদি নাই।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥

কঠ ৬। ১১—১৫।

'তাং' 'স্থিরাম্' অচলাম্ 'ইন্দ্রিয়ধারণাং' বাহ্যান্তঃকরণসমাধানং 'যোগম্ ইতি' 'মন্যন্তে' যোগিনঃ। 'তদা' ধারণাকালে যোগী 'অপ্রমত্তঃ' প্রমাদশূন্যঃ 'ভবতি'। কথং তদেত্যুক্তম্? 'হি' যস্মাৎ 'যোগঃ' 'প্রভবাপ্যয়ৌ'—উৎপদ্যতে তিরোধত্তে চ।

সর্ব্বাতীতঃ পরাত্মা 'ন এব বাচা' 'ন মনসা' 'ন চক্ষুষা' 'প্রাপ্তুং শক্যঃ'। 'তৎ' সর্ব্বান্তর্ভাবকং ব্রহ্ম 'অস্তি ইতি' সর্ব্বমাত্মন্যন্তর্ভূয় বিদ্যমানম্ ইতি 'ব্রুবতঃ' বদতঃ 'অন্যত্র' 'কথম্' 'উপলভ্যতে' উপলব্ধিবিষয়ং ভবেৎ।

'উভয়োঃ' সর্ব্বাতীতসর্ব্বান্তর্ভাবকয়োঃ 'ভাবঃ' সত্তা 'তত্ত্বভাবেন' চিন্মাত্রতয়া 'অস্তি ইতি এব' 'উপলব্ধব্যঃ'। 'অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য' সাধকস্য 'তত্ত্বভাবঃ' চিন্মাত্রতয়োপলব্ধিঃ 'প্রসীদতি' অভিমুখীভবতি।

'অস্য' মর্ত্ত্যস্য 'যে' 'কামাঃ' 'হৃদি শ্রিতাঃ' 'যদা' তে 'সর্ব্বে' 'প্রমুচ্যন্তে' বিশীর্য্যন্তে, 'অথ' তদা 'মর্ত্ত্যঃ' 'অমৃতঃ' 'ভবতি' 'অত্র' ইহৈব 'ব্রহ্ম' 'সমশ্নুতে' প্রাপ্নোতি।

'যদা' 'ইহ' 'হৃদয়স্য' 'সর্ব্বে' 'গ্রন্থয়ঃ' 'প্রভিদ্যন্তে' ভেদমুপযান্তি বিনশ্যন্তি 'অথ' তদা 'মর্ত্ত্যঃ' 'অমৃতঃ' 'ভবতি'। 'এতাবৎ' 'অনুশাসনম্' উপদেশঃ সর্ব্ববেদান্তানাম্।

অচল ইন্দ্রিয়ধারণাকেই যোগিগণ যোগ মনে করিয়া থাকেন। সে সময়ে অপ্রমত্তভাব উপস্থিত হইয়া থাকে [অন্য সময়ে নহে], কেন না যোগের উৎপত্তি ও তিরোধান আছে।

তাঁহাকে বাক্য দ্বারা মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই তিনি আছেন একথা যিনি বলেন, তাঁহার নিকট ছাড়া অন্যত্র তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

'এই আছেন' এই কথায় [ব্রহ্মের সর্ব্বাতীত এবং সর্ব্বান্তর্ভাবক] উভয় ভাবই চিন্মাত্ররূপে উপলব্ধ করিতে হইবে। 'এই আছেন' বলিয়া যে ব্যক্তি উপলব্ধি-করে তাহার চিন্মাত্ররূপে উপলব্ধি সহজ হইয়া আইসে।

মানবহৃদয়ে যে সকল অভিলাষ আশ্রয় করিয়া আছে যৎকালে সে সকল বিলীন হইয়া পড়ে, মানব সেকালে অমৃত হয় এবং ইহ জীবনেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

ইহ জীবনেই যৎকালে হৃদয়ের গ্রন্থি সমূহ ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে মানব অমৃত হয়, এতাবৎ [সকল বেদান্তের] উপদেশ।

ভাব—যোগের প্রধান লক্ষণ ইন্দ্রিয়সংযম। ইন্দ্রিয়গণকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখিলে সংযম হয়, এবং তৎকালে প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এ অবস্থা সকল সময়ে থাকে না, কেন না মনকে কিছু সকল সময়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় না, অবসর পাইলেই সে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। যদি যোগে প্রয়াস ও প্রযত্ন এইরূপে বিফল হইল তাহা হইলে তদনুষ্ঠানে কি প্রয়োজন এ কথা বলিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের প্রতি যথেচ্ছগতি থাকিলে সাধনেরই আরম্ভ হয় না। প্রথম প্রথম এই যথেচ্ছগতি নিবারণজন্য ইন্দ্রিয়ধারণার প্রয়োজন *। ভগবৎসত্তাতে চিত্তস্থাপন হইতে প্রকৃত যোগের আরম্ভ হয়। সত্তাতে চিত্তস্থাপন করিতে গিয়া জ্ঞানস্বরূপ পরমদেবতার সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকার হইতে বিষয়াভিলাষ অন্তর্হিত হয়, ভগবদনুরাগ হৃদয়কে অধিকার করে। এইরূপে ভগবদধিকৃত হৃদয়ে "ব্রহ্মই প্রাণ হন, ব্রহ্মই তেজ হন" তাঁহারই প্রেরণায় সমগ্র জীবন নিয়মিত হয়, সাধকের আপনার বলিবার কিছু থাকে না।

৬। তদেতৎ সত্যম্,
মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েচ্ছ্রদ্ধয়া হুতম্॥

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-
মচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনাহুত-
মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥
কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥

* জীবাত্মবল্লীতে (৭।৬) এ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্ ।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি ।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥

মু, ১(২)। ১—৬।

'তৎ এতৎ সত্যম্' ইত্যেতৎ অনন্তরোক্তাভ্যাং 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্' ইত্যেতাভ্যাং সম্বধ্যতে।

'মন্ত্রেষু' ঋক্ষু 'কবয়ঃ' বশিষ্ঠাদয়ঃ 'যানি' কর্ম্মাণি 'অপশ্যন্' দৃষ্টবন্তঃ 'তানি' 'ত্রেতায়াম্' গার্হপত্যাদৌ অগ্নিত্রয়ে 'বহুধা' 'সন্ততানি' প্রবৃত্তানি। 'সত্যকামাঃ' যথাভূতকর্ম্মফলকামাঃ সন্তঃ 'তানি' কর্ম্মাণি 'নিয়তম্' 'আচরথ' নির্ব্বর্ত্তয়থ। 'সুকৃতস্য' স্বনুষ্ঠিতস্য 'লোকে' 'এষ' 'বঃ' 'যুষ্মাকং' 'পন্থাঃ'।

'হব্যবাহনে' অগ্নৌ 'সমিদ্ধে' প্রজ্বলিতে 'যদা' 'হি' 'অর্চ্চিঃ' 'লেলায়তে' চলতি, 'তদা' 'আজ্যভাগৌ' আজ্যভাগয়োঃ 'অন্তরেণ' মধ্যে আবাপস্থানে 'আহুতীঃ' 'প্রতিপাদয়েৎ' প্রক্ষিপেৎ, 'হুতং' হবনং 'শ্রদ্ধয়া' স্যাৎ।

হবনস্য বিঘ্নবহুলত্বং দর্শয়তি—'যস্য' অগ্নিহোত্রিণঃ 'অগ্নিহোত্রম্' 'অদর্শং' দর্শাখ্যেন কর্ম্মণা বর্জ্জিতম্, 'অপৌর্ণমাসং' পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জ্জিতম্, 'অচাতুর্ম্মাস্যং' চাতুর্ম্মাসকর্ম্মবর্জ্জিতম্, 'অনাগ্রয়ণং' শরদাদিঋতুসমুচিতকর্ম্মবর্জ্জিতম্, 'অতিথিবর্জ্জিতং চ' 'অহুতম্' অপ্রশস্তভাবেন হুতং কালাদ্যনপেক্ষয়া, 'অবৈশ্বদেবং' বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জ্জিতম্, 'অবিধিনা হুতং' 'তস্য' তৎ 'অগ্নিহোত্রম্' 'আসপ্তমান্' সপ্তমসহিতান্ 'লোকান্' 'হিনস্তি'।

'কালী' 'করালী চ' 'মনোজবা চ' 'সুলোহিতা' 'যা চ সুধূম্রবর্ণা' 'স্ফুলিঙ্গিনী' 'দেবী বিশ্বরুচী চ' 'ইতি অগ্নেঃ' 'লেলায়মানাঃ' আহুতিগ্রসনার্থাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ'।

'ভ্রাজমানেষু' দীপ্যমানেষু 'এতেষু' জিহ্বাভেদেষু 'যথা কালং' 'যঃ' অগ্নিহোত্রং 'চরতে' 'তং' যজমানম 'আদদায়ন্' আদদানাঃ এতাঃ 'আহুতয়ঃ' 'সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ' ভূত্বা 'তং' তত্র 'নয়ন্তি' 'যত্র' 'দেবানাম্' 'একঃ' 'পতিঃ' ইন্দ্রঃ 'অধিবাসঃ'—সর্ব্বানুপরিবসতীতি অধিবাসঃ।

'সুবর্চ্চসঃ' দীপ্তিমত্যঃ 'আহুতয়ঃ'—'এষ' 'বঃ' যুষ্মাকং 'সুকৃতঃ' কর্ম্মফলরূপঃ 'পুণ্যঃ' 'ব্রহ্মলোকঃ' 'এহি এহি ইতি'—প্রিয়াং 'বাচম্' অভিবদন্ত্যঃ 'অর্চ্চয়ন্ত্যঃ'—'তং' 'যজমানং' 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' 'বহন্তি'। "এষা হ বা অস্যাহুতিরমুষ্মিন্ লোকে আত্মা ভবতি। স যদৈবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, অথৈনমেষাহুতিরেতস্য পৃষ্ঠে সত্যাহ্বয়তে, অহং বৈ ত ইহাত্মাস্মীতি। তদ্ধাহ্বয়তি তস্মাদাহুতির্নাম।" (শ, প, ব্রা, ১১।২।২।৬) ইতি।

এইটি সেই সত্য। [বশিষ্ঠাদি] কবিগণ মন্ত্রসমূহে যে সকল কর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই সকল কর্ম্ম অগ্নিত্রয়ে বিবিধ প্রকারে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। সত্যকাম হইয়া সেই সকল কর্ম্ম নিয়ত নির্ব্বাহ কর। সুন্দর অনুষ্ঠানের যে লোক সেই লোকে তোমাদের এই পথ।

যখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে অগ্নিশিখা আহুতি গ্রাসে ব্যগ্র হয় তখন আহুতিপ্রদানস্থানে আহুতি নিক্ষেপ করিবেক। হবনক্রিয়া শ্রদ্ধায় নিষ্পন্ন হইবে।

যে অগ্নিহোত্রীর অগ্নিহোত্র দর্শকর্ম্মবর্জ্জিত, পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জ্জিত, চাতুর্ম্মাসকর্ম্মবর্জ্জিত, শরদাদি ঋতুসমুচিতকার্য্যবর্জ্জিত, অতিথিবর্জ্জিত, অপ্রশস্তভাবে হুত, বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জ্জিত, অবিধিপূর্ব্বক হুত, সেই অগ্নিহোত্রীর [অগ্নিহোত্র] সপ্তম লোক যাবৎ উৎখাত করে।

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গনী, দেবী বিশ্বরুচী, অগ্নির এই সাতটী আহুতিগ্রাসব্যগ্রা জিহ্বা।

দীপ্যমান এই সকল জিহ্বাপ্রদেশে যে ব্যক্তি যথাকালে অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান করে, এই সকল আহুতি সূর্য্যরশ্মি হইয়া সে ব্যক্তিকে সেই স্থানে লইয়া যায়, যেখানে দেবগণের একমাত্র পতি সর্ব্বোপরি স্থিতি করেন।

দীপ্তিমতী আহুতিসকল—"এস এস, এই তোমাদের সুকৃত পবিত্র ব্রহ্মলোক" এইরূপ প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে আদর করিতে করিতে সূর্য্যের রশ্মিযোগে যজমানকে বহন করিয়া লইয়া যায়।

ভাব—"যে আঠারটি ব্যক্তিদ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, তাহারা সকলেই স্থৈর্য্যহীন সুতরাং মৃত্যুর অধীন" ইত্যাদি (১।৭।৮।৯) প্রবচনে কর্ম্মানুষ্ঠানের নিকৃষ্টত্ব এবং এখানে ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন নিমিত্ত কর্ম্মের বিঘ্নবহুলত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যজ্ঞের উদ্দেশ্য তদুপাদানে পরলোকে তনুলাভ। এই আহুতি পরলোকে ইঁহার দেহ হয়। যিনি এই কথা জানিয়া ইহলোক হইতে যখন পরলোকে গমন করেন তখন আহুতি ইঁহার পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া—এই তোমার শরীর আমি এখানে আছি—এই বলিয়া আহ্বান করে। আহ্বান-করে এই জন্য ইহার নাম আহুতি।"

৭। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥

মু, ১ (২)। ১২। ১৩।

'কর্ম্মচিতান্' কর্ম্মার্জ্জিতান্ 'লোকান্' 'পরীক্ষ্য' তৎক্ষণস্থায়িত্বাদিকমবধার্য্য 'ব্রাহ্মণঃ' ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ 'নির্ব্বেদং' বৈরাগ্যম্ 'আয়াৎ' প্রাপ্নুয়াৎ। কিমবধার্য্য স্যাদ্বৈরাগ্যম্? 'কৃতেন' কর্ম্মণা 'অকৃতঃ' অনুৎপন্নঃ নিত্যঃ পদার্থঃ 'ন অস্তি'। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং' তস্য নিত্যপদার্থস্য বিজ্ঞানার্থং 'সমিৎপাণিঃ' 'শ্রোত্রিয়ম্' অধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং 'ব্রহ্মনিষ্ঠং' ব্রহ্মণি নিষ্ঠা স্থিতিঃ অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্নং 'গুরুম্ এব' 'অভিগচ্ছেৎ' উপসীদেৎ।

'সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায়' উপরতদর্পাদিদোষায় 'শমান্বিতায়' বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমেণ চ যুক্তায় 'উপসন্নায়' উপগতায় 'তস্মৈ' শিষ্যায় 'স বিদ্বান্' গুরুঃ 'যেন' বিজ্ঞানেন 'অক্ষরং' 'সত্যং' 'পুরুষং' 'বেদ', 'তাং' 'ব্রহ্মবিদ্যাং' 'তত্ত্বতঃ' যথাবৎ 'প্রোবাচ' প্রোক্তবান্।

কর্ম্মার্জ্জিত লোক সকলের পরীক্ষা করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবেন। কৃত দ্বারা অকৃত হয় না। সেই অকৃতের বিজ্ঞানার্থ তিনি সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমন করিবেন।

সম্যক্ প্রশান্তচিত্ত, সমাহিত, সমুপগত সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে সেই ব্রহ্মজ্ঞ [গুরু] যদ্দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন।

ভাব—"স্বর্গোপরি পুণ্যনিকেতনে সুখানুভব করিয়া তাহারা এই পৃথিবীর অনুরূপ লোক অথবা তদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে" (১৯) এই প্রবচন কর্ম্মার্জ্জিত লোকের অনিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে। কর্ম্মেতে যে বিঘ্নের বাহুল্য, উহাতে যে প্রকৃত গতি অবরুদ্ধ হয়, ইহাও শ্রুতি স্পষ্ট উল্লেখ-করিয়াছেন। কর্ম্মে প্রকৃত গতি কেন অবরুদ্ধ হয়, তাহার কারণ এস্থলে এই প্রদর্শিত হইয়াছে "কৃত দ্বারা অকৃত হয় না।" কৃত—মনুষ্যের প্রয়াসসাধ্য কর্ম্ম সুতরাং উহা উৎপাদ্য নিত্য নয়। যাহা উৎপাদ্য এবং অনিত্য তাহার দ্বারা অকৃত—ব্রহ্মেতে স্থিতিরূপ অনুৎপাদ্য নিত্য পদার্থ হয় না। অক্ষর সত্য পুরুষ স্বয়ং অকৃত, নিত্য, তাঁহাকে জানিলে, তাঁহার সহিত স্বরূপতঃ এক হইলে জীবও অক্ষর ও সত্য হয়। তাঁহাকে জানিতে হইলে অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের

প্রশান্তি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সম্যক্ প্রশান্তচিত্ত—যাঁহার দর্পাদি দোষের উপশম হইয়াছে। সমাহিত—যাঁহার বাহেন্দ্রিয়ের উপরম হইয়াছে।

৮। ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধীয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥

মু, ২ (২)। ৩। ৪।

'ঔপনিষদম্' উপনিষৎসম্ভূতং 'ধনুঃ' 'গৃহীত্বা' 'উপাসানিশিতং' উপাসয়া ধ্যানারাধনাদিনা নিশিতং তীক্ষীকৃতং 'মহাস্ত্রং শরং' 'হি' 'সন্ধীয়ীত'—কর্ম্মণি প্রয়োগ আর্ষঃ—সন্দধীত। 'তদ্ভাবগতেন' তস্মিন্ ব্রহ্মণি ভাবঃ অভিনিবেশঃ তদ্গতেন 'চেতসা' 'আয়ম্য' ধনুঃ আকৃষ্য হে 'সোম্য' 'তৎ এব' 'অক্ষরং' ব্রহ্ম 'লক্ষ্যং' 'বিদ্ধি' ভিন্ধি।

'প্রণবঃ' ওঙ্কারঃ 'ধনুঃ' 'আত্মা' 'হি' 'শরঃ' 'তল্লক্ষ্যং' তস্য শরস্য লক্ষ্যং 'ব্রহ্ম'। 'তৎ' লক্ষ্যম্ 'অপ্রমত্তেন' 'বেদ্ধব্যম্'। 'শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ' তস্মিন্ মগ্নঃ ভবেৎ।

উপনিষৎসম্ভূত ধনু গ্রহণ-করিয়া উপাসনা দ্বারা নিশিত মহাশর সন্ধান-করিবেক। সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মাভিনিবিষ্টচিত্তে, হে সোম্য, সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) লক্ষ্যকে বিদ্ধ কর।

প্রণব ধনু, আত্মা শর, ব্রহ্ম উহার লক্ষ্য উক্ত হইয়া থাকেন। অপ্রমত্ত ভাবে [সেই লক্ষ্য] বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন তেমনি তন্ময় হইতে হইবে।

ভাব—যোগের উপচয়ে যে সময়ে ইন্দ্রিয়গণকে অবরুদ্ধকরা যায়, সেই সময়ে অপ্রমত্ততা উপস্থিত হয়, কিন্তু অন্য সময়ে সে অপ্রমত্ততা আর থাকে না, সুতরাং উপায়-সম্ভূত যোগকে উপনিষৎ আগমাপায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসত্তাতে নিরন্তর চিত্তস্থাপন করিতে করিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দৃঢ়তালাভ করে। তখন আর চিত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বিচরণ করে না। তৎকালে হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছিন্ন, এবং ব্রহ্মেতে নিশ্চল ভাবে উহার স্থিতি হয়, পঞ্চম প্রবচনসমষ্টিতে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার এই ভাব। সেস্থলে ব্রহ্মসত্তাতে চিত্তস্থাপন সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে তৎসম্বন্ধে যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে তাহাই কথিত হইতেছে। বিশেষ বক্তব্যটি বলিতে গিয়া প্রথমে উপনিষৎসম্ভূত ধনু, তদনন্তর ওঁ এই প্রণবকে ধনু বলাতে এই বুঝাইতেছে

যে এক ওঙ্কারের মধ্যে সমুদায় উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় নিবিষ্ট রহিয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওঙ্কারের যে ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেই সকলে দেখিবেন, এক ওঙ্কারেতে কি প্রকারে উপনিষদের সমগ্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। ওঙ্কার-মধ্যে সকলের সন্নিবেশ বিশ্লেষণ বিনা কখন হৃদয়গোচর হয় না, এজন্য উপাসনায় সেই বিশ্লেষণ ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। এই উপাসনা দ্বারা শর নিশিত হয়। এ শর কি? আত্মা। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এ তিন অবস্থার মধ্যে পরাত্মা আপনাকে জীবাত্মার সন্নিধানে যে যে ভাবে নিয়ত আত্মপ্রকাশ করেন, সেই গুলিকে উপাসনার বিশ্লেষণ ক্রিয়াতে আত্মার সম্মুখীন করিলে আত্মা তদ্দারা নিশিত অর্থাৎ ভাবোদ্দীপ্ত হয়। উপাসনা দ্বারা এইরূপে উদ্দীপ্ত হৃদয় হইলে ওঁ এই একটি অক্ষর উচ্চারণ করিবামাত্র আত্মার মধ্যে সমস্ত ভাব জাগিয়া উঠে। শর যেমন লক্ষ্যে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্যেতে মগ্ন হইয়া যায় আর উহার বাহিরে থাকে না, আত্মাও তেমনি ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাতে মগ্ন হইয়া যায়, সুতরাং এ অবস্থায় কোন প্রকার বিঘ্ন আর তাহাকে নিপীড়িত করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়সংযমে যে প্রকার সংযমাতিরিক্ত কালে বিকারের সম্ভাবনা থাকে, উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়।

৯। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

সম্প্রাপ্যৈনম্ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে

পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥   মু, ৩ (২)। ৩—৬।

'অয়ম্ আত্মা' 'বলহীনেন' আত্মনিষ্ঠাজনিতবীর্য্যহীনেন 'ন' 'লভ্যঃ' 'ন চ' 'প্রমাদাৎ' অনাত্মবিষয়ানুরাগজনিতমোহাৎ, 'অলিঙ্গাৎ' অশাস্ত্রীয়াৎ 'তপসঃ' ন লভ্যঃ। 'এতৈঃ'—বল-বিষয়বাসনাত্যাগ-শাস্ত্রীয়তপোরূপৈঃ—'উপায়ৈঃ' 'যঃ তু' 'বিদ্বান্' 'যততে' 'তস্য এষ আত্মা' 'ব্রহ্মধাম' ব্রহ্ম এব ধাম তৎ 'বিশতে'—'এষোঽস্য পরমো লোকঃ' ইতি শ্রৌতন্যায়াৎ।

'ঋষয়ঃ' দর্শনবন্তঃ 'এবং' পরাত্মানং 'সংপ্রাপ্য' 'জ্ঞানতৃপ্তাঃ' তজ্জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ 'কৃতাত্মানঃ' নিষ্পন্নস্বরূপাঃ পরমাত্মস্বরূপেণ স্বরূপবন্তঃ সুতরাং 'বীতরাগাঃ' বিগতরাগাদিদোষাঃ 'প্রশান্তাঃ' উপরতেন্দ্রিয়াঃ 'ভবন্তি'। 'তে' 'যুক্তাত্মানঃ' নিত্যসমাহিতস্বভাবাঃ 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'সর্ব্বতঃ' 'সর্ব্বগং' তং 'প্রাপ্য' 'সর্ব্বম্' অখণ্ডাদ্বৈতং পূর্ণম্ এব 'আবিশন্তি'।

'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ' বেদান্তসিদ্ধসাক্ষাজ্জ্ঞানেন সুনিশ্চিতঃ অর্থঃ প্রতিপাদ্যবিষয়ঃ ব্রহ্ম যৈঃ তে, 'সন্ন্যাসযোগাৎ' সর্ব্বসমর্পণলক্ষণযোগাৎ 'শুদ্ধসত্ত্বাঃ' শুদ্ধান্তঃকরণাঃ 'তে' 'সর্ব্বে' 'যতয়ঃ' যত্নশীলাঃ 'পরামৃতাঃ' পরম্ অমৃতং যেষাং তে ব্রহ্মভূতাঃ সন্তঃ 'পরান্তকালে' দেহপরিত্যাগকালে 'ব্রহ্মলোকেষু' ব্রহ্মণি বিদ্যমানেষু লোকেষু—"সাধকানাং বহুত্বাৎ ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক একোঽপ্যনেকবদ্দৃশ্যতে প্রাপ্যতে চ। অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেষ্বিতি ব্রহ্মণীত্যর্থঃ" ইতি ভাষ্যকারঃ—'পরিমুচ্যন্তি' পরিমুচ্যন্তে সমন্তাৎ মুক্তাঃ ভবন্তি।

বেদাধ্যয়ন দ্বারা, মেধা দ্বারা, বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরাত্মাকে লাভ-করিতে পারা যায় না। ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ-করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ-করেন, তাঁহার সন্নিধানে এই পরাত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ-করেন।

এই পরাত্মাকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। প্রমাদ বা অশাস্ত্রীয় তপস্যাতেও [তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না]। যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই সকল উপায়ে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ-করে।

ঋষিগণ ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ এবং প্রশান্ত হয়েন। নিত্যসমাহিত সেই ধীরগণ সকল দিক্ হইতে সর্ব্বগত পরাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন।

বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সুনিশ্চিত হইয়াছে, সন্ন্যাস-যোগে যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, সেই সকল যত্নশীল সাধকগণ ব্রহ্মভূত হইয়া দেহ পরিত্যাগকালে [বিভিন্ন ভাবে প্রকাশমান] ব্রহ্মলোকসমূহ [প্রাপ্ত হইয়া] সর্ব্বথা মুক্ত হয়েন।

ভাব—বেদাধ্যয়ন, মেধা বা বহু শ্রবণ দ্বারা পরাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, একথা

সত্য। কেন না ভগবান্ যদি কৃপা করিয়া বুদ্ধিকে আলোকিত না করেন তাহা হইলে ঐ সকল গর্ব্বেরই কারণ হয়, তৎপ্রাপ্তির কারণ হয় না। কি করিলে বুদ্ধিতে আলোক অবতরণ করে, ইহা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। সূর্য্যালোকের ন্যায় ভগবদনুগ্রহ সর্ব্বতোবিসারী হইয়া স্থিতি করিতেছে, কিন্তু গৃহের দ্বার যদি অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহাতে যেমন সূর্য্যালোকের প্রবেশ হয় না, তেমনি রাগাদি দোষ দ্বারা যাহার চিত্তদৌর্ব্বল্য এবং প্রযত্নহীনতা উপস্থিত, অন্য দিকে যে বিষয়মুগ্ধ এবং অশাস্ত্রীয় তপস্যানিরত, তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়দ্বার অবরুদ্ধ, সেখানে ভগবদালোক প্রবিষ্ট হইবে কি প্রকারে? তাঁহার অনুগৃহীত লোকের পরাত্মদর্শন ঘটে তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু সেই আলোকের প্রবেশে অবসর দেওয়া প্রয়োজন। আলোকপ্রবেশের অবসরদানের উপায় কি? এই সকল উপায়ে—কোন্ সকল উপায়ে? বলহীনতার বিপরীত—বল, প্রমাদের বিপরীত—বিষয়বাসনা ত্যাগ, অশাস্ত্রীয় তপস্যার বিপরীত—নিষ্কাম তপ। এই সকল উপায়ে কি হয়? ব্রহ্মধামে প্রবেশ হয় তৎপ্রবেশের বাধা অপনীত হয়। ধাম—আলোক, ধাম—নিলয়। ব্রহ্মই আলোক, ব্রহ্মই নিলয়।

ইঁহাকে ঋষিগণ পাইয়া—জ্ঞানতৃপ্ত—পরমাত্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, বাসনান্তরবিরহিত। কৃতাত্মা—নিষ্পন্নস্বরূপ, পরমাত্মস্বরূপে স্বরূপবান্। বীতরাগ—বিগতরাগাদিদোষ। প্রশান্ত—উপরতেন্দ্রিয়।

বেদান্তবিজ্ঞান—বেদান্ত ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রদর্শন করে। ঋষিগণ অপরোক্ষজ্ঞানে তাঁহার স্বরূপাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাই নিবদ্ধ করিয়াছেন, এজন্য বেদান্তবিজ্ঞান। বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম। বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলে কখন তৎসম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান জন্মায় না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবিষয়ে বেদান্ত সহায় হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্পণ করে। সন্ন্যাসযোগে—প্রথম প্রবচনসমষ্টিতে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপে কর্ম্মসমর্পণ ও ভগবদনুসরণে। ব্রহ্মলোকসমূহ—ভাষ্যকার বলেন, ব্রহ্মলোক এক হইলেও সাধকগণের বহুত্ববশতঃ বহুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ বহু সাধকের নিকটে এক হইয়াও উহা বহুরূপে দৃষ্ট ও লব্ধ হয়। তাঁহার এ উক্তি সত্য; কেন না ব্রহ্ম এক তাহাতে কোন সংশয় নাই, অথচ ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণ তাঁহাদের প্রতিপত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

১০। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ

স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত

শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণম্ ॥

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥

মু, ৩(২)। ১০। ১১।

'তৎ এতৎ' ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধানম্ 'ঋচা' 'অভ্যুক্তম্'—'ক্রিয়াবন্তঃ' যথোক্তকর্মানুষ্ঠানরতাঃ 'শ্রোত্রিয়াঃ' বেদজ্ঞাঃ 'ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ' পরব্রহ্মবুভুৎসবঃ 'স্বয়ম্' 'একর্ষিং' তৎসংজ্ঞকাগ্নিং 'শ্রদ্ধয়ন্তঃ' শ্রদ্দধানাঃ সন্তঃ 'জুহ্বতে' জুহ্বতি, যৈঃ 'তু' 'বিধিবৎ' 'শিরোব্রতং' 'চীর্ণম্' অনুষ্ঠিতং 'তেষাম্ এব' 'এতাং' ব্রহ্মবিদ্যাং 'বদেত'।

'তৎ এতৎ সত্যম্' অক্ষরপরব্রহ্মবিজ্ঞানরূপম্ 'ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ' 'পুরা' পূর্ব্বম্ 'উবাচ' শৌনকায়। 'ন এতৎ' বিজ্ঞানম 'অচীর্ণব্রতঃ' অননুষ্ঠিতশিরোব্রতঃ 'অধীতে'। 'পরমঋষিভ্যঃ'—যেভ্যঃ পরম্পরাক্রমেণ ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রাপ্তা তেভ্যঃ—'নমঃ' দ্বির্ব্বচনমত্যন্তাদরার্থম্।

এই ঋক্‌টিতে ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানের বিধান উক্ত হইয়াছে। ক্রিয়াবান্ শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ব্রহ্মনিষ্ঠগণ স্বয়ং একর্ষিসংজ্ঞক অগ্নিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া হবন করেন। যাহারা যথাবিধি শিরোব্রত অনুষ্ঠান করে তাহাদিগকে এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে।

ভাব—শিরোব্রত—মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত।

১১। সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্।—

অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্। ১।

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধিজ্যোতিষম্। ২।

অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্। ৩।

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্। ৪।

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তররূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্। ৫।

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ, সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন স্নবর্গেণ লোকেন। অনু।

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সংবভুব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেবধারণোভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়। আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্ব্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মাযন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মাযন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমাযন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমাযন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। যশোজনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ তং সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মৃক্ষে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মা ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ান্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব। ৪ অনু।

ভূর্ভুবঃ স্নবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্‌ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। ভুব ইত্যসৌ লোকঃ। মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। ভুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। স্নবরিতি যজূংষি। মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুবইত্যপানঃ।

সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি।

৫ অনু।

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ। সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনস্পতিম্। বাক্পতিশ্চক্ষুস্পতিঃ শ্রোত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ।

৬ অনু।

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ঃ বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্, অথাধ্যাত্মম্। প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি। ৭ অনু। তৈ ১। ৩—৭।

'যশঃ' সংহিতাদ্যুপনিষৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং 'যৎ' তৎ 'নৌ' আবয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োঃ 'সহ' একত্র অস্তু। 'ব্রহ্মবর্চ্চসং' তন্নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মতেজঃ 'নৌ' আবয়োঃ 'সহ' একত্র অস্তু। 'অথ' অনন্তরং 'সংহিতায়াঃ উপনিষদং' সংহিতাবিষয়ং দর্শনং 'পঞ্চসু অধিকরণেষু' জ্ঞানবিষয়েষু 'ব্যাখ্যাস্যামঃ'। কানি তানি? 'অধিলোকম্' লোকেষু অধি যৎ দর্শনং তৎ অধিলোকম্, 'অধিজ্যোতিষম্' জ্যোতিঃষু অধি যৎ দর্শনং তদধিজ্যোতিষম্; 'অধিবিদ্যম্' বিদ্যাসু অধি যৎ দর্শনং তৎ অধিবিদ্যম্; 'অধিপ্রজম্' প্রজাসু অধি যৎ দর্শনং তৎ অধিপ্রজম্; 'অধ্যাত্মম্' আত্মনি অধি যৎ দর্শনং তৎ অধ্যাত্মম্, 'তাঃ' এতাঃ পঞ্চমহাসংহিতাঃ লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ মহত্যশ্চ তাঃ সংহিতাশ্চ 'মহাসংহিতাঃ 'ইতি' 'আচক্ষতে' কথয়ন্তি বেদবিদঃ।

'অথ'—দর্শনক্রমবিবক্ষার্থঃ সর্ব্বত্র—'অধিলোকং' লোকবিষয়কং দর্শনম্। তদযথা—'পৃথিবী পূর্ব্বরূপং'—পূর্ব্বোবর্ণঃ পূর্ব্বরূপম্ সংহিতায়াঃ পূর্ব্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা; 'দ্যৌঃ উত্তররূপম্'—উত্তরো বর্ণঃ উত্তররূপম্, তস্মিন্ স্বর্গলোকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা; 'আকাশঃ' অন্তরীক্ষলোকঃ 'সন্ধিঃ' পূর্ব্বোত্তর-

বর্ণয়োর্মধ্যদেশঃ তত্রান্তরীক্ষলোকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ; 'বায়ুঃ সন্ধানম্'—সন্ধীয়তেঽনেনেতি সন্ধানং পূর্ব্বোত্তরবর্ণৌ যেন সন্ধীয়েতে তৎ। 'ইত্যধিলোকম্'।

'অথ অধিজ্যোতিষম্'। 'অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্' পূর্ব্ববর্ণঃ, 'আদিত্যঃ উত্তররূপং' উত্তরবর্ণঃ, 'আপঃ সন্ধিঃ' মধ্যদেশঃ, 'বৈদ্যুতঃ' বিদ্যুৎপ্রকাশঃ 'সন্ধানম্' 'ইতি অধিজ্যোতিষম্'। ২।

'অথ অধিবিদ্যম্'। 'আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপং'—পূর্ব্ববর্ণঃ ; 'অন্তেবাসী' শিষ্যঃ 'উত্তররূপম্' উত্তরবর্ণঃ ; 'বিদ্যা সন্ধিঃ' মধ্যদেশঃ ; 'প্রবচনম্' উচ্চারণং 'সন্ধানম্'। 'ইতি অধিবিদ্যম্'।

'অথ অধিপ্রজম্'। 'মাতা পূর্ব্বরূপং' পূর্ব্ববর্ণঃ, 'পিতা উত্তররূপম্' উত্তরবর্ণঃ ; 'প্রজা সন্ধিঃ' মধ্যদেশঃ ; 'প্রজননম্' উৎপাদনং 'সন্ধানম্'। 'ইতি অধিপ্রজম্'।

'অথ অধ্যাত্মম্'। 'অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপঃ' পূর্ব্ববর্ণঃ, 'উত্তরা হনুঃ উত্তররূপম্' উত্তরবর্ণঃ 'বাক্ সন্ধিঃ' মধ্যদেশঃ 'জিহ্বা সন্ধানম্'। 'ইতি অধ্যাত্মম্'।

'ইতি ইমাঃ পঞ্চ মহাসংহিতাঃ'। 'যঃ' 'এবং' প্রোক্তানুরূপং 'ব্যাখ্যাতাঃ' 'এতাঃ মহাসংহিতাঃ' 'বেদ' 'জানাতি' মননবিষয়ং করোতি, স 'প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন' 'অন্নাদ্যেন' ব্রীহিযবাদিভিঃ 'সুবর্গেণ লোকেন' 'সন্ধীয়তে' যুজ্যতে। ৩ অনু।

'যঃ' 'ছন্দসাং' বেদানাম্ 'ঋষভঃ' শ্রেষ্ঠঃ 'বিশ্বরূপঃ'—"ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বম্" ইতি—সর্ব্বরূপঃ 'ছন্দোভ্যঃ' বেদেভ্যঃ উক্তত্বাৎ সারিষ্ঠাৎ 'অমৃতাৎ' 'অধিসংবভূব' উৎপন্নবান্ 'স' 'ইন্দ্রঃ' জাগরিতস্থানাধিষ্ঠাতা ঐশ্বর্য্যপূর্ণঃ 'মা' মাং 'মেধয়া' প্রজ্ঞয়া—'ধারণশক্তিবুদ্ধ্যা'—'স্পৃণোতু' পালয়তু সমর্থং করোতু। হে 'দেব' 'অমৃতস্য' অমৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য 'ধারণঃ' ধারয়িতা 'ভূয়াসং' ভবেয়ম্। 'শরীরং' 'মে' মম 'বিচর্ষণং' বিতরণযোগ্যং কর্ম্মক্ষমম্ ভূয়াৎ। 'জিহ্বা' 'মে' মম 'মধুমত্তমা' ভূয়াৎ। 'কর্ণাভ্যাং' 'ভূরি' বহু 'বিশ্রুবম্'—লেট্—শ্রোতা ভূয়াসম্। 'মেধয়া' বুদ্ধ্যা 'পিহিতঃ' আচ্ছন্নঃ অবিদিতঃ ত্বং 'ব্রহ্মণঃ' 'কোশঃ' পিধানম্ 'অসি' ত্বয়ি নিগূঢ়ং ব্রহ্ম উপলভ্যতে ইতি ভাবঃ। 'শ্রুতং' শ্রবণপূর্ব্বকমাত্মজ্ঞানাদিকং 'মে' মম 'গোপায়' রক্ষ। ইমে প্রার্থনামন্ত্রা জপার্থাঃ। হোমমন্ত্রাস্ত্বাহ—'আত্মনঃ' 'মম' 'বাসাংসি' 'গাবঃ চ' 'অন্নপানে চ' 'সর্ব্বদা' 'অচীরং'—দীর্ঘচ্ছান্দসঃ—শীঘ্রম্ 'আবহন্তী' আনয়ন্তী 'বিতন্বানা' বিস্তারয়ন্তী 'কুর্ব্বাণা' নির্ব্বর্ত্তয়ন্তী শ্রীঃ যতঃ, 'ততঃ' তস্মাৎ হে দেব, 'লোমশাং' বহুলোমযুক্তাম্ অজাব্যাদিরূপাং শ্রিয়ং 'মে' মম সমীপে 'পশুভিঃ' অজাব্যাদ্যতিরিক্তৈরন্যৈঃ 'সহ' 'আবহ' আনয়। 'স্বাহা'—ইদং হবিস্তে দদে। 'ব্রহ্মচারিণঃ' শিক্ষার্থিনঃ 'মা' মাম্ 'আয়ন্তু' আগচ্ছন্তু। 'স্বাহা'। 'ব্রহ্মচারিণঃ' 'মা' 'বিয়ন্তু' মত্তঃ মা বিযুক্তাঃ ভবন্তু। 'স্বাহা'। 'ব্রহ্মচারিণঃ' 'মা' মাং 'প্রয়ন্তু' প্রাপ্নুবন্তু। 'স্বাহা'। 'ব্রহ্মচারিণঃ' 'দম্' দমম্ 'আয়ন্তু' আপ্নুবন্তি। 'স্বাহা'। 'জনে' জনসমূহে 'যশঃ' যশস্বী 'অসানি' ভবানি। 'স্বাহা'। 'বস্যসঃ' বসীয়সঃ নিরতিশয়েন বসুমতঃ অহং 'শ্রেয়ান্' প্রশস্ততরঃ 'অসানি' ভবানি। 'স্বাহা'। হে 'ভগ' ভজনীয়, 'তং' ব্রহ্মকোশভূতং 'ত্বাং' ত্বাম্ 'প্রবিশানি' ত্বয়া একত্বম্ অহম্ আপ্নবানি। 'স্বাহা'। হে 'ভগ', 'স' ত্বং 'মা' মাম্ 'প্রবিশ' ময়া একত্বম্ আপ্নুহি। 'স্বাহা'। হে 'ভগ', 'তস্মিন্' 'সহস্র শাখে' বহুভেদে 'ত্বয়ি' 'অহং' 'নিমৃজে' নিতরাং শোধয়ামি আত্মানম্। 'যথা' 'আপঃ' 'প্রবতা' প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন 'যন্তি' গচ্ছন্তি 'যথা' 'মাসাঃ' 'অহর্জ্জরং' সংবৎসরং 'যন্তি', 'এবং' হে 'ধাতঃ' সর্ব্বস্য বিধাতঃ 'ব্রহ্মচারিণঃ' 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বদিগ্ভ্যঃ 'মা' মাম্ 'আয়ন্তু' আগচ্ছন্তু। 'স্বাহা'। ত্বং 'প্রতিবেশঃ' গৃহসন্নিহিতশ্রমাপনয়নস্থানম্ 'অসি', ত্বং 'মা' মাং 'প্রভাহি' জ্ঞানেন দীপ্তিমন্তং কুরু, ত্বং 'মা' মাং 'প্রপদ্যস্ব' আত্মসাৎ কুরু। ৪ অনু।

'ভূঃ ভুবঃ সুবঃ ইতি' 'এতাঃ তিস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ' 'বৈ'—স্মর্য্যন্তে। 'তাসাম্' ব্যাহৃতীনাম্ 'উ' এব 'মহঃ ইতি' 'এতাং চতুর্থীং' ব্যাহৃতিং 'মাহাচমস্যঃ' মহাচমসস্যাপত্যং 'হ' কিল 'প্রবেদয়তে' 'স্ম' বিদিতবান্। 'তৎ' মহঃ 'ব্রহ্ম' 'স আত্মা' 'অঙ্গাঃ' ব্যাহৃতয়ঃ 'দেবতাঃ'—দেবতাইত্যুপলক্ষণং, লোকা দেবা বেদাঃ প্রাণাঃ—'অঙ্গানি'। 'ভূঃ ইতি বৈ অয়ং লোকঃ; 'ভুবঃ ইতি অন্তরিক্ষম্' 'সুবঃ ইতি অসৌ লোকঃ' স্বর্লোকঃ—এতে অবয়বভূতাঃ। 'মহঃ ইতি আদিত্যঃ'—ব্যাহৃত্যাত্মা 'হি'আদিত্যেন' ব্যাহৃত্যাত্মনা 'বাব' পুনঃ 'সর্ব্বে লোকাঃ' ব্যাহৃতিস্বরূপাঃ 'মহীয়ন্তে' বর্দ্ধন্তে। 'ভূঃ ইতি বৈ অগ্নিঃ' 'ভুবঃ ইতি বায়ুঃ' 'সুবঃ ইতি আদিত্যঃ'—অবয়বভূতাঃ 'মহঃ ইতি চন্দ্রমাঃ' ব্যাহৃত্যাত্মা, 'চন্দ্রমা' ব্যাহৃত্যাত্মনা 'বাব' 'সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি' ব্যাহৃতিস্বরূপাণি 'মহীয়ন্তে'। 'ভূঃ ইতি বৈ ঋচঃ' 'ভুবঃ ইতি সামানি' 'সুবঃ ইতি যজূংষি' 'মহঃ ইতি ব্রহ্ম' 'ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদাঃ মহীয়ন্তে'। 'ভূঃ ইতি বৈ প্রাণঃ' 'ভুবঃ ইতি অপানঃ' 'সুবঃ ইতি ব্যানঃ' 'মহঃ ইতি অন্নম্' 'অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে'। 'তাঃ' 'এতাঃ' 'বৈ' 'চতস্রঃ' 'ব্যাহৃতয়ঃ' 'চতস্রঃ সত্যঃ 'চতুর্ধা'। 'যঃ' 'তাঃ' প্রোক্ত-স্বরূপাঃ ব্যাহৃতীঃ 'বেদ' 'স' 'ব্রহ্ম' 'বেদ'। 'অস্মৈ' জনায় 'সর্ব্বে দেবাঃ' 'বলিম্' 'আবহন্তি' আনয়ন্তি। ৫ অনু।

'স যঃ এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ' 'তস্মিন্' 'অয়ং' 'মনোময়ঃ' 'অমৃতঃ' অমরণধর্ম্মা 'হিরণ্ময়ঃ' জ্যোতির্ম্ময়ঃ 'পুরুষঃ' 'অস্তি'। 'তালুকে' 'অন্তরেণ' তালুকয়োঃ মধ্যে 'স্তনঃ ইব' 'যঃ এষ' মাংসখণ্ডঃ 'অবলম্বতে' লম্বমানঃ সন্ বর্ত্ততে 'স ইন্দ্রযোনিঃ' ইন্দ্রস্য জাগরিতস্থানাধিষ্ঠাতুঃ আত্মনঃ 'যোনিঃ' স্বরূপানুভবপ্রদেশঃ। 'যত্র' 'অসৌ' 'কেশান্তঃ' কেশানাম্ অন্তঃ মূলং 'বিবর্ত্ততে' বিভাগেন বর্ত্ততে, তত্র সোঽয়ং মনোময়ঃ 'শীর্ষকপালে' শিরসঃ কপালে শিরোঽস্থিখণ্ডে 'ব্যপোহ্য' বিভজ্য—যেন মার্গেণ প্রবিষ্টঃ (৮।৭ [৩৭৯পৃ]) তেন নিষ্ক্রম্য 'ভূঃ ইতি অগ্নৌ' 'প্রতিতিষ্ঠতি' অগ্ন্যাত্মনা তল্লোকং ব্যাপ্নোতি 'ভুবঃ ইতি বায়ৌ' প্রতিতিষ্ঠতি, 'সুবঃ ইতি আদিত্যে প্রতিতিষ্ঠতি, 'মহঃ ইতি ব্রহ্মণি' প্রতিতিষ্ঠতি। ততঃ ব্রহ্মভূতঃ সন্ 'স্বারাজ্যম্' অঙ্গভূতানাং দেবানাম্ আধিপত্যম্ 'আপ্নোতি', 'মনস্পতিং' মনসাং পতিং, হিরণ্যগর্ভম্ 'আপ্নোতি' ততঃ ভবতি স বাক্‌পতিঃ বাচাং পতিঃ 'চক্ষুস্পতিঃ' চক্ষুষাং পতিঃ 'শ্রোত্রপতিঃ' শ্রোত্রাণাং পতিঃ, 'বিজ্ঞানপতিঃ' বিজ্ঞানানাং পতিঃ। ভবতি তদনন্তরং ব্রহ্মণা স্বরূপৈক্যঞ্চ (৬।৩)। ৬ অনু।

'পৃথিবী অন্তরিক্ষং দ্যৌঃ দিশঃ অবান্তরদিশঃ' ইতি পঞ্চ লোকাঃ; 'অগ্নিঃ বায়ুঃ আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি' ইতি পঞ্চদেবতাঃ; 'আপঃ ওষধয়ঃ বনস্পতয়ঃ আকাশঃ' 'আত্মা' বিরাট্ ইতি পঞ্চ ভৌতিকাঃ; 'ইতি অধিভূতং' পঞ্চভিঃ নিষ্পন্নং পাংক্তম্। 'অথ অধ্যাত্মম্' পাংক্তম্—'প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ উদানঃ সমানঃ' ইতি পঞ্চ বায়বঃ; 'চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনঃ বাক্ ত্বক্' ইতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণিঃ; 'চর্ম্ম মাংসং' 'স্নায়ুঃ অস্থি মজ্জা' ইতি পঞ্চ ধাতবঃ। 'এতৎ' পঞ্চভিঃ নিষ্পন্নং পাংক্তম্ 'অধিবিধায়' পরিকল্প্য 'ঋষিঃ' কশ্চিৎ বেদদ্রষ্টা 'অবোচৎ'—'পাংক্তং বৈ ইদং সর্ব্বম্'। 'পাংক্তেন এব' আধ্যাত্মিকেন 'পাক্তং' বাহ্যং ভূতরূপং 'স্পৃণোতি' পালয়তি একাত্মতয়া উপলভ্যতে ইতি। ৭ অনু।

আমাদের উভয়ের (আচার্য্যশিষ্যের) একত্র যশ হউক। আমাদের উভয়ের একত্র ব্রহ্মতেজ হউক। অনন্তর এতন্নিমিত্তই সংহিতাঘটিত উপনিষৎ পাঁচটি অধিকরণে ব্যাখ্যা করিতেছি। ১ লোকবিষয়ক। ২ জ্যোতির্বিষয়ক। ৩ বিদ্যাবিষয়ক। ৪ প্রজাবিষয়ক। ৫ আত্ম-

বিষয়ক। সেই পাঁচটিকে (বেদবিদ্গণ) মহাসংহিতা বলিয়া থাকেন।

অনন্তর লোকবিষয়ক—পৃথিবী পূর্ব্বরূপ, দ্যুলোক উত্তররূপ, আকাশ সন্ধি, বায়ু সন্ধান। এইটি লোকবিষয়ক।

অনন্তর জ্যোতির্বিষয়ক—অগ্নি পূর্ব্বরূপ, আদিত্য উত্তররূপ, বাক্ সন্ধি, বিদ্যুৎপ্রকাশ সন্ধান। এইটি জ্যোতির্বিষয়ক।

অনন্তর বিদ্যাবিষয়ক—আচার্য্য পূর্ব্বরূপ, শিষ্য উত্তররূপ, বিদ্যা সন্ধি, প্রবচন সন্ধান। এইটি বিদ্যাবিষয়ক।

অনন্তর প্রজাবিষয়ক—মাতা পূর্ব্বরূপ, পিতা উত্তররূপ, প্রজা সন্ধি, প্রজনন সন্ধান। এইটি প্রজাবিষয়ক।

অনন্তর আত্মবিষয়ক—নিম্ন হনু পূর্ব্বরূপ, ঊর্দ্ধস্থ হনু উত্তররূপ, বাক্ সন্ধি, জিহ্বা সন্ধান। এইটি আত্মবিষয়ক।

এইগুলি মহাসংহিতা। এইরূপে ব্যাখ্যাত এই মহাসংহিতাগুলি যিনি জানেন তিনি প্রজা পশু, ব্রহ্মতেজ, ব্রীহিযবাদি এবং স্বর্গলোক সহ যুক্ত হন। ৩।

বেদসমূহের ভিতরে যিনি শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বরূপ, বেদসমূহ হইতে [উন্নত], অমৃত হইতে যিনি উৎপন্ন, সেই ইন্দ্র আমায় মেধাযোগে পালন করুন। হে দেব, আমি যেন অমৃতের ধারয়িতা হই। আমার শরীর যেন কার্য্যক্ষম হয়, আমার রসনা যেন মধুমত্তম হয়, কর্ণ যেন বহু শ্রবণ করে। তুমি বুদ্ধিদ্বারা আচ্ছন্ন ব্রহ্মকোশ। আমার শাস্ত্রজ্ঞান রক্ষা কর। [যেহেতুক শ্রী] আমার আপনার বাসসমূহ, গোসমূহ এবং অন্নপান, সর্ব্বদা অচিরে আনয়ন করে, বিস্তার করে, এবং সম্পাদন করে, তজ্জন্য অন্যান্য পশু সহকারে [অজাদি] লোমশ সম্পদ্ [হে দেব] আমার নিকটে আনয়ন কর। স্বাহা *। ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ আমা হইতে বিযুক্ত না হউন। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ আমায় প্রাপ্ত হউন। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ দম লাভ করুন। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ শম লাভ-করুন। স্বাহা। জনসমাজ

* এই হবি তোমায় অর্পণ করি, এই অর্থে স্বাহা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

মধ্যে যশস্বী হই। স্বাহা। ধনিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ হই। স্বাহা। ভজ-নীয়, সেই (ব্রহ্মকোশভূত) তোমাতে আমি প্রবেশ করি। স্বাহা। হে ভজনীয়, সেই [ব্রহ্মকোশভূত] তুমি আমাতে প্রবেশ কর। স্বাহা। হে ভজনীয়, তুমি সহস্রশাখ, তোমাতে [প্রবিষ্ট হইয়া] আমি আমাকে শোধন-করি। স্বাহা। জল যেমন নিম্নদেশে যায়, মাসগুলি যেমন বৎসরকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হে ধাতঃ, সকল দিক্ হইতে ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া আমায় প্রাপ্ত হউন। স্বাহা। তুমি আমার গৃহসন্নিহিত শ্রমা-পনয়ন স্থান হও, তুমি আমায় আত্মসাৎ কর। ৪।

ভূ ভুব সুব এই তিনটি ব্যাহৃতি প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে মহ এই চতুর্থ ব্যাহৃতি পূর্ব্বকালে মহাচমসের অপত্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই মহ ব্রহ্ম, তিনি আত্মা, অন্যান্য [ব্যাহৃতিগুলি] দেবাদি অঙ্গ। ভূ এইটি এলোক, ভুব এইটি অন্তরীক্ষ লোক, সুব এইটি ঐ লোক, মহ এইটি আদিত্য। আদিত্য দ্বারাই সর্ব্বলোক বর্দ্ধিত হয়। ভূ এইটি অগ্নি, ভুব এইটি বায়ু, সুব এইটি আদিত্য, মহ এইটি চন্দ্রমা। চন্দ্রমা দ্বারাই সকল জ্যোতির্গণ বর্দ্ধিত হয়। ভূ এইটি ঋকৃসমূহ, ভুব এইটি সামসমূহ, সুব এইটি যজুঃসমূহ, মহ এইটি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম দ্বারাই সমুদায় বেদ বর্দ্ধিত হয়। ভূ এইটি প্রাণ, ভুব এইটি অপান, সুব এইটি ব্যান, মহ এইটি অন্ন। অন্ন দ্বারাই সমুদায় প্রাণ বর্দ্ধিত হয়। সেই এই চারিটি ব্যাহৃতি, চারি-চারিটি করিয়া চতুর্ব্বিধ হয়। যিনি তাহাদিগকে জানেন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন। সকল দেবতা ইঁহাকে বলি অর্পণ করে। ৫।

এই যে সেই অন্তর্হৃদয়ে আকাশ, তাহাতে এই মনোময়, অমরণধর্ম্মা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বিদ্যমান। তালুদ্বয়ের মধ্যে স্তনের ন্যায় এই যে [মাংসখণ্ড] লম্বমান রহিয়াছে, এটি ইন্দ্রযোনি। যেখানে এই কেশ-গুলির মূল বিভক্ত হইয়া আছে, সেখানে শিরোস্থিখণ্ড বিভক্ত করিয়া [সেই পুরুষ] ভূ এই স্বরূপে অগ্নিতে, ভুব এই স্বরূপে বায়ুতে, সুব এই স্বরূপে আদিত্যে, মহ এই স্বরূপে ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। [এইরূপে ব্রহ্মভূত হইয়া] তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন, মনস্পতিকে (হিরণ্যগর্ভকে) প্রাপ্ত হন, বাকৃপতি হন, চক্ষুষ্পতি হন, শ্রোত্রপতি হন, বিজ্ঞানপতি হন। ৬।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, দিক্‌সমূহ, অবান্তর দিক্‌সমূহ [এই পাঁচটি]; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রসমূহ [এই পাঁচটি]; অপ্‌, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ, আত্মা [এই পাঁচটি] অধিভূত। অনন্তর অধ্যাত্ম--প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান [এই পাঁচটি]; চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্‌, ত্বক্‌ [এই পাঁচটি]; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা [এই পাঁচটি] এই পাঁচটি পাঁচটিতে পাঙ্‌ক্ত পরিকল্পনা করিয়া ঋষি বলিয়াছিলেন, এ সকলই পাঙ্‌ক্ত; পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই পাঙ্‌ক্ত পালিত হয়। ৭।

ভাব—"স্থাবরজঙ্গম যাহা কিছু আছে সকলই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদ্য" এই নিয়মটির এখন সর্ব্বত্র নিয়োগ হইবে। স্থাবরজঙ্গম বলিতে আর সকলই আইসে, কিন্তু বর্ণ আইসে না। বর্ণগুলির সংশ্লেষে নামের উদয় হয়, সুতরাং উহারা নামের দ্যোতক। নামের দ্যোতক বর্ণগুলিতে লোকাদি আরোপ করিয়া তাহাতে ব্রহ্মদর্শন সম্ভব, এজন্যই বর্ণের সংশ্লেষরূপ সংহিতাকে [সন্ধিকে] প্রধান করিয়া তাহাতেই এখানে লোকাদির আরোপ হইয়াছে। বর্ণ শিক্ষাগ্রন্থের বিষয়। সেই শিক্ষা এস্থলে এইরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে;—

ওঁ শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্‌। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায়ঃ।

বর্ণ স্বরাদি। স্বর উদাত্তাদি, মাত্রা হ্রস্বাদি। বল—প্রযত্ন, স্পৃষ্টাদি আভ্যন্তর প্রযত্ন, বিবারাদি বাহ্যপ্রযত্ন। সাম সমতা—একশ্রুতিসংজ্ঞক উদাত্তাদি স্বরের অবিভাগে উচ্চারণ। অতি দ্রুত অতি বিলম্বিত গীতি ইত্যাদি দোষরহিত এবং মাধুর্য্যাদিগুণযুক্ত করিয়া উচ্চারণ সাম—সায়ন। সন্তান—সংহিতা। এইরূপে শিক্ষাধ্যায় বলিয়া তদনন্তর সংহিতাকেই উপনিষদের বিষয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রথমতই এখানে আচার্য্য ও শিষ্য যশ ও ব্রহ্মতেজ প্রার্থনা করিতেছেন। বিদ্যাবিষয়ে যশ বিদ্যাবিস্তারের হেতু হইলেও উহার সহিত ব্রহ্মতেজ সংস্পৃষ্ট না হইলে বিদ্যার ঔজ্জ্বল্য এবং জীবনবিধায়কত্ব সামর্থ্য জন্মায় না, সুতরাং এক বিদ্যাবিস্তারের জন্য যশ ও ব্রহ্মতেজ উভয়েরই প্রয়োজন। প্রাপ্তবিদ্যার বিস্তার যখন পরমাত্মার অভিপ্রেত, তখন যশ ও ব্রহ্মতেজ যে তন্নিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বর দিয়া থাকেন তাহাতে কোন সংশয় নাই, সুতরাং যশ ও ব্রহ্মতেজের প্রার্থনা এখানে দোষাবহ নহে, কেন না এ দুই ঈশ্বরদত্ত।

সংহিতা দুই প্রকার, বর্ণসংশ্লেষ ও পদসংশ্লেষ। এখানে এ দুই প্রকার সংহিতাই গৃহীত হইয়াছে। দধি+অত্র=দধ্যত্র এস্থলে বর্ণসংশ্লেষ 'ইষেত্বোর্জ্জে' এখানে ইষে পদের একার ত্বা পদের তকার এ দুইয়ের সন্নিবেশ ত্বিত্বসিদ্ধ তকার সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, এটি পদঘটিত সংশ্লেষ। পূর্ব্বরূপ—পূর্ব্ববর্ণ, উত্তররূপ—উত্তরবর্ণ, সন্ধি—এ

উভয়ের মধ্যদেশ, সন্ধান—পূর্ব্ব ও উত্তরবর্ণের যে মধ্যদেশ ছিল, তাহা যাহাতে জুড়িয়া যায় সেইটি সন্ধান। যেমন দধি+অত্র, এ স্থলে ই—পূর্ব্ববর্ণ, অ—উত্তরবর্ণ, ইকার ও অকার এ উভয়ের মধ্যস্থল—সন্ধি, এই মধ্যস্থল দধ্যত্র হইয়া যকারে এক হইয়া গিয়াছে এই যকার সন্ধান। পদঘটিত সংশ্লেষে ইযের একার পূর্ব্ববর্ণ, ত্বার তকার উত্তরবর্ণ, এ উভয়ের মধ্যস্থল—সন্ধি। এই মধ্যস্থলে দ্বিত্বসিদ্ধ তকার আসিয়া দুইটি পদকে একত্র জুড়িয়াছে সেই তটি সন্ধান। এই সংহিতায় পূর্ব্ববর্ণে পৃথিবী, উত্তরবর্ণে দ্যুলোক, মধ্যস্থলে আকাশ এবং সন্ধানে বায়ু আরোপিত করিয়া তত্তৎস্থলে ঈশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত তত্তল্লোক মননের বিষয় করিতে হইবে। এটি গেল লোকঘটিত আরোপ ও উপাসনা। জ্যোতিরাদির আরোপে ও উপাসনাতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই মহাসংহিতাজ্ঞানের ফল—প্রজা, পশু ব্রহ্মতেজ, ব্রীহিযবাদি ও স্বর্গলোকের সহিত যোগ অর্থাৎ সেই জ্ঞানে এইগুলি আসিয়া যোটে। উপনিষদে যেখানে এইরূপ ফলের উল্লেখ আছে, সেখানে সেই সেই ফলের প্রতি কামনাবশতঃ সে সকলের আগম উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত লোকাদি চিন্তনে যে ফল উদ্ভূত হয় সে ফলের দাতা স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরদত্ত ফলভোগে ঈশ্বর সহ যোগের বিচ্ছেদ হয় না।

বেদসমূহের ভিতরে যিনি শ্রেষ্ঠ—বিশ্বরূপ—"এই যে অক্ষর (ওঁ) ইনিই অমৃত ইনিই অভয়, তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ অমৃত হইলেন অভয় হইলেন" (১০।১৫) এই শ্রুতিতে ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং "ওঁ এই অক্ষরই সকল" (৭০পৃ) এই শ্রুতিতে ইঁহার বিশ্বরূপত্ব সুস্পষ্ট। জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান এ তিনই যদিও ওঙ্কারে ব্যাপ্ত, তবু এখানে জাগরিতস্থান গৃহীত হইয়াছে, কেন না আচার্য্য ও অন্তেবাসী লইয়া যে ব্যাপার তাহা জাগ্রদবস্থা-ঘটিত। বাহ্যজগতের স্রষ্টা বৈশ্বানর বা বিশ্বই ইন্দ্র ৩।২৩)। বাহ্যজগতের স্রষ্টা যিনি তাঁহার পরিচয় লাভ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপরিচয় হয়, এজন্য ইঁহাকে ব্রহ্মকোশ অর্থাৎ নিগূঢ় ব্রহ্মের উপলব্ধিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অমৃত—অমৃতত্বের হেতুভূত ব্রহ্মজ্ঞান।

এখানে প্রধান প্রার্থনা ব্রহ্মজ্ঞানধারণার উপযোগিতালাভ, এবং প্রাপ্তজ্ঞানের সংরক্ষণ। দেহকে কর্ম্মক্ষম করিবার জন্যও এখানে প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানোপার্জ্জন, জ্ঞানসংরক্ষণ জ্ঞানবিতরণ দেহের কর্ম্মক্ষমতার উপরে নির্ভর করে, যদি ভোগের উদ্দেশ্য না হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনাদির উদ্দেশ্যে দেহকে কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য প্রার্থনা হয়, তাহা হইলে উহা ভগবদিচ্ছাসঙ্গত, সুতরাং এ প্রার্থনা "ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদ্য" এ বিধি অতিক্রম করে নাই। রসনাকে মধুমত্তম ও কর্ণদ্বয়কে বহুশ্রবণ-সমর্থ করিবার জন্য প্রার্থনা যে বিধিসঙ্গত তাহাও নিঃসংশয়। এখানে যে হোমের মন্ত্রগুলি

আছে তন্মধ্যে অন্নপানাদির কামনাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসকলের কামনা আত্মভোগার্থ নহে, বহু ব্রহ্মচারী আগমনপ্রার্থী আচার্য্য তাঁহাদিগের পোষণার্থ দেবসন্নিধানে ঈদৃশ কামনা করিয়াছেন। এইরূপ পরার্থ কামনা বেদান্তে অন্যত্র দৃষ্ট হয়। সকল দিক্ হইতে ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া আমায় প্রাপ্ত হউন—এ প্রার্থনা বিধাতার নিকটে করা হইয়াছে। ব্রহ্মের অন্যান্য স্বরূপের মধ্যে বিধাতৃত্ব একটি স্বরূপ বেদান্তের এ সাক্ষ্যদান কিছু সামান্য নহে।

মহ এই চতুর্থ ব্যাহৃতি—যাহা এক হইয়া অপর অনেক গুলিকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান (৮।১৪) অনেকগুলির যোগের দ্বারা যাহা বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলেন। সামান্য এক, বিশেষ বহু। এই সামান্য ও বিশেষের সম্বন্ধ চিন্তন দ্বারা বেদান্ত ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন নাম বহু, এই নামগুলি বিশেষ; সকল নামের মধ্যেই এক বাক্ সংযুক্ত রহিয়াছে, এই বাক্ই সামান্য। সামান্য বাক্ বহুল বিশেষ নামগুলিকে অন্তর্ভূত করিয়া রহিয়াছে, এজন্য বাক্ ব্রহ্ম। ভূরাদি লোকের মহত্ত্ব প্রাপ্তি এক আদিত্য হইতে হইয়া থাকে, এ জন্য আদিত্য চতুর্থ ব্যাহৃতি মহ; অন্য তিনটি ব্যাহৃতি উহার অঙ্গমাত্র। এইরূপে ভূরাদির সঙ্গে অগ্ন্যাদি ঋগাদি এবং প্রাণাদিকে একীভূত করিয়া উহাদের মহত্ত্বলাভ চন্দ্রমা, ব্রহ্ম ও অন্ন হইতে হইয়া থাকে, এ জন্য চন্দ্রমা, ব্রহ্ম ও অন্ন চতুর্থ ব্যাহৃতি মহ। এইরূপে চারিটী চারিটী করিয়া চারিটী ব্যাহৃতি চারি প্রকার এখানে বর্ণিত হইয়াছে। এই চারি প্রকারের চারিটী ব্যাহৃতির বিষয় জানিলে ব্রহ্মকে জানা হয় এবং দেবগণ সে ব্যক্তির বশবর্ত্তী হয়। এরূপ ফললাভ এ গুলিকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া লওয়াতেই হয়।

এই যে সেই অন্তর্হৃদয়ে আকাশ—হৃদয়াকাশে জীবের বসতি। এখানেই যদি জীব বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার সমগ্র জগতের সহিত একত্ব এবং সেই একত্বে ব্রহ্মসহ স্বরূপের একত্বের সম্ভাবনা নাই। দেহে জীবের প্রবেশ সীমন্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া হয় (৮। ৭। ৩৪৯পৃ) বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং দেহের বাহিরের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে গেলে যে পথ দিয়া প্রবেশ হইয়াছিল, সেই পথ দিয়া বাহিরে গমন এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। তালুদ্বয়ের মধ্যে লম্বমান মাংসখণ্ড স্তনা Uvula—ইন্দ্রযোনি—জাগরিতস্থানের অধিষ্ঠাতা আত্মার স্বরূপানুভবের প্রদেশ। জাগ্রৎকালে কণ্ঠ ও তালু এ উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশে চিত্তের নিবেশ স্বাভাবিক, এ জন্য স্তনা বা ক্ষুদ্রজিহ্বা জাগরিতস্থানের অধিষ্ঠাতা আত্মার প্রকাশস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেহাতিক্রম করিয়া বাহিরে চিত্তস্থাপন করিতে গেলে এখান হইতে শীর্ষকপাল ভেদ করিয়া চিত্তের বাহিরে প্রস্থান ধ্যানকালে সহজে প্রতীত হয়। চিত্তের এই স্বাভাবিক গতি অবলম্বন-করিয়া বহিস্থ অগ্ন্যাদির সহিত একত্ব এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। অগ্ন্যাদির সহিত একত্বানুভবের সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রবিষ্ট জীবতত্ত্বের সহিত একত্ব (১১।১৫) এবং সেই একত্বে পরব্রহ্মের সহিত

স্বরূপৈক্য হয় (৬।৩)। এখানকার মনঃপতিত্বাদি মন বাক্ শ্রোত্র বিজ্ঞান এ সকলের উপরে আধিপত্যরূপ স্বারাজ্য ব্যক্ত করিতেছে।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, দিক্সমূহ, অবান্তর দিক্সমূহ [এই পাঁচটির]—ব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্যের পূর্ব্বে অগ্ন্যাদি এবং জীবতত্ত্বের সহিত একতা হয় বলা হইল, কি উপায়ে সকলের সহিত ঐক্য সম্ভবপর, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। জগতে বস্তু বিবিধ, তাহাদিগকে কয়েকটী শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে তবে তাহাদিগের বহুত্ব অন্তরিত এবং সহজে উহারা চিন্তার বিষয় হয়। পাঁচটি পাঁচটি করিয়া এ নিমিত্ত এখানে শ্রেণীনিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১২। ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাপতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচারাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ।

৯ অনুঃ।

'ঋতং' সতং 'চ' ব্যবহারে 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ' অধ্যয়নম্ অধ্যাপনং চ। 'সত্যং চ' ভাষণে 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ' 'তপঃ চ' কৃচ্ছ্রাসাধনং চ' 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ' 'দমঃ চ' বাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ চ' 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ' 'শমঃ চ' অন্তরিন্দ্রিয়োপশমঃ চ' স্বাধ্যায়প্রবচনে চ' 'অগ্নয়ঃ চ' দক্ষিণাদয়ঃ আধানার্থম্ 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ' 'অগ্নিহোত্রং চ' 'হোমকর্ম্ম চ' 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ'। 'অতিথয়ঃ চ' অতিথিসেবা চ' 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ'। 'মানুষং চ' লৌকিকব্যবহারঃ 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ'। 'প্রজা চ' পুত্রার্থং যত্নঃ 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ'। 'প্রজনঃ চ' পুত্রোৎপাদনক্রিয়া 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ'। 'প্রজাতিঃ চ' পৌত্রার্থং পুত্রস্য নিবেশঃ 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ' 'সত্যম্ ইতি সত্যবচাঃ রাথীতরঃ রথীতরস্যাপত্যং। 'তপঃ ইতি' তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশিষ্টস্যাপত্যং। 'স্বাধ্যায়প্রবচনে এব ইতি' 'নাকঃ মৌদ্গল্যঃ' মুদ্গল্যাপত্যম্। কথম্ ? 'হি' 'তৎ' স্বাধ্যায়প্রবচনং 'তপঃ'। পুনরুক্তিরাদরার্থা।

[ব্যবহারে] সত্য এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। [কথায়] সত্য এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। তপ এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। বাহ্যেন্দ্রিয়োপশম—দম এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। অন্তরিন্দ্রিয়োপশম—শম, এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। [দক্ষিণাদি] অগ্নি এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন।

অগ্নিহোত্র এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। অতিথিসেবা এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। লৌকিকব্যবহার এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। পুত্রার্থযত্ন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। পুত্রোৎপাদন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। পৌত্রার্থ পুত্রের বিবাহাদি এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। সত্যবাক্ রথী-তরতনয় সত্য, তপোনিত্য পুরুশিষ্টিতনয় তপ এবং মুদ্গলাপত্য নাক অধ্যয়ন ও অধ্যাপন [শ্রেয় মনে করেন]। অধ্যয়ন অধ্যাপনই তপ, অধ্যয়ন অধ্যাপনই তপ।

ভাব—অন্যান্য কর্ত্তব্য প্রয়োজনমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপন নিত্য, এ জন্য প্রত্যেক কর্ত্তব্যের সঙ্গে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সংযুক্ত রহিয়াছে। লৌকিকব্যবহার—বন্ধু-বান্ধবাদির সহিত ব্যবহার।

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো-বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সুবর্চ্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্। ১০ অনু।

'অহং' 'বৃক্ষস্য' সংসারবৃক্ষস্য 'রেরিবা' প্রেরয়িতা—তদন্তর্যামিণৈকাত্মতয়া। 'কীর্ত্তিঃ' মম 'গিরেঃ' পর্ব্বতস্য 'পৃষ্ঠম' 'ইব'। 'ঊর্দ্ধপবিত্রঃ' ঊর্দ্ধং সর্ব্বাতীতং ব্রহ্ম তদিব নির্লেপত্বাৎ "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" ইতি হেতোঃ পবিত্রঃ শুদ্ধঃ অহম্। 'বাজিনি' সবিতরি 'ইব' 'স্বমৃতং' শোভনম্ অমৃতম্ অবিবর্ত্তি-ধর্ম্মা 'অস্মি'। 'সুবর্চ্চসং' দীপ্তিমৎ 'দ্রবিণং' ধনং জ্ঞানরূপং মম। 'সুমেধাঃ' শোভনমেধাযুক্তঃ 'অমৃতঃ' অমরণধর্ম্মা 'অক্ষিতঃ' অক্ষীণঃ—অমৃতোক্ষিতঃ অমৃতেন উক্ষিতঃ অভিষিক্ত ইতি বা—'ইতি' 'ত্রিশঙ্কোঃ' ঋষেঃ 'বেদানুবচনম্' আত্মতত্ত্বলাভানন্তরমুক্তিঃ।

আমি [সংসার] বৃক্ষের প্রেরয়িতা, গিরিপৃষ্ঠের মত (আমার) কীর্ত্তি, সর্ব্বাতীত ব্রহ্মবৎ আমি পবিত্র, সবিতাতে যেমন তেমনি আমি শোভন অমৃত, দীপ্তিমৎ আমার ধন, আমি সুবুদ্ধি, অমৃত ও অক্ষীণ, (ঋষি) ত্রিশঙ্কু আত্মতত্ত্বলাভানন্তর এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভাব—আত্মতত্ত্বলাভানন্তর ত্রিশঙ্কু যেরূপ প্রেরয়িতা সহ একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন যে প্রকার উন্নত হইয়াছিল, সত্যাদিনিরত এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির সেইরূপ আত্মতত্ত্বলাভ এবং জীবনের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, এই শ্রুতি ইহাই প্রদর্শন করে।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ, ধর্ম্মঞ্চর, স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন

প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াঽঽসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এব মু চৈতদুপাস্যম্।

১১ অনু। তৈ, ১।৯—১১।

'বেদম্' 'অনূচ্য' অধ্যাপ্য 'আচার্য্যঃ' 'অন্তেবাসিনং' শিষ্যম্ 'অনুশাস্তি'—'সত্যং' যথা প্রমাণাবগতং বক্তব্যং 'বদ' 'ধর্ম্মং চর' স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ' মা অনবহিতোভূঃ 'আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনং' বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থম্ 'আহৃত্য' দত্ত্বা সমাবৃত্য 'প্রজাতন্তুং' বংশবৃদ্ধিং 'মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ' তদুচ্ছেদং মা কার্ষীঃ। 'সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং' ন প্রমাদঃ কর্ত্তব্যঃ। 'ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যং।' 'কুশলাৎ' কল্যাণাৎ 'ন প্রমদিতব্যম্।' 'ভূত্যৈ' আত্মোন্নত্যৈ তদ্ধেতোঃ 'ন প্রমদিতব্যং' কুতশ্চিদপি কল্যাণানুষ্ঠানাৎ। 'স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং'। 'দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্'। 'মাতৃদেবঃ' মাতা এব দেবঃ যস্য তাদৃশঃ 'ভব'। 'পিতৃদেবঃ' পিতা এব দেবঃ যস্য তাদৃশঃ 'ভব'। 'আচার্য্যদেবঃ' আচার্য্য এব দেবঃ যস্য তাদৃশঃ 'ভব'। 'অতিথিদেবঃ' অতিথিঃ এব দেবঃ যস্য তাদৃশঃ 'ভব'। 'যানি' 'অনবদ্যানি' অনিন্দনীয়ানি 'কর্ম্মাণি' 'তানি' 'সেবিতব্যানি' 'কর্ত্তব্যানি' 'নো' ন 'ইতরাণি' অবদ্যানি। 'অস্মাকং' 'যানি সুচরিতানি' শোভনবৃত্তানি 'তানি' 'ত্বয়া' 'উপাস্যানি' নিয়মেন আত্মসাৎ করণীয়ানি 'নো' ন 'ইতরাণি' তদ্বিপরীতানি। 'যে কে চ' 'ব্রাহ্মণাঃ' 'অস্মৎ' মত্তঃ 'শ্রেয়াংসঃ' প্রশস্ততরাঃ 'ত্বয়া' 'আসনেন' 'তেষাং' 'প্রশ্বসিতব্যং'—প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ—শ্রমঃ ত্বয়া অপনেতব্যঃ। 'আসনে ন' ইতি ব্যবচ্ছেদে—'তেষাম্' 'আসনে' উপবেশনভূমৌ 'ন প্রশ্বসিতব্যং' শ্বাসত্যাগোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ, কেবলং তদুক্তিসারগ্রাহিণা ভবিতব্যম্। 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্' যৎকিঞ্চিৎ দেয়ং তৎ শ্রদ্ধয়া এব দেয়ম্। 'অশ্রদ্ধয়া' 'অদেয়ম্' ন দেয়ম্। 'শ্রিয়া' শোভনরীত্যা 'দেয়ম্'। 'হ্রিয়া' লজ্জয়া অগর্ব্বিতভাবেন 'দেয়ম্'। 'ভিয়া' ভয়েন ধর্ম্মভীরুতয়া 'দেয়ম্'। 'সংবিদা' সহানুভূত্যা 'দেয়ম্'। 'অথ যদি' 'তে' তব 'কর্ম্ম-

'বিচিকিৎসা' কর্ম্মণি বিচিকিৎসা কিং কর্ত্তব্যমিত্যত্র সংশয়ঃ 'বা' 'স্যাৎ' 'বৃত্তবিচিকিৎসা' বৃত্তে আচরণে বিচিকিৎসা সংশয়ঃ 'বা' স্যাৎ, তদা 'যে তত্র' 'সম্মর্শিনঃ' বিচারক্ষমাঃ 'যুক্তাঃ' স্বয়ং যাগাদৌ নিরতাঃ 'আযুক্তাঃ' অপরৈঃ তত্র নিযুক্তাঃ 'অলূক্ষাঃ' অরূক্ষাঃ অক্রূরমতয়ঃ 'ধর্ম্মকামাঃ' 'ব্রাহ্মণাঃ' ব্রহ্মজ্ঞাঃ 'স্যুঃ' 'তে' 'তত্র' সংশয়িতবিষয়ে 'যথা' 'বর্ত্তেরন্. যদপি 'তথা' 'তেষু' 'বর্ত্তেথাঃ'। 'এষ আদেশঃ' বিধিঃ 'এষ উপদেশঃ' 'এষা' 'বেদোপনিষৎ' বেদরহস্যম্, 'এতৎ' 'অনুশাসনম্' ঈশ্বরবচনম্। 'এবম্ উপাসিতব্যং' যথোক্তং সর্ব্বং কর্ত্তব্যং। 'এবম্ উ চ' 'এতৎ' প্রোক্তম্ 'উপাস্যং' কর্ত্তব্যম্ পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্।

বেদাধ্যয়ন করাইয়া আচার্য্য অন্তেবাসীকে অনুশাসন করিতেছেন:—সত্য বল, ধর্ম্ম আচরণ-কর, স্বাধ্যায়ে অনবহিত হইও না; আচার্য্যকে প্রিয় ধন দিয়া প্রজাতন্তু ছিন্ন করিও না, সত্য হইতে স্খলিত হইও না, ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইও না, কুশলে অনবহিত হইও না, আত্মোন্নতিতে অনবহিত হইও না, স্বাধ্যায় ও প্রবচনে অনবহিত হইও না, দেবপিতৃকার্য্যে অনবহিত হইও না, মাতৃপরায়ণ হও, পিতৃপরায়ণ হও, আচার্য্যপরায়ণ হও, অতিথিপরায়ণ হও। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সেই সকলের সেবা কর, নিন্দনীয় কর্ম্মের সেবা করিও না। আমাদের যে গুলি সুচরিত, সেই গুলির তুমি আচরণ কর, যে গুলি সুচরিত নয় সে গুলির আচরণ করিও না। যে সকল ব্রহ্মজ্ঞ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আসনদানে তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন কর [তাঁহাদের উপবেশন ভূমিতে—কথা বলা দূরে—শ্বাসও ফেলিও না], শ্রদ্ধায় দান কর, অশ্রদ্ধায় দিও না, শোভনরীতিতে দান কর, সলজ্জ দান কর, সম্ভ্রমে দান কর, সহানুভূতিতে দান কর। যদি কর্ম্মবিষয়ে কি আচরণবিষয়ে সংশয় হয়, তাহা হইলে সেখানে যে সকল বিচারক্ষম, স্বয়ং যাগাদিতে নিরত, অপর কর্ত্তৃক ঐ সকলেতে নিযুক্ত, অরুক্ষ, ধর্ম্মকাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সেই সংশয়িত বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন তুমিও সেইরূপ আচরণ কর। অপরে বলাতে সন্দেহ উৎপন্ন হইলে সেখানে যে সকল বিচারক্ষম স্বয়ং যাগাদিতে নিযুক্ত অপর কর্ত্তৃক ঐ সকলে নিযুক্ত, অরুক্ষ, ধর্ম্মকাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সেই সংশয়িত বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেইরূপ আচরণ কর। এই আদেশ, এই উপদেশ, এই বেদোপনিষৎ, এই অনুশাসন, এইরূপে উপাসিতব্য, এইরূপে উপাস্য।

ভাব—বেদাধ্যয়ন সমাপনানন্তর বেদাধ্যায়ীর কি কর্ত্তব্য আচার্য্য, তদ্বিষয়ে এস্থলে

উপদেশ দিয়াছেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন নিয়মিতরূপে অনুষ্ঠেয়। প্রজাতন্তু ছিন্ন করিও না. এ উপদেশ বেদবিস্তার ও কর্ম্মবিস্তার (১১।২৪) লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। সত্যরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, কল্যাণ-সাধন, আত্মোন্নতি, দান, পিতৃসেবা, মাতৃসেবা, আচার্য্যসেবা, অতিথিসেবা, চরিত্ররক্ষা, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, সদ্বৃত্ত ব্রহ্মজ্ঞগণের সমাদর, এইগুলি কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। আচার্য্যের অনুসরণে তাঁহার সুচরিত্রের অনুসরণ.দোষের অনুসরণ নহে, তাঁহার অপেক্ষা যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্ভ্রমদানে স্বয়ং আচার্য্য উপদেশ দিয়াছেন, এই উপদেশে তৎকালে আচার্য্যগণ যে কীদৃশ নিরভিমান ছিলেন, তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। আদেশবিধি। অনুশাসন—ঈশ্বরবচন।

১৩। ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং্ হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্-ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা—। ১ অনু।

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বি-জ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং্ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—। ২ অনু।

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং্ হোবাচ। তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—। ৩ অনু।

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো

ব্রহ্মেতি। তংহোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—। ৪ অনু।

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তংহোবাচ। তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব। তপোব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—। ৫ অনু।

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা। ৬ অনু।

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্‌ব্রতম্। প্রাণোবা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা। ৭ অনু।

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্, আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা। ৮ অনু।

অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্‌ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা। ৯ অনু।

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্‌। তস্মাদ্যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্‌। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাধ্যতে। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্‌। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে।

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি।

যশ ইতি পশুষু জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাপতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্‌ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্‌ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্‌ ভবতি।

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্‌ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্য্যেনং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ, পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। ১০অনু।

তৈ, ৩। ১—১০।

'ভৃগুঃ বৈ' ভৃগুরিতি প্রসিদ্ধঃ 'বারুণিঃ' বরুণস্যাপত্যং 'পিতরং' 'বরুণম্‌'—'ভগবঃ' ভগবন্‌, 'ব্রহ্ম' 'অধীহি' 'ইতি'—'উপসসার' উপগতবান্‌। 'তস্মৈ' পুত্রায় স পিতা '[illegible] প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনঃ বাচম্‌ ইতি' 'এতৎ' ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারভূতং 'প্রোবাচ'। 'তং' পুত্র 'হ' স—'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদি (৪।১৩) 'উবাচ' তেষাং দ্বারত্বজ্ঞাপনায়। 'স' ভৃগুঃ 'তপঃ অতপ্যত' মননমকরোৎ 'স তপঃ তপ্ত্বা'—।১।

'অন্নং ব্রহ্ম ইতি' 'ব্যজানাৎ' বিজ্ঞাতবান্‌। কথম্‌? 'ইমানি ভূতানি' 'খলু' 'অন্নাৎ হি এব জায়ন্তে', 'জাতানি' 'অন্নেন' 'জীবন্তি', 'অন্নম্‌' 'প্রযন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি 'অভিসংবিশন্তি' তাদাত্ম্যম্‌ এব প্রতিপদ্যন্তে ভূতবিলয়ে 'ইতি' হেতোঃ। 'তৎ' অন্নং ব্রহ্ম ইতি 'বিজ্ঞায়' পুনঃ এব 'পিতরং' 'বরুণম্‌' 'উপসসার' উপগতবান্‌—'ভগবঃ' ভগবন্‌ 'অধীহি' অধ্যাপয় 'ব্রহ্ম' 'ইতি'। 'তং' পুত্রং 'হ' স 'উবাচ—'তপঃ ব্রহ্ম' 'ইতি' হেতোঃ 'তপসা' মননেন 'ব্রহ্ম' 'বিজিজ্ঞাসস্ব' বিজ্ঞাতুম্‌ ইচ্ছ। 'স' ভৃগুঃ 'তপঃ অতপ্যত স তপঃ তপ্ত্বা'—।২।

'প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ'। কথম্‌? 'ইমানি ভূতানি' 'খলু' 'প্রাণাৎ হি এব' জায়ন্তে, 'জাতানি' 'প্রাণেন' 'জীবন্তি', 'প্রাণং' 'প্রযন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি 'অভিসংবিশন্তি' তাদাত্ম্যম্‌ প্রতিপদ্যন্তে

'ইতি' হেতোঃ। 'তৎ বিজ্ঞায়' 'পুনঃ এব' 'পিতরং' 'বরুণম্' উপসসার'—'অধীহি ভগবঃ ব্রহ্ম ইতি'। 'তং' পুত্রং স 'হ' 'উবাচ'—'তপঃ ব্রহ্ম ইতি' 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব' 'স তপঃ অতপ্যত' 'স তপঃ তপ্ত্বা' ।—। ৩।

'মনঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ'। কথম্? 'ইমানি ভূতানি' 'খলু' 'মনসঃ হি এব' 'জায়ন্তে', 'জাতানি' 'মনসা' 'জীবন্তি' মনঃ' 'প্রযন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি' 'অভিসংবিশন্তি' তাদাত্ম্যং প্রতিপদ্যন্তে 'ইতি' হেতোঃ। 'তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এব' 'পিতরং' 'বরুণম্' 'উপসসার'—'অধীহি ভগবঃ ব্রহ্ম ইতি'। 'তং' পুত্রং স 'হ' 'উবাচ'—'তপঃ ব্রহ্ম ইতি' 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব' 'স তপঃ অতপ্যত' 'স তপঃ তপ্ত্বা'—। ৪।

'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ'। কথম্? 'ইমানি ভূতানি' 'খলু' 'বিজ্ঞানাৎ হি এব' 'জায়ন্তে', 'জাতানি' 'বিজ্ঞানেন' 'জীবন্তি', 'বিজ্ঞানং' 'প্রযন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি 'অভিসংবিশন্তি' তাদাত্ম্যং প্রতিপদ্যন্তে' 'ইতি' হেতোঃ। 'তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এব' 'পিতরং' 'বরুণম্' 'উপসসার'—'অধীহি ভগবঃ ব্রহ্ম ইতি।' 'তং' পুত্রং স 'হ' উবাচ'—'তপঃ ব্রহ্ম ইতি' 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব' 'স তপঃ অতপ্যত, স তপঃ তপ্ত্বা'—। ৫।

'আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ'। কথম্? 'ইমানি ভূতানি' 'খলু' 'আনন্দাৎ হি এব' 'জায়ন্তে', 'জাতানি' 'আনন্দেন' 'জীবন্তি', আনন্দং 'প্রযন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি 'অভিসংবিশন্তি' তাদাত্ম্যং প্রতিপদ্যন্তে 'ইতি' হেতোঃ। 'সা এষা' 'ভার্গবী' ভৃগুণা বিদিতা 'বারুণী' বরুণেন প্রোক্তা 'বিদ্যা' 'পরমে ব্যোমন্' হৃদ্যাকাশগুহায়াং 'প্রতিষ্ঠিতা' পরিসমাপ্তা তত্রৈব জীবপরিবক্তু(?)রানন্দময়স্যোপলব্ধেঃ। 'স যঃ এবং বেদ' 'প্রতিতিষ্ঠতি' আনন্দে ব্রহ্মণি স্থিতিং লভতে। তৎস্থিতিমাহাত্ম্যেন ন হ্যাকাঙ্ক্ষাবশাৎ—'অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি' 'প্রজয়া' পুত্রাদিনা 'পশুভিঃ' গবাশ্বাদিভিঃ 'ব্রহ্মবর্চ্চসেন' শমদমজ্ঞানাদিনিমিত্তেন তেজসা 'মহান্ ভবতি'। 'কীর্ত্ত্যা' শুভপ্রচারনিমিত্তয়া 'মহান্ ভবতি'। ৬।

তস্য ব্রহ্মণি স্থিতস্য—'অন্নং' ব্রহ্মাবির্ভাবপূর্ণং 'ন নিন্দ্যাৎ' ইতি যৎ 'তৎ ব্রতম্'। অন্নাৎ শক্তিরুদ্ভূয়তে, অত আহ 'প্রাণঃ' 'বা' এব 'অন্নম্' 'শরীরম্' 'অন্নাদম্' প্রাণান্নভোক্তি তস্মিন্ প্রাণস্য স্থিতেঃ। 'প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতং' 'শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ অন্নম্' 'অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্'। 'অন্নে' 'অন্নং' 'প্রতিষ্ঠিতম্' 'এতৎ' 'যঃ' 'বেদ' 'স' 'প্রতিতিষ্ঠতি'—অন্নে প্রাণে চ 'যৎ কিঞ্চ জগত্যাং' মিতি নিয়মেন এব সর্ব্বত্র ব্রহ্মাবির্ভাবপূর্ণে স্থিতিং লভতে। এবং স্থিতৌ 'অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৭।

'অন্নং ন' 'পরিচক্ষীত পরিহরেত' ইতি যৎ 'তৎ ব্রতম্'। ভোজনে চেষ্টায়াঞ্চ যথা তথা স্নানপানাবলোকনাদৌ ব্রহ্মাবির্ভাবদর্শনার্থমাহ—'আপঃ বা অন্নম্' 'জ্যোতিঃ অন্নাদম্' 'অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতং জ্যোতিষ্যু আপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ' 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্'। 'অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্' 'এতৎ' 'যঃ' 'বেদ' 'স' 'প্রতিতিষ্ঠতি' অপ্সু ব্রহ্মাবির্ভাবপূর্ণাসু জ্যোতিষি তাদৃশি স্থিতিং লভতে। এবং স্থিতৌ 'অন্নবান্ ভবতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৮।

'অন্নং' 'বহু কুর্ব্বীত' তস্য প্রাচুর্য্যং সাধয়েৎ ইতি যৎ 'তৎ ব্রতম্'। প্রাচুর্য্যসাধনে পৃথিব্যা সম্বন্ধঃ অত আহ—'পৃথিবী বা অন্নম্ আকাশঃ অন্নাদঃ'। 'পৃথিব্যাম্ আকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্'। 'অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্' 'এতৎ' 'যঃ' 'বেদ' 'স' প্রতিতিষ্ঠতি, পৃথিব্যাং ব্রহ্মাবির্ভাবপূর্ণায়াম্ আকাশে চ তাদৃশি স্থিতিং লভতে। শিষ্টং পূর্ব্ববৎ। ৯।

'ন কঞ্চন' 'বসতৌ' বসতিনিমিত্তং সমাগতং 'প্রত্যাচক্ষীত' 'নিবারয়েৎ' ইতি যৎ 'তৎ ব্রতম্'।

'অস্মৈ' অভ্যাগতায় 'অন্নম্' 'অরাধি' সিদ্ধম্ অভাবি 'ইতি' বিদ্বাংসঃ 'আচক্ষতে' অন্নং নাস্তীতি বদন্তে ন প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি 'তস্মাৎ' 'যয়া কয়া চ বিধয়া' ধর্ম্মাবিরুদ্ধয়া 'বহু অন্নং' 'প্রাপ্নুয়াৎ' তৎসংগ্রহ কুর্য্যাৎ। 'এতৎবৈ' 'অন্নং 'মুখতঃ' প্রথমতঃ প্রথমে বয়সি 'রাদ্ধং' সংসিদ্ধম্ অভ্যাগতায় অস্মৈ 'অন্নদায়' মুখতঃ' প্রথমে বয়সি 'অন্নং' 'রাধ্যতে' সংসিধ্যতে। 'এতৎ বৈ' 'অন্নং' 'মধ্যতঃ' মধ্যমে বয়সি 'রাদ্ধং' সংসিদ্ধম্ অভ্যাগতায়। কিমস্ত ফলম্। 'অস্মৈ' অন্নদায় 'মধ্যতঃ' মধ্যমে বয়সি 'অন্নং' 'রাধ্যতে' সংসিদ্ধ্যতে। 'এতৎ বৈ' 'অন্নম্' 'অন্ততঃ' চরমে বয়সি 'রাদ্ধং' সংসিদ্ধম্ অভ্যাগতায়। কিমস্ত ফলম্? 'অস্মৈ' অন্নদায় 'অন্ততঃ' চরমে বয়সি 'অন্নং' 'রাধ্যতে' সংসিদ্ধ্যতে।

'যঃ এবম্' অন্নমাহাত্ম্যং 'বেদ' তস্য প্রোক্তং ফলং ভবতি। 'ক্ষেমঃ' কল্যাণং 'বাচি'; 'যোগক্ষেমঃ' অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তিঃ তদ্রক্ষণং চ 'ইতি' 'প্রাণাপানয়োঃ'—তাভ্যামুদ্গমধারণপ্রসরণাৎ; 'কর্ম্ম ইতি হস্তয়োঃ'; 'গতিঃ ইতি পাদয়োঃ'; 'বিমুক্তিঃ' বিসর্গঃ 'ইতি পায়ৌ'—'ইতি' 'মানুষীঃ' মনুষ্যসম্বন্ধিন্যঃ 'সমজ্ঞাঃ' বিজ্ঞানানি গুণ। 'অথ' অনন্তরং 'দৈবীঃ' দেবসম্পর্কীয়াঃ সমজ্ঞাঃ।—'তৃপ্তিঃ ইতি বৃষ্টৌ'; 'বলম্ ইতি বিদ্যুতি'; 'যশ ইতি পশুষু'; 'জ্যোতিঃ ইতি নক্ষত্রেষু'; 'প্রজাতিঃ' পুত্রোৎপত্তিঃ 'অমৃতম্' অমৃচ্ছেদসাধনাৎ 'আনন্দঃ' প্রাজ্ঞালিঙ্গনস্তোষোধনাৎ 'ইতি' 'উপস্থে'; 'সর্ব্বম্ ইতি' আকাশে' ব্রহ্মসত্তায়াম্; 'তৎ' আকাশং ব্রহ্মসত্তাভূতং 'প্রতিষ্ঠা' সর্ব্বস্য 'ইতি' 'উপাসীত'। ফলঞ্চ—'প্রতিষ্ঠাবান্' ব্রহ্মণি স্থিতিমান্ 'ভবতি'। 'তৎ' আকাশং ব্রহ্মসত্তাভূতং 'মহঃ' মহত্ত্বগুণবৎ 'ইতি' উপাসীত'। ফলং -'মহান্ ভবতি'। 'তৎ' আকাশং তাদৃশং মনঃ' মননম্ 'ইতি' উপাসীত' ফলম —'মানবান্' মননসমর্থঃ 'ভবতি' 'তৎ' আকাশং তাদৃশং 'নমঃ' নমনগুণবৎ 'ইতি' 'উপাসীত' ফলম্—'অস্মৈ' উপাসকায় 'কামাঃ' 'নম্যন্তে প্রহ্বীভবন্তি তদধীনাঃ ভবন্তি। 'তৎ' আকাশং তাদৃশং 'ব্রহ্ম' বৃহত্তমম্ 'ইতি উপাসীত'। ফলম্—'ব্রহ্মবান্' তদ্গুণঃ 'ভবতি'। 'তৎ' আকাশং তাদৃশং 'ব্রহ্মণঃ' বেদস্য তদভিহিতানাম্ অগ্ন্যাদিদেবানাং 'পরিমরঃ' তিরোধানস্থানম্ 'ইতি' 'উপাসীত' ফলম্—'এবম্' উপাসকং 'দ্বিষতঃ সপত্নাঃ 'পরিম্রিয়ন্তে' 'যে অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ' তে 'পরি' পরিম্রিয়ন্তে। ১০।

ভগবন্, আমায় বেদ শিক্ষা দিন্, এই বলিয়া ভৃগুনামে প্রসিদ্ধ বরুণ-তনয় পিতা বরুণের নিকটে গমন করিলেন। [পিতা] পুত্রের নিকটে অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্ এই কয়েকটির উল্লেখ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন—যাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবন ধারণ করে, [অন্তে] যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়, তাঁহার বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। তিনি (ভৃগু) তপ (মনন) করিলেন তিনি তপ করিয়া—

অন্ন ব্রহ্ম এই জানিলেন। [কেম না] অন্ন হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া অন্নেতে জীবনধারণ করে, [অন্তে] অন্নেতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়। এইটি জানিয়া, ভগবন্, আমায় বেদ শিক্ষা দিন্, এই বলিয়া পুনরায় তিনি পিতা বরুণের নিকটে গমন

করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া—

প্রাণ ব্রহ্ম এই জানিলেন। [কেন না] প্রাণ হইতেই এই সকল ভুত উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া প্রাণেতে জীবনধারণ করে, [অন্তে] প্রাণেতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়। এইটি জানিয়া, ভগবন্, আমায় বেদ শিক্ষা দিন্, এই বলিয়া পুনরায় তিনি পিতা বরুণের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর? তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া—

মন ব্রহ্ম এই জানিলেন। [কেন না] মন হইতেই এই সকল ভুত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া মনেতে জীবনধারণ করে, [অন্তে] মনেতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়। এইটি জানিয়া, ভগবন্, আমায় বেদ শিক্ষা দিন এই বলিয়া পুনরায় তিনি পিতা বরুণের নিকটে গমন করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া—

বিজ্ঞান ব্রহ্ম এই জানিলেন। [কেন না] বিজ্ঞান হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞানেতে জীবনধারণ করে, [অন্তে] বিজ্ঞানেতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়। এইটি জানিয়া, ভগবন্, আমায় বেদ শিক্ষা দিন্, এই বলিয়া পুনরায় তিনি পিতা বরুণের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া—

আনন্দ ব্রহ্ম এই জানিলেন। [কেন না] আনন্দ হইতেই সকল ভুত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দেতে জীবনধারণ করে, [অন্তে] আনন্দেতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়। এইটি বরুণপ্রোক্ত ভৃগুবিদিত বিদ্যা পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এইরূপ জানেন তিনি প্রতিষ্ঠিত হন; অন্নবান্ হন, অন্নভোক্তী হন, মহান্ হন,—প্রজা পশু, ব্রহ্মতেজ ও কান্তিতে মহান্ হন।

অন্নকে পরিহার-করিবে না, এই ব্রত। জলই অন্ন, জ্যোতি অন্ন-ভোক্তী। জলেতে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত, জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। তাই এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত ইহা যিনি

জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান্ হন, অন্নভোজী হন, মহান্ হন—প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজ ও কীর্ত্তিতে মহান্ হন।

অন্ন প্রচুর করিবে এই ব্রত। পৃথিবীই অন্ন, আকাশ অন্নভোজী। পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। তাই অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত। এই অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত, ইহা যিনি জানেন তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান্ হন, অন্নভোজী হন, মহান্ হন—প্রজা পশু, ব্রহ্মতেজ ও কীর্ত্তিতে মহান্ হন।

বসতিতে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান-করিবে না, এই ব্রত। এই [অভ্যাগত] ব্যক্তির জন্য অন্ন নিষ্পন্ন হইয়াছে [জ্ঞানিগণ] এই কথা বলিয়া থাকেন, সুতরাং যে কোন উপায়ে প্রচুর অন্ন সংগ্রহ-করিবে। প্রথম বয়সে [এই অভ্যাগত ব্যক্তির জন্য] অন্ন নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাই প্রথম বয়সে অন্নদাতার এই অন্ন সিদ্ধ হয়। মধ্যম বয়সে [এই অভ্যাগত ব্যক্তির জন্য] অন্ন নিষ্পন্ন হইয়াছে তাই মধ্যম বয়সে অন্নদাতার এই অন্ন সিদ্ধ হয়, চরম বয়সে [এই অভ্যাগত ব্যক্তির জন্য] অন্ন নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাই চরম বয়সে অন্নদাতার এই অন্ন সিদ্ধ হয়। যিনি এ প্রকার জানেন [তাঁহারই উক্ত ফল লাভ হয়]।

বাক্যে ক্ষেম, প্রাণাপানে যোগক্ষেম, হস্তে কর্ম্ম, পদে গতি, পায়ুতে বিসর্গ, এই গুলি মনুষ্যসম্পর্কীণ বিজ্ঞান। এই গুলি দেবসম্পর্কীণ বিজ্ঞান ;—বৃষ্টিতে তৃপ্তি, বিদ্যুতে বল, পশুতে যশ *, নক্ষত্রে জ্যোতি, প্রজননে প্রজোৎপাদন, অমৃত, আনন্দ ; আকাশেতে সকল। সেই [আকাশ] প্রতিষ্ঠা, এই বলিয়া উপাসনা করিবে। ফল—প্রতিষ্ঠাবান্ হয়। সেই [আকাশ] মহৎ এই বলিয়া উপাসনা করিবে। ফল—মহান্ হয়। সেই [আকাশ] মনন এই বলিয়া উপাসনা করিবে। ফল—মননসমর্থ হয়। সেই [আকাশ] নম এই বলিয়া উপাসনা করিবে। ফল—অভিলষিত বিষয়সমূহ অধীন হয়। সেই [আকাশ] ব্রহ্ম এই বলিয়া উপাসনা করিবে। ফল—ব্রহ্মবান্ হয়। সেই [আকাশ] বেদের [অগ্ন্যাদি দেবতার] তিরোধানস্থান এই বলিয়া

* পশুতে—বজ্রে—পাঠান্তর।

উপাসনা করিবে। ফল—দ্বেষকারী শত্রুগণের মৃত্যু হয়, যাহারা অপ্রিয় বিরোধী তাহাদের মৃত্যু হয়।

ভাব—"যিনি সত্য „জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মকে" (৪।১১) এই হইতে আরম্ভ করিয়া "ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কিছুতেই ভয় পান না" (১১।১৪) এই কথায় যেখানে অধ্যায়-পরিসমাপ্তি হইয়াছে, সেখানে ব্রহ্মবিদ্যা পরিসমাপ্ত করিয়া এক্ষণে সেখানে যাহা উক্ত হইয়াছে তদবলম্বনে সাধন কথিত হইতেছে।

অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্—এই কয়েকটি ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ। প্রাণ—ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে চক্ষু ও শ্রোত্র প্রধান। চক্ষু ও শ্রোত্র দ্বারা যে সকল বিষয়গ্রহণ হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধি সাধনের বিষয়। "মনের সহিত বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয় সেই ব্রহ্মের আনন্দ উপলব্ধি করিয়া সাধক কদাচ ভীত হন না" (৭৮পৃ) এস্থলে যদিও মন ও বাক্যকে ব্রহ্মোপলব্ধিবিষয়ে অধঃকরণ করা হইয়াছে, তথাপি উহাদের দ্বারত্ব বিনষ্ট হইতেছে না, কেন না এ দুই ব্রহ্মের আনন্ত্য কোন কালে আয়ত্ত করিতে না পারিলেও তৎসম্বন্ধে অসামর্থ্যের বোধ এ দুই-য়ের দ্বারাই সাধকে উপস্থিত হয়, এবং এই অসামর্থ্যই ব্রহ্মের অনন্তত্বের স্ফূর্ত্তিলাভের হেতু হইয়া থাকে।

তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর—"তপ দ্বারা ব্রহ্ম উপচিত হন" "জ্ঞানময় যাঁহার তপ" (৮।১) এ শ্রুতিতে এই প্রতিপন্ন হয় যে ব্রহ্মের জ্ঞান যখন জগৎ উৎপাদন করেন, তখন সেই জ্ঞানকে শ্রুতি-তপ এই আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। জগদুৎপাদক জ্ঞানকে তপ বলিবার কারণ এই যে, তাপে ঘনীভূত পদার্থ উপচয় প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে যাহা কিছু লুক্কায়িত ছিল, তাহা বহির্বস্তুবৎ প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম আপনি যখন আপনাতে অবস্থিত, তখন কে তাঁহাকে জানিবে, কি নিদর্শনেই বা তাঁহাকে বুঝিবে। তপ এবং ব্রহ্ম যখন এক হন, অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানপ্রকাশে তাঁহাকে সাধক যখন উপলব্ধি-করেন, তখন সেই জ্ঞানপ্রকাশের তপ অর্থাৎ মননের দ্বারা "যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি মূলতত্ত্বের প্রয়োগে তিনি সাধকের জ্ঞানের বিষয় হন। এই মূলতত্ত্বের প্রয়োগে অন্ন, প্রাণ, মন ও নিজ্ঞানে ব্রহ্মদর্শন এবং আনন্দে উহার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।

এইটী বরুণপ্রোক্ত ভৃগুবিদিত বিদ্যা—সে কালের উপদেষ্টৃগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মোপোদেশ করিতেন না, তাঁহারা ব্রহ্মবস্তু যাহাতে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহারই উপায় করিয়া দিতেন। এরূপ কেন করিতেন তাহার কারণ অতি বিশিষ্ট। যে বস্তু কথঞ্চিৎ আত্মপ্রত্যক্ষ হয় নাই, সে বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞান কেবল উপদেশ দ্বারা সম্ভবপর নহে। মননাদি উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক যখন বস্তু সাক্ষাকার হয়, তখন আচার্য্য সেই

সাক্ষাৎকার যে সত্য সাক্ষাৎকার কল্পনা নহে—এই নিশ্চয়াত্মক বাক্যে উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দেন।

যিনি এইরূপ জানেন—ব্রহ্ম আনন্দ হইয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ইহা যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মেতে স্থিতিলাভ করেন। ব্রহ্মেতে স্থিতিলাভ করিলে যে ফলের কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা সাধকের প্রার্থনালব্ধ নহে কিন্তু ব্রহ্মে স্থিতির মাহাত্ম্যে স্বতঃ উদ্ভূত এ জন্যই শ্রুতি অমুক অমুক হয় এই কথা বলিয়াছেন।

অন্নকে নিন্দা করিবে না এই ব্রত—"ব্রহ্ম অন্নের অন্ন" এ দৃষ্টিতে অন্নের নিন্দা প্রতিরুদ্ধ হয় তাই ব্রতধারীর পক্ষে অন্নের নিন্দা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোনক্রমে কদন্নও যদি উপস্থিত হয়, উহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে, ব্রতীর পক্ষে এই বিধি। এই বিধির বলে তিনি সকল অবস্থায় সমচিত্ত থাকিতে সমর্থ হইবেন। প্রাণই অন্ন কেন? অন্নে প্রাণশক্তি বিদ্যমান, অন্নরস হইতে প্রাণশক্তি উদ্ভূত হয়, উদ্ভূত হইয়া উহা দেহগত হয়। দেহগত হইয়া উহা দেহের ক্ষয়বারণ ও উপচয়সাধন করে, সুতরাং দেহই প্রকৃত অন্নভোজী, জীব নহে। যখন এইরূপে অন্ন দেহমধ্যে গৃহীত হয় তখন প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত এই কথাই বলিতে হয়। তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রাণই যখন অন্ন, অন্নই যখন প্রাণ, তখন অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বতঃ এই কথাই সত্য। বেদান্তমতে প্রাণশক্তিই যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত করিয়াছে, তেমনি সকল পদার্থই উহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাণশক্তি—ব্রহ্মশক্তি, তাঁহার ক্রিয়াশক্তি, এই শক্তির বিবিধ বাহ্য প্রকাশের মধ্যে একমাত্র সেই শক্তিকে দর্শন করিয়া তৎসহ অভিন্ন ভাবে পরাত্মদর্শন সহজ হয়। এজন্যই অন্নকে নিন্দা না করিবার ব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে।

অন্নকে পরিহার করিবে না এই ব্রত—জল হইতে অন্ন হয় এজন্য জলকে অন্ন বলা হইয়াছে। তেজ হইতে জল, সুতরাং জল ও জ্যোতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উত্তাপ ঘর্ম্ম হইয়া বিনিঃসৃত হয়, এতদ্দর্শনে উপনিষৎ তেজ ও জলের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। অন্নে যে প্রকার জলীয় ভাগ আছে, তেমনি উহাতে উত্তাপও বিদ্যমান। অন্নে দেহের উত্তাপ জন্মায়; অন্নের জলীয় ভাগ, দেহের সেই উত্তাপে দেহমধ্যে গৃহীত হয়, সুতরাং জলকে অন্ন জ্যোতিকে অন্নভোজী এবং জলে জ্যোতি জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত হইয়াছে। জল ও জ্যোতির সম্বন্ধ যে প্রকার এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে তদুভয়ের অন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে এবং অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত একথা বলা শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বব্রতে ভোজন ও দৈনিক ক্রিয়ায়, এ ব্রতে স্নান পান ও অবলোকনাদিতে ব্রহ্মাবির্ভাব দর্শন সাধকের পক্ষে সহজ।

অন্ন প্রচুর করিবে এই ব্রত—অন্নের প্রাচুর্য্যসাধন করিতে গেলে কৃষ্যাদি কর্ম্মের প্রয়োজন। পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়া অন্নপ্রসব করে, সুতরাং এখানে পৃথিবীকেই অন্নরূপিণী করিয়া সাধনার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। পৃথিবী আকাশগত, আকাশ ছাড়িয়া

পৃথিবীর অন্ত কোথায় স্থিতি নাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "যে যাহার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে তাহার অন্ন হয়।" সুতরাং এখানে আকাশকে পৃথিবীরূপ অন্নের ভোজনকারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুমাত্রের আকারগ্রহণ আকাশ হইতে হইয়া থাকে, ব্রীহিযবাদির (ব্রীহিযবত্ব) তাই আকাশ হইতে। সুতরাং তত্ত্বচিন্তার আকাশকে অন্ন বলা অসদৃশ নহে। পৃথিবী আকাশে আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত একথার সঙ্গে সঙ্গে সেজন্যই উপনিষৎ অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন। অন্নের প্রাচুর্য্যসাধন অন্নদানের নিমিত্তই। পৃথিবীর প্রসবশক্তি ও আকাশের রূপনির্ব্বাহ, এ উভয়মধ্যে ব্রহ্মাবির্ভাব দর্শন এস্থলে সাধনার বিষয়।

বসতিতে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না এই ব্রত—গৃহীর গৃহে যে অন্ন সংগৃহীত হয়, তাহা একা সেই গৃহীর নিমিত্ত নহে, অভ্যাগত ব্যক্তিগণের নিমিত্তই অন্নের সমাগম হয়। সে অন্নে অভ্যাগতগণের অধিকার, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা, সুতরাং অপরাধের হেতু। বসতি হইতে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না, এ ব্রত সেই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত। কি প্রথম বয়সে, কি মধ্য বয়সে, কি চরম বয়সে যে অন্নের আগম হয়, উহা অভ্যাগতগণের সেবার্থই হইয়া থাকে। এ জ্ঞানের ফলও পূর্ব্ববৎ।

বাক্যেক্ষেম—বেদাদির অধ্যয়ন কি নিমিত্ত? বাক্ হইতে ক্ষেমলাভের নিমিত্ত। আমাদের জীবনে যে ক্ষেমের অভ্যুদয় হয় উহা বাক্ হইতে। উপাসনা বন্দনা সাধন ভজন সমুদায় বাক্যের যোগে হইয়া থাকে। প্রেমপুণ্যের ব্যবহার তাহাও বাক্যের সহায়তা বিনা হয় না সুতরাং বাক্যে ক্ষেম। ইহাকে মনুষ্যসম্বন্ধে বিজ্ঞান বলা ঠিকই হইয়াছে। প্রাণাপানে যোগক্ষেম—যোগ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, ক্ষেম—প্রাপ্তির রক্ষা। এদুই উদ্যমাদিসাপেক্ষ। প্রাণ ও অপান হইতে উদ্যম, ধারণ ও প্রসারাণাদি ব্যাপার উপস্থিত হয়, এ নিমিত্ত প্রাণ ও অপানেতে যোগ ক্ষেম উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম ও গতি এ উভয়ের দ্বারা জ্ঞান সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। মলোৎসর্গক্রিয়াকে মনুষ্যসম্পর্কীয় বিজ্ঞান মধ্যে কেন গণ্য করা হইল, ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সমুদায় শরীরের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত এই ক্রিয়াকে নিয়মিত করিতে পারা বিজ্ঞান বিনা সম্ভবে না, তাই ইহাকেও বিজ্ঞান মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। যে গুলি মনুষ্যের নিজ প্রযত্ন-সিদ্ধ সে গুলিকে মনুষ্যসম্পর্কীয় বিজ্ঞান বা জ্ঞানের ক্রিয়ামধ্যে গণ্য করিয়া যেগুলি তাহার নিজের সাধ্যায়ত্ত নয় সেই গুলিকে উপনিষৎ দেবসম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলিয়াছেন। বৃষ্টি হইলে তবে অন্নাদিজনিত তৃপ্তি হয়, বৃষ্টি কিন্তু মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং উহা দেবসম্পর্কীয় বিজ্ঞান। বিদ্যুতে বল প্রকাশ পায় তাহাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু এই বিদ্যুতের বল কি মনুষ্যের কোন উপকারে আইসে, যদি না আইসে তবে মনুষ্যের সাধনের সঙ্গে উহার কি যোগ? বিদ্যুৎ হইতে মানুষের কি প্রকার বলসঞ্চার হয়, উপ-

নিষদের সময়ে তাহা বিদিত ছিল, "বিদ্যুতে বল" এই এক কথায় তাহা বুঝিয়া লইতে হইতেছে। সেকালে পশুই প্রধান সম্পত্তি ছিল, সম্পত্তি দ্বারা যশ উপার্জ্জন হইয়া থাকে, সুতরাং পশুর সহিত যশের যোগ করা হইয়াছে। দেবকৃপায় পশুলাভ-ও-রক্ষা উভয় নিষ্পন্ন হয় এজন্য পশু দেবসম্পর্কীয় বিজ্ঞানমধ্যে গণ্য। সন্তানোৎপাদন ব্যাপার মধ্যে দেবগণের সাক্ষাৎসম্বন্ধ ঋষিগণ কি প্রকার প্রত্যক্ষ করিতেন, পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে (১১।২০)

আকাশেতে সকল—আকাশ ব্রহ্মসত্তা। এক ব্রহ্মসত্তাতে সমুদায় অন্তর্ভূত দেখিয়া তাহাতে সকল প্রতিষ্ঠিত এই জ্ঞানে তদারাধনায় যেমন, তেমন বিচ্ছিন্ন ভাবে এক একটি করিয়া সাধনে কৃতার্থতার সম্ভাবনা নাই এই জন্য বলা হইয়াছে—আকাশেতে সকল।

সেই আকাশ বেদের—বেদপ্রসিদ্ধ নামরূপাত্মক পদার্থসমূহে দেবাধিষ্ঠান দেখিয়া স্তুতি তখনই নিবৃত্ত হয় যখন আকাশকে নামরূপের নির্ব্বাহক বলিয়া জ্ঞান জন্মে।

১৪। অথাধিদৈবতম্। য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীতোদ্যন্বা এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি। উদ্যংস্তমোভয়মপহন্ত্যপহন্তা হ বৈ ভয়স্য তমসো ভবতি য এবং বেদ।

সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চোষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌ স্বরইতীমমাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্বা এতমিমমমুঞ্চোদ্গীথমুপাসীত।

অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণো যদপানিতি সোঽপানঃ। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানো যো ব্যানঃ সা বাক্। তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ বাচমভিব্যাহরতি।

যা বাক্ সর্ক্ তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নৃচমভিব্যাহরতি যর্ক্ তৎ সাম তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ সাম গায়তি, যৎ সাম স উদ্গীথস্তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নুদ্গায়তি।

অতো যান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথাগ্নের্ম্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আয়মনমপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোত্যেতস্য হেতোর্ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত।

অথ খলুদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্গীথ ইতি প্রাণ এবোৎ প্রাণেন

হ্যুত্তিষ্ঠতি বাগ্‌গীর্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতে অন্নং থমন্নে হীদং সর্ব্বং স্থিতম্।

দ্যৌরেবোদন্তরীক্ষং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্য এবোদ্‌বায়ুর্গীরগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্‌যজুর্ব্বেদোগীঃ ঋগ্বেদস্থং দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্‌দোহং যো বাচো দোহঃ অন্নবানন্নাদো ভবতি য এতান্যেবং বিদ্বানুদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত উদ্‌গীথ ইতি।

অথ খল্বাশীঃ সমৃদ্ধিরুপসরণানীত্যুপাসীত যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যাৎ তৎ সামোপধাবেৎ।

যস্যামৃচি তামৃচং যদার্ষেয়ং তমৃষিং যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতামুপধাবেৎ।

যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাৎ তচ্ছন্দ উপধাবেৎ যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তং স্তোমমুপধাবেৎ।

যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দিশমুপধাবেৎ।

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তোঽভ্যাসো হ যদস্মৈ স কামঃ সমৃদ্ধ্যেত যৎ কামঃ স্তুবীতেতি যৎ কামঃ স্তুবীতেতি।

ছা ১।৩।৩। ১—.২।

'অথ' করণ বিষয়কোদ্গীথোপাসনকথনানন্তরং (৯৪) 'অধিদৈবতম্' তদধিষ্ঠাতৃদেবপরম্। 'যঃ এব' 'অসৌ' আদিত্যঃ 'তপতি' 'তম্ উদ্গীথম্' 'উপাসীত'। কথং তস্যোদ্গীথত্বম্? 'উদ্যন্' উদ্গাচ্ছন্ 'বৈ' 'এষ' আদিত্যঃ 'প্রজাভ্যঃ' 'উদ্গায়তি' অন্নোৎপত্ত্যর্থম্। ন কেবলমনেনোপকারং সাধয়তি কিন্তুর্হি—'উদ্যন্' 'তমঃ' 'ভয়ম্' অপহন্তি। 'যঃ এবং বেদ' স 'হ বৈ' 'ভয়ংচ' 'তমঃ' অজ্ঞানম্ 'অপহন্তা' নাশয়িতা 'ভবতি'।

'সমানঃ' তুল্যঃ 'উ' এব 'অয়ং চ' প্রাণঃ 'অসৌ চ' আদিত্যঃ। কথম্? 'উষ্ণঃ অয়ং' প্রাণঃ 'উষ্ণঃ অসৌ' আদিত্যঃ; 'স্বরঃ ইতি' 'ইমং প্রাণম্ 'আচক্ষতে'। 'স্বরঃ' ইতি' 'প্রত্যাস্বরঃ ইতি' 'অমুম্' আদিত্যম্ আচক্ষতে—প্রতিস্বরতি প্রত্যাগচ্ছতি ইতি প্রত্যাস্বরঃ। 'তস্মাৎ বৈ' 'এতম ইমং' প্রাণম্ 'অমুং চ' আদিত্যম্ উদ্গীথম্' 'উপাসীত'।

'অথ' অনন্তরং 'ব্যানং এব' 'উদ্গীথম্' 'উপাসীত'। 'যৎ বৈ' পুরুষঃ 'প্রাণিতি' মুখনাসিকাভ্যাং বায়ুং বহির্নিঃসারয়তি 'স প্রাণঃ' 'যৎ' 'অপানিতি' অপশ্বসিতি 'স অপানঃ' 'অন্ত যঃ প্রাণাপানয়োঃ' 'সন্ধিঃ' ভয়োরন্তরা 'স ব্যানঃ'। 'যঃ ব্যানঃ' 'সা বাক্' 'কথম্? 'তস্মাৎ' 'অপ্রাণন্ অনপানন্' প্রাণক্রিয়াম্ অপানক্রিয়াঞ্চ অকুর্ব্বন্ 'বাচম্' 'অভিব্যাহরতি' উচ্চারয়তি লোকঃ।

'যা বাক্' 'সা ঋক্' 'তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ ঋচম্ অভিব্যাহরতি।' 'যা ঋক্ তৎসাম'—

ঋচ্যধ্যূঢ়ত্বাৎ সাম্নঃ—'তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম গায়তি'। যৎ সাম স উদ্গীথঃ' 'তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ উদ্গায়তি'।

'অতঃ যানি অন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি—যথা অগ্নেঃ মন্থনং' 'আজেঃ' সংগ্রামস্য 'সরণং' ধাবনং 'দৃঢ়স্য ধনুষঃ' 'আয়মনম্' আকর্ষণং 'তানি' 'অপ্রাণন্ অনপানন্' 'করোতি' 'এতস্য হেতোঃ' বীর্য্যবৎ কর্ম্মার্থং 'ব্যানম্ এব উদ্গীথম্' 'উপাসীত'।

'অথ খলু উদ্গীথাক্ষরাণি' উদ্গীথঃ ইতি' 'উপাসীত'।—'প্রাণঃ এব উৎ'। কথম্ ? 'প্রাণেন উত্তিষ্ঠতি' 'বাক্ গীঃ'। কথম্ ? 'বাচঃ হ গিরঃ ইতি আচক্ষতে' 'অন্নং থম্' 'হি' যস্মাৎ 'অন্নে' 'ইদং সর্ব্বং স্থিতম্'।

'দ্যৌঃ এব উৎ' 'অন্তরিক্ষং গীঃ' 'পৃথিবী থম্'; 'আদিত্যঃ এব উৎ' 'বাক্ গীঃ' 'অগ্নিঃ থম্'; 'সামবেদঃ এব উৎ' 'যজুর্ব্বেদঃ গীঃ' 'ঋগ্বেদঃ থম্'। উপাসনস্য ফলং—'যঃ বাচঃ' 'দোহঃ' দোহন ব্যাপারঃ 'অস্মৈ' উপাসকায় স্বয়ং 'বাক্' তং 'দোহং' 'দুগ্ধে' দোগ্ধি। 'যঃ' 'এতানি' 'এবং বিদ্বান্' 'উদ্গীথাক্ষরাণি' উদ্গীথঃ ইতি' উপাস্তে' স 'অন্নবান্ অন্নাদঃ' 'ভবতি'।

'অথ খলু' 'আশীঃ সমৃদ্ধিঃ' আশিষঃ কামস্য সমৃদ্ধিঃ—সা যথা ভবেৎ তৎ উচ্যতে ইতি শেষঃ। 'উপসরণানি, চিন্তনীয়বিষয়াণি 'ইতি' এবং প্রকারেণ 'উপাসীত' দর্শয়ন্তি তানি—'যেন অম্নেন' 'স্তোষ্যন্' স্তুতিং করিষ্যন্ 'স্যাৎ' 'তৎ সাম' 'উপধাবেৎ' উপস্মরেৎ চিন্তয়েৎ।

'যস্যাম্ ঋচি তৎ সাম' 'তাম্ ঋচং' 'উপধাবেৎ' 'যদার্ষেয়ং' যস্য ঋষেঃ প্রোক্তঃ 'তম্ ঋষিম্ উপধাবেৎ, 'যাং দেবতাম্ অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ' 'তাং দেবতাম্' উপধাবেৎ।

'যেন ছন্দসা' গায়ত্র্যাদিনা 'স্তোষ্যন্ স্যাৎ' 'তৎ ছন্দঃ' 'উপধাবেৎ' 'যেন স্তোত্রেন' স্তোত্রবিশেষেণ ,স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ' 'তং স্তোমম্ 'উপধাবেৎ'।

'যাং দিশম্' 'অভিষ্টোষ্যম্ স্যাৎ' 'তাং দিশম্' 'উপধাবেৎ'।

'অন্ততঃ' এতেষাং চিন্তনান্তে উদ্গাতা 'অপ্রমত্তঃ' সন্ 'উপসৃত্য' 'কামম্' অভিলষিতবিষয়ং 'ধ্যায়ন্' চিন্তয়ন 'আত্মানং' স্বস্বরূপং 'স্তুবীত'। 'অভ্যাসোহ' ক্ষিপ্রম্ এব 'যৎ' যত্র 'যৎ কামঃ' সং 'স্তুবীত' 'স কামঃ' 'অস্মৈ' এবংবিদে 'সমৃদ্ধ্যেত' সমৃদ্ধিং প্রাপ্নুয়াৎ। দ্বিরুক্তিরাদরার্থা।

অনন্তর অধিষ্ঠাতৃদেববিষয়ক। ইনি [আদিত্য] উদিত হইয়া প্রজাগণের নিমিত্ত সাম গান করেন, সুতরাং যিনি তাপ দেন তাঁহাকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবেক। ইনি উদিত হইয়া ভয় ও অন্ধকার উভয়ই হরণ করেন, যে ব্যক্তি ইহা জানেন তিনি ভয় ও অন্ধকারের অপহন্তা হয়েন।

ইনি [প্রাণ] উনি [আদিত্য] উভয়ে সমান, কেন না ইনিও উষ্ণ উনিও উষ্ণ, ইহাকে [পণ্ডিতেরা] স্বর বলেন, উঁহাকে [পণ্ডিতেরা] স্বর ও প্রতিস্বর বলেন। তাই ইঁহাকে এবং উঁহাকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবেক।

অনন্তর ব্যানকেই উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবেক। মুখ ও

নাসিকা দ্বারা যে বায়ু নিঃসারণ করে সে প্রাণ, অধোদেশ দ্বারা যে বায়ু নিঃসারণ করে সে অপান, এই প্রাণ ও অপানের যে সন্ধিস্থল সেই ব্যান, যে ব্যান সেই বাক্। প্রাণক্রিয়া ও অপানক্রিয়া না করিয়াই তজ্জন্য [লোকে] বাক্যোচ্চারণ করিয়া থাকে।

বাক্ যাহা ঋক্ তাহা, তাই প্রাণ ও অপানক্রিয়া না করিয়া [লোকে] ঋক্ উচ্চারণ করিয়া থাকে। ঋক্ যাহা সাম তাহা, তাই প্রাণ ও অপানক্রিয়া না করিয়া [লোকে] সাম গান করিয়া থাকে। সাম যাহা উদ্গীথ তাহা, তাই প্রাণ ও অপানক্রিয়া না করিয়া [লোকে] সাম গান করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া অন্য যে সকল বীর্য্যবন্ত কর্ম্ম, যেমন অগ্নির মন্থন, সংগ্রামে ধাবন, দৃঢ় ধনুর আকর্ষণ, সে গুলি প্রাণ ও অপানক্রিয়া না করিয়া করিয়া থাকে। এই [বীর্য্যবন্ত কর্ম্মের] নিমিত্ত ব্যানকেই উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবেক।

অনন্তর উদ্গীথাক্ষর গুলিকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবেক। প্রাণ উৎ, কেন না প্রাণ দ্বারা উত্থান করে, বাক্ গীঃ, কেন না বাক্‌কেই গির্ বলে, অন্ন থ, কেন না অন্নেই সকলের স্থিতি।

দ্যুলোকই উৎ, অন্তরীক্ষ গীঃ, পৃথিবী থ, আদিত্যই উৎ, বায়ু গীঃ, অগ্নি থ; সামবেদই উৎ, যজুর্ব্বেদ গী, ঋগ্বেদ থ। বাকের যে দোহন-ব্যাপার উহা স্বয়ং বাক্ই এই উপাসকের নিমিত্ত দোহন করিয়া থাকে। এই গুলিকে যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উদ্গীথ বলিয়া উদ্গীথাক্ষর সকলের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান্ হন অন্নভোজী হন।

অনন্তর অভিলষিত বিষয়ের সমৃদ্ধি [যাহাতে হয় তাহা উক্ত হইতেছে] উপসর্ত্তব্য [চিন্তনীয়] বিষয়গুলির এইরূপে উপাসনা করিবেক। যে সাম দ্বারা স্তব করিতে উদ্যত সেই সাম চিন্তা করিবে।

যে ঋকে সেই সাম সেই ঋক্‌কে, যে ঋষিপ্রোক্ত সেই সাম সেই ঋষিকে, যে দেবতার স্তবে উদ্যতে সেই দেবতাকে চিন্তা করিবে।

যে ছন্দে স্তব করিতে উদ্যত সেই ছন্দকে, যে স্তোমে (স্তোত্রবিশেষে) স্তব করিতে উদ্যত সেই স্তোমকে চিন্তা করিবে।

যে দিক্ অধিকার করিয়া স্তব করিতে উদ্যত সেই দিক্কে চিন্তা করিবে।

এ সকলের পর [উদ্গাতা] অপ্রমত্ত ভাবে সম্মুখীন হইয়া অভিলষিত-বিষয়-চিন্তাপূর্ব্বক আত্মাকে স্তব করিবেন। ইহাতে যে বিষয়ে অভিলাষী হইয়া তিনি স্তব করিবেন, সেই অভিলাষ সত্বর সমৃদ্ধিলাভ করিবে।

ভাব—ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত, সুতরাং ইহাতে সামেরই প্রাধান্য। উপাসনার নূতন প্রণালীতে সামের নিয়োগ ইহার উদ্দেশ্য। ঋক্গুলি গানে পরিণত হইয়া সামনামে অভিহিত হয়। যে ঋষি যে ঋক্ প্রণয়ন করিয়াছেন সেই ঋষিকে এবং যে ঋক্ যে দেবতার স্তবের উদ্দেশ্যে বিরচিত, সেই দেবতাকে, যে ছন্দে সেই স্তব গ্রথিত সেই ছন্দকে চিন্তা করা বা মনন করা এটী ঠিক বৈদিক প্রণালী নহে। বৈদিকগণ ঋক্ ও সামকে যজ্ঞক্রিয়ায় নিয়োগ করিতেন মননে নহে। মৃৎ পাষাণাদি যেখানে স্তোত্রের বিষয় সেখানে উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আশ্রয় করিয়া উহাদের নিয়োগ হয়, এই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। উপনিষৎ পরোক্ষভাবে প্রাণকে এবং অপরোক্ষভাবে পরমাত্মাকে গ্রহণ করিয়া উপাসনাবিধান করিয়াছেন। সামগুলি প্রাণের ক্রিয়া। এখানে প্রথমতঃ সেই প্রাণক্রিয়া-দর্শন-পূর্ব্বক পরিশেষে "আত্মাকে স্তব করিবেন" এই কথায় উপাসনা পরমাত্মায় পর্য্যবসান করা হইয়াছে। যে স্বরযোগে সাম উচ্চারিত হয়, সেই স্তব প্রাণক্রিয়া। আদিত্য ও প্রাণ এ উভয়েতে সেই স্বরের নিয়োগ দেখাইয়া বাক্ উচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় বলপ্রয়োগোচিত কার্য্যে প্রাণের সহায়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। উদ্গীথ সামগান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই উদ্গীথের সর্ব্বত্র স্থিতিপ্রদর্শন প্রাণরূপী পরোক্ষ ব্রহ্মের স্থিতি প্রদর্শন। এস্থলে এবং ইহার পরে যে সামোপাসনা নিবদ্ধ হইয়াছে, সে সকলেতে পরোক্ষ ব্রহ্ম প্রাণেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্গীথ ও প্রণব, প্রণব ও স্বর এ উভয়কে এক করিয়া গ্রহণ করাতে এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, জগতে প্রকাশমান ব্রহ্ম ছান্দোগ্য সর্ব্বত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তুরীয় ব্রহ্ম বৃহদারণ্যকের অধিকৃত বিষয়। দৃশ্যমান যাহা কিছু সকলই প্রাণের ক্রিয়া, দৃশ্যমান বিষয়সমূহে সামোপাসনার নিয়োগ জগতে প্রকাশমান ব্রহ্মেরই উপাসনা দেখাইয়া দেয়।

১৫। ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্।

দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।

তান্নু তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্য্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তে নু বিত্ত্বোর্দ্ধা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্।

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবংং সামৈবং যজুরেষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্।

স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরংং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি।

ছা, ১।৩।৪।১—৫।

'ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ উপাসীত' 'ওমিতি হি উদ্গায়তি, তস্য' 'উপব্যাখ্যানম্ আখ্যায়িকাচ্ছলেন তস্য অমৃতত্বফলপ্রদর্শনম্।

'মৃত্যোঃ' 'বিভ্যতঃ' 'দেবাঃ বৈ' 'ত্রয়ীং বিদ্যাং' বেদবিহিতং কর্ম্ম 'প্রাবিশন্'। 'তে ছন্দোভিঃ' আত্মানম্ 'অচ্ছাদয়ন্' ছাদিতবন্তঃ 'যৎ' যস্মাৎ 'এভিঃ' ছন্দোভিঃ 'আচ্ছাদয়ন্' 'তৎ' তস্মাৎ 'ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্'।

'মৎস্যং' 'যথা' 'উদকে' 'পরিপশ্যেৎ' 'এবং' 'তান্' দেবান্ 'উ' 'মৃত্যুঃ' 'পর্য্যপশ্যৎ'। 'তে' দেবাঃ 'নু' 'বিত্ত্বা' মৃত্যোঃ চিকির্ষিতং বিদিত্বা 'ঋচঃ যজুষঃ সাম্নঃ 'ঊর্দ্ধাঃ' তত্তন্নিবদ্ধাঃ বাচঃ অতিক্রম্য তদূর্দ্ধগতাঃ 'স্বরম্ এব' 'প্রাবিশন্'।

'যদা বা ঋচম্ আপ্নোতি' অধ্যয়নায় অধিকরোতি, তদা 'ওম্ ইতি এব' 'অতিস্বরতি' নিরতিশয়েনাদরেণ উচ্চারয়তি, 'এবং সাম এবং যজুঃ'—তত্তদধ্যয়নকালে ওমিত্যুচ্চারণানন্তরং তৎ করোতি। 'এষ উ স্বরঃ' ওঙ্কারঃ। কোঽসৌ? 'যৎ এতৎ অক্ষরম্' 'এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্'। 'তৎ' অক্ষরং 'প্রবিশ্য' 'দেবাঃ' 'অমৃতাঃ' 'অ ভয়াঃ' 'অভবন্'।

'স যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ অক্ষরং' 'প্রণৌতি' স্তৌতি—তদর্থচিন্তনাদিনা তন্মহত্ত্বমনুভবতি, স 'এতৎ এব অক্ষরং স্বরং' 'প্রবিশতি' 'তৎ প্রবিশ্য' 'যদমৃতাঃ' যাদৃশঃ অমৃতাঃ দেবাঃ অভবন্ 'তদমৃতঃ' তাদৃক্ অমৃতঃ সাধকঃ 'ভবতি'।

ওম্ এই অক্ষরের উপাসনা করিবেক। ওম্ এইটিকে গানের বিষয় করিবেক। [আখ্যায়িকাচ্ছলে] উহার ব্যাখ্যান এই।

দেবগণ মৃত্যু হইতে ভয় পাইয়া ত্রয়ী বিদ্যাতে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহারা আপনাদিগকে ছন্দোগুলির দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। ইহাদের দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, তাই ছন্দ সকলের [নাম] ছন্দ।

জলের মধ্যে যে প্রকার মৎস্য দেখা যায়, তেমনি ঋক্ সাম ও যজুর মধ্যে মৃত্যু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ইহা জানিতে পাইয়া তাঁহারা ঋক্ সাম ও যজুর ঊর্দ্ধগত হইয়া স্বরে প্রবেশ করিলেন।

যখনই [অধ্যেতা] ঋক্ অধিকার করে, তখনই সে আদরে ওম্ উচ্চারণ করে। এইরূপ সাম [অধ্যয়নে] যজু [অধ্যয়নে]। এই যে অমৃত অভয় অক্ষর উহা স্বরই। সেই অক্ষরে প্রবিষ্ট হইয়া দেবগণ অমৃত হইলেন অভয় হইলেন।

যে ব্যক্তি এইটি এইরূপ জানিয়া অক্ষরের স্তব করেন তিনি স্বররূপী এই অমৃত অভয় অক্ষরে প্রবেশ করেন, এবং উহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ যেমন অমৃত হইয়াছিলেন তেমনই অমৃত হয়েন।

ভাব—দেবগণ—ইন্দ্রিয়গণ। মৃত্যু—পাপ। পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণ ত্রয়ী বিদ্যাতে প্রবেশ করিলেন—বেদবিহিত কার্য্যের অনুসরণ করিলেন। বেদবিহিত কর্ম্ম অজ্ঞানতা ও মূঢ়তাবর্দ্ধনে কারণ হয় (১।৫) সুতরাং তাহার পাপ নিষ্কৃতি হয় না, তাই আখ্যায়িকা বলিতেছেন "জলের মধ্যে যে প্রকার মৎস্য দেখা যায় তেমনি ঋক্ সাম ও যজুর মধ্যে মৃত্যু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন।" ঋক্ সাম ও যজুর ঊর্দ্ধগত হইয়া—তত্ত্বন্নিবদ্ধ বাক্যসমূহকে অতিক্রম করিয়া—দেবগণ স্বরে প্রবেশ করিলেন। এ স্বর কি? ওম্। ওম্ ও স্বর এখানে অভিন্নভাবে গৃহীত হইয়াছে। সামোপাসনায় স্বরের প্রাধান্য, সেই স্বর ও ওম্ একই। সুতরাং ওঙ্কারের ব্যাখ্যানে (৭০পৃ) যাহা আছে সামোপাসনায় তাহার নিয়োগ ছান্দোগ্যের অভিপ্রেত।

১৬। অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াদ্বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্।

অথাধ্যাত্মং য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণংস্ত্বং ভূমানমভিগায়তাদ্বহবো মে ভবিষ্যন্তীতি।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষী-

তকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণংস্ত্বং ভূমানমভিগায়তাদ্বহবো মে ভবিষ্যন্তীতি।

অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীথমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি।

ছা, ১।৩।৫।১—৫।

'অথ খলু যঃ উদ্গীথঃ স প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথঃ ইতি'—বহ্বৃচানাং যোঽসৌ প্রণবঃ ছন্দোগানাং সোঽসাবুদ্গীথ ইতি তত্ত্বম্। 'অসৌ বৈ আদিত্যঃ উদ্গীথঃ। 'এষ প্রণবঃ ওম্ ইতি'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'এষ' আদিত্যঃ 'স্বরন্' গচ্ছন্ ওমিতি উচ্চারয়ন্ বা 'এতি'।

'এতম্ উ এব' আদিত্যং 'অহম্' 'অভ্যগাসিষম্' আভিমুখ্যেন গীতবান্ অস্মি, তস্মাৎ মম ত্বম্ একঃ অসি ইতি হ' 'কৌষীতকিঃ' কুষীতকস্যাপত্যং 'পুত্রম্' 'উবাচ' উক্তবান্, 'ত্বং' 'রশ্মীন্' আদিত্যং চ 'পর্য্যবর্ত্তয়াৎ' পর্য্যাবর্ত্তয়, 'বহবঃ' পুত্রাঃ 'বৈ' 'তে' তব 'ভবিষ্যন্তি' 'ইতি' 'অধিদৈবতম্'।

'অথ অধ্যাত্মম্'। 'যঃ এব অয়ং মুখ্যপ্রাণঃ তম্' ওমিতি 'উদ্গীথম্' 'উপাসীত', 'হি' যস্মাৎ 'এষ' বাগাদিপ্রবৃত্ত্যর্থং 'স্বরন্' ওমিতি অনুজ্ঞাং কুর্ব্বন্ 'এতি'।

'এতম্ উ এব' প্রাণম্ 'অহম্ অভ্যগাসিষম্ তস্মাৎ মম ত্বম্ একঃ অসি ইতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রম্ উবাচ'—'বহবঃ' পুত্রাঃ 'মে' 'ভবিষ্যন্তি' 'ইতি' অভিপ্রেত্য 'ত্বং' 'প্রাণং' 'ভূমানং' তদ্গুণবিশিষ্টম্ 'অভিগায়তাৎ'।

'অথ খলু যঃ উদ্গীথঃ স প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথঃ 'ইতি' উদ্গীথপ্রণবয়োরভেদেন ন তু ভেদেন 'হোতৃসদনাৎ হ এব অপি' হোত্রা যত্রস্থঃ শংসতি তৎ স্থানং হোতৃসদনস্তস্মাৎ হোত্রা সম্যগুচ্চারিতপ্রণবাদুদ্গাত্রা 'দুরুদ্গীতং' প্রমাদতঃ স্বরাদিহীনং কৃত যৎ তৎ অনুসমাহরতি' প্রতিসন্দধাতি তৎ প্রতিবিধানং করোতি।

অনন্তর উদ্গীথ যাহা প্রণব তাহা, প্রণব যাহা উদ্গীথ তাহা, এনিমিত্ত এই আদিত্য উদ্গীথ, এই প্রণব ওম্, কেন না ইনি গতিশীল হইয়া ওম্ উচ্চারণ করিয়া আগমন করেন।

পুরাকালে কৌষতকি পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি এই আদিত্যাভিমুখে গান করিয়াছিলাম তাই তুমি আমার একটি পুত্র হইয়াছ। তুমি যদি রশ্মি ও আদিত্য উভয়কে গানের বিষয় কর, তোমার বহু পুত্র হইবে। এটি অধিদৈবত।

অনন্তর অধ্যাত্ম। এই যে মুখ্য প্রাণ ইঁহাকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবেক, কেননা ইনি [বাগাদি প্রবর্ত্তনার নিমিত্ত] ওম্ উচ্চারণ করিয়া আগমন করেন।

পুরাকালে কৌষীতকি পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি এই প্রাণের অভিমুখে গান করিয়াছিলাম তাই তুমি আমার একটি পুত্র হইয়াছ;

আমার বহু পুত্র হইবে এই উদ্দেশ্যে তুমি প্রাণকে ভূমা বলিয়া গান কর।

অনন্তর উদ্গীথ যাহা প্রণব তাহা, প্রণব যাহা উদ্গীথ তাহা, এইরূপ [অভেদ ভাবে গান করিলে] [উদ্গাতা কর্ত্তৃক] স্বরাদিতে হীন করিয়া যাহা উদ্গীত হয় হোতৃসদন হইতে [ওঙ্কারোচ্চারণে] তাহার প্রতিবিধান হইয়া থাকে।

ভাব—ঋগ্বেদিগণের পক্ষে প্রণব সামবেদিগণের পক্ষে উদ্গীথ একার্থক। যজ্ঞে হোতৃগণ ঋকের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, এবং উদ্গাতৃগণ সামগান করেন। সামগান করিতে গিয়া স্বরাদিতে যদি প্রমাদ হয় তাহা হইলে উহা বিনাশের কারণ হয়। এজন্য শিক্ষা গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে ;—

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
সবাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুস্বরতোঽপরাধাৎ॥

পুত্রহন্তা ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত আর একটি পুত্রোৎপাদনের উদ্দেশে ত্বষ্টা "ইন্দ্রশত্রুঃ বর্দ্ধস্ব" এই মন্ত্রে অভিচার আরম্ভ করেন। 'ইন্দ্রশত্রু' এই পদটি অন্তোদাত্ত করিয়া উচ্চারণ করা উচিত ছিল, কেন না তাহা হইলে ইন্দ্রের শত্রু [হিংসক] এই অর্থ হইয়া অভিচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, কিন্তু পুরোহিত ভ্রমক্রমে 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটি আদ্যুদাত্ত করিয়া উচ্চারণ করাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল, কেন না ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রই শত্রু [হিংসক] না হইয়া বহুব্রীহিসমাসবশতঃ ইন্দ্রই বৃত্রের হিংসক হইল। স্বর ও বর্ণের উচ্চারণগত দোষে কোন একটি মন্ত্রে যদি মিথ্যা প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ইন্দ্র ও বৃত্র সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং উদ্গাতার প্রমাদবশতঃ গানে স্বরবর্ণ দোষ ঘটিলে তাহার প্রতিবিধান হওয়া নিতান্ত সমুচিত। যেস্থলে হোতার উচ্চারিত প্রণব এবং উদ্গাতার উচ্চারিত উদ্গীথ এ দুই অভেদ ভাবে গৃহীত হয় সেখানে উদ্গাতার ভ্রমপ্রমাদ হইলেও হোতার বিশুদ্ধ প্রণবোচ্চারণে সে দোষ অপনীত হইয়া থাকে, এস্থলে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

উপাস্যকে নির্ব্বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিলে ফলও নির্ব্বিশেষ হয়, সবিশেষ ভাবে গ্রহণ করিলে ফলও সবিশেষ হয়। যদিও ইহা এখানে উপাসনার ফলস্বরূপ এক পুত্র লাভ ও বহু পুত্রলাভ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি ব্রহ্মোপাসনাসম্বন্ধেও যে ইহা সত্য তাহা সাধকমাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ। মৈত্রায়ণীর উপনিষৎ এজন্যই যাহা নিয়ত বিদ্যমান এবং যাহা নিয়ত রূপান্তর হইতেছে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দৃঢ়তাসাধননিমিত্ত এ দুইই সাধকের অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন (১৪১ পৃ)। ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় এক অখণ্ড, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ বহু। তাঁহাতে 'ভূমা' এই শব্দের প্রয়োগ ইহাই প্রদর্শন করিয়া

থাকে। এখানে যাহা বলা হইয়াছে বালাকী-ও-জনক-সংবাদে তাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত রহিয়াছে।

১৭। অথাতঃ শৌব উদ্গীথস্তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্বব্রাজ।

তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্ব্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়তু অশনায়াম বা ইতি।

তান্ হোবাচেহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়ঞ্চকার।

তে হ যথৈবেহ বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবমাসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিঞ্চক্রুঃ।

ওঁ৩মদামোং পিবা৩মোং দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা২২-ন্নমিহা২ হরদন্নপতে৩হন্নমিহা২হরা২২হরো৩মিতি।

ছা, ১। ৩। ১২। ১—৫।

'অথ' অনন্তরং 'অতঃ' অন্নকষ্টানন্তরং 'শৌবঃ' শ্বভিঃ দৃষ্টঃ 'উদ্গীথঃ' উদ্গানং প্রস্তূয়তে। 'তৎ' তত্র 'হ' কিল 'দাল্ভ্যঃ' দল্ভস্যাপত্যং 'মৈত্রেয়ঃ' মিত্রায়াশ্চাপত্যং 'একঃ' 'গ্লাবঃ বা'—নামান্তরে—'স্বাধ্যায়ং' স্বাধ্যায়ং কর্ত্তুম্ 'উদ্বব্রাজ' গ্রামাৎ বহিঃ উদ্গতবান্।

'তস্মৈ' ঋষয়ে 'শ্বেতঃ' 'শ্বা' 'প্রাদুর্ব্বভূব'—স্বাধ্যায়তোষিতা দেবতা স্বরূপেণাত্মানং প্রকাশিতবতী। 'তং' শ্বেতশ্বানম্ 'অন্যে শ্বানঃ' উপসমেত্য উচুঃ'—'ভগবান্' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'অন্নম্' 'আগায়াতু' গানেন নিষ্পাদয়তু 'অশনয়াম' অশ্নাম বয়ং 'বৈ' 'ইতি'।

'তান্' শুনঃ স শ্বেতশ্বা 'হ' 'উবাচ'—'ইহ এব' 'মা' মাং 'প্রাতঃ' 'উপসমীয়াত' উপগচ্ছেত। 'তৎ' তত্র 'হ' 'দাল্ভ্যঃ' 'মৈত্রেয়ঃ' 'দাল্ভ্যঃ' 'বকঃ' 'গ্লাবো বা' 'প্রতিপালয়াঞ্চকার' প্রতীক্ষাং কৃতবান্।

'যথা এব' 'ইহ' কর্ম্মণি 'বহিষ্পবমানেন' স্তোত্রেণ 'স্তোষ্যমাণাঃ' উদ্গাতৃপুরুষাঃ 'সংরব্ধাঃ' অন্যোন্যলগ্নাঃ 'সর্পন্তি' 'এবং' 'তে' শ্বানঃ 'আসসৃপুঃ' পরিভ্রমণং কৃতবন্তঃ। তে 'সমুপবিশ্য' 'হিংচক্রুঃ' গানারম্ভকালে সর্ব্বে মিলিত্বা হুঙ্কারধ্বনিং কৃতবন্তঃ। হিঙ্কাররূপমাহ—'ওম্ অদাম' অন্নম্ 'ওম্ পিবাম' জলম্ 'ওম্ দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অন্নম্ ইহ' 'আহরৎ'—লেট্—আহরতু। 'হে অন্নপতে, অন্নম্ ইহ আহর আহর ওম্' 'ইতি'

অনন্তর ইহার [অন্ন কষ্টের] পর কুক্কুরদৃষ্ট উদ্গীথ। দল্ভ ও মিত্রার তনয় বক [নামান্তরে] গ্লাব স্বাধ্যায়সাধনজন্য গ্রামের বাহিরে গিয়াছিলেন।

তাঁহার সমীপে শ্বেত কুক্কুর প্রাদুর্ভূত হইল। অন্য কুক্কুর সকল তাহার

সমীপে আগমন করিয়া বলিল, আমাদের জন্য অন্ন সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ গান করুন, আমরা অন্ন ভোজন করিব।

সে তাহাদিগকে বলিল, তোমরা প্রাতে আমার নিকটে আসিও। সেইস্থানে দল্‌ভ ও মিত্রার তনয় বক [নামান্তরে] গ্লাব [তাহাদের] প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

উদ্গাতৃপুরুষগণ স্তোত্র দ্বারা যখন স্তব করিতে প্রবৃত্ত তখন যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া ভ্রমণ করেন, তেমনি সেই কুকুরগুলি পুচ্ছমুখে দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরিশেষে উপবেশনপূর্ব্বক এই কথা গুলিকে গানারম্ভসূচক হুঙ্কারধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল—ওঁ [অন্ন] খাইব, [জল] পান করিব, ওঁ দেববরুণ, প্রজাপতি, সবিতা এখানে অন্ন আহরণ করুন। হে অন্নপতি, এখানে অন্ন আহরণ কর, এখানে অন্ন আহরণ কর ওঁ।

ভাব—প্রাদুর্ভূত হইল—ঋষির প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া দেবতা কুক্কুররূপে আবির্ভূত হইলেন। অন্ন সম্পাদন করিয়া—দেবতাবল্লীতে যে দুর্ভিক্ষের আখ্যায়িকার উল্লেখ হইয়াছে, সেই দুর্ভিক্ষের পর প্রচুর অন্নলাভের নিমিত্ত এই উদ্গীথোপাসনা। বহিষ্পবমান—সোমদেবতাক ঋগ্বেদোক্ত নবমমণ্ডলের প্রথম ছেষট্টি সূক্ত পবমানস্তোত্র। শিলাপট্টে-নিষ্পিষ্ট সোমলতা হইতে সোমবহির্নিঃসরণ এই স্তোত্রের বিষয়। উদ্গাতৃপুরুষগণ—অধ্বর্য্যু হইতে আরম্ভ করিয়া যজমান পর্য্যন্ত সকলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করেন, পরিশেষে উপবেশন পূর্ব্বক গান করিয়া থাকেন।

১৮। অয়ং বাব লোকো হা উকারো বায়ুর্হা ইকার শ্চন্দ্রমা-অথকারঃ। আত্মেহকারোঽগ্নিরীকারঃ।

আদিত্য উকারঃ নিহবএকারো বিশ্বে দেবা ঔহোইকারঃ প্রজাপতির্হিঙ্কারঃ প্রাণঃ স্বরোঽন্নং যা বাগ্বিরাট্।

অনিরুক্তস্ত্রয়োদশস্তোভঃ সঞ্চরো হুঙ্কারঃ।

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতামেবঙ্ সাম্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদ।

ছা, ১। ৩। ১৩। ১—৪।

'অয়ং বাব লোকঃ' 'হা উকারঃ'—হাউ ইতি গানসিদ্ধায় স্তোভঃ—"ব র্ণগক্ষরেভ্যোঽধিকঃ ন চ তৈঃ সবর্ণঃ স স্তোভো নাম" "কালপরিচ্ছেদার্থানি স্তোভাক্ষরাণি"—'বায়ুঃ' 'হাইকারঃ' হাই 'চন্দ্রমাঃ' 'অথকারঃ' অথ 'আত্মা' 'ইহকারঃ' ইহ 'অগ্নিঃ' 'ঈকারঃ' ঈ।

'আদিত্যঃ' 'উকারঃ' উ ; 'নিহবঃ' আহ্বানম্ 'একারঃ' এ ; 'বিশ্বে দেবাঃ' 'ঔহোইকারঃ' ঔহো ই ; 'প্রজাপতিঃ' 'হিঙ্কার' হিং ; 'প্রাণঃ' 'স্বরঃ' ; 'অন্নং' 'যা' ; 'বিরাট্' 'বাক্'।

'অনিরুক্তঃ'—অব্যক্তত্বাৎ ইদমেবেদমেবেতি অনির্ব্বাচ্যঃ কারণাত্মা—'সঞ্চরঃ'—কার্য্যরূপেণানেকধা সঞ্চরতীতি সঞ্চরঃ 'হুঙ্কারঃ' হুম্ ত্রয়োদশস্তোভঃ।

ফলম্—'যঃ' 'বাচঃ' 'দোহঃ' দোহনব্যাপারঃ 'অস্মৈ' উপাসকায় স্বয়ং 'বাক্' তং 'দোহং' 'দুগ্ধে' দোগ্ধি। 'যঃ' 'এতাং' 'সাম্নাম্' 'উপনিষদং' রহস্যম্ 'এবং' 'বেদ' স 'অন্নবান্' 'অন্নাদঃ' 'ভবতি'। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ।

এই লোক হা উকার, বায়ু হা ইকার, চন্দ্র অথকার, আত্মাই হকার, অগ্নি ঈ।

আদিত্য উকার, আহ্বান একার, বিশ্বদেবগণ ঔ হো ইকার, প্রজাপতি হিঙ্কার, প্রাণ স্বর, অন্ন যা, বিরাট্ বাক্।

বিবিধরূপে সঞ্চরমাণ অনির্ব্বাচ্য [কারণাত্মা] হুম্।

বাকের যে দোহনব্যাপার উহা স্বয়ং বাকই উপাসকের নিমিত্ত দোহন করিয়া থাকে। যিনি এইরূপে এই স্ব'রর রহস্য জানেন তিনি অন্নবান্ হন অন্নভোজী হন।

ভাব—হাউ, হাই, অথ, ইহ, ঈ, উ, এ, ঔ হোই, হিং, স্বর। যা, বাক্ হুম এই ত্রয়োদশটি অর্থশূন্য অক্ষরকে স্তোভ বলে। যে ঋক্‌টী গানে পরিণত হয়, তাহাতে যে সকল বর্ণ আছে, তাহাদিগের বিকার, বিশ্লেষণ, অভ্যাস, বিরাম ও লোপ দ্বারা উহাকে গানের উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ঋকে যে সকল অক্ষর আছে সে সকল অক্ষর ছাড়া যে সকল অধিক অক্ষর গানকালের পরিচ্ছেদের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে স্তোভ বলে *। গানের জন্য স্তোভাক্ষর একান্ত প্রয়োজন। ভূলোকাদি সৃষ্টিতে সেগুলিকে উপাসনার বিষয় করিয়া লইবার জন্য এই অংশ নিবদ্ধ হইয়াছে।

* (১) বিকার—যেমন 'অগ্নে' এস্থলে 'ওগ্নাঈ' অকারের স্থলে ওকার বিকার।
(২) বিশ্লেষণ—যেমন 'অগ্নে' এস্থলে 'আঈ' বিশ্লেষণ।
(৩) অভ্যাস—যেমন 'বীতায়' এস্থলে 'তোয়াঈ তোয়াঈ' অভ্যাস।
(৪) বিরাম—যেমন 'গৃণানো হব্যদাতয়ে' এস্থলে 'গৃণানোহ' বিরাম।
(৫) লোপ—যেমন 'সৎসি' স্থলে 'সাও সাইতে ত লোপ হইয়াছে। একটি পদের মধ্যে বিকারাদির প্রয়োগ হইয়া থাকে' যেমন 'তোয়াঈ' স্থলে 'তয়ে' র অকার স্থলে ওকার—বিকার 'যে' র স্থলে 'আঈ'—বিশ্লেষণ এবং 'তোয়াঈ তোয়াঈ' দুবার বলাতে অভ্যাস হইয়াছে। এখানেও 'সৎসি' র কেবল ত লোপ হইয়াছে তাহা নহে প্রথম 'স' র অস্থলে ত্রিমাত্রক আ হইয়া বিকার ঘটিয়াছে দ্বিতীয় 'স' র অকার আকার হইয়া বিকার এবং 'সি' র ই বিশ্লিষ্ট হইয়াছে।

১৯। সমস্তস্য খলু সাম্নউপাসনং সাধু যৎ খলু সাধু তৎ সামে-ত্যাচক্ষতে যদসাধু তদসামেতি।

তদুতাপ্যাহুঃ সাম্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদা-হুরসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ।

অথোতাপ্যাহুঃ সাম নো বতেতি যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুরসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ।

স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপাস্তেঽভ্যাশোহ যদেনং সাধবো ধর্ম্মা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নমেয়ুঃ। ছা, ২।৪।১।১—৪।

'সমস্তস্য' সর্ব্বাবয়ববিশিষ্টস্য 'সাম্নঃ' 'উপাসনং' 'খলু' 'সাধু'। 'যৎ খলু সাধু তৎ সাম ইতি আচক্ষতে যৎ অসাধু তৎ অসাম ইতি'।

'তৎ' তত্র সাধ্বসাধুবিবেকে 'উত অপি' 'আহুঃ' 'সাম্না' 'এনং' রাজানং সামন্তশ্চ 'উপগাৎ' উপ-গতবান্। 'ইতি' হেতোঃ 'সাধুনা' শোভনাভিপ্রায়েণ 'উপগাৎ' 'ইতি এব' 'তৎ' তত্র 'আহুঃ' লৌকিকাঃ বন্ধনাদ্যসাধুকার্য্যামাপদ্যমানাঃ। 'অসাম্না এনম্ উপগাৎ' 'ইতি' হেতোঃ 'অসাধুনা' অশোভ-নাভিপ্রায়েণ 'এনম্' 'উপগাৎ' 'ইতি এব' 'তৎ' তত্র 'আহুঃ' লৌকিকাঃ।

'তৎ' তত্র সাধ্বসাধুবিবেকে 'উত অপি আহুঃ'। কিম্? 'যৎ' যত্র 'সাধু ভবতি' 'তৎ' তত্র 'সাধু' 'বত'—সন্তোষে—'ইতি' হেতোঃ 'এব' 'সাম' 'নঃ' অস্মাকং 'বত' 'ইতি আহুঃ'। 'যৎ' যত্র 'অসাধু ভবতি' 'তৎ' তত্র 'অসাধু' 'বত'—খেদে—'ইতি এব' 'অসাম' 'নঃ' অস্মাকং 'বত ইতি' 'আহুঃ'।

'যঃ' 'এতৎ এবং বিদ্বান্' 'স' 'সাম' 'সাধু' 'ইতি' 'উপাস্তে'। 'যৎ' যতঃ উপাসনাতঃ 'এনম্' উপাসকং 'অভ্যাশোহ' ক্ষিপ্রম্ এব 'সাধবঃ ধর্ম্মাঃ' 'আগচ্ছেয়ুঃ চ' 'উপনমেয়ুঃ চ' ভোগ্যত্বং প্রাপ্নুয়ুঃ চ—চৌ চকারাববিলম্বজ্ঞাপকৌ।

---

(৬) স্তোভ—যেমন 'বর্হিষি' স্থলে 'ব' বা হইয়া বিকার এবং তন্মধ্যে স্বগক্ষরের অধিক 'ঔ হো বা' কাল পরিচ্ছেদের জন্য ব্যবহৃত হওয়াতে ঐ গুলি স্তোভাক্ষর। 'বর্হিষি' স্থলে 'বা ঔ হো বা হিষি' বর্ণ বিকার হইয়াছে র লোপ পাইয়াছে, স্তোভাক্ষর নিবিষ্ট হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তগুলি সামবেদের প্রথম ঋক্ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। সমুদায় প্রকৃতী এবং গানার্থ তাহার পরিবর্ত্তন এইরূপ;—

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥

ইহার এইরূপ বর্ণবিকারাদিতে গান হয়;—

ওগ্নাই আয়াহীও বীই (য়ি) তোয়াই তোয়াই গৃণানোহ ব্যদা তোয়াই তোয়াই। নাইহো তাসাও সাই বা ঔহো বা হীষি।

এস্থলে বর্ণবিকারাদি কোথায় কি হইয়াছে উপরে যে বিকারাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সমস্ত (সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট) সামের উপাসনা নিশ্চয় সাধু। যাহা সাম নিশ্চয় তাহাকে সাধু বলে, যাহা অসাম তাহাকে অসাধু বলে।

সে স্থলে [লোকেও] বলিয়া থাকে, সাধুভাবে ইঁহার নিকটে আসিয়াছে তাই সেথায় সামে (শুভাভিপ্রায়ে ইঁহার নিকটে আসিয়াছে তাহারা বলে; অসাধুভাবে (অশুভাভিপ্রায়ে) ইহার নিকটে আসিয়াছে তাই সেথায় অসামে ইঁহার নিকটে আসিয়াছে তাহারা বলে।

যেখানে সাধু (ভাল) হয় সেখানে অহো সাধু হইয়াছে একথা বলিতে গিয়া বলে, অহো আমাদের সাম হইয়াছে; যেখানে অসাধু (অসাম) হইয়াছে সেখানে হায় অসাধু (মন্দ) হইয়াছে এ কথা বলিতে গিয়া বলে, হায়, আমাদের অসাম হইয়াছে।

যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সামকে সাধু বলিয়া উপাসনা করেন, শীঘ্রই সাধু ধর্ম্ম সকল ইঁহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং ইঁহার ভোগ্য হয়।

ভাব—সামের অবয়ববিশেষ ওঙ্কার এবং স্তোভাক্ষরসমূহের উপাসনা উল্লেখ-করিয়া এখন সমস্তাবয়ববিশিষ্ট সামের উপাসনা বলিবার সূচনা করা হইতেছে। পাঁচ বা সাতভাগে (৪৬ পৃ) সাম গীত হইয়া থাকে। 'আর্য্যধর্ম্ম ও তদ্ব্যাখ্যাতৃগণ' এতৎ শীর্ষক বক্তৃতায় ইহার বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, "সাম ও psalm একই কথা। ঋগ্বেদোক্ত স্তোত্র (অবশ্য তদতিরিক্তও আছে) গানে পরিণত করিয়া যজ্ঞের সময়ে গীত হইয়া থাকে, এ জন্যই উহাকে সাম বলা হয়। হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন সামগান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ওঙ্কার ও উপদ্রব (ফেরতা গান) এ দুইটি ধরিলে সামগানের সাতটি বিভাগ। সামগানেতে প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই প্রাণই বেদান্তমতে পরোক্ষ ব্রহ্ম। সমুদায় পদার্থ ও সমুদায় ব্যাপারে সাম-বা-স্তোত্রগান-উপলব্ধি-করিবার জন্য উপদেশের উদ্দেশ্য এই যে, যিনি সমুদায় জীব ও জগতের প্রাণ হইয়া নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, সমুদায় পদার্থ সমুদায় ব্যাপার তাঁহারই স্তোত্র গান করিতেছে, এই সত্য প্রত্যক্ষ করিলে কোন পদার্থ বা ব্যাপার জগৎপ্রাণ পরব্রহ্মের সহিত যোগের অন্তরায় উপস্থিত করিবে না। পৃথিবী অগ্নি, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক; বর্ষণের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত বায়ু, মেঘ, জলবর্ষণ, বিদ্যুৎপ্রকাশ, পুনরায় মেঘের বাষ্পাকারে পরিণাম; বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত; অজা, অবি, গো, অশ্ব, পুরুষ; প্রাণ, বাক্, চক্ষু, স্তোত্র, মন; উদয়ের প্রক্রম, উদয়, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, অস্তগমন; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, নক্ষত্র, চন্দ্রমা; ত্রয়ী বিদ্যা, তিন লোক, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই তিন, নক্ষত্র, পক্ষী ও কিরণ এই তিন, সর্প, গন্ধর্ব্ব ও

পিতৃগণ এই তিন ; লোম, ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা, কেবল এই সকল পাঁচ পাঁচটিতে নয়, সমুদায় পদার্থে ও অগ্নি মন্থনাদি সমুদায় ব্যাপারে পাঁচ বিভাগে বিভক্ত সামগানে এবং হিঙ্কারাদি সপ্তভাগ, বাক্ ও আদিত্যে সপ্তভাগে বিভক্ত সামগানে জগৎপ্রাণ পরব্রহ্মের স্তোত্র বন্দনা হইতেছে, এই দৃষ্টিতে সামোপাসনা করিবে।" 'বেদান্তের অপবাদ খণ্ডন' বক্তৃতায় এই কথাগুলির সার এইরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে, "জগতের সর্ব্বত্র সাম বা স্তোত্র গান হইতেছে ; ছান্দোগ্য এ দৃষ্টিতে যে উপাসনা বিধান করিয়াছেন, উহাকে আমরা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। সাম শব্দের মধ্যে সা—বাক্, অম—প্রাণ। প্রাণশক্তিযোগে বাক্য উচ্চারিত হইয়া স্তোত্রনিনাদিত হইয়া থাকে। এই বাক্ ও প্রাণ সমুদায় জগদ্ব্যাপী। সুতরাং যিনি বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ, তাঁহারই গুণগাথা জগতের সমুদায় বস্তুতে সমুদায় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হইতেছে, এই দৃষ্টিতে পরমাত্মার আরাধনা যোগের পক্ষে নিরতিশয় অনুকূল। আত্মার কর্ণ যদি নিরন্তর এই পরমাত্মার গুণগান শ্রবণ করে, পৃথিব্যাদি লোক সকল ; মেঘ বিদ্যুৎ জলবর্ষণ ; বসন্তাদি ঋতু ; অজ, গো প্রভৃতি উপকারী প্রাণী ; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ; উদয়াস্ত দিন বিভাগ, অগ্নি, বায়ু সূর্য্য, চন্দ্রমা, ইত্যাদির মধ্যে এই স্তোত্রগান প্রত্যক্ষ করে, এমন কি দৈনিক মানসিক সকল ব্যাপারের মধ্যে কেবল ভগবানের গুণগান হইতেছে ইহা উপলব্ধি করে, কি আশ্চর্য্য মধুর যোগই না জীবনে নিষ্পন্ন হয়।" সমগ্র জগতে যে প্রাণের ক্রিয়া গতির আকারে প্রকাশ পায় উহা তালে তালে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া সমগ্র জগৎ ছন্দোময় গীতিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এ ছন্দোময় গীতিতে স্রষ্টারই মহিমা প্রকাশ পায়, সুতরাং সামোপাসনা নিরতিশয় স্বভাবসঙ্গত।

সামকে সাধু বলিয়া উপাসনা করেন—পৃথিব্যাদি সমুদায় হইতে ভগবানের স্তোত্র উত্থিত হইতেছে এ জ্ঞান যে ব্যক্তিতে আছে, তাঁহার কোথা হইতেও কিছু হইতেও অধর্ম্মের সম্ভাবনা থাকে না, কেবলই ধর্ম্ম ও সম্ভোগ তাঁহাতে নিয়ত ঘটে। জগৎকে ভগবদ্বর্জ্জিত করিয়া ফেলিলেই যাহা কিছু সকল হইতে অধর্ম্ম ও দুঃখ জীবে উৎপন্ন হয়, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ।

২১। লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত, পৃথিবী হিঙ্কারঃ, অগ্নিঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথ আদিত্যঃ প্রতিহারো দ্যৌর্নিধনমিত্যূর্দ্ধেষু।

অথাবৃত্তেষু দ্যৌর্হিঙ্কার আদিত্যঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথোঽগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্।

কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ য এতদেবং বিদ্বাংল্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ১—৩।

বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতো হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ।

উদ্গৃহ্লাতি তন্নিধনং বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ য এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ১। ২।

সর্ব্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধং সামোপাসীত মেঘো যৎ সংপ্লবতে স হিঙ্কারো যদ্বর্ষতি স প্রস্তাবো যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে স উদ্গীথো যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্।

ন হাপ্সু প্রৈত্যপ্সুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ সর্ব্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ২। ১।

ঋতুষু পঞ্চবি ং সামোপাসীত বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনম্।

কল্পন্তে হাস্মা ঋতব ঋতুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বানৃতুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ১। ২।

পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীতাজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাবউদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনম্।

ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ১। ২।

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত প্রাণো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনোনিধনং পরোবরীয়াংসি বৈতানি।

পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাস্তে ইতি তু পঞ্চবিধস্য। ১। ২।

অথ সপ্তবিধস্য। বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত, যৎকিঞ্চ বাচো হুং ইতি স হিঙ্কারো যৎ প্রেতি স প্রস্তাবো যদেতি স আদিঃ।

যদুদিতি স উদ্গীথো যৎ প্রতীতি স প্রতিহারো যদুপেতি স উপদ্রবঃ যন্নীতি তন্নিধনম্।

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে। ১—৩।

অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত সর্ব্বদা সমস্তেন সাম মাং প্রতি মাং প্রতীতি সর্ব্বেণ সমস্তেন সাম।

তস্মিন্নিমানি সর্ব্বাণি ভূতান্যন্বায়ত্তানীতি বিদ্যাৎ তস্য যৎ পুরোদয়াৎ স হিঙ্কারস্তদস্য পশবোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাৎ তে হিংকুর্ব্বন্তি হিঙ্কারভাজিনোহ্যেতস্য সাম্নঃ।

অথ যৎ প্রথমোদিতে স প্রস্তাবস্তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তা স্তস্মাত্তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ।

অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং স আদিস্তদস্য বয়াংস্যন্বায়ত্তানি তস্মাত্তান্যন্তরিক্ষেঽনারম্বণান্যাদায়াত্মানং পরিপতন্ত্যাদিভাজীনি হ্যেতস্য সাম্নঃ।

অথ যৎ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে স উদ্গীথস্তদস্য দেবা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানামুদ্গীথভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ।

অথ যদূর্দ্ধং মধ্যন্দিনাৎ প্রাগপরাহ্লাৎ স প্রতিহারস্তদস্য গর্ভা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রতিহৃতা নাবপদ্যন্তে প্রতিহারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ।

অথ যদূর্দ্ধমপরাহ্লাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবস্তদস্যারণ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষংশ্বভ্রমিত্যুপদ্রবন্ত্যুপদ্রবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ।

অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং তদস্য পিতরোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তান্নিদধতি নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ এবং খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে। ১—৮।

অথ খল্বাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত হিঙ্কার ইতি ত্র্যক্ষরং প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্।

আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং তত ইহৈকং তৎ সমম্।

উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে ত্র্যক্ষরং তৎসমম্।

নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎসমমেব ভবতি তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি।

একবিংশত্যাদিত্যমাপ্নোত্যেকবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যো দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি তন্নাকং তদ্বিশোকম্।

আপ্নোতি হাদিত্যস্য জয়ং পরোহাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো ভবতি য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাস্তে সামোপাস্তে। ১—৬।

মনো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারঃ প্রাণো নিধনমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্।

স য এবমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা মহামনাঃ স্যাত্তদ্ব্রতম্। ১। ২।

অভিমন্থতি স হিঙ্কারো ধূমো জায়তে স প্রস্তাবো জ্বলতি স উদ্গীথোঽঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহার উপশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতম্।

স য এবমেতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ন প্রত্যঙ্ঙগ্নিমাচামেন্ন নিষ্ঠীবেৎ তদ্ব্রতম্। ১। ২।

উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ প্রতি স্ত্রী সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্।

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথু-

নাম্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্‌ব্রতম্। ১।২।

উদ্যন্ হিঙ্কার উদিতঃ প্রস্তাবো মধ্যন্দিন উদ্গীথোহপরাহ্নঃ প্রতিহারোঽস্তং যন্নিধনমেতদ্‌বৃহদাদিত্যে প্রোতম্।

স য এবমেতদ্‌বৃহদাদিত্যে প্রোতং বেদ তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা তপন্তং ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্। ১।২।

অভ্রাণি সংপ্লবন্তে স হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার উদ্‌গৃহ্লাতি তন্নিধনমেতদ্বৈরূপং পর্জ্জন্যে প্রোতম্।

স য এবমেতদ্বৈরূপং পর্জ্জন্যে প্রোতং বেদ বিরূপাংশ্চ সুরূপাঁশ্চ পশূনবরুন্ধে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্। ১।২।

বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্‌গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধমমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতম্।

স য এবমেতদ্‌বৈরাজমৃতুষু প্রোতং বেদ বিরাজতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যর্ত্তূন্ন নিন্দেত্তদ্‌ব্রতম্। ১।২।

পৃথিবী হিঙ্কারোঽন্তরিক্ষং প্রস্তাবো দ্যৌরুদ্‌গীথো দিশঃ প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনমেতাঃ শক্কর্য্যো লোকেষু প্রোতাঃ।

স য এবমেতাঃ শক্কর্য্যো লোকেষু প্রোতা বেদ লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা লোকান্ন নিন্দেত্তদ্‌ব্রতম্। ১।২।

অজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্‌গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনমেতারেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ।

স য এবমেতারেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ বেদ পশুমান্ ভবতি

সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্ত্যা পশূন্ন নিন্দেত্তদ্‌ব্রতম্‌। ১। ২।

লোম হিঙ্কারস্ত্বক্‌ প্রস্তাবো মাংসমুদ্‌গীথোঽস্থি প্রতিহারো মজ্জা নিধনমেতদ্যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্‌।

স য এবমেতদ্যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদাঙ্গী ভবতি নাঙ্গেন বিহূর্চ্ছতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্ত্যা সংবৎসরং মজ্জো নাশ্নীয়াত্তদ্‌ব্রতং মজ্জোনাশ্নীয়াদিতি বা। ১। ২।

অগ্নির্হিঙ্কারো বায়ুঃ প্রস্তাব আদিত্য উদ্‌গীথো নক্ষত্রাণি প্রতিহারশ্চন্দ্রমা নিধনমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্‌।

স য এতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতাসামেব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্ত্যা ব্রাহ্মণান্ন নিন্দেত্তদ্‌ব্রতম্‌। ১। ২।

ত্রয়ী বিদ্যা হিঙ্কারস্ত্রয় ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবোঽগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ স উদ্‌গীথো নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ সর্পা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরস্তন্নিধনমেতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্‌ প্রোতম্‌।

স য এবমেতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্‌ প্রোতং বেদ সর্ব্বংহ ভবতি।

তদেষ শ্লোকঃ—যানি পঞ্চধা ত্রীণি ত্রীণি তেভ্যো ন জ্যায়ঃ পরমন্যদস্তি। যস্তদ্বেদ স বেদ সর্ব্বং সর্ব্বাদিশো বলিমস্মৈ হরন্তি॥ সর্ব্বমস্মীত্যুপাসীত তদ্‌ব্রতং তদ্‌ব্রতম্‌। ১। ২।

বিনর্দ্দি সাম্নো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেরুদ্গীথোঽনিরুক্তঃ প্রজাপতের্নিরুক্তঃ সোমস্য মৃদু শ্লক্ষ্ণং বায়োঃ শ্লক্ষ্ণং বলবদিন্দ্রস্য ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেরপধ্বান্তং বরুণস্য তান্‌ সর্ব্বানেবোপসেবেত বারুণং ত্বেব বর্জ্জয়েৎ।

অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ স্বধাং পিতৃভ্যঃ আশাং

অমুষ্যোত্মসৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়াত্মমাত্মনং আগা-স্নানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত।

সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্ব্বেস্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষু পালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিবক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ।

অথ যদ্যেনমুষ্মসু পালভেত প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নোঽভূবম্ স ত্বা প্রতি পেক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াদথ যদ্যেনং স্পর্শেষু পালভেত মৃত্যুং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ।

সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যা ইন্দ্রে বলং দদানীতি সর্ব্ব উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং দদানীতি সর্ব্বে স্পর্শা লেশেনানভিনিহিতাবক্তব্যা মৃত্যোরাত্মানং পরিহরাণীতি। ১—৫। ছা, ১। ৪। ১—২২।

'লোকেষু' পৃথিব্যাদিষু 'পঞ্চবিধং' হিঙ্কারাদিভক্তিকং 'সাম' 'উপাসীত'। তদ্যথা—'পৃথিবী' 'হিঙ্কারঃ' গানারম্ভকালে সর্ব্বৈরুদ্গাতৃপুরুষৈঃ মিলিত্বা হুঙ্কারধ্বনিঃ, 'অগ্নিঃ' 'প্রস্তাবঃ' প্রস্তোত্রা গেয়ঃ 'অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ' উদ্গাত্রা গেয়ঃ, 'আদিত্যঃ' 'প্রতিহারঃ' প্রতিহর্ত্তা গেয়ঃ, 'দ্যৌঃ' 'নিধনং' পঞ্চভির্গপদগেয়ম্ 'ইতি' 'উর্দ্ধেষু' উর্দ্ধং গতেষু লোকেষু সামোপাসনম্।

'অথ' অনন্তরম্ 'আবৃত্তেষু' অবাঙ্মুখেষু লোকেষু সামোপাসনম্। 'দ্যৌঃ হিঙ্কারঃ' 'আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ' 'অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ' 'অগ্নিঃ প্রতিহারঃ' 'পৃথিবী নিধনম্'।

ফলম্—'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে' 'অস্মৈ' উপাসকায় 'উর্দ্ধাঃ চ আবৃত্তাঃ চ লোকাঃ' 'কল্পন্তে' আয়ত্তা ভবন্তি।

'বৃষ্টৌ' বর্ষণে 'পঞ্চবিধং সাম' 'উপাসীত'। 'পুরোবাতঃ' বর্ষণস্য পূর্ব্বং প্রবর্ত্তিতঃ বায়ুঃ 'হিঙ্কারঃ', 'মেঘঃ জায়তে' ঘনীভূতবাষ্পাঃ যৎ মেঘাকারেণ পরিণমন্তে স 'প্রস্তাবঃ', 'বর্ষতি' 'স উদ্গীথঃ', 'বিদ্যোততে' বিদ্যুৎপ্রকাশতে 'স্তনয়তি' গর্জ্জতি 'স প্রতিহারঃ' 'উদ্গৃহ্ণাতি' পুনর্বাষ্পাকারেণ যৎ পরিণমন্তে 'তৎ নিধনম্'।

ফলম্—'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে,' 'অস্মৈ' উপাসকায় 'হ' 'বর্ষতি' ইচ্ছাতঃ অসত্যামপি বৃষ্টৌ 'বর্ষতি' বর্ষণং প্রবর্ত্তয়তি।

'সর্ব্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত'। 'মেঘঃ' 'যৎ সংপ্লবতে' একীভাবেন ইতরেতরং ঘনীভবতি 'স হিঙ্কারঃ', 'যৎ বর্ষতি স প্রস্তাবঃ' 'যাঃ' 'প্রাচ্যঃ' নদ্যঃ গঙ্গাদ্যাঃ 'স্যন্দন্তে' 'স প্রতিহারঃ', 'সমুদ্রঃ নিধনম্'।

ফলম্—'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ সর্ব্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে' 'ন হ অপ্সু প্রৈতি' জলমজ্জনেন ন মৃতো ভবতি 'অপ্সুমান্' মরুস্থলীষপি উদকবান্ 'ভবতি'।

'ঋতুষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত' 'বসন্তঃ হিঙ্কারঃ 'গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ' 'বর্ষা উদ্গীথঃ' 'শরৎ প্রতিহারঃ' 'হেমন্তঃ নিধনম্'।

ফলম্—'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ ঋতুষু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে' 'অস্মৈঃ উপাসকায় 'হ' 'ঋতবঃ কল্পন্তে' ভোগ্যত্বেন, অয়ম্ 'ঋতুমান্' তদুপযোগিবিষয়ৈঃ সম্পন্নঃ 'ভবতি'।

'পশুষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত'। 'অজাঃ হিঙ্কারঃ', 'অবয়ঃ প্রস্তাবঃ', 'গাবঃ উদ্গীথঃ' 'অশ্বাঃ প্রতিহারঃ', 'পুরুষঃ নিধনম্'।

ফলম্—'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে' 'অস্য' উপাসকস্য 'হ' 'পশবঃ ভবন্তি' অয়ং পশুমান্ 'ভবতি'।

'প্রাণেষু পঞ্চবিধং' 'পরোবরীয়ঃ' উত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠং 'সাম' 'উপাসীত'। 'প্রাণঃ' ঘ্রাণঃ 'হিঙ্কারঃ', 'বাক্ প্রস্তাবঃ', 'চক্ষুঃ উদ্গীথঃ', 'শ্রোত্রং প্রতিহারঃ' 'মনো নিধনম্'। ঘ্রাণাৎ বাক্ বাচঃ চক্ষুঃ চক্ষুষঃ শ্রোত্রং শ্রোত্রাৎ পরোবরীয়ঃ উত্তরোত্তরবিষয়গ্রহণসামর্থ্যবাহুল্যাৎ।

ফলম্—'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সাম উপাস্তে' 'অস্য' সাধকস্য জীবনং 'হ' 'পরোবরীয়ঃ' 'ভবতি' 'পরোবরীয়সঃ' লোকান্ জয়তি 'ইতি তু পঞ্চবিধস্য'।

'অথ সপ্তবিধস্য'। 'বাচি সপ্তবিধং সাম উপাসীত'। 'যৎ কিঞ্চ বাচঃ হুঁ ইতি স হিঙ্কারঃ' 'যৎ' কিঞ্চ 'প্র ইতি স প্রস্তাবঃ' 'যৎ' কিঞ্চ 'আ ইতি স আদিঃ' ওঙ্কারঃ।

'যৎ' কিঞ্চ 'উৎ ইতি স উদ্গীথঃ'; 'যৎ' কিঞ্চ প্রতি ইতি স প্রতিহারঃ' 'যৎ' কিঞ্চ 'উপ ইতি স উপদ্রবঃ'—পুনরুদ্গাত্রা গেয়ঃ 'যৎ' কিঞ্চ 'নি ইতি তৎ নিধনম্'।

ফলম্—'যঃ বাচঃ' 'দোহঃ' দোহনব্যাপারঃ 'অস্মৈ' উপাসকায় স্বয়ং 'বাক্' তং 'দোহং' 'দুগ্ধে' দোগ্ধি। 'যঃ' 'এতৎ এবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সাম উপাস্তে' স 'অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি'।

'অথ খলু অমুম্ আদিত্যম্' সপ্তবিধসামান্বয়বত্বেন অথাস্য 'সপ্তবিধং সাম' 'উপাসীত'। কথং তস্য সামত্বম্? 'সর্ব্বদা সমঃ' বৃদ্ধিক্ষয়াভাবাৎ 'তেন' হেতুনা 'সাম' 'মাং প্রতি মাং প্রতি ইতি সর্ব্বেণ সমঃ'—অয়ং মৎসন্নিধৌ মৎসন্নিধাবিতি সর্ব্বেষাং সন্নিধৌ সমভাবেন প্রকাশমানঃ 'তেন' হেতুনা 'সাম'।

'তস্মিন্' 'ইমানি' বক্ষ্যমাণানি 'সর্ব্বাণি ভূতানি' 'অন্বায়ত্তানি' অনুগতানি 'ইতি বিদ্যাৎ' জানীয়াৎ। কথম্? 'তস্য' আদিত্যস্য 'উদয়াৎ' 'পুরা' 'যৎ' তদ্রূপং 'স হিঙ্কারঃ'। 'তৎ' তত্র 'পশবঃ' গবাদয়ঃ 'অস্য' আদিত্যস্য 'অন্বায়ত্তাঃ' অনুগতাঃ 'তস্মাৎ তে হিঙ্কুর্ব্বন্তি'। 'হি' অতএব তে 'এতস্য' আদিত্যাখ্যস্য 'সাম্নঃ' 'হিঙ্কারভাজিনঃ' ভবন্তি হিঙ্কারভজনশীলত্বাৎ তে তথা বর্ত্তন্তে।

'অথ প্রথমোদিতে যৎ' রূপং 'স প্রস্তাবঃ' 'তৎ' তত্র 'মনুষ্যাঃ' 'অস্য' আদিত্যস্য 'অন্বায়ত্তাঃ' তস্মাৎ তে প্রস্তুতিকামাঃ' কর্ম্মারম্ভাভিলাষিণঃ 'প্রশংসাকামাঃ' স্তুতিবন্দনাভিলাষিণঃ ভবন্তি। 'হি' অতএব 'এতস্য' আদিত্যাখ্যস্য 'সাম্নঃ' 'প্রস্তাবভাজিনঃ' ভবন্তি তে।

'অথ সঙ্গবেলায়াং'—গবাং রশ্মীনাং জগন্মণ্ডলেন যৎ সঙ্গমনং তস্যাং—বেলায়াম্—'যৎ' রূপং 'স আদিঃ' ওঙ্কারঃ। 'তৎ' তত্র 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ 'অস্য' আদিত্যস্য 'অন্বায়ত্তানি' 'তস্মাৎ তানি অন্তরিক্ষে' 'অনারম্বণানি' অনালম্বনানি 'আত্মানম্ আদায়' 'পরিপতন্তি' গচ্ছন্তি। 'হি' অতএব 'এতস্য' আদিত্যাখ্যস্য 'সাম্নঃ' 'আদিভাজীনি' ভবন্তি তানি।

'অথ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে' 'যৎ' রূপং 'স উদ্গীথঃ' 'তৎ' তত্র 'দেবাঃ' 'অস্য' আদিত্যস্য 'অন্বায়ত্তাঃ'

'তস্মাৎ' 'তে' দেবাঃ 'প্রাজাপত্যানাং 'সত্তমাঃ' বিশিষ্টতমাঃ। 'হি' অতএব 'এতস্য' আদিত্যাখ্যস্য 'সাম্নঃ' 'উদ্গীথভাজিনঃ' ভবন্তি তে।

'অথ' 'মধ্যন্দিনাৎ' 'উর্দ্ধম্' 'অপরাহ্লাৎ' 'প্রাক্' 'যৎ' রূপং 'স প্রতিহারঃ'। 'তৎ' তত্র 'গর্ভাঃ' 'অস্য' আদিত্যস্য 'অন্বায়ত্তাঃ'। 'তস্মাৎ' 'তে' গর্ভাঃ 'প্রতিহৃতাঃ' উর্দ্ধং নীতাঃ সন্তঃ 'ন অবপদ্যন্তে' ন ভ্রংসন্তে। 'হি' অতএব 'এতস্য' আদিত্যাখ্যস্য 'সাম্নঃ' 'প্রতিহারভাজিনঃ' ভবন্তি তে।

'অথ' 'অপরাহ্লাৎ' 'উর্দ্ধম্' 'অস্তময়াৎ' 'প্রাক্' 'যৎ' রূপং 'স উপদ্রবঃ'। 'তৎ' তত্র 'আরণ্যাঃ' পশবঃ 'অস্য' আদিত্যস্য 'অন্বায়ত্তাঃ'। 'তস্মাৎ' 'তে' পশবঃ 'পুরুষং দৃষ্ট্বা' 'কক্ষম্' অরণ্যান্তর্ভাগং 'শ্বভ্রং' বিলতুল্যং ভয়শূন্যম্ 'ইতি উপদ্রবন্তি' উপগচ্ছন্তি। 'হি' অতএব 'এতস্য' আদিত্যাখ্যস্য 'সাম্নঃ' 'উপদ্রবভাজিনঃ' ভবন্তি তে।

'অথ' 'প্রথমাস্তমিতে' অদর্শনং জিগমিষতি সবিতরি 'যৎ' তস্য রূপং 'তৎ নিধনম্'। 'তৎ' তত্র 'পিতরঃ' 'অস্য' আদিত্যস্য 'অন্বায়ত্তাঃ'। 'তস্মাৎ' 'তান্' পিতৄন্ 'নিদধতি' পিতৃপিতামহপ্রপিতামহরূপেণ দর্ভেষু নিক্ষিপন্তি। 'হি' অতএব 'এতস্য' আদিত্যাখ্যস্য 'সাম্নঃ' নিধনসম্বন্ধাৎ তে 'নিধনভাজিনঃ' ভবন্তি। 'এবং খলু' 'অমুম্' আদিত্যং 'সপ্তবিধং সাম' 'উপাস্তে'।

'অথ খলু' 'আত্মসম্মিতং'—সপ্তবিধভক্তিনামাক্ষরাণি সমাহৃত্য তদবয়বতুল্যতয়ামিতং 'অতিমৃত্যু'—দ্বাবিংশতিসংখ্যকেভ্যো নামাক্ষরেভ্যো মাসর্ত্তু লোকাদিত্যত্র একবিংশতিসংখ্যা বিযোজ্য শিষ্টমেকাক্ষরম্—'সপ্তবিধং সাম' 'উপাসীত'। 'হিঙ্কারঃ ইতি ত্র্যক্ষরং' 'প্রস্তাবঃ ইতি ত্র্যক্ষরম্'। 'তৎ' ত্র্যক্ষরত্রয়ং 'সমং' সমত্বেন সামত্বসাধকম্।

'আদিঃ ইতি দ্ব্যক্ষরং' 'প্রতিহারঃ ইতি চতুরক্ষরং' 'ততঃ' চতুরক্ষরাৎ 'একং' 'ইহ' আদের্দ্ব্যক্ষরদ্বয়ে প্রক্ষিপ্য তেন 'তৎ' ত্র্যক্ষরদ্বয়ং 'সমম্'।

'উদ্গীথঃ' ইতি ত্র্যক্ষরম্ 'উপদ্রবঃ ইতি চতুরক্ষরং' 'ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ সমং ভবতি' 'অক্ষরম্' একম্ 'অতিশিষ্যতে' সুতরাং তৎপরিহায় 'ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্'।

'নিধনম্ ইতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্ এব ভবতি'। 'তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিঃ অক্ষরাণি'।

'একবিংশত্যা আদিত্যম্ আপ্নোতি'। কথম্? 'ইতিঃ' অস্মাৎ লোকাৎ দ্বাদশমাসাদিগণনয়া 'অসৌ আদিত্যঃ' 'একবিংশঃ'। 'দ্বাবিংশেন' শিষ্টেন অক্ষরেণ 'আদিত্যাৎ' মৃত্যোঃ 'পরং' 'জয়তি'। যৎ চ আদিত্যাৎ পরং কিং তৎ? 'তৎ' 'নাকম্'—কমিতি সুখং তস্য প্রতিষেধঃ অকম্, তৎ ন ভবতীতি নাকং কমেবেত্যর্থঃ। 'তৎ বিশোকম্' বিগতশোকং মানসদুঃখরহিতম্।

'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ আত্মসম্মিতম্ অতিমৃত্যু সপ্তবিধং সাম উপাস্তে' স 'হ' 'আদিত্যস্য জয়ম্' 'আপ্নোতি' 'আদিত্যজয়াৎ' 'অস্য' 'পরঃ হ' 'জয়ো ভবতি'। 'সামোপাস্তে সামোপাস্তে' ইতি দ্বিরভ্যাসঃ সাপ্তবিধ্যসমাপ্ত্যর্থঃ।

'মনঃ হিঙ্কারঃ' 'বাক্ প্রস্তাবঃ' 'চক্ষুঃ উদ্গীথঃ' 'শ্রোত্রং প্রতিহারঃ' 'প্রাণঃ নিধনম্'—স্বাপকালে যথোক্তানাং প্রাণে নিধানাৎ। 'এতৎ গায়ত্রং' সাম 'প্রাণেষু' 'প্রোতং' প্রতিষ্ঠিতম্।

'স যঃ এবম্ এতৎ গায়ত্রং সাম 'প্রাণেষু প্রোতং বেদ' 'প্রাণী' অবিকলকরণঃ 'ভবতি' 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ'—শতবর্ষাণি—'এতি' প্রাপ্নোতি, 'জ্যোক্' উজ্জ্বলং 'জীবতি' 'প্রজয়া পশুভিঃ' 'মহান্' 'ভবতি', 'কীর্ত্ত্যা' 'মহান্' ভবতি। 'মহামনাঃ' অক্ষুদ্রচেতাঃ 'স্যাৎ' 'তৎ ব্রতং' গায়ত্রসামোপাসকস্য।

'অভিমন্থতি' অরণিদ্বয়ঘর্ষণেন 'স হিঙ্কারঃ' 'ধূমঃ জায়তে স প্রস্তাবঃ' 'জ্বলতি স উদ্গীথঃ' 'অঙ্গারাঃ

জ্বলতি স প্রতিহারঃ' 'উপশাম্যতি' অগ্নেঃ উপশমঃ ভবতি 'তৎ নিধনম্'। 'এতৎ রথন্তরং' সাম 'অগ্নৌ' 'প্রোতং' প্রতিষ্ঠিতম্।

'স যঃ এবং রথন্তরম্ অগ্নৌ প্রোতং বেদ' 'ব্রহ্মবর্চ্চসী' তেজস্বী 'অন্নাদঃ' দীপ্তাগ্নিঃ 'ভবতি' 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' 'জ্যোক্ জীবতি' 'প্রজয়া পশুভিঃ' 'মহান্' 'ভবতি' 'কীর্ত্ত্যা' 'মহান্' ভবতি। 'প্রত্যঙ্ঙগ্নিম্' অগ্নেরভিমুখঃ 'ন আচামেৎ' ন ভক্ষ্যাৎ 'ন নিষ্ঠীবেৎ' শ্লেষ্মনিরসনঞ্চ ন কুর্য্যাৎ 'তৎ ব্রতম্'।

'উপমন্ত্রয়তে' সঙ্কেতং করোতি 'স হিঙ্কারঃ' 'জ্ঞপয়তে' মাল্যচন্দনাদিভিরতিপ্রায়শাবিষ্করোতি প্রীণয়তি বা 'স প্রস্তাবঃ' 'স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ' 'প্রতি' অভিমুখ্যেন 'স্ত্রী' 'সহ' মিলিতভাবেন 'শেতে' 'স প্রতিহারঃ' 'কালং গচ্ছতি তৎ নিধনং' 'পারং' সমাপ্তিং 'গচ্ছতি' 'তৎ নিধনম্'। 'এতৎ বামদেব্যং সাম 'মিথুনে' 'প্রোতম্' প্রতিষ্ঠিতম্।

'স যঃ এবম্ এতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ' 'মিথুনী ভবতি' নিয়তস্ত্রীসম্পর্কবান্ ভবতি 'মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে' অমোঘরেতাঃ ভবতি 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'ন কাঞ্চন' প্রজ্ঞার্থিনীং 'পরিহরেৎ' প্রত্যাখ্যায়াৎ 'তৎ ব্রতম্'।

'উদ্যন্ হিঙ্কারঃ' 'উদিতঃ প্রস্তাবঃ' 'মধ্যন্দিনঃ' মধ্যন্দিনম্ 'উদ্গীথঃ' 'অপরাহ্নঃ প্রতিহারঃ' 'অস্তং যন্ নিধনম্'। 'এতৎ বৃহৎ' সাম 'আদিত্যে' 'প্রোতং' প্রতিষ্ঠিতম্।

'স যঃ এবম্ এতৎ বৃহৎ আদিত্যে প্রোতং বেদ' 'তেজস্বী অন্নাদো ভবতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'তপন্তম্' আদিত্যং 'ন নিন্দেৎ' 'তৎ ব্রতম্'।

'অভ্রাণি' অঘনীভূতবাষ্পাকারেণ বিদ্যমানানি 'সংপ্লবন্তে' আকাশপথে সঞ্চরন্তি 'স হিঙ্কারঃ' 'মেঘঃ জায়তে' ঘনীভূততয়া পরিণমতে 'স প্রস্তাবঃ', 'বর্ষতি স উদ্গীথঃ' 'বিদ্যোততে' বিদ্যুৎ প্রকাশতে 'স্তনয়তি' গর্জ্জতি 'স প্রতিহারঃ' 'উদ্গৃহ্ণাতি' পুনর্বাষ্পাকারেণ পরিণমতে 'তৎ নিধনম্'। 'এতৎ বৈরূপং' সাম 'পর্জ্জন্যে' 'প্রোতং' প্রতিষ্ঠিতম্।

'স য এবম্ এতৎ বৈরূপং পর্জ্জন্যে প্রোতং বেদ' 'বিরূপান্ চ সুরূপান্ চ' 'পশূন্' অজাবিপ্রভৃতীন্ 'অবরুন্ধে' প্রাপ্নোতি 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'বর্ষন্তং' পর্জ্জন্যং 'ন নিন্দেৎ' 'তৎ ব্রতম্'।

'বসন্তঃ হিঙ্কারঃ' 'গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ' 'বর্ষা উদ্গীথঃ' 'শরৎ প্রতিহারঃ' 'হেমন্তঃ নিধনম্'। 'এতৎ' 'বৈরাজং' বৈরাজস্য সাম্নঃ যুক্তম্ 'ঋতুষু প্রোতম্'।

'স যঃ এবম্ এতৎ' 'বৈরাজং' সাম 'ঋতুষু প্রোতং বেদ' 'প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন' 'বিরাজতি' 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'ঋতুং ন নিন্দেৎ তৎ ব্রতম্'।

'পৃথিবী হিঙ্কারঃ' 'অন্তরিক্ষং প্রস্তাবঃ' 'দ্যৌঃ উদ্গীথঃ' 'দিশঃ প্রতিহারঃ' 'সমুদ্রঃ নিধনম্' 'এতাঃ' 'শক্কর্য্যঃ'—একস্যৈব সাম্নঃ নামধেয়ত্বেঽপি নিত্য বহুবচনতয়া বহুবচনম্—'লোকেষু প্রোতাঃ।

'স যঃ এবম্ এতাঃ শক্কর্য্যঃ লোকেষু প্রোতাঃ বেদ' 'লোকীভবতি' লোকফলেন যুজ্যতে 'সর্ব্বমায়ুরেতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'লোকান্ ন নিন্দেৎ তৎ ব্রতম্'।

'অজাঃ হিঙ্কারঃ' 'অবয়ঃ প্রস্তাবঃ' 'গাবঃ উদ্গীথঃ' 'অশ্বাঃ প্রতিহারঃ' 'পুরুষঃ নিধনম্'। 'এতাঃ' 'রেবত্যঃ'—শক্কর্য্য ইব নিত্যবহুবচনম্—'পশুষু প্রোতাঃ'।

'স যঃ এবম্ এতাঃ রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ বেদ পশুমান্ ভবতি' 'সর্ব্বমায়ুরেতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'পশূন্ ন নিন্দেৎ তৎ ব্রতম্'।

'লোম হিঙ্কারঃ' 'ত্বক্ প্রস্তাবঃ' 'মাংসম উদ্গীথঃ' 'অস্থি প্রতিহারঃ' 'মজ্জা নিধনম্' 'এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং নাম সাম 'অঙ্গেষু প্রোতম্'।

'স যঃ এবম্ এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্ অঙ্গেষু প্রোতং বেদ অঙ্গী ভবতি'—সমগ্রাঙ্গঃ ভবতি" 'ন অঙ্গেন বিহূর্চ্ছতি'—কুটিলা ভবতি, ন পঙ্গুঃ কুব্জঃ কুণিঃ বা ভবতি, 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'সংবৎসরং মজ্জঃ ন অশ্নীয়াৎ ইতি ব্রতম্' 'মজ্জঃ ন অশ্নীয়াৎ' চিরজীবনম্ 'ইতি বা'।

'অগ্নিঃ হিঙ্কারঃ' 'বায়ুঃ প্রস্তাবঃ' 'আদিত্যঃ উদ্গীথঃ' 'নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ' 'চন্দ্রমাঃ নিধনম্'। 'এতৎ রাজনং' সাম 'দেবতাসু প্রোতম্'।

'স যঃ এবম্ এতৎ রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদ এতাসাং দেবতানাং' 'সলোকতাং' সমান-লোকতাং 'সার্ষ্টিতাং' সমানৈশ্বর্য্যতাং 'সাযুজ্যং' সযুক্ত্বং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি 'সর্ব্বমায়ুরেতি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'ব্রাহ্মণান্ ন নিন্দেৎ তৎ ব্রতম্'।

'ত্রয়ী বিদ্যা হিঙ্কারঃ' 'ত্রয়ঃ ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবঃ' 'অগ্নিঃ বায়ুঃ আদিত্যঃ স উদ্গীথঃ' 'নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ' 'সর্পাঃ গন্ধর্বাঃ পিতরঃ তৎ নিধনম্' 'এতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতম্'।

'স যঃ এবম্ এতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতং বেদ' 'সর্ব্বং' সর্ব্বসম্পন্নঃ 'হ' 'ভবতি'।

'তৎ' তস্মিন্ অর্থে 'এষ শ্লোকঃ'—'যানি' 'পঞ্চধা' পঞ্চপ্রকারেণ হিঙ্কারাদিবিভাগৈঃ প্রোক্তানি 'ত্রীণি ত্রীণি' ত্রয়ীবিদ্যাদীনি 'তেভ্যঃ' পঞ্চত্রিকেভ্যঃ 'জ্যায়ঃ' মহত্তরং 'পরং' ব্যতিরিক্তং 'অন্যৎ ন অস্তি'। 'যঃ' 'তৎ' সর্ব্বাত্মকং সাম 'বেদ' 'স সর্ব্বং বেদ'। 'অস্মৈ' বিদুষে 'সর্ব্বাঃ দিশঃ বলিং' 'হরন্তি' প্রাপয়ন্তি। 'সর্ব্বম্ অস্মি ইতি' 'উপাসীত' 'তৎ ব্রতং তৎ ব্রতম্'। দ্বিরুক্তিঃ সামোপাসন-সমাপ্ত্যর্থা।

'পশব্যং' পশুভ্যঃ হিতম্ 'ইতি' হেতোঃ 'বিনর্দ্দি'—বিশিষ্টঃ নর্দ্দঃ স্বরবিশেষঃ ঋষভকূজিতসমোঽস্যাস্তীতি বিনর্দ্দি—'অগ্নেঃ' অগ্নিদৈবত্যং 'সাম্নঃ' সামসম্বন্ধি যৎ উদ্গানং তৎ অহং 'বৃণে'। 'উদ্গীথঃ' 'অনিরুক্তঃ' অমুকসম ইত্যবিশেষিতঃ অতএব 'প্রজাপতেঃ' প্রাজাপত্যঃ, 'নিরুক্তঃ' সুস্পষ্টঃ 'সোমস্য সোমদৈবত্যঃ উদ্গীথঃ' 'মৃদু' 'শ্লক্ষ্ণং' স্নিগ্ধং 'বায়োঃ' বায়ুদৈবত্যং গানং; শ্লক্ষ্ণং স্নিগ্ধং 'বলবৎ' 'ইন্দ্রস্য' ইন্দ্রদৈবত্যং গানম্; 'ক্রৌঞ্চং' ক্রৌঞ্চপক্ষিনিনাদসমং 'বৃহস্পতেঃ'; 'অপধ্বান্তং' ভিন্নকাংস্যস্বরসমং 'বরুণস্য' বরুণদৈবত্যং গানং' 'তান্ সর্ব্বান্' স্বরবিশেষান্ 'উপসেবেত' 'বারুণং তু এব বর্জ্জয়েৎ'।

'অমৃতত্বং দেবেভ্যঃ' 'আগায়ানি' সাধয়ানি 'ইতি' 'আগায়েৎ'। 'স্বধাং পিতৃভ্যঃ' 'আশাং মনুষ্যেভ্যঃ' 'তৃণোদকং পশুভ্যঃ' 'স্বর্গলোকং যজমানায়' 'অন্নম্' 'আত্মনে' 'আগায়ানি' সাধয়ানি 'ইতি' 'এতানি মনসা' 'ধ্যায়ন্' চিন্তয়ন্ 'অপ্রমত্তঃ' সন্ 'স্তুবীত'।

'সর্ব্বে' 'স্বরাঃ' অচঃ 'ইন্দ্রস্য' প্রাণস্য 'আত্মানঃ' দেহাবয়বস্থানীয়াঃ, 'সর্ব্বে' 'উষ্মানঃ' শ ষ স-হাঃ 'প্রজাপতেঃ' বিরাজঃ, 'সর্ব্বে স্পর্শাঃ' কাদয়ঃ ব্যঞ্জনানি 'মৃত্যোঃ' 'আত্মনঃ' দেহাবয়বস্থানীয়াঃ। 'তম্' এবং বিদম্ উদ্গাতারং 'যদি' কশ্চিৎ 'স্বরেষু' 'উপালভেত' স্বরাঃ ত্বয়া দুষ্প্রযুক্তা ইতি নিন্দেৎ স উদ্গাতা 'এনম্' উপালব্ধারং 'ব্রূয়াৎ'—অহম্ 'ইন্দ্রং শরণং প্রপন্নঃ অভূবম্' 'স' ইন্দ্রঃ 'ত্বা' ত্বাং 'প্রতিবক্ষ্যতি' স এব দেব উত্তরং দাস্যতি 'ইতি'।

'অথ যদি' 'এনম্' উদ্গাতারং 'উষ্মসু উপালভেত' স 'এনম্' উপলব্ধারং 'ব্রূয়াৎ'—অহং 'প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নঃ অভূবং' 'স' প্রজাপতিঃ 'ত্বা' ত্বাম্ 'প্রতিপেক্ষ্যতি' মম বিনিময়েন চূর্ণয়িষ্যতি 'ইতি'। 'অথ যদি' 'এনম্' উদ্গাতারং 'স্পর্শেষু' 'উপালভেত' স 'এনম্' উপালব্ধারং 'ব্রূয়াৎ'—অহং 'মৃত্যুং শরণং প্রপন্নঃ 'অভূবম্' 'স' মৃত্যুঃ 'ত্বা' ত্বাং 'প্রতিধক্ষ্যতি' মম বিনিময়েন ভস্মীকরিষ্যতি।

অহম্ 'ইন্দ্রে বলং দদানি ইতি' ধ্যাত্বা 'সর্ব্বে স্বরাঃ দোষবন্তঃ বলবন্তঃ বক্তব্যাঃ'; 'প্রজাপতেঃ

আত্মানং' 'পরিদদানি' প্রযচ্ছানি 'ইতি' ধ্যাত্বা 'সর্ব্বে উষ্মাণঃ' 'অগ্রস্তাঃ' অন্তরপ্রবেশিতাঃ 'অনিরস্তাঃ' অবহিরাক্ষিপ্তাঃ 'বিবৃতাঃ' বিবৃতপ্রযত্নোপেতাঃ 'বক্তব্যাঃ'; 'মৃত্যোঃ আত্মানং পরিহরাণি ইতি' ধ্যাত্বা 'সর্ব্বে স্পর্শাঃ' 'লেশেন' শনৈঃ 'অনভিনিহিতাঃ' অনভিনিক্ষিপ্তাঃ 'বক্তব্যাঃ'।

লোকসকলেতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে। পৃথিবী হিঙ্কার, অগ্নি প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ উদ্গীথ, আদিত্য প্রতিহার, দ্যুলোক নিধন। ঊর্দ্ধগত লোকসকলেতে এইরূপ।

অনন্তর অধোগত লোকসকলেতে। দ্যুলোক হিঙ্কার, আদিত্য প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ উদ্গীথ, অগ্নি প্রতিহার, পৃথিবী নিধন।

যিনি এরূপ জানিয়া লোকসমূহে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করেন, ঊর্দ্ধগত অধোগত লোক সকল ইঁহার আয়ত্ত হয়।

বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে। পুরোবাত হিঙ্কার, মেঘ যে জন্মায় উহা প্রস্তাব, বর্ষণ যে করে উহা উদ্গীথ, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় গর্জ্জন যে করে উহা প্রতিহার।

পুনরায় বাষ্পাকার যে হয় উহা নিধন। যিনি এরূপ জানিয়া পঞ্চবিধ সামোপাসনা করেন, ইঁহার উদ্দেশে বর্ষণ হয় [বৃষ্টি না থাকিলেও] বর্ষণপ্রবৃত্ত হয়।

সকল জলে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে। মেঘ যে এক হইয়া ঘনীভূত হয় উহা হিঙ্কার, বর্ষণ যে করে উহা উদ্গীথ, পূর্ব্ববাহিনী [নদীসকল] যে বহিয়া যায় উহা উদ্গীথ, পশ্চিমবাহিনী [নদীসকল] যে বহিয়া যায় উহা প্রতিহার, সমুদ্র নিধন।

যিনি এরূপ জানিয়া সকল জলে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করেন তিনি জলে মরেন না, [মরুস্থলীতেও] জলবান্ হন।

ঋতুসকলেতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে। বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্গীথ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন।

যিনি এরূপ জানিয়া ঋতুসকলেতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করেন, ইঁহার জীবন উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হয়, উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লোক তিনি জয়করেন। [এই গেল] পঞ্চবিধের [উপাসনা]।

অনন্তর সপ্তবিধের [উপাসনা]। বাকে সপ্তবিধ সামোপাসনা

করিবে। বাকের যাহা কিছু হুঁ, তাহা হিঙ্কার, যাহা কিছু প্র তাহা প্রস্তাব, যাহা কিছু আ তাহা আদি [ওঁ]।

যাহা কিছু উ তাহা উদ্গীথ, যাহা কিছু প্রতি তাহা প্রতিহার,- যাহা কিছু উপ তাহা উপদ্রব, যাহা কিছু নি তাহা নিধন।

বাকের যে দোহনব্যাপার ইহা স্বয়ং বাকৃই উপাসকের নিমিত্ত দোহন করিয়া থাকে। যিনি এরূপ জানিয়া বাকে সপ্তবিধ সামোপাসনা করেন তিনি অন্নবান্ হন অন্নভোজী হন।

অনন্তর আদিত্যকে [লইয়া] সপ্তবিধ সামোপাসনা করিবে। ইনি সর্ব্বদা সম, আমার দিকে আমার দিকে, এইরূপে সকলের সঙ্গে সম, তাই ইনি সাম।

এই সকল ভুত তাঁহারই অনুগত হইয়া আছে, ইহা জানিতে হইবে। উদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার যে [রূপ] উহা হিঙ্কার। সে কালে পশু সকল ইঁহার অনুগত, তাই তাহারা হিঙ্কার করে। উহারা এ নিমিত্তই এই [আদিত্যের] সামের হিঙ্কারভাগী।

অনন্তর প্রথম উদিত হইলে যে [রূপ] উহা প্রস্তাব। সে কালে মনুষ্যগণ ইঁহার অনুগত, তাই তাহারা কার্য্যারম্ভের অভিলাষী স্তুতিবন্দনার অভিলাষী। তাহারা এ নিমিত্তই এই [আদিত্যাখ্য] সামের প্রস্তাবভাগী।

অনন্তর [জগন্মণ্ডলের সঙ্গে] রশ্মিসঙ্গমকালে যে [রূপ] উহা আদি (ওঙ্কার)। সে কালে পক্ষি সকল ইঁহার অনুগত, তাই তাহারা অন্তরীক্ষে অনালম্বভাবে উড়িতে থাকে। উহারা এ নিমিত্তই এই [আদিত্যাখ্য] সামের আদিভাগী।

অনন্তর সম্প্রতি মধ্যদিনে যে [রূপ] উহা উদ্গীথ। সে কালে দেবগণ ইঁহার অনুগত, তাই তাঁহারা প্রজাপতির অপত্যগণের মধ্যে বিশিষ্টতম। তাঁহারা এ নিমিত্তই এই [আদিত্যাখ্য] সামের উদ্গীথভাগী।

অনন্তর মধ্যদিনের পরে অপরাহ্নের পূর্ব্বে যে [রূপ] উহা প্রতিহার। সে কালে গর্ভসমূহ ইঁহার অনুগত, তাই উহারা ঊর্দ্ধে নীত হইয়া খসিয়া

পড়ে না। উহারা এ নিমিত্তই এই [আদিত্যাখ্য] সামের প্রতিহার-ভাগী।

অনন্তর অপরাহ্ণের পরে অস্তগমনের পূর্ব্বে যে [রূপ] উহা উপদ্রব। সে কালে আরণ্যপশুসকল ইঁহার অনুগত, তাই তাহারা মানুষকে দেখিয়া বিলতুল্য অরণ্যকক্ষে দ্রুতগমন করে। তাহারা এ নিমিত্তই এই [আদিত্যাখ্য] সামের উপদ্রবভাগী।

অনন্তর প্রথম অস্তগমন করিলে যে [রূপ] তাহা নিধন। সে কালে পিতৃগণ ইঁহার অনুগত, তাই তাঁহাদিগকে [দর্ভে] নিক্ষেপ করে। তাঁহারা এ নিমিত্তই এই [আদিত্যাখ্য] সামের উপদ্রবভাগী হন। এইরূপে এই আদিত্যকে [লইয়া লোকে] সপ্তবিধ সামোপাসনা করে।

অনন্তর আত্মসম্মিত অতিমৃত্যু [অবলম্বনে] সপ্তবিধ সামোপাসনা করিবে। হিঙ্কার এটি তিনটি অক্ষর, প্রস্তাব এটি তিনটি অক্ষর তাই সম।

আদি এটি দুই অক্ষর, প্রতিহার এটি চারি অক্ষর, এই চারি অক্ষর হইতে আদিতে একটি [লইয়া] উহা সম।

উদ্গীথ এটি তিন অক্ষর, উপদ্রব এটি চারি অক্ষর, তিনটিতে তিনটিতে সম হইল একটি অক্ষর অবশিষ্ট থাকিল, [সেইটি ছাড়িয়া যে] তিনটি অক্ষর তাই সম।

নিধন এটি তিন অক্ষর, সেটি সমই হইল। সেই এই গুলি দ্বাবিংশতি অক্ষর।

একবিংশতিতে আদিত্যকে পাওয়া গেল। [কেন না] ইহলোক হইতে [গণনায়] এই আদিত্য একবিংশ। দ্বাবিংশে আদিত্যের পর যে নাক ও অশোক তাহাকে জয় করে।

যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া আত্মসম্মিত অতিমৃত্যু [অবলম্বনে] সপ্তবিধ সামোপাসনা করেন তিনি [একবিংশে] আদিত্যের জয় লাভ করেন, আদিত্যজয়ের পর [দ্বাবিংশে] পরম জয় হয়।

মন হিঙ্কার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার প্রাণ নিধন। এটি প্রাণে প্রতিষ্ঠিত গায়ত্র [সাম]।

প্রাণে প্রতিষ্ঠিত এই গায়ত্র সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি প্রাণী (অবিকলেন্দ্রিয়) হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্ত্তিতে মহান্ হন। মহামনা হইবেন (উপাসকের) সেইটি ব্রত।

মন্থন করে সেইটি হিঙ্কার, ধূম জন্মায় সেইটি প্রস্তাব, জ্বলে সেইটি উদ্গীথ, অঙ্গার হয় সেইটি প্রতিহার, উপশম হয় সেইটি নিধন। এটি অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রথন্তর [সাম]।

অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত এই রথন্তর সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি তেজস্বী হন, অন্নভোজী হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্ত্তিতে মহান্ হন। অগ্নির অভিমুখে ভোজন করিবে না, শ্লেষ্মত্যাগ করিবে না [উপাসকের] সেইটি ব্রত।

উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারঃ, জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ, স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ প্রতি স্ত্রী সহ শেতে স প্রতিহারঃ, কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনম্, এতদ্ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্।

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুনী ভবতি, মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা। ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতম্ *।

উদয়োন্মুখ [সবিতা] হিঙ্কার, উদিত প্রস্তাব, মধ্যদিন উদ্গীথ, অপরাহ্ণ প্রতিহার, অস্তগমনোন্মুখ নিধন। এটি আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ [সাম]।

আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত এই বৃহৎ সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি তেজস্বী হন, অন্নভোজী হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্ত্তিতে মহান্ হন। তাপবর্ষীকে নিন্দা করিবে না [উপাসকের] সেইটি ব্রত।

অভ্র সকল [আকাশপথে] সঞ্চরণ করে, সেইটি হিঙ্কার, মেঘ জন্মায় সেইটি প্রস্তাব, বর্ষণ করে সেইটি উদ্গীথ, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় গর্জ্জন

* শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া ইহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

করে সেইটি প্রতিহার, পুনরায় বাষ্পাকার হয় সেইটি নিধন। এটি পর্জ্জন্যে প্রতিষ্ঠিত বৈরূপ [সাম]।

পর্জ্জন্যে প্রতিষ্ঠিত এই বৈরূপ সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি বিরূপ ও সুরূপ পশুসকলকে লাভ করেন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্ত্তিতে মহান্ হন। বর্ষণকারীকে নিন্দা করিবে না, [উপাসকের] সেইটি ব্রত।

বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্‌গীথ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন। এটি ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত বৈরাজ সাম।

ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত এই বৈরাজ সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি প্রজা পশু ও ব্রহ্মতেজে বিরাজ করেন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্ত্তিতে মহান্ হন। ঋতুকে নিন্দা করিবে না, [উপাসকের] সেইটি ব্রত।

পৃথিবী হিঙ্কার, অন্তরীক্ষ প্রস্তাব, দ্যুলোক উদ্‌গীথ, দিক্‌সকল প্রতিহার, সমুদ্র নিধন। এই সকল লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত শক্করীসমূহ *।

লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত এই সকল শক্করী সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি লোকসম্পন্ন হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্ত্তিতে মহান্ হন। লোকসমূহকে নিন্দা করিবে না [উপাসকের] সেইটি ব্রত।

অজা সকল হিঙ্কার, অবি সকল প্রস্তাব, গো সকল উদ্গীথ, অশ্ব সকল প্রতিহার, পুরুষ নিধন। এ সকল পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত রেবতী-সমূহ † [সাম]।

পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত এই সকল রেবতী সাম যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পশুমান্ হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্ত্তিতে মহান্ হন। পশুসমূহকে নিন্দা করিবে না, [উপাসকের] সেইটি ব্রত।

লোম হিঙ্কার, ত্বক্ প্রস্তাব, মাংস উদ্গীথ, অস্থি প্রতিহার, মজ্জা নিধন। এইটি অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞাযজ্ঞীয় [সাম]।

---

* শক্করী শব্দ বহুবচনান্ত

† শক্করীবৎ বহুবচনান্ত।

অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি অঙ্গী (অবিকলাঙ্গ) হন, অঙ্গে বৈকল্য হয় না, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্ত্তিতে মহান্ হন। সংবৎসর মজ্জা ভোজন-করিবে না, চিরজীবন বা মজ্জা ভোজন করিবে না [উপাসকের] সেইটি ব্রত।

অগ্নি হিঙ্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্রসমূহ প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন। এটি দেবগণেতে প্রতিষ্ঠিত রাজন [সাম]।

দেবগণেতে প্রতিষ্ঠিত এই রাজন সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি এই সকল দেবতার সমানলোকতা, সমানৈশ্বর্য্যতা এবং সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্ত্তিতে মহান্ হন। ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবে না, [উপাসকের] সেইটি ব্রত।

ত্রয়ী বিদ্যা হিঙ্কার, এই যে তিন লোক তাহা প্রস্তাব, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্রসমূহ, পক্ষিসমূহ ও মরীচি সকল প্রতিহার, সর্প সকল, গন্ধর্ব্ব সকল ও পিতৃগণ নিধন। এই সাম সকলেতে প্রতিষ্ঠিত।

সকলেতে প্রতিষ্ঠিত এই সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি সকলই হন।

সেই অর্থে এই শ্লোক—ত্রয়ী বিদ্যাদি তিনটি তিনটি করিয়া [হিঙ্কা-রাদি] যে পাঁচ প্রকার [উক্ত হইল] তদপেক্ষা আর অন্য মহত্তর নাই। যিনি সেই [সর্ব্বাত্মক] সাম জানেন তিনি সকল জানেন, সকল দিক্ ইঁহাকে বলি অর্পণ-করে। আমি সকল এইরূপে উপাসনা করিবেক, [উপাসকের] সেইটি ব্রত সেইটি ব্রত *।

পশুগণের পক্ষে হিতকর অগ্নিদৈবত্য বিনর্দ্দি (ঋষভকুজিত সম) সামগানের অভ্যর্থনা করি। প্রজাপতিদৈবত্য অমুক সম এরূপ অনি-র্দ্দিষ্ট সাম গান, সুস্পষ্ট [স্বর] সোমদৈবত্য সাম গান, মৃদু ও স্নিগ্ধ বায়ু-দৈবত্য গান, স্নিগ্ধ ও বলবৎ ইন্দ্রদৈবত্য গান, বকবিশেষ [নিনাদসদৃশ] বৃহস্পতিদৈবত্য গান, ভিন্নকাংস্যস্বরসম বরুণদৈবত্য গান, এ সকলগুলির সেবা করিবে কেবল বরুণদৈবত্য সাম বর্জ্জন-করিবে।

বিকৃতি সামোপাসনা সমাপ্তিসূচক।

দেবগণের উদ্দেশে অমৃতত্ব গান করি এই বলিয়া গান করিবে। পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা, মনুষ্যগণের উদ্দেশে আশা, পশুগণের উদ্দেশে তৃণোদক, যজমানের উদ্দেশে স্বর্গলোক, আপনার নিমিত্ত অন্ন গান করি, এই বলিয়া এগুলি মনে মনে ধ্যানপূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া স্তব করিবেক।

সমুদায় স্বর (অচ্) ইন্দ্রের (প্রাণের) দেহস্থানীয়, সকল উষ্ম বর্ণ (শ ষ স হ) প্রজাপতির দেহস্থানীয়, সমুদায় স্পর্শবর্ণ (ব্যঞ্জন) মৃত্যুর দেহস্থানীয়। যদি [কোন ব্যক্তি] সেই উদ্গাতাকে স্বর দুষ্প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা বলিয়া নিন্দা করে, তবে সেই নিন্দাকারীকে তিনি বলিবেন, আমি ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেছি তিনি তোমায় উত্তর দিবেন।

অনন্তর উষ্মবর্ণ দুষ্প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা বলিয়া যদি কেহ সেই উদ্গাতাকে নিন্দা করে, তবে সেই নিন্দাকারীকে তিনি বলিবেন, আমি প্রজাপতির শরণাপন্ন হইতেছি, তিনি তোমায় প্রতিপেষণ করিবেন। অনন্তর স্পর্শবর্ণ দুষ্প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা বলিয়া যদি সেই উদ্গাতাকে কেহ নিন্দা করে, তবে সেই নিন্দাকারীকে তিনি বলিবেন আমি মৃত্যুর শরণাপন্ন হইতেছি, আমার বিনিময়ে তিনি তোমায় দহন করিবেন।

আমি ইন্দ্রে বলবিধান করিতেছি এইরূপ [চিন্তা করিয়া] সমুদায় স্বর ঘোষবান্ ও বলবান্ করিয়া উচ্চারণ করিবে। আমি প্রজাপতির দেহবিধান করিতেছি এইরূপ [চিন্তা করিয়া] সমুদায় উষ্মবর্ণ অগ্রস্ত (ভিতরে অপ্রবিষ্ট) অনিরস্ত (বাহিরে অনিক্ষিপ্ত) এবং বিবৃত প্রযত্নে উচ্চারণ করিবে। আমি মৃত্যুর দেহবিধান করিতেছি এইরূপ [চিন্তা করিয়া] সমুদায় স্পর্শবর্ণ অল্পে অল্পে অনভিনিক্ষিপ্ত ভাবে উচ্চারণ করিবে।

ভাব—সাম গানের উদ্দেশ্যাদি কি আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এখানে পৃথিব্যাদিকে হিঙ্কার,অগ্ন্যাদিকে প্রস্তাব, অন্তরীক্ষাদিকে উদ্গীথ, আদিত্যাদিকে প্রতিহার,দ্যুলোকাদিকে নিধন কেন কল্পনা করা হইল,ইহা যদি আমরা দেখাইতে পারি, তাহা হইলেই ব্যাখ্যান হইল। সমুদায় উদ্গাতৃগণ কর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বে একত্র মিলিত হইয়া হুঁ শব্দ উচ্চারণ করেন ইহাকে হিঙ্কার বলে। যে উদ্গাতা কর্ম্মারম্ভ করেন তিনি প্রস্তোতা, সেই প্রস্তোতার গান প্রস্তাব। যে উদ্গাতা স্তুতিবাদ করেন, তাঁহার গান উদ্গীথ। এই স্তুতিবাদে দেবতার সন্নিধান এবং প্রতিহর্ত্তার গানে দেবতার প্রয়াণ—প্রতিহার হয়। নিধন অর্থাৎ প্রয়াণকারী দেবতাকে দিব্যধামে স্থাপন। এ

সময়ে আবার পাঁচ জন উদ্গাতা একত্র মিলিত হইয়া গান করেন। প্রস্তাব ও উদ্গীথ এ দুইয়ের মধ্যে ওঙ্কার এবং প্রতিহার ও নিধন এ দুইয়ের মধ্যে উপদ্রব বলিয়া দুইটি অতিরিক্ত বিভাগ আছে। ওঙ্কার গীতিতে দিব্যধামস্থ দেবগণকে আগমনোন্মুখ করা হয়; উপদ্রববিভাগ দ্বারা প্রয়াণকারী দেবগণকে অন্তর্হিত করিয়া দেওয়া হয়। যেটি প্রথম সেটি আরম্ভ, যেটি প্রধান সেইটি হিঙ্কার, সুতরাং পৃথিব্যাদিতে হিঙ্কার কল্পনা প্রাথম্য আরম্ভ ও প্রাধান্য হইতে সিদ্ধ করা হইয়াছে। যাহাতে ক্রিয়ার প্রস্তুতি হয়, সেটি প্রস্তাব; অগ্ন্যাদিতে ক্রিয়ার প্রস্তুতি হয়, এজন্য অগ্ন্যাদিকে প্রস্তাব; হিঙ্কারাদি বিভাগের মধ্যে উদ্গীথ শ্রেষ্ঠ, এজন্য অন্তরীক্ষাদির শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনে সেগুলিতে উদ্গীথ; প্রয়াণসূচনা করে এ নিমিত্ত আদিত্যাদিতে প্রতিহার এবং যে সকলেতে নিহিত হইয়া স্থিতি হয় সেগুলি নিধন, এজন্য দ্যুলোকাদিকে নিধন কল্পনা করা হইয়াছে।

২১। ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি।

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ী বিদ্যা সম্প্রাস্রবৎ তামভ্যতপৎ তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি।

তান্যভ্যতপত্তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্য ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ তদ্যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণা ওঙ্কার এবেদংসর্ব্বমোঙ্কার এবেদংসর্ব্বম্। ছা, ২।৪।২৩।১—৩।

'যজ্ঞঃ অধ্যয়নং দানম্ ইতি' 'ত্রয়ঃ' 'ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ধর্ম্মস্য প্রবিভাগাঃ। 'প্রথমঃ'—স্কন্ধত্রয়বিশিষ্টো-ধর্ম্মএব; 'তপএব দ্বিতীয়ঃ'; 'আচার্য্যকুলে' 'ব্রহ্মচারী' 'তৃতীয়ঃ'। 'সর্ব্বে এতে' 'পুণ্যলোকাঃ' পুণ্যার্জ্জিতলোকভাজঃ 'ভবন্তি'। 'ব্রহ্মসংস্থঃ' ব্রহ্মণি সম্যক্ স্থিতঃ 'অমৃতত্বম্' অমৃতং ব্রহ্ম তদ্ভাবাপন্নত্বম্ এতিঃ' প্রাপ্নোতি।

'প্রজাপতিঃ' প্রথমজঃ 'লোকান্' সারজিঘৃক্ষয়া 'অভ্যতপৎ' তপোবিষয়ান্ কৃতবান্। 'তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ' 'ত্রয়ী' কর্ম্মপ্রধানা 'বিদ্যা' 'সম্প্রাস্রবৎ'; 'তাং' ত্রয়ীবিদ্যাম্ 'অভ্যতপৎ' 'তস্যাঃ অভিতপ্তায়াঃ' ভূর্ভুবঃ স্বর্ ইতি' 'এতানি অক্ষরাণি' 'সম্প্রাস্রবন্ত'।

'তানি' অক্ষরাণি 'অভ্যতপৎ' আলোচিতবান্ 'তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ' 'ওঙ্কারঃ' 'সম্প্রাস্রবৎ'। স ওঙ্কারঃ 'তৎ' ব্রহ্ম। কথম্? 'সর্ব্বাণি পর্ণানি' 'যথা' 'শঙ্কুনা' পর্ণনালেন 'সন্তৃণ্ণানি' নিবদ্ধানি ব্যাপ্তানি 'এবং' 'সর্ব্বা বাক্' 'ওঙ্কারেণ' 'সংতৃণ্ণা' ব্যাপ্তা। 'ইদং সর্ব্বম্' নামধেয়মাত্রম্ 'ওঙ্কারএব'। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ।

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান এই তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধ। [এই ধর্ম্মস্কন্ধ] প্রথম, তপই দ্বিতীয়, চিরজীবন আপনাকে আচার্য্যকুলে অবসাদগ্রস্তকারী আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়। ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোকভাজন হন। ব্রহ্মসংস্থ [ব্যক্তি] অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

প্রজাপতি লোকসকলকে অভিতপ্ত করিলেন। সেই অভিতপ্ত লোকসকল হইতে ত্রয়ী বিদ্যা প্রসৃত হইল। তিনি সেই ত্রয়ী বিদ্যাকে অভিতপ্ত করিলেন। অভিতপ্ত সেই ত্রয়ী বিদ্যা হইতে ভূঃ ভুব স্বর্ এই অক্ষরগুলি প্রসৃত হইল।

সেই অক্ষরগুলিকে তিনি অভিতপ্ত করিলেন। সেই অভিতপ্ত অক্ষরগুলি হইতে ওঙ্কার প্রসৃত হইল। সমুদায় পত্রগুলি যেমন পত্রনালে বদ্ধ থাকে তেমনি সমুদায় বাক্ সেই ওঙ্কারে বদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং [সেই ওঙ্কার] ব্রহ্ম। এসকল ওঙ্কারই, এসকল ওঙ্কারই।

ভাব—ধর্ম্মস্কন্ধ—ধর্ম্মের বিভাগ। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দানে যাঁহারা রত তাঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, যাঁহারা তপশ্চরণে নিরত তাঁহারা তাপস, আর আচার্য্যকুলে সমগ্র জীবন ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করেন তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণকে ভোগসুখে চিরজীবন বিরত থাকিতে হয়, সুতরাং তাঁহারা আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করেন—কঠোর সংযমে ইন্দ্রিয়গণের অবসাদ জন্মান। ইঁহাদের ঈদৃশ সাধনে যে পুণ্যার্জ্জন হয়, সেই পুণ্যে তাঁহাদের পুণ্যার্জ্জিত লোকে গতি হয়, ইঁহাদের কাহারও ব্রহ্মস্বরূপে স্বরূপবত্তা হয় না, যাঁহারা ব্রহ্মেতে নিয়ত স্থিতি করেন, তাঁহাদেরই কেবল অমৃতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্নতা হয়।

সমুদায় জগতের সার ত্রয়ী বিদ্যা, কেন না জগতে এক মহতী শক্তির বিবিধাকারে প্রকাশ দেখিয়া যে কর্ম্মোদ্যম উপস্থিত হয়, সেই কর্ম্মোদ্যমকে সেই শক্তির অর্চ্চনারূপে পরিণত করা ত্রয়ী বিদ্যার লক্ষ্য। ঈদৃশ অর্চ্চনা হইতে ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তিতে জগতের রহস্যমধ্যে প্রবেশের সামর্থ্য জন্মায়, তাহা হইতেই বিজ্ঞানদর্শনাদির উৎপত্তি। বেদে যখন এই সকলের মূল ন্যস্ত রহিয়াছে, তখন ত্রয়ীবিদ্যাকে সমগ্র জগতের সার মনে করা কিছু অযুক্ত নহে। এই বিষয়টি আখ্যায়িকাচ্ছলে শ্রুতি নিবদ্ধ করিয়াছেন।

সমুদায় জগৎ ত্রয়ী বিদ্যার বিষয়। সমুদায় জগৎকে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোকে পরিণত করা শ্রেণীনিবন্ধন ব্যাপার। এটিকে ত্রয়ী বিদ্যার সার বলা সঙ্গতই হইয়াছে, কেন না পরবর্ত্তী সময়ে ঈদৃশ শ্রেণীনিবন্ধন অবলম্বন করিয়া লোকবিষয়ক তত্ত্ব নিবদ্ধ হইয়াছে। তিন লোকের সার ওঙ্কার। যিনি তিন লোকের রক্ষক, তিনি ওঙ্কারের

অভিধেয়। যিনি ওঙ্কারের অভিধেয় তাঁহাতেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ওঙ্কারের সহিত সকলের একত্ব অভিহিত হইয়াছে। "ওঁ এই অক্ষরই সকল" (৭০পৃ) এখানে ওঙ্কারের যে সর্ব্বাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে উহাই সামোপাসনার জীবনীভূত। "বাক্‌ই ঋক্, প্রাণই সাম, ওম্ এই অক্ষরই উদ্গীথ" (৪৬পৃ) এস্থলে এজন্যই ওঙ্কারের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এক ওঙ্কারাবলম্বনে সমুদায় সামোপাসনা সিদ্ধ হয়।

২২। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি যদ্বসূনাং প্রাতঃসবনꣳ রুদ্রাণাং মাধ্যন্দিনꣳ সবনমাদিত্যানাং চ বিশ্বেষাঞ্চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্।

ক তর্হি যজমানস্য লোক ইতি স যস্তং ন বিদ্যাৎ কথং কুর্য্যাদথ বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ।

পুরা প্রাতরনুবাকস্যোপাকরণাজ্জঘনেন গার্হপত্যস্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স বাসবꣳ সামাভিগায়তি।

লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ꣳ রা৩৩৩৩৩ হুং৩ আ৩৩ জ্যা৩ যো৩ আ৩২১১১ ইতি।

অথ জুহোতি নমোঽগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্মি।

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনꣳ সম্প্রযচ্ছন্তি।

পুরা মাধ্যন্দিনস্য সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাগ্নীধ্রীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স রৌদ্রꣳ সামাভিগায়তি।

লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরা৩৩৩৩৩ হুং৩ আ৩৩ জ্যা৩ যো৩ আ৩২১১১ ইতি।

অথ জুহোতি নমো বায়বেঽন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানায় লোক এতাস্মি।

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যান্দিনꣳ সবনꣳ সম্প্রযচ্ছন্তি।

পুরা তৃতীয়সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স আদিত্যꣳ স বৈশ্বদেবꣳ সামাভিগায়তি।

লোতকদ্বারমপাবার্ণূ ৩ পশ্যেমু ত্বা বয়ং স্বারা ৩৩৩৩ হুং৩ আ৩৩ জ্যা৩ যো৩ আ৩২১১১ ইতি।

আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লোতকদ্বারমপাবার্ণূ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং সাম্রা৩৩৩৩৩ হুং৩ আ৩৩ জ্যা৩ যো৩ আ৩২১১১ ইতি।

অথ জুহোতি নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দিবিক্ষিদ্ভ্যো লোকক্ষিদ্ভ্যো লোকং মে যজমানায় বিন্দত।

এষ বৈ যজমানায় লোক এতাস্ম্যত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপহৃতপরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি।

তস্মা আদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তৃতীয়সবনং সম্প্রযচ্ছন্ত্যেষ হ বৈ যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ য এবং বেদ য এবং বেদ।

ছা, ২। ৪। ২৪। ১—১৬।

'ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি'—'যং' 'প্রাতঃসবনং' তৎ 'বসূনাম্', যৎ 'মাধ্যন্দিনং সবনং' তৎ 'রুদ্রাণাং' যৎ 'তৃতীয়সবনং' তৎ 'বিশ্বেষাং চ দেবানাম্'।

তৈস্তৈর্দেবৈঃরধিকৃতঃ স স লোক ইত্যপেক্ষয়া হ—'ক তর্হি যজমানস্য লোকঃ' ? 'স যঃ' যজমানঃ 'তং লোকং' 'ন বিদ্যাৎ' 'কথং কুর্য্যাৎ' কর্ম্ম। 'অথ বিদ্বান্' বক্ষ্যমাণসামাদ্যুপায়জ্ঞঃ 'কুর্য্যাৎ'।

'প্রাতঃ' অপ্রগীতত্বেন 'অনুবাকস্য' শস্ত্রসংজ্ঞকগীতিরহিতর্চ্চঃ 'উপাকরণাৎ' আরম্ভাৎ 'পুরা' পূর্ব্বং 'গার্হপত্যস্য' অগ্নেঃ 'জঘনেন' পৃষ্ঠতঃ 'উপবিশ্য' 'উদঙ্মুখঃ' সন্ 'স' যজমানঃ 'বাসবং' বসুদেবত্যাকং 'সাম' 'অভিগায়তি'।

"লোকদ্বারমপাবৃণু পশ্যেম ত্বাং বয়ং রাজ্যায়"—হে অগ্নে 'লোকদ্বারং' পৃথিবীলোকপ্রাপ্তিদ্বারং ত্বম্ 'অপাবৃণু' উন্মোচয়, তেন দ্বারেণ 'ত্বা' ত্বাং বয়ং পশ্যেম' 'রাজ্যায়' রাজ্যার্থং প্রভবিষ্ণুত্বলাভায়।

'অথ' অনন্তরং 'জুহোতি' অনেন মন্ত্রেণ—'পৃথিবীক্ষিতে' 'পৃথিবীনিবাসায় 'লোকক্ষিতে' লোকনিবাসায় 'অগ্নয়ে' 'নমঃ' 'লোকং' 'মে' মহ্যং 'যজমানায়' 'বিন্দ' লভস্ব। 'এষ বৈ যজমানস্য লোকঃ'। 'এতাস্মি' গন্তাস্মি।

'অত্র' অস্মিন্ লোকে অহং 'যজমানঃ' 'আয়ুষঃ পরস্তাৎ' মৃত্যোরনন্তরম্। 'স্বাহা'। 'পরিঘং' লোকদ্বারার্গলম্ 'অপজহি' অপনয় 'ইতি উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি'। 'তস্মৈ' যজমানায় 'বসবঃ প্রাতঃসবনং সংপ্রযচ্ছন্তি'।

'মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য' 'উপাকরণাৎ' আরম্ভাৎ 'পুরা' পূর্ব্বম্ 'আগ্নীধ্রীয়স্য' দক্ষিণাগ্নেঃ 'জঘনেন' পৃষ্ঠতঃ 'উপবিশ্য' 'উদঙ্মুখঃ' সন্ 'স' যজমানঃ 'রৌদ্রং' রুদ্রদেবতাকং 'সাম' 'অভিগায়তি'।

'লোকদ্বারমপাবৃণু পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরাজ্যায়'—হে অগ্নেঃ, 'লোকদ্বারম্' অন্তরীক্ষলোকপ্রাপ্তিদ্বারম্ ত্বম্ 'অপাবৃণু' উন্মোচয়, তেন দ্বারেণ 'ত্বা' ত্বাং বয়ং পশ্যেম' 'বৈরাজ্যায়' বিরাট্ত্বং বিপুলত্বং তল্লাভায়।

'অথ' অনন্তরং 'জুহোতি' অনেন মন্ত্রেণ—'অন্তরিক্ষক্ষিতে' অন্তরীক্ষনিবাসায় 'লোকক্ষিতে'

লোকনিবাসায় 'বায়বে নমঃ'। যজমানস্ত 'মে' মহ্যং 'লোকং' 'বিন্দ'। 'এষ বৈ যজমানস্ত লোকঃ'। 'এতাস্মি' গন্তাস্মি।—

—'অত্র' অহং 'যজমানঃ' 'আয়ুষঃ পরস্তাৎ'। 'স্বাহা'। 'পরিঘম্ অপগ্রহি ইতি উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি'। 'তস্মৈ' যজমানায় 'রুদ্রাঃ মাধ্যন্দিনং সবনং সংপ্রযচ্ছন্তি'।

'তৃতীয়সবনস্ত' 'উপাকরণাৎ' আরম্ভাৎ 'পুরা' পূর্ব্বম্ 'আহবনীয়স্ত' অগ্নেঃ 'জঘনেন' পৃষ্ঠতঃ 'উপবিশ্য' 'উদঙ্মুখঃ' সন্ 'স' যজমানঃ 'আদিত্যং' 'স' যজমানঃ 'বৈশ্বদেবং' 'সাম' 'অভিগায়তি'।

'লোকদ্বারম্ অপাবৃণু পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বারাজ্যায়'—হে অগ্নে, 'লোকদ্বারং' দ্যুলোকপ্রাপ্তিদ্বারম্ 'অপাবৃণু' 'ত্বা' ত্বাং 'বয়ং' 'পশ্যেম' 'স্বারাজ্যায়' স্বরাট্ত্বং স্বস্মিন্ বিরাজমানত্বং তল্লাভায়।

আদিত্যং সাম গায়ন্ বৈশ্বদেবং সাম গায়তি—'লোকদ্বারম্ অপাবৃণু পশ্যেম ত্বা বয়ং সাম্রাজ্যায়'—হে অগ্নে, 'লোকদ্বারং' বিবিধলোকপ্রাপ্তিদ্বারম্ 'অপাবৃণু' 'ত্বা' ত্বাং 'বয়ং' 'সাম্রাজ্যায়' সর্ব্বত্রাধিকারপ্রাপ্ত্যর্থম্।

'অথ' অনন্তরং 'জুহোতি' অনেন মন্ত্রেণ—'দিবিক্ষিদ্ভ্যঃ লোকক্ষিদ্ভ্যঃ আদিত্যেভ্যঃ চ বিশ্বেভ্যঃ চ দেবেভ্যঃ নমঃ' 'লোকং' 'মে' মহ্যং যজমানায় 'বিন্দত'। স্পষ্টম্।

'এষ বৈ যজমানস্ত লোকঃ'। 'এতাস্মি' গন্তাস্মি 'অত্র' অহং 'যজমানঃ' 'আয়ুষঃ' 'পরস্তাৎ'। 'স্বাহা'। 'পরিঘম্' 'অপহত' অপনয়ত 'ইতি উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি' সঃ।

'তস্মৈ' যজমানায় 'আদিত্যাঃ চ বিশ্বে চ দেবাঃ' 'তৃতীয়সবনং' 'সংপ্রযচ্ছন্তি' 'য এবং বেদ' 'এষ হ বৈ যজ্ঞস্ত মাত্রাং' যজ্ঞযাথাত্ম্যং 'বেদ'।

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন। যেটি প্রাতঃসবন, সেটি বসুগণের, যেটি মাধ্যন্দিনসবন সেটি রুদ্রগণের, যেটি তৃতীয়সবন সেটি আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের।

যদি ইহাই হইল তবে যজমানের লোক কোথায়? যিনি সেই লোক না জানেন তিনি ক্রিয়া করিবেন কিরূপে? যিনি [বক্ষ্যমাণ উপায়] জানেন তিনি তখন করিবেন।

প্রাতঃকালে অনুবাকের (শস্ত্রসংজ্ঞক গীতিরহিত ঋকের) আরম্ভের পূর্ব্বে সেই যজমান গার্হপত্য অগ্নির পৃষ্ঠভাগে উপবেশনপূর্ব্বক উত্তর মুখ হইয়া বসুদেবতাক সামগান করেন।

[হে অগ্নি,] তুমি লোকদ্বার উন্মোচন কর, প্রভাবশালিত্বের নিমিত্ত [সেই দ্বার দিয়া] আমরা তোমায় দেখি।

অনন্তর [এই মন্ত্রে] যজমান হবন করেন—পৃথিবীবাসী লোকবাসী অগ্নিকে নমস্কার। আমি যজমান, আমার নিমিত্ত লোক অর্জ্জন-কর। এইটি যজমানের লোক।

আমি যজমান, মৃত্যুর পর এই লোকে গমন করিব। স্বাহা। অর্গল

অপনয়ন কর, এই বলিয়া তিনি উত্থান-করেন। সেই যজমানকে বসুগণ প্রাতঃসবন অর্পণ করেন।

মাধ্যন্দিন সবনের আরম্ভের পূর্ব্বে দক্ষিণাগ্নির পৃষ্ঠভাগে উপবেশন-পূর্ব্বক উত্তর মুখ হইয়া রুদ্রদেবতাক সাম তিনি গান করেন।

[হে অগ্নি] তুমি লোকদ্বার উন্মোচন কর, বিপুলত্বলাভের নিমিত্ত [সেই দ্বার দিয়া] আমরা তোমায় দেখি।

অনন্তর [এই মন্ত্রে] যজমান হবন করেন:—অন্তরীক্ষবাসী লোক-বাসী নমস্কার। আমি যজমান, আমার নিমিত্ত লোক অর্জ্জন-কর। এইটি যজমানের লোক।

আমি যজমান, মৃত্যুর পর এই লোকে গমন করিব। স্বাহা। অর্গল অপনয়ন কর, এই বলিয়া তিনি উত্থান করেন। সেই যজমানকে রুদ্রগণ মাধ্যন্দিন সবন অর্পণ-করেন।

তৃতীয় সবনের আরম্ভের পূর্ব্বে আহবনীয় অগ্নির পৃষ্ঠভাগে উপবেশন পূর্ব্বক উত্তর মুখ হইয়া তিনি আদিত্যদেবতাক ও বৈশ্বদেবতাক সাম-গান করেন।

[হে অগ্নি,] তুমি লোকদ্বার উন্মোচন কর, স্বরাট্ত্বলাভের নিমিত্ত [সেই দ্বার দিয়া] আমরা তোমায় দেখি।

[আদিত্যদেবতাক সামগানের পর তিনি বিশ্বদেবতাক সামগান করেন]—[হে অগ্নি] তুমি লোকদ্বার উন্মোচন কর, সাম্রাজ্যলাভের নিমিত্ত [সেই দ্বার দিয়া] আমরা তোমায় দেখি।

অনন্তর [এই মন্ত্রে] যজমান হবন-করেন—দ্যুলোকসমূহবাসী লোক-সমূহবাসী আদিত্যগণকে ও বিশ্বদেবগণকে নমস্কার। আমি যজমান, আমার নিমিত্ত লোক অর্জ্জন-কর।

এইটি যজমানের লোক। আমি যজমান, মৃত্যুর পর এই লোকে গমন করিব। স্বাহা। অর্গল অপনয়ন-কর, এই কথা বলিয়া তিনি উত্থান-করেন।

আদিত্যগণ বিশ্বদেবগণ সেই যজমানকে তৃতীয় সবন অর্পণ-করেন। যিনি এইরূপ জানেন তিনি যজ্ঞের স্বরূপ জানেন। তিনি যজ্ঞের স্বরূপ জানেন।

তাব—পৃথিবী লোক বসুগণের দ্বারা, অন্তরীক্ষ লোক রুদ্রগণের দ্বারা, এবং দ্যুলোক আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ দ্বারা অধিকৃত। যজমানকে যদি তাঁহারা অধিকার না দেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সেই লোকে গমন ঘটে না। প্রাতঃসবন গার্হপত্য অগ্নিতে, মাধ্যন্দিনসবন দক্ষিণাগ্নিতে এবং তৃতীয়সবন আহবনীয় অগ্নিতে সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। সবনক্রিয়ারম্ভের পূর্ব্বে এই অগ্নিত্রয়ের পৃষ্ঠভাগে বসিয়া সামগান দ্বারা পৃথিবী লোক প্রাপ্তির দ্বার উন্মোচন নিমিত্ত বসুগণের সমীপে, অন্তরীক্ষলোক-প্রাপ্তির নিমিত্ত রুদ্রগণের নিকটে, দ্যুলোকপ্রাপ্তির দ্বার উন্মোচননিমিত্ত আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের সমীপে বাধাপনয়নজন্য যজমান প্রার্থনা করেন। ইহাতে তাঁহারা সেই সেই সবনের ফল যজমানকে দান-করেন। যজ্ঞদ্বারা লোকপ্রাপ্তি হয়, এ তত্ত্ব এইরূপে যজমানসম্বন্ধে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

২৩। অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীন-বংশো অন্তরিক্ষমপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ।

তস্য যে প্রাঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাড্যঃ। ঋচ এব মধুকৃতঃ ঋগ্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপস্তা বা এতা ঋচঃ।

এতমৃগ্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্না-দ্যꣳ রসোঽজায়ত।

তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য রোহি-তꣳ রূপম্। ১—২।

অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্য দক্ষিণা মধুনাড্যো যজূꣳ-ষ্যেব মধুকৃতো যজুর্ব্বেদএব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

তানি বা এতানি যজূꣳষ্যেতং যজুর্ব্বেদমভ্যতপꣳস্তস্যাভিত-প্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যꣳ রসোঽজায়ত।

তদ্ব্যক্ষরত্তাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য শুক্লꣳ রূপম্। ১—৩।

অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চোরশ্ময়স্তা এবাস্য প্রতীচ্যো মধুনাড্যঃ সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

তানি বা এতানি সামান্যেতꣳ সামবেদমভ্যতপꣳস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যꣳ রসোঽজায়ত।

তদ্বাক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্। ১—৩।

অথ যেঽস্যোদঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্যোদীচ্যো মধুনাড্যোঽথর্ব্বাঙ্গিরসএব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

তে বা এতে ঽথর্ব্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যংরসোঽজায়ত।

তদ্বাক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য পরঃ কৃষ্ণং রূপম্। :—৩।

অথ যেঽস্যোর্দ্ধা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্দ্ধা মধুনাড্যো গুহ্যা এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুস্পং তা অমৃতা আপঃ।

তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্‌ব্রহ্মাভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যংরসোঽজায়ত।

তদ্বাক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভত ইব।

তে বা এতে রসানাং রসা বেদা হি রসাস্তেষামেতে রসাস্তেষাস্মেতে রসাস্তানি বা এতান্যমৃতানামমৃতানি বেদাহ্যমৃতাস্তেষামেতান্যমৃতানি। ১—৪।

তদ্যং প্রথমমমৃতং তদ্বসব উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

ত এতদেবরূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি।

স য এতদেবমমৃতং বেদ বসুনামেবৈকো ভূত্বাঽগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স য এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি।

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা বসুনামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ১—৪।

অথ যদ্‌দ্বিতীয়মমৃতং তদ্রুদ্রা উপজীবন্তীন্দ্রেণ মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি।

স য এতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বেন্দ্রেণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেবরূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি।

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদ্দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যংস্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ১। ৪।

অথ যত্তৃতীয়মমৃতং তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি।

স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেবরূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি।

স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতাঽঽদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যংস্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ১—৪।

অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি।

স য এতদেবমমৃতং বেদ মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈব মুখেন নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি।

স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদুত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা মরুতামেব তাবদাধিপত্যংস্বারাজ্যং পর্য্যেতা।

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ।

স য এতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামেবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখে-নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মা-দ্রূপাদুদেতি ।

স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবদূর্দ্ধম্ উদেতাঽর্ব্বাগস্তমেতা সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা । —৪ ।

অথ তত ঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা তদেষ শ্লোকঃ ।

ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন ।
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি ।
ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃৎ ।
দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥

তদ্ধৈতদ্‌ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্য-স্তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণায় জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ

ইদং বাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রাণায্যায় বান্তেবাসিনে ।

নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপ্যস্মা ইমামদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাদেতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি । ১—৬ ।

ছা, ৩ । ৫ । ১—১১ ।

'তস্য' আদিত্যস্য 'দ্যৌঃ এব' 'তিরশ্চীনবংশঃ'—যত্র সংলগ্নঃ সন্ লম্বতে ইব, 'অন্তরিক্ষম্' 'অপূপঃ' মধুক্রম ইব, 'মরীচয়ঃ' 'পুত্রাঃ'—মধুক্রমস্থাঃ পুত্রা ইব পুত্রাঃ ।

'তস্য যে প্রাঞ্চঃ রশ্ময়ঃ' 'তাঃ এব প্রাচ্যঃ' 'মধুনাড্যঃ' মধ্বাধারচ্ছিদ্রাণি ; 'ঋচঃ এব' 'মধুকৃতঃ' ভ্রমরাঃ ; 'ঋগ্বেদং' তদ্বিহিতং কর্ম্ম 'এব' 'পুষ্পং'—যতো মধুসংগ্রহঃ ; 'তাঃ' 'অমৃতাঃ' অত্যন্তরসবত্যঃ 'আপঃ'—কর্ম্মণি প্রযুক্তাঃ সোমাজ্যপয়োরূপাঃ । 'তাঃ বৈ' 'এতাঃ ঋচঃ' মধুকৃতঃ—

'এতম্' পুষ্পস্থানীয়ম্ 'ঋগ্বেদম্' ঋগ্বেদবিহিতং কর্ম্ম 'অভ্যতপন্' সমাচুষন্ ইব । 'অভিতপ্তস্য' 'তস্য' ঋগ্বেদস্য 'রসঃ' 'অজায়ত'—রসং বিবৃণোতি—'যশঃ' বিশ্রুতত্বং 'তেজঃ' দেহগতা দীপ্তিঃ 'ইন্দ্রিয়ং' সামর্থ্যোপেতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অবৈকল্যম্, 'বীর্য্যং' বলম্ 'অন্নাদ্যং' ব্রীহ্যাদিকম্ ।

'তৎ' যশআদি 'ব্যক্ষরৎ' বিশেষেণ ক্ষরিতবৎ 'তৎ' 'আদিত্যম্' 'অভিতঃ' পার্শ্বতঃ সবিতুঃ

পূর্ব্বভাগম্ 'অশ্রয়ৎ' আশ্রিতবৎ। 'যৎ এতৎ আদিত্যস্য রোহিতং রূপং 'তৎ বৈ এতৎ' যশ আদিকং মধু' ১।

'অথ' 'অস্য' 'যে' 'দক্ষিণাঃ রশ্ময়ঃ' 'তাঃ এব অস্য দক্ষিণাঃ মধুনাড্যঃ' 'যজূংষি এব মধুকৃতঃ' 'যজুর্ব্বেদঃ' তদ্বিহিতং কর্ম্ম 'এব' 'পুষ্পং' 'তাঃ অমৃতাঃ আপঃ' সোমাদ্যাঃ।

'তানি বা এতানি যজূংষি' 'এতং' পুষ্পস্থানীয়ং 'যজুর্ব্বেদং' তদ্বিহিতং কর্ম্ম 'অভ্যতপন্' 'অভিতপ্তস্য' 'তস্য' যজুর্ব্বেদস্য 'রসঃ অজায়ত'—রসং বিবৃণোতি—'যশঃ তেজঃ, ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্'।

'তৎ' যশআদি 'ব্যক্ষরৎ' বিশেষেণ ক্ষরিতবৎ। 'তৎ' 'আদিত্যম্' 'অভিতঃ' 'অশ্রয়ৎ' 'যৎ এতৎ আদিত্যস্য শুক্লং রূপং' 'তৎ বৈ এতৎ' যশ আদিকং মধু' ২।

'অথ' 'অস্য' 'যে' 'প্রত্যঞ্চঃ রশ্ময়ঃ' 'তাঃ এব অস্য প্রতীচ্যঃ মধুনাড্যঃ' 'সামানি এব মধুকৃতঃ' 'সামবেদঃ এব পুষ্পম্' 'তাঃ অমৃতাঃ আপঃ'—সোমাদ্যাঃ।

'তানি বা এতানি সামানি' 'এতং' পুষ্পস্থানীয়ং 'সামবেদং' তদ্বিহিতং কর্ম্ম 'অভ্যতপন্'; 'অভিতপ্তস্য' 'তস্য' সামবেদস্য 'রসঃ অজায়ত'—রসং বিবৃণোতি—'যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্'।

'তৎ' যশ আদি 'ব্যক্ষরৎ' বিশেষেণ ক্ষরিতবৎ 'তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ আশ্রয়ৎ' 'যৎ এতৎ আদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপং' 'তৎ বৈ এতৎ'—যশ আদিকং মধু ৩।

'অথ' 'অস্য' 'যে' 'উদঞ্চঃ রশ্ময়ঃ' 'তাঃ এব অস্য উদীচ্যঃ মধুনাড্যঃ' 'অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ এব' কর্ম্মাণি প্রযুক্তাঃ 'মধুকৃতঃ' 'ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং' 'তাঃ অমৃতাঃ আপঃ'—সোমাদ্যাঃ।

'তে বৈ এতে অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ' 'এতৎ' মধুস্থানীয়ম্ 'ইতিহাসপুরাণম্ অভ্যতপন্' 'তস্য অভিতপ্তস্য রসঃ অজায়ত' 'রসং বিবৃণোতি—যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্'।

'তৎ যশআদি 'ব্যক্ষরৎ' 'তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ'। 'যৎ এতৎ আদিত্যস্য পরঃ কৃষ্ণং রূপং' 'তৎ বৈ এতৎ'—যশআদিকং মধু। ৪।

'অথ' 'অস্য' 'যে' 'রশ্ময়ঃ' 'তাঃ এব অস্য ঊর্দ্ধাঃ মধুনাড্যঃ' 'গুহ্যাঃ' রহস্যাঃ 'আদেশাঃ' 'এব' 'মধুকৃতঃ' 'ব্রহ্ম এব'—শব্দাধিকারাৎ প্রণবাখ্যমিতি ভাষ্যকারঃ—'পুষ্পম্'; 'তাঃ অমৃতাঃ আপঃ'—সোমাদ্যাঃ।

'তাঃ বৈ এতাঃ গুহ্যাঃ আদেশাঃ' 'এতৎ' পুষ্পস্থানীয়ং 'ব্রহ্ম অভ্যতপন্। 'তস্য অভিতপ্তস্য রসঃ অজায়ত'—রসং বিবৃণোতি—'যশঃ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্'।

'তৎ' যশ আদি 'ব্যক্ষরং' 'তৎ' আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ'। 'যৎ এতৎ' 'আদিত্যস্য মধ্যে' 'ক্ষোভতে ইব' চলতাং ভজতে।

'তে বৈ' 'এতে' যথোক্তাঃ রোহিতাদিরূপবিশেষাঃ 'রসানাং রসাঃ'। কেষাং রসানাম্? 'বেদাঃ' হি রসাঃ তেষাম্ এতে রসাঃ' 'তানি বা এতানি' রোহিতাদিরূপাণি 'অমৃতানাম্ অমৃতানি'। কেষামমৃতানাম্? 'বেদাঃ হি অমৃতাঃ তেষাম্ এতানি অমৃতানি'। ৫।

'তৎ' তত্র 'যৎ প্রথমম্ অমৃতং' 'তৎ' 'বসবঃ' (৯'১১) 'প্রাতঃসবনেশানাঃ অগ্নিনা মুখেন উপজীবন্তি'। কথমগ্নিনা মুখেন? 'ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্তি' কিন্তর্হি 'এতৎ এব 'অমৃতং' 'দৃষ্ট্বা' উপলভ্য 'তৃপ্যন্তি'। যশ আদিকস্য সর্ব্বস্যাস্য অমৃতত্বাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্তিরিতি ভাষ্যকারঃ।

'এতৎ এব রূপম্' 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'তে' বসবঃ 'সংবিশন্তি' ভোগাবসরকালং প্রতীক্ষন্তে। তদবসরে 'এতস্মাৎ' রূপাৎ' 'উদ্যন্তি' উৎসাহবন্তঃ ভবন্তি।

'স যঃ' 'এবম্' ঋগ্‌মধুকরত্বাদিক্রমেণ 'এতৎ' 'বসূনাম্' 'এব' 'অমৃতং বেদ' বসুভিঃ 'একঃ ভূত্বা' 'অগ্নিনা এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি' 'স যঃ এতৎ এব রূপম্' 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'সংবিশতি' 'তস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'।

'যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা পশ্চাৎ অস্তমেতা' 'তাবৎ' 'বসূনাম্ এব' 'আধিপত্যং'। 'স' বিদ্বান্ তাবন্তং কালং 'স্বারাজ্যং স্বরাট্ত্বং' 'পর্য্যেতা' পরিতো গন্তা আপ্তা ভবতি। ৬।

'অথ যৎ দ্বিতীয়ম্ অমৃতং' শুক্লরূপলক্ষণং 'তৎ' 'রুদ্রাঃ' (৯।১১) 'উপজীবন্তি' 'ইন্দ্রেণ মুখেন'— তস্যেন্দ্রিয়েষু প্রাধান্যাৎ। কথম্? 'ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্তি' কিন্তু হি 'এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'।

'এতৎ এব রূপম্' 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'তে' রুদ্রাঃ 'সংবিশন্তি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি'।

'স যঃ' 'এবং' যজুর্মধুকরত্বাদিক্রমেণ 'এতৎ' 'রুদ্রাণাম্ এব' 'অমৃতং' 'বেদ', রুদ্রৈঃ 'একঃ ভূত্বা ইন্দ্রেণ এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি' 'স এতৎ এব' 'রূপম্' 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'সংবিশতি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'।

'যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা পশ্চাৎ অস্তমেতা' 'দ্বিস্তাবৎ' ততোদ্বিগুণং কালং 'দক্ষিণতঃ উদেতা উত্তরতঃ অস্তমেতা রুদ্রাণাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্' 'স' দ্বিগুণকালং 'স্বারাজ্যং' স্বরাড্‌ভাবং 'পর্য্যেতা'। ৭।

'অথ যৎ তৃতীয়ম্ অমৃতং' কৃষ্ণরূপলক্ষণং 'তৎ' 'আদিত্যাঃ' (৯।১১) 'উপজীবন্তি' 'বরুণেন মুখেন'। কথম্? 'ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্তি' কিন্তু হি 'এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'।

'এতৎ এব রূপম্' 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'তে' আদিত্যাঃ 'সংবিশন্তি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ' 'উদ্যন্তি'।

'স যঃ' 'এবং' সামমধুকৃদাদিক্রমেণ 'এতৎ' 'আদিত্যানাম্ এব' 'অমৃতং বেদ' আদিত্যৈঃ 'একঃ ভূত্বা বরুণেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'। 'স এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'।

'যাবৎ আদিত্যঃ দক্ষিণতঃ উদেতা উত্তরতঃ অস্তমেতা' 'দ্বিস্তাবৎ' ততো দ্বিগুণং কালং 'পশ্চাৎ উদেতা পুরস্তাৎ অস্তমেতা আদিত্যানাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্'। 'স' তাবন্তং কালং 'স্বারাজ্যং পর্য্যেতা' ৮।

'অথ যৎ চতুর্থম্ অমৃতং' কৃষ্ণরূপলক্ষণং 'তৎ মরুতঃ উপজীবন্তি সোমেন মুখেন'। 'ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্তি' কিন্তু হি 'এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'।

'এতৎ এব রূপম্' 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'তে' মরুতঃ 'সংবিশন্তি এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি'।

'স যঃ' 'এবম্' অথর্ব্বাঙ্গিরসমধুকৃদাদিক্রমেণ 'এতৎ' 'মরুতাম্ এব' 'অমৃতং বেদ' মরুদ্ভিঃ 'একঃ ভূত্বা সোমেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'। 'স এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'।

'যাবৎ আদিত্যঃ পশ্চাৎ উদেতা পুরস্তাৎ অস্তমেতা' 'দ্বিস্তাবৎ' ততো দ্বিগুণং কালং 'উত্তরতঃ উদেতা দক্ষিণতঃ অস্তমেতাঃ, মরুতাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্' 'স' তাবন্তং কালং 'স্বারাজ্যং পর্য্যেতা'। ৯।

'অথ যৎ পঞ্চমম্ অমৃতম্' অনিরূপ্যরূপলক্ষণং 'তৎ সাধ্যাঃ উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন'। 'ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্তি' কিন্তু হি 'এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'।

'এতৎ এব রূপম্' 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'তে' সাধ্যাঃ 'অভিসংবিশন্তি এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি'।

'স যঃ' 'এবং' গুহ্যাদেশাদিক্রমেণ 'এতৎ' 'সাধ্যানাম্ এব' 'অমৃতং বেদ' সাধ্যৈঃ 'একঃ ভূত্বা ব্রহ্মণো এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি'। 'স এতৎ এব রূপম্' 'অভি' লক্ষীকৃত্য 'সংবিশতি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'।

'যাবৎ আদিত্যঃ উত্তরতঃ উদেতা দক্ষিণতঃ অস্তমেতা' 'দ্বিস্তাবৎ' ততো দ্বিগুণং কালম্ 'ঊর্দ্ধম্ উদেতা অর্ব্বাক্ অস্তমেতা, সাধ্যানাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্'। 'স' তাবন্তং কালং 'স্বারাজ্যং পর্য্যেতা'।

'অথ' 'ততঃ' প্রোক্তাৎ ভোগকালাৎ অনন্তরম্ 'ঊর্দ্ধঃ' তদূর্দ্ধগতঃ সন্ 'উদেত্য' উদায় 'ন এব উদেতা ন অস্তমেতা' 'একলঃ' অদ্বিতীয়ঃ 'এব' 'মধ্যে' স্বাত্মনি 'স্থাতা'। 'তৎ' তস্মিন্ অর্থে 'এষঃ শ্লোকঃ'।

কিন্তুত্র উদয়াস্তময়ব্যাপারেণ সবিতা প্রাণিনামায়ুর্হরতীতি প্রশ্নস্তোত্তরে আহ—'ন বৈ তত্র'—আয়ুর্হরণব্যাপারোঽস্তি। কথম্? 'কদাচন ন' 'ন নিম্লোচ'—ন অম্লোচীৎ ন অস্তমগমৎ 'ন উদিয়ায়' ন উদগমদ্বান্। হে 'দেবাঃ' 'তেন সত্যেন'—নোদেতি নাস্তমেতীতি সত্যবচনেন—'অহং' 'ব্রহ্মণা' 'মা বিরাধিষি' মা বিরুধ্যে 'ইতি'।

'যঃ' 'এতাং—ব্রহ্মণা মা বিরোধিষি ইতি' ব্রহ্মোপনিষদম্ 'এবং বেদ' 'অস্মৈ' ব্রহ্মবিদে সবিতা 'ন হ বৈ' 'উদেতি' 'ন নিম্লোচতে' 'অস্মৈ' 'হ' 'সকৃৎ' সদা 'এব' 'দিবা' 'ভবতি'—উদয়াস্তময়বিরহাৎ ন ভবতি তস্যায়ুর্হরণম্।

'তৎ এতৎ' 'হ' কিল 'ব্রহ্মা' হিরণ্যগর্ভঃ 'প্রজাপতয়ে' বিরাজে 'উবাচ' 'প্রজাপতিঃ মনবে' 'মনুঃ প্রজাভ্যঃ' 'তৎ এতৎ' মধুজ্ঞানং 'ব্রহ্ম' ব্রহ্মবিজ্ঞানং 'হ' কিল 'পিতা' 'জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়' 'উদ্দালকায় আরুণয়ে' 'প্রোবাচ'।

'ইদং বাব' 'তৎ' 'ব্রহ্ম' ব্রহ্মবিজ্ঞানং 'জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়' 'পিতা' 'প্রব্রূয়াৎ' 'প্রাণায্যায়' যোগ্যায় 'অন্তেবাসিনে' শিষ্যায় বা।

'যদ্যপি' 'অস্মৈ' আচার্য্যায় 'অদ্ভিঃ' সমুদ্রবেষ্টিতাং ধনস্য 'পূর্ণাং' 'ইমাং' পৃথিবীং 'দদ্যাৎ' তথাপি 'অন্যস্মৈ' 'কস্মৈচন' 'ন দদ্যাৎ'। কথম্? 'এতৎ এব' বিজ্ঞানং 'ততো ভূয়ঃ' 'ইতি' হেতোঃ।

এই আদিত্যই দেবগণের মধু। দ্যুলোকই তাঁহার তিরশ্চীনবংশ (বক্রাকারবশতঃ), অন্তরীক্ষ মধুক্রম, রশ্মিসকল পুত্রনিচয় (পুত্তিকা)।

তাঁহার যে পূর্ব্বদিকৃস্থ রশ্মিনিচয় সেই গুলিই ইঁহার পূর্ব্বদিকৃস্থ মধুনাড়ী, ঋক্‌সকলই মধুকর, ঋগ্বেদই পুষ্প, সেই [হবনীয় সামগ্রীগুলি] অমৃত বারি। সেই এই [মধুকর] ঋক্‌সকল [সেই অমৃতবারি গ্রহণপূর্ব্বক] এই ঋগ্বেদকে পরিতপ্ত করিল। যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ব্রীহিযবাদি সেই পরিতপ্ত [ঋগ্বেদের] রস উৎপন্ন হইল।

সেই [যশ আদি] বিশেষভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদিত্যের পার্শ্ব (পূর্ব্ব ভাগ) আশ্রয় করিল। আদিত্যের এই যে [উদয় কালে] রোহিত রূপ উহাই সেই [যশ আদি মধু]। ১।

অনন্তর ইঁহার যে দক্ষিণদিকৃস্থ রশ্মিনিচয়, সেইগুলিই ইঁহার দক্ষিণ-দিকৃস্থ মধুনাড়ী; যজুঃ সমূহই মধুকর, যজুর্ব্বেদই পুষ্প, সেই [হবনীয় সামগ্রীগুলিই] অমৃতবারি।

সেই এই [মধুকর] যজুঃসমূহ [সেই অমৃতবারি গ্রহণপূর্ব্বক] এই যজুর্ব্বেদকে পরিতপ্ত করিল। যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ব্রীহিযবাদি সেই পরিতপ্ত [যজুর্ব্বেদের] রস উৎপন্ন হইল।

সেই [যশ আদি] বিশেষভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদিত্যের পার্শ্ব (দক্ষিণ ভাগ) আশ্রয়-করিল। আদিত্যের এই যে শুক্লরূপ উহাই সেই [যশ আদি মধু]। ২।

অনন্তর ইঁহার যে পশ্চিমদিকৃস্থ রশ্মিনিচয় সেই গুলি ইঁহার পশ্চিম-দিকৃস্থ মধুনাড়ী, সামসমূহই মধুকর, সামবেদই পুষ্প, সেই [হবনীয় সামগ্রীগুলি] অমৃতবারি।

সেই এই [মধুকর] সামসমূহ [সেই অমৃতবারি গ্রহণপূর্ব্বক] এই সামবেদকে পরিতপ্ত করিল। যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ব্রীহিযবাদি সেই পরিতপ্ত [সামবেদের] রস উৎপন্ন হইল।

সেই [যশ আদি] বিশেষভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদিত্যের পার্শ্ব (পশ্চিম ভাগ) আশ্রয়-করিল। আদিত্যের এই যে কৃষ্ণরূপ উহাই সেই [যশ আদি মধু]। ৩।

অনন্তর ইঁহার যে উত্তরদিকৃস্থ রশ্মিনিচয় সেই গুলি ইঁহার উত্তর-দিকৃস্থ মধুনাড়ী, অথর্ব্বাঙ্গিরঃসমূহই মধুকর, ইতিহাস পুরাণ পুষ্প, সেই [হবনীয় সামগ্রীগুলি] অমৃতবারি।

সেই এই [মধুকর] অথর্ব্বাঙ্গিরঃসমূহ [সেই অমৃতবারি গ্রহণপূর্ব্বক] এই ইতিহাস পুরাণকে পরিতপ্ত করিল। যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ব্রীহিযবাদি সেই পরিতপ্ত [ইতিহাস পুরাণের] রস উৎপন্ন হইল।

সেই [যশ আদি] বিশেষ ভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদিত্যের পার্শ্ব [উত্তর ভাগ] আশ্রয়-করিল। আদিত্যের এই যে নিরতিশয়-কৃষ্ণরূপ উহাই সেই [যশ আদি মধু]। ৪।

অনন্তর ইহার যে ঊর্দ্ধগত রশ্মিনিচয়, সেইগুলি ইঁহার ঊর্দ্ধগত মধু-

নাড়ী, গুহ্য আদেশগুলিই মধুকর, ব্রহ্মই পুষ্প, সেই [হবনীয় সামগ্রীগুলি] অমৃতবারি ।

সেই এই [মধুকর] গুহ্য আদেশগুলি [সেই অমৃতবারি গ্রহণপূর্ব্বক] এই ব্রহ্মকে পরিতপ্ত করিল । যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ব্রীহিযবাদি সেই পরিতপ্ত [ব্রহ্মের] রস উৎপন্ন হইল ।

সেই [যশ আদি] বিশেষভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদিত্যের পার্শ্ব [ঊর্দ্ধভাগ] আশ্রয়-করিল । আদিত্যের মধ্যে এই যে [কিছু চলিয়া বেড়ায় মনে হয়] উহাই সেই [যশ আদি মধু] ।

এই যে [রোহিতাদি রূপবিশেষ] ইহারা রসের রস । বেদ সকল রস, তাহাদের এ সকল রস । সেই এই [রোহিতাদি রূপ] অমৃতের অমৃত । বেদসকল অমৃত, তাহাদিগের এ সকল রস । ৫ ।

তন্মধ্যে যেটি [রোহিত রূপ] প্রথম অমৃত সেটিকে বসুগণ অগ্নিমুখে জীবিকারূপে গ্রহণ করেন । দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয়েন ।

এই রূপ লক্ষ্য-করিয়াই তাঁহারা (বসুগণ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা-করেন আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন তিনি বসুগণের সহিত এক হইয়া অগ্নিরই মুখে এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন । তিনি এই রূপ লক্ষ্য-করিয়াই ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যতক্ষণ আদিত্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যান, ততক্ষণ বসুগণের আধিপত্য । তিনি সে কালযাবৎ স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন । ৬ ।

অনন্তর যেটি [শুক্লরূপ] দ্বিতীয় অমৃত সেটিকে রুদ্রগণ ইন্দ্রের মুখে জীবিকারূপে গ্রহণ-করেন । দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয়েন ।

এইরূপ লক্ষ্য-করিয়াই তাঁহারা (রুদ্রগণ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা করেন আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন তিনি রুদ্রগণের সহিত এক হইয়া ইন্দ্রেরই মুখে এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন । তিনি এই

রূপ লক্ষ্য করিয়াই ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন।

যতক্ষণ আদিত্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যান, তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণে উদিত হইয়া উত্তরে অস্ত যান, একালযাবৎ রুদ্রগণের আধিপত্য। তিনি [সেই দ্বিগুণ কাল] স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন। ৭।

অনন্তর যেটি [কৃষ্ণরূপ] তৃতীয় অমৃত, সেটিকে আদিত্যগণ বরুণের মুখে উপজীবিকা-রূপে গ্রহণ-করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হয়েন।

এই রূপ লক্ষ্য-করিয়া তাঁহারা (আদিত্যগণ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা-করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন তিনি আদিত্যগণের সঙ্গে এক হইয়া বরুণেরই মুখে অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হয়েন।

যতক্ষণ আদিত্য দক্ষিণে উদিত হইয়া উত্তরে অস্ত যান তাহার দ্বিগুণ কাল পশ্চিমে উদিত হইয়া তিনি পূর্ব্বে অস্ত যান। একালযাবৎ আদিত্যগণের আধিপত্য। তিনি [সেই দ্বিগুণ কাল] স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন। ৮।

অনন্তর যেটি [কৃষ্ণরূপ] চতুর্থ অমৃত, সেটিকে মরুদ্গণ সোমের মুখে উপজীবিকারূপে গ্রহণ-করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয়েন।

এই রূপ লক্ষ্য-করিয়া তাঁহারা (মরুদ্গণ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা-করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন তিনি মরুদ্গণের সঙ্গে এক হইয়া সোমেরই মুখে অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হয়েন।

যতক্ষণ আদিত্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যান, তাহার দ্বিগুণ কাল উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত যান। একালযাবৎ মরুদ্গণের আধিপত্য। তিনি [সেই দ্বিগুণ কাল] স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন। ৯।

অনন্তর যেটি [অনিরূপ্য রূপ] পঞ্চম অমৃত, সেটিকে সাধ্যগণ ব্রহ্মমুখে উপজীবিকারূপে গ্রহণ-করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হয়েন।

এই রূপ লক্ষ্য-করিয়া তাঁহারা (সাধ্যগণ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা-করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন, তিনি সাধ্যগণের সঙ্গে এক হইয়া ব্রহ্মমুখেই এই অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হয়েন।

যতক্ষণ আদিত্য উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত যান, তাহার দ্বিগুণ কালে ঊর্দ্ধে উদিত এবং অধোতে অস্তমিত হন। একালযাবৎ মরুদ্গণের আধিপত্য। তিনি [সেই দ্বিগুণ কাল] স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন। ১০।

অনন্তর সেই ভোগকালের পর তদূর্দ্ধগত হইয়া যে উদিত হইলেন আর [তিনি] উদিতও হন না অস্তও যান না, অদ্বিতীয় হইয়া আপনি আপনাতে স্থিতি করেন। সেই অর্থে এই শ্লোক।

সেখানে [আয়ুর্হরণ ব্যাপার] নাই, কেন না আর [তিনি] উদিতও হন না অস্তও যান না। হে দেবগণ, সেই সত্যেই আমি ব্রহ্মের বিরোধী হই নাই।

যিনি এই ব্রহ্মোপনিষৎ জানেন, তাঁহার নিকটে [সবিতা] উদিতও হন না অস্তও যান না, ইঁহার নিকটে নিরন্তর দিবাই থাকে।

সেই এই [মধুজ্ঞান] ব্রহ্মা প্রজাপতিকে প্রজাপতি মনুকে, মনু প্রজাগণকে বলিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম [মধুজ্ঞান] পুরাকালে জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্দালক আরুণিকে [তাঁহার] পিতা বলিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্ম [বিজ্ঞান] পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অথবা যোগ্য শিষ্যকে বলিবেন।

যদি ধনপূর্ণ সমুদ্রপরিবেষ্টিত এই সমগ্র পৃথিবীও কেহ দান-করে তথাপি তাহাকে ইহা দিবেন না, কেন না এই [ব্রহ্মবিজ্ঞান] তদপেক্ষা অধিকতর তদপেক্ষা অধিকতর।

ভাব—ভাষ্যকার এখানে আদিত্যকে সকল প্রাণীর প্রত্যক্ষ কর্ম্মফলরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, কেন না আদিত্য হইতেই সকল প্রাণীর উপজীবিকা লাভ হইয়া থাকে। বিনা কর্ম্মে উপজীবিকালাভ হয় না, এ কথা সত্য, কিন্তু আদিত্যকে প্রত্যক্ষ কর্ম্মফল কেন বলা হইল, এই কথা বিচার্য্য। সূর্য্যরশ্মিদ্বারা রস শোষিত হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে, এবং উহাই বারিধারা হইয়া ধরাতলে নিপতিত হয়। আকাশ হইতে পতিত এই বারি

পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে এবং এই শস্য হইতে জীবগণের উপজীবিকালাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞ হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে অন্নোৎপন্ন হয়, এই প্রসিদ্ধ কথা দেখাইতেছে, অনুষ্ঠিত যজ্ঞরূপী কর্ম্মের ফল কি? আহুত ঘৃতাদি হইতে যে রস ঊর্দ্ধে নীত হয়, সেই রস সূর্য্য-রশ্মিগত হইয়া থাকে, এজন্য রশ্মিকে মধুনাড়ী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ঋগাদি মন্ত্রে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা রসাকৃষ্ট হয় সুতরাং এই মন্ত্রগুলি মধুকর। ঋগ্বেদাদিসিদ্ধ কর্ম্ম পুষ্প, সেই পুষ্প হইতে মন্ত্ররূপী মধুকর মধু সংগ্রহ করে। আহুত সোম ঘৃত ও জল এই মধু বা রস। ঋগাদি মধুকরগণ ঋগ্বেদাদিবিহিত কর্ম্মরূপী পুষ্পকে পরিতপ্ত করিয়া যে রস উৎপাদন করে, সেই রসই যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ব্রীহিযবাদি। যজ্ঞানুষ্ঠান বাহ্য ক্রিয়া, এজন্য তাহার ফলও বাহ্য। যজ্ঞের দেবতাগণ ইন্দ্রিয় সকল এবং তদনুগ্রাহক আদিত্যাদি, সুতরাং ফলও আধ্যাত্মিক নহে পার্থিব। প্রাতঃসবন বসুগণের, মাধ্যন্দিন-সবন রুদ্রগণের, তৃতীয় সবন আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের, পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এখানে চতুর্থ সবন মরুদ্গণের ও পঞ্চম সবন সাধ্যগণের উল্লেখ অধিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিশ্বদেবগণের উল্লেখ মধ্যে এ দুইও অন্তর্ভূত, ইহা মনে করা কিছু অযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, এই সকল দেবগণের ভোগকালযাবৎ যজ্ঞানুষ্ঠাতার স্বারাজ্যলাভ এইটি তৎপক্ষে বিশেষ ফল। ভোগকাল যেরূপে নির্ণীত হইয়াছে তাহাতে পুরাণে বর্ণিত সূর্য্যের উদয়াস্তকালের সঙ্গে উপনিষৎপ্রোক্ত কালের ঐক্য হয় না। পুরাণ মতে মেরু-গিরির শিরোদেশে সংলগ্ন সবিতৃচক্রের মেরুপ্রদক্ষিণ কাল তুল্য, যথা—ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোম এই চারিদিকস্থ চারি পুরীর উদয়াস্ত এইরূপে নির্ণীত হয়। যে সময়ে পূর্ব্বদিকে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে উত্তর পূর্ব্ব কোণে তৃতীয় প্রহর, দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে প্রথম প্রহর, দক্ষিণে উদয়। যে সময়ে দক্ষিণে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে পূর্ব্বদিকে অস্ত, দক্ষিণ পূর্ব্বে তৃতীয় প্রহর, দক্ষিণ পশ্চিমে প্রথম প্রহর, পশ্চিমে উদয়। যে সময়ে পশ্চিমে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে দক্ষিণে অস্ত, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তৃতীয় প্রহর, উত্তর পশ্চিম কোণে প্রথম প্রহর, উত্তর দিকে উদয়। যে সময়ে উত্তরে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে পশ্চিমে অস্ত, উত্তর পশ্চিমে তৃতীয় প্রহর, উত্তর পূর্ব্বে প্রথম প্রহর, পূর্ব্বে উদয় *। পুরাণ ও উপনিষৎ এ উভয়ের মতসমাধান করিতে গিয়া ব্যাখ্যাতৃগণ বলিয়াছেন; সবিতার উদয়ও নাই অস্তও নাই, তিনি সকল সময়ে একই ভাবে স্থিত। দ্রষ্টৃগণের দর্শনকালের তারতম্যে উদয়াস্ত প্রতীতি

* উত্তর পূর্ব্ব—ঈশান কোণ; দক্ষিণ পূর্ব্ব—অগ্নি কোণ; উত্তর পশ্চিম—বায়ু কোণ; দক্ষিণ পশ্চিম—নৈঋ্ত কোণ। সূর্য্যের পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর এই চারি দিকে ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোম পুরী, এ সকলেতে পুরাণ মতে উদয়াস্তকাল সমান। যখন ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে তত্রত্য ব্যক্তিগণের নিকটে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে যমপুরী সংযমনীতে তত্রত্য ব্যক্তিগণের নিকট উদয়। সংযমনী পুরীতে যখন মধ্যাহ্ন, তখন বরুণ পুরীতে উদয়। বরুণ পুরীতে যখন মধ্যাহ্ন, তখন সোমপুরীতে উদয়। সোমপুরীতে যখন মধ্যাহ্ন, তখন ইন্দ্রপুরীতে উদয়।

হয়। উপনিষদে যে ভোগকালের দ্বৈগুণ্য বর্ণিত হইয়াছে, উহা সবিতার গতির আধিক্য প্রদর্শন নিমিত্ত নহে, কিন্তু অমরাবতী প্রভৃতি পুরী দৈত্যোপদ্রুত হওয়াতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরীর অপেক্ষা পর পর পুরীতে জনশূন্য হয় এজন্য দ্রষ্টার অভাববশতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা পর পর স্থানে ভোগকালের দ্বৈগুণ্য ঘটে।

অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রনিচয়—এই আটটি বসু। দশ ইন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ রুদ্র। দ্বাদশ মাস—দ্বাদশ আদিত্য। "যে বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা বৎসর ও মাস, মাস ও দিবা, যজ্ঞ ও রাত্রি বিধান করেন তাঁহারা অন্যের অপ্রাপ্য বলে দীপ্যমান হইয়া ব্যাপ্ত হয়েন।" (ঋক্ ৭ম, ৬৬সূ, ১১ঋক্) এতদনুসারে আদিত্যগণ বৎসরাদির কর্ত্তা। এখানে বরুণকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া তন্মুখে আদিত্যগণের উপজীবিকা গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। মরুদ্গণসম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলিয়াছেন "[হে বায়ু] দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষ লোক হইতে নদী সকলের নিমিত্ত তুমি মরুদ্গণকে তোমার সম্মুখীন ভাবে উৎপাদন কর" (ঋক্ ১ম, ১৩৪ সূ, ৪ ঋক)। সুতরাং উপনিষৎ মরুদ্গণকে গণনার ভিতরে না আসিয়া এক বায়ুর উল্লেখে মরুদ্গণকে তদন্তর্ভূত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নিরুক্তকার যে দেবসংখ্যা দিয়াছেন, তাহাতেও এইরূপই দৃষ্ট হয়। উপনিষদের এ অংশে যে মরুদ্গণের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও তদ্রূপে গ্রহণীয়। সাধ্যগণ কে? যাঁহারা অনুষ্ঠান দ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সাধ্য। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন "[ইদানীং দেবত্বপ্রাপ্ত] দেবগণ যজ্ঞ অর্থাৎ মন্থনোৎপন্ন অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন কারণ উহাই প্রথম ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা মাহাত্ম্যযুক্ত হইয়া যে স্বর্গে পূর্ব্বতন সাধ্যদেবগণ আছেন সেই স্বর্গবাসী হইয়াছেন" (ঋক্ ১ম, ১৬৪ সূ, ৫ ঋক)। ব্রাহ্মণ মতে ছন্দোভিমানী আদিত্যগণ এবং অঙ্গিরঃসমূহ সাধ্যদেব। পৌরাণিকগণ মতে "মন, মন্তা, প্রাণ, ভর অপান, বীর্য্যবান্, নির্ম্ময়, নরক, দংশ, নারায়ণ, বৃষ, প্রভু, এতদাখ্যক দ্বাদশটি সাধ্যদেবতা।" পুরাণান্তরে "মন, অনুমন্তা, বিষ্ণু, মনু, নারায়ণ, তপোনিধি, নিমি, হংস, ধর্ম্ম, রিপু, ইহারা সাধ্য বলিয়া উক্ত হয়েন।" 'সাধ্যগণ ব্রহ্ম মুখে অমৃত পান করেন' শ্রুতির এ উক্তি পুরাণপ্রোক্ত মনঃপ্রভৃতি সাধ্যগণ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে ব্রহ্মাবির্ভাব পূর্ণ মনঃপ্রভৃতিকে সাধ্যমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

এই মধুবিজ্ঞানে দেবগণ সহ স্বারাজ্য প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে, এরূপস্থলে ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা কিরূপে বলা যাইতে পারে, এ সংশয়ের নিরসন এই যে, এ বিদ্যায় সবিতারই প্রাধান্য। সবিতা উদয়াস্তবিরহিত, এই জ্ঞান সত্য জ্ঞান। সেই সত্য জ্ঞানে ব্রহ্মসহ অবিরোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কোন বাধা হয় না। সবিতাতে ব্রহ্মদর্শন বৈদান্তিক রীতি, সে রীতির অনুবর্ত্তনে দেবগণসহ একত্বপ্রাপ্তি কিছু অযুক্ত নহে।

২৪। অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশো

হ্যস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলংগুং স এষ কোশো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদংগুং শ্রিতম্‌।

তস্য প্রাচী দিগ্‌জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেব বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদংগুং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদংগুং রুদম্‌।

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা।

স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ তমেব তৎ প্রাপৎসি।

অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেঽন্তরিক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্যইত্যেব তদবোচম্‌।

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্যইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্‌।

অথ যদবোচংগুং স্বঃ প্রপদ্য ইত্যৃগ্বেদং প্রপদ্যে যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্‌। ১—৭।

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংগুংশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্বিংগুংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদংগুং সর্ব্বং বাসয়ন্তি।

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রুয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনংগুং সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি।

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংগুংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনংগুং সবনং চতুশ্চত্বারিংগুংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্‌ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনংগুং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব রুদ্রা এতে হীদং সর্ব্বংগুং রোদয়ন্তি।

তঞ্চেদেতস্মিন বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রুয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং

মে মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাꣳ রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি।

অথ যান্যষ্টচত্বারিꣳশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিꣳশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়ꣳ সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদꣳ সর্ব্বমাদদতে।

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণাআদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি।

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহীদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্র হ যোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ। ১—৭।

স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষা।

অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি।

অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি।

অথ যত্তপোদানমার্জ্জবমহিꣳসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণা।

তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্য তন্মরণমেবাস্যাবভৃথঃ।

তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাঽপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসꣳশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ।

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ। উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরꣳ স্ব পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি। ১—:। ছা, ৩। ৫। ১১—১৭।

'অন্তরিক্ষোদরঃ'—অন্তরিক্ষম্ উদরম্ অন্তঃসুষিরং যস্য সঃ—'ভূমিবুধ্নঃ'—ভূমিঃ বুধ্নঃ মূলং যস্য সঃ—'কোশঃ' 'ন জীর্য্যতি' ন বিনশ্যতি—ত্রৈলোক্যাত্মকত্বাৎ। 'অস্য' কোশস্য 'দিশঃ হি' 'স্রক্তয়ঃ' কোণাঃ 'দ্যৌঃ' 'অস্য' 'উত্তরম্' ঊর্দ্ধং 'বিলম্'। 'স এষ কোশঃ' 'বসুধানঃ' নিখিলসাধনসম্পদাধারঃ। 'তস্মিন্' কোশে 'বিশ্বং' সমস্তম্ 'ইদং' সাধনৈশ্বর্য্যং 'শ্রিতং' স্থিতম্।

'তস্য' কোশস্য 'প্রাচী দিক্' 'জুহূঃ নাম'—জুহ্বতি অস্যাং দিশি কর্ম্মিণঃ প্রাঙ্মুখাঃ সন্তঃ ইতি জুহূ-

নামে; 'সহমানা নাম'—সহন্তে অস্যাং পাপকর্ম্মকলানি যমপুর্য্যাং প্রাণিনঃ ইতি সহমানা—'দক্ষিণা' দিক্; 'রাজ্ঞী নাম'—রাজ্ঞা বরুণেনাধিষ্ঠিতা—'প্রতীচী' পশ্চিমা দিক্; 'সুভূতা নাম'—ভূতিমদ্ভিঃ কুবেরাদিভিরধিষ্ঠিতা—'উদীচী' উত্তরা দিক্। 'তাসাং দিশাং বায়ুঃ বৎসঃ'—পুরোবাতস্যাকারেণ তাভ্য উদ্ভূতত্বাৎ তস্য। 'স যঃ' 'এবম্' 'এতং' বায়ুং' 'দিশাং বৎসং' 'বেদ' 'পুত্ররোদং' পুত্রনিমিত্ত-রোদনং 'ন' 'রোদিতি'। 'সোঽহম্' 'এবম্' 'এতং' 'বায়ুং' 'দিশাং বৎসং' 'বেদ' 'পুত্ররোদং' 'মা রুদম্' —পুত্রনিমিত্তরোদনং মম মাভূৎ।

জপমন্ত্রঃ—'অমুনা অমুনা অমুনা' ইতি ত্রিঃ পুত্রস্য নাম গৃহীত্বা তস্য দীর্ঘায়ুষ্ট্বাকাঙ্ক্ষী জপতি—'অরিষ্টম্' অবিনাশিনং 'কোশং' যথোক্তং 'প্রপদ্যে'; 'অমুনা অমুনা অমুনা প্রাণং প্রপদ্যে'; 'অমুনা অমুনা অমুনা ভূঃ প্রপদ্যে'; 'অমুনা অমুনা অমুনা ভুবঃ প্রপদ্যে'; 'অমুনা অমুনা অমুনা স্বঃ প্রপদ্যে'।

জপস্যার্থং ব্যাচষ্টে—'স' অহং 'প্রাণং প্রপদ্যে ইতি' 'যৎ' 'অবোচং' 'তৎ' তস্মাৎ 'প্রাণঃ বা ইদং' সর্ব্বভূতং যৎ ইদং কিঞ্চ 'তম্ এব' প্রাণং 'প্রাপ সি' প্রপন্নঃ অভূবম্।

'অথ' 'ভূঃ প্রপদ্যে ইতি' 'যৎ' 'অবোচম্' 'তৎ' 'পৃথিবীং প্রপদ্যে' 'অন্তরিক্ষং প্রপদ্যে' 'দিবং প্রপদ্যে' ইতি এব' 'অবোচম্'।

'অথ' 'ভুবঃ প্রপদ্যে ইতি' 'যৎ' 'অবোচম্' 'তৎ' 'অগ্নিং প্রপদ্যে' 'বায়ুং প্রপদ্যে' 'আদিত্যং প্রপদ্যে' ইতি এব' 'অবোচম্'।

'অথ' 'স্বঃ প্রপদ্যে ইতি' 'যৎ' 'অবোচম্' 'ঋগ্বেদং প্রপদ্যে' 'যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে' 'সামবেদং প্রপদ্যে' 'ইতি এব' 'তৎ অবোচম্' 'তদবোচম্'—দ্বিরভ্যাসঃ আদরার্থঃ। ১৫।

'পুরুষঃ বাব যজ্ঞঃ'। 'তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনম্'। 'গায়ত্রী' 'চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা'। 'তৎ' তত্র পুরুষযজ্ঞে 'গায়ত্রং' গায়ত্রীচ্ছন্দস্কং স্তোত্রাদি 'প্রাতঃসবনম্'। 'অস্য' পুরুষযজ্ঞস্য 'বসবঃ' দেবাঃ 'অন্বায়ত্তাঃ' অনুগতাঃ 'প্রাণাঃ বাব বসবঃ'। কথম্? 'এতে' প্রাণাঃ 'হি' 'ইদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি'—তেষু দেহে বসৎসু সর্ব্বমিদং বসতি নান্যথা।

'এতস্মিন্ বয়সি' 'তং চেৎ' 'কিঞ্চিৎ' রোগাদি 'উপতপেৎ' 'স ব্রূয়াৎ' ইমং মন্ত্রং—হে 'প্রাণাঃ বসবঃ, ইদং মে প্রাতঃ সবনং মাধ্যন্দিনং সবনম্ অনুসন্তনুত ইতি'—এতৎ প্রাতঃসবনং মাধ্যাহ্নিকসবনেন একীভূতং কুরুত ইতি। 'অহং' 'যজ্ঞঃ'—যজ্ঞভূতোঽহম্। 'প্রাণানাং বসূনাং' প্রাতঃসবনেশানাং 'মধ্যে' 'মা' 'বিলোপ্সীয়' মা বিলুপোয়ম্ 'ইতি' 'ততঃ' উপতাপাৎ 'এব' 'উৎ' 'এতি' উদ্গচ্ছতি। উদ্গতঃ সন্ 'অগদঃ' অনুপতাপঃ 'হ' 'ভবতি'।

'অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষাণি তৎ মাধ্যন্দিনং সবনম্'। 'চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্'। 'তৎ' তত্র যজ্ঞে 'ত্রৈষ্টুভং' ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দস্ক স্তোত্রাদি 'মাধ্যন্দিনং সবনম্' 'অস্য' যজ্ঞস্য 'রুদ্রাঃ' দেবাঃ 'অন্বায়ত্তাঃ'। 'প্রাণাঃ বাব রুদ্রাঃ'। কথম্? 'এতে' প্রাণাঃ 'হি' 'ইদং সর্ব্বং রোদয়ন্তি' তদ্বিচ্ছেদে রোদনাৎ।

'তস্মিন্ বয়সি' 'তং চেৎ' 'কিঞ্চিৎ' রোগাদি 'উপতপেৎ' 'স ব্রূয়াৎ'—হে 'প্রাণাঃ রুদ্রাঃ' 'ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনম্ অনুসন্তনুত ইতি' 'অহং যজ্ঞঃ প্রাণানাং রুদ্রাণাং মধ্যে 'মা' 'বিলোপ্সীয়' ইতি' 'এব' 'হ' 'উদেতি' উদ্গতঃ সন্ 'অগদঃ হ' ভবতি।

'অথ যানি অষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তৎ তৃতীয়ং সবনম্' 'অষ্টচত্বারিংশদক্ষরা জগতী। 'তৎ' তত্র 'জাগতং' জগতীচ্ছন্দস্কং স্তোত্রাদি 'তৃতীয়ং সবনম্'। 'অস্য' যজ্ঞস্য 'আদিত্যাঃ' দেবাঃ 'অন্বায়ত্তাঃ'। প্রাণাঃ বাব, আদিত্যাঃ। কথম্? 'এতে' প্রাণাঃ 'হি' ইদং সর্ব্বং শব্দাদিজাতম্ 'আদদতে'।

'এতস্মিন্ বয়সি' 'তং চেৎ' 'কিঞ্চিৎ রোগাদি' 'উপতপেৎ' 'স ব্রূয়াৎ'—হে 'প্রাণাঃ আদিত্যাঃ' ইদং মে তৃতীয়সবনম্ 'আয়ুঃ'—ষোড়শোত্তরবর্ষশতম—অনুসন্তনুত 'ইতি' 'অহং' 'যজ্ঞঃ' 'প্রাণানাম্ আদিত্যানাম্ মধ্যে' 'মা বিলোপ্সীয় ইতি' 'ততঃ' উপতাপাৎ 'হ এব' 'উদেতি'। উদ্গতঃ সন্ 'অগদঃ হ এব ভবতি'।

'এতৎ' যজ্ঞদর্শনং 'হ স্ম বৈ' কিল নিশ্চিতফলম্। 'তৎ' তস্মাৎ বিদ্বান্ 'ঐতরেয়ঃ' ইতরায়াঃ অপত্যং 'মহীদাসঃ' 'আহ'—'স' ত্বং রোগঃ 'কিম্' কস্মাৎ 'মে' মম 'এতৎ' উপতপনম্ 'উপতপসি' 'যঃ অহম্' 'অনেন' উপতাপেন 'ন প্রেষ্যামি' ন মরিষ্যামি 'ইতি'। 'স হ' 'ষোড়শং বর্ষশতং' ষোড়শোত্তরবর্ষশতম্ 'অজীবৎ' 'যঃ এবং বেদ' স 'হ' 'ষোড়শং বর্ষশতং' 'প্রজীবতি'। ১—৭।

'স' যজ্ঞরূপী পুরুষঃ 'যৎ' 'অশিশিষতি' অশিতুম্ ইচ্ছতি 'যৎ' 'পিপাসতি' পাতুম্ ইচ্ছতি 'যৎ ন রমতে' ন সুখম্ অনুভবতি 'তা' তানি 'অস্য' 'দীক্ষা'—দুঃখরূপত্বাৎ তস্যাঃ।

'অথ যৎ অশ্নাতি, যৎ পিবতি, যৎ রমতে' 'তৎ' 'উপসদৈঃ'—আভাজনীযদিনাবসানসূচনাৎ মিতভোজনাদিভিঃ সুখকরৈঃ—'এতি' সমতাম্ প্রাপ্নোতি।

'অথ যৎ হসতি' 'যৎ' 'জক্ষতি' ভক্ষয়তি 'যৎ মৈথুনং চরতি' 'তৎ' 'স্তুতশস্ত্রৈঃ'—তত্র তত্র শব্দবত্ত্বমত্রাপি তথেতি—সমানত্বম্ 'এতি'।

'অথ যৎ তপঃ দানম্' 'আর্জ্জবম্' ঋজুত্বম্ 'অহিংসা' 'সত্যবচনং ইতি' 'তা' অস্য দক্ষিণা'—ধর্ম্মপুষ্টিকরণত্বসামান্যাৎ।

'তস্মাৎ' 'পুনঃ' 'অস্য' পুরুষস্য 'উৎপাদনম্' জন্ম 'এব' 'সোষ্যতি অসোষ্ট' 'ইতি'—জন্মপক্ষে ষূঙ্ প্রাণিপ্রসবে যজ্ঞপক্ষে ষুঞ্ অভিষবে ধাতুরূপৈক্যাম্। 'অস্য' পুরুষস্য 'তৎ মরণং' 'অবভৃথঃ'—সমাপকাৎ।

'হ' কিল 'তৎ' 'এতৎ' দর্শনং নামতঃ 'ঘোরঃ' গোত্রতঃ 'আঙ্গিরসঃ' 'কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়' 'উক্ত্বা'—ব্যবহিতম্ "এতৎ ত্রয়ম্" ইত্যাদি—'উবাচ'। 'স' কৃষ্ণঃ 'অপিপাসঃ' বিদ্যান্তরস্পৃহাশূন্যঃ 'এব' 'বভূব'। ব্যবহিতমুপস্থাপ্যতে—'স' যজ্ঞবিৎ 'অন্তবেলায়াং' মরণকালে 'এতৎত্রয়ং' মন্ত্রত্রয়ং 'প্রতিপদ্যেত' জপেত 'অক্ষিতম্' 'অক্ষিতম্' অক্ষীণম্ 'অসি' 'অচ্যুতং' স্বরূপাৎ অবিচ্যুতম্ 'অসি' 'প্রাণসংশিতম্'—প্রাণস্য সংশিতং সম্যক্ তনূকৃতং চ সূক্ষ্মং তত্ত্বম্—'অসি' 'ইতি'। 'তত্র' তস্মিন্নর্থে 'এতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ' :—

'ইৎ'—অনর্থকঃ। 'তমসঃ পরি' তমসঃ পরস্তাৎ 'দেবত্রা' দেবেষু 'উত্তরম্' উৎকৃষ্টতমং 'দেবং' দ্যোতনশীলং 'সূর্য্যম্' 'আৎ'—আ সম্যক্ তকারোঽনুবন্ধঃ—'পশ্যন্তঃ' সন্তঃ 'উত্তরং' তদুত্তরং 'প্রত্নস্য' চিরন্তনস্য 'রেতসঃ' বীজভূতস্য কারণস্য 'জ্যোতিঃ' চিচ্ছক্তিং বয়ং 'উৎপশ্যন্তঃ' 'স্ম'। তেন কিমভবৎ ? 'উত্তমং' 'জ্যোতিঃ' জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্ম 'অগন্ম' অগমাম প্রাপ্তবন্তঃ স্ম চিরজীবনায়—ক্রিয়াপ্রবন্ধে লুঙ্। দ্বিরভ্যাসো যজ্ঞকল্পনা পরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

অন্তরীক্ষ ইহার উদর, ভূমি ইহার মূল, দিক্ সকল ইহার কোণ, দিব্যলোক ইহার ঊর্দ্ধগত রন্ধ্র, এ কোশ কখন জীর্ণ হয় না। এই কোশ নিখিল সম্পদের আধার। তাহাতেই এ সমস্ত স্থিতি করিতেছে।

এই কোশের পূর্ব্বদিকের নাম জুহূ, দক্ষিণদিকের নাম সহমানা,

পশ্চিমদিকের নাম রাজ্ঞী, উত্তরদিকের নাম সুভূতা। সেই দিক্ সকলের বৎস—বায়ু। যে ব্যক্তি এই বায়ুকে দিক্ সকলের বৎস বলিয়া জানে তাহাকে পুত্রের নিমিত্ত রোদন-করিতে হয় না। আমি এই বায়ুকে দিক্ সকলের বৎস বলিয়া জানি, আমার পুত্রের নিমিত্ত রোদন-করিতে হইবে না।

অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে অবিনাশী লোকের আশ্রয় লইতেছি। অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে প্রাণের আশ্রয় লইতেছি। অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে ভূ লোকের আশ্রয় লইতেছি। অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে ভুবোলোকের আশ্রয় লইতেছি। অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে স্বর্লোকের আশ্রয় লইতেছি।

আমি যে বলিলাম, আমি প্রাণের আশ্রয় লইতেছি, তাহাতে [এই বুঝাইল]—এ যাহা কিছু সকলই প্রাণ। সেই প্রাণের আশ্রয় লইলাম।

আমি যে বলিলাম, ভূলোকের আমি আশ্রয় লইতেছি, তাহাতে এই বুঝাইল আমি পৃথিবীর আশ্রয় লইলাম অন্তরীক্ষের আশ্রয় লইলাম দ্যুলোকের আশ্রয় লইলাম।

আমি যে বলিলাম ভুবোলোকের আশ্রয় লইলাম, তাহাতে এই বলিলাম আমি অগ্নির আশ্রয় লইলাম, বায়ুর আশ্রয় লইলাম আদিত্যের আশ্রয় লইলাম।

আমি যে বলিলাম আমি স্বর্লোকের আশ্রয় লইতেছি তাহাতে এই বলিলাম, আমি ঋগ্বেদের আশ্রয় লইলাম, যজুর্ব্বেদের আশ্রয় লইলাম, সামবেদের আশ্রয় লইলাম। ১—৭।

পুরুষই যজ্ঞ, তাহার যে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ, সেইটি প্রাতঃসবন। গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর; গায়ত্রীছন্দের স্তোত্রাদি প্রাতঃসবন। বসুগণ এই পুরুষযজ্ঞের অনুগত দেবতা। প্রাণগুলিই বসু, ইহারাই এ সকলকে বসতি দেয়।

সে ব্যক্তিকে এই বয়সে যদি কিছু সন্তপ্ত করে, তাহা হইলে সে বলিবে—'হে প্রাণ বসুগণ, এই আমার প্রাতঃসবনকে মাধ্যাহ্নিক সবনের সঙ্গে একীভূত কর। আমি যজ্ঞ, প্রাণ ও বসুগণের মধ্যে

যেন আমি বিলুপ্ত না হই।' এই কথায় সে সে তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নীরোগ হয়।

অনন্তর যে চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষ সেইটি মাধ্যন্দিন সবন। ত্রিষ্টুপ্ চতুশ্চত্বারিংশৎ অক্ষর। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের স্তোত্রাদি মাধ্যন্দিন সবন। রুদ্রগণ এই পুরুষযজ্ঞের অনুগত দেবতা। প্রাণগুলিই রুদ্র। ইহারাই এ সকলকে রোদন করায়।

সে ব্যক্তিকে এই বয়সে যদি কিছু সন্তপ্ত করে, তাহা হইলে সে বলিবে, প্রাণগণ রুদ্র, এই আমার মাধ্যন্দিন সবনকে তৃতীয় সবনের সঙ্গে একীভূত কর। আমি যজ্ঞ, প্রাণ ও রুদ্রগণের মধ্যে যেন আমি বিলুপ্ত না হই। এই কথায় সে সে তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নীরোগ হয়।

অনন্তর যে অষ্ট চত্বারিংশদ্বর্ষ সেইটি তৃতীয় সবন। জগতীচ্ছন্দ অষ্ট চত্বারিংশদক্ষর, জগতীছন্দের তৃতীয় সবন। আদিত্যগণ এই পুরুষযজ্ঞের অনুগত দেবতা। প্রাণগুলিই আদিত্য। ইহারাই এ সকলকে আদান করে।

সে ব্যক্তিকে এই বয়সে যদি কিছু সন্তপ্ত করে, তাহা হইলে সে বলিবে প্রাণগণ আদিত্য, এই আমার তৃতীয় সবনকে আয়ুর সঙ্গে একীভূত কর। আমি যজ্ঞ, প্রাণ ও আদিত্যগণের মধ্যে যেন আমি বিলুপ্ত না হই। এই কথায় সে সে তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নীরোগ হয়।

এই যজ্ঞদর্শন নিশ্চিতফল। সেই জন্য ঐতরেয় মহীদাস বলিয়াছিলেন, সেই তুমি কি আমায় সন্তপ্ত করিতেছ, এ উপতাপে যে আমি মরিব না। এ কথা বলাতে তিনি ষোড়শাধিক বর্ষশত জীবিত ছিলেন। যে ব্যক্তি এরূপ জানে সে ষোড়শাধিক বর্ষশত জীবিত থাকে। ১—৭।

সেই পুরুষ যাহা ভোজন-করিতে ইচ্ছা করে, যাহা পান-করিতে ইচ্ছা করে, যাহা ভাল না লাগে, সেইগুলি ইহার দীক্ষা।

অনন্তর সে যাহা ভোজন-করে, সে যাহা পান-করে, সে যাহাতে

সুখ পায় সেইটি উপসদের [অভোজনান্তে অল্প ভোজনের] সমান হয়।

অনন্তর সে যে হাসে, সে যে ভোজন করে, সে যে মৈথুনাচরণ করে উহা স্তুত শস্ত্রেরই (স্তোত্রেরই) সমান হয়।

অনন্তর তপ, দান, ঋজুতা, অহিংসা ও সত্যবচন, এ গুলি ইহার দক্ষিণা। সে জন্যই এই পুরুষের জন্মকে—জন্ম ও যজ্ঞবাচক একই ধাতুনিষ্পন্ন (সোষ্যতি, অসোষ্ট) শব্দে—[পণ্ডিতেরা] আখ্যাত করিয়া থাকেন। মরণই এই পুরুষের অবভৃত।

সেই যজ্ঞবিৎ অন্তকালে এই তিনটি (মন্ত্র) আশ্রয় করিবেক--তুমি অক্ষীণ হও, তুমি অবিচ্যুত হও, তুমি প্রাণের সূক্ষ্মাংশ হও। অঙ্গিরস-গোত্রোৎপন্ন ঘোর ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এইটি বলিয়া উপরি উক্ত দর্শন বলিয়াছিলেন ; কৃষ্ণও বিদ্যান্তরস্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে এই দুইটী ঋক্ :—

অন্ধকারের অতীত, দেবগণমধ্যে উৎকৃষ্টতর, দ্যোতনশীল সূর্য্যকে সম্যক্ দর্শনপূর্ব্বক তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিরন্তন বীজের জ্যোতি আমরা দেখিয়াছি। উত্তম জ্যোতি (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভাব—যশ, আয়ু, বল ইত্যাদির অভিলাষ উপনিষদের সময়ে নিবৃত্ত হয় নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, এখানেও দেখিতেছি। এ সকলের সঙ্গে যে ব্রহ্মজ্ঞান মিশাইয়া বেদান্তসম্মত নূতন গতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও এস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বিশেষ কথা অধ্যায় প্রপূর্ত্তিতে দ্রষ্টব্য।

২? —

জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক আস স হ সর্ব্বতঃ আবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্ব্বত এব মে ঽৎস্যন্তীতি। ১।

অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবং হংসোহংসমভ্যুবাদ হো হোয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীস্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষী-রিতি। ২।

তমুহ পরঃ প্রত্যুবাচ কম্বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং স যুগ্বা রৈক্ক ইতি। ৩।

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি। ৪।

তদুহ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণউপশুশ্রাব স হ সঞ্জিহান এব ক্ষত্তারমুবোচাঙ্গারে হ সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি। ৫।

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি। ৬।

স হ ক্ষত্তাহন্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় তংহোবাচ যত্রারে ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা তদেনমর্চ্ছেতি। ৭।

সোহধস্তাচ্ছকটস্য পামানং কষমাণমুপোপবিবেশ তংহাভ্যুপবাদ ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বা রৈক ইত্যহংহ্যরাংইতি হ প্রতিজজ্ঞে স হ ক্ষত্তাহবিদমিতি প্রত্যেয়ায়। ৮। ১।

তদুহ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্‌শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যুবাদ। ১।

রৈক্কেমানি ষট্‌শতানি গবাময়ং নিষ্কোহয়মশ্বতরীরথোনু ম এতাং ভগবো দেব তাং শাধি যাং দেবতামুপাস্য ইতি। ২।

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারে ত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি তদুহ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রাম। ৩।

তংহ হাভ্যুবাদ রৈক্কেদংং সহস্রং গবাময়ং নিষ্কোহয়মশ্বতরীরথ ইয়ং জায়াহয়ং গ্রামো যস্মিন্নাসসেহন্বেব মা ভগবঃ শাধীতি। ৪।

তস্যা হ মুখমুপোদ্‌গৃহ্নন্নুবাচাজহারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস স তস্মৈ হোবাচ। ৫। ২।

বায়ুর্বাব সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্য্যোহস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা চন্দ্রোহস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি।

যদাপ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপিয়ন্তি বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইত্যধিদৈবতম্।

অথাধ্যাত্মম্। প্রাণো বাব সংবর্গঃ স যদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণংং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণোহ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি।

তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু।

অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উ হ ন দদতুঃ।

স হোবাচ—মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনস্য গোপাঃ তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্ত্যা অভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তং, যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি।

তদু হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ প্রত্যেয়ায়াহ দেবানাং জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোঽনসুরির্মহান্তমস্য মহিমানমাহুরনদ্যমানো যদনন্নমত্তীতি বৈ বয়ং ব্রহ্মচারিন্নেদমুপাস্মহে দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি।

তস্মা উ হ দদুস্তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ কৃতং তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশ কৃতং সৈষা বিরাড়ন্নাদী তয়েদং সর্ব্বং দৃষ্টং সর্ব্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ। ছা, ৪। ৬। ৩। ১—৮।

'হ' ঐতিহ্যে। 'জানশ্রুতিঃ' জনশ্রুতস্যাপত্যং 'পৌত্রায়ণঃ' পুত্রস্য পৌত্রঃ 'শ্রদ্ধাদেয়ঃ' শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অস্যেতি শ্রদ্ধয়া দানশীলঃ 'বহুদায়ী' বহু প্রভূতং দাতুং শীলমস্যেতি। 'বহুপাকঃ' বহু পক্তব্যম্ অহন্যহনি গৃহে যস্য—অস্য গৃহে ভোজনার্থিভ্যঃ বহু অন্নং পচ্যতে ইত্যর্থঃ—'আস' বভূব।

'স হ' 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বাসু দিক্ষু 'আবসথান্' অভ্যাগতবাসগৃহান্ 'মাপয়াঞ্চক্রে' কারিতবান্। কথম্? 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বদিগ্‌ভ্যঃ 'এব' 'মে' মম 'অংস্যন্তি' অন্নং ভোক্ষ্যন্তে অভ্যাগতা 'ইতি'।

'অথ হ' কিল 'হংসাঃ' 'নিশায়াং' রজন্যাং 'অভিপেতুঃ' পতিতবন্তঃ জানশ্রুতের্দর্শনগোচরে। 'তৎ' তস্মিন্ কালে 'হ' 'হংসং' 'হংসঃ' 'এবং' 'সমভ্যুবাদ' অভ্যুক্তবান্ 'হো হোয়ি' ভো ভো 'ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ' —ভল্লবৎ অক্ষিণী যস্য স ত্বম্—'দিবা' দ্যুলোকেন 'সমং' তুল্যং জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য 'জ্যোতিঃ' অন্নদানাদিজনিতপ্রভাস্বরম্—'আততং' ব্যাপ্তম্ 'তৎ' তত্র 'মা প্রসাঙ্ক্ষীঃ' প্রসক্তিং তেন জ্যোতিষা সম্বন্ধং মা কার্ষীঃ। কথম্? 'তৎ' জ্যোতিঃ 'ত্বা' ত্বাং 'মা প্রধাক্ষীঃ'—পুরুষব্যত্যয়েন—মা দহতু।

'পরঃ' অপরঃ 'উ' পুনঃ 'হ' কিল 'প্রত্যুবাচ'—'কম্বরে'—অনাদরে—কম্ উ অরে 'এনং' জানশ্রুতিম্—অযোগ্যমিতি যাবৎ—'সন্তং' সাধুগুণযুক্তং 'সযুগ্বানং'—যুগং বহতীতি যুগ্যঃ বলীবর্দ্দঃ অশ্বো বা অস্যাস্তীতি যুগ্যঃ শকটঃ তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সযুগ্বানং—শকটিনং—'রৈক্কম্' 'ইব' 'এতৎ' বচনং গুণবর্ণনযোগ্যম্—'আত্থ ইতি'। প্রথম আহ—'যঃ নু' ত্বয়া উচ্যতে 'কথং স যুগ্বা রৈক্কঃ ইতি'।

'যথা' 'কৃতায়বিজিতায়'—'কৃতঃ' নাম্না উল্লিখিতঃ 'অয়ঃ' দ্যূতসময়ে প্রসিদ্ধঃ চতুরঙ্কঃ স 'বিজিতঃ' যেন তস্মৈ 'অধরেয়াঃ' ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কাঃ 'সংযন্তি' সঙ্গচ্ছন্তে অন্তর্ভবন্তি 'এবম্' 'এনম্' রৈক্কং 'সর্ব্বং তৎ' 'অভিসমেতি' অন্তর্ভবতি 'যৎকিঞ্চ প্রজাঃ' 'সাধু কুর্ব্বন্তি' 'স' রৈক্কঃ 'যৎ' 'বেদ' 'যঃ তৎ বেদ'—তমপি সর্ব্বং সমেতীতি শেষঃ। 'এতৎ' বিজ্ঞানম্ 'স' রৈক্কঃ 'ময়া' 'উক্ত' 'ইতি'।

'তৎ' হংসবাক্যম্ 'উ' পুনঃ 'হ' কিল 'জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ' 'উপশুশ্রাব' শ্রুতবান্। 'স' জানশ্রুতিঃ 'হ' 'সঞ্জিহানঃ' শয্যাং পরিত্যজন্ 'এব' 'ক্ষত্তারং' দ্বারপালং সারথিং বা 'উবাচ'—'অঙ্গ' ক্ষিপ্রম 'অরে' অহো দ্বারপাল 'হ' 'সযুগ্বানম্ ইব' তল্লক্ষণেন লক্ষিতং 'রৈক্কম্' 'আত্থ' মদভিপ্রায়ং জ্ঞাপয় 'ইতি'। দ্বারপাল আহ—'যঃ' 'নু'—বিতর্কে 'সযুগ্বা রৈক্কঃ' 'কথং' স 'ইতি'।

জানশ্রুতির্ইঃ সবাক্যং তৎসন্নিধৌ যাচয়তি—‘যথাকৃতায়বিজিতায়’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

‘স’ ‘ক্ষত্তা’ ‘হ’ অন্বিষ্য ‘ন অবিদং’ ন বাজ্ঞাসিষং নাহং জ্ঞাতবান্ ‘ইতি’ ‘প্রত্যেয়ায়’ প্রত্যাগতবান্। ‘তং’ ক্ষত্তারং জানশ্রুতিঃ ‘পুনঃ’ ‘উবাচ’—‘অরে’ ‘যত্র’ অরণ্যনদীতটাদৌ ‘ব্রাহ্মণস্য’ ব্রহ্মবিদঃ ‘অন্বেষণা’ অনুমার্গণা ‘তৎ’ তত্র ‘এনং’ রৈক্কম্ ‘অর্চ্ছ’ গচ্ছ মার্গণায়।

‘স’ ক্ষত্তা ‘শকটস্য’ ‘অধস্তাৎ’ ‘পামানং’—“সূক্ষ্মা বহ্বাঃ পীড়কাঃ স্রাববত্যঃ পামেত্যুক্তাঃ কণ্ডূমত্যাঃ সদাহাঃ” ইতি লক্ষণাক্রান্তং চর্ম্মরোগবিশেষং ‘কষমাণং’ কণ্ডূয়মানং রৈক্কম্ ‘উপ’ সমীপে দৃষ্ট্বা ‘উপবিবেশ’ উপবিষ্টবান্। ‘তং’ রৈক্কং ‘হ’ স ‘অভ্যুবাদ’ উক্তবান্—হে ‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘ত্বং নু’ ‘সযুগ্বা রৈক্ক ইতি’ ‘অহং হি’ ‘অরা’ অরে ‘ইতি’। ‘হ’ পুনঃ ‘স’ ‘প্রতিজজ্ঞে’ দার্ঢ্যেন জ্ঞাপিতবান্।

‘স হ ক্ষত্তা’ ‘অবিদম্’ জ্ঞাতবান্ অহম্ ‘ইতি’ ‘প্রত্যেয়ায়’ প্রত্যাগতবান্।

‘তৎ’ তত্র বিদিততত্ত্বে ‘উ হ’ পুনরেব ‘জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ’ ‘গবাং’ ‘ষট্শতানি’ ‘নিষ্কং’ কণ্ঠহারম্ ‘অশ্বতরীরথম্,’ অশ্বতরীভ্যাং যুক্তরথম্ ‘আদায়’ ‘তৎ’ তদা ‘প্রতিচক্রমে’ রৈক্কং প্রতি গতবান্। ‘তং’ রৈক্কং ‘হ’ ‘অভ্যুবাদ’ অভ্যুক্তবান্।

হে ‘রৈক্ক’ ‘ইমানি’ ‘গবাং’ ‘ষট্শতানি’ ‘অয়ং নিষ্কঃ’ ‘অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ’ বিদ্যানিষ্ক্রয় ইতি শেষঃ। হে ‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘যাং দেবতাং’ ত্বং ‘উপাস্সে’ তাং ‘এতাম্’ ‘দেবতাং’ ‘মে’ মহ্যম্ ‘অনুশাধি’।

‘তং’ জানশ্রুতিম্ ‘উ হ’ ‘পরঃ’ রৈক্কঃ ‘প্রত্যুবাচ’ ‘অহ’ অরে—বিনিগ্রহে—‘শূদ্র’ শোচনীয় (১।৩।৩৪) হংসমুখাৎ তৎ কীর্ত্তিশ্রবণেন জাতের্ষ্যাৎ, ‘গোভিঃ’ ‘সহ’ ‘হারেত্বা’ হারেণ সহ ইত্বা গত্রী গত্রীরথঃ ‘তব এব’ ‘অস্তু’ ‘ইতি’। ‘তৎ’ তস্মাৎ গবাদিপ্রত্যাখ্যানাৎ ‘উ হ’ ‘পুনঃ এব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ’ ‘গবাং’ ‘সহস্রং’ ‘নিষ্কম্’ ‘অশ্বতরীরথং’ ‘দুহিতরম্’ ‘আদায়’ ‘তৎ’ তদা ‘প্রতিচক্রাম’।

‘তং’ রৈক্কং ‘হ’ জানশ্রুতিঃ ‘অভ্যুবাদ’ হে ‘রৈক্ক’ ‘ইদং’ ‘গবাং’ ‘সহস্রং’ ‘অয়ং নিষ্কঃ’ ‘অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ’ ‘ইয়ং জায়া’ ‘যস্মিন্’ ত্বম্ ‘আস্সে’ তিষ্ঠসি সো ‘অয়ং গ্রামঃ’ বিদ্যানিষ্ক্রয় ইতি শেষঃ। হে ‘ভগবঃ’ ভগবন্, ‘মা’ মাম্ ‘অনুশাধি’ ‘এব’।

‘তস্যাঃ’ জানশ্রুতেঃ দুহিতুঃ ‘হ’ ‘মুখম্’ ‘উপোদ্গৃহ্নন্’ করেণাকৃষ্য উন্নময়ন্ ‘উবাচ’—‘ইমাঃ’ গাবঃ ‘আজহার’ আহৃতবান্ সম্পদভিমানবশাদিতি ভাবঃ। হে ‘শূদ্র’ ‘অনেন এব’ ত্বদ্দুহিতুঃ ‘মুখেন’—অভিমানাদিলক্ষণশূন্যেন—‘আলাপয়িষ্যথাঃ’ আলাপং কুর্ব্বীথাঃ—তৎসদৃশবিনয়াবনতঃ সন্নিতি ভাবঃ। অতএবাহ মহর্ষিদ্বৈপায়নঃ জনকনিবাসায় গমনোদ্যতং স্বতনয়ং শুকম্—

“উক্তশ্চ মানুষেণ ত্বং পথা গচ্ছেত্যবিস্মিতঃ।
ন প্রভাবেণ গন্তব্যমন্তরীক্ষচরেণ বৈ॥
আর্জ্জবেনৈব গন্তব্যং ন সুখান্বেষণা তথা।
নান্বেষ্টব্যা বিশেষাস্তু বিশেষা হি প্রসঙ্গিনঃ॥
অহঙ্কারো ন কর্ত্তব্যো যাজ্যে তস্মিন্ নরাধিপে।
স্থাতব্যঞ্চ বশে তস্য স তে ছেৎস্যতি সংশয়ম্॥”

শান্তি ৩২৫অ, ৮—১০ শ্লো।

‘মহাবৃক্ষেষু’ দেশেষু ‘যত্র’ স ‘উবাস’ ‘তে হ এতে রৈক্কপর্ণাঃ নাম’ ‘অস্মৈ’ রৈক্কায় স তান্ অদাৎ ইতি শেষঃ। ‘স’ রৈক্কঃ ‘হ’ ‘তস্মৈ’ জানশ্রুতয়ে জাতনিরভিমানায় ‘উবাচ’।

'বায়ুঃ' 'বাব' এব 'সংবর্গঃ'—সংবর্জনাৎ সংগ্রহণাৎ সংগ্রসনাৎ বা সংবর্গঃ—বক্ষ্যমাণানাম্ অগ্ন্যাদীনাম্ আত্মভাবাপাদনাৎ ব্রহ্মগুণসম্পন্নঃ। তদর্শয়তি—'যদা' যস্মিন্ কালে 'বৈ' 'অগ্নিঃ' 'উদ্বায়তি' উপশাম্যতি, তদা 'বায়ুম্' এব 'অপ্যেতি' তৎস্বাভাব্যম্ অপিগচ্ছতি। 'যদা সূর্য্যঃ অস্তম্ এতি' তদা 'বায়ুম্ এব অপ্যেতি' যদা চন্দ্রঃ অস্তম্ এতি' তদা 'বায়ুম্ এব অপ্যেতি'।

'যদা আপ উচ্ছুষ্যন্তি' তদা 'বায়ুম্ এব অপিয়ন্তি'। 'বায়ুঃ হি এব এতান্ সর্ব্বান্' অগ্ন্যাদীন্ 'সংবৃঙ্‌ক্তে' সংবৃণক্তি আত্মসাৎ করোতি। 'ইত্যধিদৈবতম্'।

'অথাধ্যাত্মম্'। 'প্রাণঃ' মুখ্য 'বাব' এব 'সংবর্গঃ'। কথম্? 'স' 'পুরুষঃ' 'যদা' 'স্বপিতি' প্রাণেন একীভূয় তিষ্ঠতি—"এতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম" (৫৭ পৃ)—তদা 'প্রাণম্ এব' 'বাক্' অপ্যেতি, 'প্রাণঃ হি এব এতান্ সর্ব্বান্' 'সংবৃঙ্‌ক্তে' সংবৃণক্তি আত্মভাবমাপাদয়তি।

'তৌ বৈ এতৌ দ্বৌ' বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ 'সংবর্গৌ'। 'বায়ুঃ এব দেবেষু' সংবর্গঃ, 'প্রাণঃ' মুখ্যঃ 'প্রাণেষু' বাগাদিষু সংবর্গঃ।

'অথ'—বায়োঃ প্রাণস্য চ স্তুত্যর্থমাখ্যায়িকাঽঽরভ্যতে। 'হ'—ঐতিহ্যে। 'শৌনকং চ' শুনকস্যাপত্যং 'কাপেয়ং' কপিগোত্রং, 'কাক্ষসেনিঃ' কক্ষসেনাস্যাপত্যং 'অভিপ্রতারিণং চ' ভোজনায় উপবিষ্টৌ সূপকারৈঃ 'পরিবিষ্যমাণৌ' 'ব্রহ্মচারী' 'বিভিক্ষে' 'ভিক্ষিতবান্'। 'তস্মৈ' ব্রহ্মচারিণে 'উ হ' 'ন' তৌ 'দদতুঃ' ভিক্ষাং ন দত্তবন্তৌ।

'স' ব্রহ্মচারী 'হ' 'উবাচ'—'ভুবনস্য' ভূরাদিলোকস্য 'গোপাঃ' রক্ষিতা 'কঃ স' 'একঃ' 'দেবঃ' যঃ 'চতুরঃ' 'মহাত্মনঃ' অগ্ন্যাদীন্ বাগাদীন্ চ 'জগার' গ্রসিতবান্। হে 'কাপেয়' হে 'অভিপ্রতারিন্' 'বহুধা বসন্তং' 'তং' 'মর্ত্ত্যাঃ' 'ন অভিপশ্যন্তি' ন জানন্তি। 'যস্মৈ' দেবায় 'বৈ' 'এতৎ অন্নম্' 'তস্মৈ' দেবায় 'এতৎ' অন্নং 'ন দত্তম্' 'ইতি'।

'তৎ' ব্রহ্মচারিবচনম্ 'উ হ' 'প্রতিমন্বানঃ' মনসা আলোচয়ন্ 'শৌনকঃ কাপেয়ঃ' ব্রহ্মচারিণং 'প্রত্যেয়ায়' আজগাম। আগত্য—'আহ' 'দেবানাম্' 'অগ্ন্যাদীনাং বায়ুরূপেণ গ্রসনানন্তরং পুনরুৎপত্তৌ 'জনিতা' উৎপাদয়িতা, বাগাদীনাং 'প্রজানাং' স্থাবরজঙ্গমানাঞ্চ প্রাণরূপেণ গ্রসনানন্তরং পুনরুৎপত্তৌ 'জনিতা' উৎপাদয়িতা। স একঃ দেবঃ 'হিরণ্যদংষ্ট্রঃ' অমৃতদংষ্ট্রঃ 'বভসঃ' ভক্ষণশীলঃ 'অনসূরিঃ' ন অশুচিঃ সূরিরেবেত্যর্থঃ। 'অস্য' দেবস্য 'মহান্তং' 'মহিমানম্' 'আহুঃ' 'ব্রহ্মবিদঃ'। স্বয়ম্ অন্যৈঃ 'অনদ্যমানঃ' অভক্ষ্যমাণঃ 'অনন্নম্' অগ্নিবাগাদিদেবতারূপম্ 'অত্তি' আত্মসাৎকরোতি 'ইতি' 'বৈ' এতল্লক্ষণম্ এব 'যৎ' তৎ হে 'ব্রহ্মচারিন্' আ সম্যক্ 'ইদং' সর্ব্বান্তর্ভাবকং ব্রহ্ম 'বয়ং' 'উপাস্মহে'। 'অস্মৈ' ব্রহ্মচারিণে 'ভিক্ষাং দত্ত' হে ভৃত্যাঃ 'ইতি'।

'তস্মৈ' ব্রহ্মচারিণে 'উ হ' 'দদুঃ' ভিক্ষাম্। 'তে বৈ এতে'—অগ্ন্যাদয়ঃ চত্বারঃ বাগাদয়শ্চ প্রাণশ্চ ইতি 'দশ সন্তঃ' 'তৎ কৃতং' ভবতি চতুরঙ্কাঙ্কিতঃ কৃতসংজ্ঞকঃ, ত্র্যঙ্কাঙ্কিতঃ ত্রেতাসংজ্ঞিতঃ, দ্ব্যঙ্কাঙ্কিতঃ দ্বাপরসংজ্ঞিতঃ, একাঙ্কিতঃ কলিসংজ্ঞিতঃ অয়ঃ ইতি দশ সন্তঃ তৎ কৃতং ভবতি কৃতস্য প্রাধান্যাৎ ত্রিতয়মপ্যেতৎ তস্মিন্নন্তর্ভূয় কৃতমিত্যুক্তম্। দ্যূতস্য সর্ব্বান্নাত্তৃত্বপ্রসিদ্ধ্যা তদারোপাৎ দশসংখ্যাবতাং দেবানামত্তৃত্বং সিদ্ধম্। সম্প্রতি তেষামন্নং সাধয়তি—'তস্মাৎ' দশসংখ্যকদেবানাং কৃতত্বাৎ 'সর্ব্বাসু দিক্ষু'—দশসংখ্যাসামান্যাৎ—'অন্নম্ এব দশ'—"বিরাডন্নম্" ইতি দশদিক্‌স্থং জগত্তেষামত্তৄণামন্নম্। 'সা এষা বিরাট্'—ছন্দোরূপা দশাক্ষরা—'কৃতং' কৃতত্বেন 'অন্নাদী' অন্নাদিনী। 'তয়া' বিরাজা 'ইদং সর্ব্বং'—দশসু দিক্ষু স্থিতং জগৎ—'দৃষ্টম্'। দেবতাদশকে কৃতত্বংবিরাট্‌ত্বান্নত্বান্নাদত্বভাবেন দৃষ্টে সর্ব্বং জগৎ দৃষ্টং ভবতীত্যর্থঃ। 'যঃ এবং বেদ' তস্য 'অস্য' 'ইদং' 'সর্ব্বং' 'দৃষ্টং ভবতি' 'অন্নাদঃ ভবতি'।

পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিতেন, বহু দিতেন, বহু অন্ন-পাক করাইতেন। সকল দিক হইতে অতিথিগণ আসিয়া ভোজন করিতেন, এ নিমিত্ত তিনি সকল দিকে অতিথিশালা করাইয়াছিলেন।

অনন্তর এক সময়ে কতকগুলি হংস [তাঁহার দৃষ্টিগোচরে] আসিয়া পড়িল। একটি হংস তৎকালে বলিতেছিল, অহো ভল্লাক্ষ, অহো ভল্লাক্ষ, পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির জ্যোতি দ্যুলোকসম ব্যাপ্ত, সে জ্যোতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ যেন তোমায় উহা দগ্ধ না করে।

তাহাকে অপর [হংস] বলিল, অরে কে এই [জানশ্রুতি] যাহার সম্বন্ধে সাধুগুণযুক্ত শকটী রৈক্কের উপযুক্ত কথা বলিতেছ। প্রথমটি বলিল যাঁর কথা তুমি বলিতেছ সেই শকটী রৈক্ক কিরূপ ?

যে ব্যক্তি চতুরঙ্ক পাশক জয় করে তাহার যেমন নীচেরগুলি হাতে আসে, তেমনি লোকে যাহা কিছু ভাল করে সে সকলই রৈক্কে আসিয়া মিলিত হয়। রৈক্ক যাহা জানেন যে ব্যক্তি সেইটি জানে [তাহারও সেইরূপ হয়]। আমি এজন্যই রৈক্কের কথা বলিলাম।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ সেই কথা শুনিলেন। তিনি প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া ক্ষত্তাকে বলিলেন, অহো ক্ষত্তঃ, তুমি সত্বর শকটী রৈক্ককে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর। [সে বলিল], যিনি শকটী রৈক্ক তিনি কেমন ? [জানশ্রুতি বলিলেন], যে ব্যক্তি চতুরঙ্ক পাশক জয় করে তাহার যেমন নীচের গুলি হাতে আসে, তেমনি লোকে যাহা কিছু ভাল করে সে সকলই রৈক্কে আসিয়া মিলিত হয়। রৈক্ক যাহা জানেন যে ব্যক্তি সেইটি জানে [তাহারও সেইরূপ হয়]। আমি এজন্যই রৈক্কের কথা বলিলাম।

সেই ক্ষত্তা অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না বলিয়া ফিরিয়া আসিল। [জানশ্রুতি] তাহাকে বলিলেন, অহো ক্ষত্তঃ, যেখানে ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিতে হয় সেখানে এঁকে গিয়া দেখ।

শকটের নিম্নে চর্ম্মরোগকণ্ডূয়নে যিনি রত তাঁহার নিকটে গিয়া সে বসিল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন্, আপনি কি শকটী রৈক্ক ? অরে, আমিই [তিনি], তিনি এই উত্তর দিলেন। জানিলাম বলিয়া সেই ক্ষত্তা প্রতিগমন করিল।

তত্ত্ব পাইয়া পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ছয়শত গো, কণ্ঠহার, অশ্বতরীযুক্ত রথ লইয়া গমন-করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,

হে রৈক্ক, এই ছয়শত গো, এই কণ্ঠহার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ [আপনারই]। ভগবন্, আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন আমায় সেই এই দেবতার উপদেশ দিন।

অপরে তাঁহাকে উত্তর দিলেন, অরে শূদ্র (শোচনীয়), এই হার, এই রথ, এই সকল গো তোরই থাকুক। এই প্রত্যাখ্যানে পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি [পুনরায় আসিয়া বলিতেছেন] এই সহস্র গো, এই কণ্ঠহার, এই অশ্বতরীরথ, এই জায়া, এই গ্রাম যে গ্রামে আপনি আছেন [আপনারই]। হে ভগবন্, আমায় অনুশাসন-করুন।

তাঁহার [কন্যার] মুখ ঊর্দ্ধদিকে উন্নমন-করিয়া তিনি বলিলেন, রে শূদ্র, এসকল গো তুই আনিয়াছিস্। এই দুহিতার মুখে কথা কহ। যে স্থানে তিনি [রৈক্ক] বাস করিতেন সেই স্থান মহাবৃক্ষাবৃত, রৈক্কপর্ণ ইহার নাম। তিনি তাঁহাকে বলিলেন ;—

বায়ুই সংবর্গ। অগ্নি যখন অদৃশ্য হয়, তখন বায়ুতেই একীভূত হইয়া যায়। সূর্য্য যখন অস্ত যায়, বায়ুতেই একীভূত হয়। চন্দ্র যখন অস্ত যায়, বায়ুতেই একীভূত হয়।

জল যখন শুকাইয়া যায়, বায়ুতেই একীভূত হইয়া যায়। বায়ুই এ সকলকে আত্মসাৎ করে। এটি অধিদৈবত।

অনন্তর অধ্যাত্ম। প্রাণই সংবর্গ। পুরুষ যখন নিদ্রা যায় তখন প্রাণেতে বাক্, চক্ষু প্রাণেতে শ্রোত্র প্রাণেতে মন প্রাণেতে একীভূত হয়। প্রাণই এসকলকে আত্মসাৎ করে।

বায়ু দেবগণেতে প্রাণ প্রাণেতে—সেই এই দুইটি সংবর্গ।

অনন্তর [আখ্যায়িকা এই]—কপিগোত্র শৌনক এবং অভিপ্রতারী কাক্ষসেন পরিবেশন করাইতেছিলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। ব্রহ্মচারীকে তাঁহারা ভিক্ষা দিলেন না।

ব্রহ্মচারী বলিলেন—সেই ত্রিভুবনের রক্ষিতা এক দেবতা কে, যিনি চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছিলেন। হে কাপেয়, হে অভিপ্রতা-

রিন্, তিনি বহু প্রকার হইয়া বাস করিতেছেন, মর্ত্ত্যগণ তাঁহাকে চেনে না। যাঁহার নিমিত্ত এই অন্ন তাঁহাকেই ইহা দেওয়া হইল না।

কপিগোত্র শৌনক মনে মনে আলোচনা করিয়া [ব্রহ্মচারিসমীপে] আগমন করিলেন, আসিয়া বলিলেন—দেবগণের যিনি জনিতা প্রজাগণের যিনি জনিতা [সেই এক দেব] হিরণ্য সংষ্ট্র, ভক্ষণশীল, সুরি [নিপুণ]। [পণ্ডিতগণ] ইঁহার মহান্ মহিমা কীর্ত্তন-করিয়া থাকেন। ইঁহাকে কেহ ভক্ষণ করে না, ইনি অনন্ন [অগ্ন্যাদিকে] ভক্ষণ করেন। এই লক্ষণাক্রান্ত যিনি, হে ব্রহ্মচারিন্, আমরা সেই ইঁহাকেই সম্যক্ ভাবে উপাসনা করিয়া থাকি। [হে ভৃত্যগণ] ইঁহাকে ভিক্ষা দাও।

[তাহারা] তাঁহাকে ভিক্ষা দিল। সেই ইঁহারা [অগ্ন্যাদি বাগাদি] বায়ু ও প্রাণ পাঁচটি পাঁচটি। এই পাঁচ পাঁচটি ছাড়া অন্য দশদিক্ দশ অয় [পাশা] হইয়া কৃত [হইল]। তাই সকল দিকে অন্ন দশটি। সেই এই বিরাট্ কৃত [হইয়া] অন্নাদ। এ সকলই সে দেখিয়াছে। যে ব্যক্তি এরূপ জানে, তাহার সকলই দৃষ্ট হয় এবং সে অন্নাদ হয়।

ভাব—সকলকে অন্তর্ভূত করিয়া স্থিতি ব্রহ্মলক্ষণ। সেই লক্ষণ যেখানে দৃষ্ট হয় সেখানে ব্রহ্মদর্শন বেদান্তের এই প্রসিদ্ধ রীতি। সংবর্গবিদ্যায় এই সত্যটি পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে যাহাকে অন্তর্ভূত করিয়া থাকে, সে তাহাকে গ্রাস করে, তন্মধ্যে উহা বিলীন হইয়া যায়। বায়ু ও প্রাণ সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লয়, এ জন্য উহাদিগকে ব্রহ্মধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া সংবর্গবিদ্যায় উহাদিগের উল্লেখ। দ্যূতক্রীড়ায় লোকে সর্ব্বস্বান্ত হয়, দ্যূতক্রীড়া সকল-সম্পত্তি হরণ করে, এ নিমিত্ত এই বিদ্যাতে দ্যূতক্রীড়ার প্রাধান্য অর্পণ-করা হইয়াছে। এ দুই যেমন হরণ করেন, সকল আপনার ভিতরে অন্তর্ভূত করিয়া লন, দ্যূতও সেই প্রকার করিয়া থাকে। এই জগতে কে অপরকে গ্রাস করিতেছে, অদর্শন হইয়া যাইতেছে, এইটি দেখিয়া সমগ্র জগৎকে স্বরূপতঃ গ্রহণ কিছু অযুক্ত হয় নাই। এই অদর্শনব্যাপারমধ্যে যিনি সকলের অন্তর্ভাবয়িতা তাঁহাকে দর্শন, ইহাও কিছু অযুক্ত নহে। উপাসনাকালে সমুদায় জগৎকে এক পরব্রহ্মে বিলীন করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে গ্রহণ, ইহাই উপাসনার সার। এ সকল কথা অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে বিবৃত হইবে।

২৬। এষ হ বৈ যজ্ঞো যোহয়ং পবত এষ হ যন্নিদণ্ড্ সর্ব্বং পুনাতি যদেষ যন্নিদং সর্ব্বং পুনাতি তস্মাদেষ এব যজ্ঞস্তস্য বাক্ চ মনশ্চ বর্ত্তনী।

তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতাহ্বর্য্যুরুদ্গাতাহন্যতরাং স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদতি।

অন্যতরামেব বর্ত্তনীং সংস্করোতি হীয়তেহন্যতরা স যথৈকপাদ্‌ব্রজন্নথো বৈকেন চক্রেণ বর্ত্তমানো রিষ্যত্যেবমস্য যজ্ঞো রিষ্যতি যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানোহনু রিষ্যতি স ইষ্ট্বা পাপীয়ান্ ভবতি।

অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদত্যুভে এব বর্ত্তনীং সংস্কুর্ব্বন্তি ন হীয়তেহন্যতরা।

স যথোভয়পাদ্‌ব্রজন্নথোবোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্ত্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠত্যেবমস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোহনু প্রতিতিষ্ঠতি স ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি। ১—৫।

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা, বায়ুমন্তরিক্ষাদাদিত্যং দিবঃ।

স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপৎ তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নেঋ্চো বায়োর্যজূংষি সামাদিত্যাৎ।

স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ভূরিত্যৃগ্‌ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ।

তদ্যদৃক্তো রিষ্যেৎ ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াদৃচামেব তদ্রসেনর্চ্চাং বীর্য্যেণর্চ্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।

অথ যদি যজুষ্টো রিষ্যেদ্ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ যজুষামেব তদ্রসেন যজুষাং বীর্য্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।

অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীর্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।

তদ্যথা লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ সুবর্ণেন রজতং রজতেন ত্রপু ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু চর্ম্মণা।

এবমেষাং লোকানামাসাং দেবতানামস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যায়া বীর্য্যেণ

যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি।

এষ হ বা উদক্‌প্রবণো যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্‌ব্রহ্মা ভবত্যেবংবিদং হ বা এষা ব্রাহ্মণমনু গাথা যতো যত আবর্ত্ততে তত্তদ্গচ্ছতি।

মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ কুরূনশ্বাঽভিরক্ষত্যেবংবিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চর্ত্বিজোঽভিরক্ষতি তস্মাদেবংবিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত নানেবংবিদং নানেবং বিদম্ :—১০।

ছা, ৪। ৬। ১৬। ১৭।

যজ্ঞক্ষতপ্রতিবিধানার্থমাহ এব ইতি। 'যঃ অয়ং পবতে' বায়ুঃ 'এষ'—'হ বৈ' প্রসিদ্ধে—'যজ্ঞঃ' 'এষ হ' 'যন্' গচ্ছন্ 'ইদং সর্ব্বং পুনাতি'। 'যৎ' যস্মাৎ 'এষ যন্ ইদং সর্ব্বং পুনাতি' 'তস্মাৎ এষ এব যজ্ঞঃ'। 'তস্য' যজ্ঞস্য 'বাক্ চ মনঃ চ' 'বর্ত্তনী' মার্গৌ—তাভ্যাং যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে ইতি হেতোঃ।

'তয়োঃ' বর্ত্তন্যোঃ 'অন্যতরাং' মনোলক্ষণাং বর্ত্তনীং 'ব্রহ্মা' ঋত্বিক্ মৌনিত্বাৎ 'মনসা' মননেন 'সংস্করোতি'। 'অন্যতরাং' বাগ্‌লক্ষণাং বর্ত্তনীং 'হোতা অধ্বর্য্যুঃ উদ্গাতা 'বাচা' মন্ত্রোচ্চারণেন সংস্কুর্ব্বন্তি। 'যত্র' 'প্রাতরনুবাকে' শস্ত্রে 'উপাকৃতে' প্রারব্ধে 'স' 'ব্রহ্মা' 'পরিধানীয়ায়' ঋচঃ 'পুরা' পূর্ব্বং 'ব্যববদতি' মৌনং পরিত্যজতি।

'অন্যতরাম্ এব বর্ত্তনীং' বাগ্‌লক্ষণাং সংস্করোতি। সুতরাং 'অন্যতরা' মনোবর্ত্তনী 'হীয়তে' ছিদ্রীভবতি। 'যথা' 'স' 'একপাৎ' পুরুষঃ 'ব্রজন্' গচ্ছন্, 'রথঃ বা একেন চক্রেণ বর্ত্তমানঃ' গচ্ছন্ 'রিষ্যতি' ক্ষণোতি 'এবম্' 'অস্য' যজমানস্য 'যজ্ঞঃ' 'রিষ্যতি' ক্ষতং প্রাপ্নোতি। 'যজ্ঞং রিষ্যন্তম্' 'অনু' যজমানঃ 'রিষ্যতি' ক্ষণোতি। 'স' তং যজ্ঞম্ 'ইষ্ট্বা' 'পাপীয়ান্ ভবতি'।

'অথ যত্র' প্রাতরনুবাকে 'উপাকৃতে' 'পরিধানীয়ায়াঃ' ঋচঃ 'পুরা ব্রহ্মা ন ব্যববদতি', 'উভে এব বর্ত্তনীং' বর্ত্তন্তৌ সর্ব্বে ঋত্বিজঃ 'সংস্কুর্ব্বন্তি', 'ন' 'অন্যতরা' 'হীয়তে'।

'যথা স পুরুষঃ উভয়পাৎ ব্রজন্' 'রথঃ বা উভাভ্যাং চক্রাভ্যাং' 'বর্ত্তমানঃ' 'প্রতিতিষ্ঠতি' অবিনশ্যন্ বর্ত্ততে, 'এবম্ অস্য' 'যজ্ঞঃ' 'প্রতিতিষ্ঠতি'। 'স' যজ্ঞম্ 'ইষ্ট্বা' 'শ্রেয়ান্ ভবতি'। ১—৫।

যজ্ঞেষে ব্যাহৃতিহোমঃ প্রায়শ্চিত্তমতস্তদর্থং ব্যাহৃতয়োবিধাতব্যা ইত্যাহ—'প্রজাপতিঃ লোকান্ অভ্যতপৎ', 'তেষাং তপ্যমানানাং' লোকানাং 'রসান্' 'প্রাবৃহৎ' উদ্ধৃতবান্। কান্ রসান্ 'অগ্নিং' রসং 'পৃথিব্যাঃ', 'বায়ুং' রসম্ 'অন্তরিক্ষাৎ,' 'আদিত্যং' রসং 'দিবঃ'।

'স' প্রজাপতিঃ এতাঃ তিস্রঃ 'দেবতাঃ' 'অভ্যতপৎ', 'তাসাং তপ্যমানানাং' 'রসান্ প্রাবৃহৎ'। কান্ তান্? 'অগ্নেঃ ঋচঃ', 'বায়োঃ যজূংষি', 'আদিত্যাৎ' 'সাম'।

'স' প্রজাপতিঃ 'এতাং ত্রয়ীং বিদ্যাম্' 'অভ্যতপৎ'। 'তস্যাঃ তপ্যমানায়াঃ' 'রসান্ প্রাবৃহৎ'। কান্ তান্। 'ভূঃ ইতি ঋগ্‌ভ্যঃ', 'ভুবঃ ইতি যজুর্ভ্যঃ' 'স্বর্ ইতি সামভ্যঃ'।

'তৎ' তত্র যজ্ঞে 'যদি' 'ঋক্তঃ' ঋঙ্‌নিমিত্তং 'রিষ্যেৎ' ক্ষতং প্রাপ্নুয়াৎ যজ্ঞঃ, 'ভূঃ স্বাহা ইতি' 'গার্হপত্যে' অগ্নৌ 'জুহুয়াৎ'। 'তৎ' ততঃ 'ঋচাম্ এব' 'রসেন' ঋচাং' 'বীর্য্যেণ' ওজসা 'ঋচাং যজ্ঞস্য' ঋক্‌সম্বন্ধিনো যজ্ঞস্য 'বিরিষ্ট' ক্ষতং 'সন্দধাতি' প্রতিসন্ধত্তে।

'অথ যদি যজুষ্টঃ রিষ্যেৎ', 'ভুবঃ স্বাহা ইতি' 'দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ'। 'তৎ' ততঃ 'যজুষাম্ এব রসেন' 'যজুষাং বীর্য্যেণ' 'যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং' 'সন্দধাতি'।

'অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ', 'স্বঃ স্বাহা ইতি' 'আহবনীয়ে' অগ্নৌ 'জুহুয়াৎ', 'তৎ' ততঃ 'সাম্নাম্ এব রসেন' 'সাম্নাং বীর্য্যেণ' 'সাম্নাং যজ্ঞস্য' 'বিরিষ্টং' 'সন্দধাতি'।

'তৎ যথা' 'লবণেন' ক্ষারেণ বহ্নিযোগাৎ দ্রবীভূতং 'সুবর্ণং' 'সুবর্ণেন সন্দধ্যাৎ', 'রজতং রজতেন,' 'ত্রপু ত্রপুণা', 'সীসং সীসেন', 'লোহং লোহেন,' 'দারু চর্ম্মণা' সন্দধ্যাৎ—

'এবম্ এষাং লোকানাম্', 'আসাং দেবতানাম্,' 'অস্যাঃ ত্রয্যাঃ বিদ্যায়াঃ' 'বীর্য্যেণ' ওজসা 'যজ্ঞস্য বিরিষ্টং' 'সন্দধাতি'। 'যত্র' যজ্ঞে 'এবংবিৎ ব্রহ্মা' ঋত্বিক্ ভবতি, 'তত্র' যজ্ঞে 'এষ বৈ যজ্ঞঃ' 'ভেষজকৃতঃ' ভেষজেন ঔষধেন ইব কৃতঃ প্রতিকৃতঃ সংস্কৃত ইতি যাবৎ ভবতি সুচিকিৎসকেন ইব ব্রহ্মণা ইতি শেষঃ।

'যত্র' যজ্ঞে 'এবংবিদ্ ব্রহ্মা' 'ভবতি,' 'এষ হ বৈ' যজ্ঞঃ 'উদক্প্রবণঃ'—স্বর্গদ্বারপ্রবণঃ ভবতি। 'এবংবিদং ব্রহ্মাণম্ অনু' 'যতঃ যতঃ' কর্ম্মপ্রদেশাৎ 'এষা গাথা' ব্রহ্মণঃ স্তুতিপরা 'আবর্ত্ততে'—তদনুরূপ-ব্যাপারতয়া মূর্ত্তিমতী প্রকাশতে 'তৎ তৎ' তত্র তত্র 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি পরিপালয়তীতি যাবৎ—

'মানবঃ'—মৌনাচরণাৎ মননাৎ জ্ঞানবত্ত্বাৎ বা—'ব্রহ্মা এব একঃ ঋত্বিক্' 'কুরূন্' কর্তৄন্ 'ঋত্বিজঃ' তৈঃ সাধিতানাং দোষাণাম্ অপহারায়। 'অশ্বা' বড়বা যোধান্ আরূঢ়ান্ যথা 'অভিরক্ষতি', তথা 'এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা' 'যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বান্ চ ঋত্বিজঃ' 'অভিরক্ষতি'; 'তস্মাৎ' 'এবংবিদম্ এব ব্রহ্মাণং' 'কুর্ব্বীত', 'ন অনেবংবিদং' 'ন অনেবংবিদম্'। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ।

এই যিনি বহমান (বায়ু) ইনিই যজ্ঞ, কেন না ইনি বহমান হইয়া এ সকলকে পবিত্র করেন। যেহেতুক ইনি এই সকলকে পবিত্র করেন, তাই ইনি যজ্ঞ। বাক্ মন ইহার দুইটি মার্গ।

সে দুই মার্গের (মনোলক্ষণ) অন্যতর মার্গ ব্রহ্মা মনের দ্বারা শোধন করেন; হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা (বাগ্‌লক্ষণ) অন্যতর মার্গ বাক্ দ্বারা শোধন-করেন। প্রাতঃকালে সেই ব্রহ্মা যখন অনুবাক আরম্ভ করেন তখন তিনি পূর্ব্ব পরিধানীয় ঋক্‌সকল উচ্চারণ-করিয়া কথা কন।

ইহাতে অন্যতর (বাগ্‌লক্ষণ) মার্গের শোধন হয় অন্যতর (মনো-লক্ষণ) মার্গ হীন হইয়া পড়ে। এক পদে গমন করিলে বা এক চক্র থাকিলে যে প্রকার বৈফল্য হয়, যজ্ঞ সেই প্রকার ইহাতে বিফল হইয়া থাকে। যজ্ঞ বিফল হইলে যজমান বিফল হয়, সে ব্যক্তি সেই যজ্ঞকে দর্শন করিয়া পাপীয়ান্ হয়।

অনন্তর যজ্ঞস্থলে প্রাতঃকালে অনুবাক আরম্ভ-করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মা পরিধানীয়া ঋক্ সকল উচ্চারণ করেন না, সে স্থলে উভয় মার্গই পরি-শোধিত হয়, অন্যতর মার্গ হীন হয় না।

দুই পদে গমন করিলে বা দুই চক্র থাকিলে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত থাকে। যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যজমান তৎপশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, যজমান সে যজ্ঞ যাজনা করিয়া শ্রেয়ঃসম্পন্ন হয়।

প্রজাপতি লোকসকলকে অভিতপ্ত করিলেন। তপ্যমান সেই সকলের রস তিনি উদ্ধৃত করিলেন। পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু, দ্যুলোক হইতে আদিত্য।

প্রজাপতি এই তিন দেবতাকে অভিতপ্ত করিলেন। তপ্যমান সেই তিন দেবতার রস তিনি উদ্ধৃত করিলেন—অগ্নি হইতে ঋক্, বায়ু হইতে যজুঃ, এবং আদিত্য হইতে সাম।

তিনি এই ত্রয়ী বিদ্যাকে অভিতপ্ত করিলেন। তপ্যমান ত্রয়ী বিদ্যার রস তিনি উদ্ধৃত করিলেন—ঋক্ হইতে ভু, যজু হইতে ভুব এবং সাম হইতে স্বর্।

তাই ঋক্ হইতে বৈকল্য উপস্থিত হইলে 'ভুঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নিতে হবন করিবেক। ঋক্‌সমূহেরই সেই রসে, ঋক্‌সমূহেরই বীর্য্যে ঋক্‌সমূহঘটিত যজ্ঞের সেই ক্ষত যুড়িয়া যায়।

অনন্তর যদি যজু হইতে বৈকল্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 'ভুবঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে হবন করিবেক। যজুঃসমূহেরই সেই রসে, যজুঃসমূহেরই বীর্য্যে, যজুঃসমূহঘটিত যজ্ঞের ক্ষত যুড়িয়া যায়।

অনন্তর যদি সাম হইতে বৈকল্য উপস্থিত হয় 'স্বঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিতে হবন করিবেক, সামেরই সেই রসে, সামেরই বীর্য্যে সামঘটিত সেই যজ্ঞের ক্ষত যুড়িয়া যায়।

ক্ষারযোগে (দ্রবীভূত) সুবর্ণকে যেমন সুবর্ণে, রজতকে রজতে, ত্রপুকে (টিন) ত্রপুতে, সীসকে সীসাতে, লোহকে লোহে; দারুকে চর্ম্মে যোড়ায়, তেমনি এই সকল দেবতার ত্রয়ী বিদ্যার বীর্য্যে যজ্ঞের ক্ষত যুড়িয়া যায়। যে যজ্ঞে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মা থাকেন, সে যজ্ঞ ভেষজসংস্কৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ অভিজ্ঞ ব্রহ্মা যে স্থলে থাকেন, সে স্থল উদক্ (স্বর্গদ্বার) প্রবণ। যে যে স্থল হইতে ঈদৃশ অভিজ্ঞ ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া গাথার আবৃত্তি হয় সেই সেই স্থলে [ক্ষতসন্ধানব্যাপার] উপস্থিত হয়।

এক মৌনাচারী ঋত্বিক্ ব্রহ্মাই বড়বা [যেমন আরোহী ব্যক্তিগণকে তেমনি] অপরাপর ঋত্বিগ্‌গণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ঈদৃশ অভিজ্ঞ ব্রহ্মাই যজ্ঞকে, যজমানকে এবং সমুদায় ঋত্বিগ্‌গণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাই ঈদৃশ অভিজ্ঞকেই ব্রহ্মা করিবে, যিনি এরূপ অভিজ্ঞ নন তাঁহাকে ব্রহ্মা করিবে না, তাঁহাকে ব্রহ্মা করিবে না। ১—১০।

ভাব—বেদে তিনটি দেবতা প্রধান। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞের দোষ-নিরসন হয়। এখানে সেই দোষনিরসনের উপায় কথিত হইয়াছে। এখানকার বিশেষ কথা অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে।

উদক্‌প্রবণ—উদক্ উত্তর। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় উত্তর দিক্ স্বর্গের দ্বার। যজ্ঞকারীর পাপ পথে নহে কিন্তু পুণ্যের পথে গতি হয় এটি রূপকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২৭। স হোবাচ কিং মেহন্নং ভবিষ্যতীতি যৎকিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য আ শকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি।

স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুস্তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি লম্ভুকোহ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি।

তদ্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বোবাচ যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবস্যায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্ব্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ।

বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েদায়তনায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ।

অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপত্যমোনামা স্যমা হি তে

সর্ব্বমিদম্ স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ স মা জ্যৈষ্ঠ্যম্ শ্রৈষ্ঠ্যম্ রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদম্ সর্ব্বমসানীতি।

অথ খল্বেতয়র্চ্চা পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুর্ব্বণীমহ ইত্যাচামতি। বয়ং দেবস্য ভোজনমিত্যাচামতি তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্ব্বং পিবতি।

নির্ণিজ্য কংসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচংযমোঽপ্রসাহঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্ম্মেতি বিদ্যাৎ। তদেষ শ্লোকঃ,

যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ম্ স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে
তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥

ছা, ৫। ৭। ২। ১—৮।

বাগাদীনাং সংবাদেন প্রাণস্য শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপাদ্য তস্যোপাসনমাহ সহেতি। 'স হ' মুখ্যঃ প্রাণঃ 'উবাচ',—'কিং মে অন্নং ভবিষ্যতি' 'ইতি'। 'আশ্বভ্যঃ আশকুনিভ্যঃ' 'যৎ কিঞ্চিৎ ইদং'—সর্ব্বৈঃ অদ্যমানং সর্ব্বং—'তৎ' তব অন্নম্ 'ইতি হ' 'উচুঃ' বাগাদয়ঃ। 'তৎ বৈ' 'এতৎ সর্ব্বম্' 'অনস্য' প্রাণস্য 'অন্নম্'। 'অনঃ ইতি'—সর্ব্বপ্রকারচেষ্টাব্যাপ্তিগুণদর্শনাৎ—প্রাণস্য 'প্রত্যক্ষং নাম'। 'এবং-বিদি' প্রাণস্য সর্ব্বান্নাত্ত্বজ্ঞানবতি 'কিঞ্চন ন হ বৈ' 'অনন্নং' 'ভবতি' 'ইতি'।

স চ মুখ্যপ্রাণ উবাচ—'কিং মে বাসঃ ভবিষ্যতি' 'ইতি'। 'আপঃ' 'ইতি হ' 'উচুঃ' বাগাদয়ঃ। 'তস্মাৎ' অব্বাসত্বাৎ 'এতৎ' অন্নম্ 'অশিষ্যন্তঃ' ভোক্ষ্যমাণাঃ ভুক্তবন্তঃ চ 'পুরস্তাৎ' ভোজনাৎ পূর্ব্বম্ 'উপরিষ্টাৎ' ভোজনাৎ উর্দ্ধং চ 'অদ্ভিঃ' বাসস্থানীয়াভিঃ 'পরিদধতি' পরিহিতং কুর্ব্বন্তি। এতেন কিং ভবতি? বাসঃ—কর্ম্ম 'লম্ভুকঃ' লম্ভনশীলঃ ভবতি প্রাণঃ; এবং বাসোলম্ভনাৎ 'অনগ্নঃ পুনঃ' 'ভবতি'।

'তৎ হ এতৎ' প্রাণদর্শনং 'সত্যকামঃ জাবালঃ' 'বৈয়াঘ্রপদ্যায়' ব্যাঘ্রপদস্যাপত্যায় 'গোশ্রুতয়ে' 'উক্‌ত্বা' 'উবাচ'—'যদ্যপি এনৎ' এতৎ প্রাণদর্শনং 'শুষ্কায় স্থাণবে' 'ব্রূয়াৎ' প্রাণবিৎ 'জায়েরন্' উৎপদ্যেরন্ এব, 'অস্মিন্' স্থাণৌ 'শাখাঃ' 'প্ররোহেয়ুঃ' 'পলাশানি' পত্রাণি চ 'ইতি'।

'অথ' অনন্তরং 'যদি' 'মহৎ' মহত্ত্বং 'জিগমিষেৎ' গন্তুং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছেৎ, তদা 'অমাবাস্যায়াং' 'দীক্ষিত্বা'—দীক্ষিত ইব ভূমিশয়নাদিনিয়মং কৃত্বা—'পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ' 'সর্ব্বৌষধস্য' গ্রামারণ্যজাতস্য 'মন্থং' পিষ্টং 'দধিমধুনোঃ' 'উপমথ্য' পিষ্ট্বা—'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' 'ইতি' 'অগ্নৌ' 'আজ্যস্য' আবাপস্থানে 'হুত্বা' 'মন্থে' পিষ্টে 'সম্পাতং' স্রুবসংলগ্নাজ্যসংস্রবম্ 'অবনয়েৎ' অধঃপাতয়েৎ।

'বসিষ্ঠায় স্বাহা' 'ইতি' 'অগ্নৌ' 'আজ্যস্য' 'হুত্বা' 'মন্থে সম্পাতম্' 'অবনয়েৎ'; 'প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা' 'ইতি' 'অগ্নৌ' 'আজ্যস্য' 'হুত্বা' 'মন্থে সম্পাতম্' 'অবনয়েৎ'; 'সম্পদে স্বাহা' 'ইতি' 'অগ্নৌ' 'আজ্যস্য' 'হুত্বা' 'মন্থে সম্পাতম্' 'অবনয়েৎ'; 'আয়তনায় স্বাহা' 'ইতি' 'অগ্নৌ' 'আজ্যস্য' 'হুত্বা' 'মন্থে সম্পাতম্' 'অবনয়েৎ'।

অথ হবনানন্তরং 'প্রতিসৃপ্য' অগ্নেঃ ঈষদপসৃত্য 'অঞ্জলৌ' 'মন্থং পিষ্টম্' 'আধায়' 'জপতি'—"অমোনামাস্যমা হি তে সর্ব্বমিদম্" ইত্যাদি। অমঃ ইতি প্রাণস্য নাম। হে মন্থ, ত্বম্ অমোনামা প্রাণনামা অসি। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'তে' তব 'অমা' ক্রিয়য়া সহ একত্র সম্বদ্ধং 'সর্ব্বম্ ইদং' জগৎ। 'স হি' প্রাণভূতঃ মন্থঃ 'জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ' 'রাজা' 'অধিপতিঃ'। 'স' 'মা' মাং 'জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যম্ আধিপত্যং' 'গময়তু' প্রাপয়তু, 'অহম্ এব' 'ইদং সর্ব্বম্' 'অসানি' ভবানি তাদাত্ম্যেন।

'অথ' অনন্তরম্ 'এতয়া ঋচা' 'পচ্ছঃ' পাদশঃ—মন্ত্রস্যৈকৈকেন পাদেন একৈকগ্রাসম্ 'আচামতি' ভক্ষয়তি। "তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে"—'ইতি আচামতি'—সবিতুঃ সর্ব্বকর্ম্মণামভ্যনুজ্ঞাতুঃ কল্যাণপ্রসবিতুঃ 'তৎ' ভোজনং—ধনমিতি নিরুক্তম্—মন্থরূপভোজনং 'বৃণীমহে' প্রার্থয়েমহি 'ইতি' 'মন্থম্' 'আচামতি' ভক্ষয়তি; "বয়ং দেবস্য ভোজনম্" ইতি 'আচামতি' মন্থং ভক্ষয়তি—দেবস্য দ্যোতনশীলস্য বয়ম্ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। "শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমম্" 'ইতি আচামতি' ভক্ষয়তি—শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমং সর্ব্বধাতমং সর্ব্বস্য ধারয়িতৃতমম্ ইতি পরেণান্বয়ঃ। "তুরং ভগস্য ধীমহি" 'ইতি সর্ব্বং পিবতি'—ভগস্য প্রাতঃকালীনতমোজেতুঃ আদিত্যস্য তুরম্—"যমঃ তূর্ণগতিঃ"—ইতি নিরুক্তম্—তদধিষ্ঠিতরিপুসংহরণ-সামর্থ্যং বয়ং ধীমহি চিন্তয়েমহি আত্মশুদ্ধ্যর্থমিতি যাবৎ। এবং মন্থং পিবতো ভবতি পাপহরণমিত্যা-ভিপ্রায়েণ 'ইতি' নিরবশেষং মন্থং 'পিবতি'।

'কংসং' পানপাত্রং 'চমসং বা' 'নির্ণিজ্য' প্রক্ষাল্য 'অগ্নেঃ' 'পশ্চাৎ' পশ্চাদ্ভাগে 'চর্ম্মণি বা' 'স্থণ্ডিলে' কেবলায়াং ভূমৌ 'বা' 'বাচং যমঃ' বাগ্যতঃ 'অপ্রসাহঃ' সংযতচিত্তঃ সন্ 'সংবিশতি' স্বাপং ভজতি; 'স যদি স্বপ্নে স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ' 'কর্ম্ম সমৃদ্ধম্' 'ইতি' 'জানীয়াৎ'।

'তৎ' তস্মিন্ অর্থে 'এষ শ্লোকঃ'—'যদা কাম্যেষু' সকামেষু 'কর্ম্মসু' 'স্বপ্নে' 'স্ত্রিয়ং' 'পশ্যতি', 'তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে' 'তত্র' কর্ম্মণি 'সমৃদ্ধিং' সফলতাং 'জানীয়াৎ'। দ্বিরুক্তিঃ কর্ম্মসমাপ্ত্যর্থা।

সেই [মুখ্যপ্রাণ] বলিলেন, কি আমার অন্ন হইবে? তাহারা বলিল, কুকুর হইতে পক্ষী হইতে এ যাহা কিছু [সকলই তোমার অন্ন হইবে]। এ সকলই তাই অনের [প্রাণের] অন্ন। অনই প্রাণের প্রত্যক্ষ নাম। যিনি এরূপ জানেন তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অনন্ন নয়।

সেই [মুখ্যপ্রাণ] বলিলেন, কি আমার বসন হইবে? তাহারা বলিল—জল। তাই তাঁহারা [প্রাণ বিজ্ঞানকে] সত্যকাম জাবাল ব্যাঘ্রপদের অপত্য গোশ্রুতিকে বলিয়া বলিয়াছিলেন, যদি এটিকে শুষ্ক স্থাণুকে বলা হয়, তখনই উহা জীবিত হয়, শাখা ও পত্র জন্মায়।

অনন্তর মহত্ত্বপ্রাপ্তির অভিলাষ করিলে অমাবস্যাতে দীক্ষিত হইয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে সর্ব্বৌষধ মন্থ (পিষ্ট) দধি ও মধুর দ্বারা মথন করিয়া 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃত হবনপূর্ব্বক শ্রুবসংলগ্ন ঘৃত মন্থে অবতারিত করিবেক।

'বসিষ্ঠায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃত হবনপূর্ব্বক শ্রুবসংলগ্ন ঘৃত

মন্থে অবতারিত করিবেক। 'প্রতিষ্ঠায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃত হবনপূর্ব্বক শ্রুবসংলগ্ন ঘৃত মন্থে অবতারিত করিবেক। 'আয়তনায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃত হবনপূর্ব্বক শ্রুব সংলগ্ন ঘৃত মন্থে অবতারিত করিবেক।

অনন্তর অগ্নির সমীপ হইতে ঈষৎ সরিয়া মন্থ অঞ্জলিতে রাখিয়া জপ করিবেক—'হে মন্থ, তুমি প্রাণনামা, কেন না এসকল তোমার ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ।' তিনিই জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজা অধিপতি। তিনি আমায় জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব রাজাধিপতি অর্পণ করুন। এসকল আমিই হই।

অনন্তর এই ঋকের * এক এক পাদে [এক এক গ্রাস] ভক্ষণ করিবেক। 'সবিতার সেই [ভোজন] আমরা প্রার্থনা করি এই বলিয়া ভক্ষণ করে; আমরা দেবের ভোজন' এই বলিয়া ভক্ষণ করে। 'শ্রেষ্ঠ সকলের ধারয়িতা এই বলিয়া ভোজন করে। ভজনীয়ের রিপুহরণ সামর্থ্যকে চিন্তা করি এই বলিয়া সমগ্র ভোজন করে।

পানপাত্র বা চমস প্রক্ষালন করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে চর্ম্মে বা স্থণ্ডিলে (সংস্কৃত ভূমিতে) বাগ্যত সংযতচিত্ত হইয়া নিদ্রা যাইবে। সে যদি [স্বপ্নে] স্ত্রী দেখে কর্ম্মের সফলতা জানিবেক। সেই অর্থে এই শ্লোক।

কাম্য কর্ম্মে যৎকালে স্বপ্নে স্ত্রী দেখে, সেই স্বপ্ননিদর্শনে—সেই স্বপ্ন নিদর্শনে—কর্ম্মের সফলতা জানিবেক।

ভাব—যজ্ঞ বিঘ্নবহুল। এই যজ্ঞকে নিশ্ছিদ্র করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে এই দেখিয়া পরসময়ে যজ্ঞের অনাদর ঘটিয়াছে। বেদ যজ্ঞপ্রধান, বেদ হইতে বেদান্তে কেন সমাগম হইল তাহার কারণ এখানে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞের দ্রব্যসমুদায়কে মন্থে পরিণত করিয়া তন্মধ্যে প্রাণকে—অপরোক্ষ ব্রহ্মকে অবলোকন করত সেই মন্থকে ভোজন করিবেক। মন্থভোজনকালে সেই প্রাণের প্রেরয়িতার (সবিতার) রিপুসংহরণ সামর্থ্য চিন্তা করিবে। সায়ন এখানে সবিতৃশব্দের প্রেরক অর্থ করিয়াছেন। বেদান্তে প্রেরয়িতার প্রাধান্য। প্রেরয়িতার সহিত সাধকের যোগ হইলে রিপুগণ তদধীন হয়, তাঁহারই প্রেরণানুসারে কার্য্য করে। সুতরাং আত্মবিশুদ্ধির

---

* তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্। শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি। ৫ম; ৮২সূ, ১ঋক্।

আর কোন অন্তরায় থাকে না। মন্বস্থলে সাধারণ ভোজনসামগ্রী গ্রহণ করিলে সাধক-মাত্রসম্বন্ধে এই বৈদান্তিক প্রক্রিয়ার নিয়োগ হয়। অন্নশক্তিমধ্যে ভগবৎপ্রেরণাদর্শন-পূর্ব্বক উহার ভোজনে রিপুসংহরণ হয়, ইহা সাধকমাত্রের বুদ্ধিগোচর বিষয়।

১৮। প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুডিল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি।

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকোবৈ ভগবন্তোহয়মারুণিঃ সম্প্রতী-মমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যা-জগ্মুঃ।

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া-স্তেভ্যো ন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি।

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোহয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি, তং হাভ্যাজগ্মুঃ।

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়ঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানা-হিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোহহ-মস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি।

তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেৎ তং হৈব বদেদাত্মানমে-বেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি।

তান্ হোবাচ প্রাতর্বো প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ। ১—৭।

ঔপমন্যব, কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইতি দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরোহয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে।

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং

কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূর্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্যন্মাং নাগমিষ্য ইতি। .—২।

অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইত্যাদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরোহয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে।

প্রবৃত্তোহশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কোহৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে চক্ষুষ্ট্বেতদাত্মন ইতি হোবাচান্ধোহভবিষ্যোযন্মাং নাগমিষ্য ইতি। :—২।

অথ হোবাচেন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বাং পৃথগ্বলয় আয়ন্তি পৃথগ্রথশ্রেণযোহনুয়ন্তি।

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ প্রাণস্ত উদক্রমিষ্যদ্যন্মাং নাগমিষ্য ইতি। ১। ২।

অথ হোবাচ জনং শার্করাক্ষ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাকাশমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরোহয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং বহুলোহসি প্রজয়া চ ধনেন চ।

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে সন্দেহস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ সন্দেহস্তে ব্যশীর্য্যদ্যন্মাং নাগমিষ্য ইতি। ১—২।

অথ হোবাচ বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যপএব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরোহয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং রয়িমান্ পুষ্টিমানসি

অংস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বস্তিস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যদ্যন্মাং নাগমিষ্য ইতি। ১। ২।

অথ হোবাচোদ্দালকমারুণিং গৌতম কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইতি পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো-হয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতোহসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ।

অংস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে পাদৌ ত্বেতাবাত্মন ইতি হোবাচ পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং যন্মাং নাগমিষ্য ইতি। ১। ২।

তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোহন্নমত্থ যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষাত্মস্বন্নমত্তি।

তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ উরএব বেদির্লোমানি বর্হিহ্নর্দয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ। ১। ২।

তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি।

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি। ১। ২।

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াদ্ব্যানায় স্বাহেতি ব্যানস্তৃপ্যতি।

ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎকিঞ্চ দিশশ্চ

চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি। ১। ২।

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্যপানস্তৃপ্যতি।

অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃপ্যত্যগ্নৌ তৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি। ১। ২।

অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি।

সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি মনসি তৃপ্যতি পর্জ্জন্যস্তৃপ্যতি পর্জ্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুত্তৃপ্যতি বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ বিদ্যুচ্চ পর্জ্জন্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি। ১। ২।

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াদুদানায় স্বাহেত্যুদানস্তৃপ্যতি।

উদানে তৃপ্যতি বায়ুস্তৃপ্যতি বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি যৎ কিঞ্চ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি। ১। ২।

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াত্তাদৃক্ তৎ স্যাৎ।

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষাত্মসু হুতং ভবতি।

তদ্যথেষীকাতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদুয়েতৈবংহ্ হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি।

তস্মাদু হৈবংবিদ্যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদাত্মনি হৈবাস্য তদ্বৈশ্বানরে হুতং স্যাদিতি তদেষশ্লোকঃ।

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে।

এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি। —৬। ছা, ৫। ৭। ১১—১৪।

বৈশ্বানরবিদ্যারভ্যতে প্রাচীনশাল ইতি। 'ঔপমন্যবঃ' উপমন্যোরপত্যং 'প্রাচীনশালঃ', 'পৌলুষিঃ' 'পুলুষস্যাপত্যং' 'সত্যযজ্ঞঃ', 'ভাল্লবেয়ঃ' ভল্লবেরপত্যম্ 'ইন্দ্রদ্যুম্নঃ', 'শার্করাক্ষ্যঃ' শর্করাক্ষস্যাপত্যম্ 'জনঃ', 'আশ্বতরাশ্বিঃ' অশ্বতরাশ্বস্যাপত্যং 'বুড়িলঃ' 'তে হ' 'এতে' 'মহাশালাঃ' মহাগৃহস্থাঃ, 'মহাশ্রোত্রিয়াঃ' শ্রুতাধ্যয়নবৃত্তসম্পন্নাঃ 'সমেত্য' সম্ভূয় 'মীমাংসাং' বিচারণাং 'চক্রুঃ' কৃতবন্তঃ—'কো নঃ' অস্মাকম্ 'আত্মা', 'কিং ব্রহ্ম' 'ইতি'।

হে 'ভগবন্তঃ', 'আরুণিঃ' অরুণস্যাপত্যম্ 'উদ্দালকঃ বৈ' 'ইমম্' আত্মানং 'বৈশ্বানরম্' 'অধ্যেতি' স্মরতি জানাতি। 'হন্ত'—বাক্যারম্ভে—'তম্' 'অভ্যাগচ্ছাম' 'ইতি' 'তে' পুনঃ 'সম্পাদয়াঞ্চক্রুঃ' ঐকমত্যেন নিশ্চিতবন্তঃ। এবং নিশ্চিত্য তে পুনঃ 'অভ্যাজগ্মুঃ'।

'স' আরুণিঃ পুনঃ তান্ দৃষ্ট্বৈব 'সম্পাদয়াঞ্চকার' মন্ত্রিতবান্—'ইমে মহাশালাঃ' মহাশ্রোত্রিয়াঃ 'সংপ্রক্ষ্যন্তি', 'তেভ্যঃ' আত্মানং 'সর্ব্বং' প্রশ্নোত্তরসমগ্রবিষয়জ্ঞম্ 'ইব' 'ন' 'প্রতিপৎস্যে' ন স্বীকরিষ্যামি। 'হন্ত', 'অহম্' 'অন্যম্' উপদেষ্টারম্ 'অনুশাসানি' বক্ষ্যামি 'ইতি'।

'তান্' সমাগতান্ পুনঃ স উবাচ—হ 'ভগবন্তঃ', 'কৈকেয়ঃ' কেকয়স্য অপত্যম্ 'অশ্বপতিঃ' বৈ 'সম্প্রতি' 'ইমম্' আত্মানং 'বৈশ্বানরম্' 'অধ্যেতি'। 'হন্ত' 'তম্' 'অভ্যাগচ্ছাম' 'ইতি'। ইত্যুক্ত্বা 'তম্' অশ্বপতিং তে 'অভ্যাজগ্মুঃ'।

'তেভ্যঃ' পুনঃ 'প্রাপ্তেভ্যঃ' আগতেভ্যঃ 'স' অশ্বপতিঃ 'পৃথক্ পৃথক্' 'অর্হাণি' অর্হণানি 'কারয়াঞ্চকার' ভৃত্যৈঃ পুরোহিতৈশ্চ। 'স' পুনঃ 'প্রাতঃ সঞ্জিহানঃ' শয্যাং পরিত্যজন্ 'উবাচ' পরিগ্রহাদোষসংসূচনায়—'মে' ম 'জনপদে' 'ন' 'স্তেনঃ' পরস্যাপহর্ত্তা, 'ন' 'কদর্য্যঃ' অদাতা, 'ন মদ্যপঃ,' 'ন অনাহিতাগ্নিঃ,' 'ন অবিদ্বান্' 'ন' 'স্বৈরী' পরদারেষু গন্তা 'কুতঃ' 'স্বৈরিণী' দুষ্টাচারিণী স্যাৎ। হে 'ভগবন্তঃ', 'অহং বৈ' 'যক্ষ্যমাণঃ' যজ্ঞং চিকীর্ষুঃ অস্মি 'একৈকস্মৈ' 'ঋত্বিজে' 'যাবৎ' 'ধনং' 'দাস্যামি' 'ভগবদ্ভ্যঃ' 'তাবৎ ধনং' 'দাস্যামি'। 'ভগবন্তঃ' 'বসন্ত' 'ইতি'।

'তে' পুনঃ 'উচুঃ'—'যেন এব' 'অর্থেন' প্রয়োজনেন 'পুরুষঃ' 'চরেৎ' গচ্ছেৎ, 'তং' পুনঃ 'এব অর্থং' 'বদেৎ'। ন বয়ং ধনার্থিনঃ কিন্তু হি বৈশ্বানরজ্ঞানার্থিনঃ, সুতরাম্—'আত্মানম্' 'এব' 'ইমং' 'বৈশ্বানরং' 'সম্প্রতি' 'অধ্যেষি' সম্যক্ জানাসি, 'তম্ এব' 'নঃ' অস্মভ্যং 'ব্রূহি'।

'তান্' পুনঃ অশ্বপতিঃ 'উবাচ'—'প্রাতঃ' 'বঃ' যুষ্মভ্যং 'প্রতিবক্তাস্মি' প্রতিবাক্যং দাতাস্মি। 'তে' পুনঃ 'সমিৎপাণয়ঃ' অপরেদ্যুঃ 'পূর্ব্বাহ্নে' 'প্রতিচক্রমিরে' গতবন্তঃ। 'তান্' পুনঃ অসম্যগ্‌ভাবেন বৈশ্বানরোপাসনশীলত্বাৎ 'অনুপনীয়' 'এব' উপনয়নমকৃত্বৈব 'এতৎ' বৈশ্বানরবিজ্ঞানম্ 'উবাচ'।

হে 'ঔপমন্যব,' 'কম্' আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্সে' 'ইতি'। হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্', 'দিবং' দ্যুলোকম্ 'এব' আত্মানং পুনঃ 'ইতি' ঔপমন্যব 'উবাচ'। 'এষ বৈ' অয়ং 'সুতেজাঃ' শোভনতেজাঃ

ইতি প্রসিদ্ধঃ 'বৈশ্বানরঃ' আত্মা, 'তম্' আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্সে'। 'তস্মাৎ' 'তব' কুলে 'সুতম্' অভিষুতং সোমরূপং লতাদ্রবাং 'প্রসুতং' প্রকর্ষেণ সুতম্, 'আসুতঞ্চ' যজ্ঞীবদিনগণেষু 'দৃশ্যতে'।

অতএব ত্বম্ 'অন্নম্ অৎসি' 'প্রিয়ং পশ্যসি'। অন্যোঽপি য 'এতম্' আত্মানং বৈশ্বানরম্ এবম্ উপাস্তে, স 'অন্নম্' 'অত্তি' 'প্রিয়ং' 'পশ্যতি,' 'অস্য' 'কুলে' 'ব্রহ্মবর্চ্চসং' ভবতি। 'এষ তু' বৈশ্বানরস্য 'আত্মনঃ' 'মূর্দ্ধা' 'ইতি' পুনঃ অশ্বপতিরুবাচ—'যৎ' যদি 'মাম্' ন 'আগমিষ্যঃ', 'মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ' 'ইতি'। অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধ্যোপাসনাদিতি ভাবঃ।

'অথ' স পুনঃ 'সত্যযজ্ঞং' 'পৌলুষিম্' 'উবাচ'—হে 'প্রাচীনযোগ্য', 'কম্' আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্সে' 'ইতি'। হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্', 'আদিত্যম্ এব' 'ইতি' 'স' পুনঃ 'উবাচ'। 'এষ' 'বৈ' অয়ং 'বিশ্বরূপঃ' বিবিধরূপঃ 'আত্মা বৈশ্বানরঃ' 'তম্' আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্সে'। 'তস্মাৎ' 'তব' 'কুলে' 'বহু' বিবিধং 'বিশ্বরূপম্' ইহামুত্রার্থমুপকরণং 'দৃশ্যতে'।

ত্বামনু 'প্রবৃত্তঃ' 'অশ্বতরীরথঃ' 'দাসীনিষ্কঃ' দাসীভির্যুক্তঃ হারঃ 'অৎসি অন্নম্' 'পশ্যসি প্রিয়ম্'। অন্যোঽপি 'যঃ এতম্' 'আত্মানং বৈশ্বানরম্' এবম্ 'উপাস্তে', 'স' 'অন্নম্ অত্তি' 'প্রিয়ং পশ্যতি', অস্য কুলে 'ব্রহ্মবর্চ্চসং' ভবতি। 'এতৎ তু' আত্মনঃ 'চক্ষুঃ' ইতি পুনঃ 'উবাচ' অশ্বপতিঃ, 'যৎ' যদি 'মাং' 'ন আগমিষ্যঃ' 'অন্ধঃ অভবিষ্যঃ' 'ইতি'—অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধ্যোপাসনাদিতি ভাবঃ।

'অথ' 'ইন্দ্রদ্যুম্নং' 'ভাল্লবেয়ং' স 'উবাচ'—হে 'বৈয়াঘ্রপদ্য', 'কম্' 'আত্মানং' 'ত্বম' 'উপাস্সে' 'ইতি'। হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্', 'বায়ুম্ এব' 'ইতি' স 'উবাচ'। 'এষ বৈ' 'অয়ং' 'পৃথগ্বর্ত্মা' পৃথক্ নানা বর্ত্মানি যস্য বায়োঃ স ইব পৃথগ্বর্ত্মা বিবিধমার্গসঞ্চরণশীলঃ 'আত্মা বৈশ্বানরঃ' 'তম্' আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্সে'। 'তস্মাৎ' 'ত্বাং' 'পৃথগ্‌ বলয়ঃ' নানাবিধবস্ত্রান্নাদয়ঃ 'আয়ন্তি' আগচ্ছন্তি, 'পৃথগ্রথশ্রেণয়ঃ' অপি ত্বাম্ 'অনুয়ন্তি'।

অতএব 'অন্নম্' 'অৎসি' 'প্রিয়ং' 'পশ্যসি' ত্বম্। অন্যোঽপি 'য' 'এতম্' আত্মানং বৈশ্বানরম্ 'এবম্' উপাস্তে, স 'অন্নম্' 'অত্তি' 'প্রিয়ং' 'পশ্যতি'—'অস্য' 'কুলে' 'ব্রহ্মবর্চ্চসং' 'ভবতি'। 'এষ' 'তু' 'আত্মনঃ' 'প্রাণঃ' ইতি পুনঃ অশ্বপতিঃ 'উবাচ'—'যৎ' যদি 'মাং' 'ন আগমিষ্যঃ' 'তে' তব 'প্রাণঃ' 'উদক্রমিষ্যৎ' 'ইতি'। অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধ্যোপাসনাদিতি ভাবঃ।

'অথ' 'জনং' পুনঃ স 'উবাচ'—হে 'শার্করাক্ষ্য', 'কম্' 'আত্মানং' 'ত্বম্' 'উপাস্সে' 'ইতি'। হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্', 'আকাশম্' 'এব' 'ইতি' পুনঃ স 'উবাচ'। 'এষ বৈ' অয়ং 'বহুলঃ' সর্ব্বগতত্বাৎ 'আত্মা' 'বৈশ্বানরঃ'। 'তম্' আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্সে', 'তস্মাৎ' ত্বং প্রজয়া চ ধনেন চ 'বহুলঃ' 'অসি'।

অতএব ত্বম্ 'অন্নম্' 'অৎসি', 'প্রিয়ং' 'পশ্যসি'। অন্যোঽপি 'যঃ' 'এতম্' 'আত্মানং' 'বৈশ্বানরম্' 'এবম্' 'উপাস্তে' স 'অন্নম্' 'অত্তি' 'প্রিয়ং' 'পশ্যতি' 'অস্য' 'কুলে' 'ব্রহ্মবর্চ্চসং' 'ভবতি'। 'এষ তু' 'আত্মনঃ সন্দেহঃ' মধ্যমশরীরম্ 'ইতি' পুনঃ স 'উবাচ'; 'তে' তব 'সন্দেহঃ'—উপচয়সামান্যত্বাৎ দিহতের্দেহস্য সন্দেহস্য চোৎপত্তেরুপসর্গস্য সার্থকত্বে সন্দেহস্য সংশয়ার্থত্বাৎ অত্র পুনর্নিরর্থকত্বেন—শরীরং 'অশীর্য্যৎ' শীর্ণঃ অভবিষ্যৎ, 'যৎ' যদি 'মাং' 'ন' 'আগমিষ্যঃ' 'ইতি'। অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধ্যোপাসনাদিতি ভাবঃ।

'অথ' পুনঃ 'বুড়িলম্' 'আশ্বতরাশ্বিং' স 'উবাচ'—হে 'বৈয়াঘ্রপদ্য', 'কম্' 'আত্মানং' 'ত্বম্' 'উপাস্সে' 'ইতি'। হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্', 'অপঃ এব' 'ইতি' স পুনঃ 'উবাচ'। 'এষ বৈ' 'অয়ং'

'রয়িঃ' ধনস্বরূপঃ 'আত্মা' 'বৈশ্বানরঃ' 'তম্' আত্মানং 'উপাস্সে'। 'তস্মাৎ' 'ত্বং' 'রয়িমান্' ধনবান্ 'পুষ্টিমান্' 'অসি'।

অতএব ত্বম্ 'অন্নম্' 'অৎসি' 'প্রিয়ং' 'পশ্যসি'। 'অন্যোঽপি' 'যঃ' 'এতম্' আত্মানং বৈশ্বানরম্ 'এবম্' 'উপাস্সে' স 'অন্নম্' 'অত্তি' 'প্রিয়ং' 'পশ্যতি', 'অস্য কুলে' 'ব্রহ্মবর্চ্চস' 'ভবতি'। এষ তু আত্মনঃ বস্তিঃ ইতি পুনরুবাচ অশ্বপতিঃ, 'যৎ' যদি 'মাং' 'ন আগমিষ্যঃ', 'তে' তব 'বস্তিঃ' 'ব্যভেৎস্যৎ' ভিন্নোঽভবিষ্যৎ ইতি। অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধ্যোপাসনাদিতি ভাবঃ।

'অথ' পুনঃ স 'উবাচ' 'উদ্দালকম্' 'আরুণিম্'—হে 'গৌতম', 'কম্' 'আত্মানং' 'ত্বম্' 'উপাস্সে' 'ইতি'। হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্,' 'পৃথিবীম্' 'এব' স পুনঃ 'উবাচ'। এষ বৈ অয়ং 'প্রতিষ্ঠা' বৈশ্বানরপাদরূপঃ 'আত্মা বৈশ্বানরঃ'। 'তম্' 'আত্মানং' 'ত্বম্' 'উপাস্সে'। 'তস্মাৎ' ত্বং 'প্রজয়া চ' 'পশুভিঃ চ' 'প্রতিষ্ঠিতঃ' 'অসি'।

অতএব ত্বম্ 'অন্নম্ অৎসি' 'প্রিয়ং' 'পশ্যসি'। অন্যোঽপি 'যঃ' 'এতম্' 'আত্মানং' 'বৈশ্বানরম্' 'এবম্' 'উপাস্তে' স 'অন্নম্' 'অত্তি' 'প্রিয়ং পশ্যতি,' 'অস্য কুলে' 'ব্রহ্মবর্চ্চসং' 'ভবতি'। 'এতৌ তু আত্মনঃ পাদৌ' 'ইতি' 'উবাচ' অশ্বপতিঃ। 'যৎ' যদি 'মাং' 'ন আগমিষ্যঃ' 'তে' তব 'পাদৌ' 'ব্যম্লাস্যেতাং' বিম্লানৌ শিথিলীভূতৌ অভবিষ্যতাম্ ইতি। অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধ্যোপাসনাদিতি ভাবঃ।

'তান্' পুনঃ স 'উবাচ'—'এতে' 'যূয়ং' 'বৈ খলু' 'ইমম্' 'আত্মানং' 'বৈশ্বানরম্' একমপি পৃথগিব 'বিদ্বাংসঃ' জানন্তঃ 'অন্নম অৎথ'। 'যঃ তু' পুনঃ 'এবম্' 'বৈশ্বানরং' 'প্রাদেশমাত্রম্'—প্রাদেশৈঃ দ্যুমূর্দ্ধাদিভিঃ পাদান্তৈঃ মীয়তে জ্ঞায়তে ইতি প্রাদেশমাত্রঃ তদ্রূপম্—'অভিবিমানং'—অহম্ অহমিতি আভিমুখ্যেন বিমীয়তে জ্ঞায়তে ইতি অভিবিমানঃ 'তম্'—আত্মানং 'বৈশ্বানরম্' উপাস্তে, স 'সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মস্ব' 'অন্নম্' 'অত্তি'।

তস্য হ বা এতস্যাত্মন ইতি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতম্ (২। ১২)।

'যৎ' যস্মাৎ উরঃস্থলমেব স্থণ্ডিলং লোমান্যেবাস্তীর্ণকুশা হৃদয়মনোমুখান্যেব গার্হপত্যান্বাহার্য্যপচনাহবনীয়াগ্নয়ঃ, 'তৎ' তস্মাৎ 'যৎ' 'ভক্তম্' অন্নং ভোজনকালে 'প্রথমম্' 'আগচ্ছেৎ' তৎ 'হোমীয়ং' হোতব্যম্। 'স' ভোক্তা 'যাং প্রথমাম্' 'আহুতিম্' অবদানপ্রমাণমন্নং স্বমুখে 'জুহুয়াৎ,' তাং "প্রাণায় স্বাহা" ইতি জুহুয়াৎ। তয়া 'প্রাণঃ তৃপ্যতি'।

'প্রাণে তৃপ্যতি' সতি 'চক্ষুঃ তৃপ্যতি,' 'চক্ষুষি তৃপ্যতি' সতি 'আদিত্যঃ তৃপ্যতি,' 'আদিত্যে তৃপ্যতি' সতি 'দ্যৌঃ তৃপ্যতি', 'দিবি তৃপ্যন্ত্যাং' সত্যাং 'দ্যৌঃ চ আদিত্যঃ চ যৎকিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ' 'তৎ তৃপ্যতি,' 'তস্য' 'তৃপ্তিম্' 'অনু' ভোক্তা 'প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন' 'তৃপ্যতি' 'ইতি'।

'অথ' 'যা' 'দ্বিতীয়াম্' আহুতিং 'জুহুয়াৎ' তাং "ব্যানায় স্বাহা" 'ইতি' জুহুয়াৎ। তয়া 'ব্যানঃ তৃপ্যতি'।

'ব্যানে তৃপ্যতি' সতি 'শ্রোত্রং তৃপ্যতি', 'শ্রোত্রে তৃপ্যতি' সতি 'চন্দ্রমাঃ তৃপ্যতি,' 'চন্দ্রমসি তৃপ্যতি' সতি 'দিশঃ তৃপ্যন্তি', 'দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু' সতীষু 'দিশঃ চ চন্দ্রমাঃ চ যৎকিঞ্চ অধিতিষ্ঠন্তি' 'তৎ তৃপ্যতি', 'তস্য তৃপ্তিম্' 'অনু' ভোক্তা 'প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন তৃপ্যতি' 'ইতি'।

'অথ' 'যাং তৃতীয়াম্' আহুতিং 'জুহুয়াৎ' 'তাম্ "অপানায় স্বাহা" ইতি' জুহুয়াৎ। তয়া 'অপানঃ তৃপ্যতি'।

'অপানে তৃপ্যতি' সতি 'বাক্ তৃপ্যতি,' 'বাচি তৃপ্যন্ত্যাং' সত্যাং 'অগ্নিঃ তৃপ্যতি', 'অগ্নৌ তৃপ্যতি'

সতি 'পৃথিবী তৃপ্যতি,' 'পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং' সত্যাং 'পৃথিবী চ অগ্নিঃ চ যৎকিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ' 'তৎ' 'তৃপ্যতি' 'তস্য তৃপ্তিম্' 'অনু' ভোক্তা 'প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন' 'তৃপ্যতি' 'ইতি'।

'অথ' 'যাং চতুর্থীম্' আহুতিং 'জুহুয়াৎ' 'তাং "সমানায় স্বাহা" ইতি' জুহুয়াৎ। তয়া 'সমানঃ তৃপ্যতি'।

'সমানে তৃপ্যতি' সতি 'মনঃ তৃপ্যতি', 'মনসি তৃপ্যতি' সতি 'পর্জ্জন্যঃ তৃপ্যতি', 'পর্জ্জন্যে তৃপ্যতি' সতি 'বিদ্যুৎ তৃপ্যতি', 'বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং' সত্যাং 'বিদ্যুৎ চ পর্জ্জন্যঃ চ যৎকিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ' 'তৎ তৃপ্যতি,' 'তস্য তৃপ্তিম্ অনু' ভোক্তা 'প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন' 'তৃপ্যতি'।

'অথ' 'যাং পঞ্চমীম্' আহুতিং 'জুহুয়াৎ' 'তাম্ "উদানায় স্বাহা" ইতি' জুহুয়াৎ। তয়া 'উদানঃ তৃপ্যতি'।

'উদানে তৃপ্যতি' সতি 'বায়ুঃ তৃপ্যতি', 'বায়ৌ তৃপ্যতি' সতি 'আকাশঃ তৃপ্যতি', 'আকাশে তৃপ্যতি' সতি 'বায়ুঃ চ আকাশঃ চ যৎকিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ' 'তৎ তৃপ্যতি', 'তস্য তৃপ্তিম্ অনু' ভোক্তা প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন' 'তৃপ্যতি' 'ইতি'।

'স যঃ' 'ইদং' বৈশ্বানরদর্শনম্ 'অবিদ্বান্' সন্ 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'অঙ্গারান্' আহুতিযোগ্যান্ 'অপোহ্য' পরিহায় 'ভস্মনি' 'যথা' 'জুহুয়াৎ' 'তাদৃক্' তত্তুল্যং তস্য 'তৎ' অগ্নিহোত্রং স্যাৎ। প্রসিদ্ধাগ্নিহোত্রনিন্দয়া বৈশ্বানরবিদোঽগ্নিহোত্রং স্তূয়তে।

শ্রেষ্ঠত্বমস্য ফলেন প্রতিপাদয়তি—'অথ' 'যঃ' 'এতৎ' বৈশ্বানরাগ্নিহোত্রম্ 'এবং' বিদ্বান্ 'অগ্নিহোত্রং' সাম্পাদিকং 'জুহোতি' 'তস্য' 'সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু' 'হুতং' 'ভবতি'।

ন কেবলমিদমেব ফলং কিন্তর্হি—'তদ্যথা' 'ইষিকাতূলম্' 'অগ্নৌ প্রোতং' প্রক্ষিপ্তং 'প্রদূয়েত' প্রদহ্যেত, 'এবং' পুনঃ 'অস্য' 'সর্ব্বে পাপ্মানঃ' 'প্রদূয়ন্তে দহ্যন্তে, 'য এতৎ এবং বিদ্বান্' 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি'।

'তস্মাৎ' পুনঃ 'এবংবিৎ' 'যদ্যপি' 'চণ্ডালায়' উচ্ছিষ্টান'হায় 'উচ্ছিষ্টং' 'প্রযচ্ছেৎ' দদ্যাৎ 'অস্য' পুনরেব 'আত্মনি' বৈশ্বানরে 'তৎ' উচ্ছিষ্টং 'হুতং' 'স্যাৎ' 'ইতি'। 'তৎ' তস্মিন্নর্থে 'এষ শ্লোকঃ'।

'যথা' 'ইহ' লোকে 'ক্ষুধিতাঃ' বুভুক্ষিতাঃ 'বালাঃ' 'মাতরং' 'পর্য্যুপাসতে'—কদা নো মাতান্নং প্রদাস্যতীতি, 'এবং' হি 'সর্ব্বাণি ভূতানি' অন্নাদীনি 'অগ্নিহোত্রং' বৈশ্বানরবিদঃ ভোজনম্ 'উপাসতে' কদা ত্বসৌ ভোক্ষ্যতে ইতি। অগৎ সর্ব্বং বিদ্বদ্ভোজনে তৃপ্তং ভবতীত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা।

মহাগৃহস্থ, মহাশ্রোত্রিয়, উপমন্যুর তনয় প্রাচীন শাল, পুলুষতনয় সত্যযজ্ঞ, ভল্লবিতনয় ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষতনয় জন, অশ্বতরতনয় বুড়িল, ইঁহারা সকলে একত্র হইয়া, আমাদের আত্মা কে, আমাদের ব্রহ্ম কে, এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা একমত হইয়া মীমাংসা করিলেন, হে ভগবদ্গণ, অরুণের তনয় উদ্দালক সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে তবে আমরা গমন করি। এই মীমাংসা করিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

তিনি মনে মনে মন্ত্রণা করিলেন, ইঁহারা মহাগৃহস্থ মহাশ্রোত্রিয়, ইঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি সকল জানি এরূপ দেখাইব না, আমি অন্য উপদেষ্টার কথা বলিব।

তিনি সমাগত তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে ভগবদ্গণ, কেকয়ের তনয় অশ্বপতি সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত হইয়াছেন, আমরা তবে তাঁহার নিকটে গমন করি এই বলিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

তিনি সমাগত তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ সম্মাননা করিলেন।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার রাজ্যে পরস্বাপহারী নাই, অদাতা নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, স্বেচ্ছাচারী নাই, স্বেচ্ছাচারিণী নাই। আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, এক এক পুরোহিতকে আমি যাহা দিব, আপনাদিগকেও তাহা দিব। আপনারা এখানে অবস্থান করুন।

যে কোন প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি আগমন করে তাহাকে তাহাই বলা সমুচিত।

আপনি সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মা অবগত হইয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহারই কথা বলুন।

প্রাতঃকালে প্রত্যুত্তর দিব, তাঁহাদিগকে তিনি এই কথা বলিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণে সমিৎপাণি হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

তিনি তাঁহাদিগের উপনয়ন না করিয়াই তাঁহাদিগকে উহা (বৈশ্বানরবিজ্ঞান) বলিলেন।

হে উপমন্যুতনয়, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। ভগবন্, রাজন্, আমি দ্যুলোকের [উপাসনা করিয়া থাকি]। [রাজা বলিলেন] ইনি সুতেজা [নামক] বৈশ্বানর আত্মা, ইঁহাকে আপনি উপাসনা করেন, তাই আপনার কুলে যজ্ঞদিনে অভিষুত সোম ভালরূপে অভিষুত হইয়া থাকে।

আপনি অন্ন ভোজন-করেন, প্রিয় দর্শন করেন, অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করে, সেও অন্ন ভোজন করে প্রিয় দর্শন করে, ইহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয়। ইটি আত্মার মস্তক। আপনি

যদি আমার নিকটে না আসিতেন তাহা হইলে আপনার মস্তক নিপতিত হইত।

অনন্তর তিনি পুলুষতনয় সত্যযজ্ঞকে বলিলেন, হে প্রাচীনযোগ্য, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন? ভগবন্ রাজন্, আমি আদিত্যের [উপাসনা করিয়া থাকি], [রাজা বলিলেন] ইনি বিশ্বরূপ বৈশ্বানর আত্মা। ইঁহার আপনি উপাসনা করেন, তাই আপনার কুলে বহু বিবিধাকারের উপকরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্বতরীরথ, দাসী সহ হার আপনার হইয়াছে, আপনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন-করেন। অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে সেও অন্ন ভোজন করে প্রিয় দর্শন করে ইহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয়। এটি আত্মার চক্ষু। রাজা বলিলেন, যদি আমার নিকটে না আসিতেন, আপনি অন্ধ হইতেন।

অনন্তর তিনি ভল্লবিতনয় ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, হে বৈয়াঘ্রপদ্য আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন? ভগবন্ রাজন্, আমি বায়ুকে [উপাসনা করিয়া থাকি]। ইনি বিবিধপথে সঞ্চরণশীল বৈশ্বানর আত্মা। আপনি তাঁহার উপাসনা করেন তাই [অন্নবস্ত্রাদি] বিবিধ বলি আপনার নিকটে আইসে, বিবিধ রথশ্রেণী আপনার অনুসরণ করে, আপনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন-করেন। অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে, সেও অন্ন ভোজন করে, প্রিয় দর্শন করে, ইহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয়। ইনি আত্মার প্রাণ। [রাজা বলিলেন,] যদি আপনি আমার নিকটে না আসিতেন, আপনার প্রাণ উৎক্রমণ করিত।

অনন্তর জনকে তিনি বলিলেন, হে শর্করাক্ষতনয়, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করেন? ভগবন্ রাজন্, আমি আকাশের উপাসনা করিয়া থাকি। ইনি বহুল [সর্ব্বগত] বৈশ্বানর আত্মা আপনি তাঁহার উপাসনা করেন, তাই আপনি প্রজা ও ধনে বহুল। আপনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন। অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে, সেও অন্ন ভোজন করে, প্রিয় দর্শন করে, ইহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয়, ইনি আত্মার মধ্যদেশ। [রাজা

বলিলেন], আপনার দেহ শীর্ণ হইয়া যাইত যদি আমার নিকটে না আসিতেন।

অনন্তর তিনি অশ্বতরতনয় বুড়িলকে বলিলেন, হে বৈয়াঘ্রপদ্য, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন? হে ভগবন্ রাজন্, আমি জলকেই উপাসনা করিয়া থাকি। ইনি বৈশ্বানর আত্মার রয়ি (ধন-স্বরূপ)। আপনি এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন তাই আপনি ধনবান্ ও পুষ্টিমান্ হইয়াছেন। আপনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন। যে কোন ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে সে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে, প্রিয় দর্শন করে, ইহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয়। ইনি আত্মার বস্তি। [রাজা বলিলেন,] যদি আপনি আমার নিকটে না আসিতেন আপনার বস্তি ফাটিয়া যাইত।

অনন্তর অরুণের তনয় উদ্দালককে তিনি বলিলেন, হে গৌতম, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন? হে ভগবন্ রাজন্, আমি পৃথিবীর উপাসনা করিয়া থাকি। ইনি বৈশ্বানর আত্মার প্রতিষ্ঠা। আপনি এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন তাই আপনি প্রজা ও পশুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আপনি অন্ন ভোজন-করেন, প্রিয় দর্শন করেন, অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে সেও অন্ন ভোজন করে, প্রিয় দর্শন করে, ইহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয়। [রাজা বলিলেন,] ইনি আত্মার পাদদ্বয়, যদি আপনি আমার নিকটে না আসিতেন তাহা হইলে আপনার পাদদ্বয় শিথিল হইয়া পড়িত।

রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, এই বৈশ্বানর আত্মা যেন পৃথক্ এই ভাবে আপনারা ইঁহাকে জানিয়া অন্ন ভোজন করেন, যে কোন ব্যক্তি এইরূপ প্রাদেশমাত্র বৈশ্বানর আত্মাকে অভিমুখগত আমি বলিয়া উপাসনা করে সে ব্যক্তি সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে সকল আত্মাতে অন্ন ভোজন করে।

বৈশ্বানর আত্মার দ্যুলোক মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, পৃথক্ পথগামী বায়ু স্বভাব, আকাশ দেহের মধ্যভাগ, বারি বস্তি (মূত্রকোষ), পৃথিবী পাদ, বেদি বক্ষ, কুশ লোম, গার্হপত্যাগ্নি হৃদয়, দক্ষিণাগ্নি মন, আহবনীয়াগ্নি মুখ। যেহেতুক [বেদি বক্ষ, কুশ লোম, গার্হপত্যাগ্নি হৃদয়, দক্ষিণাগ্নি

মন, আহবনীয়াগ্নি মুখ] তন্নিমিত্ত [ভোজনকালে] যে অন্ন প্রথমে আইসে তাহাই হবন-করিবে। প্রথমে যে আহুতি দিবে সেই আহুতি 'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে, ইহাতে প্রাণ তৃপ্ত হয়।

প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হয়; চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য তৃপ্ত হন, আদিত্য তৃপ্ত হইলে দ্যুলোক তৃপ্ত হন, দ্যুলোক তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু দ্যুলোক ও আদিত্য অধিষ্ঠান-করিয়া আছেন, তাহা তৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তির পর [ভোক্তা] প্রজা পশু ব্রীহিযবাদি তেজ ও ব্রহ্মতেজে তৃপ্ত হয়।

অনন্তর যে দ্বিতীয় আহুতি দিবে তাহা 'ব্যানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে, ইহাতে ব্যান তৃপ্ত হয়।

ব্যান তৃপ্ত হইলে শ্রোত্র তৃপ্ত হয়, শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে চন্দ্রমা তৃপ্ত হয়, চন্দ্রমা তৃপ্ত হইলে দিক্ সকল তৃপ্ত হয়, দিক্ সকল তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু দিক্ সকল ও চন্দ্রমাকে অধিকার করিয়া আছেন তাহা তৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তির পর [ভোক্তা] প্রজা পশু ব্রীহিযবাদি তেজ ও ব্রহ্মতেজে তৃপ্ত হয়।

অনন্তর যে তৃতীয় আহুতি দিবে তাহা 'অপানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে, ইহাতে অপান তৃপ্ত হয়।

অপান তৃপ্ত হইলে বাক্ তৃপ্ত হয়, বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি তৃপ্ত হয়, অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্ত হয়, পৃথিবী তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু পৃথিবী ও অগ্নি অধিষ্ঠান করিয়া আছেন তাহা তৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তির পর [ভোক্তা] প্রজা পশু ব্রীহিযবাদি তেজ ও ব্রহ্মতেজে তৃপ্ত হয়।

অনন্তর যে চতুর্থ আহুতি দিবে, তাহা 'সমানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে, ইহাতে সমান তৃপ্ত হয়।

সমান তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্ত হয়, মন তৃপ্ত হইলে পর্জ্জন্য তৃপ্ত হয়, পর্জ্জন্য তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হয়, বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্য অধিষ্ঠান করিয়া আছেন তাহা তৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তির পর [ভোক্তা] প্রজা পশু ব্রীহিযবাদি তেজ ও ব্রহ্মতেজে তৃপ্ত হয়।

অনন্তর যে পঞ্চম আহুতি দিবে তাহা 'উদানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে। ইহাতে উদান তৃপ্ত হয়।

উদান তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্ত হয়, বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হয়, আকাশ তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু বায়ু ও আকাশ অধিষ্ঠান করিয়া আছেন তাহা তৃপ্ত হয়, সেই তৃপ্তির পর [ভোক্তা] প্রজা পশু ব্রীহিযবাদি তেজ ও ব্রহ্মতেজে তৃপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি এটি না জানিয়া অগ্নিহোত্র হবন করে, জ্বলদঙ্গার পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে হবন করিলে যাহা হয় সে অগ্নিহোত্র তাদৃশ হয়।

যে ব্যক্তি এটি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হবন করে তাহার সকল লোকে সকল ভূতে সকল আত্মাতে হবন হয়।

যে ব্যক্তি এটি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হবন করে ইষিকার তূলা অগ্নিতে নিহিত হইলে যেমন দগ্ধ হইয়া যায় তেমনি ইহার সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।

তজ্জন্যই ঈদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চণ্ডালকেও যদি উচ্ছিষ্ট দেয় সেই উচ্ছিষ্ট বৈশ্বানর আত্মাতে হুত হইয়া থাকে।

সেই অর্থে এই শ্লোক :—

ইহলোকে ক্ষুধিত বালকেরা যেমন মাতার অপেক্ষা করে, তেমনি সর্ব্বভূত অগ্নিহোত্রের অপেক্ষা করিয়া থাকে।

ভাব—বেদোক্ত হবনব্যাপারকে এখানে আধ্যাত্মিক পানভোজনব্যাপারে পরিণত করা হইয়াছে। এরূপে পানভোজন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যবর্দ্ধক নহে, কিন্তু সকলের সহিত একতাবশতঃ দৈহিক পাপবিনাশের হেতু।

২৯। ঊষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্ব্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সংবৎসরআত্মা অশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরীক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্যম্। দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শবঃ ঋতবোঽঙ্গানি মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্ব্বাণ্যহরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। ঊবধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্ব্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমানি উদ্যন্ পূর্ব্বার্দ্ধো নিম্লোচন্ জঘনার্দ্ধো যদ্বিজৃম্ভতে তদ্বিদ্যোততে যদ্বিধুনতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্।

অহর্ব্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমান্বজায়ত তস্য পূর্ব্বে সমুদ্রে যোনী-

রাত্রিরেনম্পশ্চান্মহিমান্বজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সম্বভূবতুঃ। হয়ো ভূত্বা দেবানবহৎ বাজী গন্ধর্ব্বানর্ব্বাসুরানশ্বো মনুষ্যান্ সমুদ্রএবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ।

বৃহ, ৩।১।১।২।

অশ্বমেধবিজ্ঞানেঽশ্বস্য প্রাধান্যাৎ তদ্বিষয়কমেব দর্শনমুচ্যতে। 'মেধ্যস্য' যজ্ঞীয়স্য 'অশ্বস্য' 'উষা বৈ' 'শিরঃ', 'সূর্য্যঃ' 'চক্ষুঃ,' 'বাতঃ' 'প্রাণঃ', 'ব্যাত্তং' বিবৃতং 'মুখং' 'বৈশ্বানরঃ' 'অগ্নিঃ', 'সংবৎসরঃ' 'আত্মা'। অশ্বস্য মেধ্যস্যেতি পুনর্ব্বচনং সর্ব্বত্রানুষঙ্গার্থম্। 'দ্যৌঃ' 'পৃষ্ঠম্,' 'অন্তরিক্ষম্ উদরং', 'পৃথিবী' 'পাজস্যং'—পাদাসনস্থানমিত্যর্থঃ—'দিশঃ পার্শ্বে,' 'অবান্তরদিশঃ' আগ্নেয়াদ্যাঃ 'পর্শবঃ' পার্শ্বাস্থীনি, 'ঋতবঃ অঙ্গানি', 'মাসাঃ চ অর্দ্ধমাসাঃ চ' 'পর্ব্বাণি' সন্ধয়ঃ, 'অহোরাত্রাণি' 'প্রতিষ্ঠাঃ' পাদাঃ, 'নক্ষত্রাণি অস্থীনি,' 'নভঃ মাংসানি'। 'সিকতাঃ' 'উবধ্যম্' উদরস্থমর্দ্ধজীর্ণমশনম্, 'সিন্ধবঃ' নদ্যঃ 'গুদাঃ'—গুদ ক্রীড়ায়াং কুঞ্চনাকুঞ্চনাভ্যাং ক্রীড়নস্বাভাব্যাৎ—'নাড্যঃ, পর্ব্বতাঃ' 'যকৃৎ চ' কালজং কুক্ষের্দক্ষিণপার্শ্বস্থম্, 'ক্লোমানঃ চ'—বহুবচনং দক্ষিণাদিবিভাগাপেক্ষং—ক্লোম পুপ্ফুসঃ চ, 'ওষধয়শ্চ বনস্পতয়ঃ' চ 'লোমানি', 'উদ্যন্' আদিত্যঃ আমধ্যাহ্নাৎ 'পূর্ব্বার্দ্ধঃ' অশ্বস্য নাভেঃ উর্দ্ধম্, মধ্যাহ্নাৎ 'নিম্লোচন্' অস্তংযন্ আদিত্যঃ 'জঘনার্দ্ধঃ' নাভেঃ অধঃ, 'যৎ বিজৃম্ভতে' গাত্রাণি বিনাময়তি বিক্ষিপতি 'তৎ বিদ্যোততে'—জৃম্ভণং বিদ্যোতনমিতি যাবৎ। 'যৎ বিধূনুতে' গাত্রাণি কম্পয়তি 'তৎ স্তনয়তি'—গাত্রধূননং গর্জ্জনমিতি যাবৎ। 'যৎ মেহতি' মূত্রং করোতি 'তৎ বর্ষতি'—মূত্রকরণং বর্ষণমিতি যাবৎ। 'বাক্ এব' 'অস্য' অশ্বস্য 'বাক্' হেষিতম্।

'অশ্বং পুরস্তাৎ' 'মহিমা'—হবনীয়দ্রব্যাধারঃ 'সৌবর্ণঃ'—'বৈ অহঃ' দিনম্ 'অন্বজায়ত' অভবৎ, 'তস্য' আধারস্য 'যোনিঃ' স্থিতিস্থানং 'পূর্ব্বে সমুদ্রে'—বিভক্তিব্যত্যয়েন—পূর্ব্বঃ সমুদ্রঃ, 'এনম্' অশ্বং 'পশ্চাৎ মহিমা'—হবনীয়দ্রব্যাধারঃ 'রাজতঃ'—'রাত্রিঃ' 'অন্বজায়ত' অভবৎ, 'তস্য' আধারস্য 'যোনিঃ' স্থিতিস্থানং 'অপরে সমুদ্রে'—বিভক্তিব্যত্যয়েন—অপরঃ পশ্চিমঃ সমুদ্রঃ। 'এতৌ' সৌবর্ণরজতহবনীয়-দ্রব্যাধারৌ 'অশ্বম্ উভয়তঃ'—সংজ্ঞপনাৎ পূর্ব্বং পশ্চাচ্চ স্থাপিতৌ—'মহিমানৌ' 'সংবভূবতুঃ' অশ্বস্য মহত্ত্বজ্ঞাপকত্বাৎ। অশ্বো হি 'হয়ঃ ভূত্বা দেবান্ অবহৎ, 'বাজী ভূত্বা গন্ধর্ব্বান্ অবহৎ', 'অর্ব্বা ভূত্বা অসুরান্ অবহৎ'। 'সমুদ্রঃ এব অস্য বন্ধুঃ' বন্ধনশঙ্কুঃ, 'সমুদ্রঃ' এব অস্য 'যোনিঃ' 'কারণম্' উৎপত্তিং প্রতি। সমুদ্রঃ পরমাত্মেতি ভাষ্যকারঃ, সমুৎপদ্য ভূতানি দ্রবন্ত্যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যেতি টীকাকৃৎ।

'উষাই যজ্ঞীয় অশ্বের শির, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, বিবৃতমুখ বৈশ্বানর অগ্নি, সংবৎসর যজ্ঞীয় অশ্বের আত্মা। দ্যুলোক পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ উদর, পৃথিবী পাদাসন স্থান, দিক্ সকল পার্শ্ব, অবান্তর দিক্‌সকল পার্শ্বাস্থি, ঋতু সকল অঙ্গ, মাস ও অর্দ্ধমাস পর্ব্ব ও সন্ধিসকল, অহোরাত্রগুলি পাদ-চতুষ্টয়, নক্ষত্রগুলি অস্থি, মাংস আকাশ, উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ অশন সিকতা, নদীসকল নাড়ীসমূহ, পর্ব্বতসকল যকৃৎ ও ক্লোম, ওষধি ও বনস্পতিসকল লোম, উদয়োন্মুখ আদিত্যের পূর্ব্বার্দ্ধ নাভির উর্দ্ধ, অস্তোন্মুখ আদিত্যের

পশ্চাদর্দ্ধ নাভির অধঃ, জৃম্ভণ বিদ্যোতন, দেহকম্পন মেঘগর্জ্জন, মূত্রত্যাগ বর্ষণ, বাকৃই ইহার বাক্ (হেষা)।

দিনই অশ্বের সম্মুখে মহিমা [সুবর্ণনির্ম্মিত হবনীয় দ্রব্যাধার] হইয়াছে, সেই আধারের স্থিতিস্থান—পূর্ব্বসমুদ্র, রাত্রি এই অশ্বের পশ্চাদ্বর্ত্তী মহিমা [রজতনির্ম্মিত হবনীয় দ্রব্যাধার] হইয়াছে, এই আধারের স্থিতিস্থান পশ্চিম সমুদ্র। এই দুইটি [সুবর্ণ ও রজতনির্ম্মিত আধার] অশ্বের দুই দিকে মহিমা। অশ্ব হয় হইয়া দেবগণকে বহন করিয়াছে, বাজী হইয়া গন্ধর্ব্বগণকে বহন করিয়াছে, অর্ব্বা হইয়া অসুরগণকে বহন করিয়াছে। সমুদ্রই ইহার বন্ধনশঙ্কু, সমুদ্র ইহার উৎপত্তির কারণ।

ভাব—অশ্বমেধে অশ্বপ্রধান। সেই অশ্বের অধ্যাত্মতত্ত্ব এখানে উক্ত হইয়াছে।

৩০। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

বৃহ, ৩। ৪। ৮।

প্রিয়ত্বং পরমাত্মনোঽন্তরতমত্বাদতস্তদুপাসনয়ৈব কৃতার্থতেত্যাহ তদেতদিতি। 'তৎ এতৎ' আত্মতত্ত্বং 'পুত্রাৎ' 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং, 'বিত্তাৎ' 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরম্, 'অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ' 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরম্। কথম্ ? 'যৎ' যস্মাৎ অয়ম্ আত্মা' আত্মতত্ত্বম্ 'অন্তরতরং' সন্নিকৃষ্টম্ প্রাণাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ—সন্নিকৃষ্টত্বং হি প্রিয়ত্বে হেতুঃ। 'স যঃ' কশ্চিৎ সাধকঃ 'অন্যং' পুত্রাদিকং 'প্রিয়ং ব্রুবাণং' জনং 'ব্রূয়াৎ' কথয়েৎ 'প্রিয়ং তে রোৎস্যতি' প্রাণসংরোধং বিনাশং যাস্যতি 'ইতি' 'ঈশ্বরঃ' বক্তুং সমর্থঃ। কথম্ ? 'তথৈব স্যাৎ' প্রাণসংরোধম্ এব যায়াৎ। এবং সতি কিং কর্ত্তব্যম্ ? 'আত্মানং' পরমাত্মানম্ 'এব' 'প্রিয়ম্' 'উপাসীত'। 'স যঃ' কশ্চিৎ সাধকঃ 'আত্মানং' পরমাত্মানম্ 'এব' 'প্রিয়ম্' উপাস্তে, 'ন' পুনঃ 'অস্য' সাধকস্য 'প্রিয়ং' 'প্রমায়ুকং' মরণশীলং 'ভবতি'।

সেই এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়, কেন না এই আত্মা সকল হইতে অন্তরতম। যে ব্যক্তি আত্মা হইতে অপরকে প্রিয় বলে, তাহাকে যে [সাধক] বলেন, তোমার প্রিয় বিনষ্ট হইবে, তিনি এ কথা বলিতে সমর্থ, কেন না সেইরূপই হইবে। আত্মাকেই প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে। যে

ব্যক্তি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করে, তাহার প্রিয় কখন বিনষ্ট হয় না।

ভাব—দেহাদি সকল হইতে আত্মার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ নিকটবর্ত্তী সম্বন্ধ। নৈকট্যানুসারে সম্বন্ধের প্রিয়ত্ব ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এই আত্মা আমাদের প্রিয়তর। যিনি এই আত্মার আত্মা তিনি আবার তদপেক্ষাও নৈকট্যবশতঃ প্রিয়তম। সুতরাং সেই আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে প্রিয়তম বলিয়া উপাসনা করিবে। যাহা বিনাশী, যাহার সহিত বিচ্ছেদ অবশম্ভাবী, তাহা কদাপি আমাদের প্রিয় হইতে পারে না, কেন না প্রিয় বস্তুর বিনাশ প্রেম চাহে না, প্রেম সেই বস্তুর অন্বেষণ করে, যে বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ কোন কালে সম্ভবে না। এ জন্যই নরনারীর সম্বন্ধঘটিত যে প্রিয়ত্ব উপস্থিত হয়, সে প্রিয়ত্ব দেহাদির নহে, কিন্তু আত্মার। আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার সহিত আত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধ কদাপি সম্ভবপর নহে। এ জন্য এখানে এক 'আত্মা'শব্দ আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বুঝাইতেছে। "আত্মাকেই প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে" এখানে উপাসনা শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে এখানকার আত্মা পরমাত্মা, কেন না যিনি আত্মার আত্মা তিনিই আত্মার উপাস্য (৬।৪)।

৩১। যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা। একমস্য সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়ৎ। ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্যএকং প্রাযচ্ছৎ। তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে হদ্যমানানি সর্ব্বদা। যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন। স দেবানপি গচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি শ্লোকাঃ।

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতেতি। মেধয়া হি তপসাঽজনয়ৎ পিতৈকমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে। স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে মিশ্রংহ্যেতদ্বৈ। দেবানভাজয়দিতি হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ তস্মাদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্রজুহ্বত্যথো আহুর্দর্শপৌর্ণমাসাবিতি। তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্যাৎ পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি তৎ পয়ঃ। পয়োহ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি তস্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈবাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানুধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি পয়সি হীদংসর্ব্বং প্রতি-

ষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। তদ্যদিদমাহুঃ সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীতি ন তথা বিদ্যাদ্যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজয়ত্যেবং বিদ্বান্‌ৎ স সর্ব্বং হি দেবেভ্যো হন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি। কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং পুনঃ পুনর্জ্জনয়তে। যো বৈ তামক্ষিতিং বেদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়তে হ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেতি মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতস্য দেবানপি গচ্ছতি স উর্জ্জমুপজীবতীতি প্রশংসা।

বৃহ, ৩। ৫। ১। ২।

কার্য্যকারণাত্মকমিদং সর্ব্বং জগৎ ভোক্তৃভোগ্যরূপমুপাস্তিবিষয়ত্বোনোপন্যস্যতে যদিতি। 'পিতা' প্রজাপতিঃ 'মেধয়া' প্রজ্ঞয়া বিজ্ঞানেন 'তপসা' কর্ম্মণা ক্রিয়াশক্ত্যা চ 'সপ্ত' 'অন্নানি' 'যৎ' 'অজনয়ৎ', তৎ প্রকাশয়িষ্যাম ইতি বাক্যশেষঃ। 'অস্য' সপ্তধা বিভক্তস্য অন্নস্য 'একং' 'সাধারণং' সর্ব্বপ্রাণিসাধারণম্, 'দ্বে' অন্নে 'দেবান্' স 'অভাজয়ৎ', 'ত্রীণি' মনোবাক্‌প্রাণরূপাণি অন্নানি 'আত্মনে' 'অকুরুত', 'একম্' অন্নং 'পশুভ্যঃ' 'প্রাযচ্ছৎ'। যৎ চ প্রাণিতি 'যৎ চ' 'ন প্রাণিতি' 'সর্ব্বং' তৎ 'তস্মিন্' পশ্বন্নে 'প্রতিষ্ঠিতম্'। 'কস্মাৎ তানি' অন্নানি 'সর্ব্বদা অদ্যমানানি' ন ক্ষীয়ন্তে'? 'যো বৈ তাম্ অক্ষিতিম্' অক্ষয়কারণং 'বেদ' 'স' 'প্রতীকেন' মুখেন 'অন্নম্ অত্তি,' স 'উর্জ্জম্' অমৃতং 'উপজীবতি', 'স দেবান্ অপি গচ্ছতি'—কায়মনোবাক্‌চেষ্টয়া প্রজ্ঞানেন চ ভোক্তৃতয়া নিত্যকালস্থিতেরন্নানামপ্যক্ষয়ত্বমিতি প্রশ্নসোত্তরম্। ইতি শ্লোকাঃ।

এষাং শ্লোকানাং ব্যাখ্যানং স্বয়ং ব্রাহ্মণং বিদধাতি পাদশো গৃহীত্বা যদিতি।

"যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা" ইতি।

'মেধয়া হি তপসা'—হি প্রসিদ্ধে—"জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা প্রসিদ্ধোঽর্থোঽত্র প্রকাশিত ইতি ভাষ্যকারঃ।

"একমস্য সাধারণম্"

যৎ ইদম্ অদ্যতে প্রাণিভিঃ তৎ ইদম্ অস্য সপ্তধা বিভক্তস্য অন্নস্য 'সাধারণম্ অন্নম্'। স যঃ 'এতৎ' সাধারণম্ অন্নম্ 'উপাস্তে' ভজতে আত্মার্থম্, ন স পাপ্মনঃ পাপাৎ ব্যাবর্ত্ততে। কথম্? হি যস্মাৎ এতৎ সাধারণম্ অন্নং মিশ্রম্—সর্ব্বেষাং স্বম্; অতএবান্যেভ্যোঽবিভজ্য স্বয়ং ভোজনে শ্রুতিস্মৃতিষু নিন্দা শ্রূয়তে।

"দ্বে দেবানভাজয়ৎ" ইতি।

কে দ্বে হুতং চ প্রহুতং চ—হুতম্ অগ্নৌ হবনম্, প্রহুতং হুত্বা বলিহরণং ভূতযজ্ঞার্থম্। তৎ অন্নং দেবেভ্যঃ জুহ্বতি, প্রজুহ্বতি ভূতেভ্যো বলিং হরন্তি চ। অথ অপরে আহুঃ—দ্বে অন্নে দর্শপৌর্ণমাসৌ ইতি। দর্শপৌর্ণমাসয়োরন্নত্বেঽপি সাধারণেনৈবৈকান্নেন মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চ যস্মাৎ জীবন্তি—তস্মাৎ ন ইষ্টিয়াজুকঃ স্যাৎ কেবলং কামনয়ৈব যজনশীলো ন স্যাৎ—সাক্ষাৎসম্বন্ধেন হবনং প্রহরণঞ্চ কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ, অন্যথা যজ্ঞশিষ্টাশিত্বং ন সম্ভবেৎ।

"পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ" ইতি।

কিং তৎ। তৎ পয়ঃ। কথং পয়ঃ এবান্নং তৎকারণমাহ—মনুষ্যাঃ চ পশবঃ চ অগ্রে পয় হি এব উপজীবন্তি। তস্মাৎ জাতং কুমারং মনুষ্যতনয়ম্ অগ্রে ঘৃতং প্রতিলেহয়ন্তি, স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি। অথ পশুপক্ষে—জাতং বৎসম্ আহুঃ জনাঃ—অতৃণাদঃ ইতি নাদ্যাপি তৃণম্ অত্তি অতিবালঃ ইতি।

"তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন" ইতি—

যৎ চ প্রাণিতি যৎ চ ন প্রাণিতি তৎ সর্ব্বং পয়সি রসসামান্যাৎ পশ্বন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। যৎ ব্রাহ্মণান্তরেণ ইদম্ আহুঃ—সংবৎসরং পয়সা জুহ্বৎ পুনঃ মৃত্যুম্ অপজয়তি ইতি। ন তৎ তথা বিদ্যাৎ। কথম্? যৎ অহঃ এব জুহোতি তৎ অহঃ পুনঃ মৃত্যুম্ অপজয়তি ইতি এবং বিদ্বান্ সর্ব্বং—সর্ব্বাত্মা—ভবতি। হি যস্মাৎ দেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ স অন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি, এবং হি সর্ব্বদেবময়ো ভবতি সঃ।

"কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্ব্বদা" ইতি—

পুরুষঃ বৈ অক্ষিতিঃ তন্নামা। স হি ইদম্ অন্নং সপ্তবিধং পুনঃ পুনঃ জনয়তে। এতৎ পুনঃ শ্লোকপাদব্যাখ্যয়া প্রতিপাদয়তি—

"যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ" ইতি।

পুরুষঃ বৈ অক্ষিতিঃ। ন হি ইদম্ অন্নং সপ্তবিধং ধিয়া ধিয়া তৎকালভাবিন্যা প্রজ্ঞয়া কর্ম্মভিঃ চ—মনঃকায়চেষ্টিতৈঃ—জনয়তে উৎপাদয়তি, যৎ যদি বা এতৎ অন্নং ন কুর্য্যাৎ, ক্ষীয়তে পুনঃ তৎ।

"সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন" ইতি।

প্রতীকং মুখং প্রতীকেন মুখেন ইতি এতৎ অন্নভোজনং ভবতি—ভোক্তৈব ভবতি ন ভোজনমিতি ভাবঃ।

"স দেবানপি গচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতি"

ইতি প্রশংসা—নাপূর্ব্বার্থ ইতি ভাষ্যকারঃ, 'দেবত্বাবং প্রাপ্নোতি পিবতি চামৃতম্" ইতি শ্রীমদ্ভাস্করানন্দঃ। বিষয়বিষয়িসম্বন্ধপরমিদং ব্রাহ্মণমিত্যাধুনিকাঃ।

পিতা [প্রজাপতি] প্রজ্ঞা ও তপস্যাযোগে যে সপ্ত অন্ন উৎপাদন-করিয়াছিলেন উহার একটি সাধারণ, দুইটি দেবগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন, তিনটিকে আপনার নিমিত্ত করিলেন [অবশিষ্ট] একটিকে পশুদিগকে দিলেন। যাহা প্রাণধারণ করে, যাহা প্রাণধারণ করে না সে সকল গুলিকে সেই [পশুর] অন্নের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সে গুলি নিয়ত ভক্ষিত হইয়াও কেন ক্ষয় পাইতেছে না? যে ব্যক্তি ক্ষয়ের কারণ কি তাহা জানে সে ব্যক্তি মুখে অন্ন খায়, অমৃতে জীবনধারণ করে এবং দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে এই গুলি শ্লোক :—

"পিতা প্রজ্ঞা ও তপস্যাযোগে যে সপ্ত অন্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন" [এখানে] প্রজ্ঞাই তপস্যা, সেই প্রজ্ঞারূপী তপস্যা দ্বারা এই [সপ্তবিধ] অন্নের যে একটি সাধারণ [অন্ন] জন্মাইলেন, তাহা "সেই এই সাধারণ অন্ন" যাহা সকলে ভোজন করিয়া থাকে।"—যে ব্যক্তি এই অন্ন ভোজন

করে সে পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় না, কেন না এ অন্ন মিশ্র অর্থাৎ সাধারণের সম্পত্তি।

"[দুইটি] দেবগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন"—[সে দুইটি] হুত ও প্রহুত। সেই অন্ন দেবগণকে হবন করে, হবন করিয়া তাহা হইতে [ভূতযজ্ঞার্থ] বলিহরণ করে। কেহ কেহ দর্শ ও পৌর্ণমাসকেই [সে দুই অন্ন] বলিয়াছেন। [দর্শ পৌর্ণমাস অন্ন হইলেও অন্ন যখন সাধারণ তখন] সে জন্যই নিজের অভিলাষ পূরণার্থ যাজনা করিবে না।

"পশুগণকে একটি দিলেন"—সে একটি জল, তাই মনুষ্য ও পশুগণ অগ্রে জলেই জীবনধারণ করে। সে জন্যই জাতমাত্র কুমারকে অগ্রে ঘৃত লেহন করায় তৎপর স্তনপান করায়, জাত বৎসকে অতৃণভোজী বলে।

"যাহা প্রাণধারণ করে, যাহা প্রাণধারণ করে না, সে গুলিকে সেই [পশুর] অন্নের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন"—পশুর অন্ন জল, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ব্রাহ্মণান্তরে যে বলিয়াছেন "সংবৎসরকাল পয়োদ্বারা হবন করত মৃত্যুকে জয় করে" সেরূপ জানিবে না। যে দিনেই হবন করে, সেই দিনেই মৃত্যু জয় করে। যে ব্যক্তি এরূপ জানে সে ব্যক্তি সকল দেবগণকে অর্পণ করে, [অর্পণ করত] সকল হয়।

"সে গুলি নিয়ত ভক্ষিত হইয়াও কেন ক্ষয় পাইতেছে না"—পুরুষই অক্ষয়, সেই পুরুষ এই অন্নকে পুনঃ পুনঃ জন্মায়।

পুরুষই অক্ষয় এই বলিয়া যে ব্যক্তি সেই অক্ষয়কে জানে"—সে ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও কর্ম্মনিচয় দ্বারা অন্ন জন্মায়, যদি না জন্মায় অন্ন ক্ষয় পায়।

"সে প্রতীকে অন্ন ভোজন করে"—প্রতীক—মুখ, মুখে অন্ন ভোজন করে, অর্থাৎ অন্নের ভোক্তা হয় অন্ন হয় না।

[সে ব্যক্তি] দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, অমৃতে জীবনধারণ করে"—এটি প্রশংসা।

ভাব—মন, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটি প্রজাপতির অন্ন। আদি জীব এবং অনন্তরোৎপন্ন জীব সকল এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়া নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন,

সুতরাং উহা তাঁহার এবং তাঁহাদের অন্ন। "সকলের অদনীয় সাধারণ অন্ন এক" হুত এবং প্রহুত এ দুইটি অন্ন দেবগণের, পশুগণের অন্ন জল, সর্ব্বশুদ্ধ এই সাতটি অন্ন। যিটি সাধারণ অন্ন তাহাতে সকল জীবের সমান অধিকার, সুতরাং সে অন্নকে একা ভোগ করিলে পাপস্পর্শ করে, এ জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আপনার জন্য অন্নপাক করে, সে পাপ ভোজন করে।" এই কথা গুলি বিচার করিয়া দেখিলে এই প্রতীত হয় যে কার্য্যকারণাত্মক এই জগৎ ভোক্তৃ ও ভোজ্যরূপে বিভক্ত। কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা ও প্রজ্ঞানদ্বারা জীব ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য। এখানে সকলে এমনই সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ যে কেহ কাহাকেও স্বীয় প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিষ্পাপ থাকিতে পারে না। এই পাপ সকল শ্রেয়ের প্রতিবন্ধক। যে সকল ব্যক্তি যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণ করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত হয় তাহার অমৃতত্ব এবং সকলের সহিত একাত্মতা প্রাপ্তি হয়।

৩২। স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এব পঞ্চদশকলা ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শী কলা স রাত্রিভিরেবা চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে সোঽমাবাস্যাꣳ রাত্রি মেতয়া ষোড়শ্যা কলয়া সর্ব্বমিদং প্রাণভৃদনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতর্জায়তে তস্মাদেতাꣳ রাত্রিং প্রাণভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ।

যো বৈ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোঽয়মেব স যোঽয়-মেবংবিৎ পুরুষস্তস্য বিত্তমেব পঞ্চদশকলা আত্মৈবাস্য ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈবা চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্নভ্যং যদয়মাত্মা প্রধির্বিত্তং তস্মাদ্যদ্যপি সর্ব্বজ্যানিং জীয়ত আত্মনা চেজ্জীবতি প্রধিনাগাদিত্যেবাহুঃ। বৃহ, ৩। ৫। ১৪। .৫।

পাংক্তস্য কর্ম্মণঃ ফলানি সপ্তান্নানি। মনঃপ্রাণদেহবিত্তেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিঃ পাংক্তত্বং সিদ্ধ্যতি। তত্র মনোবাক্প্রাণরূপাণ্যন্নান্যাত্মনেঽকুরুত ইত্যুক্তং বিত্তকর্ম্মণী নোক্তে তে উচ্যেতে স এব ইতি। 'স এষ সংবৎসরঃ' অন্নাত্মা 'প্রজাপতিঃ' 'ষোড়শকলঃ' ষোড়শকলাঃ অবয়বাঃ যস্য সঃ। 'তস্য' সংবৎসরস্য 'রাত্রয়ঃ' অহোরাত্রাণি—তিথয় ইত্যর্থঃ—'পঞ্চদশকলাঃ'। 'অস্য ষোড়শী কলা' 'ধ্রুবা' নিত্যা 'এব'। 'স' 'রাত্রিভিঃ' তিথিভিঃ 'এব' 'আপূর্য্যতে' চ শুক্লে পক্ষে, 'অপক্ষীয়তে' চ 'কৃষ্ণপক্ষে'। 'অমাবাস্যাং রাত্রিম্' অমাবস্যায়াং রাত্রৌ 'এতয়া ষোড়শ্যা' ধ্রুবয়া 'কলয়া' স 'ইদং' 'সর্ব্বং' 'প্রাণভৃৎ' প্রাণিজাতম্ 'অনুপ্রবিশ্য' 'ততঃ প্রাতঃ জায়তে' দ্বিতীয়য়া কলয়া সংযুক্তঃ। 'তস্মাৎ এতাং রাত্রিম্' এতস্যাং রাত্রৌ অমাবস্যায়াং 'কৃকলাসস্য' বধার্হস্য অপি 'প্রাণভৃতঃ' 'প্রাণং' 'ন' 'বিচ্ছিন্দ্যাৎ' কুতোঽন্যস্য। কথম্? 'এতস্যাঃ' 'দেবতায়াঃ' সোমস্য 'অপচিত্যৈ' পূজার্থং ভবতীয়মহিংসা।

'যঃ বৈ' স পরোক্ষঃ 'সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ' 'ষোড়শকলঃ', 'অয়ম্ এব' 'স' অপরোক্ষঃ। 'যোঽয়ম্

এবংবিৎ পুরুষঃ' 'অস্য বিত্তম্ এব' 'পঞ্চদশ কলাঃ', 'আত্মা' দেহঃ কর্ম্মকারণম্ 'এব' 'অস্য ষোড়শী কলা' ধ্রুবস্থানীয়া। 'স' পুরুষঃ 'বিত্তেন এব' 'আপূর্য্যতে চ অপক্ষীয়তে চ'। 'তদয়ং' যোহয়ম্ 'আত্মা' দেহঃ, 'তদেতৎ' 'নভ্যং'—নাভিঃ চক্রপিণ্ডিকা তৎস্থানীয়ম্; 'বিত্তং' 'প্রধিঃ' নেমিঃ। 'তস্মাৎ' 'যদ্যপি' 'সর্ব্বজ্যানিং' সর্ব্বস্বহানির্যথা স্যাৎ তথা জীয়তে হীয়তে, 'আত্মনা' দেহেন 'চেৎ' 'জীবতি' 'প্রধিনা' হীনঃ নাভিঃ ইব 'অগাৎ' তাদৃগবস্থাম্ আপৎ 'ইতি এব' 'আহুঃ' জনাশ্চ।

সেই এই সংবৎসর প্রজাপতি। ষোড়শটী তাঁহার কলা। রাত্রিগুলি তাঁহার পঞ্চদশ কলা। ইঁহার ষোড়শী কলা ধ্রুবা (নিত্যা)। তিনি রাত্রিগুলিতে (শুক্লপক্ষে) পূর্ণ হন, (কৃষ্ণপক্ষে) ক্ষয় পান। তিনি অমাবস্যা-রাত্রিতে এই ষোড়শ কলাযোগে সকল প্রাণীতে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে প্রাতঃকালে জন্মগ্রহণ করেন। সে জন্যই এ রাত্রিতে প্রাণীর প্রাণ বিচ্ছিন্ন করিবে না, এমন কি এই দেবতার পূর্ণতার নিমিত্ত কৃকলাসের প্রাণও বিচ্ছিন্ন করিবে না।

যে এই ষোড়শকল সংবৎসর প্রজাপতি, তিনিই ইনি যিনি এইটি জানেন। বিত্তই তাঁহার পঞ্চদশ কলা, আত্মা ইঁহার ষোড়শী কলা। তিনি বিত্তদ্বারাই পূর্ণ হন এবং ক্ষয় পান। এই যে দেহ এটি নাভিস্থানীয়, বিত্ত তাহার নেমি, তাই যদি কোন ব্যক্তির সর্ব্বস্বহানি হইয়া পড়ে তাহা হইলে দেহে জীবিত থাকিলেও [এ ব্যক্তি] নেমিহীন নাভির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে [লোকে] এইরূপ বলে।

ভাব—মন প্রাণ দেহ বিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ এই পাঁচটি দ্বারা পাঙ্‌ক্তত্ব (৮।১৩) সিদ্ধ হয়, এই পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের ফল সপ্ত অন্ন। মন বাক্ ও প্রাণরূপ অন্ন প্রজাপতি আপনার জন্য করিলেন (৭।১১) এ কথা উক্ত হইয়াছে, বিত্ত ও কর্ম্মের বিষয় উক্ত হয় নাই, এখানে সেই দুইয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

৩৩। অথাতো ব্রতমীমাংসা প্রজাপতির্হ কর্ম্মাণি সসৃজে তানি সৃষ্টান্যন্যোন্যেনাস্পর্দ্ধন্ত বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্‌দধ্রে দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কর্ম্মাণি যথাকর্ম্ম তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপয়েমে তান্যাপ্নোত্তান্যাপ্ত্বা মৃত্যুরবারুন্ধ তস্মাচ্ছ্রাম্যত্যেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথেমমেব নাপ্নোদ্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধ্রিরে। অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতে ন রিষ্যতি হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবংস্তস্মাদেত এতেনাখ্যা-

য়ন্তে প্রাণা ইতি তেন হ বাব তৎকুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবংবেদ য উ হৈবংবিদা স্পর্দ্ধতেঽনুশুষ্য হৈবান্ততো ম্রিয়ত ইত্যধ্যাত্মম্।

অথাধিদৈবতম্। জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধ্রে তপ্স্যামাহমিত্যাদিত্যোভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমন্যা দেবতা যথাদৈবতঃ স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণএবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুর্ম্লোচন্তি হ্যন্যা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ।

অথৈষ শ্লোকো ভবতি যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি তন্দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি যদ্বা এতেঽমুর্হ্যধ্রিয়ন্ত তদেবাপ্যদ্য কুর্ব্বন্তি। তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ নেন্মা পাপ্মা মৃত্যুরাপ্নুবদিতি যদ্যু চরেৎ সমাপিপয়িষেত্তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি। বৃ, ৩। ৫। ২১—২৩।

বাঙ্মনঃপ্রাণোপাসনেন গতিমুক্ত্বা তেষু কশ্চিদ্বিশেষোঽপাস্তি ন বেতি বিচার্য্যতে অথাত ইতি। “অথ অতঃ” অতোঽনন্তরম্ ‘এতস্য’ উপাসনস্য ‘মীমাংসা’ উপাসনকর্ম্মবিচারণা—এষাং প্রাণানাং কস্য কর্ম্ম ব্রতত্বেন ধারয়িতব্যমিতি মীমাংসা প্রবর্ত্ততে। ‘প্রজাপতিঃ’ কিল কর্ম্মাণি—কর্ম্মার্থানি হিতানি করণানি বাগাদীনি—‘সসৃজে’ সৃষ্টবান্। ‘সৃষ্টানি’ ‘তানি’ ‘অন্যোন্যেন অস্পর্দ্ধন্ত’ স্পর্দ্ধাং চক্রুঃ। ‘অহং’ ‘বদিষ্যামি’ ‘ইতি’ ‘বাগ্’ ‘দধ্রে’ ধৃতবতী নির্ব্বন্ধং কৃতবতী, ‘অহম্’ ‘দ্রক্ষ্যামি’ দ্রক্ষ্য পশ্যামি—ভবিষ্যৎ সামীপ্যে বর্ত্তমানা— ইতি’ ‘চক্ষুঃ’, ‘অহং’ ‘শ্রোষ্যামি’ ‘ইতি’ ‘শ্রোত্রম্’। ‘এবম্’ ‘অন্যানি’ ‘কর্ম্মাণি’ করণানি ‘যথাকর্ম্ম’ স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ স্পর্দ্ধাং চক্রুঃ। ‘মৃত্যুঃ’ ‘শ্রমঃ’ শ্রমরূপী ‘ভূত্বা’ তানি ‘উপয়েমে’ সঞ্জগ্রাহ, ‘তানি’ ‘আপ্নোৎ’ ব্যাপ্তবান্, ‘আপ্ত্বা’ তানি ‘অবারুন্ধৎ’ অবরুদ্ধবান্। ‘তস্মাৎ’ কারণাৎ ‘বাক্’ ‘শ্রাম্যতি এব’, ‘চক্ষুঃ শ্রাম্যতি’, ‘শ্রোত্রং’ ‘শ্রাম্যতি’। ‘অথ’ ‘যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ’ ইমম্ ‘এব’ ‘মৃত্যুঃ’ ‘ন আপ্নোৎ’। ‘তানি’ করণানি তং ‘জ্ঞাতুং দধ্রিরে’ ধৃতবন্তি মনশ্চক্রুঃ। ‘অয়ং বৈ’ ‘নঃ’ অস্মাকং মধ্যে ‘শ্রেষ্ঠঃ’ ‘যঃ’ ‘সঞ্চরন্’ যঃ ‘অসঞ্চরন্ চ’ ‘ন ব্যথতে’, ‘ন রিষ্যতি’ ক্ষীয়তে। ‘হন্ত’ —বাক্যারম্ভে—ইদানীং ‘সর্ব্বে’ বয়ম্ ‘অস্যৈব’ প্রাণস্য ‘রূপম্’ ‘অসাম’ প্রতিপদ্যেমহি ইতি নিশ্চিত্য ‘তে’ সর্ব্বে ‘এতস্য এব’ প্রাণস্য ‘রূপম্’ ‘অভবন্’। যস্মাৎ তে প্রাণাত্মতাম্ আপ্নুবন্ ‘তস্মাৎ’ ‘এতে’ চক্ষুরাদয়ঃ ‘প্রাণা ইতি’ এতেন প্রাণেন আখ্যায়ন্তে। যঃ এবং বেদ ইন্দ্রিয়াণাং প্রাণাত্মতাং জানাতি, ‘তেন হ বাব’ তেন এব বিদুষা ‘তৎ কুলম্’ ‘আচক্ষতে’ প্রথিতং ভবতি। ‘যঃ উ হ’ যঃ পুনঃ ‘এবংবিদা’ বিদুষা ‘স্পর্দ্ধতে’ প্রতিপক্ষো ভবতি, স পুনঃ ‘অনুশুষ্য’ শোষং গত্বা ‘অন্ততঃ’ অন্তে ‘ম্রিয়তে’। ইতি অধ্যাত্মম্।

অথ অধিদৈবতম্। ‘অহং’ ‘জ্বলিষ্যামি’ ‘ইতি’ ‘অগ্নিঃ’ ‘দধ্রে’ ধৃতবান্, ‘অহং’ ‘তপ্স্যামি’ ‘ইতি’

'আদিত্যঃ', 'অহং' 'তাপ্স্যামি' 'ইতি' 'চন্দ্রমাঃ', 'এবম্' 'অন্যাঃ দেবতাঃ' 'যথাদৈবতং' যথাদেবতানু-সারেণ স্পর্দ্ধাং চক্রুঃ, 'এষাং প্রাণানাং' 'যথা' 'মধ্যমঃ প্রাণঃ', 'এবম্' 'এতাসাং দেবতানাং' 'বায়ুঃ'। কথম্ ? 'অন্যাঃ দেবতাঃ' 'ম্লোচন্তি' অস্তং যন্তি 'ন বায়ুঃ' ম্লোচতি। 'যথায়ুঃ' যোঽসৌ বায়ুঃ 'সা এষা দেবতা' 'অনস্তমিতা'।

'অথ' এতদর্থপ্রকাশকঃ 'এষ শ্লোকঃ' 'ভবতি'—'যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি' ইতি—প্রাণাৎ বা এষ সূর্য্যঃ উদেতি প্রাণে অস্তম্ এতি। "তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং স এবাদ্য স উ শ্বঃ" ইতি—'প্রাণাৎ' 'উদয়ঃ' 'প্রাণে অস্তগমনম্' 'ইত্যেবং ধর্ম্মং' 'দেবাঃ' 'চক্রিরে' কৃতবন্তঃ। 'স উবাদ্য স উ শ্বঃ'—'যস্মা' যস্মাৎ পুনঃ 'অম্র্হি' অমুষ্মিন্ কালে 'এতে' বাগাদয়ঃ অগ্ন্যাদয়শ্চ 'তৎ এব' প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ 'অদ্য অপি' 'অক্রিয়ন্ত' কুর্ব্বন্তি অনুবর্ত্তন্তে, 'শ্বঃ চ'। যস্মাৎ স্বাপকালে প্রাণম্ এব চক্ষুরাদয়ঃ যন্তি গচ্ছন্তি প্রবোধকালে প্রাণাদেব পুনরাবির্ভবন্তি, বায়ুমেব অগ্ন্যাদয়ঃ প্রবিশন্তি পুনরাবির্ভাবকালে বায়োরেব প্রাদুর্ভবন্তি, তস্মাৎ একম্ এব ব্রতং চরেৎ। কিন্তৎ ? 'প্রাণ্যাৎ চ' প্রাণব্যাপারং কুর্য্যাৎ চ, 'অপান্যাৎ চ' অপানব্যাপারং চ কুর্য্যাৎ কথম্ ? 'মা' মাং 'পাপ্মা' মৃত্যুঃ 'আপ্নুয়াৎ' ইতি 'নেৎ' ভয়বশাৎ—"নেচ্ছব্দঃ পরিভয়ে"। 'যদি' পুনঃ 'চরেৎ' ব্রতং তদা 'সমাপিপয়িষেৎ' সমাপয়িতুমিচ্ছেৎ—প্রাণাদিপরিহারার্থম্; ঐহিকজীবনস্য চিরজীবিতাকাঙ্ক্ষায়া অবৈধত্বাৎ। কিং ব্রতফলম্ ? তেন উ পুনঃ ব্রতেন 'এতস্যৈ দেবতায়ৈ' এতস্যাঃ প্রাণদেবতায়াঃ 'সাযুজ্যং' সযুগ্‌ভাবম্ একাত্মত্বং 'সলোকতাং' সমানলোকতাম্ একস্থানত্বং 'জয়তি' প্রাপ্নোতি।

অনন্তর ইহার পর ব্রতমীমাংসা। প্রজাপতি পূর্ব্বে [বাগাদি] কর্ম্ম (ক্রিয়াসাধন) সৃজন-করিয়াছিলেন। তাহারা সৃষ্ট হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। বাক্ অভিমান-করিল আমি বলি, চক্ষু [অভিমান করিল] আমি দেখি, শ্রোত্র [অভিমান করিল] আমি শুনি, এই রূপ অন্যান্য কর্ম্ম (ক্রিয়া সাধন) যাহার যেরূপ ক্রিয়া তদনুসারে [অভিমান করিল]। মৃত্যু শ্রম হইয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইল, [সুতরাং] তাহাদিগেতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল, তাই বাক্ শ্রান্ত হয়, চক্ষু শ্রান্ত হয়, শ্রোত্র শ্রান্ত হয়। যিটি মধ্যম প্রাণ সেইটিকে [মৃত্যু] অধিকার করিল না। (তখন) তাহারা জানিতে পাইল—ইনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি সঞ্চরণ ও অসঞ্চরণে ব্যথিত হন না, ক্ষয় পান না তবে আমরা ইঁহারই রূপ ধারণ করি এই বলিয়া সকলে ইঁহার রূপধারণ-করিল। তাই তাহারা সকলে এই প্রাণের 'প্রাণ' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইল। যিনি এইরূপ (ইন্দ্রিয়গণের প্রাণাত্মতা জানেন) তাঁহার দ্বারা সেই কুল প্রসিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি এই জ্ঞানে জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয়, সে শুষ্ক হইয়া চরমে মৃত্যুগ্রস্ত হয়। এইটি অধ্যাত্ম।

অনন্তর এইটি অধিদৈবত। অগ্নি অভিমান করিলেন আমি প্রজ্বলিত হই, আদিত্য [অভিমান করিলেন] আমি তাপ দি! চন্দ্রমা [অভিমান করিলেন] আমি দীপ্তি পাই। এইরূপ অন্যান্য দেবতারা স্বস্ব দেবত্বানুসারে (অভিমান করিলেন) প্রাণই সকলের মধ্যে যেমন মধ্যম প্রাণ তেমনি দেবতাগণের মধ্যে বায়ু। কেন না অন্যান্য দেবতা অস্ত যান, বায়ু অস্ত যান না। যিনি বায়ু তিনি অনস্তমিত দেবতা।

অনন্তর [এই অর্থ প্রকাশক] এই শ্লোক—যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হন, যাঁহাতে সূর্য্য অস্ত গমন করেন, প্রাণ হইতেই ইনি উদিত হন, প্রাণেতেই ইনি অস্তগমন করেন, ইঁহাকেই দেবগণ [উদয় ও অস্তগমন] ধর্ম্ম করিলেন। ইনিই অদ্য, ইনিই আগামী কল্য। যেহেতু [অগ্নি আদি বাক্ আদি] ইঁহারা যাহা একবার ধরিয়াছিলেন তাহা আজও করিতেছেন, তাই আমাকে পরে মৃত্যু বা আক্রমণ করে এই ভয়ে প্রাণন ও অপাননরূপ একই ব্রত আচরণ করিবে। যদি আচরণ করে তাহা হইলে উহার সমাপন ইচ্ছা করিবে। এই ব্রত দ্বারা এই দেবতার (প্রাণের) সলোকতা ও সাযুজ্যকে জয় করে।

ভাব—বাক্ মন ও প্রাণের উপাসনায় কি গতি হয় তাহা বলিয়া (১১।২৪) তাহাদিগের মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে কি না তাহাই এস্থলে বিচারিত হইয়াছে। প্রাণ ও বায়ুর এস্থলে শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। এখানকার বিশেষ বক্তব্য অধ্যায় প্রপূর্ত্তিতে উল্লিখিত হইবে।

৩৪। অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন

স্যাদেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাতোঽন্যদার্ত্তং ততোহ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম। বৃ, ৫।৫।১।

৩৪। সর্ব্ববিধৈষণাবর্জ্জনমেব ব্রহ্মণি স্থিতেরুপায় ইতি তদেব বক্তি অথেতি। 'অথ' অনন্তরম্ 'এনম্' জনকসভাগতং যাজ্ঞবল্ক্যং 'কৌষীতকেয়ঃ' কুষীতকস্যাপত্যম্ 'কহোলঃ' 'পপ্রচ্ছ' পৃষ্টবান্। হে 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'ইতি' সম্বোধ্য পুনঃ স 'উবাচ'—'যৎ এব' 'ব্রহ্ম' 'সাক্ষাৎ' অব্যবহিতম্ 'অপরোক্ষাৎ' পরোক্ষাভাবাৎ অগৌণমিতি যাবৎ, 'যঃ' সর্ব্বান্তরঃ আত্মা 'তং' 'মে' 'ব্যাচক্ষ্ব' ইতি। উষস্তপ্রশ্নোত্তরানুরূপম্ (৫।১২) এবাহ—'এষ' 'তে' তব 'আত্মা' 'সর্ব্বান্তরঃ'। আত্মশব্দস্য সংশয়াস্পদত্বাৎ কহোলঃ পুনরাহ—হে 'যাজ্ঞবল্ক্য', 'কতমঃ সর্ব্বান্তরঃ'। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'অশনায়াপিপাসে' ক্ষুত্তৃষ্ণে 'শোকং মোহং জরাম্' 'অত্যেতি' অতিক্রম্য বর্ত্ততে। এবং বৈ 'তম্ আত্মানং' 'বিদিত্বা' 'ব্রাহ্মণাঃ' 'পুত্রৈষণায়াঃ' চ—পুত্রং প্রতি এষণা ইচ্ছা দারসংগ্রহঃ তস্মাৎ—'বিত্তৈষণায়াঃ' গবাদিসংগ্রহাৎ; 'লোকৈষণায়াঃ'—দেবলোকাদিপ্রাপ্ত্যভিলাষাৎ 'ব্যুত্থায়' বৈপরীত্যেন উত্থানং কৃত্বা 'অথ' 'ভিক্ষাচর্য্যং' ভিক্ষার্থং চরণং যৎ তৎ 'চরন্তি' আচরন্তি। পুত্রেণ চ বিত্তেন চ লোকপ্রাপ্তির্ভবতি, অতঃ উচ্যতে—'যা হি' 'এব' 'পুত্রৈষণা' 'সা বিত্তৈষণা'। লোকো হি সম্পত্ত্যেনাধিক্রিয়তে, অত উচ্যতে 'যা হি' 'বিত্তৈষণা' 'সা লোকৈষণা'। এবমেষণানামেকত্বেঽপি পুত্রবিত্তাভ্যাং লোকঃ সাধ্য ইতি তদ্ভেদং স্বীকৃত্য উচ্যতে—'উভে হি এতে' 'এষণে' 'ভবতঃ'। যস্মাৎ এষণাপরিহারেণ ভিক্ষাচর্য্যচরণমেবাচারঃ, 'তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ' 'পাণ্ডিত্যং' বেদান্ততাৎপর্য্যাবধারণং 'নির্ব্বিদ্য' নিঃশেষেণ বিদিত্বা "বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ" ইতি ন্যায়াৎ 'বাল্যেন' অপ্রৌঢ়িত্বাদিবালভাবেন 'তিষ্ঠাসেৎ' স্থাতুম্ ইচ্ছেৎ। 'বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং' চ 'নির্ব্বিদ্য' নিঃশেষেণ বিদিত্বা 'মুনিঃ' মননশীলঃ ভবতি। 'অমৌনম্'—আত্মজ্ঞানাবিষ্করণং পাণ্ডিত্যং, 'মৌনম্'—আত্মজ্ঞানানাবিষ্করণং বাল্যং তদুভয়ং 'নির্ব্বিদ্য' নিঃশেষেণ বিদিত্বা 'অথ' 'ব্রাহ্মণঃ' ব্রহ্মবিদ্ ভবতি। 'স ব্রাহ্মণঃ' 'কেন স্যাৎ'? 'যেন' উপায়েন 'স্যাৎ' 'তেন ঈদৃশঃ' এতল্লক্ষণাক্রান্তঃ বালভাবাপন্নঃ—'তিষ্ঠাসেৎ' ইতি উক্তিবলাৎ—এবস্যাৎ। 'অতঃ' ব্রাহ্মণ্যাৎ 'অন্যৎ' এষণারূপম্ 'আর্ত্তং' দুঃখকারণম্। 'ততঃ' 'কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ' 'উপররাম' প্রশ্নান্তরাৎ নিবৃত্তোঽভবৎ প্রতিবুদ্ধঃ।

অনন্তর কুষীতকতনয় কহোল ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে যাজ্ঞবল্ক্য, [এইরূপ সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন] যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা তাঁহার কথা আমায় ব্যাখ্যা করুন। [তিনি উত্তর দিলেন] তোমার এই আত্মা সর্ব্বান্তর। [কহোল বলিলেন] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ আত্মা সর্ব্বান্তর? [তিনি উত্তর দিলেন] যিনি ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করেন। এই সেই আত্মাকে বিদিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণার বিপরীতে উত্থানপূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্য আচরণ করেন। পুত্রৈষণাও যাহা বিত্তৈষণাও তাহা, বিত্তৈষণা যাহা লোকৈষণাও তাহা, কেন না এ উভয়ই এষণা। সে জন্যই ব্রাহ্মণ নিঃশেষরূপে পাণ্ডিত্য জ্ঞানের বিষয়

করিয়া বাল্যে স্থিতি করিতে ইচ্ছা করিবে। পাণ্ডিত্য ও বাল্য নিঃশেষরূপে অবগত হইয়া মুনি হইবে। মৌন ও অমৌন এ উভয়কে নিঃশেষরূপে জ্ঞানের বিষয় করিয়া ব্রাহ্মণ হয়। কিসে সেই ব্রাহ্মণ হয়। যাহাতে ব্রাহ্মণ হয় তাহাতে ঈদৃশ হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু তাহা দুঃখের কারণ। এতচ্ছ্রবণে কুষীতকতনয় কহোল নিবৃত্ত হইলেন।

ভাব—এখানে আত্মা ও সর্ব্বান্তর আত্মা এ দুইয়ের প্রভেদ কি ইহা বুঝা প্রয়োজন। আমার "আত্মা" (২৫৩ পৃ) এখানে "আমার" এই শব্দে জীব বুঝাইতেছে। জীবের হৃদয়ে যিনি "আত্মা" হইয়া অবস্থিত তিনি "সর্ব্বান্তর আত্মা" সুতরাং পরমাত্মাই "সর্ব্বান্তর আত্মা" বা আত্মার আত্মা। কহোলের প্রশ্ন এজন্য জীবাত্মসম্বন্ধে নহে পরমাত্মসম্বন্ধে। জীব ক্ষুধা পিপাসাদির অধীন, পরাত্মা ক্ষুধাপিপাসাদির অধীন নহেন। যিনি ক্ষুধা পিপাসাদির অধীন তিনি জীবাত্মা, যিনি তদধীন নহেন তিনি পরমাত্মা, এই বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিতে পারা যায়, এ জন্য এ লক্ষণটি এখানে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এ উভয় অবিভক্তভাবে একত্র অবস্থিত, এরূপ অবস্থায় উভয়ের প্রভেদ করিবার উপায় এই যে, একটি ক্ষুধাদির অধীন হইয়া "দীনতাবশতঃ শোকে মুহ্যমান হয়" (৩১৯পৃ) আর একটি ক্ষুধাদির অতীত হইয়া নিরন্তর অবস্থিত।

পুত্রবিত্তাদির প্রতি প্রবল অভিলাষবশতঃ 'এষণা' উপস্থিত হয়। এই এষণাসত্ত্বে চিত্তের চাঞ্চল্য অপরিহার্য্য, সুতরাং সর্ব্ববিধ এষণা বর্জ্জিত না হইলে ব্রহ্মের হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মের হইতে গেলে কি হইতে হয়? সর্ব্ববিধ পাণ্ডিত্যের অভিমানবর্জ্জিত হইয়া বালক হইতে হয়। সর্ব্ববিধ অভিলাষ বর্জ্জন করিয়া বালক হইবার অভিলাষ পোষণ করিতে হইবে সাধকের প্রতি এখানে এই ব্যবস্থা। ব্রহ্মের হইতে গেলে বালক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, এ জন্য এখানে বালক হওয়াকেই উপায়স্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। "পাণ্ডিত্য ও বাল্য নিঃশেষরূপে অবগত হইয়া মুনি হইবে" এখানে এরূপ স্পষ্ট বাক্য থাকাতে মনে হয় বালভাব নহে মৌন ভাবই প্রধান উপায়। মৌন ও অমৌন এ উভয়কে নিঃশেষরূপে জ্ঞানের বিষয় করিয়া ব্রাহ্মণ হয়" এ কথার অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে এ ভ্রম নিরাকৃত হয়। মৌন ভাব কি? আপনার জ্ঞান কাহারও নিকটে প্রকাশ না করা। আপনার জ্ঞান অপরের নিকটে প্রকাশ করা পাণ্ডিত্য, আর জ্ঞান প্রকাশ না করা বাল্য। "বাল্যে স্থিতি করিতে ইচ্ছা করিবে" এই বিধি বলে বাল্যেরই (৩।৪।৫০) প্রাধান্য উপস্থিত হইতেছে। বালসমুচিত সকল প্রকার অভিমানশূন্য না হইলে যখন ব্রহ্মের অনুবর্ত্তন কদাপি সম্ভবে না, তখন বালভাবেরই যে প্রাধান্য ইহাতে আর সংশয় কি?

৩৫। স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ। যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতমু হৈবৈতে ন তরত ইতি। অতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ।

তদেতদৃচাভ্যুক্তমেষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্ তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেনেতি। তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি, বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি।

স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ।

স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ংহি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ। বৃ, ৪।৪।২২—২৫।

যদুক্তং তদেব বিশেষোক্ত্যা প্রচয়তি স বা এষ ইতি। 'যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ' সন্ 'প্রাণেষু', 'যঃ এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ' সন্ 'তস্মিন্' আকাশে 'শেতে' তিষ্ঠতি, 'স এষ মহান্ অজঃ', 'সর্ব্বস্য' 'বশী' বশে স্থাপয়িতা. 'সর্ব্বস্য' 'ঈশানঃ' ঈশিতা, 'সর্ব্বস্য' 'অধিপতিঃ' অধিষ্ঠায় পালয়িতা, 'ন স' 'সাধুনা' সুখদানরূপবিহিতকর্ম্মণা 'ভূয়ান্' মহত্তরঃ, 'ন এব' ন চ 'অসাধুনা' দুঃখদানরূপাবিহিতকর্ম্মণা 'কনীয়ান্' অল্পতরঃ। কথম্? 'এষ সর্ব্বেশ্বরঃ' সর্ব্বেষাং নিয়ন্তা কর্ম্মানুযায়িসুখদুঃখবিধানেন, 'এষ ভূতাধিপতিঃ' ভূতানাং সুখদুঃখবিধানেন পালয়িতা অন্যথা তেষামুচ্ছেদ এব স্যাৎ, 'এষ ভূতপালঃ' ভূতানাং পোষয়িতা 'এষাং লোকানাম্' 'অসম্ভেদায়' অভঙ্গায় এষ 'বিধরণঃ' 'সেতুঃ' ভেদনিবারণঃ। "তম্ এতং' পরমাত্মানং 'বেদানুবচনেন' নিত্যস্বাধ্যায়েন 'ব্রাহ্মণাঃ' 'বিবিদিষন্তি' বেদিতুম্ ইচ্ছন্তি। ন কেবলং স্বাধ্যায়েন কিন্তু হি 'যজ্ঞেন', 'দানেন', 'অনাশকেন' ধাতুবৈষম্যানুৎপাদকেন 'তপসা' 'এতং' পরমাত্মানং 'বিদিত্বা' 'মুনিঃ' মননশীলঃ 'ভবতি'। 'এবং' পরমাত্মানম্ 'এব' 'লোকম্' স্বধাম 'ইচ্ছন্তঃ' 'প্রব্রাজিনঃ' 'প্রব্রজন্তি'। 'এতৎ' এতস্মাৎ কারণাৎ—'হ বৈ' কিল—'পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ'—যেষাং নঃ অস্মাকম্ অয়ম্ আত্মা অয়ং লোকঃ তে বয়ং 'প্রজয়া কিং করিষ্যামঃ' 'ইতি' 'প্রজাং ন কাময়ন্তে' 'স্ম'। তে কিল 'পুত্রৈষণায়াঃ' ইত্যাদিকায়াঃ চ 'ব্যুত্থায়' 'ভিক্ষাচর্য্যং' 'চরন্তি স্ম'। 'যা হি এব পুত্রৈষণা' 'সা বিত্তৈষণা', 'যা হি বিত্তৈষণা' 'সা লোকৈষণা,' 'উভে হি এতে' এষণে 'ভবতঃ'। 'স এষ' ইত্যারভ্য 'ন রিষ্যতী'ত্যন্তং পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতম্ (৩। ২৩ [১৪৯পৃ])। এতং—নেতি নেতীত্যাদিনা নির্দ্ধারিতাত্মবিদম্—'এতে' পাপকল্যাণে 'ন তরতঃ' 'ন প্রাপ্নুতঃ' 'ইতি', 'অতঃ' অস্মাদ্ধেতোঃ 'পাপম্ অকরবম্—আত্মবিত্ত্বলাভাৎ পূর্ব্বম্—ইতি 'অতঃ' অস্মাৎ হেতোঃ, 'কল্যাণং' শুভং পুণ্যম্ 'অকরবম্'—আত্মবিত্ত্বলাভাৎ পূর্ব্বম্—ইতি 'উভে' 'উ' পুনঃ এতে পাপকল্যাণে 'এষ' আত্মবিৎ 'তরতি' তজ্জনিতহর্ষবিষাদৌ জহাতি অভিমানাভাবাৎ, 'ন এনং' 'কৃতাকৃতে' কৃতঞ্চ অকৃতঞ্চ—আত্মবিত্ত্বলাভাৎ পূর্ব্বম্—'তপতঃ' সন্তাপং জনয়তঃ—সম্প্রতি। 'ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন" ইত্যনেনাত্মবিত্ত্বলাভাদনন্তরং পাপলেপাভাবস্যোক্তত্বাৎ ভূতবর্ত্তমানাপ্রয়োগাচ্চ লভ্যত এষোঽর্থঃ।

'তদেতৎ' ব্রাহ্মণেনোক্তম্ 'ঋচা' মন্ত্রেণ 'অভ্যুক্তম্' প্রকাশিতম্। 'ব্রাহ্মণস্য' তত্ত্ববিদঃ 'এষ' 'নিত্যঃ' স্থায়ী 'মহিমা'। কথম্? যতোঽসৌ 'কর্ম্মণা' 'ন বর্দ্ধতে' 'ন কনীয়ান্' ভবতি—বালবদভিমানবিরহিতত্বাৎ। তস্য মহিম্নঃ এব 'পদবিৎ' স্বরূপবেত্তা ভবতি। 'তং' মহিমানং 'বিদিত্বা' 'পাপকেন' পরাত্মনা বিচ্ছেদসাধকেন 'কর্ম্মণা' 'ন লিপ্যতে' 'ইতি'। 'তস্মাৎ' কারণাৎ পাপকর্ম্মণা লেপো ন ভবেদিতি হেতোঃ 'এবংবিৎ' 'শান্তঃ'—বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারতঃ, উপশান্তঃ, 'দান্তঃ'—অন্তঃকরণতৃষ্ণাতঃ নিবৃত্তঃ, 'উপরতঃ'—সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তঃ, 'তিতিক্ষুঃ'—দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ, 'সমাহিতঃ'—একাগ্রচিত্তঃ 'আত্মনি এব' 'আত্মানং' পরাত্মানং 'পশ্যতি,' 'সর্ব্বং'—ব্যাপিত্বেন নিখিলাত্মভূতম্—'আত্মানং' পরাত্মানং 'পশ্যতি'। স য এবং পশ্যতি তম্ 'এনং' 'ন পাপ্মা' 'তরতি' ন আপ্নোতি, স এব 'সর্ব্বং' 'পাপ্মানং' 'তরতি' অতিক্রামতি, 'এনং' পাপ্মা 'ন তপতি' ন দহতি, 'সর্ব্বং পাপ্মানং' স এব 'তপতি' দহতি। এবং 'বিপাপঃ' পাপবিমুক্তঃ, 'বিরজঃ' বিগতকামঃ, 'বিচিকিৎসঃ' ছিন্নসংশয়ঃ 'ব্রাহ্মণো' 'ভবতি'। "যেন স্যাত্তেনেদৃশ এব" ইত্যেতদত্রাপ্যনুবর্ত্ততে—গার্হস্থ্যাদ্বনং বনাৎ প্রব্রজনম্, গার্হস্থ্যাস্বীকারেণ পরিব্রজনাৎ স্বরূপে স্থিত্যনন্তরং গার্হস্থ্যং শুকে তথা দর্শনাদুপায়স্যানৈকান্তিকত্বম্। হে 'সম্রাট্', 'এষ ব্রহ্মলোকঃ' ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মণি স্থিতিঃ 'ইতি' 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'উবাচ'। স জনক আহ—'সোঽহং' জনকঃ 'ভগবতে' 'বিদেহান্' মম রাজ্যং 'দদামি', তেন রাজ্যেন 'সহ' 'মাং চ' অপি 'দাস্যায়' দাসকর্ম্মণে দদামি ইতি।

'স বা এষ মহান্ অজঃ' 'আত্মা' 'অন্নাদঃ' অন্নানাং ভূতমাত্রাণাম্ অত্তা সংহর্ত্তা, 'বসুদানঃ' বসূনাং ধনানাং দাতা। 'যঃ এবং' এবংগুণসম্পন্নং 'তম্ আত্মানং' 'বেদ' স বসু ধনানি 'বিন্দতে' লভতে।

'স বা এষ' 'মহান্' সর্ব্বান্তর্ভাবকঃ 'অজরঃ' 'অমরঃ' 'অমৃতঃ' 'অভয়ঃ' আত্মা 'ব্রহ্ম' 'অভয়ং' ভয়শূন্যম্ এব। 'হি' যস্মাৎ 'ব্রহ্ম' 'অভয়ং', তস্মাৎ 'যঃ এবং'—ব্রহ্ম অভয়ম্ ইতি—'বেদ' বেত্তি 'স ব্রহ্ম ভবতি' তদ্গুণো ভয়শূন্যঃ ভবতি—'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' ইতি শ্রৌতন্যায়াৎ।

তিনিই এই মহান্ অজ আত্মা, যিনি প্রাণসমূহে বিজ্ঞানময় এবং অন্তর্হৃদয়ে আকাশ হইয়া শয়ান। ইনি সকলকে আপনার বশে স্থাপন করেন, সকলের শাস্তা সকলের অধিপতি। ইনি সাধুকর্ম্ম দ্বারা বড় হন না বা অসাধু কর্ম্ম দ্বারা ছোট হন না। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ভূতপাল। এই সকল লোকের ভঙ্গ না হয় এ নিমিত্ত ইনি বিধারক সেতু হইয়া আছেন। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান ও ধাতুবৈষম্য-অনুৎপাদক তপস্যা-যোগে ব্রাহ্মণগণ ইঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহাকেই জানিয়া মুনি হইয়া থাকে। প্রব্রাজিগণ ইঁহাকেই লোক বলিয়া অভিলাষকরত প্রব্রজন করিয়া থাকেন। এজন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানিগণ এই আত্মাই আমাদের এই লোক, আমরা প্রজা লইয়া কি করিব [এই ভাবে] প্রজাকামনা করেন না। তাঁহারা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণার বিপরীতে উত্থান করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করেন। পুত্রৈষণা যাহা বিত্তৈষণা তাহা, বিত্তৈষণা যাহা লোকৈষণা তাহাই। কেন না এ উভয়ই এষণা। এই [সর্ব্বাত্মা] এই পর্য্যন্ত নন এই পর্য্যন্ত নন। ইনি অগৃহ্য এজন্য কাহারও কর্ত্তৃক গৃহীত হন না, অশীর্য্য এজন্য কাহারও কর্ত্তৃক খণ্ড খণ্ড হন না, অসঙ্গ এজন্য কাহারও সহিত সংস্পৃষ্ট হন না, বন্ধনরহিত এজন্য কিছুতেই ব্যথিত হন না, বিনষ্ট হন না, এই [তত্ত্বজ্ঞ] ব্যক্তিকে এই [পাপ ও কল্যাণ] স্পর্শ করে না! এজন্য পূর্ব্বে পাপ করিয়াছি, পূর্ব্বে কল্যাণ করিয়াছি এ উভয়কেই তিনি অতিক্রম করেন, কৃত বা অকৃত, এ দুই তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না।

এই কথাই এই ঋকে কথিত হইয়াছে :—ব্রাহ্মণের এই নিত্য মহিমা যে তিনি কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিও পান না, হ্রাসও হন না। সেই মহিমার স্বরূপবেত্তা হইয়া তিনি পাপকর্ম্মে লিপ্ত হন না। তাই ঈদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, সকলকেই পরাত্মা দেখেন। এরূপ দ্রষ্টাকে

পাপ স্পর্শ করে না, এ ব্যক্তি সকল পাপকে অতিক্রম করে এবং বিগত-পাপ, বিগতকাম, বিগতসংশয় ব্রাহ্মণ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এই ব্রহ্মলোক। [সম্রাট্ বলিলেন] আমি আপনাকে বিদেহ এবং তৎসহ আমাকেও দাস্যে অর্পণ করিতেছি।

সেই এই মহান্ অজ পরাত্মা ভূতমাত্রের সংহর্ত্তা, ধনদাতা। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে ধনলাভ করে।

সেই এই মহান্ অজ পরাত্মা অজর, অমর, অমৃত, অভয়। ব্রহ্ম নিশ্চয় অভয় ব্রহ্ম, যে ব্যক্তি এরূপ জানে সে ব্রহ্ম [তৎসহ এক] হয়।

ভাব—যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহাই এ উক্তি দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে।

৩৬। ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

অথ হৈনমসুরা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি, তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দদদ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতত্ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি। ১—৩।

এষ প্রজাপতির্যদ্ধৃদয়মেতদ্ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বং তদেতৎ ত্র্যক্ষরং হৃদয়মিতি হৃ ইত্যেকমক্ষরমভিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ দ ইত্যেকমক্ষরং দদত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ যমিত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং য এবং বেদ। ১।

তদ্বৈতদেতদেব তদাস সত্যমেব স যো হৈতন্মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তীমাংল্লোকান্ জিত ইন্ন্বসাবসদ্য

এবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম। ১।

আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেক-মক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভ-য়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈনং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি।

তদ্যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো যএষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মি-ভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্ স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি।

য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলপুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একং শিরএক-মেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্বরিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহরিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ।

যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একং শির এক-মেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্বরিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে দ্বে এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহরিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ। ১—৪। বৃহ, ৭।২—৫।

দমাদি সাধনত্রয়মুচ্যতে ত্রয়া ইতি। দেবাঃ মনুষ্যাঃ অসুরাঃ 'ত্রয়ঃ' ত্রিসংখ্যকাঃ 'প্রাজাপত্যাঃ' প্রজাপতেরপত্যানি 'প্রজাপতৌ পিতরি' শিষ্যত্বেন 'ব্রহ্মচর্য্যম্' 'ঊষুঃ' উষিতবন্তঃ। ব্রহ্মচর্য্যম্ উষিত্বা 'দেবাঃ উচুঃ' উক্তবন্তঃ—'ভবান্' 'নঃ' অস্মভ্যং 'ব্রবীতু' কথয়তু অনুশাসনমিতি শেষঃ। 'তেভ্যঃ' দেবেভ্যঃ—'দঃ ইতি' 'অক্ষরম্' 'উবাচ'। উক্ত্বা তান্ পপ্রচ্ছ পিতা—'ব্যজ্ঞাসিষ্ট'—কিং 'ইতি'। তে উচুঃ—'ব্যজ্ঞাসিষ্মঃ' ইতি। কিং বিজ্ঞাতবন্ত ইতি পৃষ্টাস্তে উচুঃ—'দাম্যত' দান্তাঃ ভবত 'ইতি' 'নঃ' অস্মান্ 'আত্থ' কথয়সি ইতি। 'ওম্' 'ইতি' পুনঃ প্রজাপতিঃ উবাচ—'ব্যজ্ঞাসিষ্ট' ইতি।

'অথ' অনন্তরম্ 'এনং' প্রজাপতিং 'মনুষ্যাঃ' 'উচুঃ'—'ব্রবীতু নঃ ভবান্' 'ইতি'। স তেভ্যঃ পুনঃ দঃ ইতি 'এতৎ' 'এব' 'অক্ষরম্' 'উবাচ'। উক্ত্বা পপ্রচ্ছ—'ব্যজ্ঞাসিষ্ট' 'ইতি'। তে উচুঃ—'ব্যজ্ঞা-

সিষ্ম' 'ইতি'। 'দত্ত' দানমিরতা ভবত ইতি 'নঃ' 'আত্থ'। স পুনরুবাচ—'ওমিতি' 'ব্যজ্ঞাসিষ্ট 'ইতি'।

'অথ' অনন্তরম্ 'এনং' প্রজাপতিম্ 'অসুরাঃ উচুঃ'—'ব্রবীতু নঃ ভবান্' 'ইতি'। স তেভ্যঃ পুনঃ 'দঃ' 'ইতি' এতৎ এব অক্ষরম্ 'উবাচ'। উক্ত্বা প্রপচ্ছ—'ব্যজ্ঞাসিষ্ট' 'ইতি'। তে পুনঃ উচুঃ—'ব্যজ্ঞাসিষ্ট' 'ইতি' 'দয়ধ্বং' দয়াং কুরুত 'ইতি' 'নঃ' 'আত্থ'। স পুনঃ 'ওমিতি' উব চ—'ব্যজ্ঞাসিষ্ট' 'ইতি'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' এতস্মাৎ এব কারণাৎ 'স্তনয়িত্নুঃ' মেঘগর্জ্জিতং 'দদদ' 'ইতি' দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্ ইতি 'এষাং' 'দৈবী' 'বাক্' 'অনুবদতি'। 'তৎ' তস্মাৎ দমং দানং দয়াম্ ইতি 'এতৎ ত্রয়ং' 'শিক্ষেৎ' কর্ত্তব্যত্বেন গৃহ্নীয়াৎ—দমেন জিতেন্দ্রিয়ত্বং দানেন নির্লোভত্বং দয়য়া পুনরহিংসত্বং সিদ্ধ্যতি। দেবমানবদানবস্থলভদান্তত্বলোভিত্বহিংস্রত্বসাধারণানাং জনানাং ত্রয়মেবৈকত্র সাধনীয়ম্। ১—৩।

'যৎ হৃদয়ং' 'স এব প্রজাপতিঃ', 'এতৎ ব্রহ্ম', 'এতৎ সর্ব্বম্'। 'তৎ' তস্মাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাৎ 'হৃদয়'-'মিতি' 'এতৎ' 'ত্র্যক্ষরম্'। 'হৃ ইত্যেকম অক্ষরং' যঃ এবং সর্ব্বাত্মকং বেদ অস্মৈ তদ্বিদে 'স্বাঃ' জ্ঞাতয়ঃ অন্যে চ 'অভিহরন্তি' বলিমিতি শেষঃ। 'দ ইতি একম্ অক্ষরম্', যঃ এবং সর্ব্বাত্মকং বেদ অস্মৈ 'স্বাঃ' চ 'অন্যে' চ 'দদতি'। 'যম্'—ইন্-ধাতোঃ যম্ ইত্যেতদ্রূপম্—'ইত্যেকম্' 'অক্ষরং' যঃ 'এবং' সর্ব্বাত্মকং 'বেদ' স স্বর্গং লোকম্ 'এতি'। ১।

'তৎ' হৃদয়ং 'বা এব' 'সত্যম্'—"প্রাণা বৈ সত্যম্"—প্রাণঃ, ন তু সচ্চ ত্যচ্চ পঞ্চাক্ষরাপত্ত্যা। 'এতৎ সত্যম্' এব 'তৎ' হৃদয়ম্ 'আসং' বভূব। স যঃ 'এতৎ' 'মহৎ' 'যক্ষ্যং' 'পূজ্যং' 'প্রথমজং' প্রথমোৎপন্নং 'সত্যং'—"সত্যস্য সত্যং" ইতি—'ব্রহ্ম' 'বেদ' 'ইমান্ লোকান্' 'জয়তি,' 'হি' যস্মাৎ 'সত্যম্ এব ব্রহ্ম'। তস্মাৎ 'জিতঃ ইন্নু-এব' 'অসৌ' 'অসৎ' 'তেন' সাধকেন 'যঃ সত্যং ব্রহ্মেতি' 'এবং মহৎ' 'যক্ষং' প্রথমজং বেদ'। ১।

'ইদং' জগৎ 'অগ্রে' সৃষ্ট্যাদৌ 'আপঃ' এব 'আসুঃ'—"অম্ভো মরীচিঃ" ইতি—সূক্ষ্মবাষ্পাকারেণ, 'তাঃ' 'আপঃ' 'সত্যং' প্রাণম্—তস্মাৎ তৎ প্রথমজম—'অসৃজন্ত'; 'সত্যং'—প্রাণঃ—'ব্রহ্ম' ব্যাকৃতং জগৎ, 'ব্রহ্ম' 'প্রজাপতিং' বিরাজং, 'প্রজাপতিঃ' 'দেবান্' অসৃজত। 'তে দেবাঃ' 'সত্যম্ এব' ব্যাকৃত-জগতি প্রকাশমানং দেবম্ এব 'উপাসতে', 'তৎ এতৎ' 'সত্যম্' 'ইতি' 'ত্র্যক্ষরম্'। 'স ইত্যেকম্ অক্ষরং', 'তি'—ইকারানুবন্ধঃ স্বরূপাদপ্রচ্যবমানঃ—'ইতি' 'একম্ অক্ষরম্', 'যম্ ইতি' 'একম্ অক্ষরম্', 'প্রথমোত্তমে' অক্ষরে সকারযকারৌ 'সত্যম্' 'মধ্যতঃ' তকারঃ 'অনৃতং' মৃত্যুরূপম্ অভাব-রূপম্। 'তৎ এতৎ' 'অনৃতম্' 'উভয়তঃ' 'সত্যেন' 'পরিগৃহীতম্'। 'তৎ' 'সত্যভূয়ং' সত্যবাহুল্যম্ 'এব' 'ভবতি'। এনং সত্যবাহুল্যাভিজ্ঞং 'বিদ্বাংসম্' 'অনৃতং' কদাচিৎ প্রমাদোত্থং 'ন হিনস্তি'।

'তৎ' প্রসিদ্ধং 'যৎ', 'তৎ সত্যম্'; 'স অসৌ সত্যম্' 'আদিত্যঃ'। 'এতস্মিন্' 'আদিত্যমণ্ডলে' 'যঃ এষঃ' 'পুরুষঃ', 'যঃ চ' 'অয়ং' 'দক্ষিণে অক্ষন্' অক্ষিণি 'পুরুষঃ,' 'তৌ এতৌ' 'অন্যোন্যস্মিন্' ইতরেতরস্মিন্—'আদিত্যঃ' চাক্ষুষে পুরুষে চাক্ষুষঃ পুরুষঃ আদিত্যে 'প্রতিষ্ঠিতৌ'। কথং প্রতিষ্ঠিতৌ? 'এষ' আদিত্যঃ 'রশ্মিভিঃ' অস্মিন্ চাক্ষুষে পুরুষে 'প্রতিষ্ঠিতঃ' অয়ং চাক্ষুষঃ পুরুষঃ 'প্রাণৈঃ' 'অমুষ্মিন্' আদিত্যে 'প্রতিষ্ঠিতঃ'। 'স' পুরুষঃ বিজ্ঞানময়ঃ 'যদা' 'উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি' উৎক্রান্তমুদ্যতো ভবতি, 'তদা' 'এতৎ' 'মণ্ডলং' শুদ্ধং কিরণজালবর্জ্জিতং চন্দ্রমণ্ডলমিব 'পশ্যতি'। 'এনং' পুরুষং 'প্রতি' 'রশ্ময়ঃ' 'ন আয়ন্তি' ন আগচ্ছন্তি, তদ্দৃষ্টিরোধং ন কুর্ব্বন্তীতিভাবঃ।

'এতস্মিন্' মণ্ডলে যঃ এষ 'পুরুষঃ' সত্যনামা, 'তস্য' 'ভূঃ' 'ইতি' ব্যাহৃতিঃ 'শিরঃ', 'শিরঃ' 'একম্' অতঃ এতৎ ভূরিতি একম্ অক্ষরম্; 'ভুবঃ' 'ইতি' ব্যাহৃতিঃ তস্য 'বাহূ', দ্বে বাহূ অতঃ 'এতে' 'দ্বে

অক্ষরে' ; 'ষর্ ইতি' ব্যাহৃতিঃ 'প্রতিষ্ঠা' পদদ্বয়ং, 'দ্বে প্রতিষ্ঠে', অতঃ 'দ্বে এতে' 'অক্ষরে'। 'তস্য' সত্যপুরুষস্য 'অহঃ ইতি' 'উপনিষৎ' গূঢ়তমম্ । তৎ তত্ত্বং বিবৃণোতি—'পাপ্মানং হন্তি ইতি অহঃ'। 'যঃ এবং বেদ' স চ 'পাপ্মানং জহাতি'। যদ্যপি নঞ্‌যোগাৎ জহাতেঃ কদি কালং ন জহাতীতি ব্যুৎপত্ত্যা অহন্ ইতি পদং সিধ্যতি তথাপ্যত্র হন্তের্জহাতেশ্চ নিরর্থকেনাড়াগমেন রহস্যোদঘাটনায় ব্যুৎপাদয়তি তৎ শ্রুতিঃ ॥

'যঃ অয়ং' 'দক্ষিণে' 'অক্ষন্' অক্ষিণি 'পুরুষঃ' 'তস্য' ভূরিতি শির ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

দেব, মনুষ্য ও অসুর ইহারা তিনই প্রজাপতির সন্তান। পিতা প্রজাপতির নিকটে ইহারা ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি করিল। দেব মনুষ্য ও অসুর ইহারা ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া দেবগণ বলিলেন, আপনি আমাদিগকে [কিছু] বলুন। তিনি তাঁহাদিগকে 'দ' এই অক্ষর বলিলেন। [প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন] বুঝিলে ? [তাঁহারা বলিলেন] বুঝিলাম, দান্ত হও আপনি আমাদিগকে এই কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন—হাঁ, বুঝিয়াছ।

অনন্তর ইঁহাকে মনুষ্যগণ বলিল—আমাদিগকে [কিছু] বলুন। তিনি তাহাদিগকে 'দ' এই অক্ষর বলিলেন। [তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন] বুঝিলে ? [তাহারা বলিল]—'বুঝিলাম' দানরত হও আপনি আমাদিগকে এই কথা বলিলেন।

অনন্তর অসুরগণ ইঁহাকে বলিল--আমাদিগকে কিছু বলুন। তিনি তাহাদিগকে 'দ' এই অক্ষর বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বুঝিলে ? [তাহারা বলিল]—'বুঝিলাম' 'দয়া কর' আপনি আমাদিগকে এই কথা বলিলেন। তাই এই দৈবীবাক্ মেঘগর্জ্জন তদনুকরণে বলেন দ দ দ,—দান্ত হও, দানরত হও, দয়া কর, তাই দম, দান ও দয়া এই তিনটি শিক্ষা করিবেক।

এই যে হৃদয় তিনিই প্রজাপতি। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সকল। তাই হৃদয় [শব্দও] তিন অক্ষর। হৃ এই এক অক্ষর। হৃ এই এক অক্ষরকে যে ব্যক্তি এইরূপ [সর্ব্বাত্মক] জানে তাহার নিকটে জ্ঞাতিগণ স্বয়ং [এবং অপরে] উপহার আনয়ন করে। দ এই এক অক্ষর যে ব্যক্তি এইরূপ [সর্ব্বাত্মক] জানে তাহাকে জ্ঞাতিগণ এবং অপরে দান-করে, য (ইধাতুসমুৎপন্ন) এই এক অক্ষরকে যে ব্যক্তি এইরূপ [সর্ব্বাত্মক] জানে, সে স্বর্গলোকে গমন করে।

সেইটি এইটি এইটি সেইটি, সেইটি সত্য ছিল। যে ব্যক্তি সত্যব্রহ্ম

—এই মহৎ প্রথমজ পূজ্যকে জানে সে ব্যক্তি এই সকল লোককে জয় করে। সত্যই ব্রহ্ম, তাই এই মহৎ প্রথমজ পূজ্যকে যে ব্যক্তি জানে তৎকর্তৃক নিশ্চয় এই অসৎ জিত হয়।

[সৃষ্টির] পূর্ব্বে এই জগৎ জলই ছিল। সেই জল সত্যকে (প্রাণকে) সৃজন করিল, সত্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্যাকৃত জগৎকে, ব্রহ্ম প্রজাপতিকে (বিরাট্‌কে) এবং প্রজাপতি দেবগণকে সৃজন করিলেন। সেই দেবগণ সত্যের উপাসনা করিলেন। সত্য এইটি তিন অক্ষর—স এই এক অক্ষর, তি এই এক অক্ষর, য এই এক অক্ষর। প্রথম ও উত্তম—স ও য—সত্য, মধ্যস্থ ত—অনৃত, তাই এই অনৃত উভয় দিকে সত্যকর্তৃক পরিগৃহীত বলিয়া সত্য হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ইহা জানে তাহাকে অনৃত হিংসা করে না।

সেই যে সত্য সেই সত্যই এই আদিত্য। এই আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষ আর এই যে এই দক্ষিণচক্ষুতে পুরুষ, এ উভয় পরস্পরেতে প্রতিষ্ঠিত। এই আদিত্য রশ্মিযোগে চাক্ষুষপুরুষে এবং এই চাক্ষুষপুরুষ প্রাণযোগে আদিত্য পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। সেই পুরুষ যখন উৎক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন এই মণ্ডল তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ কিরণজালবর্জ্জিত দেখেন, এ সকল রশ্মি ইহার দিকে আইসে না।

এই মণ্ডলে যে এই পুরুষ 'ভূঃ' এইটি তাঁহার শির। শির এক, এই অক্ষরও একটি। 'ভুবঃ' এইটি বাহুদ্বয়। বাহু দুইটি, এই অক্ষরও দুইটি। 'স্বর্' এইটি প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা দুইটী, এই অক্ষরও দুইটি। সেই সত্য পুরুষের 'অহঃ' এইটী উপনিষৎ। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে পাপ হনন-করে [পাপ] পরিত্যাগ করে।

এই দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ 'ভূঃ' এইটি তাঁহার শির। শির এক, এই অক্ষরও একটি; 'ভুবঃ' এইটি বাহুদ্বয়। বাহু দুইটি, এই অক্ষরও দুইটি। 'স্বর্' এইটী প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা দুইটী এই অক্ষরও দুইটী, সেই সত্য পুরুষের 'অহঃ' এইটী উপনিষৎ। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে পাপ হনন-করে [পাপ] পরিত্যাগ করে।

ভাব—এসকল স্থলে যাহা বিশেষ বক্তব্য, তাহা অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে উক্ত হইবে।

৩৭। মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃসত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ। ১।

বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেত্যাহুর্বিদানাদ্বিদ্যুদ্বিদ্যত্যেনং পাপ্‌মনো য এবং বেদ বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেতি বিদ্যুদ্ধ্যেব ব্রহ্ম। ১।

বাচং ধেনুমুপাসীত তস্যাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ স্বাহাকারো বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারস্তস্যা দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারঞ্চ বষট্‌কারঞ্চ হন্তকারঞ্চ মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতরস্তস্যাঃ প্রাণ ঋষভো মনোবৎসঃ। ১।

অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈষ ঘোষো ভবতি যমেতৎকর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি। ১।

বৃ, ৭। ৬—৯।

মনআদ্যুপাধিত্বেনোপাসনং মনইতি। 'অয়ং পুরুষঃ' 'মনোময়ঃ' 'ভাঃসত্যঃ' ভা এব সত্যং স্বরূপং যস্য। 'যথা ব্রীহিঃ বা' 'যবো বা' তৎপরিমাণঃ 'তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে' 'স এষ' 'সর্ব্বস্য' 'ঈশানঃ' স্বামী 'সর্ব্বস্য অধিপতিঃ' অধিষ্ঠায় পালয়িতা, 'যৎ' 'ইদং' 'কিঞ্চ' 'তৎ' 'ইদং' 'সর্ব্বং' 'প্রশাস্তি'।

বিদ্যুদিতি। 'বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইতি আহুঃ'। কথম্? 'বিদানাৎ' খণ্ডনাৎ তমোরাশেরপাকরণাৎ 'বিদ্যুৎ'। 'যঃ এবং বেদ', স 'এনম্' আত্মানং প্রতি 'পাপ্‌মনঃ' পাপানি 'বিদ্যতি' খণ্ডয়তি। বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইতি জ্ঞানাৎ কথমেবং ভবতি? 'হি' যস্মাৎ 'ব্রহ্ম' 'বিদ্যুৎ' খণ্ডয়িতা।

বাচমিতি। 'বাচং' 'ধেনুং'—ধেনুরিব ধেনুঃ—'উপাসীত'। 'তস্যাঃ' বাচো ধেন্বাঃ 'চত্বারঃ' 'স্তনাঃ'—'স্বাহাকারঃ,' 'বষট্‌কারঃ', 'হন্তকারঃ', 'স্বধাকারঃ'। 'তস্যাঃ' 'দ্বৌ স্তনৌ' 'দেবাঃ' 'উপজীবন্তি'। কৌ তৌ? 'স্বাহাকারং' 'চ' 'বষট্‌কারং' 'চ'—অভ্যাং হি হবির্দীয়তে দেবেভ্যঃ; 'হন্তকারং' 'চ' স্তনং মনুষ্যাঃ উপজীবন্তি;—হন্ত ইতি মনুষ্যেভ্যোঽন্নং হি প্রযচ্ছন্তি; 'স্বধাকারং' স্তনং 'পিতরঃ' উপজীবন্তি—স্বধাকারেণ হি পিতৃভ্যঃ স্বধাং প্রযচ্ছন্তি। 'তস্যাঃ' বাচোধেন্বাঃ 'প্রাণঃ' 'ঋষভঃ'—প্রাণেন হি বাক্ প্রসূয়তে, 'মনঃ' 'বৎসঃ'—মনসা হি প্রস্রাব্যতে। 'মনসা হ্যালোচিতবিষয়ে বাক্ প্রবর্ত্ততে তস্মান্মনো বৎসস্থানীয়ম্'।

অয়মিতি। 'অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ', 'যঃ অয়ম্ অন্তঃ পুরুষে', 'যেন' অগ্নিনা 'ইদম্ অন্নং' 'পচ্যতে', 'যৎ ইদং' পক্বম্ অন্নং প্রজাভিঃ 'অদ্যতে' ভুজ্যতে। 'তস্য' জাঠরাগ্নেঃ 'এষ ঘোষঃ' 'ভবতি', 'যং' ঘোষম্ 'এতৎকর্ণৌ' এতৌ কর্ণৌ 'অপিধায়' অঙ্গুলিভ্যাম্ আচ্ছাদ্য 'শৃণোতি'। 'স' পুরুষঃ 'যদা' 'উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি' উৎক্রান্তমুদ্যতো ভবতি, তদা 'এনং' ঘোষং 'ন' 'শৃণোতি'।

এই পুরুষ মনোময়; ভা ইঁহার স্বরূপ। সেই অন্তর্হৃদয়ে ইনি ব্রীহি অথবা যবপরিমাণ। ইনি সকলের স্বামী সকলের অধিপতি। এ যাহা কিছু সকলই ইনি শাসন করেন।

বিদ্যুৎকেই [পণ্ডিতেরা] ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। [অন্ধকার রাশি] খণ্ডন করেন এ জন্য ইনি বিদ্যুৎ। যেহেতুক ব্রহ্ম খণ্ডয়িতা তাই যিনি এরূপ জানেন তিনি এই আত্মার পাপ খণ্ডন করেন।

বাক্—ধেনু, এইরূপে উপাসনা করিবেক। সেই ধেনুর চারিটি স্তন—স্বাহাকার, বষট্কার, হন্তকার, এবং স্বধাকার। স্বাহাকার ও বষট্কার এই দুইটি স্তন দেবগণ উপভোগ করেন, মনুষ্যগণ হন্তকার এবং পিতৃগণ স্বধাকার স্তন [ভোগ করেন]। প্রাণ সেই ধেনুর বৃষভ, —মন—বৎস।

যিনি পুরুষের অভ্যন্তরে অন্ন-পরিপাক করেন, তিনি এই বৈশ্বানর অগ্নি। ইনি যাহা ভোজন করেন, তাহাই ইঁহার দোষ হয়, কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিলে এই দোষ শ্রুতিগোচর হয়। তিনি যখন উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হন, তখন এ দোষ আর শ্রুতিগোচর হয় না।

ভাব—মন, বিদ্যুৎ ও জাঠরাগ্নি অবলম্বন করিয়া সাধন উক্ত হইয়াছে।

৩৮। এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমরণ্যং হরন্তি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমন্তপো যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ। ১।

অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা পূয়তি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎ প্রাণো ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাদেতে হ ত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতস্তদ্ধ স্মাহ প্রাতৃদঃ পিতরং কিংস্বিদেবৈবং বিদুষে সাধু কুর্য্যাং কিমেবাস্মা অসাধু কুর্য্যামিতি স হ স্মাহ পাণিনা মা প্রাতৃদ কস্ত্বেনয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতীতি তস্মা উ হৈতদুবাচ বীত্যন্নং বৈ বি অন্নে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি বিষ্টানি রমিতি প্রাণো বৈ রং প্রাণে হীমানি

সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে সর্ব্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ। ১।

উক্থং প্রাণো বা উক্থং প্রাণো হীদগুং সর্ব্বমুত্থাপয়ত্যুদ্ধাস্মা-দুক্থবিদ্বীরস্তিষ্ঠত্যুক্থস্য সাযুজ্যগুং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ।

যজুঃ প্রাণো বৈ যজুঃ প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে যুজ্যন্তে হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যজুষঃ সাযুজ্যগুং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ।

সাম প্রাণো বৈ সাম প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি সম্যঞ্চি হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে সাম্নঃ সাযুজ্যগুং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ।

ক্ষত্রং প্রাণো বৈ ক্ষত্রং প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রং ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ প্রক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি ক্ষত্রস্য সাযুজ্যগুং জয়তি য এবং বেদ। ১—৪।

ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরগুং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদেষু ত্রিষু লোকেষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ।

ঋচো যজূংষি সামানীত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরগুং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ।

প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরগুং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদাথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরো রজা য এষ তপতি যদ্বৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি দদৃশ ইব হ্যেষ পরো রজা ইতি সর্ব্বমু হ্যেবৈষ রজ উপর্য্যুপরি তপত্যেবগুং হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ।

সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিগুংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরো রজসি প্রতি-ষ্ঠিতা তদ্বৈতৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতং চক্ষুর্ব্বৈ সত্যং চক্ষুর্হি বৈ সত্যং

তস্মাদ্যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহমশ্রৌষমিতি য এব ব্রুয়াদহমদর্শমিতি তস্মাএব শ্রদ্দধ্যাম তদ্বৈতৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতং প্রাণো বৈ বলং তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদাহুর্বলঞ্ সত্যাদোজীয় ইত্যেবমেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠিতা সা হৈষা গয়াঞ্স্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তং প্রাণাঞ্স্তত্রে তদ্যদ্গয়াঞ্স্তত্রে তস্মাদ্গায়ত্রী নাম স যামেবামূঞ্ সাবিত্রীমন্বাহৈষৈব স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাঞ্ স্ত্রায়তে।

তাঞ্ হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভমন্বাহুর্বাগনুষ্টুবেতদ্বাচমনুব্রুম ইতি ন তথা কুর্য্যাদ্গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রুয়াদ্যদি হ বা অপ্যেবংবিদ্ বহ্বিব প্রতিগৃহ্লাতি ন হৈব তদ্গায়ত্র্যা একঞ্চ ন পদং প্রতি।

স য ইমাঞ্স্ত্রীঁল্লোকান্ পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ প্রথমং পদমাপ্নুয়াদথ যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ সোঽস্যা এতদ্দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা যএষ তপতি নৈব কেন চ নাপ্যং কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ।

তস্যা উপস্থানং গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরো রজসেঽসাবদো মা প্রাপদিতি যং দ্বিষ্যাদসাবস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধীতি বা ন হৈবাস্মৈ স কাম ঋধ্যতে যস্মা এবমুপতিষ্ঠতেঽহমদঃ প্রাপমিতি বা।

এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ যন্নু হো তদ্গায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথঞ্ হস্তীভূতো বহসীতি মুখঞ্ হ্যস্যাঃ সম্রাণ্ন বিদাঞ্চকারেতি হোবাচ তস্যা অগ্নিরেব মুখং যদি হ বা অপি বহ্বিবাগ্নাবভ্যাদধাতি সর্ব্বমেব তৎ সন্দহত্যেবঞ্ হৈবৈবংবিদ্যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎসংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি। ১—৮। বৃ, ৭। ১১—.৪।

উপাসনান্তরাণি বক্তুমুপক্রমতে এতদিতি। 'ব্যাহিতঃ' ব্যাধিগ্রস্তঃ সন্ 'যৎ' 'তপ্যতে', 'এতৎ'

বৈ' 'পরমং তপঃ'। 'যঃ এবং'—ব্যাধিজনিতসন্তাপএব তপ ইতি—'বেদ', স পুনঃ 'পরমম্ এব' 'লোকং' 'জয়তি'। 'প্রেতং' মৃতং 'যম্' 'অরণ্যং' 'হরন্তি' তত্র নয়ন্তি—'এতৎ বৈ পরমং তপঃ'। 'যঃ' 'এবং'—সৎকারার্থং গ্রামাদরণ্যানয়নরূপং 'তপঃ'—'বেদ,' স পুনঃ 'পরমম্ এব' 'লোকং' 'জয়তি'। 'প্রেতং' মৃতং 'যম্ অগ্নৌ' 'অভ্যাদধতি', 'এতৎ বৈ পরমং তপঃ', 'যঃ' 'এবম্'—অগ্নিপ্রবেশরূপং 'তপঃ' —'বেদ', স পুনঃ 'পরমম্ এব' 'লোকং' 'জয়তি'।

অন্নমিতি। 'একে' 'অন্নং ব্রহ্ম' 'ইতি' 'আহুঃ', 'তৎ ন' 'তথা'। কথম্? 'প্রাণাৎ' 'ঋতে' প্রাণসম্বন্ধং বিনা 'পূযতি' 'বৈ' 'অন্নম্'। 'প্রাণঃ ব্রহ্ম' 'ইতি' 'একে' 'আহুঃ', 'তৎ ন তথা'। কথম্? 'অন্নাৎ' 'ঋতে' অন্নং বিনা 'প্রাণঃ বৈ' 'শুষ্যতি'। 'এতে' অন্নপ্রাণরূপে 'দেবতে' 'তু' পুনঃ 'একধা-ভূয়ং ভূত্বা' একত্বমাগত্য 'পরমতাং' পরমত্বং ব্রহ্মত্বং 'গচ্ছতঃ', 'তৎ' তস্মাৎ 'হ'—ঐতিহ্যে—'প্রাতৃদঃ' তন্নামা ঋষিঃ 'পিতরম্' 'আহ স্ম'—'কিংস্বিৎ' 'এবংবিদে'—অন্নস্যাব্রহ্মত্বং প্রাণস্যাব্রহ্মত্বং তয়োর্মিলিত-ভাবে পুনর্ব্রহ্মত্বমিতি জ্ঞানবতে—'সাধু' শোভনং সম্মাননাং 'কুর্য্যাম', কিম্ এব 'তস্মৈ' অন্নব্রহ্মবিদে প্রাণব্রহ্মবিদে 'অসাধু' অশোভনম্ অসম্মাননাং 'কুর্য্যাম্' ইতি। 'স' পিতা পুনঃ 'পাণিনা' বারয়ন্ 'আহ' 'স্ম'—হে 'প্রাতৃদ', 'কঃ তু' 'অনয়োঃ' অন্নপ্রাণয়োঃ 'একধাভূয়ং ভূত্বা' একত্বমাগত্য 'পরমতাং' পরমত্বং ব্রহ্মত্বং 'গচ্ছতি' 'ইতি' হেতোঃ 'মা এবং কৃথাঃ'। 'তস্মৈ' প্রাতৃদায় 'উ' 'হ' পুনঃ 'এতৎ' 'উবাচ' পিতা—'অন্নং বৈ বি' 'ইতি' উচ্যতে, 'হি' যস্মাৎ 'বি অন্নে' বিশ্বরূপভূতে অন্নে ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি বিষ্টানি; রম ইতি প্রাণঃ বৈ উচ্যতে, 'হি' যস্মাৎ 'রমপ্রাণে' রমস্বরূপভূতে প্রাণে 'ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি' 'রমন্তে'। 'যঃ এবম্'—অন্নে বিশন্তি প্রাণে রমন্তে ইতি—'বেদ', 'অস্মিন্' বিদুষি 'সর্ব্বাণি' পুনঃ 'ভূতানি' 'বিশন্তি' 'সর্ব্বাণি ভূতানি' 'রমন্তে'। "অন্নপ্রাণয়োর্গুণদ্বয়বিশিষ্টয়োর্মিলিতয়োরুপাসনমুক্তম" ইতি টীকাকৃৎ।

উক্থমিতি। 'প্রাণঃ বৈ' 'উক্থম্'। কথং প্রাণঃ উক্থম্? 'হি' যস্মাৎ 'প্রাণঃ' 'ইদং সর্ব্বম্' 'উত্থাপয়তি'। 'যঃ' 'এবং'—প্রাণো হি উত্থাপয়িতা ইতি—'বেদ', 'অস্মাৎ' উক্থবিদঃ 'উক্থবিৎ' 'বীরঃ' পুত্রঃ পুনঃ 'উত্তিষ্ঠতি', 'উক্থস্য' 'সাযুজ্যং' 'সলোকতাং' 'জয়তি'।

যজুরিতি। 'যজুঃ' 'বৈ' 'প্রাণঃ'। কথং যজুঃ প্রাণ ইতি? 'হি', যস্মাৎ 'ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি' 'প্রাণে' 'যুজ্যন্তে'। 'যঃ এবং বেদ' 'অস্মৈ' পুনঃ 'সর্ব্বাণি ভূতানি' 'যুজ্যন্তে', শ্রেষ্ঠ্যায় ভবতি 'স', 'যজুষঃ' 'সাযুজ্যং' 'সলোকতাং' 'জয়তি'।

সামেতি। 'সাম বৈ' 'প্রাণঃ'। কথং সাম প্রাণ ইতি? 'হি' যস্মাৎ 'ইমানি ভূতানি' 'প্রাণে' 'সম্যঞ্চি' সঙ্গচ্ছন্তে। 'যঃ এবংবেদ', 'অস্মৈ' সর্ব্বাণি ভূতানি 'সম্যঞ্চি' সঙ্গচ্ছন্তে, 'শ্রৈষ্ঠ্যায়' শ্রেষ্ঠ-ভাবায় 'কল্পন্তে' সমর্থন্তে, 'সাম্নঃ' 'সাযুজ্যং' 'সলোকতাং' 'জয়তি'।

ক্ষত্রমিতি। 'ক্ষত্রং' 'বৈ' 'প্রাণঃ' কথং ক্ষত্রম্? 'হি' যস্মাৎ 'প্রাণঃ' 'ক্ষত্রম্ ইতি' 'বৈ' প্রসিদ্ধম্। কথমেবং প্রসিদ্ধম্? 'এনং' দেহং 'প্রাণঃ' 'ত্রায়তে'। 'যঃ এবং বেদ', স 'ক্ষণিতঃ' শস্ত্রাদি-হিংসিতঃ 'অত্রং'—ন ত্রায়তেঽন্যেন কেনচিৎ ইত্যত্রং প্রাণশক্ত্যা ক্ষতপূরণদর্শনাৎ—'ক্ষত্রং' প্রাণরূপং 'প্রাপ্নোতি' 'ক্ষত্রস্য' 'সাযুজ্যং' 'সলোকতাং' 'জয়তি'।

ভূমিরিতি। 'ভূমিঃ, অন্তরিক্ষং, দ্যৌঃ ইতি 'অষ্টৌ অক্ষরাণি,' 'অষ্টাক্ষরং' পুনঃ 'গায়ত্র্যৈ' ছন্দো-রূপায়ৈ 'একং পদম্'। 'অস্যাঃ' গায়ত্র্যা, 'এতৎ' ত্রৈলোক্যং পুনঃ 'এতৎ পদম্'। 'যঃ' 'অস্যাঃ' গায়ত্র্যাঃ 'এতৎ' ত্রৈলোক্যম্ পদম্ 'এবং বেদ', স 'এষু ত্রিষু লোকেষু' 'যাবৎ' 'তাবৎ' পুনঃ 'জয়তি'।

ঋচ ইতি। 'ঋচঃ যজুংষি সামানি' 'ইতি' 'অষ্টৌ অক্ষরাণি', অষ্টাক্ষরং পুনঃ 'গায়ত্র্যাঃ' 'একং'

'পদম্'। 'অস্যাঃ' গায়ত্র্যাঃ 'এতৎ' ত্রয়ীরূপম্, 'এতৎ' পদম্। 'যঃ' 'অস্যাঃ' 'এতৎ' ত্রয়ীরূপং 'পদম্' 'এবং' 'বেদ', স 'যাবতী ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা' 'তাবৎ' পুনঃ 'জয়তি'।

প্রাণইতি। 'প্রাণঃ অপানঃ ব্যান' 'ইতি' 'অষ্টৌ' 'অক্ষরাণি,' 'অষ্টাক্ষরং' পুনঃ 'গায়ত্র্যা' 'একং' 'পদম্'। 'অস্যাঃ' এতৎ প্রাণরূপং পুনঃ 'এতৎ' পদম্। 'যঃ' 'অস্যাঃ' 'এতৎ' প্রাণত্রয়ং পদম্ 'এবং' বেদ' স 'যাবৎ ইদং' 'প্রাণি' প্রাণিজাতং 'তাবৎ' পুনঃ 'জয়তি'। অনন্তরং চতুর্থপদব্যাখ্যা অথেতি। 'অথঃ' 'অস্যাঃ চতুর্থং পদম্'। তত্র ঋক্'—"এতদেব তুরীয়ং দর্শতং' পদং পরো রজা য এষ তপতি" ইতি। স্বয়মেব শ্রুতিঃ ব্যাচষ্টে—'যদ্বৈ চতুর্থং তৎ তুরীয়ম্' 'দর্শতং পদমিতি' দদৃশ ইব হি এষ পরো রজা ইতি—সর্ব্বম্ উ হি এষ রজঃ উপর্য্যুপরি তপতি'। যোঽসৌ সবিতা উপর্য্যুপরি স্থিতান্ সর্ব্বান্ লোকান্ তপতি সোঽসৌ চতুর্থং পদং দৃশ্যতে ইব ইতি সমুদায়ার্থঃ। 'যোগিভির্দৃশ্যত ইবেতি লক্ষ্যতে ন তু মুখ্যমীশ্বরস্য দৃশ্যত্বমতীন্দ্রিয়ত্বাৎ' ইতি টীকাকৃৎ। এবং পুনঃ স 'শ্রিয়া' 'যশসা' 'তপতি' 'যঃ' অস্যাঃ এতৎ 'তুরীয়ং দর্শতং পদং' বেদ।

সৈষেতি। ত্রৈলোক্য-ত্রৈবিদ্য-প্রাণলক্ষণা ত্রিপদোক্তা গায়ত্রী এতস্মিন্ তুরীয়ে দর্শতে পদে পরো রজসি প্রতিষ্ঠিতা—ত্রিপদা গায়ত্রী মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকং জগৎ। সা পুনঃ জগদতিক্রম্য আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতা; ন পুনরাদিত্যঃ সত্যাতিরিক্তঃ তদাত্মকত্বাত্তস্য, অত আহ—তৎ বৈ এতৎ চতুর্থং পদং পাদত্রয়েণ সহ সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্। চক্ষুঃ বৈ সত্যম্। কথং? 'হি' যস্মাৎ 'চক্ষুঃ' সত্যং 'বৈ' প্রসিদ্ধম্, তস্মাৎ—চক্ষুষঃ সত্যত্বে প্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—যৎ যদি ইদানীম্ 'অহমদর্শম্ অহমশ্রৌষম,' ইতি দ্বৌ বিবদমানৌ বিরুদ্ধং বদমানৌ 'এয়াতাম্' আগচ্ছেয়াতাং, 'যঃ এব ব্রূয়াৎ' 'অহম্ অদর্শম্' ইতি 'তস্মৈ' এব 'শ্রদ্দধ্যাম'—যতঃ শ্রবণে ভ্রান্তিসম্ভাবনাস্তি ন তু দর্শনে। তৎ বৈ এতৎ 'সত্যং' 'বলে' 'প্রতিষ্ঠিতম্', প্রাণঃ 'বৈ' 'বলম্'। 'যস্মাৎ' 'প্রাণে' 'তৎ' বলং প্রতিষ্ঠিতং 'তস্মাৎ' সত্যাৎ বলম্ 'ওজীয়ঃ' ওজস্তরমিতি আহুঃ। এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠিতা অধ্যাত্মে প্রাণে প্রতিষ্ঠিতা। সা পুনঃ এষা গায়ত্রী গয়ান্—'গায়ন্তীতি 'গয়াঃ' বাগুপলক্ষিতা চক্ষুরাদয়ঃ তান্—'তত্রে' ত্রাতবতী। কে পুনস্তে গয়াঃ? 'প্রাণাঃ' চক্ষুরাদয়ঃ বৈ গয়াঃ। তৎপ্রাণান্ তন্নামপ্রসিদ্ধান্ প্রাণান্ 'তত্রে' ত্রাতবতী। যৎ যস্মাৎ গয়ান্ তত্রে ত্রাতবতী তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। যাম্ এব অমূং গায়ত্রীং স আচার্য্যঃ অন্বাহ মানবকায়, 'এষা গায়ত্রী এব'—সাবিত্রীগায়ত্র্যোরেকত্বম্। স 'যস্মৈ' মানবকায় 'অন্বাহ', 'তস্য' মানবকস্য 'প্রাণান্' 'ত্রায়তে' নরকাদিষু পতনাৎ।

তামিতি। তাং পুনঃ এতাং সাবিত্রীম্ একে শাখিনঃ 'অনুষ্টুভম্' 'অন্বাহ'। কথম্? 'অনুষ্টুপ্ এব বাক্'। 'এতদ্বাচং' এতাম্ অনুষ্টুব্রূপাং বাচম্ 'অনুব্রূম' 'ইতি' হেতোঃ। তন্নিষেধতি 'ন তথা কুর্য্যাৎ', গায়ত্রীম্ এব সাবিত্রীম্ অনুব্রূয়াৎ। 'যদি অপি' পুনঃ বৈ 'এবংবিৎ' 'বহু এব' নিখিলম্ এব 'প্রতিগৃহ্লাতি'—'গায়ত্রীপাদত্রিলোকাদিপরিগ্রহং' করোতি ন পুনঃ গায়ত্র্যাঃ তৎ প্রতিগ্রহণং ভবতি, সুতরাং ন তস্যাঃ একঞ্চ পদং প্রতি—বিজ্ঞানফলং ভুক্তং স্যাৎ' ইতি।

'স যঃ' গায়ত্রীবিৎ 'ইমান্' ভূরাদীন্ ত্রিলোকান্ 'পূর্ণান্' গোঽশ্বাদিভিঃ 'প্রতিগৃহ্লীয়াৎ' 'স অস্যাঃ' 'এতৎ' 'প্রথমং পদম্' 'আপ্নুয়াৎ'—প্রথমপদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং স্যাৎ; অথ 'যাবতী' 'ইয়ং' 'এষা' 'বিদ্যা' 'যঃ' তাবৎ 'প্রতিগৃহ্লীয়াৎ', স 'অস্যাঃ' গায়ত্র্যাঃ 'এতৎ দ্বিতীয়ং পদম্' 'আপ্নুয়াৎ'—দ্বিতীয়পদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং স্যাৎ; 'অথ' 'যাবৎ' 'ইদং' 'প্রাণি' প্রাণিজাতং 'যঃ তাবৎ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ', স 'অস্যাঃ' গায়ত্র্যাঃ 'এতৎ' তৃতীয়ং 'পদম্' 'আপ্নুয়াৎ'—তৃতীয়পদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং স্যাৎ। অথ অস্যাঃ 'এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি' ইত্যুপলক্ষিতং পদং

চতুর্থং ন এব কেন চ দেয়ং, ন চ কেন চ আপ্যং প্রাপ্যং, সুতরাং কুতঃ উ পুনঃ এতাবৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ—নাত্র দানং প্রতিগ্রহো বা সম্ভবতি। 'ন তথা কুর্য্যাৎ' নিষেধস্য কারণমিদমেব। এতেন ত্রিপদা গায়ত্র্যেব সাবিত্রীতি সিদ্ধম্।

তস্যাঃ গায়ত্র্যাঃ উপস্থানং নমস্করণম্ অনেন মন্ত্রেণ—হে গায়ত্রি, ত্বম্ ত্রৈলোক্যপাদেন একপদী অসি, ত্রয়ীবিদ্যারূপেণ পাদেন দ্বিপদী অসি, প্রাণাদিনা তৃতীয়পাদেন ত্রিপদী অসি, তুরীয়েণ পাদেন চতুষ্পদী অসি। চতুর্থপাদস্য সীমপ্রতিগ্রহাসম্ভবাৎ অপৎ জ্ঞানাতীতা অসি ; সুতরাং ন হি পদ্যসে জ্ঞায়সে কেনাপি। তে তব দর্শতায় তুরীয়ায় পদায় পরোরজসে নমঃ। অসৌ।তৎপ্রাপ্তিবিঘ্নকরঃ পাপ্মা অদঃ প্রাপ্তিবিঘ্নোৎপাদনকর্ত্তৃত্বং মা প্রাপৎ মা প্রাপ্নোতু। অসৌ বিদ্বান্ যং দ্বিষ্যাৎ—অস্মৈ অমুকায় কামঃ অভিলষিতং মা সমর্দ্ধি সমৃদ্ধিং প্রাপ্নোতু, যস্মৈ এবম্ উপতিষ্ঠতে, ন পুনঃ এব অস্মৈ স কামঃ ঋধ্যতে। অথবা অদঃ অমুকস্যাভিপ্রেতং সমৃদ্ধিরূপম্ অহম্ প্রাপম্। মন্ত্রপদানামেকং যথাকামং বিকল্পঃ।

গায়ত্রীমুখবিধানার্থমুপাখ্যানমাহ এতদিতি। হ ঐতিহ্যে। তৎ তত্র গায়ত্রী বিজ্ঞানে আশ্বতরাশ্বিম্ অশ্বতরস্য অশ্বস্য অপত্যং বুড়িলং বৈদেহঃ বিদেহাধিপতিঃ জনকঃ এতৎ বৈ উবাচ—যৎ যদি নু বিতর্কে—হে অহো, তদ্গায়ত্রীবিৎ প্রসিদ্ধগায়ত্রীবিজ্ঞানজ্ঞঃ অব্রূথাঃ, অথ কথং হস্তীভূতঃ সন্ বহসি মাং—প্রতিগ্রহাকাঙ্ক্ষয়া নীচতাং স্বীকরোষি। বুড়িল উবাচ—হে সম্রাট্, অস্যাঃ গায়ত্র্যাঃ মুখং ন বিদাঞ্চকার ইতি—ততো ন বিজ্ঞানফলং লব্ধবানস্মীতিভাবঃ। রাজাহ—তস্যাঃ গায়ত্র্যাঃ অগ্নিঃ এব মুখম্। যদি অপি হি বৈ বহু ইব ইন্ধনম্ অগ্নৌ অভ্যাদধতি সর্ব্বম্ এব তৎ সন্দহতি, 'এবং পুনরেব এবংবিৎ যদ্যপি বহু ইব পাপং কুরুতে সর্ব্বম্ এব তৎ সংপ্সায় সংভক্ষয়িত্বা শুদ্ধঃ পূতঃ অজরঃ অমরঃ সংভবতি।

ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যে তাপ পায়, সেই তাপই এই পরম তপ। এইটি পরম তপ যে ব্যক্তি ইহা জানে সে ব্যক্তি পরমলোক জয় করে। মৃত ব্যক্তিকে যে অরণ্যে লইয়া যায় এইটি পরম তপ। তাই অরণ্যে লইয়া যাওয়াকে যে ব্যক্তি পরম তপ বলিয়া জানে সে পরম লোক জয় করে। মৃত ব্যক্তিকে যে অগ্নিতে আধান করে, সেই অগ্নিতে আধান করাকে যে ব্যক্তি পরম তপ ববিয়া জানে সে ব্যক্তি পরমলোক জয় করে।

কেহ কেহ অন্নকে ব্রহ্ম বলেন। সে কথা ঠিক নয়। কেন না প্রাণ বিনা অন্ন পচিয়া যায়। কেহ কেহ প্রাণকে ব্রহ্ম বলেন। সে কথা ঠিক নয়, কেন না অন্ন বিনা প্রাণ শুকাইয়া যায়। সুতরাং [প্রাণ ও অন্ন] এ দুই দেবতা এক হইয়া পরমত্ব প্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্তই প্রাতৃদনামা ঋষি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যিনি এরূপ জানেন তৎপ্রতি সাধু আচরণ করিব অথবা অসাধু আচরণ করিব। পিতা হস্তসঞ্চালন করিয়া বলিয়াছিলেন এরূপ করিও না, কেন না এই অন্ন ও প্রাণ এ দুইয়ের মিলনে কোন্‌টিতে পরমত্ব প্রাপ্তি হয় [তাহার নিশ্চয়

নাই, তাই এরূপ করিও না]। সেই প্রাতৃদ ঋষিকে পুনরায় পিতা বলিলেন, অন্ন—বি, এই বিরূপী অন্নে এই সকল ভূত প্রবিষ্ট হইয়া আছে ; প্রাণ—র এই ররূপী প্রাণে এই সকল ভূত রমণ-করে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে তাহাতে সকল ভূত প্রবেশ করে, সকল ভূত রমণ-করে।

উক্থ—প্রাণই উক্থ, কেন না উহাই সকলকে উত্থাপন করে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, সেই উক্থবিৎ হইতে উক্থবিৎ বীর পুত্র উত্থাপন করে এবং উক্থের সাযুজ্য ও সলোকতা জয়-করে।

যজু—প্রাণই যজু, কেন না প্রাণে এই সকল ভূত সংযুক্ত হইয়া আছে। যে ব্যক্তি এরূপ জানে সকল ভূত তাহার সহিত সংযুক্ত হয়, এবং ইহার পক্ষে উহারা শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হয়, যজুর সাযুজ্য ও সলোকতা জয় করে।

সাম—প্রাণই সাম, কেন না প্রাণে এই সমুদায় ভূত সঙ্গত হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, সে ব্যক্তির সহিত সকল ভূত সঙ্গত হয় এবং ইহার পক্ষে উহারা শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হয়।

ক্ষত্র—প্রাণই ক্ষত্র। প্রাণ এই দেহকে রক্ষা করে, এজন্য উহা ক্ষত্র। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে শস্ত্রাদি দ্বারা হিংসিত হইয়া আর কাহারও দ্বারা রক্ষা পায় না ঈদৃশ (ক্ষত্র হইতে ত্রাণপ্রদঃ) ক্ষত্রকে (প্রাণকে) প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রের (প্রাণের) সাযুজ্য ও সলোকতা প্রাপ্ত হয়।

ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ (দ্যুলোক) এই আটটি অক্ষর, গায়ত্রীর একটি পাদ অষ্টাক্ষর। এই তিন লোক এই গায়ত্রীর এই এক পাদ। যে ব্যক্তি গায়ত্রীর এক পাদ জানে, সে ব্যক্তি এই তিন লোকেতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় জয় করে।

ঋক্, যজূংষি (যজু) ও সামানি (সাম) এই আট অক্ষর, গায়ত্রীর এক পাদ। যে ব্যক্তি এই গায়ত্রীর এই পাদ জানে সে ব্যক্তি এই ত্রয়ী বিদ্যাতে যাহা কিছু আছে সে সকলই জয়-করে।

প্রাণ, অপান ও ব্যান এই আটটি অক্ষর গায়ত্রীর এক পাদ। যে ব্যক্তি গায়ত্রীর এই পাদ জানে, সে ব্যক্তি এতৎ [সংক্রান্ত যত প্রাণি-

জাত সে সকলই জয় করে। উপর্য্যুপরি স্থিত সমুদায় লোককে সবিতা তাপ দান করেন, উহাই [যোগিগণের] দৃশ্যমান চতুর্থ পাদ। এই চতুর্থ পাদ যে ব্যক্তি জানে সে শ্রী ও যশে উত্তাপদান করে।

লোকসমূহের উপর্য্যুপরি দৃশ্যমান এই চতুর্থ পাদে গায়ত্রী প্রতিষ্ঠিত। এটি সত্যে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষু (আদিত্য) সত্য, চক্ষু সত্য, তাই বিবদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি বলে আমি দেখিয়াছি, যে ব্যক্তি বলে আমি শুনিয়াছি, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি বলে আমি দেখিয়াছি তাহাকেই আমরা বিশ্বাস করি। সেই এই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই বল, বল প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য সত্য হইতে বলকে [পণ্ডিতগণ] ওজস্বিতর বলেন। এইরূপে গায়ত্রী প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। সেই এই গায়ত্রী গয়সমূহকে (বাকৃলক্ষিত চক্ষুরাদিকে) রক্ষা করে। প্রাণসমূহই গয়, সেই গয়নিচয়কে রক্ষা করে তাই ইঁহার নাম গায়ত্রী। এই গায়ত্রীই সাবিত্রী, আচার্য্য যাহাকে এই কথা বলেন তাহার প্রাণসমূহকে ইনিই রক্ষা করেন।

কেহ কেহ এই সাবিত্রীকে—তোমায় বাক্ বলিতেছি এই বলিয়া অনুষ্টুপ্ বলেন, কেন না অনুষ্টুপই বাক্। এরূপ না বলিয়া গায়ত্রীকেই সাবিত্রী বলা সমুচিত। কেন না যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে ব্যক্তির এইরূপে গায়ত্রীর পাদসমূহ পরিগ্রহ হয়। এক গায়ত্রী বলিলে তাহা হয় না।

যে ব্যক্তি তিনলোকপূর্ণ এই গায়ত্রীকে গ্রহণ করে সে ব্যক্তি ইহার প্রথম পাদ প্রাপ্ত হয়, অনন্তর যে ব্যক্তি ত্রয়ীবিদ্যাব্যাপ্ত এই গায়ত্রীকে গ্রহণ করে সে ইহার দ্বিতীয় পাদ প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি প্রাণিজাতব্যাপ্ত এই গায়ত্রীকে গ্রহণ করে সে ইঁহার তৃতীয় পাদ প্রাপ্ত হয়, অনন্তর এইটি ইহার চতুষ্পাদ (যাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে) 'উপর্য্যুপরি স্থিত সমুদায় লোককে সবিতা তাপদান-করেন'। [এই চতুর্থ পাদটি] কাহারও দেয় নয়, কাহারও প্রাপ্য নয়, সুতরাং কোথা হইতে ইহার প্রতিগ্রহণ হইবে।

সেই গায়ত্রীর নমস্কার মন্ত্র—হে গায়ত্রি, তুমি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং অপদ। কেন না তুমি কাহারও কর্তৃক জ্ঞাত

হও না। উপর্য্যুপরিলোকস্থ তোমার দর্শনীয় চতুর্থপদকে নমস্কার। এই পাপ যেন এই [বিঘ্নকরত্ব কর্ত্তৃত্ব] না পায়। এই বিদ্বান্ যাহাকে দ্বেষ করে সে যেন অভিলষণীয় সমৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয় [যাহার সম্বন্ধে এরূপ প্রার্থনা করে] সে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, অথবা [যদি এই প্রার্থনা করে] ইহার এই সমৃদ্ধি আমি প্রাপ্ত হই, তাহাও প্রাপ্ত হয় না।

এই গায়ত্রী বিজ্ঞানবিষয়ে বিদেহাধিপতি জনক অশ্বতর অশ্বের অপত্য বুডিলকে বলিয়াছিলেন, তুমি আপনাকে গায়ত্রীবিৎ বলিতেছ, তুমি কেন হস্তীভূত হইয়া [প্রতিগ্রহণার্থ] আমার নিকটে সমাগত? বুডিল জানাইলেন, হে সম্রাট্, আমি যে গায়ত্রীর মুখ কি তাহা জানি না। জনক বলিলেন, অগ্নি গায়ত্রীর মুখ। অগ্নিতে যদি বহু ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হয়, তবু উহা সকলই যেমন দগ্ধ করে, তেমনি এই বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি বহু পাপ করে তবু সে সকলকে ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ পূত অজর ও অমৃত হয়।

ভাব—গায়ত্রী বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য পাপনাশ। অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে এ স্থলের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

৩৭। স যঃ কাময়েত মহৎপ্রাপ্নুয়ামিত্যুদগয়ন আপূর্য্যমাণপক্ষস্য পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপসদ্‌ব্রতী ভূত্বৌদুম্বরে কংসে চমসে বা সর্ব্বৌষধং ফলানীতি সংভৃত্য পরিসমুহ্য পরিলিপ্যাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্য্যাহবৃতাহহজ্যং সংস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ মন্থং সংনীয় জুহোতি যাবন্তো দেবাস্ত্বয়ি জাতবেদস্তির্যঞ্চোঘ্নন্তি পুরুষস্য কামান্ তেভ্যোঽহং ভাগধেয়ং জুহোমি তে মা তৃপ্তাঃ সর্ব্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্তু স্বাহা। যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং স্বাহা।

জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি চক্ষুষে স্বাহা সম্পদে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি শ্রোত্রায় স্বাহাঽঽয়তনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি

মনসে স্বাহা প্রজাপতৈ্য স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি।

অগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সোমায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভুবঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূতায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বিশ্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সর্ব্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রজাপতয়ে হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি।

অথৈনমভিমৃশতি ভ্রমদসি জ্বলদসি পূর্ণমসি প্রস্তব্ধমস্যেকসভমসি হিংকৃতমসি হিংক্রিয়মাণমস্যুদ্গীথ মস্যুদ্গীয়মানমসি শ্রাবিতমসি প্রত্যাশ্রাবিতমস্যার্দ্রে সংদীপ্তমসি বিভূরসি প্রভূরস্যন্নমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোঽসীতি।

অথৈনমুদ্যচ্ছত্যামংস্যামংহি তে মহি স হি রাজেশানোধিপতিঃ স মাংরাজেশানোঽধিপতিং করোত্বিতি।

অথৈনমাচামতি তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ মধুবাতাঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ভূঃ স্বাহা। ভর্গোদেবস্য ধীমহি মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবংরজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ভুবঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ স্বঃ স্বাহেতি। সর্ব্বাং চ সাবিত্রীমন্বাহ সর্ব্বাংশ্চ মধুমতীরহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্তত আচম্য পাণী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্নিং প্রাকৃচ্ছিরাঃ সংবিশতি প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে দিশামেকপুণ্ডরীকমস্যহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং ভূয়াসমিতি যথেতমেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বংশং জপতি।

তণ্ঁ হৈতমুদ্দালক আরুণির্ব্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়ান্তেবাসিন-উক্ত্বোবাচাপি য এনণ্ঁ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

এতমু হৈব বাজসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায় পৈঙ্গ্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনণ্ঁ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

এতমু হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশ্চূলায় ভাগবিত্তয়েঽন্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনণ্ঁ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

এতমু হৈব চূলো ভাগবিত্তির্জানকয় আয়স্থূণায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনণ্ঁ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

এতমু হৈব জানকিরায়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনণ্ঁ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

এতমু হৈব সত্যকামো জাবালোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচাপি য এনণ্ঁ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি তমেতং নাপুত্রায় বাঽনন্তেবাসিনে ব্রূয়াৎ।

চতুরৌদুম্বরো ভবতৌদুম্বরঃ স্রুব ঔদুম্বরশ্চমস ঔদুম্বর ইধ্ম ঔদুম্বর্য্য উপমন্থন্যৌ দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহিযবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ তান্ পিষ্টান্দধনি মধুনি ঘৃত উপসিঞ্চত্যাজ্যস্য জুহোতি। বৃ, ৮। ৩। ১—১৩।

বিত্তোপার্জ্জনেন মহত্ত্বলাভায়ানুষ্ঠানম্ স য ইতি। ব্যাখ্যাতমিদমষ্টমস্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণং শ্রীমতা ভাস্করানন্দস্বামিনৈবং সংক্ষেপেণ—

"যো মহত্ত্বমিচ্ছেৎস উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে শুভেঽহ্নি পয়োব্রতমাচরেৎ। তচ্চ দ্বাদশাহং পয়োভক্ষণ-রূপম্। ততস্ত্রয়োদশেঽহ্নি শুভে উদুম্বরস্য কংসে চমসে বা পাত্রে দধিমধুঘৃতং দত্ত্বা ব্রীহ্যাদ্যা বক্ষ্যমাণা দশ নিয়মেনান্যাশ্চ যথাশক্তিসম্ভবং গ্রাম্যারণ্যৌষধীঃ ফলানি চ সমাহৃত্য পিষ্ট্বোপসিচ্য তত্রৈব পাত্রে-ঽথ কৃতয়োরৌদুম্বর্য্যোর্ম্মন্থন্যোরেকয়া সংমথ্য গৃহ্যোক্তরীত্যা ভূসংস্কারমগ্ন্যুপসমাধানং পরিস্তরণং

স্থালীপাকবিধিনাজ্যসংস্কারং চ কৃত্বা পুন্নামনক্ষত্রে পাত্রমগ্নেঃ স্বস্য চ মধ্যে স্থাপয়িত্বৌডুম্বরসমিদ্ধিরগ্নিং প্রজ্বাল্যৌডুম্বরস্রুবেণাজ্যহোমং কুর্য্যাৎ। রেতসে ইত্যারভ্য দ্বৈকৈকাহুত্যনন্তরং স্রুবাবলিপ্তাজ্যস্য চমসস্থমন্থদ্রব্যে পাতনানন্তরমপরমন্থন্যা মন্থনং কার্য্যম্ ততশ্চমসস্থদ্রব্যস্য ভ্রমদসীত্যাদি মন্ত্রেণ স্পর্শঃ আমমিতি মন্ত্রেণ সপাত্রস্য হস্তে গ্রহণম্। ততঃ পাত্রস্থমন্থদ্রব্যং চতুর্ধা বিভজ্য গায়ত্র্যাঃ মধুমত্যাঃ ব্যাহৃত্যাশ্চৈকৈকপাদেনৈকৈকভাগং সমস্তাভিস্তাভিশ্চতুর্থং তথা ভক্ষয়েদ্যথা নিশ্‌শেষতা স্যাৎ। ততঃ সর্ব্বং পাত্রং প্রক্ষাল্য তূষ্ণীং পিবেৎ। ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্য শুদ্ধোদকমাচম্যাগ্নেঃ পৃষ্ঠদেশং গত্বা পূর্ব্বশিরাঃ শয়ীত ততঃ প্রভাতকালে দিশামিতি মন্ত্রেণাদিত্যোপস্থানং কৃত্বা যেন মার্গেণ যাতস্তেনৈবা-গত্যাগ্নেরভিমুখমুপবিশ্য তং হৈতমুদ্দালক ইত্যারভ্য তমেতং নাপুত্রায়েত্যতঃ প্রাক্ যে বংশমন্ত্রাস্তান্ জপেৎ। ভক্ষণায় সংস্কৃতং মন্থং শুষ্কবৃক্ষে যদি নিষিঞ্চেত্তর্হি শাখাপত্রাদি ভবেত্তত্রেতি মন্থকর্ম্মপ্রশংসোক্তির্বংশমন্ত্রেষু। অথ বিদ্যায়া দানস্য ষট্ সম্প্রদানানি শিষ্যঃ শ্রোত্রিয়ো মেধাবী ধনদায়ী প্রিয়পুত্রো বিদ্যয়া বিদ্যায়া দাতা চেতি। তত্র মন্থবিদ্যায়াস্তু শিষ্যপুত্রাবেব সম্প্রদানে।"

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামিকৃত ইহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা এই—"যে ব্যক্তি মহত্ব অভিলাষ করে, সে ব্যক্তি উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষে শুভদিনে পয়োব্রত আচরণ-করিবে। দ্বাদশ দিন কেবল পয়োভক্ষণ—পয়োব্রত। দ্বাদশদিনান্তে শুভ ত্রয়োদশ দিবসে উডুম্বর বা কংসনির্ম্মিত চমসে বা পাত্রে দধি মধু ও ঘৃত অর্পণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ ব্রীহি আদি দশটি এবং যথাশক্তি আহৃত অপর গ্রাম্য ও অরণ্যজাত ফল সকলের পিষ্ট একত্র পেষণ ও সংমিশ্রিত করিয়া সেই পাত্রে গৃহ্যোক্ত প্রণালীতে ভূসংস্কার, অগ্নিসমাধান পরিস্তরণ বা স্থালীপাকবিধিতে আজ্যসংস্কার দ্বারা স্থাপন-করিবেক। পুন্নাম নক্ষত্রে সেই পাত্রটিকে আপনার ও অগ্নির মধ্যে রাখিয়া ঔডুম্বর কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করত ঔডুম্বর স্রুবযোগে আজ্য হবন করিবেক। 'জ্যেষ্ঠায় হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই এবং 'রেতসে' হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্ন ঘৃত চমসস্থ মন্থদ্রব্যে নিক্ষেপ এবং অপর মন্থনী দ্বারা মন্থন করিবেক। 'ভ্রমদসি' ইত্যাদি মন্ত্রে চমসস্থ দ্রব্য স্পর্শ, 'আমম্' এই মন্ত্রে ঘৃতসম্পাত হস্তে গ্রহণ করিবেক। তদনন্তর পাত্রস্থ মন্থ দ্রব্য চারিভাগে ভাগ করত গায়ত্রী, মধুমতী এবং ব্যাহৃতির এক এক পাদে এক এক ভাগ ভক্ষণ করিয়া চতুর্থ পাদে এমন করিয়া ভক্ষণ করিবে যে কিছুই শেষ থাকিবে না। ততঃপর সমস্ত পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে [প্রক্ষালিত জল] পান করিবে। অনন্তর হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শুদ্ধোদকে আচমন করিয়া অগ্নির পৃষ্ঠদেশে যাইবে। সেখানে পূর্ব্বশিরা হইয়া শয়ন করি-

বেক। প্রাতঃকালে 'দিশাং' এই মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিয়া' যে পথে গিয়াছিল সেই পথ দিয়া আসিয়া অগ্নির অভিমুখে উপবেশন করিবেক। 'তং হৈতমুদ্দালক' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তমেতং না পুত্রায়' ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল বংশমন্ত্র আছে সেগুলি জপ করিবেক। ভক্ষণার্থ যে মন্থ সংস্কৃত হয় উহা যদি শুষ্কবৃক্ষে সিঞ্চন করা যায় তাহা হইলে উহার শাখা পত্রাদি জন্মায় ইটি মন্থকার্য্যের প্রশংসা। শ্রোত্রিয়, মেধাবী, ধনদায়ী, শিষ্য প্রিয়পুত্র, বিদ্যার পরিবর্ত্তে বিদ্যাদায়ী এই ছয় জনকে এ বিদ্যা প্রদত্ত হইতে পারে।"

ভাব—এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। বৈদিক সময়ে ঈদৃশ বহুল কার্য্য দৃষ্ট হয়।

৪০। एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः।

स ह प्रजापतिरीक्षाञ्चक्रे हन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पयानीति स स्त्रियꣳससृजे ताꣳ सृष्ट्वाध उपास्त तस्मात् स्त्रियमध उपासीत स एतं प्राञ्चं ग्रावाणमात्मन एव समुदपारयत्तेनैनामभ्यसृजत्।

तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बर्हिश्चर्माधिषवणे समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान् ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासाꣳ स्त्रीणाꣳसुकृतं वृङ्क्तेऽथ य इदमविद्वानधोपहासं चरत्यस्य स्त्रियः सुकृतं वृञ्जते।

एतद्ध स्म वै तद्विद्वानुद्दालक आरुणिराहैतद्ध स्म वै तद्विद्वान् नाको मौद्गल्य आहैतद्ध स्म वै तद्विद्वान् कुमारहारित आह बहवो मर्य्या ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसुकृ-

तोऽस्माँल्लोकात्प्रयन्ति य इदमविद्वाᳬसोऽधोपहासं चरन्तीति बहु वा इदᳬसुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कन्दति ।

तदभिमृशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीमस्कान्त्सीद्यदोषधीरप्यसरद्यदपः इदमहं तद्रेत आददे पुनर्मामैत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः पुनरग्निर्धिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा भ्रुवौ वा निमृज्यात् ।

अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तदभिमन्त्रयेत मयि तेज इन्द्रियं यशो द्रविणᳬ सुकृतमिति श्रीर्ह वा एषा स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्वाससं यशस्विनीमभिक्रम्योपमन्त्रयेत ।

सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्सा चेदस्मै नैव दद्यात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिनावोपहत्यातिक्रामेदिन्द्रियेण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव भवति ।

सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण ते यशसायश आदधामीति यशस्विनावेव भवतः ।

स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखᳬ संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधि जायसे स त्वमङ्ग कषायोऽसि दिग्धविद्धामिव मादयेमाममूं मयीति ।

अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय

मुखेन मुखꣳ संधायाभिप्राण्याऽपान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव भवति।

अथ यामिच्छेद्दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखꣳ संधायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गर्भिण्येव भवति।

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद् द्विष्यादामपात्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोमꣳ शरबर्हिस्तीर्त्वा तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिषाक्ता जुहुयान्मम समिद्धेऽहौषीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीः पुत्रपशूꣳस्त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीरिष्टा सुकृते त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीराशापराकाशौ त आददेऽसाविति। स वा एषनिरिन्द्रियो विसुकृतोऽस्माल्लोकात्प्रैति यमेवंविद्ब्राह्मणः शपति तस्मादेवं विच्छ्रोत्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत ह्येवंवित्परो भवति।

अथ यस्य जाया मार्तवं विन्देत् त्र्यहं कꣳसेन पिबेदहतवासा नैनां वृषलोन वृषल्युपहन्यात् त्रिरात्रान्त आप्लुत्य व्रीहीनवघातयेत्।

स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनुब्रुवीत सर्व्वमायुरियादिति क्षीरौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै।

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत द्वौ

वेदावनुब्रुवीत सर्व्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ।

अथ य इच्छेत् पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत त्रीन्वेदाननुब्रुवीत सर्व्वमायुरियादित्युदौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ।

अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्व्वमायुरियादिति तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ।

अथ य इच्छेत् पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिंगमः शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्व्वान्वेदाननुब्रुवीत सर्व्वमायुरियादिति माꣳसौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवा औक्ष्णेन वाऽर्षभेण वा ।

अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताऽऽज्यं चेष्टित्वा स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनुमतये स्वाहा सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राश्नाति प्राश्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनैनां त्रिरभ्युक्षत्युत्तिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छप्रपूर्व्यां संजायां पत्या सहेति ।

अथैनामभिपद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्वꣳ सा त्वमस्यमोऽहं सामाहमस्मि ऋक् त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं ताविहि सꣳरभावहै सह रेतो दधावहै पुꣳसे पुत्राय वित्तय इति ।

अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां द्यावा पृथिवी

इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखꣳ संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमार्ष्टि विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिꣳशतु आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते। गर्भं धेहि सिनोवालि गर्भं धेहि पृथुष्टुके गर्भं ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ।

हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामश्विनौ तं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतये । यथाग्निगर्भा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी वायुर्दिशां यथा गर्भएवं गर्भं दधामि तेऽसाविति ।

सोष्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति यथा वायुः पुष्करिणीꣳ समिङ्गयति सर्व्वतः । एवा ते गर्भ एजतु सहावैतु जरायुणा । इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः । तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावराꣳ सहेति ।

जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्क आधाय कꣳसे पृषदाज्यꣳ संनीय पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन्सहस्रं पुष्यासमेधमानः स्वे गृहे अस्योपसद्यां माच्छैत्सीत्प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा मयि प्राणाꣳस्त्वयि मनसा जुहोमि स्वाहा यत्कर्म्मणाऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्वांत्स्विष्टꣳ सुहुतं करोतु नः स्वाहेति ।

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ दधिमधुघृतꣳ संनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण प्राशयति भूस्ते दधामि भूवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूर्भुवः स्वः सर्व्वं त्वयि दधामीति ।

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद् गुह्यमेव नाम भवति।

अथैनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति। यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः। येन विश्वा पुष्यसि वार्य्याणि सरस्वति तमिह धातवे करिति।

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते इलासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनत् सा त्वं वीरवती भव। याऽस्मान्वीरवतो करदिति तं वा एतमाहुरतिपिता वताभूरतिपितामहोवताभूः परमां वत काष्ठां प्रापच्छ्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं विदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति।

बृ, ८।४। १—१८।

४०। पुत्रार्थमनुष्ठानमाह एषामित्यारभ्य यावदध्यायपरिसमाप्तिम्। अत्रेदं विवेच्यम्। न ह्यत्र वैदिककाले यथा वीरकुलवर्द्धनाय पुत्रैषणासीत् तथेति मन्तव्यम्। 'वेदोऽसीति' पुत्रस्य नामकरणं दर्शयति ब्रह्मविज्ञानानवच्छेदमभिकाङ्क्ष वैदान्तिकर्षय आत्मसदृशपुत्रजन्मसमुत्सुका आसन्। सुतरामेषणाजनितदोषो न तानप्राक्षीत्; अन्यथा शुकादीनां मोक्षनिरतानां प्रव्रजनेनात्मयोगसिद्ध्यनन्तरं पुत्रोत्पादनप्रवृत्तिर्जातुचिन्नोदीयात्। अतएव "स्वाध्यायमधीयानो धार्म्मिकान् विदधत्" इति श्रुतिचोदना। ये पुनर्दिशुद्दाम्पत्ययोगस्य मर्म्मानभिज्ञाः पशुधर्म्मनिरता निन्दिताचारा भवन्ति ते धिक्कारभाजः, तथाहि श्रुतिः—"अहवोमर्त्त्या ब्राह्मणायनानिरिन्द्रिया विसुकृतोऽस्माँल्लोकात् प्रयन्ति" इति। मर्त्त्याः मरणधर्म्मिणः, ब्राह्मणायनाः ब्रह्मबन्धवः जातिमात्रोपजीविनः। न हि वेदान्ते यज्ञदृष्टिं विना व्यवायाचरणं दृश्यते। न स पुनरमन्त्रकोऽत्र विधीयते। अतएव हि प्रत्यक्षं

मन्त्रविधानम् । श्रुतिगतानां मन्त्राणाञ्चार्थानुसन्धानमतिगोप्यत्वा-दध्येतॄन् प्रति न्यस्य मन्त्रमेकलं तत्त्वोद्घाटकं व्याख्यास्यामः—

"अमोऽहमस्मि सा त्वꣳ सा त्वमस्यमोऽहम् ।
सामाहमस्मि ऋक् त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम् ॥
तावेहि सꣳरभावहै सह रेतो दधावहै ।
पुꣳसे पुत्राय वित्तये ॥" इति ।

अहम् अमः प्राणः—पुत्तिकाशरीरमारभ्य त्रिलोकव्यापी परोक्ष-ब्रह्माख्यः जगत्प्राणः, अतएव परब्रह्मणो विलासभूमिरहम् (८।८ [४३२पृ]); त्वं सा वाक्—सर्व्वस्य प्रकाशभूः वाचारम्भणत्वात् सर्व्वस्य, अतएव चिच्छक्तेरवयवस्त्वम् । यतः सा त्वमसि, अहम् अमः, अतः उभयोरेकत्वेन साम अहम् अस्मि, त्वम् ऋक्—चिच्छक्त्यालिङ्गित-परब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वात् सर्व्वविज्ञानाधारत्वमुभयोः "अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतदृग्वेदो यजुर्व्वेदः सामवेदः" इति श्रुतेः । अहं द्यौ त्वं पृथिवी—अतः प्राणात् प्राणस्य विश्वात्मकसुतस्य जन्म (८।८ [४४६पृ]) । शेषः सुगमः । वित्तये—विज्ञानाय तस्याविच्छेदाय । सर्व्वत्र वेदान्ते पुत्राय शिष्याय वा प्रियतमाय पुत्रस्थानीयाय विज्ञान-दानव्यवस्था गार्हस्थ्ये नोपसंहारश्च वेदान्तविज्ञानस्य । "बाल्येन तिष्ठा-सेत्" (१०।२४) इत्यस्योपव्याख्यानं वक्ष्यते "देवशिशुद्वयक्रीड़ा" इति धर्म्मस्यौपनिषदस्य गार्हस्थ्ये नोपसंहारात् (११।२३) विना सर्व्वैषणा वर्ज्जनं न बालभावस्यागम इति "धर्म्मो सीदति सत्वर" इति मनोरनु-शासनबलात् दारपरिग्रहात् प्रागेव ब्रह्मचर्य्येण शुकादिवन्निखिलाभि-लाषं निर्ज्जित्य भावेऽस्मिन् स्थैर्य्यप्राप्तं ब्रह्मचारियुगलं "धियो यो नः प्रचोदयात्" इत्यनुरूपनिरवच्छेदभगवत्प्रेरणानुसरणपरायणं गार्हस्थ्ये नियोजयेत् । गार्हस्थ्ये दाम्पत्ययोगस्यापरिहार्य्यत्वात् दृष्टिःपुनराधु-निकानान्त्वत्र,—

शय्यारोहोऽत्र दम्पत्योः सवित्रीक्रोड़संश्रयः ।
देवशिशुद्वयक्रीड़ा करादिस्पर्शरेतयोः ॥

उरःसंश्लेषणश्चैतद्रसमूर्त्तेस्तु वचसः।
परिष्वक्तस्तयोर्लीनः परिष्वक्तस्य चात्मनः॥
तेनेकता सुखेनाङ्ग सुखनिष्पत्तिरेव हि।
एषानुभूतिरङ्गेया दाम्पत्ययोगसिद्धये॥

प्रथममङ्गद्वयमस्य नैत्यिकं, त्रितयमन्यत् शारीरशास्त्रविधिव्यवधानेनानुष्ठेयम्। साधारणनियमः—"त्रिभिस्त्रिभिरहोभिर्हि समेयात् प्रमदां नरः। सर्व्वेष्वृतुषु घर्म्मे तु पञ्चात् पञ्चाद्व्रजेद्बुधः॥" इति भावमिश्रोद्धृतः सुश्रुतः।

त्रिभिस्त्रिभिरिति। क्रियानिष्पत्तिसह भुवाचेपनिमित्तस्यावसादस्य प्रशमनार्थं होराणामष्टाचत्वारिंशदपेक्षणीया धातुसाम्यसंस्थापनाय।

मासिकरजःप्रवृत्तेः प्राक् पश्चाच्च गर्भसञ्चारदर्शनात् तद्गणनान्तःपातितयैवायं साधारणनियमः। संवत्सरे मासत्रयं जाग्रती शिष्टेषु निद्रिता कामप्रवृत्तिरितरप्राणिनामिति नियमोऽयं स्वभावप्रतिष्ठः। अस्यावमाननायां स्त्रीपुंसोः शक्तिहीनताऽवश्यम्भाविनी। सविता न केवलं सुतानां प्रेमसम्पत्तेरपि। सिद्ध्यति सर्व्वमेतत् साक्षात्सर्व्वकारणकारणज्ञानेन तत्तत् तत्र हृत्पथारूढीकरणेन। आत्मन इत्येकवचनं द्वयोरात्मनोः प्राणालिङ्गनेनैकत्वात्। एव हि इति निर्द्धारणेन "समानश्च खेदविगमो गम्यायामगम्यायाञ्च" इति भाष्यकारनिवचनेनायोगिनां खेदनिवृत्तिर्योगिनान्तु सुखनिष्पत्तिः सान्द्रानन्दभगवत्प्रमाविर्भाववशादिति भेदो बोध्यः।

"अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीत" इत्येतत् "मा चेदस्मै न दद्यात्" इत्यकामामुद्दिश्य। नैतद्भगवन्नियमविरोधि, सुतरां श्रुतेरस्या नाश्रुतित्वम्। नियमः पुनः—पेशिग्राहप्रणालीप्राप्तस्य पेशिवृत्तस्य वीजजीवाणुप्रवेशानुकूलस्याकामावस्थायां निष्क्रियत्वे अन्यदा च घनावरणत्वे तत्प्रवेशप्रतिहतत्वात् निष्फलत्वम्। ध्वजपतनाक्रान्तासु गर्भसञ्चारदर्शनात् स्त्रीपुंसोः स्पर्शादिसमुत्थहर्षाल्पाधिक्यप्रमाणेन न तु क्रियानिष्पत्तिकालभाविमर्द्दोद्भावात्तेपेण पेशिवृत्तस्य वीजजीवाणुप्रवेशे दत्त-

मार्गस्य मन्दक्रियत्वे मार्द्दवगुणोद्भावकत्वादुपादानानां कन्या ; अधिकक्रियत्वे संहननशालित्वगुणोद्भावकत्वादुपादानानां पुत्रः। यैः पुनः पेशिवृत्तस्याकुञ्चनप्रसारणाभ्यां पुत्रकन्याजन्मेति निर्णीयते, न तैरयं नियमो निरुध्यते निष्क्रियपेशिवृत्तस्याल्पक्रियत्वे प्रसारणमधिकक्रियत्वे पुनराद्ये पादाकुञ्चनमिति हेतोः। भोज्यादिकं सर्व्वं कारणत्वेनाक्षिप्तवान्तर्भवति। बाहुल्येन रत्यङ्गानामुपदेशस्तच्छास्त्रे नियमस्यास्यानुकूल्याय।

उपोद्घातः ।

वेदान्तविज्ञानविशुद्धचेता:
पश्यत्यहो विश्वपतेः क्रियायाम् ।
पूर्णत्वमस्यां * न पुनः कदापि
विश्वासहीनो विमतिं प्रयाति ॥
योगाय † नित्यं निखिलां व्यवस्थां
जानन्नसौ स्वस्थहृदा प्रमाति ।
सर्व्वत्र सर्व्वेषु च तं कृतार्थो
विकल्पशून्यो नितरां स भाति ॥
शिशुत्वमापन्नजनो ‡ न जातु
दधाति मातुर्निरपेक्षजीवनम् ।
अतो हि गार्हस्थ्यविधौ प्रतिष्ठितो
वेदान्तविज्ञानप्रसिद्धधर्म्मः ॥
आर्य्याननार्य्यचरितात् प्रतिहर्त्तुकामाः
प्राच्या व्रजेयुरुत धिक्कृतिमुग्ररूपाम् ।
विज्ञानशिक्षणविधावृणमोक्षहेतो-
र्नाहङ्कृतेरिति पुनः परिचिन्तनीयम् ॥

इत्युपोद्घातः ।

समाहारः

ज्ञानं प्रेम च शरणं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठितम् ।
योगत्रयमिदं प्रोक्तं नित्यजीवनकारणम् ॥

ज्ञानं—स्वाध्यायान्मा प्रमदः—तैत्तिरीयोपनिषत् ।

प्रेम— { यदतत्कमदतत्कं श्वेतं लिन्दु माभिगाम्—छान्दोग्योपनिषत्
ब्रह्मचर्यमेव तत् यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते—प्रश्नोपनिषत् ।

शरणं—बाल्येन तिष्ठासेत्—बृहदारण्यकोपनिषत् ।

प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः—इत्यस्यावकाशः विशेषाज्ञया ।

नित्यजीवनकारणम्—उदरमन्तरं कुरुतेऽथ तस्य भयं भवति—तैत्तिरीयोपनिषत् ।

ब्रह्मचर्य्योपजीव्या विद्याप्रपूर्त्तिः।

प्रजातन्तुविच्छेदसाधनप्रयोजनं दाम्पत्यमिति प्राचीनाः, परान्तु-भयोरेकत्वसाधनमिति वेदान्तविज्ञाननिरता आधुनिकाः। एवं गतिद्वयस्य पूर्व्वं गौणं परन्तु मुख्यमित्यवधार्य्य मुख्यस्य सर्व्वविज्ञान-समरसतासाधकस्येदानीमुल्लेखोऽस्य प्रादुर्भावस्येतिहासकथनानन्तरम्।

प्रोक्तस्य दाम्पत्ययोगस्य सार्द्धद्विवर्षकालं साधनानन्तरमापत्काले प्रादुर्भूतोऽयं नित्यत्वसाधको नियमः। सम्प्रति छन्दोगानामाथर्व्वणि-कानाञ्चान्वयविधानयत्ने नास्यातिप्राचीनत्वं संप्रतिपन्नम्। प्रकृतौ यथा तथा वेदान्तविज्ञानेऽप्यासीदयं पूर्व्वतएव निहित इति सिद्धान्ते न कोऽपि सत्यातिक्रम इति समन्वयप्रक्रियोपरिष्टात् प्रदर्श्यते:—प्रयो-गोऽस्य निषेककालादन्यत्र।

लिन्दुचुम्बितेनानन्तःकृतेनार्थेन संयुजोः।
अर्थक्लीतरसोः श्लेषात् तर्पणं वीजरक्षणम्॥
आनन्त्यार्थमेषोऽस्य हृदि संविष्टचेतसोः।
तयोर्व्रतन्तु विज्ञेयं वीजरक्षणपोषणम्॥
योगोयं "योगः कर्म्मसु कौशल"मिति वचनात्।

लिन्द्वित्यादि। स्त्रीप्रजननपार्श्वचुम्बितेनानन्तःप्रविष्टेन पुंप्रजननेन मिथुनीभूतयोः।—'अर्थः प्रजननं पुंस क्लीतरसस्त्रीषु तादृशम्।' लिन्दु (१२६७) विपरीतरतिरेवात्रानुकूला।

अर्थ क्लीतरसोरिति। वीजाकर्षणत्वमन्यतरस्य तयोः कोषाश्रयदानाय निषेकदिने, कृतकृत्य-तायां तस्मिन् गाढ़ानन्दोदयः। निषेकदिन इत्युक्तेस्तदन्यत्र निरोधएव। वीजिनां वीजरक्षणं भगवदभिप्रेतमिति विदित्वा तन्निष्ठचित्तस्य स्वातदवरोधः स्वतएव।

तर्पणमिति। अनेन सर्व्वेन्द्रियप्रशान्तिः। "शान्त उपासीत" इत्यस्योपकारकमिदम्। धातुसाम्यविधानेन योगानुकूल्यमस्य शारीरविज्ञानसम्मतमित्यवधेयम्।

वीजरक्षणमिति। अनेन धातुक्षयजनितरोगोत्पत्तिप्रतिषेधः वीजक्षयस्य च निरोधः। इदं त्वायुष्यमिति निर्व्विवादम्। वीजरक्षणमित्युपलक्षणं स्त्रियारेतसोऽपि तज्ज्ञेयम्। अतएव हि वीजिनामार्य्याणां वीजरक्षणपोषणार्थे विवाहसंस्कारोऽवश्यकर्त्तव्यतया विहितः।

आनन्त्यार्थमिति। एष श्लेषः अस्य दाम्पत्ययोगस्य आनन्त्यार्थम् अविच्छेदाय।

हृदीति। हृदि हार्द्दे ब्रह्मणि संविष्टचेतसोः "आत्मसंस्थं मनःकृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्" इत्यनया रीत्या विश्रान्तचित्तयोः दम्पत्योः अतएवान्तर्वहिः सर्व्वविधचाञ्चल्यविरहितयोः।

'न वास्यं किञ्चन वेद नान्तरम्' इत्यनया रीत्या सर्व्वावरणविमुक्तौ मवन्नुभयोर्भवति सस्यमय्नं दाम्पत्ययोगस्य च चरमप्राप्तिः। एवमेवापि "ब्रह्मचर्य्यमेव तत् यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते" इति प्रश्नोपनिषदुक्तिः सिद्धार्था।

अथ समन्वयप्रक्रिया।

श्रुत्यानया "अदत्कमदत्कं श्वेतं लिन्दु माभिगाम् लिन्दुमाभिगाम्" इत्यस्याः सामञ्जस्येनोद्भूतोऽयं मुख्यदाम्पत्ययोग इति मन्तव्यम्। कथं सामञ्जस्यमिति जिज्ञासायाम्, एकत्र "रतिकाम्यये"ति मनुवाक्यस्मरणात् 'रत्या' प्रेम्णा नत्वपत्यकामत्वेन संयुज्यन्ते—अर्थशीतरसोरैकत्वेन युक्ताभवन्ति यत् तद्द ब्रह्मचर्य्यं रेतोऽस्कन्दनम्। "आकाशो वै नाम" इत्यादिना ब्रह्मणि चिदाकाशे नामरूपविशिष्टयोर्यौनाचार्य्यवच्चिदाकारेण "कोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यद्येष आकाश आनन्दो न स्यात्" इत्यस्या आस्यदत्वमाप्तयोर्दम्पत्योश्चर्य्यं चरणं विहरणम्, अतएवेह परत्र न जातु वियोगमनुभवतोः, अन्यत्र अदत्कं दन्तहीनं अथच अदत्कं भक्षकं बलवीर्य्यक्षयकरं श्वेतम् असूर्य्यम्पश्यत्वात् वर्णान्तरप्राप्तं लिन्दु—रद विलेखने—अधरोष्ठवद्द्वेधाविदीर्णमङ्गविशेषं "माभिगां माभिगाम्" इति ब्रह्मचर्य्यप्रतिज्ञा सुतरां द्वयोः सामञ्जस्यम्। ब्रह्मचर्य्यमेवेत्येवकारात् छन्दोगानामदत्कत्वभीतिं वारयति। "प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये" इत्यनेन प्रजापतिसयुक्त्ववशात् न तद्व्रतशीलत्वं किन्तर्हि ब्रह्मचर्य्यपरत्वमेव दर्शयतोत्यर्थात् तत् सिद्ध्यति। एवं श्रुतिद्वयान्वयेनान्वर्थोऽयं वेदान्तसमन्वयः। "माभिगां माभिगाम्" इति प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य्यनित्यत्वं ज्ञापयति, तत् कथं प्रजातन्तोरविच्छेदस्यावकाशः। प्रतिज्ञा भगवदाज्ञाबाध्या। यत्र तस्याज्ञा तत्र लब्धावकाशएव तत्कालव्यापकत्वेन।

वैधत्वमस्याः प्रक्रियाया आपदि तद्यथा :—

> अविज्ञाते च वैकल्ये व्याधौ प्रसवरोधिनि।
> परिणीतौ श्रयेयातामिमं योगप्रसिद्धये॥

नित्ययोगाय दाम्पत्यं ज्ञात्वा सन्ततिकामनाम्।
विहाय विपदापन्नौ रमेयातां परात्मनि॥
अर्द्धस्यार्द्धस्य दम्पत्योरात्मैको देहयोर्द्वयोः।
अविभक्तौ परे नित्यं न वियुज्येत तौ क्वचित्॥
चिन्तायां व्यवहारे च पृथक् कुर्व्वन् पतत्यधः।
अतः परात्मना पूर्णं आत्मा रक्ष्यो यतात्मभिः॥

व्याधाविति। परिणीतयोः सहजे प्रसवव्यापज्जनिते वा। व्यापत्तु पुनः पुनः प्रजोत्पत्ति-विनष्टिरूपापि सा गणनीया। अतएवैकस्या जननान्तरं शास्त्रे वर्षत्रयापेक्षा विहिता। देहिका-वस्थानुसारतस्तदधिकापि। विपदमिमां प्रतिहर्त्तुं पाश्चात्या अतिजुगुप्सितं वीजादिध्वंसरूपं पाप-कर्म्माश्रयन्ते। तच्छिक्षितानां प्राच्यानामपि तथा। तत्प्रतिविधानं पुनः मुख्यदाम्पत्ययोगनिय-मावलम्बनेन कर्त्तव्यम्।

निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च योगस्यास्य गतिर्द्वयी।
एकीभूतास्य नित्यत्वमतोविज्ञानसङ्गतम्॥

निवृत्तिश्चेति पुण्ययोगस्य प्रवृत्तिश्चेति प्रेमयोगस्य नामान्तरम्।

सेव्यासौ भावयित्रीयं विभेदोऽयं महान् खलु।
मूलं गतिद्वयस्यास्य सामञ्जस्यमनेन हि॥

भोगसंयमव्यवस्था :—

आयुष्मतां गतानान्तु क्लीतरो योषितां पुनः।
संयमस्यानमर्थौ हि पुंसां खेदनिवृत्तये॥
योगोपायेन विच्छेदोच्छेद एवात्र सङ्गतः।
सुखञ्च सुखदातारं विलोक्यानन्दसम्भवः।
अन्योन्यवदने मातृपितृरूपेण संयमः॥
वयोऽवस्थानुसारेण दुहित्रादितयाऽपि वा॥

योगेति। हयस्यैकेन सुखदातृत्वा सुखस्वरूपेणैकात्मतया विच्छेदोच्छेदः। एष एवायुष्मता-वस्थायां प्रकृष्टः पक्षः। तत्र तत्र परमात्मनिविष्टचित्ततया संयम इत्यवधेयम्।

यथा हि मुख्यदाम्पत्य योगे—'हरिर्संविष्टचेतसोः' इति। कौमार्य्यव्रतेऽपि पुनरियं व्यवस्था।

"वशमानिन्द्रियग्राम" इत्यादीनां प्रतिक्रियार्थं स्वभावनिष्ठयोर्माता-पुत्रयोरयं योगः :—

सुखञ्च सुखदातारं पश्यन्त्या लपने शुभे ।
सुतस्य जायते साक्षादार्द्रीभावस्तदात्मता ॥
प्रसन्नवदने मातुरानन्दघनरूपिकाम् ।
पश्यतोऽस्य जयः सर्व्वेन्द्रियाणाञ्च तदात्मता ॥
व्रतेष्विदं हि सात्त्वतकौलान्वयव्रतं पुनः ।
न जातु जन्मभूमीक्षा विधिर्मुख्योऽत्र सङ्गतः ॥

एवं प्रकाशमानायां भगवद्विजयशक्तौ तदवलम्बनेनेयं प्रार्थना—

एषा विजयशक्तिर्मे हृदयान्नापसर्पतु ।

अथवा

एषा विजयशक्तिर्मे हृदि नित्यं विराजताम् ।

स्वभावनिश्चयोरिति । एकस्याः स्तन्यदित्साऽपरस्य स्तन्यपिपासा स्वाभाविकी । तत्र प्रथमा मातरं दाम्पत्यधर्म्माचरणे प्रवर्त्तयति । प्रजिजनयिषुमेकं तत्सहायं प्रति सख्यं तदितरान् प्रति मातृवात्सल्यमुद्दीपयति । द्वितीया पुनः तथाभूतानां सर्व्वेषां मातृमुखदर्शनानन्दं प्रकटयति । तच्छक्त्याविष्कारेण सर्व्वेन्द्रियजयत्वमपि साधयति ।

कथं स्यात् सामाजिकपापनिरसनमित्यपेक्षायामाह । व्रतेष्विदमिति । बालभावाविष्टानां भावयोगात् स्तनन्धयत्वेन स्तन्यपिपासावतां सात्त्वतां प्राचीनानां मातृभावेन परिचर्य्यापरायणानामत एव प्रसन्नतावशात् स्तन्यादानसम्भवितानामाधुनिकानां कौलानाञ्च समन्वयोऽत्र विधीयत इति सात्त्वतकौलान्वयव्रतम् । व्रतत्वात् तत् सिद्धेरादिति भावः । "न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति" इत्यनुशासनबलादिति तत्त्वम् । सोपानेऽस्मिन् प्रार्थना—सैषा मूर्त्तिमती गीता हृदयान्नापसर्पतु ।

पश्यन्त्या इति पश्यत इति । स्थूलेन चक्षुषा मानसेन वा ।

सम्बन्धोचितमर्य्यादानुल्लङ्घनमधुरोदारव्यवहाररतयोश्चिदानन्दरसैक्येन मातृत्वशिशुत्वोद्भावनमेवास्य लक्ष्यम् । "लिन्दुचुम्बितेने"त्यादिना सर्व्वावरणविमुक्तस्य विशेषप्रेमाणनुद्य मातापुत्रदृष्ट्योरयं योग इत्यनेन सावरणनिर्व्विशेषप्रेमोच्यते ।

ब्रह्मचारित्वेन नरमात्राणां शिशुत्वं नारीमात्राणां मातृत्वं हृन्निविष्टचित्ततया ब्रह्मचर्य्यरक्षणशीलत्वं तत्त्वमिति ज्ञेयम् । प्राच्यानामस्मिन् सिद्धौ प्रतीच्यानामार्य्याणां दुरपनेयस्य कलङ्कस्यापनयः सम्भाव्यते, अतोऽस्य प्रतिष्ठा ।

मर्य्यादानुलङ्घनमित्युद्दिश्य "न जातु जन्मभूमीषा" इति मुख्यस्योल्लेखः। अपरेषाममुख्याना-ममुख्यतयैव साधारणतया "मधुरोदार व्यवहारः" इति। तेषां परिगणनं त्वक्तम्—आगमः प्रयत्नः, प्रार्थना सिद्धिरितिविधेरवकाशप्रदानाय। कोऽयं वात्र सम्बन्धोचितव्यवहार इति संशयस्यागमे—तज्ज्ञातुं प्रयत्न उपतिष्ठते तेन यल्लभते तदनुसरणेन प्रार्थना। प्रार्थनया सिद्धिरिति क्रमोऽत्र वेदितव्यः।

साक्षादार्द्रीभाव इति। जयः सर्व्वेन्द्रियाणाञ्चेति। मातृदेहसम्भूतजरायुव्यापत्करविषतुल्य-गुणस्य पदार्थस्य निर्याणं पुत्रदेहजस्य बलवीर्य्यस्थैर्य्यकरस्य च संरक्षणं विज्ञानसङ्गतमिति साक्षा-दार्द्रीभाव इति जयः सर्व्वेन्द्रियाणाञ्चेति द्योतयतः। भावोद्रेकाधीनामयं नियमः, न तु तद्विर-हितानां जनानामित्यवधेयम्। अर्धचिप्यतेऽयमार्द्रीभावः सहजदौर्ब्बल्यतया प्रकृतेरभिप्रायान-भिज्ञैः। मुख्यदाम्पत्ययोगे पुनः प्रशान्तिहेतोर्विषतुल्यपदार्थस्यागमाभावात् न तत्र भवति तन्निर्याणमपि। नैसर्गिकार्द्रतातिरिक्तधातुकर्षणसम्भावितत्वात् शास्त्रे स्तनन्धयवतीनामभिगमन-निषेधः एवमेवान्तर्व्वत्नीनामपि।

सिद्धे योगे 'सत्यं ज्ञान'मिति पुत्रहृदयजं स्तन्यं 'शान्तं शिव'मिति मातृवक्षोजस्तन्यमनन्तत्वेनाद्वैतत्वेन च मिलितं सत् जगत् प्रति प्रव-हति, पुत्रश्च मातरश्च तदात्मतया कृतार्थयतीति योगफलम् एवञ्च मातापुत्रयोरविच्छेदः। हृद्वक्षस्थयोः स्तनयोरनयोरेकत्वभावात् तत्-स्पर्शादुभयोर्विकारनिवृत्तिः पूर्व्वाभ्यस्तेन परमात्मयोगेन। एवञ्च विकारनिवृत्तेः स्वायत्तत्वात्तत्र द्वेषाकाङ्क्षाविरहितत्वं सहजसिद्धम्। उभयोरेकतरस्य वा भावोद्रेकाधीनतायां प्रोक्तनियमापेक्षाऽन्यथानेति प्रथममेवोक्तम्—'भावोद्रेकाधीनानामयं नियमः' इत्यनेन। ह्रास-वृद्धिभेदभिन्नेषु तयोरङ्गेष्वङ्गेषु शारीरविज्ञानसिद्धैकत्वापत्त्या "स्त्रीपुं-भिदास्ति तव न सुतस्य विविक्तदृष्टेः" रित्यस्योपपत्तिः।

कथमत्र प्रतिसाधनसिद्धिसंलग्नो विज्ञानस्योल्लेख इति जिज्ञासायां यदसिद्धत् भावावेशात् प्राचीनानां तद्विज्ञानदृष्ट्याधुनिकानामिति तस्योत्तरम्। भावावेशोऽत्र विज्ञानाधीनएव मन्तव्यः। सत्यानुरक्तेर्वि-ज्ञानदृष्टिरुद्भूयतइतिस्वाभावनिष्ठनियमः, तत्सामर्थ्यादेव सा भवति। अतोऽस्य सिद्धेर्नापायः। सर्व्वं हि विज्ञानसङ्गतं भगवदभिप्रायानुगतं परिशुद्धमिति धिया साधने तस्यात्र प्राधान्यम्। धर्म्मएव विज्ञानस्योत्त-माङ्गम् अतएव तदधिकृततया व्रताद्यनुसरणमिह विहितम्।

सात्वतामथ कौलानां साधनं यज्जुगुप्सितम् ।
अभूत्तत्तद्विधावस्मिन् प्रेमपुण्योत्सतां गतम् ॥
श्रीमच्चैतन्यदेवानां निर्द्दिष्टेन पथा यतः ।
गतिरस्याभवत् प्रेरणया भूयः कृतार्थता ॥

श्रीमच्चैतन्यदेवप्रवर्त्तितनाभिनयेन बालभावाविष्टस्य श्रीमन्नित्यानन्दस्य श्रीवासपत्न्याः स्तन्यपान-मर्य्यादाहर्त्तव्यम् ।

इति वेदान्तसमन्वये विद्याप्रपूर्त्तिसमाख्यं प्रकरणम् ।

অভিপ্রায়—শিষ্টাচারের অনুরোধে উপরি উদিত গার্হ্যস্থধর্ম্মোচিত তত্ত্বগুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। যাঁহারা এই সকল তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে অভিলাষী, আমাদের আশা এই, তাঁহাদের নিকটে উহা অবোধ্য থাকিবে না। কেন না সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞান এখন যখন শিক্ষিতমাত্রেরই আছে, তখন সেগুলি আয়ত্ত করা না করা তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন। আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিতমাত্রের যেরূপ আস্থা উপস্থিত, তাহাতে জীবনের অতি গুরুতর বিভাগে তাঁহারা কি নিয়ম অবলম্বন করিতেন তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদের অবশ্য ঔৎসুক্য হইবে। যে বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এদেশের বহু যুবককে প্রতিদিন বিপথে পদার্পণ করিতে সাহসী করিয়া তুলিয়াছে, সে বিষয়টিতে প্রাচীন আর্য্যগণের বেদান্তবিজ্ঞানসিদ্ধ ব্যবস্থা কি, অতিপ্রযত্নসহকারে তাঁহারা তাহা অবগত হইবেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। সত্য বটে আমেরিকার মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক জেম্স্ বিবাহবিধির প্রতি উদাসীন যুবকগণকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছেন, কিন্তু সে ভৎর্সনায় তাঁহাদের বিপথগমন নিবৃত্ত হইবে, ইহা আশা করা দুরাশা মাত্র। কতকগুলি লোক যখন বিজ্ঞানের নামে অসৎপথপ্রবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, এবং দুঃখদারিদ্র্যের ভয়প্রদর্শন করিয়া যুবকগণকে তৎপথাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছে, তখন ভীরু কাপুরুষ ইত্যাদি ভৎর্সনাবাক্য কি করিবে? আমাদের দেশের সকলেই জানেন, প্রাচীন আর্য্যগণ বিবাহসংস্কারকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং অধ্যয়নসমাপনান্তে প্রত্যেকে তৎসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন, এই বলিয়া বেদান্তবিজ্ঞানের উপসংহার করিয়াছেন। ব্রহ্মযোগাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যে যাঁহাদের জীবনের আরম্ভ, এ দুই যে তাঁহাদের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য হইবে, ইহা আর একটা আশ্চর্য্য কি? বেদান্তবিজ্ঞান পাঠে অবগত হওয়া যায়, এখন যেমন লোকে বংশরক্ষাকেই একমাত্র বিবাহসংস্কারের উদ্দেশ্য করিয়াছে, সে কালে সেরূপ ছিল না। বংশরক্ষা শারীরবিজ্ঞানাদির নিয়মপ্রতিপালনের অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সেই সকল নিয়মপালনের ব্যবধানে ব্যবহিত বলিয়া উহা নিত্যবিধিমধ্যে গণ্য নহে, নিত্যবিধি ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মযোগ। বেদান্তবিজ্ঞান এ

উভয়কে বিবাহসংস্কারের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানোচিত কার্য্য করিয়াছেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিবাহের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের নাম শুনিলেই এটি একটি উপহাসের বিষয় বলিয়া লোকের প্রতীতি হয়, কিন্তু তাহারা জানে না যে ব্রহ্মচর্য্যের নিত্যত্বসাধক উপায় স্বয়ং ঈশ্বর নরনারীর দেহে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। অধ্যয়নকালে যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বিত হয় উহা জ্ঞানযোগে কৃতকৃত্যতালাভের নিমিত্ত, বিবাহান্তে ব্রহ্মচর্য্য জ্ঞান-যোগের জন্য নহে প্রেমযোগের নিমিত্ত, বেদান্তবিজ্ঞান ইহা অতি স্পষ্ট ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে উভয় যোগ সিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মচর্য্যের নিবৃত্তি হয় না. কেন না উহা কেবল এ জীবনব্যাপী নহে পরজীবনব্যাপীও, সুতরাং ব্রহ্মসর্ব্বস্ব হইবার নিমিত্ত যে শরণযোগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে উহা সর্ব্বকালে বিহিত। তদেকশরণতাবশতঃ ব্রহ্মচারিত্ব ও প্রজাতন্তুর অব্যুচ্ছেদসাধনব্রত জীবনে কি প্রকার সামঞ্জস্যভাবে কার্য্য করে বেদান্তবিজ্ঞানানুরত যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জীবন তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ব্যক্তিগণ ইহ বা পরলোকে বিয়োগদুঃখানুভব করেন না। একপত্নীব্রত বা একপতিব্রত ইঁহাদের পক্ষে এ নিমিত্ত সহজসাধ্য। ব্রহ্মে বিচরণ যখন ব্রহ্মচর্য্য, তখন উহার নিবৃত্তি কোন কালে হইবার নহে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠে এ সম্বন্ধে যে একটি ইতিহাস প্রতিভাত হয়, তাহা বিবেচনার যোগ্য। ঐ উপনিষদের 'বামদেব্যসামোপা-সনা' এই দেখায় যে এক সময়ে বহু লোকের বিনাশ হওয়াতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এই কর্ত্তব্যসাধনের জন্য যে ব্রত একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহাই সাধারণ লোকে বিবাহসংস্কারের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে, এখন সে উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তনসাধন আর সহজসাধ্য নাই। কোন এক সময়ে প্রয়োজনবশতঃ যাহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল তাহা নিত্যানুষ্ঠেয়রূপে পরিণত হওয়াতে উহা যখন রোগাদির কারণ হইয়া উঠিল, তখন ছন্দোগগণ 'মাভিগাম্ মাভিগাম্' বলিয়া পূর্ণ নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করি-লেন। এই পূর্ণ নিবৃত্তি হইতে আথর্ব্বণগণ 'ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ যৎ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে' এই ব্যবস্থা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সহ প্রেমযোগের যোজনা করিলেন। "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" বেদান্তের এই ব্যবস্থাতে আমরা 'শরণযোগ' দেখিতে পাই।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের নামে লোকে যে কুপথপ্রবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প, আমরা উহার ভিতরে 'বেদান্তবিজ্ঞানের' পুনরভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, তাই বর্ত্তমান কুমতের যত তীব্র প্রতিবাদ হওয়া সমুচিত আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছি। আমরা আশা করি, এদেশে এবং পাশ্চাত্য জগতে বেদান্তের প্রতি যে সমাদর উপস্থিত, উহা হইতেই বর্ত্তমান কুমতের উচ্ছেদ হইবে।

৪১। যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নেঃ জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ॥

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
স্ববর্গেয়ায় শক্ত্যা।

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ স্বুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্॥

যুঞ্জতে মনঃ উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্-
মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥
যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি-
র্বি শ্লোকা যন্তি পথ্যেব সূরাঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাভিযুঞ্জতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ॥
সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ॥

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥
প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥
সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।

মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ ॥

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥

পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধাতম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

শ্বেত ২। ১—১৫।

বিবিধান্যনুষ্ঠানানি ব্রহ্মদর্শনানুকূলান্যভিধায় সাক্ষাত্তৎসাধনং ধ্যানং বক্তুমারভতে। "স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥" ইত্যতীতাধ্যায়ে সর্ব্বতশ্চিত্তং বিনিবর্ত্ত্য স্বদেহে তস্য ধারণমুক্তম্। কেন বা তৎ সিদ্ধং ভবতি তদেবাহ যুঞ্জান ইতি। 'সবিতা'—"ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি ধীপ্রচোদয়িতা 'তত্ত্বায়' অদ্বয়জ্ঞানায় 'প্রথমং' 'মনঃ' 'যুঞ্জানঃ' তত্র

প্রবর্ত্তমানঃ 'অগ্নিং' 'জ্যোতিঃ' তদধিষ্ঠিতং জ্ঞানঞ্চ 'নিচায্য' অবগম্য 'পৃথিব্যাঃ অধি' অস্মিন্ শরীরে 'ধিয়ঃ' বুদ্ধিবৃত্তীঃ 'আভরৎ' আহরৎ—তত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধেন তত্ত্বাবগমায়।

যুক্তেনেতি। এবং 'যুক্তেন' যোগযুক্তেন 'মনসা' 'বয়ং' 'সুবর্গেয়ায়' স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানায় 'শক্ত্যৈ' সামর্থ্যায় তন্নিমিত্তং 'দেবস্য সবিতুঃ' 'সবে' অনুজ্ঞায়াং বর্ত্তামহে।

যুক্ত্বায়েতি। 'সুবঃ' স্বর্গং 'যতঃ' গচ্ছতঃ—তদভিমুখান্—'দেবান্' করণানি 'মনসা' সহ 'যুক্ত্বায়'—ছান্দসং—যুক্ত্বা—তেন সহ তেষামেকত্বং সংসাধ্য—'ধিয়া' সম্যগ্দর্শনেন 'দেবং' দ্যোতনশীলং 'বৃহৎ' মহৎ 'জ্যোতিঃ' 'করিষ্যতঃ' আবিষ্করিষ্যতঃ 'তান্' দেবান্ করণানি 'সবিতা' প্রেরয়িতা 'প্রসুবাতি'—লেট্—প্রসুবতু—তদাবিষ্করণায় প্রেরয়তু।

যুঞ্জত ইতি। 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ 'মনঃ' 'যুঞ্জতে' সমাহিতং কুর্ব্বন্তি, 'উত' 'ধিয়ঃ' ইতরাণি করণানি 'যুঞ্জতে'। তৈঃ 'বিপ্রস্য'—বিপূর্ব্বঃ প্রা পূরণে কঃ, বিশেষেণ পূরয়তি সাধকানামভীষ্টম্—অভীষ্টপূরয়িতুঃ, 'বৃহতঃ মহতঃ 'বিপশ্চিতঃ' সর্ব্বজ্ঞস্য, 'দেবস্য' 'সবিতুঃ' 'মহী' মহতী 'পরিষ্টুতিঃ' কর্ত্তব্যা। স পুনঃ 'হোত্রাঃ' বাচঃ যজ্ঞান্ বা 'বিদধে' প্রবর্ত্তিতবান্, অতঃ 'বয়ুনাবিৎ' প্রজ্ঞাবিৎ সর্ব্বজ্ঞানাৎ সাক্ষিভূতঃ 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ 'ইৎ' এব।

যুজে ইতি। দশমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশসূক্তে প্রথমা ঋগিয়ম্। অস্যা দেবতে হবির্ধানে। 'ব্রহ্মপূর্ব্ব্যং' মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং 'বাং' হবির্ধানে 'যুজে' যোজয়ামি ইত্যাদ্যস্যা ব্যাখ্যানম্ তত্র। অত্র ত্বন্যথাকৃতং তৎ শ্বেতাশ্বতরেণ বেদান্তবেদ্যে পরাত্মনি তস্যা নিয়োগাৎ। 'নমোভিঃ' নমস্কারস্তুতিপ্রণিধানাদিভিঃ 'বাং' যুবয়োঃ নরনার্য্যোঃ কারণভূতং 'পূর্ব্ব্যং' চিরন্তনং 'ব্রহ্ম' 'যুজে' আনুকূল্যে যোজয়ামি—সমাদধে ইতি ভাষ্যকারঃ। ইবার্থে এব। 'সূরাঃ' পণ্ডিতাঃ যথা 'পথি' সন্মার্গে 'বিযন্তি' জীবনশেষং কুর্ব্বন্তি, তথা 'শ্লোকাঃ' ভগবদ্যশোগীতানি মম সন্মার্গে বিয়ন্তু ব্যয়িতাঃ ভবন্তু—ভগবদ্যশোবর্ণনং হিত্বা নান্যত্র প্রসরন্তু। 'যে' 'দিব্যানি' ধামানি 'আতস্থুঃ' অধিতিষ্ঠন্তি 'বিশ্বে' সর্ব্বে তে 'অমৃতস্য' পরব্রহ্মণঃ 'পুত্রাঃ' আত্মজাঃ তান্ 'শৃণ্বন্তু'—তৈঃ সহৈকহৃদয়ত্বেনৈব স্তুতিরিতি শ্রবণপ্রার্থনা।

প্রেরয়িতুঃ প্রেরণাং বিনা ন জাতু পরমাত্মনি মনসো গতির্ভবতীতি দর্শয়তি বাহ্যানুষ্ঠাননিরতত্বং তস্যোদাহৃত্য অগ্নিরিতি। 'যত্র' 'অগ্নিঃ' 'অভিমথ্যতে' যজ্ঞার্থং মন্থনেনাভিজ্বাল্যতে, 'যত্র' 'বায়ুঃ' প্রবর্গ্যাদৌ 'অভিযুঞ্জতে' পবিত্রেরিতঃ শব্দাভিব্যক্তিং করোতি, 'যত্র' 'সোমঃ' 'অতিরিচ্যতে' দশাপবিত্রাৎ পূর্য্যমাণঃ, 'তত্র' ক্রতৌ 'মনঃ' 'সঞ্জায়তে' প্রবৃত্তিমৎ ভবতি।

সবিত্রেতি। 'সবিত্রা' প্রেরয়িত্রা 'প্রসবেন' প্রেরণেন 'পূর্ব্ব্যং' চিরন্তনং ব্রহ্ম 'জুষেত' সেবেত। কিন্তেন সেবনবিধিপালনেন? 'হি' যস্মাৎ সেবনফলবশাৎ 'তে' তব 'পূর্ত্তম্' আচরিতং 'ন অক্ষিপৎ' ন ত্বাং সন্মার্গাৎ অভ্রংশয়ৎ। অতস্ততোঽধিকফললাভায় তত্র ব্রহ্মণি ত্বং 'যোনিং' 'বসতিং' কৃণবসে কুরুষ।

অধুনা যোগরীতিং বক্তুমুপক্রমতে ত্রিরুন্নতমিতি। ত্রীণি উরোগ্রীবশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ শরীরে তৎ 'ত্রিরুন্নতং' শরীরং 'সমং' সমভাবেন 'স্থাপ্য' সংস্থাপ্য, 'মনসা' সহ 'ইন্দ্রিয়াণি' চক্ষুরাদীনি অন্তর্মুখতয়া 'হৃদি' 'সন্নিবেশ্য' বিষয়তো বিনিবর্ত্ত্য সূক্ষ্মাকারেণ তত্র সন্ধার্য্য 'বিদ্বান্' যোগনিরতঃ 'ব্রহ্মোড়ুপেন' ব্রহ্মপ্লবেন ব্রহ্মাবলম্বনেন 'সর্ব্বাণি' 'ভয়াবহানি' 'স্রোতাংসি' বহির্মুখতাসাধকেন্দ্রিয়প্রাবল্যাদীনি 'প্রতরেত' অতিক্রমেৎ।

প্রাণানিতি। 'ইহ' যোগাসনে 'সংযুক্তচেষ্টঃ' সংযতেন্দ্রিয়েহঃ জিতাসনঃ স 'প্রাণান্' 'প্রপীড্য' শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ গতিং বিচ্ছিদ্য 'ক্ষীণে প্রাণে' শক্তিহাস্যা তনুত্বং প্রাপ্তে 'নাসিকয়া' 'উচ্ছ্বসীত' শ্বাসম্

উৎসৃজেৎ ন তু মুখেন। বিদ্বান্ যোগজ্ঞঃ অপ্রমত্তঃ সন্ 'দুষ্টাশ্বযুক্তম্' 'এনং' 'বাহং' রথম্ 'ইব' 'মনঃ' 'ধারয়েত' স্ববশে স্থাপয়েৎ।

সমইতি। 'সমে' নিম্নোন্নতরহিতে, 'শুচৌ' শুদ্ধে, শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে' তথা 'শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ'—শর্করা ক্ষুদ্রোপলঃ, শব্দঃ জনকোলাহলঃ, জলং জলার্থিভির্নিত্যমুপদ্রুতং, আশ্রয়ঃ আশ্রয়ার্থিভিঃ সঙ্কুলঃ, ইত্যাদিভিঃ—বর্জ্জিতে, 'মনোঽনুকূলে' মনসঃ স্থৈর্য্যানুকূলে মনোরমে, 'ন তু' 'চক্ষুপীড়নে' চক্ষুঃপীড়নে—ছান্দসো বিসর্গলোপঃ—চক্ষুঃপীড়াকরে—"প্রতিপাদ্যাভিমুখে"—ইতি ভাষ্যকারঃ—এবম্ভূতে 'গুহানিবাতাশ্রয়ণে' গুহায়াং নিবাতে বায়ুপ্রবাহশূন্যে আশ্রয়ণে চ বিজনপ্রদেশে 'প্রয়োজয়েৎ' প্রযুঞ্জীত চিত্তং পরমাত্মনি।

এবং প্রাণায়ামেন কানি কানি দৃশ্যানি দৃক্‌পথগতানি ভবন্তি তান্যুচ্যন্তে নীহারেতি। নীহারাদীনাং রূপাণি তত্তদ্দৃশ্যানি 'যোগে' ক্রিয়মাণে ব্রহ্মণি আবিষ্ক্রিয়মাণে নিমিত্তে 'পুরঃসরাণি' অগ্রগামীনি। "তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইতি কথনাৎ ন পূর্ব্বোক্তানি দৃশ্যানি ব্রহ্মরূপাণীতি মন্তব্যম্। তত্তদ্দৃশ্যানি বাতাধিক্যবশাদ্ভবন্তি, অতএবোক্তং মহাভারতে যাজ্ঞবল্ক্যেন জনকং প্রতি—"প্রাণায়ামো হি সগুণঃ নির্গুণং ধারয়েন্মনঃ। যদ্যদৃষতি মুঞ্চন্ বৈ প্রাণান্ মৈথিলসত্তম। বাতাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাত্তন্ন সমাচরেৎ॥" (শান্তিপ. ৩১৬অ, ১০শ্লো)—প্রাণান্ শ্বাসপ্রশ্বাসান্ মুঞ্চন্ যৎ যৎ দৃশ্যং নীহারাদিকং ঋষতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি তত্র তত্র বাতাধিক্যং ভবতি বাতবিকারহেতোস্তত্তদ্ভবতীতি ফলিতার্থঃ। অতঃ তৎ শ্বাসপ্রশ্বাসনিয়মনং ন সমাচরেৎ ইতি। আধুনিকৈরপ্যেতৎ প্রাণায়ামবৈগুণ্যং প্রত্যক্ষীকৃতম্। "নিশায়াঃ প্রথমে যামে" ইত্যাদিভিস্তত্রৈব স স্বাভাবিকং যোগমাহ।

অনন্তরং ভূতজয়মাহ পৃথ্ব্যবিতি। 'পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে' ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমপ্রসিদ্ধে পঞ্চভূতে 'সমুত্থিতে' তত্তৎস্বরূপদর্শননিষ্পন্নে 'পঞ্চাত্মকে' 'যোগগুণে' গন্ধাদিস্বরূপদর্শনরূপে 'প্রবৃত্তে' 'যোগাগ্নিময়ং' 'শরীরং' 'প্রাপ্তস্য' 'তস্য' যোগিনঃ 'ন রোগঃ ন জরা ন দুঃখং' ভবতি—ভূতজয়াৎ ভূতোত্থানাং তেষামভিভবঃ।

যোগস্য প্রথমপ্রবৃত্তৌ কিং ভবতি তদাহ লঘুত্বমিতি। স্পষ্টম্।

আত্মতত্ত্বদর্শনমাহ যথৈবেতি। 'মৃদয়া' মৃদাদিভিঃ 'উপলিপ্তং' 'বিম্বং' সৌবর্ণং রাজতং বা 'সুধান্তং' সুধৌতং যথা 'তেজোময়ং' সৎ 'ভ্রাজতে' দীপ্তিমৎ ভবতি, 'তৎ বা' তৎ ইব 'আত্মতত্ত্বং' 'প্রসমীক্ষ্য' দৃষ্ট্বা 'দেহী' জীবঃ 'একঃ'—প্রকৃত্যাদীনামাত্মনি লয়ে অদ্বিতীয়ঃ—'কৃতার্থঃ' সিদ্ধমনোরথঃ 'বীতশোকঃ' 'ভবতে' ভবতি।

কেবলমাত্মতত্ত্বদর্শনেন ন কৃতার্থতা কিন্তুস্বাত্মনি পরমাত্মদর্শনেনৈবেত্যাহ যদেতি। 'যুক্তঃ' যোগী 'যদা' 'দীপোপমেন' 'আত্মতত্ত্বেন' 'ব্রহ্মতত্ত্বং' 'প্রপশ্যেৎ' প্রত্যক্ষং কুর্য্যাৎ, তদা 'সর্ব্বতত্ত্বৈঃ' প্রকৃতিতৎকার্য্যৈঃ 'বিশুদ্ধম্' অস্পৃষ্টম্, 'অজং' জন্মরহিতং স্বয়ম্ভুং, 'ধ্রুবম্' অপ্রচ্যুতস্বরূপং 'দেবং' 'জ্ঞাত্বা' 'সর্ব্বপাশৈঃ' সর্ব্ববন্ধৈঃ 'মুচ্যতে'।

তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত প্রেরয়িতা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করুন। অগ্নি এবং তদধিষ্ঠিত জ্ঞান আমাদিগকে অবগত করিয়া পৃথিবী সংলগ্ন দেহে তিনি উহাকে আনয়ন করুন।

স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুভূত ধ্যানসামর্থ্যলাভের নিমিত্ত এইরূপ যোগযুক্ত মনে আমরা প্রেরয়িতা দেবতার অনুজ্ঞায় স্থিতি করি।

স্বর্গলোকাভিমুখী ইন্দ্রিয়গণকে মনের সহিত সংযুক্ত করিলে উহারা সেই দীপ্তিমান্ বৃহৎ জ্যোতিকে আবিষ্কার করে। প্রেরয়িতা উহাদিগকে তজ্জন্য প্রেরণ করুন।

মেধাবিগণ মনকে সমাহিত করেন, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করেন। অভীষ্টের পূরয়িতা বৃহৎ এবং সর্ব্বজ্ঞ সেই প্রেরয়িতা দেবতার মহতী স্তুতি কর্ত্তব্য। তিনিই বাক্‌সকলকে প্রবর্ত্তিত করেন। তিনিই সকল বিজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাক্ষিভূত।

নমস্কার স্তুতি বন্দনাদিতে তোমাদের কারণভূত চিরন্তন ব্রহ্মকে তোমাদের আনুকূল্যে নিয়োগ করিতেছি। পণ্ডিতগণ সুপথে যে প্রকার জীবনশেষ করিয়া থাকেন সেই প্রকার আমাদের জীবন ভগবানের যশোগীতে ব্যয়িত হউক। যাঁহারা দিব্যধামে অবস্থান করেন, সেই অমৃতের পুত্রগণ সেই যশোগীত শ্রবণ করুন।

যেখানে অগ্নিমন্থন করে, যেখানে বায়ুর যোজনা করে, যেখানে সোমরস অতিরিক্ত হয়, সেখানেই লোকের মন অসক্ত হয়।

প্রেরয়িতার প্রেরণায় চিরন্তন ব্রহ্মের সেবায় প্রবৃত্তি হয়। সেই সেবায় সন্মার্গ হইতে ভ্রংশ হয় না। সুতরাং তাঁহাতে বাস নির্ম্মাণ কর।

বক্ষ, গ্রীবা এবং শিরোদেশকে উন্নত করত শরীরকে সমভাবে স্থাপন কর, মনের সহকারে ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়ে নিবিষ্ট কর। জ্ঞানী ব্যক্তি [এইরূপে] সকল প্রকার ভয়াবহ স্রোত ব্রহ্মোড়ুপযোগে উত্তীর্ণ হন।

সকল প্রকার চেষ্টাকে সংযত করত এই আসনে [উপবেশন পূর্ব্বক] প্রাণসমূহকে [শ্বাসপ্রশ্বাসকে] গতিপথে নিপীড়ন করিবেক। যখন এই প্রকারে প্রাণের গতি ক্ষীণ হইয়া আইসে তখন [মুখ দিয়া নহে] নাসাযোগে শ্বাসত্যাগ করিবেক। যোগজ্ঞ ব্যক্তি অপ্রমত্তভাবে দুষ্টাশ্বযুক্ত রথসদৃশ মনকে স্ববশে স্থাপন করিবেক।

নিম্নোন্নতরহিত, বিশুদ্ধ, ক্ষুদ্রোপলখণ্ড-রহিত, বালুকা, জনকোলাহল, জলার্থী ও আশ্রয়ার্থীদিগের উপদ্রব এই সকল বিবর্জ্জিত, মনের

অনুকূল চক্ষুর পীড়া জন্মায় না ঈদৃশ বায়ুপ্রবাহশূন্য গুহা ও বিজন-প্রদেশে যোগানুষ্ঠান করিবেক।

নীহার, ধূম, অর্ক, অনিল, অনল, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, শশী এই সকল দৃশ্য ব্রহ্ম যোগলাভের পুর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ গুণ, ইহাদের স্বরূপদর্শন ঘটিলে যে যোগাগ্নিময় দেহ লাভ হয় তাহাতে রোগ জরা দুঃখ থাকে না।

লঘুত্ব, আরোগ্য, আলোলুপত্ব, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, স্বরসৌষ্ঠব, শুভগন্ধ, মূত্র ও পুরীষের অল্পতা, যোগপ্রবৃত্তির প্রথমে এই সকল লক্ষণ হয়, যোগজ্ঞগণ বলেন।

সুবর্ণ বা রজত খণ্ড মৃত্তিকাদির লেপ দিয়া সুধৌত করিলে উহা যেমন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া দীপ্তি পায়, তেমনি আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া দেহী একত্বলাভ করত কৃতার্থ ও বীতশোক হয়।

সাধক দীপোপম আত্মতত্ত্বসহ ব্রহ্মতত্ত্বকে যখন একত্র যুক্ত দেখিতে পান, তখন অজ, ধ্রুব এবং প্রকৃতি আদি সর্ব্ববিধ তত্ত্বদ্বারা অস্পৃষ্ট পরমদেবকে জানিতে পাইয়া তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।

ভাব—ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মদর্শনের অনুকূল বিবিধ অনুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে। ধ্যান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শনে অনুকূল, সুতরাং তাহাই চরমে বিশেষরূপে উক্ত হইতেছে। স্ব স্ব দেহকে অরণি এবং ওঙ্কারকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ মন্থনাভ্যাসপূর্ব্বক নিগূঢ়বৎ অবস্থিত দেবতাকে দর্শন করিবেক, শ্বেতাশ্বতরে যোগনিয়মের প্রথমাধ্যায়ে এই কথা উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে উহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে তাহাই বলা হইতেছে। ধ্যানের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে যিনি ধ্যেয় বস্তু তিনি যদি আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় না হন তাহা হইলে ধ্যানের আরম্ভ হইতে পারে না, তাই সেই বস্তু যে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় তৎপ্রদর্শননিমিত্ত শ্রুতি বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতাকে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রেরয়িতা অতি সূক্ষ্ম, তাঁহাকে লোকে প্রথম প্রথম ধারণার বিষয় করিতে না পারিয়া অগ্ন্যাদি দৃশ্য পদার্থে তাঁহার আবির্ভাব চিন্তার বিষয় করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপে তাঁহাকে চিন্তার বিষয় করিতে গিয়াও স্ব স্ব দেহে যে প্রেরণা অনুভূত হইয়া থাকে উহাই তত্তৎ-পদার্থে আরোপিত হয়, ইহা দেখিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, অগ্ন্যাদিতে যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিবার নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরবলম্ব করিয়া শূন্যে উড়াইতে হইবে না, কিন্তু তাহাকে এই পার্থিব দেহে আনিয়া উপস্থিত করিতে হইবে।

এই পার্থিব দেহে তাঁহার ক্রিয়া অনুভূত হইলে তৎপর অগ্ন্যাদিতে তাঁহার ক্রিয়া সহজে অনুভূত হইয়া পড়ে। যোগদ্বারা দেহের বিশুদ্ধি উপস্থিত হয়, জরা ব্যাধি আদির উপতাপনিবৃত্তি, স্বাভাবিক ক্রিয়া সকলের প্রবৃত্তি হয় যোগশাস্ত্রের ভাষায় এই সকল কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। বাতাধিক্যবশতঃ যে সকল দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় সে সকলের উল্লেখ করিতেও উপনিষৎ বিস্মৃত হন নাই। যোগদ্বারা আত্মতত্ত্ব এবং সেই আত্মতত্ত্ব হইতে পরাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞানই যে যোগীর কৃতার্থতার হেতু এবং উহাতে শোকাতীত হওয়া যায় পরিষ্কার ভাষায় ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

৪২। অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোবধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদসি ত্বা হবামহে॥

শ্বে ৪। ২১। ২২।

প্রার্থনাপ্রাধান্যেন বিদ্যোপসংহারঃ ক্রিয়তে, অজাত ইতি। 'অজাতঃ' জন্মাদিবিরহিতঃ 'ইতি' হেতোঃ 'কশ্চিৎ'—যঃ কোঽপি জীবঃ—'ভীরুঃ' জন্মজরাদিভ্যঃ ত্বাম্ এবং 'প্রতিপদ্যতে' শরণং গচ্ছতি। এবমিত্যুদাহরতি—হে 'রুদ্র' ক্লেশাপহারক, 'যৎ' 'তে' তব 'দক্ষিণম্' অনুকূলং ভক্তানুগ্রাহকং 'মুখং' তেন 'মাং' 'নিত্যং' পাহি রক্ষ।

বিশেষপ্রার্থনামাহ। হে রুদ্র, 'নঃ' অস্মাকং 'তোকে' পুত্রে তনয়ে পৌত্রে 'মা রীরিষঃ' রোষং মা কার্ষীঃ, অস্মাকম্ 'আয়ুষি' মা রীরিষঃ, নঃ অস্মাকং 'গোষু' মা রীরিষঃ, নঃ অস্মাকং 'অশ্বেষু' মা রীরিষঃ, নঃ অস্মাকং 'বীরান্' বীরপুরুষান্ 'ভাবিতঃ' দীপ্তক্রোধঃ 'মা বধীঃ' হতান্ মা কার্ষীঃ, 'হবিষ্মন্তঃ' হবিষা যুক্তাঃ বয়ং ত্বাং 'সদসি' যজ্ঞস্থানে 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। ইয়ংপ্রথমমণ্ডলস্যৈকশতচতুর্দ্দশসূক্তে অষ্টমী ঋক্। 'আয়ুষি' ইত্যত্র তত্র, পাঠান্তরম্ আয়ৌ—মানবে। 'সদসি' ইত্যত্র—সদমিৎ—সর্ব্বদৈব। 'ভাবিতঃ' ইত্যত্র যৎ ভামিত ইতি পাঠান্তরং তদেব রুচিরম্। ভাম ক্রোধে।

অজাত হইয়াও জন্মাদি ভয়ে ভীত যে কোন জীব [তোমার] শরণাপন্ন হয়, তাহার প্রার্থনা এই—হে রুদ্র, তোমার যে অনুকূল মুখ তদ্দ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা কর।

হে রুদ্র, আমাদের পুত্র পৌত্র, আমাদের আয়ু, আমাদের সেই অশ্ব, এ সকলের প্রতি রোষ করিও না, আমাদের বীরপুরুষ সকলকে ক্রুদ্ধ হইয়া বধ করিও না, আমরা হবি লইয়া যজ্ঞস্থানে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

ভাব—প্রার্থনা যোগিগণের সিদ্ধির প্রধান উপায়, সুতরাং উহারই উল্লেখে অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ববল্লীতে প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। প্রাণ যদিও অপরোক্ষ ব্রহ্ম তথাপি পঞ্চভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং আদিত্যাদি দেবগণ সকলেই যখন প্রাণের অধীন হইয়া কার্য্য করে, তখন "জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া সেই স্বাভাবিক শক্তি (৬।১১)" এই শ্রুতি অনুসারে প্রাণই বলের ক্রিয়া বা ক্রিয়াশক্তি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। দৃশ্যমান জগতে চিন্তিত যে ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে প্রাণ বলিয়া বিজ্ঞানবিদ্গণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ বল্লীতে প্রাণে ব্রহ্মদর্শনেরই প্রাধান্য। সর্ব্বত্র প্রাণের ক্রিয়া, এবং সেই প্রাণে 'প্রাণের প্রাণের' (৫।১) ক্রিয়া অবলোকন-পূর্ব্বক সর্ব্বান্তর্যামীকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ বেদান্তের প্রণালী। পরম্পরায় এইরূপ ব্রহ্মদর্শন করিতে গেলে অত্যন্ত ব্যবহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, এজন্য "হে পুষা, হে একর্ষি" (২।২) এস্থলে বাহিরের আবরণ উন্মোচন করিয়া তত্তৎ পদার্থের ভিতরকার কল্যাণস্বরূপ দর্শনের প্রার্থনায় সে ব্যবহিত সম্বন্ধ অন্তরিত হইতেছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহিত ভাবে ব্রহ্মদর্শন কেন উপদিষ্ট হইল, এ জিজ্ঞাসার উত্তর তত্ত্ববল্লীতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সুতরাং এখানে উহার বিস্তৃত বর্ণন পরিত্যক্ত হইল।

১। এস্থলে সাধকমাত্রের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধক ঈশ্বরাধিষ্ঠানবর্জ্জিত কিছুই দেখিবেন না বা ব্যবহার করিবেন না। যিনি এই উপায় অবলম্বন করেন না, বহুবিধ অনুষ্ঠান করিয়াও তিনি যোগসিদ্ধ হন না। অশনপানাদি স্বাভাবিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে গিয়া যদি যোগের বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে সে সকলের পরিত্যাগ ভাল, এ উপদেশ কোন কালে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না, সুতরাং তাদৃশ উপদেশ বিফল। তাই যোগের বিচ্ছেদ না হয়, তজ্জন্য শ্রুতি প্রকৃষ্টতম উপায় উপদেশ-করিয়াছেন। শরীরধারণের নিমিত্ত ভোগ অপরিহার্য্য সুতরাং কেবল সেই সকল ভোগেতে ঈশ্বরদর্শন করিলে চলিতেছে না, সে সকল ভোগের বিষয় যে তিনিই দিতেছেন, ইহাও অবধারণ করিতে হইবে। ভোগ্যবিষয়ে ভগবদ্দর্শনে কি ক্ষতি এ কথা বলিলে চলিতেছে না, কেন না এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা শ্রুতিস্মৃতি আদি দ্বারা ভগবানের যে সকল আজ্ঞা ব্যক্ত হইয়াছে সে সকলের বিরোধী অনেক ঘৃণিত বিষয় ভোগ করে, অথচ আত্মকল্পনায় আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, এমন কি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হইয়া ব্রহ্ম-সম্পন্ন হইয়াছি এই ভাবে আত্মবঞ্চনাপূর্ব্বক শক্তিগণসহ মদ্য পানাদিতে রত হইয়া বলে "[এ সকল ক্রিয়াতে] মুনি মোহপ্রাপ্ত হন না, কেন না গুরু-দীক্ষা-বলে তাঁহার

স্তনের অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে।" 'হে ভরত শ্রেষ্ঠ, জীবগণের ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ অভিলাষ আমি' ইত্যাদি অনুসাশনের বলে "যাহা কিছু তৎপ্রদত্ত তাহা ভোগ কর" এস্থলে ভগবৎ প্রেরিত ভোগ যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ইহাই বুঝাইতেছে। তিনি আপনি যাহা কিছু দেন তাহাতে তাঁহার অনুমোদন আছে—এবং তাঁহার অনুমোদন আছে বলিয়াই উহা যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যে বিষয়ে তাঁহার অনুমোদন নাই, সে বিষয়কে তাঁহার বলিয়া ভোগ মিথ্যাচার। ভগবানের অনুমোদিত কর্ম্ম, তাঁহার দ্বারা পূর্ণ, সুতরাং সে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কর্ম্মজনিত দোষের কোন সম্ভাবনা নাই, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "[ইহাতে] মনুষ্যে কর্ম্মলেপ হয় না।" সাধু বা অসাধু কর্ম্ম হউক, ভগবৎ-প্রেরণা বিনা কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইতে পারে না, সুতরাং সাধু বা অসাধু কর্ম্ম এ উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, এ মত একটিতে ভগবানের অনুমোদন অপরটিতে তাঁহার অনুমোদন নাই, এই এক কথাতেই নিরস্ত হইতেছে। তাঁহার অননুমোদিত কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া অনুমোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদোষ পরিহৃত হয় ইহাতেই সর্ব্বসামঞ্জস্য উপস্থিত হইতেছে।

২। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদান্তবিদ্‌গণ সহসাই বেদবিহিত কর্ম্মগুলিকে মিথ্যা বলিয়া পরিহারপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব উপদেশ-করেন না, কিন্তু এই সকল কর্ম্মেতেই আত্মতত্ত্বের সন্নিবেশ করিয়া থাকেন (১।৩)। মধুব্রাহ্মণ আবার জগৎ জীব ও অন্তর্যামী ইঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মেতেই সকলের ঐক্য বিধান করেন (৩।২১)। এস্থলে সর্ব্বৈক্যসাধনের পক্ষে উপকারী সাধনান্তরের উপদেশ করিয়া কৃপালুতাবশতঃ শ্রুতি সুলভপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহার সহিত পরাত্মার সম্বন্ধ নাই। যে সকল ব্যক্তি প্রকৃতির অবমাননা করিয়া পরাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা কেবল বিঘ্নবাহুল্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্লেশ পায় তাহা নহে, পদে পদে তাহাদের যোগভ্রংশ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাদৃশ অন্তরায় উপস্থিত না হয় এ নিমিত্ত বেদান্তে সর্ব্বত্র প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সাধন উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য এ দুইয়ের বিভাগ করিয়া লইলে প্রকৃষ্ট ক্রিয়াশক্তি—প্রকৃতি এবং মুহুর্মুহু আবির্ভাব-ও-তিরোভাব-স্বভাববিশিষ্ট বিবিধ বৈচিত্র্য তাহার ঐশ্বর্য্য, এইরূপ ভেদপ্রতীতি হয়। জীব এ উভয়কে যে ভাবে দর্শন করে, সেই ভাবানুসারে তাহার বন্ধন বা মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্য যখন প্রকৃতিকে পরাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অচেতন জগদ্রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে তখন উহা তাহার অজ্ঞানতার কারণ হইয়া (১।৪) মোহকর বিবিধ বৈচিত্র্য উৎপাদন করত মোহের নিমিত্ত হয়। যখন আবার সেই তাহার বৈচিত্র্য একমাত্র কল্যাণগুণ ঈশ্বরের বিবিধ প্রকাশরূপে প্রকাশ পায় তখন তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদ যোগ উদ্ভাবনপূর্ব্বক মোক্ষের হেতু হয়। এই প্রকৃষ্ট ক্রিয়াশক্তি প্রাণশক্তি, তাই এ বল্লীতে উহারই প্রাধান্য।

৩—১০। তৃতীয়ে (৩) পরব্রহ্মকেই ভজনীয়রূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। তিনিই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। চিত্তসমাধান, নিবৃত্তি এবং ভগবদনুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিনা পাপকলুষিতত্ব অপনীত হয় না। পাপকলুষিতত্ব অপনীত না হইলেও তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হয় না। তত্ত্বস্ফূর্ত্তি না হইলে ঔপনিষদজ্ঞান অবরুদ্ধশক্তি হইয়া অবস্থান করে। এইরূপে চিত্তসমাধান হইতে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি, তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইতে ঔপনিষদজ্ঞানের উদয়, ঔপনিষদজ্ঞানের উদয়ে কৃতার্থতা। পরমাত্মার জ্ঞানলাভের নিমিত্ত উপনিষদই যদি প্রচুর, তাহা হইলে ঋগাদিতে কি প্রয়োজন? ঋগাদিবিনা উপনিষৎ বিকলাঙ্গী, কেন না এই সকল হইতে উপনিষদের অবয়বসংস্থান। এই সকলই যদি উপনিষদের অবয়বসংস্থান হইল, তাহা হইলে উপনিষদেই বা কি প্রয়োজন? ঋগাদিতে যে সকল ব্যাবহারিক বিষয় আছে সে গুলি অস্থায়ী, কিন্তু সে সকলের মধ্যে আরাধ্যের স্বরূপাদির উল্লেখ যে দেখিতে পাওয়া যায় উহারা স্থায়ী। যাহা স্থায়ী তাহা সত্য, সেই সত্যই উপনিষদের আশ্রয়, তাই উপনিষৎ বেদসকলকে উপেক্ষা করে না। যদি উপেক্ষা করিত তাহার আপনার সত্তাই থাকিত না। চতুর্থ (৪) ব্রহ্মাধিষ্ঠিত স্বদেহকে তাঁহার অধীনরূপে নিয়োগপূর্ব্বক অবিকারী হইয়া সাধক মুক্ত হন, এই উহার সংক্ষেপ। পঞ্চমে (৫) যোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রথমতঃ নিরন্তর অপ্রমত্তভাবে স্থিতি করিবেন, অন্যথা যোগভ্রংশ অপরিহার্য্য, এই কথা বলিয়া যোগাবলম্বন উক্ত হইয়াছে। এই যোগাবলম্বনে কল্পিতপথপরিহারপূর্ব্বক সত্তামাত্র অবলম্বিত হইয়াছে। 'শান্ত শিব অদ্বিতীয়' এই শ্রুতিতে তুরীয় ব্রহ্ম মঙ্গলস্বরূপরূপে গৃহীত হইয়াছেন। যোগী যে সত্তামাত্র ধারণ-করেন, সেই সত্তাতে মঙ্গলস্বরূপের যোগ করিয়া যোগী উহাকে কেন উজ্জ্বল করিয়া লন না? এ প্রশ্ন অবশ্য ভালই মনে হয়। কেন না অস্তিত্ব বলিলেই কোন বস্তুর অস্তিত্ব বুঝায়, সে বস্তু কখন স্বরূপহীন হইতে পারে না। ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব এবং সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব দেখিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন "সেই (নামরূপ) যাঁহার মধ্যে আছে তিনি ব্রহ্ম।" স্বরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া অস্তিত্বগ্রহণ শূন্যই, বস্তু নহে। এখানে এই কথা বিবেচনা করিতে হইতেছে, মঙ্গলস্বরূপ বস্তুগত, বস্তু হইতে ভিন্ন নহে, অথচ প্রথমতঃ এই বস্তুর সত্তাপরিগ্রহ না করিলে উহা প্রতিভাত হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ বর্ণাদি গুণ-যোগে বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে, চক্ষুরাদির অতীত বস্তু সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। চক্ষুরাদির গ্রাহ্য বিষয়সমূহকে মন হইতে তিরোহিত করিয়া দিলেও উহাদের অস্তিত্বজ্ঞান তিরোহিত হয় না। এই অস্তিত্বই তত্ত্ব, এরূপ নির্ণয় করিলে কোন বিতর্ক আসে না। এই অস্তিত্ব যে অনন্ত তাহাও সহজে উপলব্ধ হইয়া থাকে। জীবাত্মা এই অনন্ত অস্তিত্বের অন্তর্ভূত, ইহাই বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। সুতরাং এই সত্তা ব্রহ্মসত্তা, ইহা অবধারণই যোগের প্রথম ভূমি। এই সত্তার সহিত জীবের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া মঙ্গলস্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহা পরে উপলব্ধ হইয়া

থাকে, তাহাকে সেইরূপে গ্রহণই সত্য, এ নিমিত্ত শ্রুতি অস্তিত্বকেই যোগের প্রথমাবলম্বন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে ব্রহ্মদর্শন হইলে হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হইলে সকল দিক্ হইতে সকলেতে কল্যাণতম রূপ প্রত্যক্ষ হয়। এই কল্যাণতমরূপ প্রত্যক্ষ হইলে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধেও যোগের অপায় হয় না। ষষ্ঠে (৬) কর্ম্মানুষ্ঠানের বিঘ্নবাহুল্য এবং অস্থায়িত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক, সপ্তমে (৭) তাহাকেই প্রকৃতিবিজ্ঞান বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে যদ্দ্বারা অক্ষর সত্যপুরুষকে বিজ্ঞাত হওয়া যায়। পরা ও অপরা প্রকৃতিকে যিনি আলিঙ্গন করিয়া আছেন, তিনি পুরুষ, এই পুরুষই মঙ্গলস্বরূপ। অষ্টমে (৮) উপাসনা, উপসনার অবলম্বন, এবং তদবলম্বনে যোগসম্পাদন সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্ত-ব্যাখ্যাতৃগণের পন্থানুসারে এই যোগব্যাপার কিরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তত্ত্ববল্লীর প্রপূর্ত্তিতে উহা দ্রষ্টব্য। এ স্থলে সেই অবলম্বনের মূলতত্ত্ব "প্রণব ধনু" এই বলিয়া সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। প্রণব-ওঙ্কার। এই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার-বৈশ্বানর, দ্বিতীয়মাত্রা উকার-তৈজস, তৃতীয়মাত্রা মকার-প্রাজ্ঞ। প্রথম মাত্রায় "রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ (৫।৬)-সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন এই শ্রুতির প্রয়োগ, দ্বিতীয় মাত্রায় "অয়মাত্মাব্রহ্ম সর্ব্বানুভূ"—এই পরাত্মাব্রহ্ম সর্ব্বানুভূ :—সর্ব্ববিষয়ের অনুভবিতা এই শ্রুতির প্রয়োগ ; তৃতীয় মাত্রায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি"—ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথগ্ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া, অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম, এই শ্রুতির প্রয়োগ। এইরূপে এখানে ত্রিবিধ উপাসনা পরিগৃহীত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রে যে ত্রিবিধ উপাসনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার বিরোধ নাই। কেন না জীব, মুখ্যপ্রাণ এবং স্বরূপ এ তিন অবলম্বন করাতে জীবে জ্ঞান শক্তি, প্রাণে ক্রিয়া শক্তি এবং স্বরূপে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় হইতেছেন। ক্রিয়াশক্তিতে বিশ্বাত্মা, জ্ঞানশক্তিতে মননপ্রধান তৈজস এবং স্বরূপে প্রাজ্ঞ বা পরাত্মা উপাস্য। "চতুর্থ মাত্রাহীন" এস্থলে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই শ্রুতির প্রয়োগ। একাত্মপ্রত্যয়ে সর্ব্বত্র শিবস্বরূপের নিয়োগ করিলে ত্রিবিধ উপাসনাতেই উহার নিয়োগ হয়। স্বরূপোপাসনায় আধুনিকগণ 'সত্যং জ্ঞান মনন্তম্' ইত্যাদির নিয়োগ কিরূপে করিয়াছেন গীতাসমন্বয়ভাষ্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। এ সকল কথা তত্ত্ববল্লীতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে। নবমে (৯) ভগবদনুগ্রহ এবং তদনুগত উপায়ে সিদ্ধি হয়, ইহাই উক্ত হইয়াছে। দশমে (১০) অতপস্ক এবং ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবর্ত্তকগণের প্রতি ভক্তিশূন্য ব্যক্তিগণকে ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশ করিবে না এই বলিয়া উপসংহার হইয়াছে।

১১—২০। একাদশে (১১) ব্রহ্মদর্শনোপযোগী বিষয়সকলের সন্নিবেশ বিনা ক্ষুদ্র বা মহৎ কিছুরই অনুষ্ঠান সমুচিত নয় এইটি প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদাধ্যয়নে জীবনের আরম্ভ। এস্থলে যদি ব্রহ্মদর্শনানুকূল কৌশল অবলম্বিত না হয় তাহা হইলে দর্শনের

বিচ্ছেদ ঘটে। এ নিমিত্ত অধ্যয়নের প্রথম বিষয় বর্ণসংশ্লেষ ও পদসংশ্লেষরূপ সংহিতামধ্যে লোকসকলের সন্নিবেশ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইরূপে অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে ব্রহ্মদর্শনের অনুকূল ব্যবস্থা করিয়া লইয়া তদনুকূলস্থলে যে সকল কথা বলা হইয়াছে সেগুলি মূলেই স্পষ্ট আছে, ব্যাখ্যায় নিষ্প্রয়োজন। দ্বাদশে (১২) সত্য, তপ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়সংযম, গার্হস্থ্য, তদুচিত ব্যবহার, এ সকলই ঔপনিষদজ্ঞানের স্থৈর্য্য-নিমিত্ত কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ত্রয়োদশে (১৩) যে সাধন উক্ত হইয়াছে তাহার তত্ত্ব আরোহবল্লীর ষষ্ঠে বিচারিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ের আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহা মূলে সুস্পষ্ট আছে। চতুর্দ্দশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ পর্য্যন্ত (১৪—২০) সামপ্রধান সাধন। বাক্ ও প্রাণ এ উভয়ের একত্বে সামের সামত্ব। প্রাণশক্তি বিনা বাক্যোচ্চারণের কোন সম্ভাবনা নাই। গানে প্রাণশক্তির অধিক বিকাশ হয়। গানের সঙ্গে যদি ব্রহ্মদর্শনানুকূলবিষয়ের যোগ না থাকে তাহা হইলে গানমাত্রেতেই কিছু ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। "যেহেতুক পুত্তিকাশরীরের সমান, মশকশরীরের সমান, হস্তিশরীরের সমান, এই তিন লোকের সমান, এ সকলের সমান, তাই সাম। যে ব্যক্তি সামকে এইরূপ জানেন তিনি ব্যাপী হন, সামের সাযুজ্য ও সলোকতা জয় করেন" (৯।৮) এস্থলে প্রাণের জগদ্ব্যাপিত্ব, বাগ্‌যোগে সকলের আরম্ভ, সামে এ উভয়ই আছে বলিয়া তৎস্বরূপভূত সাম ব্যাপিত্বে গ্রহণপূর্ব্বক আদিত্যাদিতে সামের যে কর্ম্ম প্রকাশ পায় তাহাতে পরোক্ষ ব্রহ্ম প্রাণের ক্রিয়াদর্শনপূর্ব্বক "প্রাণের প্রাণ" এই নিয়মে নিয়ন্তা অপরোক্ষ ব্রহ্মের দর্শন বিহিত হইয়াছে। সকলেতেই সাম স্তোত্ররূপে ভাসমান হয়। যিনি স্তবনীয় তাঁহার সহিত স্তোত্রের সম্বন্ধ লক্ষিত হয় বলিয়া স্তোত্রভূত সামে সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্তবনীয় উপলব্ধ হইয়া থাকেন।

একবিংশে (২১) যজ্ঞ-অধ্যয়ন-ও-দাননিরতগণ, তাপসনিচয় ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-সকল ইঁহারা পুণ্যার্জ্জিত লোকভাজন হন ইহার উল্লেখ করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মসংস্থ হন তাঁহারা অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হন সাধারণ ভাবে এই কথা বলাতে যে কোন আশ্রমে ব্রহ্মসংস্থ হইবার সম্ভাবনা আছে ইহাই বুঝা যাইতেছে। তাই মোক্ষধর্ম্মে শুকের প্রশ্নে ব্যাস বলিয়াছেন "ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল আচরণ উল্লিখিত হইয়াছে তদনুসারে চলিলে তাঁহারা সকলেই পরম গতি প্রাপ্ত হন। এই চারি আশ্রম এক আশ্রমই বা। কামদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া যে কোন ব্যক্তি যথারীতি এই সকল আশ্রমোচিত অনুষ্ঠান করেন তিনি পরকালে প্রতিষ্ঠিত হন। এই চতুষ্পদী অধিরোহণী ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই অধিরোহণীতে আরোহণ করিয়া ব্রহ্ম-লোকে মহত্ত্বলাভ হইয়া থাকে।"—শান্তিপর্ব্ব ২৪১ অ, ১৩—১৫ শ্লো।

'এই চারি আশ্রম এক আশ্রমই বা,' এই কথাতে গার্হস্থ্যের অখণ্ডত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে, তাই কূর্ম্মপুরাণ বলিয়াছেন "শ্রুতিতে চারি আশ্রমের গার্হস্থ্যে একাশ্রমতা

যখন দেখিতে পাওয়া যায় তখন এক গার্হস্থ্যকেই নিখিল ধর্ম্মের সাধন জানিতে হইবে।"

স্বকৃত বেদান্তসূত্রভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু ভালই বলিয়াছেন "বিক্ষেপপ্রাবল্যবশতঃ যেস্থলে গার্হস্থ্যাদিতে ব্রহ্মে একাগ্রতা সম্ভবে না, সেস্থলে আসক্তিনিবৃত্তি দ্বারা উপকারী প্রব্রজ্যা জ্ঞানাঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, নিয়মরূপে নহে। নিয়ম হইলে বক্ষ্যমাণ গৃহস্থে উপসংহার উপপন্ন হয় না...... "যে কোন আশ্রমে ইঁহারা রত হউন না কেন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়" ইত্যাদি স্মৃতিসহ বিরোধ উপস্থিত হয়।" 'প্রব্রজ্যা জ্ঞানাঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে' এ উক্তি শ্রুতি অনুমোদিত, কেন না তিনি বলিয়াছেন "যাহাতে হয় তাহাতে ঈদৃশই হয়।" (১০।৩৪)। ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্কর যে অন্যরূপ বলিয়াছেন তাহা নিবৃত্তিমার্গসমুচিত। অপরোক্ষজ্ঞানানন্তর যখন বালভাব স্থিরতালাভ করে, তখন সাধক সর্ব্বথা শিবস্বরূপের অধীন হন, তাঁহাতে কোন অভিমান থাকে না, তিনি তাঁহার আদেশপালন করেন। ইহাতে লোকাচারের প্রতি উপেক্ষা উপস্থিত হইয়া যে তদ্বিপরীত আচরণ ঘটে তাহাতেই প্রবৃত্তিমার্গ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। "আত্মাতে পরিচিন্তিত হইয়া ভগবান্ যাহাকে অনুগ্রহ করেন সে ব্যক্তি লোকাচারে মতি ও বেদাচারে নিষ্ঠা উভয়ই পরিত্যাগ করে।" (ভা, ৪ স্ক, ২৯ অ, ৪৬ শ্লো)।

এই পথ ভক্তিযোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ব্যাসতনয় শুক। ঊনবিংশ অধ্যায়ে কূর্ম্মপুরাণ বলিতেছেন, "ভগবান্ শঙ্করই শুক হইয়া দ্বৈপায়ন হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অংশাংশে তিনি এই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া আপনার পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শুকের ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর এই পাঁচ জন তপস্বী পুত্র হইয়াছিলেন।" এস্থলে পরমপদপ্রাপ্তির পর পুত্রোৎপাদন বর্ণিত হইয়াছে। মোক্ষধর্ম্মের শুকোপাখ্যানের সহিত কূর্ম্মপুরাণের এই আখ্যায়িকার যোগ করিলে এই নিষ্পন্ন হয় যে, প্রথম বয়সে শুকের স্বরূপে অবস্থান হইয়াছিল, তৎপর মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত হওয়াতে তাঁহার আদেশে আত্মতুল্য পীবরী নাম্নী যোগিনী পত্নীতে যোগাচার্য্য পুত্রগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। পীবরীর তপশ্চারণ এবং সদৃশ পতিলাভ পদ্মপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"যক্ষোরক্ষোগণ দিব্যধামে দেবগণের যাজনা করিয়া থাকেন। তপস্যা-ও-যোগবল সমন্বিত শত শত পুলস্ত্যপুত্র সেখানে আছেন। তাঁহারা মহাত্মা মহাভাগ এবং ভক্তগণের অভয়ঙ্কর। ইঁহাদিগেরই পীবরী নাম্নী মানসী কন্যা দিব্যধামে প্রসিদ্ধ। ইনি যোগিনী যোগমাতা, সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিকটে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'হে দেব, প্রবক্তা, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমায় যোগযুক্ত জিতেন্দ্রিয়, স্বরূপে অবস্থিত-ভর্ত্তা দিন।' ভগবান্ তাঁহার এই প্রার্থনার উত্তর দিলেন, ব্যাস-

পুত্র শুক জন্মগ্রহণ করিবেন। যোগাচার্য্য সেই শুকের তুমি ব্রতধারিণী পত্নী হইবে। কৃত্বী নাম্নী তোমার যোগনিরতা কন্যা হইবে। এই কন্যাকে তুমি ভগবদ্‌ভক্ত পঞ্চালাধিপতিকে অর্পণ করিবে। এ ব্রহ্মদত্তের জননী হইবে এবং ইহা হইতে যোগসিদ্ধি সমুপস্থিত হইবে। কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, শম্ভু, এই চারিটি তোমার পুত্র হইবে।"

শুক যে সর্ব্বদা স্বরূপে অবস্থান করিতেন, মহাভারতের এই সকল কথায় তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। "স্বপুত্রসদৃশ ছায়া তিনি দেখিলেন" "ছায়া দেখিয়া তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।" জীব যখন স্বরূপে অবস্থান করে, তখন সে ব্রহ্মসম্বন্ধে ছায়া বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাই কঠোপনিষৎ ব্রহ্ম ও জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবিদ্‌গণ ছায়া ও আতপ বলিয়া থাকেন।" শরীরে অবস্থিতিসত্ত্বেও দূরস্থ ব্যক্তির ছায়াদর্শন এ কালেও অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে। কূর্ম্ম ও বায়ু পুরাণে শুকের পাঁচ পুত্র, হরিবংশ ও পদ্মপুরাণে চারি পুত্র উল্লিখিত হইয়াছে। হরিবংশ বলিতেছেন, "এই কয়েকটি ধর্ম্মাত্মা যোগাচার্য্য মহাব্রত পুত্রোৎপাদন করত আপনার জনক ব্যাস হইতে ধর্ম্ম শ্রবণানন্তর অমিত বুদ্ধিমান্ মহাযোগী সেই অপুনরাবর্ত্তিনী গতি প্রাপ্ত হইবেন যে গতিকে সর্ব্ববিধ উদ্বেগের শান্তিকর অব্যয় নিত্যকালস্থায়ী ব্রহ্মপদ [বলা হইয়া থাকে]।" স্বরূপপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই যখন নিখিল ধর্ম্মশ্রবণের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে, তখন এখানকার নিখিল ধর্ম্মশ্রবণ ভাগবত ধর্ম্মশ্রবণ বুঝিতে হইবে। নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি উভয়বিধযোগে সম্পন্ন, এ নিমিত্ত এখানে শুক মহাযোগিশব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন। "এইরূপে সমগ্র আয়ু কর্ত্তন করিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে সম্পন্ন হন আর পুনরাবর্ত্তন করেন না।" (১১।২৩) অপুনরাবর্ত্তিনী গতি বলিতে এই শ্রুত্যুক্ত গতি বুঝায়। যোগনিরত পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শুকপত্নী পীবরীকে মানসীকন্যা বলা হইয়াছে। তাই হরিবংশে উক্ত হইয়াছে "ইঁহারা যোগিগণের যোগবর্দ্ধন পিতৃগণ। ইঁহারাই যোগবলে পূর্ব্বে চন্দ্রকে পূর্ণ করিয়া থাকেন।" গীতাপ্রপূর্ত্তিতে প্রব্রজনের পূর্ব্বে পুত্রোৎপাদনের কথা যে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা লৌকিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষ অনুসন্ধান না করাতেই ঘটিয়াছে।

২২—২৪। দ্বাবিংশে (২২) দেবারাধনা উল্লিখিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে এরূপ ভ্রম হওয়া সমুচিত নহে। বেদান্তে দেবতা কাহারা, 'দেববল্লীতে' তাহার তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। উহা হইতে আমরা দেখিতেছি— অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র, নক্ষত্র ইহারা অষ্ট বসু ; দশ ইন্দ্রিয় ও মন একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ মাস—আদিত্য, বজ্র—ইন্দ্র, যজ্ঞীয় দ্রব্য—প্রজাপতি। সুতরাং বেদান্তে প্রাকৃতিক পদার্থ সকল অতিক্রম করিয়া দেবতা পরিকল্পিত হয় নাই, প্রাকৃতিক পদার্থই বেদান্তসিদ্ধ দেবতা, এ জন্য ছান্দোগ্যে তেজ, অপ্ ও অন্ন এই তিনকে লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—"সেই দেবতা দেখিলেন [দেখিয়া বলিলেন]

আচ্ছা, এই জীবাত্মাকে লইয়া এই তিন দেবতাতে প্রবেশপূর্ব্বক নামরূপ ব্যক্ত করিব।" (১২।২) প্রকৃতিকে অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই দুই প্রকারে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মান্তর্ভূত নিমিত্ত তাহাতে ব্রহ্মদর্শন কে নিবারণ করিবে। বেদোক্ত সকল দেবতা প্রাণক্রিয়া সম্ভূত, সুতরাং সকল দেবতাকে এক প্রাণে পরিণত করিয়া সেই প্রাণে "প্রাণের প্রাণ" এই দৃষ্টিতে অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শন বেদান্ত সিদ্ধ করিয়াছেন এ কথার আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। যোগবিরহিত না হয় এ নিমিত্ত প্রাণে সমষ্টিতে এবং অগ্ন্যাদিতে ব্যষ্টিতে ব্রহ্মদর্শন এ উভয়েরই উপযোগিতা আছে, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। ত্রয়োবিংশে (২৩) উদয়াস্তবিরহিত আদিত্যের রশ্মিতে মধুনাড়ী, বেদ উপনিষৎ ইতিহাস ও পুরাণে মধুকর কল্পনা করিয়া দৃশ্যমান উদয়াস্ত সময়ে বায়ু আদি আধিভৌতিক দেবগণ, আবির্ভূতস্বরূপ আধ্যাত্মিক সাধ্যগণের আধিপত্য, এবং আদিত্যের রোহিতাদিরূপে বেদরস আরোপ করিয়া বৈদিক দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ ও সোমের মুখে ভৌতিক দেবগণের এবং অধ্যাত্মিক দেবগণের ব্রহ্মের মুখে সেই রসপান উল্লিখিত হইয়াছে। এই মধুবিজ্ঞানের ফল এই যে, সেই জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির উদয়াস্তবিরহিত আদিত্যের ন্যায় যোগাদিসমুদ্ভূত জ্ঞানের বিচ্ছেদ হয় না। সাধারণ লোকে আদিত্যের উদয়াস্ত দর্শন করিয়া তাহার উদয়াস্তে বিশ্বাস করে। এ দৃষ্টি সত্য দৃষ্টি নহে, অসত্যদৃষ্টি ব্রহ্মবিরোধী সুতরাং ব্রহ্মসহ যোগের বিচ্ছেদসাধক। যাঁহারা সত্য দৃষ্টিমান্ তাঁহাদের ব্রহ্ম সহযোগের বিচ্ছেদ হয় না, শ্রুতির অন্তর্গত অভিপ্রায় এই। আদিত্যরশ্মি স্বাধ্যায়ের উপকারী, এ নিমিত্ত উহাদিগেতে মধুনাড়ী কল্পিত হইয়াছে, ইহাই তত্ত্ব। চতুর্বিংশে (২৪) প্রথমে পুত্রগণের দীর্ঘায়ুষ্ট্বসাধন, দ্বিতীয়ে আপনার পুরুষায়ুষসাধন, তৃতীয়ে স্বাভাবিক ক্রিয়ায় যজ্ঞসাধন। প্রথম দুইটি বেদসমুচিত, বেদান্তে উহাদের সন্নিবেশ কেন এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রথমটি বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ ঘটিবে এ নিমিত্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখানে বেদান্তসমুচিত রহস্য আছে। প্রথমে ত্রৈলোক্য কোশের অবিনাশিত্ব, বায়ুর—তদ্‌বিস্তৃতিভূত দিক্ সকলের—বৎসত্ব, এই কোশের সর্ব্বাধারত্ব, সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব, প্রাণাদির শরণাপন্নত্ব, দ্বিতীয়ে বসুরুদ্রাদির প্রাণত্ব সিদ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র উহার গ্রহণ বেদান্তোক্তির সাধনপ্রণালীই প্রদর্শন করে। তৃতীয় পুরুষযজ্ঞে স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিতে যজ্ঞাঙ্গ এবং তপোদানাদিতে দক্ষিণা কল্পনা করিয়া উহার ব্রহ্মপ্রাপকত্ব প্রকাশ করে; কেন না তপ আদি সকলের তপনের অতীত স্বর্ব্বকারণ ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির প্রকাশ, উহাদের সকলেতেই পরাত্মার জ্ঞানস্বরূপই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঘোরনামা অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন কোন ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, এইটি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগাচার্য্য কৃষ্ণের স্বভাবানুগত যোগপ্রধান ধর্ম্ম দেখিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, সেই যোগপ্রধান ধর্ম্মের মূলে এই বিজ্ঞান ছিল। ঋগ্বেদে যযাতি প্রভৃতি নৃপগণের এবং শতপথ ব্রাহ্মণে জনমেজয়ের

উল্লেখ যখন অসম্বদ্ধ নয় তখন ছান্দোগ্যোক্ত কৃষ্ণের ঘোর ঋষি হইতে উপদেশগ্রহণ কেনই বা অসম্বদ্ধ হইবে। ঋগ্বেদে যজ্ঞনিরত কৃষ্ণের স্তোত্রনিবন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়। "মনুষ্যে ইন্দ্র শয়ান আছেন, অভীষ্ট বর্ষণকারী তিনিই জনগণের বাক্য দীপ্তিমান্ করেন" (১০ম, ৪৩সূ, ৬ঋক্) এ ঋক্ "হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর স্বর্ব্বভূতের হৃদয়ে স্থিতি করেন" এই মতই উদ্ভাবিত করিতেছে, সুতরাং এ ঋক্ যে তাঁহারই রচিত তাহা প্রকাশ পাইতেছে। যুদ্ধে জয়লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রের শরণগ্রহণ, দস্যুবধের জন্য অস্ত্র শস্ত্র তাঁহারই সৃষ্ট এই যুক্তিতে যুদ্ধের ধর্ম্মত্ব স্থাপন, যজ্ঞানুষ্ঠানে স্তোত্ররচনা এ সকলই এ কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ এই বিশ্বাস উৎপাদন করে। বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে 'কণ্বঘোর' যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বৈদিক সময়ে ঘোর নাম অপ্রসিদ্ধ ছিল না, এ অনুমান কিছু অযুক্ত নহে। বিশেষ উক্তি না থাকিলে অনুমানকে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ছান্দোগ্যে যখন 'দেবকী পুত্র' এই বিশেষোক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ এ প্রমাণ আমাদের নিকটে নিঃসংশয়।

২৫। পঞ্চবিংশে সংবর্গবিদ্যাতে সর্ব্বান্তর্ভাবকগুণের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া সর্ব্বান্তর্ভাবক তুরীয় ব্রহ্মে সর্ব্বৈক্য হইলে উপাসনা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সূর্য্য ও চন্দ্র অস্ত যায়, জল শুকাইয়া যায়, তখন যেমন ইহারা বায়ুর অন্তর্ভূত হইয়া যায়, তেমনি নিদ্রাকালে মুখ্য প্রাণে বাগাদি সমুদায় অন্তর্ভূত হইয়া স্থিতি করে। প্রাণের পরোক্ষ ব্রহ্মত্ব প্রসিদ্ধ, বায়ু সেই প্রাণেরই অন্তর্ভূত (৯।১১) সুতরাং এ উভয়ের একত্বে "এক সেই দেব কে?" এই একত্ব সিদ্ধ পায়। এই একত্ব সিদ্ধ পাওয়াতে "জনগণের জনিতা" এখানকার এক বচন সিদ্ধ হইতেছে। 'ইদং' শব্দের দ্বারা প্রাণের পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বে পরিণত করিয়া 'এই সর্ব্বান্তর্ভাবক ব্রহ্মের উপাসনা করি' এইরূপ বলা হইয়াছে। দ্যূতের সর্ব্বস্বহরণসামর্থ্য সর্ব্বান্তর্ভাবকত্বে পরিণত করিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া বেশ শোভা পাইয়াছে। অধিভূত এবং অধ্যাত্ম নিখিল জগৎ সর্ব্বান্তর্ভাবক ব্রহ্মেতে অন্তর্ভূত করিয়া যে সর্ব্বৈক্য হইল উহাই অপরোক্ষদর্শনের হেতু, তাই উহা এখানে প্রকারান্তরে সাধিত হইয়াছে। সর্ব্বৈক্য হইলে আর উপাসনা হয় না, "হে ব্রহ্মচারিন্, আমরা ইঁহারই উপাসনা করিয়া থাকি" এই কথাতে নিরস্ত হইতেছে, "প্রজাগণের জনিতা" এ কথা বলাতে তুরীয়ত্ব নষ্ট হইতেছে, সুতরাং এখানে তুরীয়ের উপাসনা নহে স্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা একথা সিদ্ধ হইতেছে না, কেন না এখানে কারণের অন্য গুণ সমুদায় না বলিয়া উঁহার গ্রসিতৃত্বধর্ম্মকেই প্রাধান্য অর্পণ করা হইয়াছে। জগজ্জীবাদি সকলের অন্তর্ভাবক সর্ব্বনিরপেক্ষ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বাক্যে সাক্ষাৎ প্রকাশমান তুরীয় ব্রহ্ম কারণরূপে সাধকসন্নিধানে সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রকাশ করিতেছেন সুতরাং গ্রসিতৃধর্ম্মের প্রাধান্যসত্ত্বেও কারণসমুচিত গুণসমূহের উল্লেখ এখানে অসমঞ্জস হইতেছে না, কেন না গ্রসিতৃত্বমধ্যেও কর্তৃত্ব রহিয়াছে। 'আমরা

উপাসনা করিয়া থাকি' একথা বলাতে সর্ব্বৈক্য হইতেছে না এ কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না উপাসকগণের ঐক্য তৎস্বরূপতাপ্রাপ্তিতে হইয়া থাকে, "এই যে পুরুষ সেই পুরুষ আমি" "আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও" ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। স্বরূপৈক্যে আবার উপাসনা হইল কোথায়, এ কথা বলা ভ্রান্তি। কেন না "আপনাকে ইঁহার মহিমা জানিয়া বীতশোক হয়" এই কথাতে "তাঁহার মহত্বে আপনার মহত্ব" এ জ্ঞান তখনও বিলুপ্ত হয় না প্রকাশ পাইতেছে। এখানেও সেই জন্যই "ইঁহার মহান্ মহিমা ইঁহারা বলিয়া থাকেন" এই কথায় মহত্বের উল্লেখ হইয়াছে। স্বরূপৈক্য হইলেও "জ্ঞ এবং অজ্ঞ, ঈশ এবং অনীশ উভয়ই অজ" "এই তিনকে লাভ করিলে ব্রহ্মই লব্ধ হন" 'এই ব্রহ্ম ত্রিবিধ' ইত্যাদিতে অভেদেও ভেদ থাকে যখন বুঝাইতেছে, তখন ক্রমে জীবে মহত্বের যোগ হয় ইহা বলা সঙ্গত।

২৬। বৈদিক মূল দেবতা তিনটি। সেই তিনটিকে আশ্রয় করিয়াই যজ্ঞ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের হইতেই যজ্ঞের ক্ষতির প্রতিবিধান হয়, এখানে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে বায়ুর প্রাধান্য কেন, এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, বায়ু বিনা অগ্নি প্রদীপ্ত হয় না, অগ্নি প্রদীপ্ত না হইলে যজ্ঞই বা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? তবে কি এখানে আদিত্যের সর্ব্বথা অপ্রাধান্য? ইন্ধনোৎপাদনে তাঁহার সর্ব্বতোমুখ কর্তৃত্ব দেখিয়া এ কথা বলা কদাপি শোভা পায় না। তপ্যমান লোক সকল হইতে তৎসারভূত অগ্নি আদির উদ্ধার, এ কথা কেন বলা হইল? পৃথিবীতে সর্ব্বত্র তাপরূপে অগ্নি স্থিতি করে, শুষ্ক ইন্ধনে ঘনীভূত ভাবে উহার স্থিতি। এজন্যই অরণীদ্বয়ের ঘর্ষণে বায়ুযোগে অগ্নির উৎপত্তি হয়। অন্তরীক্ষ বায়ুতে পূর্ণ, দৃশ্যমান অন্তরীক্ষের উপর আদিত্যের স্থিতি, তাহা হইতেই সে দুইয়ের প্রকাশ। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এই ক্রমানুসারেই তাহাদিগের হইতে ঋক্ যজুঃ ও সামের প্রবৃত্তি উক্ত হইয়াছে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে ঋক্ সমুদায়েতে অগ্নির, যজুঃসমূহে বায়ুর এবং সামসকলেতে আদিত্যের প্রাধান্য উক্ত হওয়া উচিত ছিল। এ কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না ইহারা সমান ভাবে সেই সেই বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রুতির অনুসরণ করিয়াই মনু বলিয়াছেন :— "অগ্নি, বায়ু ও রবি হইতে যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত ঋক্ যজুঃ ও সামলক্ষণ তিন খানি সনাতন বেদ দোহন-করিয়াছিলেন।" (১অ, ২৩শ্লো)। প্রথমতঃ পৃথিবী আদি হইতে অগ্নি আদির, অগ্নি আদি হইতে বেদত্রয়, বেদত্রয় হইতে ভূরাদির প্রবৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিব্যাদি হইতে ভূরাদির পার্থক্য সকলেই মানেন, অথচ জ্যোতির্ব্বিদ্গণের মতে এই ভূগোল এই লোকত্রয়াত্মক। পৌরাণিকগণ ভূরাদি লোকত্রয়ের যে পার্থক্য বর্ণন করিয়া থাকেন, শ্রুতি কি তাহারই অনুমোদন করেন? এ সম্বন্ধে এইটি বিবেচনা করিয়া দেখা সমুচিত। উপনিষদের কোথাও স্পষ্ট বাক্যে মেরুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু তত্ত্ববিদ্গণ বলেন, উপনিষন্মধ্যে যে ষণ্মাসাত্মক দেবযান ও

পিতৃযাণ পন্থার উল্লেখ আছে, উহাতে মেরুরই উল্লেখ হইয়াছে। জ্যোতিষমতে সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই, তবে যে উদয়াস্ত দৃষ্ট হয়, তাহা দ্রষ্টৃগণের দৃষ্টিনিবন্ধন। যেখানে ছয় মাস দিবা ও ছয় মাস রাত্রি হয় সেইখানে মেরুপ্রদেশ পৌরাণিকেরা ঘোষণা করেন। পৌরাণিকগণ মেরুকেই স্বর্গলোক বলেন, এ কথায় জ্যোতির্বিদ্গণসহ মতভেদ দেখা যায় না। জম্বুদ্বীপের ভুবোলোকত্ব, নিরক্ষদেশ হইতে দক্ষিণস্থ ভূগোলার্দ্ধ জলপুটের ভূর্লোকত্ব যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন তাঁহাদিগের সহিত ইঁহাদের মতভেদ। দক্ষিণস্থ জলপুটে অনেকগুলি দ্বীপ আছে, সেখানে যাহারা বাস করে তাহারা অপুণ্যভূমিতে বাস করে, আর যাহারা জম্বুদ্বীপেতে বাস করে, তাহারা পুণ্যভূমিতে বাস করে, এইটি মনে করিয়া ভূগোলবিদ্গণ এই ভূগোলের লোকত্রয়াত্মকতা বলিয়াছেন। উপনিষৎ ও পুরাণে কর্ম্মসাধ্য লোকের উল্লেখ হইয়াছে, এই প্রভেদ। এখানে কর্ম্মসাধ্য ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ের উল্লেখ হইয়াছে এ নিমিত্ত বেদত্রয় হইতে তাহাদের প্রবৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে, এ লোকত্রয় ভূগোলস্থ নয় ইহাই আমাদের প্রতীতি। আর এ জন্যই ইহাদের যজ্ঞদোষহরণের সামর্থ্য উল্লিখিত হইয়াছে। ভূঃ পদসঞ্চারযোগ্যস্থান পৃথিবী, ভূমি ও সূর্য্য এ উভয়ের মধ্যস্থ সিদ্ধাদি সেবিত অন্তরীক্ষ—ভুবোলোক ধ্রুব ও সূর্য্য এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী দেবাধিষ্ঠিত ত্রিদিব—স্বর্লোক। পৌরাণিকগণের এ সিদ্ধান্ত দৃশ্যমান লোক-বিষয়ে অদৃশ্য অধ্যাত্মলোক বিষয়ে নহে, এই বলিলে বিরোধপরিহার হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লোকসম্বন্ধে অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। "স্বর্গলোক হইতে আদিত্য নীচে পড়িয়া যাইবে এই ভয়ে দেবগণ নীচের দিক্ হইতে তিনটি স্বর্গলোকদ্বারা উঠাইয়া দিলেন"। সায়ন ইহার এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"আধারের অভাব-বশতঃ আদিত্য বা স্বর্গলোক হইতে অধঃপতিত হয় দেবগণ এই ভয় করিয়া আদিত্য-মণ্ডলের অধোভাগে তিনটি স্বর্গলোক অর্থাৎ স্বর্গশব্দোপলক্ষিত ভূরাদি তিনটিকে আধারভূত স্তম্ভ করিয়া দিলেন।" "তাহার মণ্ডল ছাড়া উর্দ্ধদিকে বা অতিপাত হয় এই ভয় করিয়া দেবগণ তিনটি স্বর্গলোকদ্বারা উপরের দিকে প্রতিবন্ধক স্তম্ভ করিলেন।" এস্থলে সায়ন এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন "কি জানি বা মণ্ডল ছাড়িয়া আদিত্য উর্দ্ধবর্ত্তী লোক—দৃষ্টিগোচর দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় দেবগণ এইরূপ ভয় করিয়া অধঃপাতনিবারণ জন্য যেমন স্তম্ভ করিয়াছিলেন, উর্দ্ধদিকে গমনের প্রতিবন্ধক জন তপঃ সত্য শব্দাখ্য তিনটি লোকের সেইরূপ প্রতিবন্ধক স্তম্ভ করিয়াছিলেন।" "তিনকে যখন লাভ করে তখন এই [তিনই] ব্রহ্ম" উপাসনাবিষয়ক এই বিধি সর্ব্বত্র নিয়োগ হয়। তাই দৃশ্যমান বিষয়সমূহ, উপাসক আত্মা এবং তাহার অন্তর্যামী (১২।১১) পরমাত্মা এ তিনটি একত্বে গৃহীত হন বলিয়া একই ব্রহ্মে তাঁহাদিগের অন্তর্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞের ক্ষতিনিবারণ করিবার সামর্থ্য একমাত্র প্রেরয়িতার ইহাই তত্ত্ব।

২৭—৩৩। সপ্তবিংশে তত্ত্ব এই—পরোক্ষ ব্রহ্মেতে যে অন্নের হবন হয় সেই

হবনে "প্রাণের প্রাণ" এই অপরোক্ষ ব্রহ্মের সম্বন্ধচিন্তা করাতে তাঁহার সহিত ঐক্য হয়। অন্ন পান যদি ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যবর্দ্ধন করে তাহা হইলে উহা যোগের প্রতিকূল হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত, সংযমসামর্থ্যের উদ্ভাবক ঋগ্‌মন্ত্রের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হইবে এই অভিপ্রায়ে যোগদ্বারা মহত্ত্বলাভের জন্য সর্ব্বৌষধপিষ্টভোজনরূপ উপায় বিধান করা হইয়াছে। অষ্টাবিংশে (২৮) বৈশ্বানরের উপাসনা। এ বৈশ্বানর কে? "রূপে রূপে যিনি প্রতিরূপ এবং বাহিরেও" এই শ্রুতি প্রতিপাদ্য পরমাত্মা এবং মাণ্ডুক্যোক্ত "স্থূলভুক্ বৈশ্বানর"—বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপকে বিশ্বব্যাপিরূপে গ্রহণ না করিয়া খণ্ডশঃ গ্রহণ করিলে যে দোষ হয় তাহার উল্লেখ করিয়া তাদৃশ উপাসনাসমূহের হেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। সপ্তবিংশে অন্নপানে পাপবিনাশ ভাবতঃ উক্ত হইয়াছে এখানে সুস্পষ্ট। বেদোক্ত হবনব্যাপারগুলি বেদান্তে এইরূপে পরমাত্মযোগপ্রধানরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। বেদে সে গুলি নৈসর্গিক ব্যাপার। সুতরাং ইহা হইতে তাহার সুমহৎ পার্থক্য। উনত্রিংশে (২৯) বেদোক্ত অশ্বমেধের বিশ্বরূপত্বে পরিণাম উহাই দেখাইয়া থাকে। ত্রিংশে (৩০) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে। একত্রিংশে (৩১) অপর সকলকে বিভাগ করিয়া না দিয়া ভোজন করিবে না এই কথা বলাতে ভূতসকলের পরস্পরের কেবল উপকার্য্য ও উপকারক সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নহে তাহাদিগের অভিন্নাত্মত্ব চিন্তার বিষয় করাতে এই ব্রাহ্মণ বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ-ঘটিত আধুনিকগণ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। দ্বাত্রিংশে (৩২) শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধির দৃষ্টান্তে সম্পদ ও অসম্পদের ভেদ এবং সম্পদ্‌বিহীনের অকর্ম্মণ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাণিবধনিষেধ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিত্তচ্ছেদনিষেধ স্থাপিত হইয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশে (৩৩) চক্ষুরাদির শ্রম এবং অগ্ন্যাদির অন্তর্দ্ধান প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণ এবং তৎস্বরূপ বায়ুর শ্রমও নাই অন্তর্দ্ধানও নাই এ নিমিত্ত উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়া প্রাণশক্তিবর্দ্ধনার্থ প্রাণাপানের গতিনিয়মন উল্লিখিত আছে। তন্নিয়মনে মৃত্যু অতিক্রম হয় এ বুদ্ধি না জন্মে এ নিমিত্ত কালে উহা হইতে বিরতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

৩৪।৩৫। চতুস্ত্রিংশে (৩৪) কেবল বিত্তৈষণাদিপরিহার নয়, কিন্তু বালবৎ সর্ব্বথা অভিমানশূন্যতাতে ব্রহ্মসংস্থতা হয় ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। নির্ব্বাণানন্তর শুকাদিতে পুত্রোৎপাদনাদিরূপ এষণা দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ব্বাণানন্তর যদি তাঁহাদিগেতে এষণাই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহা হইলে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে তাঁহাদিগেতে এষণা বা অভিলাষ দগ্ধ হয় নাই, দগ্ধবৎ প্রতীতিমাত্র হইয়াছিল, অন্যথা দগ্ধবীজ হইতে পুনরায় অঙ্কুরোৎপত্তি হইবে কি প্রকারে? সুতরাং তাঁহাদিগের পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছিল এ কথা বলা যায় না। জীবের যে অভিলাষ পরমাত্মার অনুমোদননিরপেক্ষ তাহা বন্ধনের হেতু। শুকাদি ভগবানের প্রেরণায় প্রব্রজ্যা করিয়াছিলেন, আবার তাঁহারই

প্রেরণায় গার্হস্থ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণতঃ লোকে যাহাকে পুত্রৈষণাদি বলে, তাহা তাঁহাদিগেতে ছিল না। সাধারণ লোক সকলের ন্যায় তাঁহাদিগেতে যে পুত্রৈষণাদি ছিল না তাহা একবিংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শুকপত্নী পীবরীর তপশ্চরণ এবং যোগাচার এই দেখাইয়া দেয় যে তাঁহাতে ভগবানের আজ্ঞাপালন বিনা অন্য কোন অভিলাষ ছিল না। যদি তাঁহাতে অন্যাভিলাষ থাকিত তাহা হইলে তদ্গর্ভোৎপন্ন পুত্র সকল যোগাচার্য্য অথবা তাঁহার কন্যাও রাজগৃহে কদাপি যোগনিরতা হইতেন না। যে সকল ব্যক্তি ভগবানের আজ্ঞার অবমাননা করিয়া গতানুগতিক ভাবে প্রব্রজ্যা করে তাহারা বালকের ন্যায় ভগবানের আজ্ঞানুবর্ত্তী নহে, সুতরাং তাহাদিগের প্রব্রজ্যা হইতে পতন এবং মিথ্যাচার অবশ্যম্ভাবী। একালে ঈদৃশ পতন ও মিথ্যাচরণ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্য সকলে ভ্রান্ত অজ্ঞানী, আমরা অবিদ্যাতীত হইয়া জ্ঞানবান্ হইয়াছি, এই বালভাববিরোধী অভিমানই এস্থলে ঈদৃশ মিথ্যাচারের কারণ। তাঁহারা ভেদজ্ঞান বিরহিত হইয়াছেন একথা বলা যাইতে পারে না, কেন না অপর সকলকে ভ্রান্তজ্ঞান করিয়া তাহাদিগের ভ্রান্তি অনপয়নের জন্য উৎসাহই দেখাইয়া দিতেছে তাঁহাদিগেতে পরিস্কার ভেদজ্ঞান আছে। "যাহাতে হয় তাহাতে ঈদৃশ হয়" এই কথা বলাতে চতুস্ত্রিংশ তেমনটি নয় যেমন পঞ্চত্রিংশ। যদি বল পঞ্চত্রিংশে জ্ঞানের অঙ্গরূপে প্রব্রজ্যা বিহিত হইয়াছে, একথা বলিতে পার না, কেন না সেস্থলে ব্রহ্মসংস্থের লক্ষণ বিবৃত হয় নাই, এস্থলে উহা বিবৃত হইয়াছে এইটি বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈদৃশ হয় একথা বলাতে কীদৃশ হয়, এই প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তির নিমিত্ত "বিপাপ বিরজ ও বিচিকিৎস" এই লক্ষণ এখানে বিবৃত হইয়াছে। এই লক্ষণ বলাতে বালভাবের অধঃকরণ হয় নাই, বরং তাহার ব্যাখ্যাই হইয়াছে। অল্পজ্ঞান বালকের পাপহীনত্বাদি লক্ষণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কেননা তখন তাহাদের বিষয় বোধ জন্মায় নাই, যখনই বিষয় বোধ জন্মায় তখনই উহার বিপরীত ভাব উপস্থিত হয়। বিকৃতির পূর্ব্বে যাহাতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই তাহার প্রকৃতি, এবং তাহাতেই ভগবানের অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হয়। সাধনের দ্বারা বিকারাপনয়ন করিলে উহাই মুক্তিরূপে প্রকাশ পায়। "বিপাপ বিরজ ও বিচিকিৎস" এ কথায় তাহাই দেখাইতেছে। স্বাধ্যায়াদি উপায়ে পরমাত্মাকে অপরোক্ষ ভাবে নহে পরোক্ষ ভাবে জানিয়া 'মুনি' হয় একথা বলাতে এখানে মৌনত্ব দ্বারা বালভাবই অনুমোদিত হইতেছে। বালবৎ নিরভিমান হইলে প্রশান্তচিত্ততাদির উদয় হয়। সে সকলের উদয় হইলে পরমাত্মদর্শন হয়, পরমাত্ম দর্শন হইলে পাপাতিক্রম, কামনিবৃত্তি ও সংশয়াপগম হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হয় নাই সেগুলি এখানে পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। 'যাহাতে হয়' এইরূপ অনিয়ত বাক্যে ভিক্ষাচরণের অনিত্যত্ব সেখানে যেমন বিহিত হইয়াছে

এখানেও তাহাই হইয়াছে, কেননা এখানে তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা নাই। এসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ যে নিরর্থক, তাহা শুকাদির আচরণেই প্রকাশ পায়। বিদ্যাফলমধ্যে সম্পল্লাভ ও অভয়প্রাপ্তি উভয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে এ উভয়ের মধ্যে তারতম্য প্রকাশ পাইতেছে না। এই প্রকাশ পাইতেছে যে, পরমাত্মপ্রদত্ত সম্পদে অভয়প্রাপ্তির কোন হানি হয় না। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে পরমাত্মদর্শনপ্রধান বিদ্যাতে গ্রন্থি-আদি উচ্ছেদের অভাব সূচিত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বিদ্যারই আপনার যথার্থ ভাবের উচ্ছেদ ঘটিত। বস্তুতঃ এখানে যখন পরমাত্মাতে ভোগাপহারী এবং সম্পদ্দাতা এই দুইটি বিশেষণ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তখন এই বিদ্যার এই গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে, ভগবান্ অগ্রে সাধকের ভোগবাসনা হরণ করেন, তৎপর স্বেচ্ছায় তাহাকে সম্পদ্ দিয়া থাকেন। এইরূপে শুকাদির আচরণ বিদ্যার অনুমোদিত হইতেছে, সুতরাং কোন গোল নাই, সকলই পরিষ্কার।

৩৬—৪১। বুদ্ধিভেদে একই বিষয় ভিন্নাকারে গৃহীত হইয়া থাকে প্রথমতঃ এইটি দেখাইয়া তৎপর ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে অবস্থাভেদে একেতে ভিন্ন-ভিন্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে। হৃদয়ের সর্ব্বাত্মকতাবশতঃ সাধনান্তর কথিত হইয়াছে। প্রতি অক্ষরে সর্ব্বাত্মকতা নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ ফলপ্রাপ্তির উল্লিখিত হইয়াছে। হৃদয়ের প্রাশস্ত্য-নিবন্ধন এরূপ ফললাভ হয়, ইহাই তত্ত্ব। সত্যসম্বন্ধেও এইরূপ। সত্যেতে আদিত্য দৃষ্টিতে এবং আদিত্যমণ্ডলে পুরুষদৃষ্টিতে সাধন। সপ্তত্রিংশে (৩৭) মন, বিদ্যুৎ, বাক্ ও জঠরাগ্নি অবলম্বন করিয়া সাধন উক্ত হইয়াছে। অষ্টাত্রিংশে (৩৮) ব্যাধি, মরণ, সহ, এসকলকে তপোরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; অন্ন ও প্রাণের একত্বে ব্রহ্ম, উক্থ, যজুঃ, সাম, ও ক্ষত্রেতে প্রাণ দৃষ্টিতে উপাসনা, ভূমি, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকাদিতে অষ্টাক্ষরত্রয়ে ত্রিপদা গায়ত্রীকে মূর্ত্তামূর্ত্ত জগদ্রূপে চিন্তা করিবে। চতুর্থ অদৃশ্য পাদান্তরের সত্যে প্রতিষ্ঠা কল্পনাকরত, প্রাণ সকলকে ত্রাণ করাতে উহার নাম গায়ত্রী এইটি নিশ্চয় করিয়া গায়ত্রী ও সাবিত্রীর একত্ব উপদেশ পূর্ব্বক সেস্থলে যে প্রাণত্রাণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এবং ত্রিপাদই উপদেশের বিষয়, চতুর্থপাদ জ্ঞানের অতীত ইত্যাদি নির্দ্দেশ করত গায়ত্রীর উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ঊনচত্বারিংশে (৩৯) মহত্ত্বলাভ; চত্বারিংশে (৪০) পুত্রার্থ অনুষ্ঠানবিশেষ; এস্থলে প্রাচীনগণের পরোক্ষ এবং আধুনিকগণের অপরোক্ষ দর্শন উল্লিখিত হইয়াছে। একচত্বারিংশে (৪১) সাধনান্তরপরিহারপূর্ব্বক মুখ্য সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে প্রেরয়িতা পরমাত্মার ধ্যান ও ধারণাই প্রধান। মূলে সেইরূপই ব্যাখ্যা হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন বেদান্তসিদ্ধ পরমাত্মযোগে এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যোগ হয় না, তাঁহারা—"পণ্ডিতগণ সুপথে যে প্রকার জীবন শেষ করিয়া থাকেন সেই প্রকার আমাদের জীবন ভগবানের যশোগীতে ব্যয়িত হউক। যাঁহারা দিব্যধামে অবস্থান করেন

সেই অমৃতের পুত্রগণ সেই যশোগীত শ্রবণ করুন”—এই ঋকের বেদান্তমার্গসম্মত ব্যাখ্যা ভাল করিয়া চিন্তা করুন দেখিতে পাইবেন, যোগে ঈশ্বরতনয়গণ ও সাধকগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ উপস্থিত হয়। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, চঞ্চলতার উপযোগী বিবিধ বিষয়ে উহার অভিনিবেশ হইয়া থাকে, তাই মন বাহ্যানুষ্ঠাননিরত। সর্ব্বথা প্রেরয়িতা পরমদেবের অধীনতা উপস্থিত না হইলে মন কখন চঞ্চলতাপরিত্যাগ করে না। সাধকগণ যে যোগের উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন উহা সেই মনকে বশীভূত করিবারই নিমিত্ত। কোন এক বিষয়ে মনের অভিনিবেশ হইলে শ্বাসের ক্ষীণতা এবং অভ্যন্তরচারিত্ব উপস্থিত হয়। এই নৈসর্গিক ক্রিয়া দর্শনে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই বলিয়া যে উহা ঐকান্তিক উপায় তাহা নহে; পঞ্চমে (৫) যে উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃষ্ট উপায় কেন না ভগবৎসত্তাই মনের অভিনিবেশের প্রকৃত বিষয়। সত্তার বিশেষ আকর্ষণ, তাহাতে প্রকাশমান গুণ ও স্বরূপে হইয়া থাকে, জনক ও দৃপ্তবালাকির সংবাদে প্রকারান্তরে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তে সত্য জ্ঞান অনন্ত ইত্যাদি স্বরূপচিন্তনেরই এ নিমিত্ত প্রাধান্য। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষীকরণে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দ্বাচত্বারিংশে (৪২) প্রার্থনাকে উপায়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বেদে বেদান্তে ও পুরাণে সর্ব্বত্র ইহা সমাদৃত হইয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি যে কোন অবস্থাপন্ন হউন না কেন এই প্রার্থনাকে আশ্রয় করিবেন।

ইতি বিদ্যাবল্লী দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

গতিবল্লী।

বিদ্যাদ্বারা গতি সিদ্ধ হয়। সুতরাং বিদ্যাবল্লীর পর গতিবল্লী এ কথা বুঝিতে আর কোন যত্নের অপেক্ষা রাখে না। বিদ্যাভেদে গতিভেদ অবশ্যম্ভাবী, তাই সর্ব্বত্র সেইরূপই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মেতে স্থিতিই মুখ্যগতি, বেদান্তের এ ভিন্ন আর অন্য কোন উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যদি একই উদ্দেশ্য হইল তবে এখানে বিবিধ গতি কেন বর্ণিত হইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, একই ব্রহ্মকে যে প্রকার ত্রিবিধ প্রকারে (১২।১১) দেখা হইয়া থাকে, গতিতেও সেই প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদান্তে স্বভাববিরুদ্ধ কিছুরই অন্বেষণ করা সমুচিত নয়। এজন্যই যোগাচার্য্য বাসুদেব "যাঁহা হইতে ভূতসকলের চেষ্টা উপস্থিত হয়, যিনি এই সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে" এই কথা বলিয়া স্বভাবের অনুসরণই উপদেশ-করিয়াছেন।

১। যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ঈশ ৬। ৭
অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ঈশ ৩

যস্ত্বিতি। 'যঃ তু' পুনঃ সাধকঃ 'আত্মনি এব' 'সর্ব্বাণি ভূতানি' 'অনুপশ্যতি'—আত্মানং স্বরূপতঃ বিজ্ঞায় তদনন্তরং তৎস্বরূপং বিজ্ঞায় তদনুসারেণ 'আত্মানং' সমতয়া জানাতি, 'ততঃ' তস্মা-দেব কারণাৎ 'ন বিজুগুপ্সতে' ঘৃণাং ন করোতি। আত্মা পরমাত্মেতি পক্ষে—

ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ॥ (বি, পু, ১। ১৯। ৩৮)।

ইত্যাত্মত্বস্যেব চ পরাত্মদর্শনাৎ শত্রুমিত্রভেদজ্ঞানবিরহঃ।

যস্মিন্নিতি। 'যস্মিন্' আত্মনি 'সর্ব্বাণি ভূতানি' 'আত্মা এব' 'অভূৎ', অতএব 'একত্বম্' 'অনুপশ্যতঃ' বিজানতঃ তাদৃগ্জ্ঞানসম্পন্নস্য 'তত্র' আত্মনি 'কঃ মোহঃ'—অয়ং বন্ধুরয়ং নেত্যজ্ঞানং—তাড়নাদাবপি শিক্ষাপ্রদবন্ধুকার্য্যাদর্শনাৎ 'কঃ শোকঃ' অবিয়োগে বিয়োগজনিতখেদঃ—আত্মস্বরূপেণ চিরস্থায়িত্বাৎ।

বিপরীতে কিং ভবতি তৎপ্রদর্শনায়াত্রেন ব্যুৎক্রমেণ তৎপ্রতিপাদিকায়াঃ শ্রুতের্গ্রহণম্ অসূর্য্যা ইতি।

'যে কে চ' জনাঃ 'আত্মহনঃ' আত্মপরদ্বেষবন্তঃ—আত্মনি চ ভূতানি ভূতেষু চাত্মানং নানুপশ্যন্তঃ—'তে' জনাঃ 'প্রেত্য' 'তান্' লোকান্ 'অভিগচ্ছন্তি' যে লোকা 'অন্ধেন তমসা' 'আবৃতাঃ' 'অসূর্য্যাঃ' 'অসুরভাবাপন্নাঃ 'নাম'—নাম অভ্যুপগমে—ইহ তথা দর্শনাৎ পরত্রাপি তথেত্যভ্যুপগমঃ—"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ" (৪।৫) ইতি শ্রৌতন্যায়াৎ।

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতকে আত্মাতেই দর্শন করে, সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি সেই কারণেই ঘৃণা করে না।

জ্ঞানশীল যে ব্যক্তিতে সমুদায় ভূত আত্মা হইয়া যায় সে ব্যক্তি একত্ব দর্শন করে, সুতরাং তাহাতে মোহ কোথায় শোক কোথায়?

যে সকল ব্যক্তি আত্মঘাতী, তাহারা মরণান্তে অসুরভাবাপন্ন সেই সকল ঘোরান্ধকারাবৃত লোকে গমন করিয়া থাকে।

ভাব—সাধনার্থ যদি স্বভাবের অনুসরণ করা বিহিত তাহা হইলে সর্ব্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন স্বাভাবিক কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। আপাততঃ দেখিতে ইহা স্বভাবের অতীত বলিয়া মনে হয় কিন্তু বেদান্ত যখন বালভাবে স্থিতি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন এই বালভাব স্বাভাবিক অবশ্য মানিতে হইবে, যাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে, তাহাতে স্থিতি কি কখন সম্ভবপর। আমরা সকলেই জানি বালকের আত্মপরভেদজ্ঞান নাই, কেহ তাহার অনাত্মীয় নহে সকলেই আত্মীয়। যত দিন বালকের বালভাব অবিকৃত থাকে, তত দিন এই ভাবই তাহাতে দৃষ্ট হয়। বয়োবৃদ্ধিসহকারে সংসারের কুটিল বুদ্ধি যতই তাহাকে অধিকার করে, ততই তাহার এই স্বাভাবিক ভাব অন্তর্হিত হয়। এই স্বাভাবিকভাবের যাহাতে অন্তর্ধান না হয়, সাধন তাহারই জন্য। সাধন কি? আত্মস্বরূপ কি তাহা অবধারণ করিয়া সেই স্বরূপে স্থিতির নিমিত্ত নিত্য প্রযত্ন। হিংসা দ্বেষাদি আত্মার স্বাভাবিক ভাব নহে, কেন না উহারা তাহার স্বরূপবিরোধী। আত্মা যখন জানিতে পারে যে পরমাত্মার স্বরূপে তাহার স্বরূপ, এবং সেই স্বরূপে স্থিতিই তাহার স্বাভাবিক ভাব, তখন তাহার ঈদৃশ প্রযত্ন সহজসাধ্য হয়। বস্তুতঃ কথা এই পরমাত্মযোগ বিনা কেবল অধ্যাত্মযোগে এই সমবুদ্ধি বহুল বিঘ্নযুক্ত, এই জন্য পরমাত্মযোগে প্রযত্ন সাধকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তাড়নাদিতে শিক্ষা এবং বিয়োগে অবিয়োগদর্শন, ইহা পরমাত্মযোগেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। আত্মার অপর সকল আত্মার সহিত একাত্মতানুভব উপস্থিত না হইলে আত্মঘাতিত্ব উপস্থিত হয়। এই আত্মঘাতিতার ফল ঘোর অন্ধতা ইহলোকেই আমরা অনুভব করি, পরলোকের কথা তো দূরে।

২। স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।

উভে তীর্ত্বাহশনয়াপিপাসে

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ কঠ ১। ১২।

যে পুনঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মানস্তেষাং ভবতি ক্ষুত্তৃড়্জরাভয়শোকাতিক্রম ইত্যাহ স্বর্গ ইতি। 'স্বর্গে লোকে' 'কিঞ্চন ভয়ং' 'ন অস্তি'। 'তত্র' স্বর্গে হে মৃত্যো, 'ত্বং' 'ন' অসি; 'জরয়া' 'ন' তত্রত্যজনঃ 'বিভেতি' 'উভে' 'অশনয়াপিপাসে' ক্ষুত্তৃষে 'তীর্ত্বা' অতিক্রম্য 'শোকাতিগঃ' শোকম্ অতীত্য বর্ত্তমানঃ জনঃ 'স্বর্গলোকে' 'মোদতে' হৃষ্যতি।

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই। হে মৃত্যু, তুমিও তথায় নাই জরাকেও কেহ ভয় করে না। ক্ষুধাপিপাসা উভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শোকাতিক্রম করত স্বর্গলোকে লোকে আমোদিত হয়।

ভাব—যেখানে জরা নাই মৃত্যু নাই, ক্ষুধা নাই পিপাসা নাই, শোক নাই কেবল আনন্দ সেই স্বর্গলোক।

৩। পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা-

স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা

ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ কঠ, ৪। ২।

যে 'বালা' 'পরাচঃ' বহির্গতান্ 'কামান্' 'অনুযন্তি' অনুসরন্তি 'তে' 'বিততস্য' সর্ব্বতো ব্যাপ্তস্য 'মৃত্যোঃ' 'পাশং' 'যন্তি' গচ্ছন্তি। 'অথ' অতএব 'ধীরাঃ' 'ধ্রুবং' শাশ্বতম্ 'অমৃতত্বং' 'বিদিত্বা' জ্ঞাত্বা 'ইহ' সংসারে 'অধ্রুবেষু' বহির্বিষয়েষু 'ন প্রার্থয়ন্তে' ন অভিলষন্তি কিমপি।

যে সকল অজ্ঞান ব্যক্তি বহির্ব্বিষয়ের অনুসরণ করে তাহারা মৃত্যুর বিস্তৃত পাশে বদ্ধ হয়, এ নিমিত্ত ধীরগণ শাশ্বত অমৃতত্বকে জানিয়া এ সংসারে অধ্রুব বিষয়ের প্রার্থনা করেন না।

ভাব—অজ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রভেদ কি এই শ্রুতিতে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৪। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।

এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।

এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥

কঠ ৪। ১৪। ১৫।

প্রথমং গতিবৈচিত্র্যাস্ত কারণমুক্ত্বা স্বরূপাবস্থানমাহ যথেতি শুদ্ধ ইতি 'দুর্গে' দুর্গমে উচ্ছ্রিতে দেশে 'বৃষ্টম্' উদকং 'পর্ব্বতেষু' গৈরিকাদিসংসৃ প্রত্যন্তগিরিষু 'বিধাবতি' বিকীর্ণং ভবতি তত্তদ্বৈচিত্র্য-সঙ্গতম্, 'এবং' 'ধর্ম্মান্' আত্মনঃ 'পৃথক্' 'পশ্যন্' 'তান্ এব' ধর্ম্মান্ 'অনুবিধাবতি' ভিন্নভিন্নভাবাপন্নো ভবতি।

'শুদ্ধে' নির্ম্মলে 'উদকে' 'শুদ্ধম্' উদকম্ 'আসিক্তং' 'তাদৃক্' শুদ্ধম্ 'এব' ভবতি, 'এবং' হে 'গৌতম', 'বিজানতঃ' 'মুনেঃ'—শুদ্ধে পরমাত্মনি মননশীলতয়া বিদ্যমানস্যাত্মজ্ঞানসম্পন্নস্য—'আত্মা' ভবতি।

উচ্ছ্রিত প্রদেশে জল বর্ষিত হইয়া পর্ব্বতে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ [আত্মার] ধর্ম্ম সমূহ পৃথক্‌ভাবে দৃষ্ট হইয়া [একই আত্মা] পৃথক্‌ভাবাপন্ন হয়।

হে গৌতম, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল সিক্ত হইয়া শুদ্ধই হয়। এইরূপ জ্ঞানবান্ মননশীল ব্যক্তির আত্মা হইয়া থাকে।

ভাব—আত্মা ও পরমাত্মা নিত্য একত্র অবস্থিত, জ্ঞানাদি স্বরূপেও একইরূপ, তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের ভিতরে ভেদ কেন উপস্থিত হয়, শ্রুতি তাই প্রদর্শন করিতেছেন। পরমাত্মা বিষয়ের উপরাগে কদাপি উপরক্ত হন না, তাঁহার যে শুদ্ধতা সেই শুদ্ধতাই চিরদিন থাকে, জীবাত্মার সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। ভোক্তা জীবাত্মা ভোগ্যবিষয়সমূহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ভাবান্তরতা প্রাপ্ত হয়, এই ভাবান্তরতায় তাহার শুদ্ধতার ক্ষতি হইয়া থাকে, স্বরূপবিচ্যুতি হয়। আকাশ হইতে যে জল পর্ব্বত-শিখরে নিপতিত হয়, উহা স্বয়ংশুদ্ধ ; কিন্তু গিরির প্রত্যন্তভূমিতে গৈরিকাদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহা তত্তদ্বর্ণে রঞ্জিত হইয়া রূপান্তর ধারণ-করে। বিষয়সম্বন্ধবশতঃ এইরূপ রূপান্তরতা হয় বলিয়া স্বরূপতঃ জীবাত্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভাবে রঞ্জিত হইয়া ভিন্ন ভাবান্বিত হয়। এই ভিন্নতা কিরূপে বিদূরিত হইয়া পুনরায় একত্ব উপস্থিত হইতে পারে, তাহারই জন্য নিত্য পরিশুদ্ধ পরমাত্মাতে মনের সকল উপরাগ অন্তরিত হইয়া উহার শুদ্ধতা প্রাপ্তি হয়, ইহাই এখানে উক্ত হইয়াছে। এরূপ হয় কেন ? ঈশ্বর ঈশ জীব অনীশ, এই স্বরূপভেদই উহা প্রদর্শন করে।

৫। হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৫। ৬। ৭।

'মরণং প্রাপ্য' মরণানন্তরং 'যথা চ আত্মা ভবতি' গতিং প্রাপ্নোতি। 'দেহিনঃ' জীবাঃ 'শরীরত্বায়' শরীরগ্রহণার্থং যথাকর্ম্ম' 'যথাশ্রুতং' যথাবিজ্ঞানং 'যোনিমধ্যে' প্রাণিগর্ভে 'প্রপদ্যন্তে' আশ্রয়ং লভন্তে, 'অন্যে' 'স্থাণুং' বৃক্ষলতাদিকম্ 'অনুসংযন্তি' অনুগচ্ছন্তি, তত্তদ্দেহাকারা ভবন্তি। প্রপঞ্চোঽস্য ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যকে চ।

হে গৌতম, মরণান্তর আত্মা যেরূপ গতি প্রাপ্ত হয় তাহার এই গুহ্য সনাতন তত্ত্ব তোমায় বলিতেছি। জীব সকল আত্মকর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে প্রাণিগর্ভ আশ্রয়-করে, কেহ কেহ বা বৃক্ষলতাদির অনুসরণ করে।

ভাব—এখানে অতি সংক্ষেপে যে তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হইবে।

৬। ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে।
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥
ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥
ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥

কঠ ৬। ৪—১০।

জ্ঞানরূপমুপাধিগ্রহণমুচ্যতে ইহেতি। 'শরীরস্য' 'বিস্রসঃ' বিস্রংশনাৎ পতনাৎ 'প্রাক্' পূর্ব্বং যদি 'ইহ' দেহাবস্থানকালে 'বোদ্ধুং' জ্ঞানং লব্ধুম্ 'অশকৎ', 'ততঃ' শরীরস্রংসনাদনন্তরং 'সর্গেষু' পুনঃ প্রভবকালেষু 'লোকেষু' ভিন্নভিন্নলোকেষু তৎ জ্ঞানং 'শরীরত্বায়' শরীরভাবায় 'কল্পতে' সমর্থং ভবতি।

তদেব বিবৃণোতি যথেতি। "যত্তাত্মা শরীরম্" (৩। ১৪৬পৃ) ইত্যাত্মনঃ পরমাত্মশরীরত্বাৎ 'আদর্শে' 'যথা' 'তথা' 'আত্মনি' চিৎস্বরূপতয়াবস্থানে তৎস্বরূপমেব শরীরং ভবতি, 'যথা' 'স্বপ্নে' স্থূলশরীরাসত্ত্বেঽপি শরীরদর্শনং ভবতি, 'তথা' 'পিতৃলোকে' স্বাপ্নিকশরীরং ভবতি, 'যথা' 'অপ্সু' 'পরিদদৃশে' পরিদৃশ্যতে 'ইব' 'তথা' 'গন্ধর্ব্বলোকে' শরীরং ভবতি—আদর্শস্যাতিনির্ম্মলত্বাৎ চিৎস্বরূপতয়া ভাসনম্, আপো নাতিনির্ম্মলাঃ, অতোঽত্রোপাধিযোগোঽস্ত্যেব—'অন্যন্নবতরং কল্যাণতরঞ্চ রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং ভূতানাম্ (১১।২৮)" ইত্যুক্তত্বাদন্যদপি রূপান্তরং মন্তব্যম্। 'ব্রহ্মলোকে'—"ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি" (৭। ৬) ইতি ছায়াতপয়োরিব শরীরশরীরিণোরিব জীবব্রহ্মণোঃ স্থিতির্ভবত্যেকত্র।

ইন্দ্রিয়াণামিতি। 'যৎ' যস্মাৎ শরীরগ্রহণকারণাৎ পৃথগুৎপদ্যমানানাং ভিন্নভিন্নরূপেণোৎপদ্যমানানাম্ 'ইন্দ্রিয়াণাং' 'পৃথগ্ভাবং' বস্তুগ্রহণসামর্থ্যাপার্থক্যম, 'উদয়াস্তময়ৌ'—কুত্রাপি তেষামুদয়ঃ শরীরগ্রহণে, কুত্রাপ্যস্তময়ঃ স্বরূপাবস্থানে—'মত্বা' জ্ঞাত্বা 'ধীরঃ' 'ন শোচতি' ঈদৃক্‌পরিবর্ত্তনমিতি যাবৎ। এতদনুরূপমেবানুগীতায়াং—

দেহান্ যথেষ্টমভ্যেতি হিত্বেমাং মানুষীং তনুম্।
নির্ব্বেদস্তু ন কর্ত্তব্যো ভুক্ত্বাননেন কথঞ্চন॥ (১৯। ৩১) ইতি।

সপ্তমাধ্যায়ে যদুক্তং (৭। ৬ [২৫২পৃ]) তদেবাত্র পুনরুল্লিখ্যতে মুক্তিহেতুপ্রদর্শনায় ইন্দ্রিয়েভ্য ইতি অব্যক্তাদিতি। 'সত্ত্বং' বুদ্ধিঃ। 'অলিঙ্গঃ' লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং বুদ্ধ্যাদি তদবিদ্যমানমস্যেতি।

কথমলিঙ্গস্য তস্য দর্শনং সিদ্ধ্যতি তদাহ ন সন্দৃশ ইতি। 'অস্য' অলিঙ্গস্য 'রূপং' 'সন্দৃশে' দর্শনবিষয়ে 'ন' 'তিষ্ঠতি', 'কশ্চন' 'এনং' 'চক্ষুষা' 'ন পশ্যতি', কিন্তর্হি 'হৃদা' হৃদয়েন অনুরাগেণ, 'মনীষা'—মনসঃ ঈষ্ দর্শনং—ঈষ দর্শনে—অনুরাগজনিতসূক্ষ্মবস্তুদর্শনসামর্থ্যং বিবেকঃ—তয়া—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥ (ভা. ১১। ১৪। ২৬) ইতি।

—'মনসা' মননেন 'অভিক্লৃপ্তঃ' অভিমুখীকৃতঃ প্রকাশিতঃ। 'যে' 'এতৎ' পরমাত্মতত্ত্বং 'বিদুঃ' জানন্তি 'তে' 'অমৃতাঃ' বিকারাতীতাঃ 'ভবন্তি'।

যদেতি। 'যদা' 'পঞ্চ' 'জ্ঞানানি' জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি 'মনসা সহ' 'অবতিষ্ঠন্তে' নিশ্চলতয়া তিষ্ঠন্তি স্বস্বব্যাপারাদ্বিনিবৃত্ত্য 'বুদ্ধিঃ চ' 'ন বিচেষ্টতে' বিষয়াবধারণায় ন ব্যাপ্রিয়তে পরমাত্মন্যেব বিশ্রাম্যতি 'তাং' 'পরমাং গতিম্' 'আহুঃ' বুধাঃ।

শরীর পাতের পূর্ব্বে ইহলোকে যদি জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহা হইলে লোক লোকান্তরে উহা শরীরভাবধারণে সমর্থ হয়। যেমন আদর্শে তেমনি আত্মাতে, যেমন স্বপ্নে তেমনি পিতৃলোকে, যেমন জলে দেখায় তেমনি গন্ধর্ব্বলোকে, ছায়া এবং আতপের মত ব্রহ্মলোকে [জ্ঞান শরীরভাব ধারণ করে]।

পৃথক্ ভাবে উৎপদ্যমান ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ ভাব, এবং উহাদের উদয় ও তিরোধান যাহা হইয়া থাকে তাহা মনে করিয়া ধীরব্যক্তি শোক করেন না।

ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা (জীব), মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত (প্রকৃতি) অব্যক্ত হইতে পুরুষ (পরাত্মা) শ্রেষ্ঠ, ইনি ব্যাপক, ইনি বুদ্ধি আদি লক্ষণবিহীন। যাঁহাকে জানিয়া, জীব মুক্ত হয় অমৃতত্বলাভ করে, ইঁহার রূপ দৃষ্টির বিষয় নহে, কেহ ইঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। ইঁহাকে হৃদয় ও বিবেকযোগে মনন দ্বারা অভিমুখীন করা হয়। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারাই অমর হয়েন।

মন-সহকারে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় নিশ্চল হইয়া যখন স্থিতি করে, বুদ্ধি বিষয়াবধারণে ব্যাপৃত হয় না [পণ্ডিতগণ] তাহাকেই পরমগতি বলেন।

ভাব—আত্মার উপাধি কি? দেহ কি?—জ্ঞান। পরলোকে এই জ্ঞানই তাহার দেহ। এই জ্ঞানানুসারেই তাহার বিবিধ প্রকারের গতি হইয়া থাকে। জীবাত্মা চিৎস্বরূপ পরমাত্মাও চিৎস্বরূপ। আদর্শে যে প্রকারে অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি জীবাত্মার পরমাত্মাতে চিৎস্বরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন আত্মার পরাত্মাতে স্থিতি হয় না পিতৃলোকে স্থিতি হয়, তখন স্বপ্নে যে প্রকার দেহাদি না থাকিয়াও স্বাপ্নিক দেহ প্রতীতির বিষয় হয় তেমনি হইয়া থাকে। আদর্শে যে প্রকার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় জলে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ আবিল প্রতিবিম্ব দেখায়, তাই গন্ধর্ব্বলোকে যে শরীর দৃষ্ট হয় তাহা জলে প্রতিবিম্বদর্শনের মত কিঞ্চিৎ আবিল বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কথা এই, জ্ঞান যত আবৃত হয়, আত্মার উপাধি তত নৈর্ম্মল্যপরিহার করে, এইটি দেখাইবার জন্য এই দৃষ্টান্তগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে "অন্য নবতর কল্যাণতর-রূপ ধারণ করে, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, দৈব, প্রজাপত্য, ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ভূতের রূপ।" ব্রহ্মলোকে জীব ও ব্রহ্মের ছায়া ও আপাতের ন্যায় একত্র স্থিতি হয়। জীব যখন স্বরূপে অবস্থান করে তখন ইন্দ্রিয়গণের পার্থক্য থাকে না, সামর্থ্যের আকারে উহারা জীবসহ অভিন্নভাবে থাকে, শরীরধারণেই উহাদের পার্থক্য হইয়া থাকে, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ বা অপ্র-কাশে খেদ করিবার কোন কারণ নাই। এইজন্য অনুগীতা বলিয়াছেন, "এই মনুষ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া যখন বিবিধ দেহ প্রাপ্তি হয়। সেই বিবিধ দেহের বিবিধ ভোগ. ভোগ করিয়া খেদ করিবে না।" বস্তুতঃ জ্ঞানের উত্তরোত্তর নৈর্ম্মল্যানুসারে দেহান্তেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৭। শতং চৈকা হৃদয়স্য নাড্য-
স্তাসামূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।

তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষিকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥
মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেবম্ ॥ কঠ ৬। ১৬—১৮।

'হৃদয়স্ত নাড্য' 'শতং চ একা চ,' 'তাসাম্' 'একা' 'মূর্দ্ধানং' ভিত্বা 'অভিনিঃসৃতা'। 'তয়া' একয়া 'উর্দ্ধম্' 'আয়ন্' গচ্ছন্ 'অমৃতত্বম্' 'এতি' প্রাপ্নোতি ন তু বিবিধা গতীর্ব্রহ্মণোব স্থিতিবশাৎ। 'বিষক্' নানাবিধগতিযুক্তাঃ 'অন্যাঃ' নাড্যঃ 'উৎক্রমণে' প্রাণস্ত 'ভবন্তি' প্রভবন্তি সহায়াঃ ভবন্তি। নানাগতিযুক্তত্বাৎ নানাবিধগতীবেব লভন্তে জীবাস্তাভ্যো ন তু মুক্তিমিতি বেদান্তবিদঃ।

জীবস্ত শরীরাৎ পার্থক্যং সংসাধ্য ব্রহ্মস্বরূপত্বং তস্তাহ অঙ্গুষ্ঠেতি। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' হৃৎপ্রমাণঃ পুরুষঃ দেহশায়ী 'অন্তরাত্মা' জীবাত্মা—

জীবসংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু ॥ (মনু ১২। ১৩)।

ইতি—'সদা' 'জনানাং' 'হৃদি' হৃদয়ে 'সন্নিবিষ্টঃ', 'মুঞ্জাৎ' 'ইষিকাম্' অন্তঃস্থাম্ ইব 'স্বাৎ' আত্মীয়াৎ 'শরীরাৎ' 'তং' জীবং 'ধৈর্য্যেণ' ধীরতাসহকারেণ 'প্রবৃহেৎ' উদ্যচ্ছেৎ পৃথক্ কুর্য্যাৎ। 'তং' শরীরান্নিকৃষ্টং চিন্মাত্রং 'শুক্রং' বিশুদ্ধম্ 'অমৃতম্' অমরণধর্ম্মাণং 'বিদ্যাৎ' জানীয়াৎ। দ্বির্বচনমুপনিষৎ সমাপ্ত্যর্থম্।

আধ্যাত্মিকয়াত্মবিদ্যোপসংহারঃ—'অথ' 'নচিকেতঃ' 'মৃত্যুপ্রোক্তং' যমেন উক্তম্ 'এতাং' 'বিদ্যান্' আত্মবিদ্যাং 'কৃৎস্নং' সমগ্রং 'যোগবিধিং' চ 'লব্ধা' 'ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ', বিরজঃ বিরজস্কঃ বিগতমলঃ, 'বিমৃত্যুঃ' বিগতমৃত্যুঃ 'অভূৎ'। 'অন্যঃ' 'অপি' চ 'অধ্যাত্মম্' আত্মানমধিকৃত্য 'এবং' 'বিৎ' সোঽপি ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ বিরজঃ বিমৃত্যুঃ ভবতি। আত্মতত্ত্বাধিকারে পরমাত্মতত্ত্বমধিকৃতং ভবতীতি—"য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূতভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ এতদ্বৈ তৎ" (৭।৭) ইত্যাদ্যাভিঃ সর্ব্বত্র সূচিতম্।

হৃদয়ের নাড়ী একশত এক। তন্মধ্যে একটি মস্তক ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে। সেইটি দ্বারা উর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক আত্মা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। উৎক্রমণ দ্বারা নাড়ীগুলি তাহার বিবিধ গতির পক্ষে সহায় হয়।

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ অন্তরাত্মা। তিনি সর্ব্বজনগণের হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়া আছেন। মুঞ্জা হইতে [তন্মধ্যস্থ] ইষিকাকে যেমন বাহির করে, তেমনি ধৈর্য্যসহকারে শরীর হইতে সেই জীবকে স্বতন্ত্র করিবে। সেই জীবকে বিশুদ্ধ ও অমৃত জানিবে।

অনন্তর নচিকেত মৃত্যুপ্রোক্ত এই বিদ্যা এবং সমগ্র যোগবিধি লাভ করত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া বিরজ ও বিমৃত্যু হইলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সেও বিরজ ও বিমৃত্যু হয়।

ভাব—জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও অমৃত। বিষয়সম্বন্ধবশতঃ সেই শুদ্ধতা ও অমৃতত্ব অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। যোগাবলম্বনে বিষয়ের আবরণ উন্মুক্ত হয়, জীব নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। হৃদয়নাড়ীর সম্বন্ধে অন্যত্র এইরূপ উক্ত হইয়াছে "দ্বা সপ্ততি সহস্র হিতা নামক নাড়ী সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই নাড়ী দিয়া বিজ্ঞানময় পুরুষ গমন করিয়া সমগ্র দেহে শয়ন করেন (৬১পৃ) এগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম তাই কথিত হইয়াছে এই পুরুষের দেহস্থ হিতা নামক নাড়ীগুলি একটি কেশকে সহস্রধা ভিন্ন করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয় সেইরূপ সূক্ষ্মাকারে দেহে আছে।" (৬৬পৃ) সূক্ষ্মত্ববশতঃ ইহাদের যে সংখ্যা উক্ত হইয়াছে তাহা প্রায় তত বুঝিতে হইবে।

৮। সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্যেহ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে। তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। তএব পুনরাবর্ত্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামাদক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ।

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি॥

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষএব রয়িঃ শুক্লঃ প্রাণস্তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টিং কুর্ব্বন্তীতর ইতরস্মিন্।

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে।

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততোহ বৈ তদ্ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি।

তদ্ যে হ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়া চেতি।

প্র, ১। ৯—১৬।

৮। পুনরাবর্ত্তনীমপুনরাবর্ত্তনীঞ্চ গতিমভিধায় ব্রহ্মণি স্থিতিঃ কথং স্যাত্তদর্শয়তি সংবৎসর ইতি। 'সংবৎসরঃ' 'বৈ' এব 'প্রজাপতিঃ', 'দক্ষিণং চ' 'উত্তরং চ' 'তস্য' 'অয়নে' মার্গৌ ষণ্মাসাত্মকৌ। 'তৎ' তত্র 'চান্দ্রমসম্ এব লোকং তে অভিজয়ন্তে' 'যে পুনঃ'—'তৎ' কর্ম্ম ময়া 'কৃতম্,' অনুষ্ঠিতম্ ইতি কর্ত্তৃত্বাভিমানেন—'ইষ্টাপূর্ত্তে' ইষ্টং চ পূর্ত্তং চ 'উপাসতে' নিয়তম্ অনুতিষ্ঠন্তি। 'তে' পুনঃ এব 'আবর্ত্তন্তে' পার্থিবলোকান্ প্রাপ্নুবন্তি। 'তস্মাৎ' 'এতে' 'ঋষয়ঃ' 'প্রজাকামাঃ' 'দক্ষিণম্' অয়নং 'প্রতিপদ্যন্তে' যান্তি। 'এষ' 'রয়িঃ' দেবানাম্ অন্নভূতঃ চন্দ্রঃ এব 'যঃ পিতৃযাণঃ' দক্ষিণমার্গঃ।

'অথ' 'তপসা', 'ব্রহ্মচর্য্যেণ', 'শ্রদ্ধয়া' 'বিদ্যয়া' 'আত্মানম্' 'অন্বিষ্য' 'উত্তরেণ' মার্গেণ 'আদিত্যম্' 'অভিজয়ন্তে'। 'এতৎ' আদিত্যস্বরূপম্ 'এব' 'প্রাণানাম্' 'আয়তনম্' আশ্রয়ঃ। 'এতৎ' আদিত্যস্বরূপম্ 'এব' 'অমৃতম্' 'অভয়ম্', 'এতৎ' আদিত্যস্বরূপং 'পরায়ণং' পরমাশ্রয়ঃ 'এতস্মাৎ' 'ন পুনঃ' 'আবর্ত্তন্তে'। এষ নিরোধঃ ভ্রমণনিবৃত্তিঃ। তৎ তস্মিন্ অর্থে এষ শ্লোকঃ—

'পঞ্চপাদং'—হেমন্তশিশিরয়োরভেদত্বাৎ একত্বেন—পঞ্চ ঋতবঃ এব পাদাঃ যস্য, 'দ্বাদশাকৃতিং' দ্বাদশমাসাত্মকং, 'দিবঃ' অন্তরীক্ষস্য 'পরে' 'অর্দ্ধে' উত্তরার্দ্ধে 'পুরীষিণম্' উদকবর্ষিণম্ আদিত্যং 'পিতরম্' 'আহুঃ' একে। 'অথ' 'অন্যে' 'ইমে' পুনঃ 'পরে' উর্দ্ধদেশে 'বিচক্ষণং' নিপুণম্ আদিত্যং 'সপ্তচক্রে' সপ্তহয়যুক্তে সংবৎসরচক্রে 'ষড়রে' ষট্ ঋতবঃ এব অরাঃ যস্য তস্মিন্ রথে 'অর্পিতম্ 'ইতি' 'আহুঃ'।

'মাসঃ বৈ প্রজাপতিঃ'—স্বাবয়বত্বাৎ। 'তস্য' মাসস্য 'কৃষ্ণপক্ষঃ এব' 'রয়িঃ' অন্নম্, 'শুক্লঃ পক্ষঃ' 'প্রাণঃ' আদিত্যঃ, 'তস্মাৎ' 'ঋষয়ঃ' ক্রান্তদর্শিনঃ 'শুক্লে' শুক্লপক্ষে 'ইষ্টিং' যাগাদি 'কুর্ব্বন্তি', 'ইতরে' অবিদ্বাংসঃ 'ইতরস্মিন্' কৃষ্ণপক্ষে ইষ্টিং কুর্ব্বন্তি।

'অহোরাত্রং বৈ প্রজাপতিঃ'—সংবৎসরাবয়বভূতত্বাৎ। 'তস্য' 'অহঃ' 'এব' 'রয়িঃ'। 'যে' 'দিবা' 'রত্যা সংযুজ্যন্তে', 'তে এতে' 'প্রাণং' 'প্রস্কন্দন্তি' শোষয়ন্তি আয়ুর্হরত্বাৎ তস্যাঃ। 'রাত্রৌ' 'যৎ' 'রত্যা' 'সংযুজ্যন্তে' 'তৎ ব্রহ্মচর্য্যম্' 'এব'—আয়ুষ্করত্বাৎ যথাবৎ সেবনেন। কথং যথাবৎ সেবনং ভবতি 'বিদ্যাপ্রবৃত্তৌ' তদ্দ্রষ্টব্যম্।

'অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ'—কালপরিপাকত্বাৎ ব্রীহ্যাদেঃ। 'ততঃ' অন্নাৎ 'বৈ' এব হি 'রেতঃ' নৃবীজং, 'তস্মাৎ' রেতসঃ 'ইমাঃ' 'প্রজাঃ' 'প্রজায়ন্তে' উৎপদ্যন্তে 'ইতি'।

'তৎ' তত্র 'যে' 'হ' পুনঃ 'প্রজাপতিব্রতং' যথাবিহিতভার্য্যাগমনরূপং চরন্তি, 'তে' 'মিথুনং' পুত্রং চ পুত্রীং চ 'উৎপাদয়ন্তে'। 'তেষাং' প্রজাপতিব্রতাচরণরতানাম্ 'এব'—কামত আবৃত্তিমত্ত্বাৎ—চান্দ্রমসঃ ব্রহ্মলোকঃ। কীদৃশানাং? 'যেষাং' 'তপঃ' কায়িকবাচিকমানসিকসন্তপনং 'ব্রহ্মচর্য্যং' বিহিতকালে ভার্য্যাসঙ্গমনং, 'যেষাং' 'সত্যম্' অনৃতবর্জ্জনং 'প্রতিষ্ঠিতম্' অব্যভিচারিতয়া বর্ত্তমানম্। অত্র তপশ্চরণপ্রয়োজনবশান্ন সম্যক্‌সিদ্ধরজঃসম্বন্ধপরিহানিরিতি বুধ্যতে, সুতরাং লোকস্যাস্য নারজস্কত্বম্। এবং কথং লোকলোকান্তরভ্রমণোপযোগিব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ? সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ চ।

'যেষাং' 'ন' 'জিহ্মং' ন কৌটিল্যং, 'ন' 'অনৃতং' ন অনৃতবিষয়ানুরক্তিঃ, 'ন' 'মায়া চ' ন মিথ্যাচরণং চ 'তেষাম্' 'অসৌ' আদিত্যোপলক্ষিতঃ—আবৃত্তিপরিশূন্যঃ—'বিরজঃ' মালিন্যবিরহিতঃ 'ব্রহ্মলোকঃ'। পূর্ব্বত্র রজঃসম্বন্ধসত্ত্বাৎ তপশ্চরণস্য প্রয়োজনম্, তেন চ নিমিত্তেন লোকস্য রজস্কত্বম্, অত্র তু বিষয়ানুরক্তিশূন্যত্বাৎ বিরজস্কত্বেনাপরিবৃত্তিমত্ত্বং লোকস্য।

সংবৎসরই প্রজাপতি। তাঁহার দুইটি অয়ন—দক্ষিণ ও উত্তর। তাহাতো করিলাম—এই জ্ঞানে যাহারা ইষ্ট ও পূর্ত্ত অনুষ্ঠান করে, তাহারা চান্দ্রমস লোক জয় করে এবং পুনরাবর্ত্তন করে। সেইজন্য যে সকল ঋষি প্রজাকামনা করেন, তাঁহারা দক্ষিণায়ন-আশ্রয় করেন। এই চন্দ্র দেবগণের অন্ন এবং পিতৃযাণ।

অনন্তর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসযোগে আত্মাকে অনুসন্ধান করত উত্তর মার্গে আদিত্যকে জয় করে। এই আদিত্য প্রাণসকলের আশ্রয়। ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই পরমাশ্রয়, ইঁহা হইতে পুনরাবর্ত্তন করে না। ইহা হইতেই ভ্রমণের নিবৃত্তি হয়। সেই অর্থে এই শ্লোক।

পঞ্চপাদ, দ্বাদশাকৃতি, অন্তরীক্ষোপরি উত্তরার্দ্ধে উদকবর্ষী আদিত্যকে কেহ কেহ পিতা বলেন। অপরে আবার ইনি বিচক্ষণ, ইঁহাকে সপ্তহয়যুক্ত ঊর্দ্ধদেশে সংবৎসর চক্রে ছয়টি অরাযুক্ত রথে অর্পিত বলিয়া থাকেন।

মাসই প্রজাপতি, কৃষ্ণপক্ষই তাঁহার অন্ন, শুক্লপক্ষ তাঁহার প্রাণ। ঋষিগণ তজ্জন্যই শুক্লপক্ষে যাগাদির অনুষ্ঠান করেন। যাহারা ঋষি নহে তাহারা কৃষ্ণপক্ষে যাগাদি করিয়া থাকে।

অহোরাত্রই প্রজাপতি। দিবা তাঁহার প্রাণ, রাত্রি তাঁহার অন্ন। যাহারা দিবাভাগে রত্যর্থ সংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে শোষণ করে। ব্রহ্মচর্য্যই সেইটি যেটি রাত্রিতে রত্যর্থে সংযুক্ত হয়

অন্নই প্রজাপতি, তাঁহা হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়। সেই রেতঃ হইতে এই সকল প্রজা জন্মিয়া থাকে।

ইহাতে যাহারা প্রজাপতিব্রত আচরণ করে, তাহারা পুত্রকন্যা উৎপাদন করে। এ ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই—যাঁহাদিগেতে তপ, ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাঁহাদিগেতে কৌটিল্য, অসত্য ও মায়া নাই তাঁহাদিগেরই বিমল ব্রহ্মলোক।

ভাষ—ছয় ছয়টি মাসে এক একটি অয়ন। বৎসরের দুইটি অয়ন, একটি দক্ষিণায়ন, আর একটি উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়নে ইষ্ট ও পূর্ত্তাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া চন্দ্রলোকে গমন হয়। চন্দ্রলোকে গমন হইলে পুনরাবৃত্তি হয়। যাঁহারা পুনরাবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না তাঁহারা তপ ও ব্রহ্মচর্য্যে শুদ্ধতা ও বিদ্যাযোগে আত্মানুসন্ধান করেন। ইঁহারা আদিত্য-লোকে গমন করেন তাই ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না, অভয়লাভ করেন, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। সূর্য্যের গতিতে এই অয়নের উৎপত্তি। হেমন্ত ও শিশিরকে একটি গণ্য করিয়া লইয়া ছয় ঋতু স্থলে পঞ্চ ঋতু করা হইয়াছে। এই পঞ্চ ঋতু সূর্য্যের পঞ্চপাদ। দ্বাদশ মাসে তাঁহার দ্বাদশ আকৃতি। সূর্য্য যে কালে আকাশের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত সেই কালে জলবর্ষণ হইয়া থাকে, উহা উত্তরায়ণমধ্যবর্ত্তী। তাই উত্তরায়ণকে উদকবর্ষী বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যই সেইটি যিটি রাত্রিতে রত্যর্থ সংযুক্ত হয়—এ অংশের বিশেষ নিয়োগ 'বিদ্যা প্রপূর্ত্তি প্রকরণে' দৃষ্ট হইবে।

এ ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই যাঁহাদিগেতে তপ, ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রজাপতিব্রত পালন করেন, পুত্র কন্যা উৎপাদন করেন, বিহিতকালে ভার্য্যা-গমনই তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রহ্মচর্য্য, কেন না ব্রহ্মের আজ্ঞাপালনে তাঁহাদের ব্রহ্মে বিচরণে কোন বাধা হয় না। ইঁহারা কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্লেশবহন করিয়া তপশ্চরণ করেন, অসত্যের সহিত সংস্রব রাখেন না, সর্ব্বদা সত্যনিষ্ঠ তাই ইঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। ব্রহ্মলোকে লোকলোকান্তরে গতি নিবৃত্ত হয় না।

যাঁহাদিগেতে কৌটিল্য, অসত্য ও মায়া নাই তাঁহাদিগেরই বিমল ব্রহ্মলোক। পূর্ব্বটিতে তপশ্চরণ থাকাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তাহাতে অনির্ম্মলতার যে সকল কারণ আছে, তাহা তপশ্চরণদ্বারা বিমোচিত হয়। সম্যক্ বিমলতাই অপুনরাবর্ত্তী ব্রহ্মলোকে গমনের হেতু।

৯। তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ।

সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ মু ১ (২)। ১১।

ইষ্টাপূর্ত্তনিরতানাং ক্ষয়িষ্ণুগতিমুক্ত্বা (১। ৯) অরণ্যচারিণাং ভিক্ষূণাং গতিরুচ্যতে তপইতি। 'যে' 'হি' বানপ্রস্থনিয়মরতাঃ 'অরণ্যে' বনে 'তপঃশ্রদ্ধে' তপঃ—ভক্ষ্যসংযমাদি আশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধাং চ—অগ্নিহোত্রোৎপন্নাব্বিন্দূন্—'উপবসন্তি' সেবন্তে, যে পুনঃ এবং তপশ্চরণেন 'শান্তাঃ'— উপরতকরণগ্রামাঃ, 'বিদ্বাংসঃ'—ঔপনিষদজ্ঞানসম্পন্নাঃ, 'ভৈক্ষ্যচর্য্যাং' 'চরন্তঃ'—তাপসাদিভ্যঃ প্রাণধারণমাত্রোপযোগি ভৈক্ষ্যম্ আহরন্তঃ 'তে বিরজাঃ' রজঃসংস্পর্শরহিতাঃ বিমলাঃ 'সূর্য্যদ্বারেণ' ব্রহ্মলোকপ্রবেশবর্ত্মনা (১১। ২১) তত্র 'প্রযান্তি' 'যত্র' 'স' 'অব্যয়াত্মা' নিত্যকালস্থায়ী, 'অমৃতঃ' মরণধর্ম্মরহিতঃ 'পুরুষঃ' জগজ্জীবনিয়ন্তা—হিরণ্যগর্ভ ইতি ভাষ্যকারঃ।

যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাচর্য্য আচরণ করত তপ এবং শ্রদ্ধানুষ্ঠানপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করেন শান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বিরজ হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া সেই লোকে গমন করেন, যেখানে সেই নিত্যকালস্থায়ী অমৃত পুরুষ আছেন।

ভাব—জ্ঞানী ব্যক্তি—ঔপনিষদ জ্ঞানসম্পন্ন। ভিক্ষাচর্য্য আচরণ—বনবাসী তাপসগণের নিকট হইতে প্রাণধারণোপযোগী ভৈক্ষ্যসংগ্রহপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রাণযাত্রানির্ব্বাহ।

তপ ও শ্রদ্ধানুষ্ঠান—ভক্ষ্যসংযমাদি আশ্রমবিহিত কর্ম্ম তপ।

শ্রদ্ধা—অগ্নিহোত্র হইতে যে জলবিন্দু উৎপন্ন হয়, সেই জলবিন্দু সেবন—শ্রদ্ধা।

শান্ত—সংযতেন্দ্রিয়।

এস্থলে ইষ্টাপূর্ত্তাদি নিরতগণের ক্ষয়িষ্ণুগতির উল্লেখের পর অরণ্যচারী ও ভিক্ষুগণের গতি উক্ত হইয়াছে।

১০। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥
মু ২ (২)। ৮।

জগজ্জীবনিয়ন্তঃ সান্নিধ্যেন তমেব কারণাত্মনা কার্য্যমাত্রমাত্মত্বভূয়বিদ্যমানং পশ্যতঃ কিং ভবতি তদেবাহ—'তস্মিন্' মনঃপ্রাণাদিষু প্রকাশমানে (৩ ৩ [৭৮পৃ]) 'পরাবরে' পরং কারণম্ অবরং কার্য্যং তদুভয়োরেকস্মিন্নন্তস্তাত্মভূয়মানত্বাদেকাত্মত্বং, সুতরাং—কারণকার্য্যাত্মকে ব্রহ্মণি 'দৃষ্টে' 'হৃদয়গ্রন্থিঃ'—অজ্ঞানজনিতাহংবুদ্ধিঃ অহং কর্ত্তেত্যভিমানঃ—'ভিদ্যতে' বিশীর্য্যতে, সর্ব্বে সংশয়াঃ—আত্মতত্ত্বাদিষু অবিনিশ্চয়াঃ—'ছিদ্যন্তে' ছিন্নাঃ ভবন্তি; 'অস্য' সাধকস্য 'কর্ম্মাণি' বাসনাবিকারজনিতানি ন ক্ষীণব্যাপ্যানি তৎপরিচয়সাধকানি 'ক্ষীয়ন্তে' ক্ষীণানি ভবন্তি।

পরাবর পরব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ভিন্ন হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়, ইহার কর্ম্ম সকল ক্ষয় পায়।

ভাব—পরাবর—পর-কারণ অবর-কার্য্য। 'আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিয়ত কার্য্য

দর্শন করে, কার্য্যের কারণ সাক্ষাদনুভব করিতে সমর্থ হয় না ; ইহা আমরা সকলেই জানি, কার্য্য কারণনিরপেক্ষ কদাপি তিষ্ঠিতে পারে না, কেন না কার্য্যের সত্তা কারণ-সাপেক্ষ। কার্য্যের অন্তরালে নিগূঢ় এই কারণকে যাহাতে সাক্ষাদনুভবগোচর করিতে পারা যায় তজ্জন্য উপনিষদের সমগ্র যত্ন। এই যত্নের সাফল্য তখনই উপস্থিত হয় যখন কার্য্য দেখিতে গিয়া তাহার সঙ্গে নিত্য অনুস্যূত কারণ দৃষ্ট হয়। তত্ত্ববিদ্যার দ্বারা কার্য্য হইতে কারণকে পৃথক্ করিয়া তদ্দর্শন ঔপনিষদরীতি। বৈদান্তিকগণ সাধারণতঃ সেই রীতিই অবলম্বন-করিয়া থাকেন। ভক্তগণ অন্যতর পন্থা অবলম্বন-করেন। তাঁহারা দর্শনাদি ব্যাপার যাঁহা হইতে প্রবৃত্ত হয় তাঁহাকে অগ্রে দেখিয়া তৎপর বিষয় দর্শন করেন। যিনি করান তিনি কারণ, সুতরাং কারয়িতার সাক্ষাদনুভবই কারণের সাক্ষাদ্দর্শন। ইন্দ্রিয়গণকে যিনি কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন, যদ্দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহারা দর্শনশ্রবণাদি করিতেছে, তিনি কারয়িতা বা কারণ এ দর্শন সাক্ষাদ্দর্শন এবং বেদান্তানুমোদিত। তাই বেদান্ত স্বয়ং বলিয়াছেন "বাক্য দ্বারা যাঁহার বিষয় বলা যায় না, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রকাশ পায় তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান" ইত্যাদি। এ সকল কথায় প্রেরয়িতাকে সাক্ষাদনুভবগোচর করা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ভগবানের সাক্ষাদনুভব বিনা চিত্তের সম্যক্ শুদ্ধি হয় না, হৃদয়গ্রন্থি আদি ছিন্ন হইবে কিরূপে ?

১১। সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ মু, ৩ (১)। ৬ ॥

ন হি জাতু মিথ্যাশ্রয়েণ কিন্তু হি সত্যাশ্রয়েণৈব লোকজয়ো ভবতি তদেবাহ সত্যমিতি। 'সত্যম্ এব' 'জয়তে' জয়তি 'ন' 'অনৃতং' মিথ্যা। পুরুষানাশ্রিতয়োঃ কেবলয়োঃ সত্যানৃতয়োঃ ন সম্ভবতো জয়পরাজয়াবিতি সত্যশব্দেন সত্যবাদী অনৃতশব্দেনানৃতবাদীতি ভাষ্যকারনির্বচনেন ন সত্যানৃতয়োর্জয়পরাজয়সাধকত্বং ব্যাহন্যতে, কিন্তু হি পুরুষগতৌ তৌ স্বস্বক্রিয়ামভিব্যঙ্ক্ত ইতি তদ্ভাষ্যাভিপ্রায়ঃ। সতো যদ্ভূতং তদ্ভাবেন তৎ সত্যম্, অতএব সত্যাশ্রয়েণ ব্রহ্মভাবাশ্রয়ঃ, তেন চোক্তবতং সাধকে মহৎ বলম্, যেন বলেন স বিঘ্নরাশীন্ পরাজয়তে, সুতরাং 'সত্যমেব জয়তে' ইতি বদতি শ্রুতিঃ। অনৃতং হ্যসদ্ভাবঃ তেন চ ভবতি বলক্ষয়ঃ বলক্ষয়েণাত্মপরাজয় ইতি তত্ত্বম্। 'সত্যেন' তাদৃশেন 'দেবযানঃ' দেবভাবপ্রাপ্তিসাধনঃ 'পন্থাঃ' 'বিততঃ' বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন প্রবৃত্তঃ। 'যেন' পথা 'হি' 'আপ্তকামাঃ' বিগততৃষ্ণাঃ 'ঋষয়ঃ' দর্শনবন্তঃ তৎপদম্ 'আক্রমন্তি' 'যত্র' 'সত্যস্য নিধানং' প্রবর্ত্তকং 'তৎ' পরং ব্রহ্ম। 'সত্যস্য নিধানম্' ইত্যুক্তিবলাদুক্তঃ সত্যস্যার্থঃ প্রতিপন্নো ভবতি। অতএব চ "যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্" ইত্যাদ্যো ভেদঃ।

সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না। সত্যের দ্বারাই দেবযান-পন্থা বিস্তৃত হইয়াছে। আপ্তকাম ঋষিগণ যে পথে [বিচরণ করিয়া]

সেই স্থান অধিকার করেন যে স্থানে সেই সত্যের পরম নিধান [বিদ্যমান]।

ভাব—ভাষ্যকার সত্য শব্দে সত্যবাদী অসত্য শব্দে অসত্যবাদী অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় খণ্ডিত হইতেছে না, কেন না জয় ও পরাজয় তত্তদ্ব্যক্তির গুণে হয় না সত্য ও অসত্য দ্বারাই হইয়া থাকে। সৎ ব্রহ্ম, সৎ হইতে যাহা উদ্ভূত হয় তাহা সত্য, সুতরাং সত্যাশ্রয় ব্রহ্মভাবাশ্রয়, ব্রহ্মভাবাশ্রয়ে সাধকে মহৎ বল উদ্ভূত হয়, সেই বলে বিঘ্নরাশি সহজে পরাভূত হইয়া থাকে, তাই শ্রুতি বলিতেছেন, 'সতেরই জয় হয়'। অসত্য আশ্রয় করিলে অসদ্ভাবের আশ্রয় হইয়া থাকে। অসদ্ভাবের আশ্রয়ে বলক্ষয় হয়. সুতরাং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সত্য দ্বারা দেবযান পন্থা বিস্তৃত হয়, ইহার অর্থ এই যে দেবভাবপ্রাপ্তির পথ খুলিয়া যায়। এই পথে অবস্থিতিবশতঃ ঋষিগণ আপ্তকাম হন বিগততৃষ্ণ হন, সুতরাং তাঁহাদের অধ্যাত্মচক্ষু খুলিয়া যায়। তাঁহারা সেই স্থান অধিকার করেন যেখানে সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্ম নিত্য স্থিতি করেন।

১২। যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ॥ মু, ৩(১)। ১০।

সত্যাশ্রয়েণোদ্ভূতবলঃ সাধকঃ পাপানি পরাজয়তে, তেন চ ভবতি বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ, বিশুদ্ধান্তঃ-করণে যথাবৎ প্রাপ্যবিষয়াঃ প্রতিভান্তি। সুতরাং তত্তল্লাভঃ সম্ভবতি পরব্রহ্মাভিপ্রায়ানুসারিত্বাৎ তেষাম্। ইমমেবার্থং কথয়তি শ্রুতিঃ যং যমিতি। 'বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ সাধকঃ 'যং যং' 'লোকং' 'মনসা' মননেন সঙ্কল্পেন 'সংবিভাতি'—অন্তর্ভাবিতণ্যন্তাৎ—সংবিভাপয়তি সংবিভাসয়তি প্রকাশীকরোতি, 'যান্ যান্ চ কামান্' 'কাময়তে' অভিলষতি, 'তং তং' 'লোকং' 'তান্ চ' 'কামান্' 'জয়তে' জয়তি আয়ত্তীকরোতি। 'তস্মাৎ' এবম্ভূতম্ 'আত্মজ্ঞং' প্রত্যক্ষীকৃতাত্মপ্রভাবং জনং 'ভূতি-কামঃ' ঐশ্বর্য্যমিচ্ছুঃ 'অর্চ্চয়েৎ' সেবানমস্কারাদিভিঃ অর্হয়েৎ।

বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাধক মনের দ্বারা যে যে লোক ভাবেন, এবং যে সকল অভিলষিত বিষয় অভিলাষ করেন সেই সেই লোক এবং সেই সেই অভিলষিত বিষয় জয়-করেন। অতএব যে ব্যক্তি উন্নতির অভিলাষী সে ব্যক্তি আত্মজ্ঞব্যক্তির সেবা বন্দনা করিবেক।

ভাব—যিনি সত্য আশ্রয়-করিয়া আত্মার বললাভ করিয়াছেন তাঁহার বাসনাজনিত সকল প্রকার বিকল্প অন্তরিত হওয়াতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার চিত্তে সে লোকবাসনা বা সে অভিলাষ উদিত হয় না, যৎপ্রাপ্তির উপযোগিতা তাঁহাতে না জন্মিয়াছে। তাই তিনি এমন লোক ভাবেন না, এমন অভিলাষ করেন না যাহা কখন

তাঁহার হস্তগত না হইবে। ইনি আত্মজ্ঞ ব্যক্তি। যাহারা আত্মোন্নতি চায় তাহাদের তদ্ভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন, তদ্ভাবাপন্ন হইতে গেলেই আত্মজ্ঞব্যক্তির সেবা বন্দনা চাই, তাই উপনিষৎ এখানে ভক্তিসমুচিত সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন।

১৩। স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥
কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥

মু, ৩(২)।১।২।

সকামানাং গতিমুক্ত্বা তদ্বর্জ্জিতানাং গতিমাহ স বেদেতি। 'স' আত্মজ্ঞঃ জনঃ 'এতৎ' অপরোক্ষং ব্রহ্ম 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'ধাম' 'বেদ', 'যত্র' ব্রহ্মণি 'নিহিতম্' অন্তর্ভূয় বর্ত্তমানং 'বিশ্বং' 'শুভ্রং' শুদ্ধং দোষমলবিরহিতং 'ভাতি' প্রকাশতে। কদা স এতৎ জানাতি তদকামানাং গতিকথনেন স্ফোরয়তি—'যে হি' 'অকামাঃ' সন্তঃ 'পুরুষম্'—ভূতিকামরহিতত্বাৎ অনন্তরোক্তং 'পরাৎপরম্'—উপাসতে, 'তে' 'ধীরাঃ' 'এতৎ' 'শুক্রং' জন্মকারণম্, 'অতিবর্ত্তন্তি' অতিবর্ত্তন্তে অতিক্রামন্তি।

'যঃ' 'কামান্' 'কাময়তে' 'স' 'মন্যমানঃ'—কামৈঃ কৃতার্থতেতি—'কামভিঃ' কামৈঃ 'তত্র তত্র'—কামানুরূপেষু লোকেষু—'জায়তে'। পর্য্যাপ্তকামস্য সুতরাং 'কৃতাত্মনঃ' কৃতকৃত্যস্য, 'ইহ' ইহলোকে 'এব' 'সর্ব্বে' কামাঃ' 'প্রবিলীয়ন্তে' তিরোভবন্তি।

তিনি এই পরম ব্রহ্মধাম জানেন, যে ব্রহ্মধাম দোষমলবিরহিত শুদ্ধ প্রতিভাত হয়। যে সকল ধীর ব্যক্তি অকাম হইয়া পরম পুরুষের উপাসনা করেন তাঁহারা জন্মের কারণ অতিক্রম করেন।

কামনাতেই কৃতার্থতা মনে করিয়া যে ব্যক্তি বিবিধ কামনা করে, সে ব্যক্তি কামনাসহকারে সেই সেই লোকে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পর্য্যাপ্তকাম হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে তাহার ইহলোকেই সমুদায় কামনা বিলীন হইয়া যায়।

ভাব—ঐশ্বর্য্যকামনাবিরহিত হওয়াতে কামনাশূন্য ব্যক্তিগণ পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়, এই যে পরে বলা হইয়াছে তাহার সহিত এ শ্লোকের সম্বন্ধ।

১৪। গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥
স যোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥

মু, ৩ (২)। ৭—৯।

কিমিদং স্বস্বকারণাতিক্রমণং তদাহ গতাইতি যথা ইতি। 'প্রাণাদ্যাঃ' 'পঞ্চদশ' 'কলাঃ' (৫।৭) প্রতিষ্ঠাঃ—কর্ম্ম—গতাঃ স্বকারণে বিলয়ং প্রাপ্তাঃ, 'দেবাশ্চ' চক্ষুরাদিকরণস্থাঃ 'প্রতিদেবতাসু' আদিত্যাদিষু গতাঃ; 'কর্ম্মাণি' "ঈশাবাস্যম্" ইতি বিধানেনানুষ্ঠিতানি, 'বিজ্ঞানময়ঃ' 'আত্মা' জীবঃ 'সর্ব্বে' এতে 'অব্যয়ে' অনন্তে 'পরে' ব্রহ্মণি 'একীভবন্তি' একত্বমাপদ্যন্তে।

'যথা' 'স্যন্দমানাঃ' গচ্ছন্ত্যঃ 'নদ্যঃ' 'নামরূপে' গঙ্গাদি নাম প্রাশস্ত্যাদিজনিতং রূপং চ 'বিহায়' পরিত্যজ্য 'সমুদ্রে' 'অস্তং গচ্ছন্তি' বিলয়ং প্রাপ্নুবন্তি. 'তথা' 'বিদ্বান্' 'নামরূপাৎ' 'বিমুক্তঃ' স্বরূপমাত্রাবশেষঃ 'পরাৎপরং' পরাৎ কারণাৎ তদ্রূপেণাভিব্যক্তাৎ পরং তদতীতং তুরীয়ং 'দিব্যং' বিষয়গন্ধশূন্যং স্বপ্রকাশং 'পুরুষং' শান্তং শিবম্ 'উপৈতি' উপগচ্ছতি।

স য ইতি। 'স যঃ' 'হ' পুনঃ 'তৎ' 'পরমং' 'ব্রহ্ম' 'বেদ' 'ব্রহ্ম এব ভবতি'—ভেদকরবিষয়াভাবাৎ তেনৈকতামাপ্নোতি। 'অস্য' 'কুলে' 'ন' 'অব্রহ্মবিৎ' 'ভবতি'। অসৌ 'শোকং' 'তরতি', 'পাপ্মানং' তরতি, 'গুহাগ্রন্থিভ্যঃ' হৃদয়গ্রন্থিভ্যঃ 'বিমুক্তঃ' সন্ 'অমৃতঃ' অমরণধর্ম্মা 'ভবতি'।

যাহার প্রাণাদি পঞ্চদশকলা (৫।৭) স্বকারণে বিলীন হইয়াছে, চক্ষুরাদিস্থ দেবগণ আদিত্যাদি দেবগণে মিশিয়াছে, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল, বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব), এবং সকলই অব্যয় পরব্রহ্মে একত্ব লাভ করিয়াছে।

নদীসকল বহমান হইয়া যেমন নামরূপ পরিহারপূর্ব্বক সমুদ্রে অস্ত-

গমন করে, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি সেই পরম ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মসহ এক হয়, ইহার কুলে কেহ অব্রহ্মবিৎ হয় না। এ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়, হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়।

ভাব—ভোক্তা জীব—দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন, এ তিনের সমষ্টি। দেহ যখন ধ্বংস হয় তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং যে সকল ভূতের সহায়তায় ক্রিয়াশীল ছিল, সে সকলের সহিত একত্বলাভ করে আর তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না একথা বলিয়া মনের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মানুসারে বিবিধ গতিপ্রাপ্ত জীবের সর্ব্বসহকারে পরব্রহ্মে একত্বপ্রাপ্তির কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। এই একত্বপ্রাপ্তিতে ভূতাদি সকলের বিনাশপ্রাপ্তি হয়, অথবা একীভূত হইয়া অপৃথক্‌ভাবে স্থিতি হয় ইহাই এখানে জিজ্ঞাস্য। শ্রুতি যখন স্পষ্টভাষায় অপৃথক্‌ভাবে স্থিতি বলিতেছেন তখন তাহাই আদরের সহিত গ্রহণীয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য অধ্যায়প্রপূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইবে।

১৫। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তৈ ২। ৭।

রসস্বরূপে পরব্রহ্মণ্যেকত্বেনাবস্থিতো ভয়শূন্যো ভবতি সাধকঃ অতো নাণুমাত্রমপি ভেদং স সহতে। ভেদদর্শিনস্তু ব্রহ্মৈব ভয়কারণমিত্যাহ যদেতি। 'যদা' 'হি' 'এব' 'এষ' সাধকঃ 'এতস্মিন্' (৪। ১২) রসস্বরূপে—কিম্ভূতে?—'অদৃশ্যে' দৃগগোচরে, 'অনাত্ম্যে' অশরীরে, 'অনিরুক্তে' অনির্ব্বচনীয়ে, 'অনিলয়নে' অনাধারে—'অভয়ং' যথা স্যাৎ তথা 'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিং 'বিন্দতে' লভতে, 'অথ' 'স' 'অভয়ং' 'গতঃ' প্রাপ্তঃ 'ভবতি'। 'যদা' 'হি' 'এব' 'এষ' সাধকঃ 'এতস্মিন্' পরব্রহ্মণি 'উদরম্' অল্পম্ অপি 'অন্তরং' ভেদং 'কুরুতে,' 'অথ' ভেদকরণান্তরং 'তস্য' সাধকস্য 'ভয়ং' ভবতি। অতএব 'অমন্বানস্য' একত্বমননহীনস্য 'বিদুষঃ' বেদান্তানুশীলনপরস্য 'তৎ' ব্রহ্ম 'এব' 'তু' ভয়ং ভয়কারণম্, ভয়বশাদেব স ধর্ম্মে প্রবর্ত্তেত ন স্বচ্ছন্দরাগাৎ যথা বাতাদয়ঃ (২। ৯)।

যখন এ ব্যক্তি অদৃশ্য, অশরীর, অনির্ব্বচনীয়, অনাধার রসস্বরূপে ভয়শূন্য হইয়া স্থিতি লাভ করে, তখন সে ব্যক্তি অভয়লাভ করে। যখনই এ ব্যক্তি ইঁহাতে অল্পমাত্রও পার্থক্য দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মমননশীল নহে ব্রহ্মই তাহার ভয়ের কারণ।

ভাব—রসস্বরূপ পরমদেব শরীরহীন, বচনীয় নহেন, নিরবলম্ব, তাঁহাতে স্থিতি লাভ

করিয়া সাধক ভয়শূন্য হন। এ স্থিতিতে জীব ও ঈশ্বর এ উভয়ের মধ্যে অণুমাত্র বিচ্ছেদ থাকে না, তাই কিঞ্চিন্মাত্র বিচ্ছেদানুভব হইলেও সাধকে ভয় উপস্থিত হয়। এরূপ ভয়ের কারণ অবশ্য অপরাধ, কেন না অপরাধ বিনা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আর কোন কারণ নাই। যাহারা ব্রহ্মমননশীল নহে, তাহারা পাপে অবস্থিতি করে, তাই শাস্তা পরমদেব তাহাদের ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন।

১৬। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবং বিৎ। অস্মাঁল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। তংহ বাব ন তপতি। কিমহংসাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স এবং বিদ্বানেতে আত্মানংস্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানংস্পৃণুতে য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। তৈ, ২। ৮। ৯।

রসস্বরূপোঽয়ং সর্ব্বগতঃ। সর্ব্বস্মিন্ দৃষ্টেঽপি তস্মিন্ন যদি তত্ত্বৈকত্বং বিস্মরতি সাধকস্তদা চরাচরেষু পশ্যন্নপি তং সাক্ষাৎসম্বন্ধেন জানাতি, ভবতি চ কৃতার্থ ইত্যাহ স য ইতি। 'স' যোঽয়ং রসস্বরূপঃ 'পুরুষে' জীবে, 'যঃ চ অসৌ' রসস্বরূপঃ 'আদিত্যে'—আদিত্যইত্যুপলক্ষণং চরাচরে—'স' 'একঃ' অখণ্ডঃ। 'স যঃ' সাধকঃ 'এবং বিৎ' অখণ্ডজ্ঞানসম্পন্নঃ 'অস্মাৎ' 'লোকাৎ' 'প্রেত্য' 'এতং' পূর্ব্বোক্তম্ 'অন্নময়ং' চরাচরমাত্মন্যন্তর্ভূয় বিদ্যমানং—'আত্মানং' পরমাত্মানম্ 'উপসংক্রামতি' প্রবিশতি—তদাপি চরাচরেণ সম্বন্ধস্য বিদ্যমানত্বাৎ সচরাচরমেব—'এতং' পূর্ব্বোক্তং 'প্রাণময়ং' চরাচরোদ্ভাবকে সূক্ষ্ম-জগতি তদন্তর্ভূয় বিদ্যমানম্ 'আত্মানং' পরমাত্মানং 'উপসংক্রামতি'; 'এতং' পূর্ব্বোক্তং 'মনোময়ং' মানসরাজ্যে তদন্তর্ভূয় বিদ্যমানম্ 'আত্মানং' পরমাত্মানম্ 'উপসংক্রামতি'; 'এতং' পূর্ব্বোক্তং 'বিজ্ঞানময়ং' জীবাত্মজগতি তদন্তর্ভূয় বিদ্যমানম্ 'আত্মানং' পরমাত্মানং 'উপসংক্রামতি'; 'এতং' পূর্ব্বোক্তম্ 'আনন্দময়ং' প্রাচুর্য্যেণানুভূয়মানম্ আনন্দস্বরূপম্ 'আত্মানং' পরমাত্মানম্ উপসংক্রামতি। তৎ তস্মিন্ এব অর্থে এষ শ্লোকঃ ভবতি।

যতইতি। ব্যাখ্যাতং পূর্ব্বম্ (৩। ৭৫পৃ)। তত্র মনউপাধৌ প্রকাশমানস্য ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শজন্য-সুখমত্র তু সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণ আনন্দসংস্পর্শইতি বিশেষঃ। অহং সাধু ন অকরবং কিম্? অহং পাপম্ অকরবং কিম্? ইতি ভূতকালসম্পর্কীয়কর্ত্তব্যাকরণাকর্ত্তব্যকরণবিষয়কাত্মজিজ্ঞাসা তম্ আনন্দলোক-গতং সাধকং ন পুনঃ তপতি সন্তপ্তং করোতি। কথং ন তপতি? স যঃ এতে অতীতকর্ত্তব্যাকরণা-কর্ত্তব্যকরণে এবমানন্দমগ্নাবস্থায়াম্ অসন্তাপকে ইতি বিদ্বান্ আত্মানং স্পৃণুতে পালয়তি ততো রক্ষতি—পতনে পুনরানন্দস্য বিচ্ছেদঃ স্যাদিতি জ্ঞানাৎ। উভে হি এষ এতে পূর্ব্বকৃতকর্ত্তব্যাকরণাকর্ত্তব্য-

করণে চ এবং কেন—ব্রহ্মণি বসতো ন তাভ্যাং সন্তাপঃ সংস্পর্শো বা ইতি—স এব আত্মানং স্পৃণুতে রক্ষতি—পাপাদিহলোকেভ্যঃইতি শেষঃ। ইতি উপনিষৎ ব্রহ্মানন্দরহস্যম্।

যিনি এই পুরুষে, যিনি এই আদিত্যে তিনি এক। যিনি এরূপ জানেন তিনি এ লোক হইতে গমন করিয়া এই অন্নময় আত্মায় প্রবিষ্ট হন, এই প্রাণময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হন, এই মনোময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হন, এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হন, এই আনন্দময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হন। সেই অর্থে এই শ্লোক;—

মনসহকারে যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মের সেই আনন্দস্বরূপকে জানিয়া সাধক কিছুতেই ভীত হন না। আমি কি সাধু কার্য্য করি নাই, আমি কি পাপ করিয়াছি [এ বিতর্ক] তাঁহাকে তাপ দেয় না, তাই তিনি এরূপ জানিয়া আত্মাকে রক্ষা করেন। পূর্ব্বকৃত কর্ত্তব্যকরণ কর্ত্তব্য অকরণ তৎসম্বন্ধে যিনি এরূপ জানেন তিনি আত্মাকে [পাপ হইতে] রক্ষা করেন। এইটি উপনিষৎ।

ভাব—রসস্বরূপ পরমদেব সর্ব্বগত। তিনি জীবে ও জগতে সর্ব্বদা এক হইয়া স্থিতি করিতেছেন। জীব ও জগতে অখণ্ডভাবে অবস্থিত রসস্বরূপের জ্ঞানলাভানন্তর সাধক যখন তাঁহা হইতে উৎক্রমণ করেন তখন প্রথমতঃ অন্নময়ে অর্থাৎ চরাচর সমুদায়কে যিনি আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান তাঁহাতে প্রবেশ করেন। তৎপর প্রাণময়ে অর্থাৎ চরাচরের উদ্ভাবক সৃষ্টজগতে, তৎপর মনোময়ে অর্থাৎ মানসজগতে, তৎপর বিজ্ঞানময়ে অর্থাৎ জীবজগতে, তদনন্তর আনন্দময়ে অর্থাৎ আনন্দঘন পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। আনন্দঘন পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলে সাধকের সকল-তাপনিবৃত্তি হয়। আনন্দবাদিগণের পাপবোধ থাকে না, লোকের যে এই সংস্কার জন্মিয়াছে তাহার মূল এই শ্রুতির প্রকৃতার্থ পরিগ্রহ না করা। শ্রুতিতে অতীতকালের ব্যবহার কেন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগ না দিলে এরূপ ভ্রম হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। 'আমি কি সাধু কর্ম্ম করি নাই, আমি কি পাপ করিয়াছি' এই বিতর্ক স্থলে অতীত কালের প্রয়োগ কেন হইল, ইহার বিচার করিলে সহজে এই বুঝায় যে, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান না করা, এবং পাপ করা, এই দুইটি সন্তাপের হেতু। সাধক যখন আনন্দে মগ্ন হন, তখন তাঁহাতে সন্তাপের কোন কারণ থাকে না। কেন না ঈশ্বরে নিমগ্ন ব্যক্তির সাধু কার্য্য না করা বা পাপকার্য্য করা অসম্ভব। নিমগ্নাবস্থার পূর্ব্বে তাদৃশ সন্তাপের কারণ ঘটিয়াছিল কি না এরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া আর তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত হয় না, কেন না তখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন অনিমগ্নাবস্থা অন্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ সন্তাপের কারণও

বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন তাঁহার এই যত্ন যে জীবনে আর কখন অনিমগ্নাবস্থা উপস্থিত না হয়, নিরন্তর এই যত্ন থাকাতেই তিনি অণুমাত্র বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না।

১৭। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী ভবতি কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা৩বু হা৩বু হা৩বু। অহমন্নম১ অহমন্নম১ অহমন্নম্। অহমন্নাদো২হমন্নাদো২হমন্নাদঃ। অহংশ্লোককৃদহংশ্লোককৃদহংশ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা৩স্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না৩ভায়ি। যো মা দদাতি সইদেব মা৩বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা৩দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা৩ম্। সুবর্ণজ্যো৩তীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। তৈ ৩। ১০।

১৭। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (৪। ১১) ইত্যেতদ্বিবৃণোতি স য ইতি। স যশ্চায়মিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। আনন্দময়মুপসংক্রম্য 'কামান্নী'—কামতোঽন্নমস্যেতি কামান্নী, 'কামরূপী'—কামতো রূপাণ্যস্যেতি কামরূপী 'ইমান্' ভূরাদীন্ লোকান্ 'অনুসঞ্চরন্' বিচরন্ 'এতৎ' 'সাম' 'গায়ন্' 'আস্তে'—'হাবু হাবু হাবু' অহো অহো অহো—'অহম্ অন্নম্, অহম্ অন্নম্'—ন মদ্ব্যতিরিক্তং ভোগ্যং কিমপ্যস্তি বিষয়স্ফূর্ত্তেঃ শূর্ব্বরূপত্বাৎ; 'অহম্' 'অন্নাদঃ', 'অহম্ অন্নাদঃ', 'অহম্ অন্নাদঃ'—ন মদ্ব্যতিরিক্তো ভোক্তাপি কশ্চিদস্তি পরার্থ্যপ্রকৃতিত্বাৎ; 'অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ'—শ্লোকৃ সংঘাতে—সংঘাতকৃৎ—দেহাদিসংঘাতকারণম্; 'অহম্ ঋতস্য' সত্যস্য মূর্ত্তামূর্ত্তস্যাস্য জগতঃ 'প্রথমজঃ' হিরণ্যগর্ভঃ, 'দেবেভ্যঃ পূর্ব্বম্', 'অমৃতস্য'—"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (৩। ১১) ইতি অমৃতস্য পরব্রহ্মণঃ 'নাভিঃ'—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (১২। ৩) ইতি—মধ্যদেশঃ অভিব্যক্তিস্থানম্। যঃ 'মা' মাং—দরিদ্রেরেকত্বপ্রাপ্তং—'দদাতি' প্রযচ্ছতি, স 'ইৎ' ইত্থম্ এব মাম্ 'আবাঃ' অবতি—দরিদ্ররক্ষণেন মদ্রক্ষণং ভবতি, "আবা ইতি লোণ্‌-মধ্যপুরুষৈকবচনং পৌনঃপুন্যেস্তেত্যেবং সর্ব্বব্যাখ্যানেষু নিপাত্যত ইত্যবতীতি ব্যাখ্যাতম্" ইতি টীকাকৃৎ। দরিদ্রেভ্যঃ পুনরদত্ত্বা ভোজনে—'মাং' মৎস্বরূপম্ অন্নম্ 'অদন্তং' জনম্ অহম্ অন্নস্বরূপম্ 'অদ্মি' ভোজয়ামি নাশয়ামি রূপান্তরতাং প্রাপয়ামি। কথমেবং ভবতি? 'অহং বিশ্বং ভুবনম্' 'অভিভবাম্' অভিভবামি—সর্ব্বং মদ্বশে ইতি হেতোঃ। কেবলং নাভিভবামি কিন্তু হি—'সুবর্ণজ্যোতিঃ'—সুবঃ সূর্য্যঃ ন ইব সূর্য্য ইব জ্যোতিঃ প্রকাশঃ অহম্—অভিভবনমেব পুনঃপ্রকাশকারণম্। অন্নানন্দস্বরূপৈণৈকত্বাৎ সৃষ্ট্যাদৌ জীবে যদ্যদাসীৎ সামর্থ্যং স্রষ্টৃত্বব্যতিরিক্ত তত্তদেব সর্ব্বাত্মতাপ্রাপ্তে সাধকে সমুদেতীতি—"য এবং বেদ" ইত্যুপসংহারবচনেন দর্শয়তি—'যঃ এবংবেদ' স তাদৃক্ ফলং লভতে ইতি 'উপনিষৎ' রহস্যম্।

যিনি এই পুরুষে তিনি এই আদিত্যে, তিনি এক। যিনি এরূপ জানেন তিনি এ লোক হইতে গমন করিয়া এই অন্নময় আত্মায় প্রবিষ্ট হইয়া, এই মনোময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এই আনন্দময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এই সকল লোকে কামান্নী কামরূপী হইয়া বিচরণপূর্ব্বক এই সাম গান করিতে থাকেন— অহো অহো অহো, আমি অন্ন আমি অন্ন আমি অন্ন, আমি অন্নভোক্তা আমি অন্নভোক্তা আমি অন্নভোক্তা, আমি সংঘাতের কারণ আমি সংঘাতের কারণ আমি সংঘাতের কারণ, আমি সত্যের প্রথমজ, দেবতাগণের আদি, আমি অমৃতের নাভি, যে আমাকে দেয়, সেই আমাকে রক্ষা করে, আমি অন্ন, অন্নভোজনকারীকে ভোজন করি। আমি বিশ্বকে অভিভব করি। আমি সুবর্ণজ্যোতি। যে ব্যক্তি এরূপ জানে [সেই এইরূপ হয়]। এইটী উপনিষৎ।

ভাব—আনন্দে প্রবিষ্ট জীব সম্পন্ন হয়। সম্পন্ন হইয়া সে আদি জীব সহ এক হইয়া পরব্রহ্ম সহ সকল ভোগের বিষয় ভোগ করে। এই একাত্মতা কি তাহাই এখানে সাম গানে বিবৃত হইয়াছে। জীব ভোক্তা, অন্ন ভোগ্য। সৃষ্টিবিকাশলাভ করিবার পূর্ব্বে ভোগ্য বিষয় এবং ভোক্তা অবিভক্ত ভাবে স্থিতি করে। পরব্রহ্ম জীবসহকারে অন্নাদিতে প্রবেশপূর্ব্বক নামরূপ ব্যক্ত করিলে তবে তাহাদের বিভক্তাবস্থা উপস্থিত হয়। যখন বিষয় ও বিষয়ীর এরূপ বিভাগ হয় নাই, তখনকার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সামগানে উল্লিখিত হইয়াছে—আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন, বিভক্তাবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—আমি অন্নভোক্তা, অন্নভোক্তা, অন্নভোক্তা। জীবের অনুপ্রবেশে দেহাদি সংঘাত উপস্থিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—আমি সংঘাতের কারণ, আমি সংঘাতের কারণ, আমি সংঘাতের কারণ। মূর্ত্তামূর্ত্ত সমুদায় জগৎ সত্য—সেই সত্য জগতের প্রথমজ—হিরণ্যগর্ভ তিনি, সুতরাং বসু প্রভৃতি সকল দেবগণের তিনি আদি। অমৃতের নাভি—সকলের অভিব্যক্তিস্থান পরব্রহ্মের মধ্যদেশ। যে আমাকে দেয়—এই সম্পন্নশীল আপনাকে দরিদ্রগণের সহিত এক করিয়া বলিতেছেন, যে আমাকে দেয় সেই আমাকে রক্ষা করে। আমি অন্ন, অন্নভোজনকারীকে ভোজন করি—অন্নরস দ্বারা তাহার রূপান্তরতা সাধন করি। আমি বিশ্বকে অভিভব করি—আত্মবশে স্থাপন করি। সুবর্ণ জ্যোতি—কেবল রূপান্তরতা সাধন করিয়া আত্মবশে স্থাপন করি তাহা নহে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ করি। আনন্দস্বরূপের সহিত একত্বে স্রষ্টৃত্বব্যতীত জীবে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সকল সামর্থ্য ছিল সেই সকল সামর্থ্য প্রকাশ পায়।

১৮। স এতেন প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ। ঐ ৫। ৪। ৩।

ন হি জীবো জাতুচিৎ পরাত্মনানালিঙ্গিতস্তিষ্ঠতীহ পরত্র বানেন তস্য কৃতার্থতা। অতআহ—'স' শারীর আত্মা (৩। ৫ [৫৯পৃ]) বামদেবো বা 'এতেন' 'প্রাজ্ঞেন' 'আত্মনা' জীবপরিষক্ত্বা 'অস্মাৎ' 'লোকাৎ' 'উৎক্রম্য' 'অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে' 'সর্ব্বান্ কামান্' 'আপ্ত্বা' প্রাপ্য 'অমৃতঃ' ব্রহ্মসম্পন্নঃ 'সমভবৎ'। যথা বামদেবস্তাভবৎ তথা ব্রহ্মবিদোঽন্যস্যাপি।

সেই শারীর আত্মা এই প্রাজ্ঞআত্মাদ্বারা [আলিঙ্গিত হইয়া] এলোক হইতে উৎক্রমণ পূর্ব্বক সমুদায় কামনার বিষয় লাভ করত অমৃত হয় অমৃত হয়।

ভাব—জীব নিরবচ্ছিন্ন পরমাত্মাকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া স্থিতি করে। পরলোকে গমনকালে সেইরূপ অবস্থাতেই প্রস্থান করে।

১৯। ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যরূঢ়ংং সাম গীয়তে ইয়মেব সাঽগ্নিরমস্তৎ সাম।

অন্তরিক্ষমেবর্গ্বায়ুঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম গীয়তেঽন্তরিক্ষমেব সা বায়ুরমস্তঃ সাম।

দ্যৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম গীয়তে দ্যৌরেব সাঽঽদিত্যোঽমস্তৎ সাম।

নক্ষত্রাণ্যেবর্ক্ চন্দ্রমাঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমা অমস্তঃ সাম।

অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ংং সাম গীয়তে।

অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সামাথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।

তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্। ১—৮।

অথাধ্যাত্মং বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে বাগেব সা প্রাণোঽমস্তৎ সাম।

চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। চক্ষুরেব সাঽঽত্মামস্তৎ সাম।

শ্রোত্রমেবর্ঙ্মনঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। শ্রোত্রমেব সা মনোঽমস্তৎ সাম।

অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে অথ যদেবৈতদক্ষ্ণঃ ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সাম।

অথ যএষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্যজুস্তদ্ব্রহ্ম তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম।

স এষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চেতি তদ্য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ।

অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্যুভৌ স গায়তি সোঽমুনৈব স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি দেবকামাংশ্চ।

অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ তস্মাদু হৈবংবিদুদ্গাতা ব্রূয়াৎ।

কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামাগানস্যেষ্টে য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি। ১—৯। ছা, ১।৩।৬।৭।

বিদ্যাবল্ল্যামুদ্গীথোপাসনা সামোপাসনা চ বিহিতা। তদ্দ্রূপমত্রোপক্রম্য তজ্জনিতগতিরত্রোচ্যতে ইয়মিতি। 'ইয়ং' 'পৃথিবী' এব 'ঋক্', 'অগ্নিঃ সাম'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' অগ্ন্যাখ্যং সাম 'এতস্যাং' পৃথিব্যাম্ 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ম্' উপরিভাবেন স্থিতম্। 'তস্মাৎ' 'সামগৈঃ' ঋচি 'অধ্যূঢ়ং' 'সাম' 'গীয়তে।' 'ইয়ং' পৃথিবী 'সা' 'অগ্নিঃ' 'অমঃ' 'তৎ' তস্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম'।

'অন্তরিক্ষম্ এব' 'ঋক্' 'বায়ুঃ' 'সাম,' 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' বায়্বাখ্যং সাম 'এতস্যাম্' অন্তরিক্ষ-

খ্যায়াম্ 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ম্'। 'তস্মাৎ' 'সামগৈঃ' ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে'। 'অন্তরিক্ষম্' এব 'সা' 'বায়ুঃ অমঃ', 'তৎ' তস্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম'।

'দ্যৌঃ এব ঋক্' 'আদিত্যঃ সাম'। 'তস্মাৎ' 'এতৎ' আদিত্যাখ্যং সাম 'এতস্যাং' দিবি 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ম্'। 'তস্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ং' 'সাম' 'গীয়তে'। 'দ্যৌঃ' 'এব' 'সা' 'আদিত্যঃ অমঃ', 'তৎ' তস্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম'।

'নক্ষত্রাণি এব ঋক্' 'চন্দ্রমাঃ' 'সাম', 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' চন্দ্রম আখ্যং 'সাম' 'এতস্যাং' নক্ষত্রাখ্যায়াম্ 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ং' 'সাম' 'গীয়তে'। 'নক্ষত্রাণি এব সা' 'চন্দ্রমাঃ অমঃ', 'তৎ' তস্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম'।

'অথ যৎ এতৎ আদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ' 'সা এব ঋক্', 'অথ যৎ নীলং পরঃকৃষ্ণং' পরোঽতিশয়েন কার্ষ্ণ্যং—যদৌ দৃষ্টেরেকাগ্রসমাধানেঽনুভূয়মানং—'তৎ সাম'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' কার্ষ্ণ্যাখ্যং সাম 'এতস্যাং' শুক্লদীপ্ত্যাম 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ম'। 'তস্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'ঋচি অধ্যূঢ়ং' 'সাম' 'গীয়তে'।

'অথ যৎ এব এতৎ আদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ' সা এব 'সা', 'অথ যৎ নীলং পরঃকৃষ্ণং' 'তৎ অমঃ', 'তৎ' তস্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম'।

অথ য এব অন্তরাদিত্যে—ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ (৩।৭)। ইতি অধিদৈবতম্।

'অথ অধ্যাত্মম্'। 'বাক্ এব ঋক্' 'প্রাণঃ সাম'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' প্রাণাখ্যং সাম 'এতস্যাং' 'বাচি ঋচি অধ্যূঢ়ম্'। 'তস্মাৎ' 'সামগৈঃ' ঋচি অধ্যূঢ়ং' 'সাম' 'গীয়তে'। 'বাক্ এব' 'সা' 'প্রাণঃ অমঃ', 'তৎ' তস্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম'।

'চক্ষুঃ এব ঋক্', আত্মা চক্ষুষি স্থিতঃ ছায়াত্মা 'সাম'। তৎ তস্মাৎ এতৎ আত্মাখ্যং সাম এতস্যাং চক্ষুরাখ্যায়াম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্। তস্মাৎ সামগৈঃ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। 'চক্ষুঃ' 'এব' 'সা' 'আত্মা' 'অমঃ' 'তৎ' তস্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম'।

'শ্রোত্রম্ এব ঋক্' 'মনঃ সাম'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' মনআখ্যং 'সাম' 'এতস্যাং' শ্রোত্রাখ্যায়াম্ 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ম্'। 'তস্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে'। 'শ্রোত্রম্ এব' 'সা' 'মনঃ' 'অমঃ'। 'তৎ' তস্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম'।

'অথ যৎ এতৎ' 'অক্ষ্ণঃ' চক্ষুষঃ 'শুক্লং ভাঃ' 'সা এব ঋক্', 'অথ যৎ নীলং পরঃ কৃষ্ণঃ' 'তৎ সাম'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' কার্ষ্ণ্যাখ্যং সাম 'এতস্যাং' শুক্লদীপ্ত্যাম্ 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ম্'। 'তস্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ং' 'সাম' 'গীয়তে'। 'অথ যৎ এব এতৎ অক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ' 'সা' এব 'সা', 'অথ যৎ নীলং পরঃ কৃষ্ণং' তৎ 'অমঃ'। 'তৎ' তস্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম'।

অথ যএষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষঃ ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ (৩।৮)।

'অথ যঃ' 'এতৎ' 'এবং বিদ্বান্' 'সাম' 'গায়তি', 'উভৌ'—চাক্ষুষম্ আদিত্যং চ—'স' 'গায়তি'। স 'অমুনা' আদিত্যপুরুষেণ এব 'যে চ' 'অমুষ্মাৎ' 'আদিত্যাৎ' 'পরাঞ্চঃ' উর্দ্ধস্থাঃ লোকাঃ 'তান্' লোকান্ চ 'দেবকামান্'—স এব 'আপ্নোতি'।

'অথ' 'অনেন' এব চাক্ষুষপুরুষেণ 'যে চ' 'এতস্মাৎ' আদিত্যাৎ 'অর্বাঞ্চঃ' অর্বাগ্‌গতাঃ অধঃস্থাঃ লোকাঃ 'তান' লোকান্ 'মনুষ্যকামান্' চ 'আপ্নোতি'। 'তস্মাৎ' কারণাৎ পুনঃ 'উদ্গাতা' 'এবং ব্রূয়াৎ'—

'হে যজমান, 'তে' তব 'কং কামং' দৈবং মানুষং বা 'আগায়ানি' ইতি। 'হি' যস্মাৎ 'য এতৎ এবং

বিদ্বান্' 'সাম' 'গায়তি', স 'এব' উদ্গাতা 'কামাগানস্য' উদ্গানেন 'ইষ্টে' সমর্থঃ কামং সম্পাদয়িতুম্। সাম গায়তি সাম গায়তি ইতি দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা।

এই পৃথিবীই ঋক্ অগ্নি সাম, তাই অগ্ন্যাখ্য সাম ঋকে উপরিভাবে স্থিত। তজ্জন্যই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত সামগান করিয়া থাকেন। এই পৃথিবী সা অগ্নি অম, তাই [এই উভয় যোগে] সাম।

এই অন্তরীক্ষই ঋক্ বায়ু সাম, তাই বায়ু আখ্য সাম ঋকে উপরিভাবে স্থিত, তজ্জন্যই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম গান করিয়া থাকেন। অন্তরীক্ষ সা, বায়ু অম, তাই [এই উভয়যোগে] সাম।

এই দ্যুলোকই ঋক্ আদিত্য সাম, তাই আদিত্যাখ্য সাম ঋকে উপরিভাবে স্থিত। তজ্জন্যই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম গান করিয়া থাকেন। দ্যুলোক সা, আদিত্য অম, তাই [এই উভয় যোগে] সাম।

নক্ষত্র সকল ঋক্ চন্দ্রমা সাম। তাই চন্দ্রমা আখ্য সাম ঋকে উপরিভাবে স্থিত। তজ্জন্যই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম গান করিয়া থাকেন। নক্ষত্র সকল সা, চন্দ্রমা অম, তাই [এই উভয় যোগে] সাম।

অনন্তর এই যে আদিত্যের শুক্লদীপ্তি সেই ঋক্, অনন্তর এই যে নীল অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ তাই সাম, তজ্জন্যই সামগগণ এই শুক্লদীপ্তিরূপ ঋকে উপরিভাবে স্থিত এই কৃষ্ণবর্ণাখ্য সাম গান করিয়া থাকেন। এই যে আদিত্যের শুক্লদীপ্তি তাই সা, এই যে নীল অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ তাই অম, তাই [এই উভয় যোগে] সাম। এই যে আদিত্যমধ্যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন ইনি হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্য কেশ, আনখাগ্র নিখিল সুবর্ণ, কপির উপবেশনাঙ্গ সদৃশ লোহিত পদ্মের মত তাঁহার দুই চক্ষু তাঁহার নাম উৎ। তিনি সকল পাপের ঊর্দ্ধে উদিত হইয়া আছেন। যিনি এইটি জানেন তিনি সকল পাপের ঊর্দ্ধে উদিত।

ঋক্ ও সাম তাঁহার গেষ্ণ (গ্রন্থি) দ্বয় তজ্জন্য (উৎ নাম ও গেষ্ণদ্বয়ের জন্য) তিনি উদ্গীথ। এই উৎ নাম যিনি গান করেন তিনি তজ্জন্য উদ্গাতা। এই আদিত্যের ঊর্দ্ধে যে সকল লোক আছে সেই সকল

লোকের অধিষ্ঠাতৃদেবগণের অভিলষিত বিষয়সমূহ ইনি নিয়মিত করেন।

অনন্তর অধ্যাত্ম। বাকই ঋক্ প্রাণ সাম এই ঋকে উপরি ভাবে স্থিত সাম। তাই সামগগণ ঋকে উপরি ভাবে স্থিত প্রাণাখ্য সাম গান করিয়া থাকেন। বাকই সা, প্রাণ অম, তাই [উভয় যোগে] সাম।

চক্ষুই ঋক্ মন সাম, এই ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম। তাই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত মন আখ্য সাম গান করিয়া থাকেন। শ্রোত্রই সা মন অম। তাই [উভয়যোগে] সাম।

অনন্তর এই চক্ষুর শুক্ল দীপ্তি সেইটি ঋক্, অনন্তর এই যে নীল অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ তাই সাম। এই ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম। তাই ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম [সামগগণ] গান করিয়া থাকেন। অনন্তর এই চক্ষুর শুক্ল দীপ্তি সেইটী সা, অনন্তর এই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ সেইটি অম, তাই [এ উভয় যোগে] সাম।

অনন্তর এই চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষকে দেখা যায় তিনিই সেই ঋক্ তিনিই সেই সাম, তিনিই সেই উকথ। তিনি সেই যজু তিনিই সেই বেদত্রয়। এই পুরুষের যে রূপ এই পুরুষের সেই রূপ, এই পুরুষের যে গ্রন্থিদ্বয় এই পুরুষের সেই গ্রন্থিদ্বয়, যে নাম সেই নাম, এই আদিত্যের অধোভাগে যে সকল লোক আছে সেই সকলের অধিবাসী মনুষ্যগণের অভিলষণীয় বিষয়সমূহ ইনি নিয়মিত করেন। যাঁহারা বীণাযোগে গান করেন তাঁহারা তাঁহাকেই গান করেন এবং তাঁহারা ধন লাভ করেন।

অনন্তর যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া গান করেন তিনি চাক্ষুষ পুরুষ এবং আদিত্য উভয়কেই গান করেন। তিনি এই আদিত্য পুরুষের মধ্যে আদিত্যের ঊর্দ্ধস্থ যে সকল দেবকাম লোক সেই সকল লোক প্রাপ্ত হন।

অনন্তর এই চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা আদিত্যের অধঃস্থ যে সকল মনুষ্য-কাম লোক সেই সকল লোক প্রাপ্ত হন।

এজন্যই উদ্গাতা বলিলেন, হে যজমান, তোমার দেব বা মনুষ্য

কামনা গান করিব। যে ব্যক্তি এই কামনা জানিয়া গান করেন তিনি [যজমানের] অভিলষিত সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন।

ভাব—ঈশ্বর বিনা কোন দেবতার সামর্থ্য নাই যে ফলবিধান করেন, তাই এখানে কি আদিত্যপুরুষ কি চাক্ষুষ পুরুষ উভয়েতে পরমাত্মার আধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে।

২০। ত্রয়ো হোদ্গীথে কুশলা বভূবুঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নো দাল্‌ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি তে হোচুরুদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মো হন্তোদ্গীথে কথাং বদাম ইতি।

তথেতি হ সমুপবিবিশুঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ ভগবন্তাবগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্বাচং শ্রোষ্যামীতি।

স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি পৃচ্ছেতি হোবাচ।

কা সাম্নো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্য কা গতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচান্নস্য কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ।

অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচ, মনুষ্যলোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গং বয়ং লোকꣳ সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসꣳস্তাবꣳ হি সামেতি।

তꣳহ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচাপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্‌ভ্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি।

হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচামুষ্যলোকস্য কা গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতি নয়েদিতি হোবাচ প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকꣳ সামাভিসꣳস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসꣳস্তাবꣳ হি সামেতি।

তꣳহ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচান্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচ। ১—৮।

অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা

ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তংযন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।

স এষ পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ স এষোহনন্তঃ পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সোহ লোকান্ জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্গীথমুপাস্তে।

তং হৈতমতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বোবাচ যাবত্ত এনং প্রজায়ামুদ্গীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি।

তথামুষ্মিঁল্লোকে লোক ইতি স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবতি তথামুষ্মিঁল্লোকে লোক ইতি লোকে লোক ইতি। ১।৪। ছা, ১।৩।৮।৯।

উচ্চাদুচ্চতরঃ পরাৎ পরতরো লোকো বিদ্যতে, তদধিগমোপায়মাহাখ্যানমুখেন ত্রয় ইতি। 'হ'—ঐতিহ্যে। 'শালাবত্যঃ' শলাবতোহপত্যং 'শিলকঃ', 'চৈকিতায়নঃ' চিকিতায়নস্যাপত্যং 'দাল্ভ্যঃ', জীবলস্যাপত্যং 'জৈবলিঃ' 'প্রবাহণঃ' ইতি 'ত্রয়ঃ' 'উদ্গীথে' উদ্গীথজ্ঞানং প্রতি 'কুশলাঃ' নিপুণাঃ বভূবুঃ। 'তে' পুনঃ 'ঊচুঃ' 'বয়ম্' উদ্গীথে বৈ 'কুশলাঃ স্মঃ'। 'হন্ত'—বাক্যারম্ভে—'উদ্গীথে' উদ্গীথবিষয়ে 'কথাং' 'বদামঃ' ইতি।

'তথা ইতি' পুনঃ উক্ত্বা 'তে সমুপবিবিশুঃ' কিল। 'স' 'প্রবাহণঃ জৈবলিঃ' পুনঃ 'উবাচ'—'ভগবন্তৌ' পূজ্যৌ 'অগ্রে' 'বদতাম্'। কথম্? 'বদতোঃ' প্রশ্নোত্তররূপেণ ভবতোঃ ব্রাহ্মণয়োঃ—অন্বুরোদ্ধা তু ক্ষত্রিয়ঃ ব্রাহ্মণয়োরিতি বিশেষণসামর্থ্যাৎ—'বাচং' 'শ্রোষ্যামি' ইতি হেতোঃ।

'স' পুনঃ 'শালাবত্যঃ' চৈকিতায়নং দাল্ভ্যম্ উবাচ—হন্ত' 'ত্বা' ত্বাম্ 'পৃচ্ছানি' ইতি। স দাল্ভ্যঃ পুনঃ উবাচ—'পৃচ্ছ'।

'সাম্নঃ কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ। স দাল্ভ্যঃ পুনঃ উবাচ—'স্বরঃ' ইতি। 'স্বরস্য কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ। স দাল্ভ্যঃ পুনঃ উবাচ—'প্রাণঃ' ইতি। 'প্রাণস্য কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ। স দাল্ভ্যঃ উবাচ—'অন্নম্'। 'অন্নস্য কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ। স দাল্ভ্যঃ উবাচ—'আপঃ' ইতি।

'অপাং কা গতিঃ' ইতি প্রশ্ন। স দাল্ভ্যঃ উবাচ—'অসৌ লোকঃ' ইতি। 'অমুষ্য' লোকস্য কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ। স দাল্ভ্যঃ পুনঃ উবাচ—'স্বর্গং লোকম্' 'অতি' অতীত্য 'ন সাম' 'নয়েৎ' ইতি। বয়ং সাম 'স্বর্গং লোকম্' 'অভি' 'সংস্থাপয়ামঃ'—স্বর্গলোকপ্রতিষ্ঠং সাম জানীম ইত্যর্থঃ। 'হি' যস্মাৎ সাম 'স্বর্গসংস্তাবং'—স্বর্গত্বেন সংস্তবনং যস্য তৎ।

তং পুনঃ 'চৈকিতায়নঃ দাল্ভ্যঃ,' 'তে' তব 'সাম' 'অপ্রতিষ্ঠিতং' কিল, 'বৈ'—আগমস্য স্মারকঃ। 'যঃ' তু 'এতর্হি' এতস্মিন্ কালে অসহিষ্ণুঃ সন্ 'ব্রূয়াৎ'—'মূর্দ্ধা' 'তে' তব 'বিপতিষ্যতি' ইতি 'তে' তব 'মূর্দ্ধা বিপতেৎ' ইতি নাহং তথা ব্রবীমি, অতো ন তে মূর্দ্ধা পতিতঃ।

এবমুক্তো দাল্ভ্য আহ—'হন্ত', 'অহং' 'ভগবত্তঃ' 'এতৎ'—যৎপ্রতিষ্ঠং সাম তৎ—'বেদানি'

জানামি। স শালাবত্যঃ শিলকঃ পুনঃ উবাচ—'বিদ্ধি' ইতি। এবমনুমতস্ত দাল্‌ভ্যস্ত প্রশ্নঃ—অমুষ্য মনুষ্যলোকস্ত কা গতিঃ' ইতি। স শিলকঃ পুনঃ উবাচ—'অয়ং লোকঃ' ইতি। 'অস্ত লোকস্ত কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ। স শিলকঃ পুনঃ উবাচ—'প্রতিষ্ঠাং সাম্নঃ' প্রতিষ্ঠাভূতম্ 'ইমং লোকম্' 'অতি' অতীত্য 'সাম ন নয়েৎ'—যাগদানাদিভিরস্ত মনুষ্যলোকস্ত পরিপুষ্টেঃ। 'বয়ং সাম' 'প্রতিষ্ঠাম্' 'ইমং লোকম্' 'অভিসংস্থাপয়ামঃ'। 'হি' যস্মাৎ 'সাম' 'প্রতিষ্ঠাসংস্তাবম্'—প্রতিষ্ঠাত্বেন সংস্তুতম্।

'তং' শালাবত্যং শিলকং 'প্রবাহণঃ জৈবলিঃ' 'উবাচ'—'অন্তবৎ' 'বৈ' 'কিল' 'তে' তব 'সাম'। যঃ তু অসহিষ্ণুঃ 'এতর্হি' এতস্মিন্ কালে 'ব্রূয়াৎ'—'মূর্দ্ধা' 'তে' তব 'বিপতিষ্যতি' ইতি, 'মূর্দ্ধা' 'তে' তব 'বিপতেৎ' ইতি। শিলকঃ পুনঃ উবাচ—'হন্ত অহম্ এতৎ ভগবত্তঃ 'বেদানি' ইতি। স জৈবলিঃ পুনঃ উবাচ—'বিদ্ধি' ইতি।

এবমনুমতস্ত শিলকস্য প্রশ্নঃ—অস্য লোকস্য কা গতিঃ ইতি ব্যাখ্যাতম্ (১।৯)।

'তম্' 'এতম্' 'উদ্গীথং' 'শৌনকঃ' শুনকস্যাপত্যম্ 'অতিধন্বা' 'উদরশাণ্ডিল্যায়' শিষ্যায় 'উক্ত্বা' 'উবাচ'—'এনম্' উদ্গীথং 'তে' তব 'প্রজায়াং' প্রজাসমূহেষু সন্ততয়ঃ 'যাবৎ' 'বেদিষ্যন্তে' জ্ঞাস্যন্তে, 'তাবৎ' 'এভ্যঃ' প্রজাভ্যঃ 'পরোবরীয়ঃ' উত্তরোত্তরবিশিষ্টং 'জীবনং' 'ভবিষ্যতি' অস্মিন্ লোকে।

'তথা অমুষ্মিন্ লোকে' ইতি। স যঃ অধুনাপি এতম্ উদ্গীথম্ এবং বিদ্বান্ উপাস্তে অস্য পুনঃ পরোবরীয়ঃ জীবনং ভবতি অস্মিন্ লোকে তথা অমুষ্মিন্ লোকে ইতি। লোকে লোকে ইতি দ্বিরুক্তি-রুদ্গীথোপাস্তিসমাপ্ত্যর্থা।

শালাবতের অপত্য শিলক, চিকিতায়নেরর অপত্য দাল্‌ভ্য, জীবলের অপত্য জৈবলি প্রবাহণ এই তিন জন উদ্গীথ-জ্ঞানে নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা উদ্গীথ-জ্ঞানে কুশল, আসুন উদ্গীথের বিষয়ে কথা বলি। আচ্ছা এই বলিয়া তাঁহারা উপবেশন করিলেন। প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন, মহাভাগদ্বয়, আপনারা দুই জনে অগ্রে বলুন, আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনাদের কথাই শ্রবণ করিব। শালাবতের অপত্য শিলক, চিকিতায়নের অপত্য দাল্‌ভ্যকে বলিলেন, অহো আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

শিলক—সামের গতি কি? দাল্‌ভ্য—স্বর।

শিলক—স্বরের গতি কি? দাল্‌ভ্য—প্রাণ।

শিলক—প্রাণের গতি কি? দাল্‌ভ্য—অন্ন।

শিলক—অন্নের গতি কি? দাল্‌ভ্য—জল।

শিলক—জলের গতি কি? দাল্‌ভ্য—ঐ লোক।

শিলক—ও লোকের গতি কি? দাল্‌ভ্য—স্বর্গলোক। সামকে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে না। আমরা সামকে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত করিব। কারণ স্বর্গরূপে স্তবনই সাম।

শালাবতের অপত্য শিলক চিকিতায়নের অপত্য দাল্ভ্যকে বলিলেন, হে দাল্ভ্য, তোমার সাম অপ্রতিষ্ঠিত। এ সময়ে কেহ যদি অসহিষ্ণু হইয়া বলে, তোমার মস্তক নিপতিত হউক, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে। আমি সেরূপ বলিতেছি না, তাই তোমার মস্তক পতিত হইল না।

একথা শুনিয়া দাল্ভ্য বলিলেন, অহো, মহাভাগের নিকট হইতে সাম কিসে প্রতিষ্ঠিত জানিতে চাই।

দাল্ভ্য—ও লোকের গতি কি? শিলক—এই লোক।

দাল্ভ্য—এ লোকের গতি কি? শিলক—প্রতিষ্ঠাভূত এ লোককে অতিক্রম করিয়া সামকে লইয়া যাইবে না। আমরা সামের প্রতিষ্ঠাভূত এই লোককে প্রতিষ্ঠিত করিব। কারণ সাম প্রতিষ্ঠার স্তবন।

জীবলের অপত্য জৈবলি প্রবাহণ বলিলেন, হে শালাবতের অপত্য শিলক তোমার সাম অন্তবৎ। এ সময়ে সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া বলে, তোমার মস্তক নিপতিত হউক, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে। অহো, এটি মহাভাগ হইতে জানিতে চাই। তিনি বলিলেন, জানুন।

শিলক—এ লোকের গতি কি? জৈবলি প্রবাহণ—আকাশ। কেন না আকাশ হইতে এই সমুদায় ভূত উৎপন্ন হয়, আকাশেই অস্তগমন করে, আকাশ এ সকল হইতে মহত্তম, আকাশ ইহাদিগের আধার।

সেই এই আকাশ গুণে উৎকৃষ্ট, কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন উদ্গীথ, সেই এই আকাশ অনন্ত। যে ব্যক্তি এইটি জানিয়া গুণে উৎকৃষ্ট, কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন উদ্গীথের উপাসনা করেন, পর পর তাঁহার উৎকৃষ্ট জীবন হয়, পর পর তিনি উৎকৃষ্ট লোক জয় করেন।

শুনকের অপত্য অতিধন্বা শিষ্য উদরশাণ্ডিল্যকে এই উদ্গীথ বলিয়া বলেন, তোমার সন্ততিগণ যত দিন এই উদ্গীথকে জানিবে তত দিন তাহাদিগের ইহলোকে এবং পরলোকে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট জীবন হইবে। যে ব্যক্তি এখনও এই উদ্গীথকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করিবে তাহার ইহ পরলোকে পর পর উৎকৃষ্ট জীবন হইবে।

ভাব—উদ্গীথতত্ত্ব বলিতে গিয়া এখানে বেদান্তের অতি গভীরতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইল। বেদান্তপ্রবর্ত্তনার পূর্ব্বে অন্তবতের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত ছিল, বেদান্ত সেই অন্তবতের উপাসনা পরিহার করিয়া অনন্ত পরাত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অন্তবতের উপাসনার ফল অন্তবৎ, সুতরাং সেকালে সে সকল উপাসকের গতি অন্তবিশিষ্ট ছিল। বেদান্ত অনন্ত সর্ব্বতঃ স্বতঃ প্রকাশমান আকাশকে পরমাত্মসত্তারূপে উপস্থিত করিয়া উত্তরোত্তর ক্রমিক উন্নতিশীল গতির প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন।

২১। অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চলোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে। ১।২।

অথ হৈনমন্বাহার্য্যপচনোঽনুশশাসাপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে।১।২।

অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস প্রাণ আকাশো দ্যৌর্বিদ্যুদিতি যএব বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে। ১।২।

তে হোচুরুপকোসলৈষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যাত্মবিদ্যা চাচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হাস্যাচার্য্যস্তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদোপকোসল৩ ইতি।

ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি কো নু ত্বানুশশাসেতি কো নু মানুশিষ্যাদ্ভো ইতি হাপেব নিহ্নুতে ইমে নূনমীদৃশা অন্যাদৃশা ইতি হাগ্নীনভ্যূদে কিং নু সোম্য কিল তেঽবোচন্নিতি।

ইদমিতি হ প্রতিজজ্ঞে লোকান্ বাব কিল সোম্য তেঽবোচন্নহন্তু তে তদ্বক্ষ্যামি যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যত ইতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ। ১—৩।

য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চন্তি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি।

এতঙ্ সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতঙ্ হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি সর্ব্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি য এবং বেদ।

এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি য এবং বেদ।

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ।

অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষডুদঙ্ঙেতি মাসাঙ্স্তান্মাসেভ্যঃ সংবৎসরঙ্ সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ।

স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে। ১—৩।

ছা, ৪। ৬। ১১—১৫।

'অথ' 'অনন্তরং' প্রত্যেকং স্বস্ববিষয়াং বিদ্যাং বক্তুমারেভিরে। তত্রাদৌ 'এনং' ব্রহ্মচারিণং 'গার্হপত্যঃ অগ্নিঃ' 'অনুশশাস'। 'পৃথিবী, অগ্নিঃ, অন্নম্, আদিত্যঃ' ইতি—মম চতস্রস্তনব ইতি শেষঃ। 'তত্র' 'আদিত্যে' 'যঃ এষ পুরুষঃ' 'দৃশ্যতে' স 'অহম্ অস্মি' গার্হপত্যোঽগ্নিঃ স এবাহমাদিত্যে পুরুষোঽস্মি ইতি।

'স যঃ' 'এবং' বিদ্বান্ 'এতং' গার্হপত্যাগ্নিম্ 'উপাস্তে' স 'পাপকৃত্যাং' পাপকর্ম্ম 'অপহতে' অপহন্তি. 'লোকী' লোকবান্ 'ভবতি', 'সর্ব্বং' বর্ষশতম্ 'আয়ুঃ' 'এতি' আপ্নোতি, 'জ্যোক্' উজ্জ্বলং 'জীবতি', 'অস্য' বিদুষঃ 'অবরপুরুষাঃ' অধস্তনপুরুষাঃ পুত্রপৌত্রাদয়ঃ 'ন ক্ষীয়ন্তে'। 'যঃ' 'এবং' 'বিদ্বান্' 'এতং' গার্হপত্যাগ্নিম্ 'উপাস্তে' 'তং' 'বয়ম্' অগ্নয়ঃ সম্ভূয় 'অস্মিন্' 'চ' 'লোকে' 'অমুষ্মিন্' চ 'লোকে' 'উপভুঞ্জামঃ' পালয়ামঃ।

'অথ' অনন্তরম্ 'এনম্' উপকোসলম্ 'অন্বাহার্য্যপচনঃ' দক্ষিণাগ্নিঃ 'অনুশশাস'। 'আপঃ দিশঃ নক্ষত্রাণি চন্দ্রমাঃ' 'ইতি' চতস্রঃ মম তনবঃ।

যএষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে ইত্যাদীনাং ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববৎ।

'অথ' অনন্তরম্ 'এনম্' উপকোসলম্ 'আহবনীয়ঃ' 'অনুশশাস'। 'প্রাণঃ আকাশঃ' 'দ্যৌঃ বিদ্যুৎ' ইতি চতস্রঃ মম তনবঃ।

'যএষ' 'বিদ্যুতি' 'পুরুষো' 'দৃশ্যতে' ইত্যাদীনাং ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববৎ।

তে পুনঃ সম্ভূয় উচুঃ হে সোম্য উপকোসল, এষ তে তব 'অস্মদ্বিদ্যা' অগ্নিবিদ্যা আত্মবিদ্যা চ—পূর্ব্বোক্তা (৩। ১৫) "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি চ। 'আচার্য্যঃ' তু 'তে' তুভ্যং 'গতিং বক্তা'—বিদ্যাফলপ্রাপ্তয়ে ইতি। অস্য আচার্য্যঃ আজগাম প্রবাসাৎ। 'তম্' উপকোসলম্ 'আচার্য্যঃ' 'অভ্যুবাদ'—'উপকোসলত' ইতি।

'হে ভগবঃ' ভগবন্ ইতি পুনঃ স 'প্রতিশুশ্রাব'—আদরেণাচার্য্যবচনং প্রতিজগ্রাহ। আচার্য্য আহ—হে 'সোম্য', 'ব্রহ্মবিদঃ যথম্ ইব তে 'মুখং' 'ভাতি'। 'কো নু' 'ত্বা' ত্বাম্ 'অনুশশাস' ইতি। উপকোসলঃ—ভো আচার্য্য, 'কো নু' 'মা' মাম্ 'অনুশিষ্যাৎ' ইতি চ 'অপনিহ্নুতে' 'ইব'—ইবশব্দেন দ্যোত্যতে—দৃশ্যতে ন তু বস্তুতোঽপনিহ্নুতে। কথম্? ইমে অগ্নয়ঃ নূনম্ 'ঈদৃশাঃ' আচার্য্যবৎ উপদেশযোগ্যাঃ সন্তঃ ত্বৎসন্নিধৌ 'অন্যাদৃশাঃ' উপদেশাযোগ্যা ইতি হ স 'অগ্নীন্' 'অভূদে' উক্তবান্, তেষামুপদেশে ন্যূনতাস্তি—"আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইতি তৈরুক্তত্বাৎ। এবমেবোক্তমস্তথা নিহ্নবাভিপ্রায়ে সতি তমেবাচার্য্যোঽবোধদিতি চেৎ ন পুনরয়ং পৃচ্ছেৎ—কিং নু 'তে' অগ্নয়ঃ, হে সোম্য, 'অবোচন্' 'কিল' ইতি।

উপকোসলঃ—'ইদম্' ইতি 'হ প্রতিজজ্ঞে'—অগ্নিভির্যদুক্তং তৎ নিবেদিতবান্। যদসি চেৎ ন নিখিলং তদুক্তং তেন নিবেদিতম্, তথা সতি ন পুনরাচার্য্যেণোচ্যেত—'লোকান্' 'বাব' 'কিল' 'তে' অগ্নয়ঃ, হে 'সোম্য', 'অবোচন্' ইতি। তত্রেদং বিবেচ্যম্—প্রাপ্যত্বেন যদুচ্যতে স লোকঃ। অগ্নিভিঃ "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি প্রাপ্যত্বেনোক্তং ব্রহ্ম ন তু গতিত্বেন সা ত্বাচার্য্যেণৈব বক্তব্যা—"অর্চ্চিষং মেবাভি সম্ভবন্তি" "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যাদিভিরিতি তৈরভিপ্রেতম্। অন্যথাঽগ্নিবিদ্যাত্মবিদ্যা চেত্যুভয়মত্রোল্লিখ্য ন তৈরুচ্যেত 'আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা' ইতি। সুতরাং সাধূক্তমগ্নিভির্যদুক্তং তন্নিবেদিতবানিতি। 'অহং তু' 'তে' 'তুভ্যং' 'তৎ' অনুক্তং 'বক্ষ্যামি'। বক্ষ্যমাণস্য মাহাত্ম্যম্—'যথা' 'পুষ্করপলাশে' পদ্মপত্রে 'আপঃ' 'ন শ্লিষ্যন্তে' শ্লিষ্টা ভবন্তি, 'এবম্' 'এবংবিদি' তাদৃশজ্ঞানবতি 'পাপং' কর্ম্ম 'ন শ্লিষ্যতে' ইতি। উপকোসলঃ—'মে' মহ্যং 'ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি। 'তস্মৈ' উপকোসলায় পুনঃ আচার্য্যঃ 'উবাচ';—

যএষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ (৩। ১৬)।

গতিরুচ্যতে অথেতি। 'অথ' 'যৎ' যদি পুনঃ এব 'অস্মিন্' এবংবিদি 'শব্যং' শবকর্ম্ম সৎক্রিয়াং 'কুর্ব্বন্তি' 'যদি চ ন' কুর্ব্বন্তি ঋত্বিজঃ, 'অর্চ্চিষম্' অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতাম্ 'অভিসম্ভবন্তি' প্রতিপদ্যন্তে পরেতাঃ—তদাপ্যায়নেন প্রাকট্যং ভজন্তীত্যাধুনিকাঃ; 'অর্চ্চিদেবতায়াঃ' 'অহঃ' অহরভিমানিনীং দেবতাম্, 'অহ্নঃ' 'আপূর্য্যমাণপক্ষং' শুক্লপক্ষং তদভিমানিনীং দেবতাম্, 'আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ' শুক্লপক্ষাৎ 'যান্ ষণ্মাসান্' 'উদঙ্' উত্তরাং দিশম্ 'এতি' সবিতা 'তান্' 'মাসান্' উত্তরায়ণাভিমানিনীং দেবতাং, 'মাসেভ্যঃ' তেভ্যঃ 'সংবৎসরম্'—সংবৎসরমিহলোকসম্বন্ধং ন স্পৃশন্তীত্যাধুনিকাঃ, অহরাদয়ঃ প্রাকট্যানুকূলকালা ইত্যপি চ তে—'সংবৎসরাৎ' 'আদিত্যম্', 'আদিত্যাৎ' 'চন্দ্রমসং,' 'চন্দ্রমসঃ'

'বিদ্যুতম্'—অভিসম্ভবন্তীতি শেষঃ। 'তৎপুরুষঃ' বিদ্যুৎস্থঃ পুরুষঃ 'অমানবঃ' ন মানবঃ দেবঃ। দৃশ্যতে পুনরথর্ব্বণি—"ঈপ্রানশ্চিত্তমারুক্ষদগ্নিং নাকস্য পৃষ্ঠাদ্দিবমুৎপতিষ্যন্। তস্মৈ প্রভাতি নভসো জ্যোতিষীমান্ৎস্বর্গঃ পন্থাঃ সুকৃতে দেবযানঃ॥" (১৮ কা, ৪অনু, ১৪ঋক্) ইতি। তদুক্তেরয়ং প্রপঞ্চঃ।

'স' বৈদ্যুতঃ পুরুষঃ 'এতান্' পরেতান্ 'ব্রহ্ম' 'গময়তি' প্রাপয়তি। 'এষ দেবপথঃ'—দেবৈরর্চ্চিরাদিভিরুপলাক্ষতো মার্গঃ, 'ব্রহ্মপথঃ' গন্তব্যেন ব্রহ্মণা উপলক্ষিতো মার্গঃ। 'এতেন' পথা 'প্রতিপদ্যমানাঃ' পরেতাঃ 'ইমং মানবং' মনুসম্বন্ধিনম্ আমনোঃ প্রবর্ত্তমানম্ অথবা মানবশব্দোত্তরেণান্বিতঃ মানবসম্বন্ধিনং মনুষ্যলোকসম্পর্কীণম্ 'আবর্ত্তং' চক্রবদ্রূপরূপান্তরলোকলোকান্তরপরিভ্রমণং 'ন' 'আবর্ত্তন্তে'—স্বরূপেণাবস্থানাৎ। (৪। ৩। ১—১৫)।

অনন্তর ইঁহাকে, উপকোসলকে, গার্হপত্যাগ্নি অনুশাসন করিলেন, পৃথিবী অগ্নি অন্ন আদিত্য, [আমার] তনু। এই আদিত্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি। তিনি আমি এইরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি ইঁহার (গার্হপত্যাগ্নির) উপাসনা করে সে ব্যক্তি পাপ কর্ম্ম বিনষ্ট করে সে লোকবান্ হয়, বর্ষশত জীবিত থাকে। উজ্জ্বল জীবন ধারণ করে, ইহার অধস্তন পুরুষগণ (পুত্র পৌত্রাদি) ক্ষয় পায় না। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইঁহাকে (গার্হপত্যাগ্নিকে) উপাসনা করে তাহাকে আমরা (অগ্নিত্রয়) ইহলোকে ও পরলোকে রক্ষা করি। অনন্তর ইঁহাকে দক্ষিণাগ্নি অনুশাসন করিলেন, জল, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্রমা [আমার তনু]।

এই চন্দ্রমাতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনি আমি। তিনি আমি এইরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি ইঁহার (দক্ষিণাগ্নির) উপাসনা করে সে ব্যক্তি পাপকর্ম্ম বিনষ্ট করে, লোকবান্ হয়, বর্ষশত জীবিত থাকে, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করে, ইহার অধস্তন পুরুষগণ ক্ষয় পায় না। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইঁহাকে (দক্ষিণাগ্নিকে) উপাসনা-করে তাহাকে আমরা (অগ্নিত্রয়) ইহলোকে ও পরলোকে রক্ষা করি।

অনন্তর ইঁহাকে আহবনীয়াগ্নি অনুশাসন করিলেন প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ [আমার তনু]। এই বিদ্যুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনি আমি। তিনি আমি এইরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি ইঁহার (আহবনীয়াগ্নির) উপাসনা করে, সে ব্যক্তি পাপকর্ম্ম বিনষ্ট করে, লোকবান্ হয়, বর্ষশত জীবিত থাকে, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করে, ইহার অধস্তন পুরুষগণ ক্ষয় পায় না। আমরা (অগ্নিত্রয়) তাহাকে ইহলোকে পরলোকে রক্ষা করি।

তাঁহারা (অগ্নিত্রয়) বলিলেন, হে সোম্য উপাসক, তোমায় আমরা আত্মবিদ্যা (অগ্নিবিদ্যা) বলিলাম, আচার্য্য তোমায় গতি বলিবেন। এই কথা শুনিয়া তিনি আচার্য্যসন্নিধানে আগমন করিলেন! আচার্য্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, উপকোশল !!

তিনি উত্তর দিলেন মহাভাগ।

সোম্য, ব্রহ্মবিদের ন্যায় যে তোমার মুখ দেখাইতেছে, কে তোমাকে অনুশাসন করিলেন ?

উপকোশল—অহো আচার্য্য, আমায় কে অনুশাসন করিবেন। এ কথা বলিয়া যেন তিনি গোপন করিলেন, [বস্তুতঃ] ইঁহারা ঈদৃশ হইয়াও যেন ঈদৃশ নন, অগ্নিত্রয়ের সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলিলেন। আচার্য্য—হে সোম্য, তাঁহারা তোমায় কি বলিলেন ?

উপকোশল—এই কথা বলিলেন।

আচার্য্য—হে সোম্য, লোক সকলের কথা তাঁহারা বলিয়াছেন, আমি তোমায় [সেই কথা] বলিব, যাহা জানিলে পদ্মপত্রে যেমন জল শ্লিষ্ট হয় না তেমনি তাহাতে পাপকর্ম্ম শ্লিষ্ট হয় না।

উপকোশল—অহো মহাভাগ, আমায় সেই কথা বলুন।

আচার্য্য বলিলেন, এই চক্ষুতে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি আত্মা। এই আত্মতত্ত্বই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। সেই এই অক্ষি প্রদেশে যদি ঘৃত বা জল সেচন করা যায়, চক্ষুর পাতায় পঁহুছায় (চক্ষুর মধ্যে নহে)।

এই পুরুষকে 'সংযদ্বাম' বলে, কারণ সকল প্রকার (বাম) শোভন বিষয় এই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এইটি জানেন সকল প্রকার শোভন বিষয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

এই পুরুষই বামনী, কারণ ইনি সর্ব্বপ্রকার শোভন বিষয় (জীবকে) পাওয়ান। যে ব্যক্তি এইটি জানেন, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শোভন বিষয় (ইনি) পাওয়ান।

এই পুরুষই ভামনী, কারণ সকল লোকে ইনি দীপ্তি পান। যে ব্যক্তি এইটি জানেন তিনি সর্ব্বলোকে দীপ্তিমান্।

অনন্তর যদি [ঈদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির] [কেহ] সৎকার করেন বা না করেন ইনি অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চি হইতে অহ, অহ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেই ছয় মাস যে ছয় মাস উত্তর দিকে সূর্য্য থাকেন, ছয় মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্যকে আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে, সেই বিদ্যুৎস্থ পুরুষ মানব নন (দেব)।

তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্ম [সন্নিধানে] লইয়া যান। এটি দেবপথ ব্রহ্ম পথ। উহাতে গিয়া মনুষ্যসম্পর্কীয় আবর্ত্তন করে না।

ভাব—এখানে উপকোশলসম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা :—সত্যকাম জাবাল সমীপে উপকোশল ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি করেন এবং দ্বাদশবর্ষ তাঁহার অগ্নিপরিচর্য্যা করেন। তিনি অন্যান্য শিষ্যগণের সমাবর্ত্তন করেন, উপকোশলের সমাবর্ত্তন করেন না। আচার্য্যপত্নী আচার্য্যকে বলিলেন, তপোনিরত ব্রহ্মচারী নিপুণতাসহকারে অগ্নির পরিচারণা করিল, অগ্নিগণ তাহাকে ব্রহ্মোপদেশ করিলেন না, তুমি ইহাকে উপদেশ দান কর। তিনি উপদেশ না দিয়া প্রবাসে গেলেন। উপকোশল ব্যাধিপ্রযুক্ত অনশন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আচার্য্যপত্নী বলিলেন ব্রহ্মচারী, আহার কর, আহার করিতেছ না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, এ ব্যক্তি বহু বিবিধ কামনা, নানাপ্রকার বিঘ্ন, ব্যাধিতে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আহার করিব না। অনন্তর অগ্নিত্রয় বলিতে লাগিলেন তপোনিরত ব্রহ্মচারী নিপুণতাসহকারে আমাদের পরিচারণা করিয়াছে, ইহাকে আমরা বলিব। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম খ ব্রহ্ম। তিনি উত্তর দিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম এ কথা আমি জানি, কিন্তু ক খ ব্রহ্ম জানি না। তাঁহারা বলিলেন, কও যা খও তা, খও যা কও তা। প্রাণই সুখস্বরূপ আকাশ, ইহাই তাঁহারা ইহাকে বলিলেন।

এখানে কবিশেষণে খ উক্ত হইয়াছে, বৃহদারণ্যকে ওঁকারের সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে (১০৪পৃষ্ঠা দেখ)। বিশেষ ব্যাখ্যাও সেইখানে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই ব্রহ্মোপদেশের পর অগ্নিগণ তাঁহাদিগের আত্মবিদ্যা (অগ্নিবিদ্যার) যে উপদেশ দিলেন তাহাতে এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই অগ্নিগণ সহ পৃথিব্যাদি লোক সংযুক্ত, পৃথিব্যাদিও তাঁহাদিগের মূর্ত্তি, তাঁহাদিগের পরিচারণায় এই সকলের পরিচরণা হয়, এবং এই সকল লোকে অগ্নিগণ সেই পরিচর্য্যাশীল ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই পরিচর্য্যা দ্বারা কি গতি হয় তাহাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে। এ গতি মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি মুখ্য, তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাই সুখস্বরূপ আকাশোপম ব্রহ্মের উপাসনা অগ্নিগণ উপদেশ করিয়াছেন। আচার্য্য শোভা-সৌন্দর্য্যের আকর পরব্রহ্মের উপাসনা তৎসহ সংযুক্ত করিয়াছেন। অগ্নিগণ যে বলিয়াছেন, আমরা

সকল লোকে উপাসককে রক্ষা করি, এ রক্ষা যে পরমাত্মাধীন তাহা অগ্ন্যুপাসনার সঙ্গে পরাত্মোপাসনা সংযুক্ত হওয়াতেও অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইতেছে; এবং যেদ হইতে বেদান্তের কি প্রকারে সমাগম হইয়াছে, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। আকাশরূপী সমুদায় লোককে পরাত্মার স্বরূপে বিলীন করিয়া এই কার্য্য যে সাধিত হইয়াছে তাহা এখানে সুস্পষ্ট।

২২। শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পাঞ্চালানাম্ সমিতিমেয়ায়তণ্ড্ হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ কুমারা নু ত্বাশিষৎ পিতা ইত্যনু হি ভগব ইতি।

বেথ যদিতোহধি প্রজাঃ প্রযন্তীতি ন ভগব ইতি, বেথ যদা পুনরাবর্ত্তন্তা৩ ইতি ন ভগব ইতি; বেথ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্ত্তনা৩ ইতি ন ভগব ইতি।

বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতা৩ ইতি ন ভগব ইতি; বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি নৈব ভগব ইতি।

অথ নু কিমনুশিষ্টোহবোচথা যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথণ্ড্সো-হনুশিষ্টো ব্রবীতেতি স হায়স্তঃ পিতুরর্দ্ধমেয়ায় তণ্ড্ হোবাচ হননু-শিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু ত্বাশিষমিতি।

পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীৎ তেষাং নৈকঞ্চ নাশকং বিবক্তুমিতি স হোবাচ যথা মা ত্বং তদেতানবদো যথাহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি।

স তু গৌতমো রাজ্ঞোহর্দ্ধমেয়ায় তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকার স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায় তণ্ড্হোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তং যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি।

স হ কৃচ্ছ্রী বভূব তণ্ড্হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তণ্ড্ হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাহবদো যথেয়ম্ প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা

ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্র স্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ। :—৭।

অসৌবাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তদা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি। ১। ২।

পর্জ্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমঙ্‌রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্বর্ষঙ্‌ সম্ভবতি। ১। ২।

পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদাকাশো ধূমো রাত্রিরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরন্নঙ্‌ সম্ভবতি। ১। ২।

পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরেতঃ সম্ভবতি। ১। ২।

যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি। ১। ২।

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি স উল্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বাথ জায়তে।

স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি যত এবেতোয়তঃ সম্ভূতো ভবতি। ১। ২।

তদ্যইত্থং বিদুঃ যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষডুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্।

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।

অথ যে ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্যান্ ষড্‌দক্ষিণেতি মাসাংস্তান্নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি।

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমোভূত্বাঽভ্রং ভবতি।

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি তইহব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতোবৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি।

তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

অথৈতয়োঃ পথোর্নকতরেণ চ ন যন্তি তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত তদেষ শ্লোকঃ।

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈরিতি।

অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ-

সনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ১—১০। ছা, ৫। ৭। ৩—১০। বৃ, ৮। ২। ১—১৬।

বিশেষভাবেন গতিং বক্তুং প্রকরণান্তরমারভতে শ্বেতকেতুরিতি। 'হ' ঐতিহ্যে। 'আরুণেয়ঃ'—অরুণস্যাপত্যম্ 'আরুণিঃ' তস্য অপত্যম্, আরুণেয়ঃ—শ্বেতকেতুঃ 'পঞ্চালানাং' জনপদানাং 'সমিতিং' সভাম্ 'এয়ায়' আজগাম। 'তম্' আগতবন্তং পুনঃ জীবলস্যাপত্যং 'জৈবলিঃ' 'প্রবাহণঃ' 'উবাচ'—হে 'কুমার', 'ত্বা' ত্বাং 'পিতা' 'অন্বশিষৎ' ইতি—কিমনুশিষ্টস্ত্বং পিত্রেত্যর্থঃ। স আহ—হে 'ভগবঃ' ভগবন্, 'অনু' 'হি'—অনুশিষ্টোঽস্মি—ইতি।

রাজাহ—'বেত্থ' জানীষে 'যৎ', 'ইতঃ' অস্মাৎ লোকাৎ 'অধি' অধ্যূর্দ্ধং 'যৎ' যত্র প্রয়েতাঃ 'প্রযন্তি' ইতি? স আহ—'ন ভগবঃ' ভগবন্ 'ইতি'। রাজাহ—'বেত্থ' জানীষে, 'যথা' যেন প্রকারেণ 'পুনরাবর্ত্তন্তে' প্রজাঃ ইতি? স আহ—'ন' 'ভগবঃ' ভগবন্ ইতি। রাজাহ—'বেত্থ' জানীষে, দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ পথোঃ' 'ব্যাবর্ত্তনা'—কুতঃ পথদ্বয়ং পৃথগ্‌গতি ভবতীতি। স আহ—'ন ভগবঃ' ভগবন্ ইতি।

'বেত্থ' জানীষে, 'যথা' যেন প্রকারেণ 'অসৌ লোকঃ' 'ন' 'সম্পূর্য্যতে' ইতি। স আহ—'ন ভগবঃ' ভগবান্ ইতি। 'বেত্থ' জানীষে, 'যথা' যেন প্রকারেণ 'পঞ্চম্যাং' পঞ্চপূরণসংখ্যায়াম্ 'আহুতৌ' 'আপঃ'—আহুতিসাধনাঃ—'পুরুষবচসঃ' পুরুষবাচ্যাঃ 'ভবন্তি' পুরুষাখ্যাং লভন্ত ইত্যর্থঃ। স আহ—'নৈব' 'ভগবঃ' ভগবন্ ইতি।

রাজাহ—'অথ' 'কিং' 'নু' ত্বম্ 'অনুশিষ্টঃ' তৎ 'অবোচথাঃ', 'যো হি ন ইমানি বিদ্যাৎ', 'কথং' 'স' 'অনুশিষ্টঃ'—অনুশিষ্টোঽস্মীতি—ব্রবীত ইতি। 'স' পুনঃ 'আয়স্তঃ' 'ক্লিষ্টহৃদয়ঃ' 'পিতুঃ' 'অর্দ্ধং' স্থানম্ 'এযায়' গতবান্। 'তে' পিতরং পুনঃ স 'উবাচ'—'অননুশিষ্য' অনুশাসনম্ অকৃত্বা এব 'কিল' 'মা' মাং 'ভগবান্' 'অব্রবীৎ'—'ত্বা' ত্বাম্ 'অন্বশিষম্' অনুশিষ্টবান্ ইতি।

'রাজন্যবন্ধুঃ'—ক্লিষ্টহৃদয়ত্বান্নিন্দাবচনোক্তিঃ—রাজন্যাধমঃ 'মা' মাং 'পঞ্চ' 'প্রশ্নান্' 'অপ্রাক্ষীৎ' পৃষ্টবান্। 'তেষাং' প্রশ্নানান্ 'একঞ্চ' 'ন বিবক্তুং' বিশেষেণার্থতো নির্ণেতুং 'ন' 'অশকম্' ন শক্তবান্ ইতি। 'স' পিতা পুনঃ 'উবাচ'—'তদা'—মৎসন্নিধাবাগমনকালে—'যথা' ত্বং 'মা' মাম্ 'এতান্' প্রশ্নান্ 'অবদঃ' উক্তবান্ 'অসি', 'যথা' 'অহম্' 'এষাং' প্রশ্নানাম 'একং' 'চ' 'ন' 'বেদ', তথা ত্বমপিজানীহীতি শেষঃ। যদি অহম্ ইমান্ প্রশ্নান্ অবেদিষ্যম্ বিদিতবান্ অস্মি, কথং 'তে' তুভ্যং প্রিয়ায় পুত্রায় 'ন অবক্ষ্যম্' উক্তবান্ অস্মি ইতি।

'স' পুনঃ 'গৌতমঃ'—গোত্রতঃ আরুণিঃ—'রাজ্ঞঃ' 'অর্দ্ধং' স্থানম্ 'এয়ায়' গতবান্। 'প্রাপ্তায়' সমীপোপগতায় 'তস্মৈ' গৌতমায় 'স' রাজা 'অর্হাম্' অর্হণাং 'চকার' অর্হয়াঞ্চকার। 'স' গৌতমঃ পুনঃ 'প্রাতে' 'সভাগে' সভাগতে রাজ্ঞি 'উদেয়ায়'। স রাজা 'তং' গৌতমম্ উবাচ—হে 'ভগবন্' 'গৌতম', 'মানুষস্য' মনুষ্যসম্বন্ধিনো 'বিত্তস্য' 'বরং' 'কামং' 'বৃণীথাঃ' প্রার্থয়েথাঃ ইতি। 'স' গৌতমঃ পুনঃ উবাচ—হে 'রাজন্', 'মানুষ' বিত্তং 'তব এব' অস্তু ইতি শেষঃ। 'কুমারস্য' মম পুত্রস্য 'অন্তে' সমীপে 'যাম্' 'এব' 'বাচম্' 'অভাষথাঃ' 'তাম্ এব বাচং' 'মে' 'ব্রূহি' ইতি।

'স' রাজা পুনঃ 'কৃচ্ছ্রী' কষ্টাগতঃ 'বভূব'—ব্রাহ্মণস্যাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ। 'তং' গৌতমং পুনঃ 'চিরং' দীর্ঘকালং 'বস' ইতি 'আজ্ঞাপয়াঞ্চকার' আজ্ঞপ্তবান্। হে 'গৌতম', 'ত্বং' 'মা' মাং 'যথা'

'অরুণঃ' "তামেব মা ব্রূহি" ইতি, 'ইমং' বিদ্যা 'ত্বত্তঃ' 'প্রাক্' 'ব্রাহ্মণান্' 'যথা ন গচ্ছতি' ন অগচ্ছৎ, 'তস্মাৎ' পুনঃ পুরা—ত্বৎসন্নিধৌ তাবণাৎ—পূর্ব্বং 'সর্ব্বেষু' 'লোকেষু' 'ক্ষত্রস্য' 'এব' 'প্রশাসনম্' 'অভূৎ' অনয়া বিদ্যয়া শিষ্যাণাম্। অতঃপ্রভৃতি ব্রাহ্মণা উপদেক্তারঃ ইতি ভাবঃ। 'তস্মৈ' গৌতমায় স 'উবাচ':—

'অসৌ লোকঃ' 'দ্যুলোকঃ' আকাশ ইতি যাবৎ এব, হে 'গৌতম', 'অগ্নিঃ', 'তস্য' অগ্নেঃ 'সমিৎ' 'আদিত্যঃ' 'এব' – সমিন্ধনাৎ. 'রশ্ময়ঃ' 'ধূমঃ'—তদুত্থানাৎ, 'অহঃ' অর্চ্চিঃ—প্রকাশসামান্যাৎ, 'চন্দ্রমাঃ' 'অঙ্গারাঃ'—অহ্নঃ প্রথমেঽভিব্যক্তেঃ আদিত্যকিরণেন চ কিরণবত্ত্বাৎ, স্বতঃ কিরণহীনত্বাৎ 'নক্ষত্রাণি' 'বিস্ফুলিঙ্গাঃ'—বিপ্রকীর্ণত্বাৎ।

'তস্মিন্' 'এতস্মিন্' 'অগ্নৌ' দেবাঃ—"যো দিবি তিষ্ঠন্" (৩ ২২), ইত্যন্তর্যামাধিষ্ঠিতাম্, "অনেন জীবেনাত্মনা" (১২।২) ইতি জীবোপধানাম, মধুব্রাহ্মণমুখোদিতসমাবস্থিতজগজ্জীবতদন্তর্যাম্যন্তর্ভূত-স্বরূপাম্—'শ্রদ্ধাং' শ্রদ্ধাভাবিতাঃ সূক্ষ্মা আপঃ—"শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং হোমমন্ত্রস্য—'পয়ঃ সোমাজ্যাহুতিসাধনং সম্পাদ্য জুহোতি' ইতি তৈত্তিরীয়কাঃ পঠন্তি ইতি টীকাকৃৎ—'জুহ্বতি,' তস্যাঃ আহুতেঃ—পরিণামঃ —'সোমঃ' 'রাজা' 'সম্ভবতি' আবিরেতি "জলময়জলজস্য গোলকত্বাৎ" ইতি সোমস্য জলময়ত্বপুষ্টম্। অন্তরিক্ষগতস্তাপ আদিত্যেন পরিবর্দ্ধিতঃ বাষ্পাণু স্তাবয়তি তৈশ্চ চন্দ্রগোলক উদ্ভূয়তে ইতি তত্ত্বম।

'পর্জ্জন্যঃ'—বৃষ্ট্যুপকরণবাষ্পরাশিঃ—এব, হে 'গৌতম'. 'অগ্নিঃ', 'তস্য' অগ্নেঃ 'সমিৎ' 'বায়ুঃ' 'এব'—পুরোবাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাৎ তৎপরিচালনেন চ বর্ষণযোগ্যত্বাৎ. 'অভ্রং' ধূমঃ তদ্রূপেণ প্রকাশমানত্বাৎ, 'বিদ্যুৎ' 'অর্চ্চিঃ' প্রকাশসামান্যাৎ, 'অশনিঃ' 'অঙ্গারাঃ'—বৈদ্যুতাংশাপগমে বিশ্লিষ্টায়সাদিরূপেণ তৎসমানাকারত্বাৎ 'হ্রাদুনয়ঃ'—গর্জ্জিতশব্দাঃ—'বিস্ফুলিঙ্গাঃ' বিপ্রকীর্ণত্বাৎ।

'তস্মিন্ এতস্মিন্' 'অগ্নৌ' 'দেবাঃ' 'সোমং রাজানং' বাষ্পপিণ্ডং 'জুহ্বতি', 'তস্যাঃ আহুতেঃ'—পরিণামঃ—'বর্ষং' 'সম্ভবতি'।

'পৃথিবী এবং', হে 'গৌতম', 'অগ্নিঃ', 'তস্যাঃ' পৃথিব্যাঃ তদাখ্যাগ্নেঃ 'সমিৎ' 'সংবৎসরঃ' 'এব'—সংবৎসরেণ বর্ষণফলভূতানাং ব্রীহ্যাদীনাং পরিপাকাৎ, 'আকাশঃ' 'ধূমঃ'—তদুৎপ্রতীয়মানত্বাৎ, 'রাত্রিঃ' 'অর্চ্চিঃ'—পৃথিব্যাস্তমোরূপত্বাভিব্যঞ্জকত্বাৎ, 'দিশঃ' 'অঙ্গারাঃ'—উপশান্তত্বসামান্যাৎ, 'অবান্তরদিশঃ' 'বিস্ফুলিঙ্গাঃ'—ক্ষুদ্রত্বসামান্যাৎ।

'তস্মিন এতস্মিন্' 'অগ্নৌ' 'দেবাঃ' 'বর্ষং' 'জুহ্বতি', 'তস্যাঃ আহুতেঃ'—পরিণামঃ— 'অন্নং' 'সম্ভবতি'।

'পুরুষঃ এব', হে 'গৌতম', 'অগ্নিঃ', 'তস্য পুরুষাগ্নেঃ' 'বাক্ এব' 'সমিৎ'—বাচা হি মুখেন সমিধ্যতে পুরুষঃ ন মূকঃ, 'প্রাণঃ' 'ধূমঃ'—ধূম ইব মুখান্নির্গমনাৎ, 'জিহ্বা' 'অর্চ্চিঃ'—বাচাং প্রকাশকত্বাৎ, 'চক্ষুঃ' 'অঙ্গারাঃ'—ভাস আশ্রয়ত্বাৎ, 'শ্রোত্রং' 'বিস্ফুলিঙ্গাঃ'—বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ।

'তস্মিন্ এতস্মিন্' 'অগ্নৌ' 'দেবাঃ' 'অন্নং' 'জুহ্বতি', 'তস্যাঃ আহুতেঃ'—পরিণামঃ—'রেতঃ' 'সম্ভবতি'।

'যোষা এব', হে 'গৌতম', 'অগ্নিঃ', 'তস্যাঃ' 'উপস্থঃ' যোনিলিঙ্গং 'সমিৎ'—পুত্রোৎপাদনায় সমিন্ধনাৎ, 'যৎ উপমন্ত্রয়তে' 'স ধূমঃ'—উপমন্ত্রণস্য সঙ্কেতকরণস্য তদ্বিকারোত্থত্বাৎ, 'যোনিঃ' 'অর্চ্চিঃ'—ইন্ধনকারণপ্রকাশকত্বাৎ, 'যৎ অন্তঃকরোতি' 'তে অঙ্গারাঃ'—উপশান্তত্বসামান্যাৎ, 'অভিনন্দাঃ' বিস্ফুলিঙ্গাঃ—সুখান্যাৎপুাদববাত্রবিরলাপবভাবত্বাৎ।

'তস্মিন্ এতস্মিন্' 'অগ্নৌ' 'দেবাঃ' 'রেতঃ' 'জুহ্বতি', 'তস্যাঃ আহুতেঃ'—পরিণামঃ—'গর্ভঃ' 'সম্ভবতি'।

'ইতি তু' এবং তু 'পঞ্চম্যাম্' 'আহুতৌ' 'আপঃ'—শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যাঃ—'পুরুষবচসঃ' পুরুষবাচ্যাঃ 'ভবন্তি' ইতি। 'স' 'উল্বাবৃতঃ' গর্ভচর্ম্মণাবৃতঃ 'গর্ভঃ' 'দশ বা নব বা মাসান্' 'যাবৎ' যাবতা বা কালেন ন্যূনাতিরিক্তেন 'অন্তঃ শয়িত্বা'—মাতুঃ কুক্ষৌ—'অথ' অনন্তরং 'জায়তে'।

'স জাতঃ' 'আয়ুষং' যাবৎ 'জীবতি'। 'প্রেতং' মৃতং 'তং' 'দিষ্টং' নির্দ্দিষ্টং কর্ম্মানুরূপং লোকং প্রতি 'ইতঃ' ইহলোকাৎ 'অগ্নয়ঃ' 'এব' 'হরন্তি'। কথমগ্নয়ো হরন্তীতি তৎকারণমুচ্যতে—'যতঃ এব' অগ্নিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ 'ইতঃ আগতঃ' জন্মকালে, যতঃ অগ্নিভ্যঃ শ্মশানান্তাৎ 'সম্ভূতঃ' 'ভবতি' ভাস্বরবর্ণ-পুরুষরূপেণ।

'যে' গৃহস্থাঃ তৎ পঞ্চাগ্নিদর্শনম্ 'ইত্থং'—দ্যুলোকাদাগ্নিভ্যো বয়ং ক্রমেণ জাতা অগ্নিস্বরূপাঃ পঞ্চাগ্ন্যাত্মান ইত্যেবং—'বিদুঃ' জানীয়ুঃ, 'যে চ ইমে' 'অরণ্যে' অরণ্যোপলক্ষিতাঃ বানপ্রস্থাঃ বৈখানসাঃ 'শ্রদ্ধাতপঃ' শ্রদ্ধৈব তপঃ শ্রদ্ধাস্থানীয়ং তপঃ—তপএবানুতিষ্ঠন্তি ন তু পঞ্চাগ্নিদর্শনসম্মতমুপাসনম্—'উপাসতে' অনুতিষ্ঠন্তি, তে 'অর্চ্চিষম্' 'অভিসম্ভবন্তি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ (১১। ১৯)।

'অথ যে চ ইমে' 'গ্রামে' গ্রামবাসিনঃ গৃহস্থাঃ পঞ্চাগ্নিদর্শনানভিজ্ঞাঃ 'ইষ্টাপূর্ত্তে'—ইষ্টম্ অগ্নিহোত্রাদি বৈদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগারামাদিকরণং, 'দত্তং' যাগাদাতিরিক্তস্থলে দরিদ্রাদিভ্যো দানম্ 'উপাসতে,' 'তে' 'ধূমং'—পঞ্চাগ্নিপরিহারাৎ দর্শনপ্রতিরোধিনং দহ্যমানশরীরোত্থং ধূমং ন ত্বগ্নিং—ধূমাভিমানিনীং দেবতাম্ 'অভিসম্ভবন্তি' প্রতিপদ্যন্তে, 'ধূমাৎ' 'রাত্রিং' রাত্রিদেবতাম্, 'রাত্রেঃ' 'অপরপক্ষং' কৃষ্ণপক্ষং তদ্দেবতাম্, 'অপরপক্ষাৎ' কৃষ্ণপক্ষাৎ 'যান্ ষণ্মাসান্' 'দক্ষিণা' দক্ষিণাং দিশম্ 'এতি' সবিতা তাং দক্ষিণায়নাভিমানিনীং দেবতাম্ 'প্রতিপদ্যন্তে', 'ন এতে' 'সংবৎসরম্' অভিপ্রাপ্নুবন্তি';

কিন্তুহি 'মাসেভ্যঃ' 'পিতৃলোকং' 'পিতৃলোকাৎ' 'আকাশম্', আকাশাৎ 'চন্দ্রমসম্'? কোঽয়ং চন্দ্রমাঃ? 'এষ সোমঃ' 'রাজা', 'দেবানাং' 'তৎ' 'অন্নম্', 'তং' সোমং 'দেবাঃ' 'ভক্ষয়ন্তি'।

"যেথ যথা পুনরাবর্ত্তন্তে" ইত্যস্য ব্যাখ্যানম্—'তস্মিন্' চন্দ্রমণ্ডলে 'সম্পাতং' পুনরবতরণকালং 'যাবৎ' 'উষিত্বা', 'অথ' অনন্তরম্ 'এতং' বক্ষ্যমাণম্ 'অধ্বানং' পুনঃ 'নিবর্ত্তন্তে'। 'যথেতং' যথাগতং—দহ্যমানে শরীরে যৎ আকাশত্বমগমৎ তৎস্বরূপ ভূতম্—'আকাশম্', 'আকাশাৎ বায়ুং' প্রতিপদ্যন্তে, 'বায়ুঃ' 'ভূত্বা' 'ধূমঃ' ভবতি, 'ধূমঃ ভূত্বা' 'অভ্রং' ভবতি—

'অভ্রং' 'ভূত্বা' 'মেঘঃ' 'ভবতি', 'মেঘঃ' 'ভূত্বা' 'প্রবর্ষতি'। তে ইহ মনুষ্যলোকে এববতীর্ণাঃ 'ব্রীহিযবাঃ' 'ওষধিবনস্পতয়ঃ' 'তিলমাষাঃ' ইতি 'জায়ন্তে', 'অতঃ' ব্রীহিযবাদেঃ অস্মাৎ খলু 'দুর্নিষ্প্রপতরং' দুর্নিষ্প্রপততরম্—তকারএকোলুপ্তঃ—দুর্নিষ্ক্রমণং—ততো ন নিষ্ক্রমণং ভবতি। এবং সতি পুনর্বৃষ্ট্যাদিরূপেণ পরিণামানন্তরং নিষ্ক্রমণযোগ্যাবস্থায়াং প্রাপ্তায়াং—'যঃ যঃ' 'হি' 'অন্নম্' 'অত্তি', তেষু চ পুনঃ যঃ 'রেতঃ' 'সিঞ্চতি' 'তদ্ভূয়ঃ' তস্তাবঃ সন্ 'এব' 'ভবতি' পুরুষঃ।

কেন বা নিয়মেন নিষ্ক্রমণং ভবতি তদাহ তদিতি। 'যৎ' যত্র অবতরণযোগ্যেষু 'যে' ইহ পৃথিবীলোকে 'রমণীয়চরণাঃ' শোভনাচরণশীলাঃ আসন্, 'তৎ' তত্র তেষু তে 'ব্রাহ্মণযোনিং' বা 'ক্ষত্রিয়যোনিং' বা 'বৈশ্যযোনিং' বা 'রমণীয়াং' 'যোনিম্' 'অভ্যাশঃ' ক্ষিপ্রম্ এব 'আপদ্যেরন্'। 'অথ' 'যৎ' যত্র 'অবতরণযোগ্যেষু যে ইহ' পৃথিবীলোকে 'কপূয়চরণাঃ' অশুভাচরণশীলাঃ আসন্ তে 'শ্বযোনিং' শূকরযোনিং 'চণ্ডালযোনিং' বা 'কপূয়াং' 'যোনিম্' 'অভ্যাশঃ' ক্ষিপ্রম্ এব 'আপদ্যেরন্'।

"যেন যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইত্যস্ত ব্যাখ্যানম্।—'অথ' 'এতয়োঃ পথোঃ' দেবযানপিতৃযাণমার্গয়োঃ 'ন-কতরেণ' একতরেণ অন্যতরেণ চ 'ন যন্তি' ন গচ্ছন্তি যে 'তানি ইমানি' 'অসকৃৎ' 'ম্রিয়ন্তেতি' 'অসকৃদাবর্ত্তীনি' পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিতানি 'ক্ষুদ্রাণি' 'ভূতানি' কীটপতঙ্গাদীনি ভবন্তি। 'এতৎ তৃতীয়ং স্থানং' মার্গদ্বয়পৃথক্ত্বাৎ। 'তেন' তুনিম্নপতত্বাদিকারণেন 'অসৌ' 'লোকো' ন 'সম্পূর্য্যতে'। তস্মাৎ নীচযোনিজন্মাতকারণাৎ জুগুপ্সেত। 'তৎ' তস্মিন্ অর্থে 'এব' 'শ্লোকঃ'।

'হিরণ্যস্য' স্বর্ণস্য 'স্তেনঃ' হর্ত্তা, 'সুরাং পিবন্' সুরাপায়ী, 'গুরোঃ তল্পং' পরিগ্রহম্ 'আবসন্' গুরুতল্পগামী, 'ব্রহ্মহা' চ 'এতে চত্বারঃ' 'পতন্তি', 'তৈঃ' পতিতৈঃ সহ 'আচরন্' চ 'পঞ্চমঃ' 'পততি'।

অধুনা পঞ্চাগ্নিবেত্তৄণাং পাপসংশ্লেষরাহিত্যং গতিঞ্চাহ অথেতি। 'অথ' পুনঃ 'যঃ' 'এতান্' পঞ্চাগ্নীন্ 'এবং'—পরাত্মারাধনোপায়ত্বেন—'বেদ' স পুনঃ 'তৈঃ' মহাপাতকিভিঃ 'অথ' অপি 'আচরন্' 'পাপ্মনা' 'ন লিপ্যতে'; 'যঃ এবংবেদ' স তাদৃগারাধনেন 'শুদ্ধঃ' পূতঃ 'পুণ্যলোকঃ' পুণ্যার্জ্জিত-লোকত্বাৎ (১০।২১) 'ভবতি'। দ্বিরভ্যাসঃ সমস্তপ্রশ্ননির্ণয়প্রদর্শনার্থঃ।

অরুণের অপত্য আরুণি শ্বেতকেতু পঞ্চাল জনপদের সভায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে গমন করিলে তাঁহাকে জীবলের পুত্র জৈবলি প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার, আপনার পিতা আপনাকে অনুশাসন করিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন হে মহাভাগ, আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি।

ইহাতে রাজা বলিলেন, আপনি জানেন মৃত ব্যক্তিগণ এ লোক হইতে কোন্ কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকে? শ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, না, মহাভাগ তাহা জানি না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে প্রকারে তাহাদিগের পুনরাবর্ত্তনা হয় তাহা কি আপনি জানেন? শ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, মহাভাগ, না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবযাণ ও পিতৃযাণ পথ কোথা হইতে পৃথক্ হইয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন? শ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, না মহাভাগ। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ লোক পূর্ণ হইয়া যায় না কেন, তাহা কি আপনি জানেন? শ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, না মহাভাগ। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চম আহুতির সাধন জল যে প্রকারে পুরুষাখ্যা ধারণ করে তাহা কি আপনি জানেন? শ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, না, মহাভাগ।

রাজা বলিলেন, যদি এ সকল বিষয়ে অনুশিষ্ট হন নাই তবে কিসে অনুশিষ্ট হইয়াছেন বলেন। যে ব্যক্তি এ সকল বিষয়ে অনুশিষ্ট হয় নাই সে কি প্রকারে বলিবে, আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি। এই কথায় শ্বেতকেতু ক্লিষ্ট হইয়া পিতার নিকটে আসিলেন, আসিয়া বলিলেন,

আমায় অনুশাসন না করিয়াই আপনি বলিলেন, আমি তোমায় অনু-শাসন করিয়াছি।

ক্ষত্রিয়াধম আমায় পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, আমি তাহার একটিরও উত্তর দিতে পারিলাম না। পিতা বলিলেন, তুমি আসিয়া যে প্রশ্নগুলি বলিলে তাহার একটিরও উত্তর আমি জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি আমি তোমায় তাহা বলিতাম না।

এই বলিয়া গৌতম রাজার গৃহে গমন করিলেন। তিনি রাজসমীপে গমন করিলে তিনি তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। গৌতম প্রাতঃকালে সভাগত রাজার নিকটে গেলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে মহাভাগ গৌতম, মানুষের অভিলষিত বিত্ত প্রার্থনা করুন। তিনি উত্তর দিলেন, হে রাজন্, মনুষ্যের অভিলষিত বিত্ত আপনারই থাকুক। পুত্রের নিকট আপনি যে কথা বলিয়াছেন তাই আমায় বলুন।

এ কথায় রাজার কষ্ট উপস্থিত হইল। কিছুদিন থাকুন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন; "হে গৌতম, আপনি আমায় যে বলিলেন, 'সে বিদ্যা আমায় বলুন' [তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে] আপনার পূর্ব্বে এ বিদ্যা ব্রাহ্মণগণের নিকটে গমন করে নাই, তাই সকল লোককে এ বিদ্যার অনুশাসন ক্ষত্রিয়ে করিয়াছেন।

গৌতমকে তিনি বলিলেন, হে গৌতম এই [দ্যুলোক] অগ্নি, আদিত্য তাহার সমিৎ, রশ্মি সমুদায় ধূম, অহ অর্চ্চি, চন্দ্রমা অঙ্গার, নক্ষত্রগুলি বিস্ফুলিঙ্গ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধা [জলকণা] হবন করেন, সেই আহুতি হইতে সোমরাজা উৎপন্ন হন।

হে গৌতম, পর্জ্জন্য অগ্নি, বায়ু তাহার সমিৎ, অভ্র তাহার ধূম, বিদ্যুৎ অর্চ্চি, অশনি অঙ্গার, গর্জ্জিত শব্দ বিস্ফুলিঙ্গ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে হবন করেন, সেই আহুতি হইতে বর্ষণ উৎপন্ন হয়।

হে গৌতম, পৃথিবী অগ্নি, সংবৎসর তাহার সমিৎ, আকাশ ধূম, রাত্রি অর্চ্চি, দিক্ সকল অঙ্গার, অবান্তর দিক্ সকল বিস্ফুলিঙ্গ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষণকে হবন করেন সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।

হে গৌতম, পুরুষ অগ্নি, তাহার বাক্ সমিৎ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা অর্চি, চক্ষু অঙ্গার, শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন হবন করেন, সেই আহুতি হইতে রেত উৎপন্ন হয়।

হে গৌতম, যোষা অগ্নি, তাহার উপস্থ সমিৎ, উপমন্ত্রণ (সঙ্কেতকরণ) ধূম, যোনি অর্চি, তদন্তঃকরণ অঙ্গার, সুখোদয় বিস্ফুলিঙ্গ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ রেত হবন করেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়।

এইরূপে পঞ্চম আহুতিতে জলকণা পুরুষাখ্য হয়। সেই উল্বাবৃত গর্ভ দশ বা নয় মাস যাবৎ গর্ভে শয়ান থাকিয়া তৎপর ভূমিষ্ঠ হয়।

জন্মিবার পর জীবিত কাল জীবিত থাকে, মৃত্যু হইলে মৃতকে অগ্নিগণ এখান হইতে নির্দ্দিষ্ট লোকে লইয়া যায়। যে অগ্নি হইতে আসিয়াছিল সেই অগ্নি হইতে [অগ্নিবর্ণ পুরুষ] হয়।

যাঁহারা এইরূপ [পঞ্চাগ্নি দর্শন] জানেন, অথবা যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধার স্থলে তপ অনুষ্ঠান-করেন তাঁহারা অর্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে অহ, অহ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেই ছয় মাস যে ছয় মাস উত্তর দিকে সূর্য্য থাকেন, ছয় মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্যকে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে, সেই বিদ্যুৎস্থ পুরুষ মানব নন (দেব)। তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্মসন্নিধানে লইয়া যান, ইটি দেবযান পন্থা।

অনন্তর যে সকল গ্রামবাসিগণ অগ্নিহোত্র-বাপী তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা, দরিদ্রকে দান ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে, তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে সেই ছয় মাসে যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণ দিকে থাকে, ছয় মাস হইতে সংবৎসর প্রাপ্ত হয়।

মাস সমূহ হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়। এই সোমরাজা, দেবগণের অন্ন, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করে।

সেই চন্দ্রে পুনরবতরণকাল যাবৎ বাস করিয়া অনন্তর পুনরায় সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আইসে যেমন—[ভস্মীভূত দেহ] আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইয়া ধূম, ধূম হইয়া অভ্র, অভ্র হইয়া মেঘ, মেঘ হইয়া জলবর্ষণ, জলবর্ষণে এখানে ব্রীহি যব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হয়, এ ছাড়া অন্য যাগা হইতে নিষ্ক্রমণ হয় না [তৎপ্রাপ্তি হয়] [বৃষ্ট্যাদিরূপে পরিণত হইয়া নিষ্ক্রমণ যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলে] যে যে প্রাণী সেই অন্ন ভোজন করে, রেতঃ সেচন করে [পুরুষ] তদ্ভাবাপন্ন হয়। এই পৃথিবীতে যাহারা রমণীয় আচরণশীল শীঘ্রই তাহারা রমণীয় ব্রাহ্মণযোনি ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হয়, যাহারা নিন্দিত আচরণশীল শীঘ্রই তাহারা নিন্দিত যোনি—কুক্কুর যোনি, শূকর যোনি বা চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর যাহারা এই দুই পথের এক পথেও যায় না তাহারা পুনঃ পুনঃ মরণশীল ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া জন্মায় ও মরে। এইটি তৃতীয় স্থান তাই এ লোক পূর্ণ হইয়া যায় না। এটি ঘৃণ্য। তাই এই অর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, গুরুপত্নীগামী, ব্রহ্মহা এই চারি ব্যক্তি পতিত, যে ব্যক্তি ইহাদের সঙ্গ করে সে পতিত হয়।

অনন্তর যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নি জানেন তাঁহারা এ সকলের সঙ্গ করিয়াও তাহাদের পাপে লিপ্ত হন না। শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়া পুণ্যলোকে গমন করেন।

বৃহদারণ্যক এই আখ্যায়িকা এইরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাঃ পরিষদমাজগাম, স আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণং তমুদীক্ষ্যাভ্যুপবাদ কুমারও ইতি। স ভোওঁইতি প্রতিশুশ্রাবানুশিষ্টোঽন্বসি পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ। ১। বেত্থ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রযত্যো বিপ্রতিপদ্যন্তাও ইতি, নেতি হোবাচ, বেত্থ যথেমং লোকং পুনরাপদ্যন্তাও ইতি নেতি হোবাচ, বেত্থ যথেমং লোকং পুনঃ সম্পদ্যন্তা ৩ ইতি, নেতি হোবাচ, বেত্থ যথাসৌ লোক এবং বহুভি, পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভির্ন সম্পূর্য্যতাও ইতি নেতি হোবাচ, বেত্থ যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তীও ইতি নেতি হোবাচ, বেত্থ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযাণস্য বা যৎকৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযাণং বাপি হি ন ঋষের্বচঃ শ্রুতং "দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহ দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ॥" ইতি নাহমত একঞ্চ ন বেদেতি হোবাচ। ২। অথৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে নাদৃত্য বসতিং কুমারঃ প্রদুদ্রাব স আজগাম পিতরং তংহ হোবাচেতি বাব কিল নো ভবান্ পুরানুশিষ্টানবোচদিতি কথং সুমেধ ইতি পঞ্চ মা প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুরপ্রাক্ষীৎ ততো নৈকঞ্চন বেদেতি কতমে

ত ইতীয় ইতি হ প্রতীকাম্নুদাজহার । ৩। সহোবাচ তথা নস্ত্বং তাত জানীথাঃ যথা যদহং কিঞ্চন বেদ সর্ব্বমহং তত্ত্ভ্যমবোচং প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যাব ইতি ভবানেব গচ্ছত্বিতি স আজগাম গৌতমো যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস তস্মা আসনমাহৃত্যোদক মাহারয়াঞ্চকারাথ হাস্মা অর্ঘ্যং চকার তংহ হোবাচ বরং ভগবতে গৌতমায় দদ্ম ইতি। ৪। স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো মএষ বরো যান্ত কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তাং মে ব্রূহীতি। ৫। স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতম তদ্বরেষু মানুষাণাং ব্রূহীতি । ৬। স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তিহিরণ্যস্যাপাত্তং গোঅশ্বানাং দাসীনাং প্রাবারাণাং পরিধানস্য মা নো ভবান্ বহোরনন্তস্যাপর্য্যন্তস্যাভ্যবদান্যোঽভূদিতি, স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি বাচা হ স্ম বৈ পূর্ব্ব উপয়ন্তি স হোপায়নকীর্ত্ত্যা উবাস। ৭। স হোবাচ তথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহা যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চ ন ব্রাহ্মণ উবাস তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি। ৮। অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়োধূমোঽহরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি। ৯। পর্জ্জন্যো বাগ্নির্গৌতম তস্য সংবৎসর এব সমিদভ্রাণি ধূমো বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমংহ রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি। ১০। অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্য পৃথিব্যেব সমিদগ্নি-র্ধূমো রাত্রিরর্চ্চিশ্চন্দ্রমাঅঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতি। ১১। পুরুষো বাগ্নির্গৌতম তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎ প্রাণো ধূমো বাগর্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি। ১২। যোষা বা অগ্নির্গৌতম তস্যা উপস্থ এব সমিদ্যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি স জীবতি যাবজ্জীব-ত্যথ যদা ম্রিয়তে। ১৩ অথৈনমগ্নয়ে হরন্তি তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিদ্ধূমো ধূমোঽর্চ্চিরর্চ্চিরঙ্গারা অঙ্গারা বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বর-বর্ণঃ সম্ভবতি। ১৪ তে য এবমেতদ্বিদুঃ যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাংহ সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং তান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ ১৫। অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যথা সোমংহ রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি তেষাং যদা তৎ পর্য্যবৈত্যথেমমেবাকাশমভি-নিষ্পদ্যন্ত আকাশাদ্বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্ত্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্। ১৬।

প্রবাহণ জৈবলিকে আপনার পরিচর্য্যাপারগ করিবেন এই অভিমানে অরুণের পুত্র আরুণেয় শ্বেতকেতু পঞ্চালগণের সভায় গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কুমার !! তিনি ইহার উত্তর দিলে রাজা বলি-লেন, আপনার পিতা আপনাকে অনুশাসন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন-হাঁ। ১। তুমি

কি জান, ম্রিয়মাণ ব্যক্তিগণ এক পথে যাইয়াও সেখানে গিয়া বিপরীত পথে গমন করিয়া থাকে। না, এই উত্তর দিলেন। তুমি কি জান, যেরূপে আবার এই লোকে আগমন করে? না, এই কথা বলিলেন। তুমি কি জান, যেরূপে এই লোকে সম্পন্ন হয়। না, এই কথা বলিলেন। তুমি কি জান, বহুলোক পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়াও এ লোক কেন পূর্ণ হয় না? না, এই কথা বলিলেন। তুমি কি জান, মন আহুত হইয়া যে সংখ্যক আহুতিতে পুরুষাকার ধারণ করিয়া উত্থান করে এবং আপনাকে পুরুষ বলায়? না, এই কথা বলিলেন। তুমি কি দেবযান পথ ও পিতৃযান পথ জান, কি করিলে দেবযান পথ পাওয়া যায়, কি করিলে পিতৃযান পথ পাওয়া যায়? তুমি কি ঋষির একথা শুনিয়াছ—'পিতৃগণের নিকটে দুটি পথের কথা শুনিয়াছি, একটি দেবগণের আর একটি পিতৃগণের। যে দুই পথে [অনুষ্ঠান পরায়ণ] সকলে গমন করে ও দুই পথের একটি চিহ্ন পৃথিবী আর একটি দিব্যলোক। এ দুইয়ের মধ্যে এই পথ বিদ্যমান। তিনি বলিলেন, এ দুইয়ের একটিকেও আমি জানি না। ২। রাজা তাঁহাকে থাকিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন, সে আমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া কুমার পলায়ন করিলেন এবং পিতার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, আমাকে অনুশাসন করিয়াছেন। [পিতা বলিলেন হে সুবুদ্ধ একথা বলিতেছ কেন? [পুত্র পাঁচটি প্রশ্ন এক একটি উল্লেখ করিয়া বলিলেন] রাজন্যবন্ধু আমায় পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন তাহার একটিও তো আপনি আমায় বলেন নাই। তিনি বলিলেন, হে তাত, আমাদের দুজনের মধ্যে তুমিও যেমন জান না আমিও তেমনি, আমি যাহা কিছু জানিতাম সকলই তোমায় বলিয়াছি। এস সেখানে গিয়া আমরা উভয়ে ব্রহ্মচর্য্যে বাস করি। ৩। পুত্র বলিলেন, আপনি গমন করুন। গৌতম, আপনি গমন করিলেন। প্রবাহণ জৈবলি যেখানে ছিলেন গৌতম সেখানে গেলেন। আসন উদক আহরণ করিয়া রাজা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন তাঁহাকে অর্ঘ্য দিলেন এবং বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা চাউন। ৪। তিনি বলিলেন আমার অভিজ্ঞাত চাহিবার বিষয় এই যে আপনি কুমারকে যে কথা বলিয়াছেন আমায় সেই কথা বলুন। ৫। তাঁহাকে যাহা বলিয়াছি তাহা দেবসম্পর্কীয় বর, আপনি মনুষ্যসম্পর্কীয় বরের কথা বলুন। ৬। গৌতম বলিলেন, আপনি জানেন আমারও হস্তি হিরণ্যাদি আছে, আপনি অপরিমেয় গো অশ্ব দাসী উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির অদাতা কখন হইবেন না ইহা জানা আছে। [রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তবে কি আপনি] শাস্ত্রবিহিত ন্যায়ের বর ইচ্ছা করিতেছেন'? তিনি বলিলেন, সেই ভাবেই আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি গৌতম এই কথা বলিয়া আগমনের কারণ জ্ঞাপন করিয়া তৎসন্নিধানে বাস করিলেন। ৭। রাজা বলিলেন, হে গৌতম, আপনার পিতামহগণ যেমন তেমনি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ইতঃপূর্ব্বে এ বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণেতে বাস করে নাই, সেই বিদ্যা আমি আপনাকে

বলিতেছি। আপনি যখন এমন করিয়া চাহিতেছেন তখন কে এমন আছে যে, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। ৮। হে গৌতম, এই (দ্যুলোক) অগ্নি, আদিত্য তাহার সমিৎ, রশ্মিসমূহ ধূম, অহ অর্চ্চি, দিক্‌সকল অঙ্গার, অবান্তর দিক্‌সকল স্ফুলিঙ্গ। সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধা হবন করেন। সেই আহুতি হইতে সোমরাজা উৎপন্ন হন। ৯। হে গৌতম, পর্জ্জন্য অগ্নি, সংবৎসর তাহার সমিৎ, মেঘ সকল ধূম, বিদ্যুৎ অর্চ্চি, অশনি অঙ্গার, গর্জ্জনশব্দ বিস্ফুলিঙ্গ, সেই এই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে হবন করেন, সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। ১০। হে গৌতম, এই লোক অগ্নি পৃথিবী তাহার সমিৎ, অগ্নি ধূম, রাত্রি অর্চ্চি, চন্দ্রমা অঙ্গার, নক্ষত্রসকল বিস্ফুলিঙ্গ, সেই এই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে হবন করেন, সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। ১১। পুরুষ হে গৌতম, অগ্নি, তাহার বিবৃত মুখ সমিৎ, প্রাণ ধূম, বাক্ অর্চ্চি, চক্ষু অঙ্গার, শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ, সেই এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন হবন করেন সেই আহুতি হইতে রেত উৎপন্ন হয়। ১২। হে গৌতম, যোষা অগ্নি, তাহার উপস্থ সমিৎ, লোক সকল ধূম, যোনি অর্চ্চি, অন্তর্নিবিষ্ট করা অঙ্গার, সুখানুভব বিস্ফুলিঙ্গ, সেই এই অগ্নিতে দেবগণ রেত হবন করেন, সেই আহুতিতে পুরুষ উৎপন্ন হয়, সে যতদিন জীবনধারণ করে, ততদিন জীবিত থাকে, যখন মরে। ১৩। তাহার অগ্নি সকলই তাহাকে লইয়া যায়। সে সময়ে অগ্নি অগ্নি হয়, সমিৎ সমিৎ হয়, ধূম ধূম হয়, অর্চ্চি অর্চ্চি হয়, অঙ্গার সকল অঙ্গার হয়, বিস্ফুলিঙ্গ সকল বিস্ফুলিঙ্গ হয়। সেই এই অগ্নিতে দেবগণ পুরুষকে হবন করে, সেই আহুতিতে পুরুষ ভাস্বরবর্ণ হয়। ১৪। যাঁহারা এটিকে এইরূপ জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধার স্থান সত্যের উপাসনা করেন তাঁহারা অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চি হইতে অহ, অহ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে যে ছয় মাস আদিত্য উত্তরে থাকেন, এই সকল মাস হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে বৈদ্যুতলোক, বৈদ্যুতলোক হইতে মানসপুরুষ আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। সেই সকল লোকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহুবর্ষ বাস করে, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ১৫। অনন্তর যাহারা যজ্ঞদান ও তপস্যাযোগে লোক সকল জয় করে তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ কৃষ্ণ-পক্ষ হইতে সেই ছয় মাসে প্রাপ্ত হয় যে ছয় মাসে আদিত্য দক্ষিণে থাকে, সেই ছয় মাস হইতে পিতৃলোক পিতৃলোক হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহারা অন্ন হয়. চন্দ্রকে যেমন পূরণ করিয়া এবং ক্ষয় করিয়া দেবগণ ভক্ষণ করেন, তেমনি তাহাদিগকে পূরণ ও ক্ষয় করিয়া দেবগণ ভক্ষণ করেন। যখন এইরূপে কর্ম্মক্ষয় পায় তখন তাহারা আকাশত্ব প্রাপ্ত হয় আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয় পৃথিবীকে পাইয়া অন্ন হয়। সেই অন্ন পুরুষাগ্নিতে হুত হইয়া যোষাগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে জন্মগ্রহণের পর আবার লোকসকলের প্রতি উত্থান করে,

এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হয়। যাহারা এ দুই পথ জানে না তাহারা কীট পতঙ্গ দন্দশূক হইয়া থাকে।

ভাব—যাঁহারা পঞ্চাগ্নিতত্ত্ব জানেন তাঁহাদের পাপের সহিত সংশ্লেষ হয় না। এরূপ হয় কেন? কেন না পঞ্চাগ্নিবিদ্যা পরাত্মার আরাধনার উপায়রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই আরাধনাতে পাপের সহিত সংশ্লেষ-বর্জ্জিত হইয়া পুণ্যলোকে ইঁহাদের গতি হয়। এরূপ গতি হয় কেন? এ সকল ব্যক্তি এই উপায়ে ব্রহ্মেতে নিত্য সংস্থিত হন। ব্রহ্মে নিত্য স্থিতি বশতঃ ইঁহাদের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, পাপ ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। পুনরাবৃত্তিনিবৃত্তি হয়। পুনরাবৃত্তিনিবৃত্তি হয় কেন? অসংখ্য পুণ্যলোক আছে। ব্রহ্মসংস্থ না হইলে সেই সকল লোকে কদাপি গতি হইতে পারে না। এই সকল লোকে গতি এবং মনুষ্যলোকে পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি কিছু এক নহে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "ইঁহাদিগকে ব্রহ্মের সমীপস্থ করে"। ব্রহ্মের সমীপগত হইলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ব্রহ্মে স্থিতি উভয়ই হয়। যখন ব্রহ্মে স্থিতি হইয়া লোকলোকান্তরে গতি হয় তখন বিবর্ত্তস্বভাব লোকে গতি নিবৃত্ত হইয়া যায়; লোকলোকান্তরে ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ইনি কৃতার্থ হয়েন। এজন্যই পুরাণে মুক্তগণের এইরূপ ভগবদৈশ্বর্য্য দর্শন এবং অনুগীতায় "আর এখানে পুনরাবৃত্তি হইবে না" এ কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

২৩। তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তদ্য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। ১। ৬।

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদ্যন্নপানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং যং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে। ১—১০।

ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে।

- অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।

স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি স তী-যমিতি তদ্যৎ সৎ তদমৃতমথ যত্তি তন্মর্ত্ত্যমথ যদ্যন্তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। ১—৫।

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতৎ সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোহতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকস্তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্ত্বাঽন্ধঃ সন্নন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

তস্য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। :—৩।

অথ যদ্যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে।

অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে।

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদেষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি তদৈরম্মদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্।

তদ্য এবৈতাবরং চ ণ্যঞ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

১—৪।

অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেত্যসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ।

তদ্যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমঞ্চামুঞ্চৈবমেবৈতা

আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমঞ্চামুঞ্চামুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ।

তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তন্ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি।

অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা আহুর্জানাসি মাং জানাসি মামিতি স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুৎক্রান্তো ভবতি তাবজ্জানাতি।

অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদু ক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে স ওমিতি বা হোদ্বা মীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্।

তদেষ শ্লোকঃ—শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥

১—৬। ছা, ৮। ১০। ২—৬।

যথেষ্টগতিং বক্তুমারভতে তস্যথেতি। ব্যাখ্যাতম্ (৩। ১৮ [১২৬পৃ])।

কামচারিতাং বর্ণয়তি। 'স যদি' 'পিতৃলোককামঃ' পিতৃগণসম্বন্ধাভিলাষী—"পিতরো জনয়িতারঃ অতএব সুখহেতুত্বেন ভোগ্যত্বাল্লোকা উচ্যন্তে তেষু কামো যস্য তৈঃ পিতৃভিঃ সম্বন্ধো যস্য"—ভবতি, 'সঙ্কল্পাদেব' সঙ্কল্পমাত্রাদেব 'অস্য' 'পিতরঃ' 'সমুত্তিষ্ঠন্তি' গোচরতয়া আবির্ভবন্তি। এবং 'তেন পিতৃলোকেন' পিতৃগণেন 'সম্পন্নঃ' সন্ 'মহীয়তে' সমৃদ্ধো ভবতি। আধুনিকানামপ্যেষ সিদ্ধান্তঃ।

(৪। ৪। ৮)।

'অথ যদি' 'মাতৃলোককামঃ' মাতৃগণসম্বন্ধাভিলাষী 'ভবতি' 'সঙ্কল্পমাত্রাদেব' 'অস্য' 'মাতরঃ' 'আবির্ভবন্তি', 'তেন' মাতৃগণেন 'সম্পন্নঃ' সন্ 'মহীয়তে' সমৃদ্ধো ভবতি।

'অথ যদি' ভ্রাতৃগণসম্বন্ধাভিলাষী ভবতি, 'সঙ্কল্পমাত্রাদেব' 'অস্য' 'ভ্রাতরঃ' 'আবির্ভবন্তি', 'তেন ভ্রাতৃগণেন' 'সম্পন্নঃ' সন্ সমৃদ্ধো ভবতি।

'অথ যদি' 'স্বসৃগণসম্বন্ধাভিলাষী' 'ভবতি', 'সঙ্কল্পমাত্রাদেব' 'অস্য' 'স্বসারঃ' 'আবির্ভবন্তি', 'তেন' স্বসৃগণেন 'সম্পন্নঃ' সন্ সমৃদ্ধো ভবতি।

'অথ যদি' 'সখিগণসম্বন্ধাভিলাষী ভবতি, 'সঙ্কল্পমাত্রাদেব' 'অস্য' 'সখায়ঃ' 'আবির্ভবন্তি,' 'তেন' সখিগণেন 'সম্পন্নঃ' 'সন্' সমৃদ্ধো ভবতি।

'অথ যদি' 'গন্ধমাল্যনিচয়সম্বন্ধাভিলাষী' ভবতি, সঙ্কল্পমাত্রাদেব 'গন্ধমাল্যে' 'আবির্ভবতঃ' 'তেন' গন্ধমাল্যনিচয়েন 'সম্পন্নঃ' সন্ সমৃদ্ধো ভবতি।

'অথ যদি' 'অন্নপাননিচয়সম্বন্ধাভিলাষী' ভবতি 'সঙ্কল্পমাত্রাদেব' অস্য 'অন্নপানে' 'আবির্ভবতঃ', 'তেন' অন্নপাননিচয়েন 'সম্পন্নঃ' সন্ সমৃদ্ধো ভবতি।

'অথ যদি' গীতবাদিত্রনিচয়াভিলাষী' ভবতি 'সঙ্কল্পমাত্রাদেব' অস্য 'গীতবাদিত্রে' 'আবির্ভবতঃ' 'তেন' গীতবাদিত্রনিচয়েন 'সম্পন্নঃ' সন্ সমৃদ্ধো ভবতি।

'অথ যদি' 'স্ত্রীনিচয়সম্বন্ধাভিলাষী' ভবতি 'সঙ্কল্পমাত্রাদেব' অস্য 'স্ত্রিয়ঃ' 'আবির্ভবন্তি' 'তেন' স্ত্রীনিচয়েন সম্পন্নঃ সন্ সমৃদ্ধো ভবতি।

'যং যম্' 'অন্তং' প্রদেশম্ 'অভিকামঃ' অভিলাষী 'ভবতি' 'যং যং' কামং 'কাময়তে' অস্য স অভিলাষঃ 'সঙ্কল্পমাত্রাদেব' 'আবির্ভবতি', তেন অভিলাষেণ 'সম্পন্নঃ সন্' সমৃদ্ধো ভবতি।

যদি সঙ্কল্পমাত্রাদেব পিত্রাদিভিঃ সম্বন্ধোঽনুভূয়তে ন তৎ কথং ভবতীহ সর্ব্বেষামিত্যস্য কারণং নির্ণীয়তে তইতি। 'তে ইমে' 'সত্যাঃ' অকল্পিতাঃ 'কামাঃ' পিত্রাদিসম্বন্ধবিষয়াঃ 'অনৃতাপিধানাঃ'—অনৃতম্—'সত্যেন ছন্নং' (৮।১৪) 'অনৃতাপিধানাঃ' ইত্যনয়োরনুবাদি "অব্যক্তং কারণং যত্তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্" ইতি তিরোহিতস্বরূপম্—'অসৎ'—'ইয়র্ত্তি' প্রাপ্নোতি হৃদয়ং হৃদয়মধিকৃত্য (১২।৮[২৩]) তিষ্ঠতীতি ঋতঃ—বাহুলকাৎ ক্তঃ, ন হৃদয়মধিকৃত্য তিষ্ঠতীত্যনৃতং বিষয়ান্তরপ্রবেশাৎ যৎ হৃদয়াদপসৃতম্—তদেব 'অপিধানম্' 'আচ্ছাদনং' যেষাং তে—তিরোহিতস্বরূপাসৎপ্রচ্ছন্নাঃ। বাক্যান্তরেণ তদেব স্ফোরয়তি—'সত্যানাম্' অকল্পিতানাং 'সতাং' বিদ্যমানানাং 'তেষাং' কামানাম্ অনৃতম্—'তিরোহিতস্বরূপমসৎ'—'অপিধানম্' আচ্ছাদনং সুতরাম্ 'অস্য' জীবস্য 'যঃ যঃ' হি 'ইতঃ' ইহলোকাৎ 'প্রৈতি', ইহ তং 'দর্শনায়' সাক্ষাৎকারায় ন 'লভতে'—তৈঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধো নানুভূয়তে তেন।

অনন্তরং জীবিতৈর্মৃতৈর্বিংহৈশ্চ হৃদি সত্যপি নিত্যসম্বন্ধে কথং ন সোঽনুভূয়তে তদেবাহ অথেতি। 'অথ' 'অস্য' জন্তোঃ সম্পর্কীণাঃ 'যে' চ জীবাঃ 'ইহ' 'বিদ্যমানাঃ', 'যে চ' প্রেতাঃ, 'যৎ' চ 'অন্যৎ' অন্নাদিকম্ ইচ্ছন্ ন লভতে 'সর্ব্বং' 'তৎ' তত্র হৃদি সুষুপ্তৌ 'গত্বা' 'বিন্দতে' লভতে পরব্রহ্মণি। যদি তত্র লভতে কথং ন তজ্জ্ঞায়তে?—'হি' যস্মাৎ 'অস্য' জন্তোঃ 'এতে' 'সত্যাঃ' অকল্পিতাঃ কামাঃ 'অনৃতাপিধানাঃ' তিরোহিতস্বরূপেণাসতা 'প্রচ্ছন্নাঃ', 'তৎ' তস্মাৎ 'অক্ষেত্রজ্ঞাঃ' নিধিশাস্ত্রানভিজ্ঞাঃ 'নিহিতং' ভূমেরধঃস্থাৎ প্রক্ষিপ্তং 'হিরণ্যনিধিম্' 'উপর্য্যুপরি' সঞ্চরন্তঃ অপি 'ন' 'বিন্দেয়ুঃ' ন লভেরন্, এবম্ এব 'ইমাঃ' সর্ব্বাঃ 'প্রজাঃ' 'অহরহঃ' সুষুপ্তৌ 'এতং' ব্রহ্মলোকং 'গচ্ছন্ত্যঃ' 'ন' 'বিন্দন্তি'। কথং ন বিন্দন্তি? 'হি' যস্মাৎ তাঃ 'অনৃতেন' তিরোহিতস্বরূপেণাসতা 'প্রত্যূঢ়াঃ' প্রতিহৃতাঃ তস্মাদন্যতো বর্ত্তমানাঃ—তাসাং দৃষ্টৌ পরিস্ফুটতয়া নৈষ ব্রহ্মলোকো ভাসতে 'অতস্তা' অন্যত্রাপহৃতচিত্তা ভবন্তীতি ভাবঃ।

স বা এষ আত্মা—অপহতপাপ্মা (৩।১৮)—হৃদি। 'হৃদি' 'অয়ম্ ইতি 'তস্য' আত্মনঃ 'নিরুক্তং' নির্বচনং তৈনৈবানুভবযোগ্যত্বম্। 'তস্মাৎ হৃদয়ম্' আত্মেতি বিজ্ঞাতব্যম্। এবংবিৎ হৃদয়মেবাত্মেতি বিদ্বান্ 'অহরহঃ' বৈ 'স্বর্গলোকম্' 'এতি'।

অহরহঃ স্বর্গলোকং প্রাপ্য কিং ভবতি তদাহ অথেতি। 'অথ' অনন্তরং 'যঃ' এষ 'সম্প্রসাদঃ' প্রসন্নঃ শান্তঃ জীবাত্মা 'অস্মাৎ' শরীরাৎ 'সমুত্থায়' শরীরাত্মভাবনাং পরিহায় 'পরং জ্যোতিঃ' পরাত্মানম্ 'উপসম্পদ্য' তেনৈকীভূয় 'স্বেন রূপেণ' 'অভিনিষ্পদ্যতে' স্বস্বরূপসম্পন্নো ভবতি। জীবাত্মপরাত্মৈকত্বেন—'এষ আত্মা' ইতি পুনঃ উবাচ। 'এতৎ' জীবাত্মপরাত্মৈক্যম্ 'অমৃতম্' 'অভয়ম্', 'এতৎ' 'ব্রহ্ম'—সর্ব্বান্তর্ভাবকত্বাৎ। 'তস্য বা এতস্য' সর্ব্বান্তর্ভাবকস্য 'ব্রহ্মণঃ' 'সত্যম্' ইতি নাম। (৪।৪।১—৪)।

কিমর্থমিদং নাম তদুচ্যতে—সতীযম্' ইতি 'তানি' বা 'এতানি' 'ত্রীণি' 'অক্ষরাণি', তৎ 'যৎ'

'সৎ' 'তৎ' 'অমৃতম্'; অথ যৎ 'তি'—ইকারানুবন্ধঃ—'তৎ মর্ত্ত্যং' রূপরূপান্তরাধীনম্ অসৎ; 'যং যং' তেন 'উভে' অমৃতং মর্ত্ত্যং চ 'যচ্ছতি' যময়তি বশীকরোতি। 'যৎ' যস্মাৎ 'উভে' 'যচ্ছতি, তস্মাৎ যম্'। 'এবংবিৎ'—সত্যস্য নির্ব্বচনবেত্তা—'অহরহঃ' 'বৈ' স্বর্গং 'লোকম্' এতি। সত্যং হি অসৎ চিরসম্বদ্ধম্। সদসতোরেবং নিত্যসম্বন্ধং বিদিত্বা সত্যাৎসতো নিয়মনং বিচিন্ত্যতে যেন সোঽনাচ্ছন্ন-দৃষ্টিরিহৈব ব্রহ্মলোকং পশ্যতীতি শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ।

এবং জীবাত্মপরমাত্মনোরেকত্বমভিধায় পুনঃ পৃথক্ত্বং দর্শয়তি ক্রিয়য়া—'অথ যঃ' 'আত্মা, পরাত্মা স 'এষাং লোকানাম্' 'অসম্ভেদায়' ভঙ্গনিবারণায় 'সেতুঃ' 'বিধৃতিঃ' বিধারণঃ। এতং সেতুম্ 'অহোরাত্রে' ন তরতঃ—কালেনাপরিচ্ছেদ্যাৎ. 'ন জরা', 'ন মৃত্যুঃ', 'ন শোকঃ', 'ন সুকৃতং', 'ন দুষ্কৃতম্' 'এতং' তরতি। অতঃ 'সেতোঃ' পরাত্মনঃ 'সর্ব্বে পাপ্মানঃ' নিবর্ত্তন্তে। 'হি' যস্মাৎ এষ 'অপহতপাপ্মা' পরাত্মা 'ব্রহ্মলোকঃ', তস্মাৎ 'এতং' 'সেতুং' পরাত্মানং 'তীর্ত্বা' সম্যক্ উপলভ্য জীবাত্মা 'অন্ধঃ' সন্ 'অনন্ধঃ' ভবতি, 'বিদ্ধঃ' দুঃখাদিসম্বদ্ধো সন্ 'অবিদ্ধঃ' ভবতি, 'উপতাপী' রোগ-দ্যুপতাপবান্ সন্ 'অনুপতাপী' ভবতি। 'হি' যস্মাৎ 'এষ ব্রহ্মলোকঃ' এব 'সকৃদ্বিভাতঃ'—সকৃৎ একদা ন পুনঃ পুনঃ সদেতি যাবৎ—সদাবিভাতঃ, 'তস্মাৎ বৈ' 'এতং' সেতুং 'তীর্ত্বা' সম্যগুপলভ্য 'নক্তম্' অপি অহঃ এব নিষ্পদ্যতে।

তৎ তত্র যে এব ব্রহ্মচর্য্যেণ (১০। ২১) 'এতং ব্রহ্মলোকম্' অনুবিন্দন্তি তেষাম্ এব ব্রহ্মলোকঃ। 'সর্ব্বেষু' 'লোকেষু' তেষাং 'কামচারঃ' যথেষ্টঃ গতিঃ ভবতি।

সর্ব্বাণি সাধনানি ব্রহ্মচর্য্যএবান্তর্ভূতানীতি তেষামর্থান্তরসাধনেন দর্শয়তি অথেতি। 'যজ্ঞঃ' ইতি আচক্ষতে যৎ তৎ 'ব্রহ্মচর্য্যম্' এব। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'ব্রহ্মচর্য্যেণ' এব 'যো' 'জ্ঞাতা' যজ্ঞতত্ত্বজ্ঞঃ 'স' তং যজ্ঞফলভূতং 'ব্রহ্মলোকং' বিন্দতে। 'অথ ইষ্টম্ ইতি' যৎ আচক্ষতে 'ব্রহ্মচর্য্যম্' এব তৎ কথম্? 'হি' যস্মাৎ ব্রহ্মচর্য্যেণ' এব 'ইষ্ট্বা' আরাধ্য আত্মানং পরাত্মানম্ অনুবিন্দতে।

'অথ সত্রায়ণং'—দীর্ঘকালব্যাপিযজ্ঞানুষ্ঠানম্—ইতি যৎ আচক্ষতে তৎ 'ব্রহ্মচর্য্যম্' এব কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'ব্রহ্মচর্য্যেণ' 'এব সতঃ' সৎস্বরূপাৎ 'আত্মনঃ' পরাত্মনঃ 'ত্রাণং' মুক্তিং বিন্দতে। 'অথ 'মৌনম্' ইতি 'যৎ' আচক্ষতে 'তৎ' ব্রহ্মচর্য্যম্ এব। কথম্? 'হি' যস্মাৎ 'আত্মানম্ এব অনুবিদ্য' প্রাপ্য 'মনুতে' মৌনী ভবতি।

'অথ অনাশকায়নম্' উপবাসপরায়ণত্বম্ আচক্ষতে যৎ, 'তৎ' ব্রহ্মচর্য্যম্ এব। কথম্ 'হি' যস্মাৎ 'ব্রহ্মচর্য্যেণ' 'যম্' আত্মানং 'অনুবিন্দতে' স এষ আত্মা 'ন' নশ্যতি অদর্শনো ন ভবতি। 'অথ অরণ্যায়নং'—অরণ্যবাসঃ—'ইতি আচক্ষতে' 'যৎ' 'তৎ' 'ব্রহ্মচর্য্যম্' এব। কথম্? 'ইতঃ' অস্মা-ল্লোকাৎ—ভূরন্তরীক্ষাপেক্ষ্যা—'তৃতীয়স্যাং দিবি' ব্রহ্মলোকে 'অরশ্চ' 'ণ্যশ্চ' অর্ণবৌ সমুদ্রৌ, তৎ তত্র 'ঐরমদীয়ম্'—ইরা অন্নম্ তদুৎপন্নম্ ঐরম্, অন্নরসময়ঞ্চ তৎ 'মদীয়ঞ্চ' মদকরং চ—'সরঃ', 'তৎ' তত্র 'সোমসবনঃ' সোমস্রাবী 'অশ্বত্থঃ', 'তৎ' তত্র 'ব্রহ্মণঃ' 'অপরাজিতা' 'পুঃ' পুরী, 'প্রভুবিমিতং' প্রভুণা ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং হিরণ্ময়ং' গৃহম্;—

'তৎ' তত্র 'যে এব' 'ব্রহ্মচর্য্যেণ' 'এতৌ' অরং চ ণ্যং চ অর্ণবৌ ব্রহ্মলোকে 'অনুবিন্দন্তি' লভন্তে, 'তেষাম্' 'এব' এষ ব্রহ্মলোকঃ; তেষাং 'সর্ব্বেষু' লোকেষু 'কামচারঃ' যথেষ্টগতিঃ ভবতি। সর্ব্বেষাং সাধনানাং ব্রহ্মলোকপ্রাপকত্বং ব্রহ্মচর্য্যেণৈবেতি ফলিতার্থঃ।

ইদানীং মূর্দ্ধন্যনাড়ীসম্বন্ধাং গতিমনুশীলয়তি (৪। ২ ১৭—১৯) অথেতি। 'অথ যাঃ' এতাঃ 'হৃদয়স্য' হৃৎপিণ্ডপ্রসৃতাঃ 'নাড্যঃ' 'তাঃ' 'পিঙ্গলস্য' পিঙ্গলবর্ণস্য 'শুক্লস্য' শুক্লবর্ণস্য, 'নীলস্য' নীল-

বর্ণস্য, 'পীতস্য' পীতবর্ণস্য, 'লোহিতস্য' লোহিতবর্ণস্য 'অণিম্নঃ' অণুরস্য বর্ণাভিব্যঞ্জনহেতুভূতস্য 'নাড্যঃ' তত্তদ্বর্ণাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যযুক্তাঃ—তাসু কস্যাশ্চিৎ নৈপুণ্যে বর্ণবিশেষাক্রাদর্শনাত্তথানুমেয়ম্। কুত এতেষাং বর্ণাভিব্যঞ্জনে সামর্থ্যানাং প্রবেশস্তদাহ—'অসৌ' বা 'আদিত্যঃ' 'পিঙ্গলঃ', 'এষ শুক্লঃ', এষ 'নীলঃ', এষ 'পীতঃ', এষ 'লোহিতঃ'—আদিত্যরশ্মিস্থ এব তত্র বর্ণাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যানাং সত্ত্বেতি ফলিতার্থঃ।

তত্র রশ্মীনাং প্রচরণপ্রকারং তদ্যথেতি। 'তৎ' তত্র যথা 'মহাপথঃ' 'আততঃ' বিস্তৃতঃ 'ইমং' চ নিকটবর্ত্তিনম্ 'অমুং' চ দূরবর্ত্তিনম্ 'উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতি, 'এবম্ এব এতাঃ' আদিত্যস্য 'রশ্ময়ঃ' 'ইমং' চ পুরুষম্ 'অমুং' চ আদিত্যম্ 'উভৌ' লোকৌ গচ্ছন্তি। 'অমুষ্মাৎ' দূরবর্ত্তিনঃ আদিত্যাৎ 'তাঃ' রশ্ময়ঃ 'আসু' নাড়ীষু 'সৃপ্তাঃ' প্রবিষ্টাঃ 'প্রতায়ন্তে' সন্ততাঃ ভবন্তি, 'আভ্যঃ' পুনঃ নাড়ীভ্যঃ তে—"রশ্মিঃ পুমান্ দীধিতৌ স্যাৎ" ইতি পুংস্ত্বাৎ—'রশ্ময়ঃ' 'অমুষ্মিন্' আদিত্যে 'সৃপ্তাঃ' প্রবিষ্টাঃ 'প্রতায়ন্তে' সন্ততাঃ ভবন্তি মহাপথবৎ। দূরস্থানাং প্রয়াণাভিমুখানাং তদ্ভাবপ্রণোদিতবন্ধুজনদৃগ্গোচরে প্রতিচ্ছবিপ্রতিফলনং সন্ততৈতৎসূক্ষ্মতমরশ্মিযোগাদেব ভবতীত্যাধুনিকাঃ। একস্য মানসব্যাপারস্যাঙ্গস্মিন্ সংক্রমণঞ্চৈবমেব ভবতীতি তেষাং সিদ্ধান্তঃ।

'তৎ' তত্র—রশ্মিসঞ্চরণে—সতি 'যত্র' যস্মিন্ কালে এতৎ ভবতি। কিন্তৎ? 'সুপ্তঃ' জীবঃ সমস্তঃ উপসংহৃতকরণব্যাপারঃ, সুতরাং 'সম্প্রসন্নঃ' বিষয়সম্পর্কবিরহিতত্বাৎ সম্যক্ প্রসন্নঃ—সম্পন্নঃ স্বপ্নং ন 'বিজানাতি' ন অনুভবতি, তদা 'আসু' নাড়ীষু স 'সৃপ্তঃ' প্রবিষ্টঃ ভবতি। 'তং' সম্পন্নং জীবাত্মানং কশ্চন 'পাপ্মা' 'ন স্পৃশতি'। কথং ন পাপ্মা স্পৃশতি? 'হি যস্মাৎ' 'তেজসা'—নাড়ীগতেন সৌরেণ রশ্মিনা—তদা স 'সম্পন্নঃ' ভবতি।

অথ 'যত্র' যস্মিন্ সময়ে 'এতৎ' ভবতি। কিন্তৎ? 'অবলিমানং' রোগাদিনা দৌর্ব্বল্যং 'নীতঃ' প্রাপ্তঃ ভবতি, 'তং' প্রয়াণোদ্যতম্ 'অভিতঃ' আসীনাঃ বন্ধুজনাঃ আহুঃ—'জানাসি মাং,' 'জানাসি মাম্' ইতি, স যাবৎ 'অস্মাৎ' শরীরাৎ 'অনুৎক্রান্তঃ' অবহির্নিঃসৃতঃ ভবতি তাবৎ 'জানাতি' তদুত্তরং যচ্ছতি।

অথ 'যত্র' যস্মিন্ কালে এতৎ ভবতি। কিন্তৎ? 'অস্মাৎ' শরীরাৎ স 'উৎক্রামতি', অথ তদা 'এতৈঃ' এব নাড়ীগতৈঃ রশ্মিভিঃ 'ঊর্দ্ধম্' 'আক্রমতে'। 'স' সাধনসম্পন্নঃ 'ওম্' ইতি এব পুনঃ স্মরন্ 'উৎ' ঊর্দ্ধম্ 'এব' 'মীয়তে' গচ্ছতি। 'যাবৎ' যাবতা কালেন 'মনঃ' 'ক্ষিপেৎ' বিষয়াৎ বিষয়ান্তরং যায়াৎ 'তাবৎ' তাবতা কালেন—অতিশীঘ্রমিতি ভাবঃ—'আদিত্যং 'গচ্ছতি'। এতৎ আদিত্যমণ্ডলং খলু বিদুষাং লোকদ্বারং ব্রহ্মলোকদ্বারং, সুতরাং তেষাং 'প্রপদনং' ব্রহ্মলোকপ্রবেশবর্ত্ম, 'অবিদুষাং' পুনঃ 'নিরোধঃ' প্রবেশনিরোধবর্ম্ম।

তৎ তস্মিন্ অর্থে এষ শ্লোকঃ—'হৃদয়স্য' হৃদয়সম্বন্ধিন্যঃ 'শতং চ একা' একোত্তরশতং নাড্যঃ। 'তাসাং' নাড়ীনাম্ একা 'মূর্দ্ধানম্' 'অভি' অভিমুখং 'গতা' নিঃসৃতা বিনির্গতা। 'তয়া' নাড্যা 'ঊর্দ্ধম্ আয়ন্' গচ্ছন্ 'অমৃতত্বম্' 'এতি' প্রাপ্নোতি। 'বিষঙ্ঙন্যাঃ' বিষম্ সর্ব্বতোগতাঃ অন্যাঃ নাড্যঃ 'উৎক্রমণে' নির্গমনে 'ভবন্তি' সহায়াঃ ন তু অমৃতত্বে ইতি শেষঃ। দ্বিরভ্যাসঃ প্রকরণসমাপ্ত্যর্থঃ।

ইহলোকে স্বামিসেবাদি কর্ম্ম দ্বারা আয়ত্তীকৃত ভোগ যেমন ক্ষয় পায়, পরলোকে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা আয়ত্তীকৃত ভোগ যেমন ক্ষয় পায়, সেইরূপ ইহলোকে যাহারা আত্মাকে এবং সেই সকল সত্য অভিলষিত বিষয়

সমূহকে না জানিয়া দেহত্যাগ করে তাহাদের সকল লোকে যথেচ্ছ গতি হয় না। পক্ষান্তরে যাহারা আত্মাকে এবং এই সকল সত্য অভিলষিত বিষয়সমূহকে জানিয়া দেহত্যাগ করে তাহাদের সকল লোকে যথেচ্ছ গতি হয়।

সে যদি পিতৃলোক অভিলাষ করে, ইহার সঙ্কল্পমাত্র পিতৃগণ উপস্থিত হন এবং পিতৃলোক দ্বারা সে সম্পন্ন হয়।

অনন্তর যদি সে মাতৃলোক অভিলাষ করে, ইহার সঙ্কল্পমাত্র মাতৃগণ উপস্থিত হন এবং সে মাতৃলোক দ্বারা সম্পন্ন হয়।

অনন্তর সে যদি ভ্রাতৃলোক অভিলাষ করে, ইহার সঙ্কল্পমাত্র ইহার ভ্রাতৃগণ উত্থান করে এবং সে ভ্রাতৃগণ দ্বারা সম্পন্ন হয়।

অনন্তর সে যদি ভগিনীলোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র ভগিনীগণ উত্থান করে এবং সে ভগিনীগণ দ্বারা সম্পন্ন হয়।

অনন্তর সে যদি সখাদিগের লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র সখা সকল উত্থান করে এবং সে সখাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

অনন্তর সে যদি গন্ধ মাল্য লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র গন্ধ মাল্য উত্থান করে এবং সে গন্ধমাল্য দ্বারা সম্পন্ন হয়।

অনন্তর সে যদি অন্নপান লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র অন্নপান উত্থান করে এবং সে অন্নপান দ্বারা সম্পন্ন হয়।

অনন্তর সে যদি গীতবাদিত্র লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র গীতবাদিত্র উত্থান করে এবং সে গীতবাদিত্র দ্বারা সম্পন্ন হয়।

অনন্তর সে যদি স্ত্রীলোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র স্ত্রীগণ উত্থান করে এবং সে স্ত্রীগণ দ্বারা সম্পন্ন হয়।

এইরূপ যে যেরূপ লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র সে সকল উত্থান করে এবং সে তত্তৎ লোকে সম্পন্ন হয়।

এই সকল কামনার বিষয় সত্য অথচ অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন তাই যখন ইহারা অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর ইহারা দর্শনের বিষয় থাকে না।

অনন্তর যে সকল জীব ইহলোকে আছে এবং যে সকল জীব পরলোকে গমন করিয়াছে এবং যাহা কিছু পাইতে ইচ্ছা করিয়াও পায় না

সে সকল এই স্থলে গিয়া প্রাপ্ত হয়। এখানে এই সকল সত্য অভিলষণীয় বিষয় অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাই তাহারা সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হয় না। ক্ষেত্রের নিম্নে হিরণ্য নিধি নিহিত থাকিলেও সেই ক্ষেত্রের সম্বন্ধে যাহাদের বিশেষ জ্ঞান নাই, তাহারা যেমন সেই ক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার বিচরণ করিয়াও সেই হিরণ্যনিধি প্রাপ্ত হয় না, তেমনি এই সকল লোক [সুষুপ্তিকালে] অহরহঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও [সেই নিধি] প্রাপ্ত হয় না। কেন না অসৎ দ্বারা উহা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

সেই এই আত্মা হৃদয়স্থ, উহার নাম হৃদয়। যে ব্যক্তি এই নাম জানে সে অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।

অনন্তর এই প্রসন্ন শান্ত জীবাত্মা এই শরীর হইতে উত্থান করিয়া পরমজ্যোতি [পরমাত্মার] সহিত মিলিত হইয়া নিত্য স্বরূপ সম্পন্ন হয়। এইরূপ একত্বে আত্মাই অমৃত অভয় এবং ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। এই ব্রহ্মের নাম সত্য। সেই নামের ভিতরে স-তি-য-তা তিনটি অক্ষর। তন্মধ্যে সৎ এইটি অমৃত তি এইটি মর্ত্ত্য। যেহেতুক য এই বর্ণে এই উভয় একত্র বদ্ধ হয়। তাই যে ব্যক্তি এ তত্ত্ব জানে সে অহরহঃ স্বর্গ লোকে গমন করে।

অনন্তর যিনি আত্মা তিনি সেতু, এই সকল লোকের ভঙ্গ হয় এজন্য তিনি সেতু হইয়া সকলকে ধারণ করিয়া আছেন। অহোরাত্র এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। জরা মৃত্যু শোক সুকৃত ও দুষ্কৃত সর্ব্ববিধ পাপ এখানে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং এইটি পাপবিহীন ব্রহ্মলোক। তাই এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অন্ধ অনন্ধ হয়, বিদ্ধ হইয়া অবিদ্ধ হয়, তাপযুক্ত হইয়া তাপহীন হয়। তাই এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া রজনী দিবা হয়। এইটি একবার প্রকাশিত ব্রহ্মলোক।

এ ব্রহ্মলোক তাহারই, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হয়। যাহাদের এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় তাহাদের স্বর্গলোক কামচার হইয়া থাকে।

অনন্তর যাহাকে যজ্ঞ বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই, সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি উহাকে প্রাপ্ত হয়, অনন্তর যাহাকে ইষ্ট বলে উহা

ব্রহ্মচর্য্যই—সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অনন্তর যাহাকে ইষ্ট বলে উহা ব্রহ্মচর্য্যই কেন না সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই যাজনা করিয়া আত্মাকে প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর যাহাকে সত্রায়ণ বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই কেন না ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সৎস্বরূপ আত্মার ত্রাণ প্রাপ্তি হয়।

অনন্তর যাহাকে মৌন বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই কেন না সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আত্মাকে জানিয়া মনন করে।

অনন্তর যাহাকে অনাশকায়ন বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই কেন না ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যে আত্মাকে পায় সে কখন বিনাশ পায় না।

যাহাকে অরণ্যায়ন [অরণ্যবাস] বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই কেন না সেই অর এবং ণ্য ব্রহ্মলোকে দুইটি সমুদ্র। এখান হইতে তৃতীয় স্বর্গ, সেখানে অন্নরসোৎপন্ন মত্ততাকর মদ্যের সরোবর এবং সোমরসস্রাবী অশ্বত্থবৃক্ষ ও ব্রহ্মনির্ম্মিত অপরাজিত হিরণ্ময় ব্রহ্মপুরী আছে।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মলোকে ঐ সমুদ্রদ্বয় প্রাপ্ত হয় তাহাদের ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং সকল লোকে যথেষ্টাচার হয়।

হৃদয়ে যে এই সকল নাড়ী আছে তাহাতে পিঙ্গলবর্ণ শুক্লবর্ণ নীলবর্ণ পীতবর্ণ লোহিতবর্ণ অণু আছে, তদ্দ্বারা উহারা তত্তদ্বর্ণে অনুরঞ্জিত হয় এবং আদিত্য তত্তদ্বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়েন।

যেমন অতিবিস্তৃত পথ এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম বিস্তৃত হইয়া উভয় পথকে এক করিয়া রাখে সেইরূপ এই নাড়ীগত রশ্মিসকল এই নাড়ী-গুলি দিয়া বিস্তৃত হইয়া আদিত্য সহ পুরুষকে মিলিত করিয়া রাখে। এ সময়ে প্রসুপ্তাবস্থা উপস্থিত হয়, কোন স্বপ্ন দর্শন হয় না। জীব তেজঃসম্পন্ন হয়, পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এই অবস্থায় জীব যখন বলহীন হইয়া পড়ে বন্ধুগণ আসিয়া তখন তাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করে, আমাকে চিনিতেছ কি না এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। শরীর হইতে আত্মার যতক্ষণ উৎক্রমণ হয় না ততক্ষণ উত্তর দেয়।

অনন্তর জীব যখন শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, ওম্ এই শব্দ উচ্চারণ

করিতে করিতে ঐ সকল রশ্মিযোগে উৎক্রমণ করে। মন যেমন অতি সত্বর বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, তেমনি দ্রুতবেগে আদিত্যে প্রবেশ করে। এইটি ব্রহ্মলোক প্রবেশের পথ। অজ্ঞানিদিগের পক্ষে এখানেই প্রবেশের নিরোধ।

এ সম্বন্ধে এই শ্লোকগুলি নিবদ্ধ আছে—একশত এক সংখ্যক হৃদয়ে নাড়ী আছে, তাহাদের একটি ঊর্দ্ধগত হইয়া মস্তক ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। এই নাড়ী দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্য নাড়ীগুলি উৎক্রমণে সাহায্য করে।

ভাব—এখানে এই তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল বিষয় অনুভূত হইয়া থাকে উহা কখন আবির্ভূত কখন তিরোহিত হয়। এই আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বভাববশতঃ উহারা সৎ ও অসৎ উভয় স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল পদার্থই এইরূপ উভয় স্বভাববিশিষ্ট। যখন যে বিষয়ের জ্ঞান চেতনায় আবির্ভূত হয়, উহা বিষয়ান্তরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য তিরোহিত হইয়া যায়। এই তিরোধানে বিষয় বিনষ্ট হইল তাহা নহে উহার জ্ঞান চেতনায় রহিল না এই মাত্র। এইরূপ চেতনাসম্পর্কে একটি বিষয়ের তিরোধান বিষয়ান্তরের অব্যক্ত ভাবে স্থিতি লক্ষ্য করিয়াই বিষয়মাত্রের সদসত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। যিটি অব্যক্তভাবে স্থিতি করিল যোগোপায় দ্বারা সেইটিকে ব্যক্ত করিয়া লইতে হইবে। সাংখ্যদর্শনের পঞ্চমাধ্যায়ের ষট্পঞ্চাশ সূত্রে এবং শাব্দিকগণের অনৃতশব্দের ব্যুৎপত্তিতে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখনকার বিজ্ঞানবিদ্গণ এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেবল তাঁহারাই এ সম্বন্ধে কৃতার্থ হইয়াছেন তাহা নহে, আত্মীয় স্বজনগণও মৃত ব্যক্তির ছায়াপুরুষ দর্শন করিয়াছেন, ছায়াপুরুষ কিরূপে দৃষ্ট হয় বেদান্ত তাহা এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন। "নাড়ীগত রশ্মিসকল নাড়ীগুলি দিয়া বিস্তৃত হইয়া আদিত্য সহ পুরুষকে মিলিত করিয়া রাখে সুতরাং গমনকালে সেই রশ্মিযোগে ছায়াপুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২৪। মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্যথৈতা-

ন্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-
নিষ্পদ্যন্তে।

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপ-
সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি
জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মর-
ন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে
প্রাণো যুক্তঃ।

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায়
চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদ-
মভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণ্বা-
নীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্।

অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ সবা
এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে।

য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মা-
ত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আপ্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকা-
নাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্যস্তমাত্মানমনুবিদ্য জানাতি হ প্রজাপতি-
রুবাচ প্রজাপতিরুবাচ। ১—৬।

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে অশ্ব ইব রোমাণি
বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি। ১। ছা, ৮। ১০। ১২।১৩।

আত্মনো দ্বিবিধা স্থিতির্বিব্রিয়তে (৪। ৪। ৫—৭) মঘবন্নিতি। ব্যাখ্যাতম্ (৩। ৪৮পৃ)।

ঐশ্বর্য্যপ্রকাশরূপা প্রথমা স্থিতিস্তাবদুচ্যতে ;—'বায়ুঃ' 'অশরীরঃ' শিরঃপাণ্যাদিবিরহিতঃ ; 'অভ্রং,' 'বিদ্যুৎ', 'স্তনয়িত্নুঃ' 'এতানি' অশরীরাণি। 'তৎ' তত্র—অশরীরে—সতি 'যথা' 'এতানি' বায়্বাদীনি 'অমুষ্মাৎ' আকাশাৎ 'সমুত্থায়' 'পরং' 'জ্যোতিঃ' স্বকারণং তেজঃ 'উপসম্পদ্য' তেন একীভূয় 'স্বেন' 'রূপেণ' 'অভিনিষ্পদ্যন্তে' স্বস্বরূপসম্পন্নানি ভবন্তি ;

'এবম্' 'এব' 'এষ' 'সম্প্রসাদঃ' 'সুপ্রসন্নঃ' শান্তঃ জীবঃ 'অস্মাৎ' শরীরাৎ 'সমুত্থায়' শরীরাত্মভাবনাং পরিহায় 'পরং জ্যোতিঃ' পরাত্মানং 'উপসম্পদ্য' তেনৈকীভূয় 'স্বেন' রূপেণ 'অভিনিষ্পদ্যতে' স্বস্বরূপ-সম্পন্নো ভবতি। 'এবং' পরাত্মনাভিন্নভাবেনাবস্থিতঃ 'স উত্তমঃ পুরুষঃ'—আবির্ভূতস্বরূপত্বাৎ। 'স তত্র'—আবির্ভূতস্বরূপাবস্থায়াং—'জক্ষন্' ভক্ষয়ন্ 'ক্রীড়ন্' 'স্ত্রীভিঃ' বা 'যানৈঃ' বা 'জ্ঞাতিভিঃ' বা

রমমাণঃ 'উপজনম্' আত্মভাবেন গৃহীতম্ 'ইদং' 'শরীরং' 'ন স্মরন্' 'পর্য্যেতি' বিচরতি। যদি বিস্মৃত-শরীরতয়া এব বিহরতি, কথং পুনঃ সিদ্ধ্যতি ভক্ষণাদিকং তদুচ্যতে—যথা 'স' 'প্রয়োগ্যঃ' অশ্বঃ বলীবর্দ্দঃ 'বা' 'আচরণে' রথে অনসি বা 'যুক্তঃ', 'এবম্' এব 'অস্মিন্' 'শরীরে' 'অয়ং প্রাণঃ'—"পঞ্চবৃত্তিঃ ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়সংমূর্চ্ছিতাত্মা"—'যুক্তঃ'।

প্রতিকরণং তস্যাধিষ্ঠানং তৎস্বরূপত্বঞ্চ দর্শয়তি—'অথ' 'যত্র' নেত্রকোটরে 'এতৎ' 'আকাশম্' 'অনুবিষণ্ণম্' অনুগতং চক্ষুঃ, 'স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ'—নৈতৎ চক্ষুঃ কিন্তু হি চাক্ষুষঃ চক্ষুষি ভবঃ পুরুষএব—"স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ" (৩। ১৭[১২৩পৃ]) ইত্যাদি দর্শনাৎ—'দর্শনায়' দর্শনহেতোঃ 'স পুরুষঃ' 'চক্ষুঃ'; অথ 'যঃ' 'বেদ' 'ইদং' 'সুগন্ধি' 'দুর্গন্ধি' বা 'জিঘ্রাণি' ইতি স আত্মা, 'গন্ধায়' গন্ধগ্রহণহেতোঃ 'স ঘ্রাণং' ঘ্রাণেন্দ্রিয়ম্; 'অথ যঃ বেদ' 'ইদং' বচনম্ 'অভিব্যাহরাণি' বদানি ইতি 'স আত্মা', 'অভিব্যাহারায়' ভাষণহেতোঃ 'স' 'বাক্' বাগিন্দ্রিয়ম্, অথ যঃ 'বেদ' ইদং 'শৃণ্বানি' ইতি 'স' আত্মা, 'শ্রবণায়' শ্রবণার্থং স 'শ্রোত্রম্';

'অথ যঃ বেদ' 'ইদং মন্বানি' ইতি স আত্মা, 'অথ' 'আত্মানঃ' 'মনঃ' 'দৈবম্' অপ্রাকৃতং 'চক্ষুঃ'—বর্ত্তমানকালবিষয়াণীতরেন্দ্রিয়াণ্যতোঽদৈবানি তানি, মনস্তু ত্রিকালোপলব্ধিকরণং সুতরাং 'দৈবম্'। স বা এষ আত্মা দেহবিমুক্তঃ 'এতেন' 'দৈবেন' 'চক্ষুষা' মনসা 'এতান্' 'কামান্' 'পশ্যন্' 'রমতে'—"ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" (১০। ২৩[৪৩৩পৃ]) ইত্যুক্তেঃ দর্শনমেব তৃপ্তিহেতুর্ন তু লৌকিকভোজনাদিকম্। "বশিষ্ঠধেনোরনুযায়িনং তমাবর্ত্তমানং বনিতা বনান্তাৎ। পপৌ নিমেষালসপক্ষ্মপংক্তিরুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্" (রঘু ২স, ১৯শ্লো) ইতিবৎ দর্শনাদেব ভোগাপেক্ষয়াঽনন্দাধিক্যং বিষয়ব্যবধানকালুষ্যরাহিত্যাৎ।

কান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে? 'যে এতে' ব্রহ্মলোকে অলৌকিকাঃ কামাঃ। তং বা এতম্ আত্মানম্—ইন্দ্রায় প্রজাপতিনোক্তম্ (৩। ৪৩পৃ)—'দেবাঃ উপাসতে', তস্মাৎ 'তেষাং' দেবানাং 'সর্ব্বে' চ 'লোকাঃ' 'সর্ব্বে চ কামাঃ 'আপ্তাঃ' প্রাপ্তাঃ। ইদানীমপি—'যঃ তম্ আত্মানম্' 'অনুবিদ্য' জানাতি জ্ঞানসম্পন্নো ভবতি, 'স সর্ব্বান্' চ 'লোকান্ সর্ব্বান্' চ 'কামান্' 'আপ্নোতি' ইতি, 'হ' ঐতিহ্যে—'প্রজাপতিঃ' 'উবাচ' ইন্দ্রায়। দ্বির্ব্বচনং সমাপ্ত্যর্থম্।

হার্দ্দব্রহ্মধ্যানার্থোঽয়ং মন্ত্রঃ—'শ্যামাৎ' গম্ভীরবর্ণাৎ হার্দ্দব্রহ্মণঃ 'শবলং' বৈচিত্র্যযুক্তং—ব্রহ্মণি সর্ব্বৈশ্বর্য্যাণাং স্থিতিবশাৎ—'ব্রহ্মলোকং' 'প্রপদ্যে', 'শবলাৎ' বিচিত্রাৎ ব্রহ্মলোকাৎ পুনঃ 'শ্যামং' হার্দ্দং ব্রহ্ম 'প্রপদ্যে'। এবং হার্দ্দব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যা 'অশ্বঃ ইব' 'রোমাণি' 'বিধূয়'—অশ্বো যথা রোম-কম্পনেন পাংশ্বাদি অপোহতি 'তথা—পাপং' 'বিধূয়', 'রাহোঃ' 'মুখাৎ' 'চন্দ্রঃ ইব' 'প্রমুচ্য' 'শরীরং' 'ধূত্বা' পরিহায় 'কৃতাত্মা' কৃতকৃত্যঃ 'অকৃতং' নিত্যং 'ব্রহ্মলোকম্' 'অভিসম্ভবামি'। দ্বির্ব্বচনং মন্ত্র-সমাপ্ত্যর্থম্।

হে মঘবন্, এই শরীর মরণশীল, মৃত্যুর অধীন, অথচ অশরীর, অমৃত আত্মার অধিষ্ঠানভূমি। যাহার শরীর আছে তাহাকে প্রিয় ও অপ্রিয় উভয় স্পর্শ করে। যাহার শরীর নাই, তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় জনিত ব্যাঘাত নাই, অশরীর হইলে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না।

বায়ু অভ্র বিদ্যুৎ মেঘগর্জ্জন এ সকল অশরীর। এ সকল যেমন

এই আকাশ হইতে উত্থান করিয়া পরমজ্যোতির সহিত এক হইয়া আত্মস্বরূপে নিষ্পন্ন হয়।

সেইরূপ এই সুপ্রসন্ন আত্মা এই শরীর হইতে উত্থান করিয়া পরম জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া স্বরূপে স্থিতি করে। পরাত্মা সহ স্বরূপসম্পন্ন সেই উত্তমপুরুষ সেখানে বিচরণ করেন, ভোজন করেন, স্ত্রীগণ সহ ক্রীড়া করেন, জ্ঞাতিগণ সহ যানারোহণে গমন করেন, আত্ম-ভাবে গ্রহণ করাতে এই শরীরকে আর স্মরণ করেন না। বলীবর্দ্দ বা অশ্ব রথে বা শকটে সংযোজিত হইলে সম্ভাবাপন্ন হয় সেইরূপ প্রাণ এই শরীরে সংযুক্ত থাকে।

যেখানে এই আকাশে এই চক্ষু অনুপ্রবিষ্ট থাকে সেখানে এই চাক্ষুষ পুরুষ স্থিতি করত দর্শন কার্য্য সম্পন্ন করে, এইরূপ যে ঘ্রাণ লইতেছি এইরূপ মনে করে সেই আত্মা গন্ধ গ্রহণ করে, যে কথা কহিতেছি এই-রূপ মনে করে সেই আত্মা বাগ্ব্যবহার করে, যে মনে করে শ্রবণ করি-তেছি, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সে শ্রোত্র হয়।

যে মনে করে মনন করিতেছি মনন করিবার নিমিত্ত সে মন হয়। এই মননকারী আত্মা, মন ইহার দৈব চক্ষু, এই দৈব চক্ষু দ্বারা কামনার বিষয় সমুদায় দর্শন করিয়া এই সকল কামনার বিষয় সম্ভোগ করে।

এই সকল ব্রহ্মলোকে দেবগণ এই আত্মার উপাসনা করে তাই তাহারা সকল লোক সকল কামনার বিষয় প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে যাহারা আত্মাকে জানে তাহারা সেইরূপ সর্ব্বসম্পন্ন হয়। প্রজাপতি এইরূপ বলিলেন প্রজাপতি এইরূপ বলিলেন।

শ্যাম হইতে বিবিধ বর্ণ এবং বিবিধ বর্ণ হইতে শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হয়। অশ্ব যেমন রোমসকল ঝাড়িয়া ফেলে তেমনি পাপসকল ঝাড়িয়া ফেলিয়া কৃতকৃত্য হয়, রাহুর মুখ হইতে চন্দ্রকে প্রমুক্ত করিয়া যেমন কৃতকৃত্য হয় তেমনি শরীরকে ত্যাগ করিয়া অকৃত (নিত্য) ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করি, জন্মগ্রহণ করি।

ভাব—মৃত্যুতে আত্মা শরীর হইতে বিযুক্ত হয়, এ অবস্থায় তাহাকে প্রিয় ও অপ্রিয় উভয় অবস্থা স্পর্শ করে না। কেন না যে শরীর প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিবে এখন তাহার অস্তিত্ব নাই। আত্মা সুতরাং সুখে দুঃখে প্রিয় ও অপ্রিয়ের অতীত হইয়া

স্থিতি করে। এক শরীরের জন্য পরাত্মার সহিত আত্মার ভিন্নতা, সেই শরীর চলিয়া যাওয়াতে আত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া স্থিতি করে, এইটী বায়ু বিদ্যুৎ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য এক মনের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

২৫। তদ্বৈতদ্‌ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্য আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। ছা, ৮। ১০। ১৫। ১।

দৃষ্টং গার্হস্থ্যপ্রাধান্যং বিদ্যাবল্লামত্রাপি তদনুরূপমেব গার্হস্থ্যেন গত্বাপসংহারং করোতি তদিতি। 'তৎ' 'বৈ' 'এতৎ' 'আত্মতত্ত্বং' 'ব্রহ্মা' 'প্রজাপতয়ে' 'কশ্যপায়' 'প্রজাপতিঃ' 'মনবে', 'মনুঃ' 'প্রজাভ্যঃ' 'উবাচ'। কেনোপায়েন সাধনেন বেদমাত্মতত্ত্বমধিগতং ভবতি 'তদাহ'—'গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ' গুরুশুশ্রূষাদ্যনুষ্ঠানসমাপনানন্তরম্ 'অতিশেষেণ' অবশিষ্টেন কালেন 'যথাবিধানম্' 'আচার্য্যকুলাৎ' 'বেদম্' 'অধীত্য', 'অভিসমাবৃত্য' গুরুকুলাৎ নিবৃত্য 'কুটুম্বে' গার্হস্থ্যবিহিতপরিণয়াদিজনিতকর্ত্তব্যে 'স্থিতো' 'শুচৌ' মেধ্যে দেশে 'স্বাধ্যায়ম্' অধীয়ানঃ, 'পুত্রান্ শিষ্যান্' চ 'ধার্ম্মিকান্' 'বিদধৎ' ধার্ম্মিকত্বেন তান্ নিয়ময়ন্, 'আত্মনি' পরাত্মনি 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি' 'সম্প্রতিষ্ঠাপ্য,' 'তীর্থেভ্যঃ' শাস্ত্রানুজ্ঞাবিষয়েভ্যঃ 'অন্যত্র' 'সর্ব্বভূতানি' আপিপীলকপ্রাণিমাত্রম্ 'অহিংসন্', স খলু 'আয়ুষং' জীবিতকালং 'যাবৎ' 'এবং' 'বর্ত্তয়ন্' 'ব্রহ্মলোকং'—ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ 'তম্'—'অভিসম্পদ্যতে, প্রেত্য 'ন চ' 'পুনঃ' 'আবর্ত্ততে' ততো নিবৃত্তো ভবতি। দ্বিরভ্যাস উপনিষদ্বিদ্যাপরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

ব্রহ্মা এই কথা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুকে, মনু প্রজাসকলকে বলিয়াছিলেন। আচার্য্যকুলে যথাবিধান গুরুশুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিত তাহাতে বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক সমাবর্ত্তনানন্তর কুটুম্বে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে যিনি স্থিতি করেন; পবিত্র দেশে বেদ অধ্যয়ন এবং পুত্র ও শিষ্যাদিগণকে ধর্ম্মযুক্ত করিয়া আপনাতে ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপূর্ব্বক বেদবিহিত স্থল ভিন্ন অন্যত্র যিনি সর্ব্বভূতের পীড়া না জন্মান, তিনি যতকাল জীবিত থাকেন এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, আর ফিরিয়া আসেন না, আর ফিরিয়া আসেন না।

ভাব—বেদাধ্যয়নের পর সমাবর্ত্তনানন্তর কিরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, আর পুনরাবর্ত্তন হয় না তদ্বিষয়ে এখানে বিবৃত হইয়াছে।

২৬। অথ ত্রয়োবাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যঃ নান্যেন কর্ম্মণা, কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকোবৈ লোকানাংশ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি।

অথাতঃ সম্প্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্মন্যতেঽথ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোকইতি স পুত্রঃ প্রত্যাহাহং ব্রহ্ম যজ্ঞোঽহং লোকইতি যদ্বৈ কিঞ্চানূক্তং তস্য সর্ব্বস্য ব্রহ্মেত্যেকতা। যে বৈ কে চ যজ্ঞাস্তেষাং সর্ব্বেষাং যজ্ঞইত্যেকতা যে বৈ কে চ লোকাস্তেষাং সর্ব্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সর্ব্বমেতন্মা সর্ব্বং সন্নয়মিতো ভুনজদিতি তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুস্তস্মাদেনমনুশাসতি স যদৈবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি। স যদ্যনেন কিঞ্চিদক্ষ্ণয়াঽকৃতং ভবতি তস্মাদেনং সর্ব্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎ পুত্রো নাম স পুত্রেণৈবাস্মিঁল্লোকে প্রতিতিষ্ঠত্যথৈনমেতে দেবাঃ প্রাণা অমৃতা আবিশন্তি।

পৃথিব্যৈ চৈনমগ্নেশ্চ দৈবী বাগাবিশতি সা বৈ দৈবী বাগ্যয়া যদ্যদেব বদতি তত্তদ্ভবতি।

দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি তদ্বৈ দৈবং মনো যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি।

অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণআবিশতি স বৈ দেবঃ প্রাণো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি স এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি যথৈষা দেবতৈবং স যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্ত্যেবং হৈবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি। যদু কিঞ্চেমাঃ প্রজাঃ শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্ভবতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি। বৃ, ৩। ৫। ১৬—২০।

অথ লোকত্রয়সাধনমুচ্যতে অথেতি। 'অথ' 'মনুষ্যলোকঃ' 'পিতৃলোকঃ' 'দেবলোকঃ' ইতি 'লোকাঃ' 'ত্রয়ঃ' এব। 'সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ' 'পুত্রেণ জয্যঃ' জেতব্যঃ, 'ন' 'অন্যেন' 'কর্ম্মণা' : কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা 'পিতৃলোকঃ' 'জেতব্যঃ', 'বিদ্যয়া' 'দেবলোকঃ'। 'লোকানাং' বৈ 'দেবলোকঃ' 'শ্রেষ্ঠঃ', 'তস্মাৎ' 'বিদ্যাং' 'প্রশংসন্তি' 'তজ্জ্ঞাঃ'।

'অথ' অনন্তরম্ অতঃ—কেন বা প্রকারেণ পুত্রাৎ লোকজয়ো ভবতি তদর্থম্—'সম্প্রত্তিঃ' সম্প্রদানং—পুত্রে স্বাত্মব্যাপারসম্প্রদানম্। 'যদা' 'পিতা' 'প্রৈষ্যন্' মরিষ্যন্ ইতি 'মন্যতে', 'অথ' তদা 'স পুত্রম্' 'আহ'—'ব্রহ্মত্বম্', 'যজ্ঞঃ ত্বম্', 'লোকঃ ত্বম্' ইতি। স পুত্রঃ পিতরং প্রত্যাহ—'অহং' 'ব্রহ্ম', 'অহং যজ্ঞঃ', 'অহং লোকঃ' ইতি। অহং ব্রহ্ম ইত্যাদেঃ কোবার্থঃ শ্রুতিস্তং স্বয়ং ব্যাচষ্টে—'যৎ বৈ' 'কিঞ্চন' 'অনূক্তম্'—অনু পশ্চাৎ পিতুঃ প্রয়াণানন্তরম্ উক্তম্ অবতীর্ণং স্যাৎ—'তস্য সর্বস্য' 'ব্রহ্ম' বেদস্বরূপঃ 'ত্বম্' ইতি 'একতা' পিতাপুত্রয়োরেকত্বম্ বেদপ্রচারবিচ্ছেদাভাবাৎ। 'যে যে কে চ যজ্ঞাঃ' 'ইতঃ পরম্ অনুষ্ঠেয়াঃ' 'তেষাং' সর্ব্বেষাং 'যজ্ঞঃ' 'ত্বম্' 'ইতি' একতা পিতাপুত্রয়োঃ কর্ম্মৈক্যম্। 'যে যে কে চ লোকাঃ' 'ইতঃপরং' 'জেতব্যাঃ' ময়া তেষাং 'সর্ব্বেষাং' 'লোকানাং' 'লোকঃ' 'ত্বম্' ইতি 'একতা' পিতাপুত্রয়োর্লোকৈক্যম্। 'ইদং' 'সর্ব্বং'—'গৃহিণাং' কর্ত্তব্যম্—'এতাবৎ' এতৎপরিমাণম্। 'ইতঃ' অস্মাৎ লোকাৎ 'এতৎ' 'সর্ব্বং' 'ময়ং'—লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ—'পৃষ্ঠবলং সৎ' 'মা' মাং 'ভুনজৎ' ভুনক্তু পালয়তু—লেট্। বিকরণযুক্তত্বমপি লেটি যথা "রয়িমশ্নবৎ" ইতি। বিকরণব্যত্যয়োঽপ্যত্র—ইতি তস্মাৎ 'অনুশিষ্টম্' এবমনুজ্ঞাতং পুত্রং 'লোক্যং' লোকহিতম্ আহুঃ বিদ্বাংসঃ। 'তস্মাৎ' কারণাৎ এব 'এনং' পুত্রম্ 'অনুশাসতি' অনুশিষ্টং কুর্ব্বন্তি। 'যদা' 'স এবংবিৎ' 'অস্মাৎ' লোকাৎ 'প্রৈতি' ম্রিয়তে, 'অথ' তদা 'এভিঃ' এব 'প্রাণৈঃ' 'সহ' পুত্রম্ 'আবিশতি' পিতা। অনেন পিত্রা যদি 'অক্ষ্ণয়া'—অক্ষোতেঃ শঃ, নিপাতনাদ্যগভাবঃ, 'অক্ষ্ণা' তয়া—বহুকর্ম্মব্যাপৃতিবশাৎ—'কিঞ্চিৎ' 'অকৃতং' 'ভবতি', 'স পুত্রঃ' 'তস্মাৎ' সর্ব্বস্মাৎ অকৃতাৎ 'এনং' পিতরং 'মুঞ্চতি' মোচয়তি, 'তস্মাৎ' 'পুত্রো' 'নাম'—'পূনাতি' 'পিতরম্' অকরণাপরাধাৎ—পুন্নোস্ত্রায়তেশ্চেতি ত্রক্। 'স' 'পিতা' 'পুত্রেণ' 'এব' 'অস্মিন্' লোকে 'প্রতিতিষ্ঠতি' প্রতিষ্ঠাভাজনং ভবতি 'মনুষ্যলোকং' জয়তি। 'যদি পিতা' 'প্রাণৈঃ' 'পুত্রমাবিশতি', কথং সিধ্যতি তস্যামুষ্মিন্ লোকে স্থিতিরিতি তদাহ—'অথ'—এবং মনুষ্যলোকজয়ানন্তরম্—'এনং' পিতরম্ 'এতে' 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'দেবাঃ' প্রাণাঃ 'বাগাদয়ঃ' আবিশন্তি। পুত্রেণাকৃতস্যাপরাধপরিহারো ভবতি, 'স্বকর্ম্মণা' 'বিদ্যয়া' চ পুনঃ পিতৃলোকদেবলোকজয়ো ভবত্যতো 'হথশব্দেনাত্র' 'পুত্রপ্রকরণবিচ্ছেদঃ'।

কুতস্তৎ প্রবেশো ভবতি তদ্বিবৃণোতি—'পৃথিব্যৈ' পৃথিব্যাঃ চ 'অগ্নেঃ' চ 'দৈবী বাক্' 'এনং' পরেতম্ 'আবিশতি'। 'সা' পুনঃ দৈবী বাক্, 'যয়া' বাচা 'যৎ যৎ' এব 'বদতি' 'তৎ তৎ' 'ভবতি'—সিদ্ধবাক্ ভবতি সঃ।

'দিবঃ' চ আদিত্যাৎ চ 'এনং' 'দৈবং' 'মনঃ' 'আবিশতি'। তৎ পুনঃ 'দৈবং মনঃ', 'যেন' 'মনসা' 'আনন্দী' সুখী এব ভবতি 'স', 'ন' 'শোচতি'।

'অদ্ভ্যঃ' চ 'চন্দ্রমসঃ' চ 'এনং' 'দৈবঃ' প্রাণঃ 'আবিশতি'। 'যঃ প্রাণঃ' 'জঙ্গমেষু সঞ্চরন্' 'স্থাবরেষু' 'অসঞ্চরন্' চ 'ন ব্যথতে', 'অথো' অপি 'ন রিষ্যতি' ন নশ্যতি। 'স এবংবিৎ'—প্রাণতত্ত্বপরিজ্ঞাতা—'সর্ব্বেষাং' ভূতানাম্ 'আত্মা' ভবতি—একাত্মতালাভাৎ। কথম্? 'এষা' 'দেবতা' 'প্রাণঃ' যথা, 'তথা সঃ'। 'সর্ব্বাণি' 'ভূতানি' 'এতাং' দেবতাং যথা 'অবন্তি' পালয়ন্তি, এবং পুনঃ 'এবংবিদং' 'সর্ব্বাণি' ভূতানি 'অবন্তি' রক্ষন্তি। সর্ব্বাত্মতায়াং নাপরেষাং দুঃখৈঃ সংশ্লেষঃ 'কিন্তুহি' 'পুণ্যৈঃ' 'সংশ্লেষো' ভবতীত্যাহ—'ইমাঃ', প্রজাঃ 'যৎ' 'উ' কিঞ্চ 'যৎ' কিঞ্চ 'শোচন্তি', 'অমৈব' সহৈব 'আভিঃ' তৎ 'আসাং' প্রজানাং ভবতি 'পুণ্যম্' এব 'অমুং' গচ্ছতি। কথমেতৎ ভবতি? 'ন পুনঃ' 'পাপং' 'দেবান্' 'গচ্ছতি'।

অনন্তর তিন লোক—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক। মনুষ্য-

লোক পুত্র দ্বারা জয় করিতে হইবে, অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারা নহে। কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক, বিদ্যাদ্বারা দেবলোক, দেবলোকই লোকসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এ জন্য বিদ্যাকেই প্রশংসা করে।

অনন্তর সম্প্রদান ক্রিয়া। যখন মৃত্যু উপস্থিত মনে হয়, তখন পিতা পুত্রকে বলেন, তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক। পুত্র ইহার উত্তরে বলেন, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক। এ কথা বলাতে যাহা কিছু অনুক্ত রহিয়াছে সে সকলের 'আমি ব্রহ্ম' এ কথাতে একতা হইল। যে সকল যজ্ঞ অননুষ্ঠিত রহিয়াছে, সে সকলের 'তুমি যজ্ঞ' এ কথাতে একতা হইল। যে সকল লোক জিত হয় নাই, 'তুমি লোক' এ কথা বলাতে একতা হইল। 'ইহলোকে এই সকল পৃষ্ঠবল হইয়া আমাকে পালন করুক'। এই কথা বলাতে পুত্র পিতার সকল বিষয়ে হিতের কারণ হইল। এজন্যই পুত্রকে ঐরূপ অনুশাসন করিয়া থাকে। এই অনুশাসনানন্তর যখন পিতা মরেন তখন পিতা প্রাণসকল সহকারে পুত্রেতে প্রবেশ করেন। যদি কোন কর্ম্ম অননুষ্ঠিত থাকে, পুত্র পিতাকে তাহার অপরাধ হইতে মুক্ত করেন, এই জন্য উহার নাম পুত্র। পিতা পুত্র দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত হন এবং মনুষ্যলোককে জয় করেন। বাগাদি প্রাণ সকল এইরূপে পিতাতে প্রবেশ করেন।

পৃথিবী হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে দৈবী বাক্ প্রবিষ্ট হন, ইহাতে তিনি যাহা যাহা বলেন তাহাই সিদ্ধ হয়।

দ্যুলোক হইতে এবং আদিত্য হইতে দৈব মন প্রবেশ করে, এই জন্য তিনি সর্ব্বদা আনন্দ করেন, কখন শোক করেন না।

জল হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্র হইতে দৈব প্রাণ তাঁহাতে প্রবেশ করে, এজন্য সঞ্চরণ বা অসঞ্চরণ করিয়া ব্যথা পান না ক্ষতিগ্রস্ত হন না। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, সে সকল ভূতের আত্মা হয়। এই (প্রাণ) দেবতা যে প্রকার সকল ভূতকে রক্ষা করেন, এই জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিও সেই প্রকার সকল ভূতকে রক্ষা করে। ইহাতে অপরের দুঃখের সহিত কোন সংশ্লেষ হয় না কিন্তু পুণ্যের সহিত সংশ্লেষ হয়। যে বিষয়ে প্রজা সকল শোক করে, তাহা তাহাদিগকেই স্পর্শ করে এ ব্যক্তিকে আর স্পর্শ করে না, কেন না পাপ কখন দেবগণকে স্পর্শ করে না।

ভাব—ইহলোকে পিতার যে সকল ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা পুত্র কর্ত্তৃক পুরণ হয় তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে।

২৭। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং্ সর্ব্বং মৃত্যুনাপ্তং সর্ব্বং মৃত্যুনাভিপন্নং কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি হোত্র-র্ত্বিজাগ্নিনা বাচা বাগ্বৈ যজ্ঞস্য হোতা তদ্যেয়ং বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং্ সর্ব্বমহোরাত্রাভ্যামাপ্তং্ সর্ব্ব-মহোরাত্রাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানোঽহোরাত্রয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইত্যধ্বর্য্যুণর্ত্বিজা চক্ষুষাদিত্যেন চক্ষুর্বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্য্যুস্তদ্যদিদং চক্ষুঃ সোঽসাবাদিত্যঃ সোঽধ্বর্য্যুঃ সা মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যা-মাপ্তং্ সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানঃ পূর্ব্ব-পক্ষাপরপক্ষয়োরাপ্তিমতিমুচ্যতে ইত্যুদ্গাত্রর্ত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন প্রাণো বৈ যজ্ঞস্যোদ্গাতা তদ্যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ স উদ্গাতা সা মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদমন্তরিক্ষমনারম্বণমিব কেনাঽঽক্রমেণ যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি ব্রহ্মণর্ত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ মনো বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা তদ্যদিদং মনঃ সোঽসৌ চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা সা মুক্তিঃ সাতিমুক্তিরিত্যতি মোক্ষা অথ সম্পদঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্যর্গ্ভির্হোতাস্মিন্ যজ্ঞে করিষ্যতীতি তিসৃভিরিতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কিন্তাভির্জয়তীতি যৎকিঞ্চেদং প্রাণভৃদিতি।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যাধ্বর্য্যুরস্মিন্ যজ্ঞ আহুতীর্হো-ষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি যা হুতা অতি নেদন্তে যা হুতা অধিশেরতে কিন্তাভির্জয়তীতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকমেব তাভির্জয়তি দীপ্যতে ইব হি দেবলোকো যা হুতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাভির্জয়ত্যতীব হি পিতৃলোক-

সংহৃতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকমেব তাভির্জয়ত্যধএব হিং মনুষ্য-লোকঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো দেবতাভির্গোপায়তীত্যেকয়েতি কতমা সৈকেতি মনএবেত্যনন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বেদেবতা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যোদ্গাতাস্মিন্ যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ স্তোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কতমাস্তা যা অধ্যাত্মমিতি প্রাণএব পুরোঽনুবাক্যা-ঽপানো যাজ্যা ব্যানঃ শস্যা কিন্তাভির্জয়তীতি পৃথিবীলোকমেব পুরোঽনুবাক্যয়া জয়ত্যন্তরিক্ষলোকং যাজ্যয়া দ্যুলোকং শস্যয়া। ততোহ হোতাশ্বল উপররাম। বৃ, ৫।১।৩—১০।

সামান্যতো লোকত্রয়সাধনোক্তৌ যদস্ফুটমস্তি তৎ পরিস্ফুটয়তি যাজ্ঞবল্কোতি। 'হে যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি সম্বোধ্য 'জনকস্য' 'হোতা' 'অশ্বলঃ' 'পুনঃ' উবাচ—'যৎ' 'ইদং' 'সর্ব্বং' 'মৃত্যুনা' 'আপ্তং' ব্যাপ্তং, সর্ব্বং 'মৃত্যুনা' 'অভিপন্ন' গ্রস্তং, 'যজমানঃ' 'কেন' উপায়েন 'মৃত্যোঃ' 'আপ্তিম্' অধিকারম্ 'অতি-মুচ্যতে' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'হোত্রা' ঋত্বিজা 'অগ্নিনা' 'বাচা'। বাক্ বৈ যজ্ঞস্য হোতা, 'তৎ' তত্র 'যা' 'ইয়ং' 'বাক্' 'সোঽয়ম্' 'অগ্নিঃ', 'স হোতা' 'সা' 'মুক্তিঃ' 'সা' 'অতিমুক্তিঃ'। বাচি হোতরি পুনরগ্নিদৃষ্টিরেব মৃত্যোরতিমুক্তেরুপায়ঃ।

'হে যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি সম্বোধ্য 'অশ্বলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'যৎ' 'ইদং' 'সর্ব্বম্' 'অহোরাত্রাভ্যাম্' 'আপ্তম্', সর্ব্বম্ অহোরাত্রাভ্যাম 'অভিপন্নং' গ্রস্তং, 'কেন' উপায়েন 'যজমানঃ' 'অহোরাত্রয়োঃ' 'আপ্তিম্' 'অতিমুচ্যতে' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'অধ্বর্য্যুণা' ঋত্বিজা, 'চক্ষুষা', 'আদিত্যেন'। চক্ষুঃ বৈ যজ্ঞস্য অধ্বর্য্যুঃ। 'তৎ' তত্র 'যৎ' 'ইদং' 'চক্ষুঃ' 'সোঽসৌ' 'আদিত্যঃ', 'সোঽধ্বর্য্যুঃ' 'সা মুক্তিঃ', 'সা অতিমুক্তিঃ'। চক্ষুষাধ্বর্য্যৌ পুনরাদিত্যদৃষ্টিরেব কালগ্রাসাদতিমুক্তেরুপায়ঃ।

'হে যাজ্ঞবল্ক্য' 'ইতি' 'সম্বোধ্য' 'অশ্বলঃ' পুনঃ 'উবাচ'—'যৎ ইদং' 'সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যাং' শুক্লপক্ষকৃষ্ণপক্ষাভ্যাম্ 'আপ্তং' সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষপরপক্ষাভ্যাম্ অভিপন্নং, 'কেন' উপায়েন যজমানঃ পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষয়োঃ 'আপ্তিম্' 'অতিমুচ্যতে' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'উদ্গাত্রা' 'ঋত্বিজা', 'বায়ুনা' 'প্রাণেন'। প্রাণঃ বৈ যজ্ঞস্য উদ্গাতা, 'তৎ' তত্র 'যোঽয়ং' 'প্রাণঃ' 'স বায়ুং', স উদ্গাতা, সা মুক্তিঃ সা অতিমুক্তিঃ। 'প্রাণে উদ্গাতরি' 'বায়ুদৃষ্টিরেব পূর্ব্বাপরপক্ষগ্রাসাদতিমুক্তেরুপায়ঃ।

'হে যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি 'সম্বোধ্য' 'অশ্বলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'যৎ' ইদম্ 'অন্তরিক্ষং' 'অনারম্বণম্' অনালম্বনম্ আলম্বনশূন্যম্ ইব, 'কেন' 'আক্রমেণ' আলম্বনেন 'যজমানঃ' 'স্বর্গং' লোকম্ 'আক্রমতে' প্রাপ্নোতি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'ব্রহ্মণর্ত্বিজা' ব্রহ্মাখ্যেন ঋত্বিজা; 'মনসা', চন্দ্রেণ। মনো বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা, 'তৎ' তত্র 'যদিদং' 'মনঃ' 'সোঽসৌ' চন্দ্রঃ 'স ব্রহ্মা' 'সা মুক্তিঃ' 'সা অতিমুক্তিঃ'। মন সি

ব্রহ্মণি চন্দ্রদৃষ্টিরেবান্তরিক্ষাতিক্রমেণ স্বর্গপ্রাপ্তিরূপায়া অতিমুক্তেরুপায়ঃ। ইতি 'অতিমোক্ষাঃ'—উক্তাঃ। অথ অনন্তরং সম্পদঃ—উচ্যন্তে।

'হে যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি সম্বোধ্য 'অশ্বলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'অদ্য' 'কতিভিঃ' ঋগ্‌ভিঃ' 'অয়ং হোতা' 'অস্মিন' জনকেনানুষ্ঠীয়মানে 'যজ্ঞে' 'করিষ্যতি'—শংসনং করিষ্যতি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'তিসৃভিঃ' ইতি। 'অশ্বল আহ'—'কতমাঃ তাঃ' 'তিস্রঃ' ইতি। 'পুরোঽনুবাক্যা'—প্রয়োগকালাৎ প্রাক্ যাঃ ঋচঃ প্রাযুজ্যন্তে 'সা ঋগ্‌জাতিঃ' 'পুরোঽনুবাক্যা'; 'যাজ্যা'—যাগার্থং যাঃ প্রযুজ্যন্তে সা ঋগ্‌জাতিঃ 'যাজ্যা'; শস্ত্রার্থং যাঃ প্রযুজ্যন্তে সা ঋগ্‌জাতিঃ 'শস্যা' এব তৃতীয়া। 'অশ্বলঃ আহ'—'কিং তাভিঃ' 'ঋগ্‌ভিঃ' 'জয়তি' ইতি। 'যাজ্ঞবল্ক্য আহ'—'যৎ কিঞ্চ' 'ইদং' 'প্রাণভৃৎ'। প্রাণস্ত সর্ব্বত্র প্রসরাৎ ত্রিলোকজয়ইতি ফলম্।

'হে যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি সম্বোধ্য 'অশ্বলঃ' 'পুনঃ উবাচ'—'অদ্য' 'কতি' আহুতীঃ 'অয়ম্' অধ্বর্য্যুঃ 'অস্মিন্' যজ্ঞে 'হোষ্যতি' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'তিস্রঃ' 'ইতি'; 'অশ্বল আহ—'কতমাঃ' 'তাঃ' 'তিস্রঃ' ইতি। 'যাঃ' 'হুতাঃ' 'উজ্জ্বলাঃ'—সমিদাজ্যাহুতয়ঃ; 'যাঃ হুতাঃ' 'অতিনেদন্তে' অতীব শব্দং কুর্ব্বন্তি মাংসাদ্যাহুতয়ঃ; 'যাঃ হুতাঃ' 'অধিশেরতে' ভূমেঃ অধোগতা শেরতে পয়ঃসোমাহুতয়ঃ। 'অশ্বলঃ' 'কিং' 'তাভিঃ' জয়তি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'যাঃ' 'হুতাঃ' 'উজ্জ্বলন্তি', 'তাভিঃ' 'দেবলোকম্' এব 'জয়তি'। কথম্? 'হি' যস্মাৎ দেবলোকঃ 'দীপ্যতে' ইব। 'যাঃ হুতাঃ' 'অতিনেদন্তি' তাভিঃ 'পিতৃলোকম্' এব 'জয়তি'। কথম্? হি যস্মাৎ পিতৃলোকঃ 'অতিনেদতে' ইব—পাপাত্মনাং হাহতো-হস্মীত্যাদি কুৎসিতধ্বনিযুক্তত্বাৎ। 'যাঃ' 'হুতাঃ' 'অধিশেরতে', তাভিঃ 'মনুষ্যলোকম্' 'এব' 'জয়তি'। কথম্? 'হি' 'যস্মাৎ' 'মনুষ্যলোকঃ' 'অধঃ' 'ইব'।

'হে যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি সম্বোধ্য 'অশ্বলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'অথ' 'কতিভিঃ' 'দেবতাভিঃ' 'ব্রহ্মা' দক্ষিণতো 'যজ্ঞং' 'গোপায়তি' ইতি। 'যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'একয়া' 'দেবতয়া' ইতি। সত্যামেকত্বাং প্রশ্নে দেবতাভিরিতি বহুবচনং তত্ত্বামেকত্বাং বহূনাং সন্নিবেশাৎ। 'অশ্বলঃ'—'কতমা' 'সা' 'একা' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'মনঃ এব' ইতি। 'অনন্তং' বৈ 'মনঃ'—বৃত্তিবাহুল্যাৎ, 'অনন্তাঃ' 'বিশ্বেদেবাঃ', সুতরাং স 'তেন' 'মনসো' 'অনন্তম্' 'এব' 'লোকং' 'জয়তি'।

হে যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সম্বোধ্য অশ্বলঃ পুনঃ উবাচ—'অথ কতি স্তোত্রীয়াঃ'—প্রগীতম্ ঋগ্‌জাতং স্তোত্রম্, অপ্রগীতং স্তোত্রজাতং শস্ত্রম্—'অয়ম্' উদ্গাতা 'অস্মিন্' যজ্ঞে 'স্তোষ্যতি' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'তিস্রঃ' ইতি। অশ্বলঃ—'কতমাঃ' তাঃ 'তিস্রঃ' ইতি। 'পুরোঽনুবাক্যা' চ, 'যাজ্যা' চ 'শস্যাএব' তৃতীয়া। কতমাঃ তাঃ 'যাঃ অধ্যাত্মম্' ইতি। 'প্রাণঃ এব' 'পুরোঽনুবাক্যা', অপানঃ 'যাজ্যাঃ', 'ব্যানঃ শস্যা' অশ্বলঃ—'কিং তাভিঃ' 'জয়তি' ইতি। 'পুরোঽনুবাক্যা' 'পৃথিবীলোকম্' এব জয়তি; 'যাজ্যয়া' 'অন্তরিক্ষলোকম্', 'শস্যয়া' 'দ্যুলোকম্' ইতি। ততঃ প্রশ্নানামুত্তরশ্রবণানন্তরং হোতা অশ্বলঃ পুনঃ 'উপররাম' নিবৃত্তো বভূব।

জনকের হোতা অশ্বল বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, যদি এ সকলই মৃত্যু দ্বারা অধিকৃত হইল, তাহা হইলে যজমান কি প্রকারে মৃত্যুর অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারে? এই কথায় যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, হোতা, ঋত্বিক, অগ্নি এবং বাক্ কর্ত্তৃক। বাক্ যজ্ঞের হোতা, সেই বাক্ই অগ্নি,

সেই অগ্নিই হোতা, সেই মুক্তি এবং সেই অতিমুক্তি। বাগ্রূপী হোতাতে অগ্নিদৃষ্টি মৃত্যু হইতে অতিমুক্তির উপায়।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যদি এ সকলই অহোরাত্র দ্বারা ব্যাপ্ত, অহোরাত্র দ্বারা গ্রস্ত, তবে কি উপায়ে যজমান অহোরাত্র অধিকার হইতে মুক্ত হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অধ্বর্য্যু, ঋত্বিক্, চক্ষু এবং আদিত্য দ্বারা। চক্ষুই যজ্ঞের অধ্বর্য্য, এই চক্ষুই সেই আদিত্য, সেই অধ্বর্য্যুই মুক্তি সেই অতি-মুক্তি। চক্ষুতে অধ্বর্য্যুদৃষ্টি মৃত্যু হইতে অতিমৃত্যু মুক্তির উপায়।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যদি এ সমুদায়ই শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা অধিকৃত হয় তবে কি উপায়ে যজমান শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষের অধিকার হইতে মুক্ত হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, উদ্গাতা, বায়ু, ঋত্বিক এবং প্রাণ দ্বারা। প্রাণীই যজ্ঞের উদ্গাতা, সেই প্রাণই বায়ু এবং উদ্গাতা, সেই মুক্তি সেই অতিমুক্তি। প্রাণরূপী উদ্গাতাতে বায়ুদৃষ্টি শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষের অধি-কার হইতে মুক্ত হইবার উপায়।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই অন্তরীক্ষ আলম্বনশূন্য। কোন্ আলম্বন অবলম্বন করিয়া যজমান স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ঋত্বিক, ব্রহ্মা, মন এবং চন্দ্র দ্বারা। মনই যজ্ঞের ব্রহ্মা, সেই মনই চন্দ্র, সেই মনই মুক্তি সেই অতিমুক্তি। মনেতেই ব্রহ্মদৃষ্টি এবং চন্দ্রদৃষ্টিতেই অন্ত-রীক্ষ অতিক্রম করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তি এবং অতিমুক্তির উপায়। এইরূপেই অতিমুক্তির উপায় বর্ণিত হইল। অনন্তর সম্পদের বিষয় বলা হইতেছে।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, কয়টী দিকেতে হোতা এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন? তিনটী দিকেতে শংসন। অশ্বল বলিলেন, সেই তিনটী কি কি? ১ পুরোনু-বাকী (প্রয়োগকালের পূর্ব্বে যে সকল ঋক্ প্রয়োগ করা হয় তাহাকে পুরোনুবাকী বলে) ২ যাজ্যা (যাগার্থ যে সকল ঋক্ প্রয়োগ করা হয় তাহাকে যাজ্যা বলে) ৩ শস্যা (শস্ত্রার্থ যে সকল ঋক্ প্রয়োগ করা হয় তাহাকে শস্যা বলে)। অশ্বল বলিলেন, এই তিন প্রকার ঋকের দ্বারা কি জয় হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যাহা কিছু প্রাণযুক্ত, সুতরাং ত্রিলোক জয় ইহার ফল।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, কয়টী আহুতি অধ্বর্য্যু এই যজ্ঞে হবন করিবে? তিনটী। সেই তিনটী কি? যিটি হবন করিলে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়,

যেগুলি হবন করিলে অত্যন্ত শব্দ হয়, যেগুলি হবন করিলে মাটিতে পড়িয়া থাকে। এ সকলের দ্বারা কি জয় হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যেগুলিতে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয় তাহাতে দেবলোক জয় হয়। সেগুলিতে অত্যন্ত শব্দ হয় তাহাতে পিতৃলোক জয় হয়। যেগুলি মাটীতে পড়িয়া থাকে তাহাতে মনুষ্যলোক জয় হয়।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, কয়টী দেবতার যোগে ব্রহ্মা দক্ষিণ দিক্ হইতে যজ্ঞকে রক্ষা করেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, একটী দেবতা দ্বারা। সেই একটীতে বহুর সন্নিবেশ আছে বলিয়া একটী বলা হইয়াছে। সেই এক দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মন। মনই অনন্ত, বিশ্বদেব সকল অনন্ত সুতরাং সেই মনের দ্বারাই অনন্তলোক জয় হয়।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, অদ্য এই যজ্ঞে কয়টী স্তবনীয় দেবতাকে স্তব করিবে? তিনটী। সে তিনটী কে কে? পুরোনুবাকী, যাজ্যা, শস্যা। প্রাণই পুরোনুবাকী, অপানই যাজ্যা, ব্যানই শস্যা। তাহাদের দ্বারা কি জয় হয়? পুরোনুবাকী দ্বারা পৃথিবী লোক, যাজ্যা দ্বারা অন্তরীক্ষ লোক, শস্যা দ্বারা দ্যুলোক জয় হয়। এই কথা শুনিয়া হোতা অশ্বল নিবৃত্ত হইলেন।

ভাব—মৃত্যু প্রভৃতির অধিকার হইতে কি উপায়ে মুক্ত হইতে পারা যায় এখানে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

২৮। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্ব্বং মৃত্যোরন্নং কাস্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিত্যগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ সোঽপামন্নমপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো৩ নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে কিমেনং ন জহাতীতি নামেত্যনন্তং বৈ নামানন্তা বিশ্বেদেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি

বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমাণি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সোম্য হস্তমার্ত্তভাগাহবামমেতস্য বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজনইতি তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদূচতুরথ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি ততো হ জারৎকারব আর্ত্তভাগ উপররাম।

বৃ, ৫। ২। ১০—১৩।

গ্রহাতিগ্রহনির্ণয়ানন্তরং (১২। ৫) 'কস্মাৎ বা' 'মৃত্যো' 'মৃত্যুর্ভবতি' তদ্দর্শয়তি 'যাজ্ঞবল্ক্যেতি'। জারৎকারবঃ আর্ত্তভাগঃ 'যাজ্ঞবল্ক্য' 'ইতি' 'সম্বোধ্য' 'তং' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'যৎ ইদং সর্ব্বং' 'মৃত্যোঃ' 'অন্নম্', 'কাস্বিৎ' 'সা' 'দেবতা' 'যস্যাঃ' 'মৃত্যুঃ' অন্নম্ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'অগ্নিঃ' 'এব' 'মৃত্যুঃ' 'সোঽগ্নিঃ' 'অপাম্' 'অন্নম্'। 'মৃত্যুং পুনঃ অপজয়তি' 'পুরুষঃ'।

'যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি সম্বোধ্য পুনঃ আর্ত্তভাগঃ উবাচ—'যত্র' যস্মিন্ কালে 'পুরুষঃ' 'ম্রিয়তে', 'অস্মাৎ' 'ম্রিয়মাণাৎ' 'প্রাণাঃ' 'উৎক্রামন্তি,' 'আহো ন উৎক্রামন্তি' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—'নেতি' 'নেতি'; 'অত্র' পুরুষে 'এব' 'সমবনীয়ন্তে' প্রলীয়ন্তে প্রাণাঃ। 'ততঃ' 'উচ্ছয়তি' উচ্ছূনতাং প্রতিপদ্যতে, 'আধ্মায়তি', বাহ্যেন বায়ুনা পূর্য্যতে, 'আধ্মাতঃ' স্ফীতঃ 'মৃতঃ' 'শেতে'।

যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সম্বোধ্য পুনঃ আর্ত্তভাগঃ উবাচ—'যত্র' যস্মিন্ কালে 'পুরুষঃ' 'ম্রিয়তে' 'এনং' 'মৃতং' 'কিং' 'ন' 'জহাতি' 'ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'নাম' ইতি। 'অনন্তং বৈ নাম', 'অনন্তাঃ' 'বিশ্বেদেবাঃ', স 'তেন' নাম্না 'অনন্তম্' 'এব' 'লোকং' 'জয়তি'।

যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সম্বোধ্য পুনঃ আর্ত্তভাগঃ উবাচ—'যত্র' যস্মিন্ কালে 'মৃতস্য' 'অস্য' 'পুরুষস্য' 'বাক্' 'অগ্নিম্' 'অপ্যেতি' গচ্ছতি, 'প্রাণঃ' 'বাতম্', 'চক্ষুঃ' 'আদিত্যম্', 'মনঃ' 'চন্দ্রং', 'শ্রোত্রং' 'দিশঃ', 'শরীরং' 'পৃথিবীম্', 'আত্মা' 'আকাশং', 'লোমানি' 'ওষধীঃ', 'কেশাঃ' 'বনস্পতীন্' 'গচ্ছন্তি', 'লোহিতং' চ 'রেতঃ' চ 'অপ্সু' 'নিধীয়তে'; 'তদা' তস্মিন্ কালে 'অয়ং' 'পুরুষঃ' 'কুত্র ভবতি' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—হে 'সোম্য' আর্ত্তভাগ, 'অবামং' দক্ষিণং 'হস্তম্' 'আহর' দেহি, এতস্য প্রশ্নস্য যৎ বেদিতব্যং তৎ বেদিষ্যাবঃ; 'সজনে' জনাকীর্ণস্থানে 'নৌ' আবয়োঃ 'এতৎ' ন 'বেদিতব্যম্'। তৌ যাজ্ঞবল্ক্যার্ত্তভাগৌ পুনঃ 'উৎক্রম্য' নির্গত্য 'মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে'। 'তৌ' 'পুনঃ' 'যৎ' 'উচতুঃ', 'তৎ' 'কর্ম্ম' এব পুনঃ উচতুঃ, 'তৌ' 'যৎ' 'প্রশশংসতুঃ', তৎ 'কর্ম্ম' 'এব' পুনঃ 'প্রশশংসতুঃ'। পুণ্যেন কর্ম্মণা পুরুষঃ পুণ্যএব ভবতি পাপেন কর্ম্মণা পাপঃ ইতি। ততঃ জারৎকারবঃ আর্ত্তভাগঃ পুনঃ উপররাম বিরতো বভূব।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যদি সকলেই মৃত্যুর অন্ন হয়, তবে সে দেবতা কে, মৃত্যু যার অন্ন? অগ্নিই মৃত্যু, কেন না অগ্নিই জলের অন্ন, কারণ জলই মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যখন পুরুষ মৃত হয় তখন তাহাতে প্রাণ সকল উৎক্রমণ

করে কি না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না না। প্রাণ সকল পুরুষেতেই লয় পায়, তাহাকেই স্ফীত ও মৃত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যখন পুরুষ মৃত হয় তখন তাহাকে কে পরিত্যাগ করে না ? নাম। নাম অনন্ত বিশ্বদেব সকল অনন্ত, সুতরাং নাম দ্বারাই অনন্তলোক জয় হয়।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যে সময় পুরুষ মৃত হয় তাহার বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, মন চন্দ্রেতে, শ্রোত্র দিক্ সকলেতে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোমসকল ওষধীতে, কেশসকল বনস্পতিতে, লোহিত এবং রেত জলেতে নিবিষ্ট হয়। সে সময় এই পুরুষ কোথায় থাকে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তোমার দক্ষিণ হস্ত আন, এ বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা জানাইতেছি ; জনাকীর্ণ স্থানে ইহা জানাইবার বিষয় নহে। তখন উভয়ে বাহিরে চলিয়া গিয়া মন্ত্রণা করিলেন, তাঁহারা কর্ম্মের বিষয়েই প্রশংসা করিলেন। কেন না পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য এবং পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপ হয়। ইহা শুনিয়া অশ্বল নিবৃত্ত হইলেন।

২৯। অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম তস্যাসীদ্দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি সোঽব্রবীৎ সুধম্বাঽঙ্গিরস ইতি তং যদা লোকানামন্তানপৃচ্ছামাথৈনমব্রূম ক পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ক পারিক্ষিতা অভবন্ স ত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য ক পারিক্ষিতা অভবন্নিতি।

স হোবাচোবাচ বৈ সোঽগচ্ছন্ বৈ তে, তদ্যত্রাশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি ক ন্বশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীত দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহ্ন্যান্যয়ং লোকস্তং সমন্তং পৃথিবী দ্বিস্তাবৎ পর্য্যেতি তাং সমন্তং পৃথিবীং দ্বিস্তাবৎ সমুদ্রং পর্য্যেতি তদ্যাবতী ক্ষুরস্য ধারা যাবদ্বা মক্ষিকায়াঃ পত্রং তাবানন্তরেণাকাশস্তানিন্দ্রঃ সুপর্ণোভূত্বা বায়বে প্রাযচ্ছৎ তান্ বায়ুরাত্মনি ধিত্বা তত্রাগময়দ্যত্রাশ্বমেধযাজিনোঽভবন্নিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশংস তস্মাদ্বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ

সমষ্টিরপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ ততোহভুজ্যুর্লাহ্যায়নিরুপ-রৱাম। বৃ, ৫। ৩। ১। ২।

শতার্থং কর্ম্মৈব প্রশংসিতং তদেব ত্রয়তি অর্থেতি। 'অথ' অনন্তরম্ 'এনং' যাজ্ঞবল্ক্যং 'লাহ্যা-য়নিঃ' লহ্যস্যাপত্যং লাহ্যঃ তদপত্যং লাহ্যায়নিঃ 'ভুজ্যুঃ' 'পপ্রচ্ছ'। হে যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সম্বোধ্য 'স' ভুজ্যুঃ 'পুনঃ উবাচ'—'মদ্রেষু' জনপদেষু 'চরকাঃ' ব্রতাচরণশীলাঃ 'পর্য্যব্রজাম' পর্য্যটিতবন্তঃ। তে বয়ং 'কাপ্যস্য' কপিগোত্রস্য পতঞ্চলস্য 'গৃহান্' 'ঐম' গতবন্তঃ। 'তস্য' পতঞ্চলস্য 'দুহিতা' 'গন্ধর্ব্ব-গৃহীতা' গন্ধর্ব্বজুষ্টা আসীৎ। 'তং' গন্ধর্ব্বং 'বয়ম্' 'অপৃচ্ছাম'—'কোহসি' ইতি। 'স' গন্ধর্ব্বঃ 'অব্রবীৎ'—'আঙ্গিরসঃ' 'গোত্রতঃ' 'সুধন্বা' 'নামত' ইতি। 'তং' 'যদা' 'লোকানাম্' 'অন্তান্' পর্য্যবসানানি 'অপৃচ্ছাম', 'অথ' তদা 'এনং' গন্ধর্ব্বম্ 'অব্রুম'—'ক' কুত্র 'পারিক্ষিতাঃ' পরিক্ষিততনয়া 'অভবন্' ইতি। 'স' গন্ধর্ব্বঃ 'ক' 'পারিক্ষিতাঃ' 'অভবন্' 'তৎ' অব্রবীৎ ইতি শেষঃ। সুতরাং হে যাজ্ঞবল্ক্য, 'ক' 'পারিক্ষিতাঃ' 'অভবন্' ইতি 'ত্বা' ত্বাম্ 'পৃচ্ছামি'। দৃশ্যতে চ শতপথব্রাহ্মণে—"এতেন হেন্দ্রোতো দৈবাপঃ শৌনকঃ। জনমেজয়ং পারিক্ষিতং যাজয়াঞ্চকার। তেনেষ্ট্বা সর্ব্বাং পাপকৃত্যাং সর্ব্বাং ব্রহ্মহত্যামপজঘান। সর্ব্বাং হ বৈ পাপকৃত্যাং সর্ব্বাং ব্রহ্মহত্যামপহন্তি যোহশ্ব-মেধেন যজতে। ১। তদেতৎ গাথয়াভিগীতম্—

আসন্দীবতি ধান্যাদং রুক্মিণং হরিতস্রজম্।

অবধ্নাদশ্বং সারঙ্গং দেবেভ্যো জনমেজয়ঃ॥ ইতি ২।

এতে এব পূর্ব্বে অহনী। জ্যোতিরতিরাত্রস্তেন ভীমসেনম্। এতে এব পূর্ব্বে অহনী গৌরতিরাত্রস্তেনোগ্রসেনম্। এতে এব পূর্ব্বে অহনী আয়ুরতিরাত্রস্তেন শ্রুতসেনম্ ইত্যেতে পারিক্ষিতীয়াস্তদেতদ্গাথয়াভিগীতম্—

পারিক্ষিতা যজমানা অশ্বমেধঃ পরোবরম্।

অজহুঃ কর্ম্ম পাপকং পুণ্যাঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা॥ ইতি। ৩।

(শ, প, ব্রা, ১৩। ৫। ৪)।"

স যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—তে পারিক্ষিতাঃ 'তৎ' তত্র 'অগচ্ছন্' যত্র 'অশ্বমেধযাজিনঃ' 'গচ্ছন্তি' ইতি স বৈ গন্ধর্ব্বঃ উবাচ। ভুজ্যুঃ আহ—'ক নু অশ্বমেধযাজিনঃ গচ্ছন্তি' ইতি। 'দ্বাত্রিংশতং' 'দেবরথাহ্নানি'—দেবস্য আদিত্যস্য রথঃ দেবরথঃ তস্য গত্যা পরিচ্ছিন্নো দেশঃ দেবরথাহ্নম্ অহোরাত্রং 'তৎ' দ্বাত্রিংশদ্গুণিতং 'দেবরথাহ্নানি' তাবৎ পরিমাণোহয়ং লোকঃ 'লোকালোকগিরিবেষ্টিতঃ।' 'তং' লোকং 'সমন্তং' সমন্ততঃ 'দ্বিস্তাবৎ' লোকদ্বিগুণা 'পৃথিবী' 'পর্য্যেতি', 'তাং পৃথিবীং' সমন্তং 'সমন্ততঃ' 'দ্বিস্তাবৎ' পৃথিবীদ্বিগুণঃ 'সমুদ্রঃ' 'পর্য্যেতি'। 'তৎ' তত্র ব্রহ্মাণ্ডে 'যাবতী' যৎ পরিমাণা 'ক্ষুরস্য ধারা', 'যাবৎ' যৎপরিমাণং বা 'মক্ষিকায়াঃ পত্রং' পক্ষঃ, তাবান্ 'অন্তরেণ' মধ্যে 'আকাশঃ' 'তেন' প্রাপ্তান্ 'তান্' পারিক্ষিতান্ 'ইন্দ্রঃ সুপর্ণঃ' পক্ষী ভূত্বা 'বায়বে' প্রযচ্ছৎ, বায়ুঃ 'তান্' 'পারিক্ষিতান্' 'আত্মনি' অস্মিন্ 'ধিত্বা' 'স্থাপয়িত্বা' তত্র 'অগময়ৎ' 'যত্র' অশ্বমেধযাজিনঃ 'অভবন্' ইতি এবমেব 'স' গন্ধর্ব্বঃ বায়ুম্ 'এব' 'প্রশশংস'। 'তস্মাৎ বায়ুঃ' 'এব' ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ এব সমষ্টিঃ। 'যঃ' 'এবং' 'বেদ'—বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুরেব সমষ্টিরিতি—'স' 'পুনঃ' 'মৃত্যুম্' 'অপজয়তি'। 'ততঃ ভুজ্যুঃ লাহ্যায়নিঃ উপররাম' নিবৃত্তো বভূব।

অনন্তর ইঁহাকে লাহ্যায়নির পুত্র ভুজ্যু জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

যাজ্ঞবল্ক্য, মদ্রদেশে আমরা ব্রতাচরণশীল হইয়া পর্য্যটন করিতে-ছিলাম, সেখানে কপিগোত্র পতঞ্চলের গৃহে গিয়াছিলাম, সেই পতঞ্চ-লের দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা ছিলেন, আমরা সেই গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তুমি কে? সেই গন্ধর্ব্ব উত্তর দিয়াছিল, আমি আঙ্গিরস গোত্র, আমার নাম সুধন্বা। যখন তাহাকে লোক সকলের অন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তখন এই গন্ধর্ব্বকে আমরা বলিলাম, কোথায় পরিক্ষিতের পুত্রগণ আছেন? সেই গন্ধর্ব্ব পরিক্ষিততনয়গণ কোথায় আছেন তাহা বলিয়াছিলেন, সুতরাং হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি পরিক্ষিততনয়গণ কোথায় আছেন বল?

শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় দৈবাপশৌনক পরিক্ষিত-তনয় জনমেজয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং সেই যজ্ঞ দ্বারা সমুদায় পাপ কার্য্য এবং ব্রহ্মহত্যাদি বিনষ্ট করিয়াছিলেন। এইটী গাথায় এই-রূপ গীত হইয়াছে—"ক্ষুদ্র খট্টারূঢ় ধান্যভোজী সুবর্ণমণ্ডিত দূর্ব্বাদলমাল্য-যুক্ত অশ্ব এবং বিচিত্র চিত্রিত হরিণ জনমেজয় দেবগণকে বলি অর্পণ করিয়াছিলেন" ইটি পূর্ব্ববর্ত্তী দিনদ্বয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জ্যোতি-ষ্টোমের অঙ্গযাজিরূপে নিশাভাগে ভীমসেন, উগ্রসেন, শ্রুতসেন এবং আয়ুকে জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গযাজিরূপে যাজনা করা হইয়াছিল। ইহারা সকলে পরিক্ষিততনয়, ইহাদের সম্বন্ধে এই গাথা গীত হইয়াছে—"পরিক্ষিততনয়গণ অশ্বমেধ যাজনা করিয়া ছোট বড় পাপকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিলেন, পরিক্ষিততনয়গণ সেখানে গিয়াছিলেন, যেখানে সূর্য্যের রথের ভ্রমণের পরিমাণ আমাদের এক দিনের অপেক্ষা ৩২ গুণ অধিক। উহা লোকালোক গিরি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই লোককে পৃথিবী দুইবার পরিভ্রমণ করে। সেই ব্রহ্মাণ্ডে যে পরিমাণ ক্ষুরধার আছে, অথবা যে পরিমাণ মক্ষিকার পাখা আছে এবং উহার মধ্যে যে আকাশ আছে, সেই স্থান দিয়া ইন্দ্র পক্ষী হইয়া পরিক্ষিততনয়দিগকে আপনার মধ্যে স্থাপন করিয়া সেই স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন, যেখানে অশ্বমেধ যাজীরা আছেন। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে গন্ধর্ব্ব বায়ুকেই প্রশংসা করিতেছেন। সেই ব্যষ্টি এবং সমষ্টি বায়ুকে যে ব্যক্তি জানে

সে মৃত্যুকে জয় করে। এই কথা শুনিয়া লাহ্যায়নির পুত্র ভুজ্যু নিবৃত্ত হইলেন।

ভাব—উপরে যে সকল কথা লিখিত হইল, তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে।

৩০। স যত্রায়মাত্মাঽবল্যং ন্যেত্য সম্মোহমিবন্যেত্যথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবা-ন্ববক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে তথাঽরূপজ্ঞো ভবতি।

একীভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিঘ্রতীত্যাহুরেকী-ভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহুরেকীভবতি ন শৃণোতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহুরেকীভবতি ন স্পৃশতী-ত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহুস্তস্য হৈতস্য হৃদয়াগ্রং প্রদ্যো-ততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি। চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রান্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণ-মনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবি-জ্ঞানমেবান্ববক্রামতি তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ।

তদ্যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপ-সংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্য-মাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি।

তদ্যথা পেশস্কারঃ পেশসোমাত্রামুপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বা-ঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্।

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ো-ঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়ো-ঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদ্যদেতদিদম্ময়োঽদোময় ইতি যথাকারী যথাচারী

তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ং তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানোঽথা-কাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি। তদ্যথাহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদঙ্ শরীরঙ্ শেতে। অথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজএব সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ।

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাঙ্ স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব। তেন ধীরা অপিয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত ঊর্দ্ধ্বা বিমুক্তাঃ।

তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলঙ্ হরিতং লোহিতঞ্চ। এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তঃ তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তমো য উ বিদ্যায়াঙ্ রতাঃ॥
অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাঽঽবৃতাঃ।
তাঙ্স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাঙ্সোঽবুধা জনাঃ॥
আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ॥
যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা-
ঽস্মিন্ সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।

স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা
তস্য লোকঃ স তু লোকএব ॥
ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥

বৃহ, ৬।৪।১—১৪।

আত্মনো গতিপ্রকারং বক্তুমাহ স যত্রেতি। 'যত্র' যস্মিন্ কালে 'সোঽয়ম্' আত্মা 'অবল্যম্' অবলভাবং 'ন্যেত্য' গত্বা 'সম্মোহম্' 'ইব' অচেতনভাবম্ ইব 'ন্যেতি' প্রাপ্নোতি, 'অথ' 'তদা' 'এতে' প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি 'এনম্' আত্মানম্ 'অভিসমায়ন্তি' তৎসমীপবর্ত্তিনঃ ভবন্তি। 'স' আত্মা 'এতাঃ' 'তেজোমাত্রাঃ' রূপাদিপ্রকাশকত্বাৎ তেজোবয়বা 'সমভ্যাদদানঃ' সংহরমাণঃ 'হৃদয়ম্' 'এব' 'অন্বব-ক্রামতি' তদ্গতো ভবতি। কদা স হৃদয়গতো ভবতি? 'যত্র' যস্মিন্ কালে 'এষ' 'চাক্ষুষঃ' পুরুষঃ 'পরাঙ্' 'পর্য্যাবর্ত্ততে' আদিত্যাত্মত্বং প্রতিপদ্যতে 'তথা সতি' 'অরূপজ্ঞো' ভবতি রূপং ন জানাতি। রূপজ্ঞানবিবর্জ্জিতোভবতি তদা মুমূর্ষুঃ।

'একীভবতি চক্ষুষা'। 'তদবস্থায়াং' 'পার্শ্বস্থাঃ' 'আহুঃ'—'ন পশ্যতি' ইতি। 'একীভবতি ঘ্রাণেন'; 'পার্শ্বস্থাঃ' 'আহুঃ'—'ন জিঘ্রতি' ইতি। 'একীভবতি রসনয়া', 'পার্শ্বস্থাঃ' 'আহুঃ'—'ন' 'রসয়তে' ইতি। 'একীভবতি বাগিন্দ্রিয়েণ', পার্শ্বস্থাঃ 'আহুঃ'—'ন বদতি' ইতি। 'একীভবতি' 'মনসা', 'পার্শ্বস্থাঃ' 'আহুঃ'—'ন মনুতে' ইতি। 'একীভবতি' 'ত্বচা,' পার্শ্বস্থাঃ 'আহুঃ'—'ন স্পৃশতি' ইতি। 'একীভবতি বুদ্ধ্যা,' 'পার্শ্বস্থাঃ' 'আহুঃ'—'ন' 'বিজানাতি' ইতি। তস্য পুনঃ 'এতস্য' হৃদয়স্য 'অগ্রং' নাড়ীমুখং প্রদ্যোততে 'জ্যোতিঃসম্পন্নং' ভবতি, তেন প্রদ্যোতেন জ্যোতিষা এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি 'চক্ষুষঃ' 'নেত্রতঃ' বা, 'মূর্দ্ধ্নঃ' বা, 'অন্যেভ্যঃ' শরীরদেশেভ্যঃ অবয়বেভ্যঃ বা, 'উৎক্রামন্তং' 'তম্' আত্মানম্ 'অনু' 'প্রাণঃ' উৎক্রামতি, উৎক্রামন্তং প্রাণম্ অনু 'সর্ব্বে' 'প্রাণাঃ' বাগাদয়ঃ 'অনু' সহৈব উৎক্রামন্তি। আত্মা 'সবিজ্ঞানঃ' স্বকর্ম্মানুসারিবিশেষজ্ঞানবান্ 'ভবতি'। 'সবিজ্ঞানম্' 'এব' 'অন্বব'ক্রামতি গন্তব্যম্ অনুগচ্ছতি, 'বিদ্যাকর্ম্মণী'—বিদ্যা চ জ্ঞানং কর্ম্ম চ বিহিতাবিহিতং—'তং' 'গচ্ছন্তম্' 'আত্মানম্' 'সমন্বারেভেতে' সম্যক্ অনুগচ্ছতঃ, 'পূর্ব্বপ্রজ্ঞা' চ—বিদ্যাকর্ম্মারম্ভকসহজসংস্কারশ্চ তমনুগচ্ছতি।

'তৎ' তত্র গমনকালে তৃণজলায়ুকা তৃণজলূকা তৃণস্য 'অন্তম্' 'অবসানং' 'গত্বা' 'অন্যম্' 'আক্রমম্' আশ্রয়ম্ 'আক্রম্য' 'আশ্রিত্য' 'আত্মানং' স্বম্ 'উপসংহরতি'—পূর্ব্বাবয়বস্যোপসংহারেণান্যাবয়বস্থানে, 'এবম্' 'এব' 'অয়ম্' 'আত্মা' 'ইদং' 'শরীরং' নিহত্য 'পাতয়িত্বা' 'অবিদ্যাম্' 'অচেতনং' 'গময়িত্বা' প্রাপয্য 'অন্যম্' 'আক্রমম্' 'আশ্রয়ং'—সাধনং—"স্বকর্ম্মবিদ্যানুসারতঃ যাদৃশপরলোকপ্রতিপত্তিসাধন-যুক্তঃ ভবতি 'তমাক্রমং' সাধনম্ (৩। ৬১পৃ)"—'আক্রম্য' আশ্রিত্য 'আত্মানম্' 'উপসংহরতি' তত্রাত্মভাবম্ আরভতে।

'তৎ' তত্র দেহান্তরারম্ভে 'যথা পেশস্কারঃ' সুবর্ণকারঃ 'পেশসং' সুবর্ণস্য 'মাত্রাম্' 'উপাদায়' গৃহীত্বা 'অন্যৎ' পূর্ব্বাপেক্ষয়া 'নবতরং' 'কল্যাণতরং' 'রূপং' 'তনুতে' নির্ম্মিমীতে, 'এবম্' 'এব' 'অয়ম্' আত্মা 'ইদং' শরীরং 'নিহত্য' পাতয়িত্বা 'অবিদ্যাম্' অচেতনং 'গময়িত্বা' প্রাপয্য 'অন্যৎ' 'পূর্ব্বাপেক্ষয়া' 'নবতরং' 'রূপং' 'কুরুতে' 'পিত্র্যং' পিতৃলোকোপভোগযোগ্যং, 'গান্ধর্ব্বং' গন্ধর্ব্বলোকোপভোগযোগ্যং,

'দৈবং' দেবলোকোপভোগযোগ্যং, 'প্রাজাপত্যং' প্রজাপতিলোকোপভোগযোগ্যং, 'ব্রাহ্মং' ব্রহ্ম লোকোপভোগযোগ্যং 'বা', 'অন্যেষাং' বা 'ভূতানাং' 'প্রাণিনাং' 'রূপং' কুরুতে।

এবমাত্মনো বিদ্যাকর্ম্মানুসারিণী গতিমুক্তিবা তস্য নিখিলশক্তিযুক্ততয়াবস্থিতিং বিবৃণোতি স বেতি। 'স' 'বা' 'অয়ম্' 'আত্মা' 'ব্রহ্ম'—"ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (১২। ১১) ইত্যনুসারতঃ—ব্যাপিত্বেন গৃহ্যমাণঃ 'ভোক্তা' 'বিজ্ঞানময়ঃ' বুদ্ধিযুক্তঃ, 'মনোময়ঃ, প্রাণময়ং, চক্ষুর্ময়ঃ, 'শ্রোত্রময়ঃ', 'পৃথিবীময়ঃ', 'আপোময়ঃ', 'বায়ুময়ঃ', 'আকাশময়ঃ', 'তেজোময়ঃ' তত্তন্মাত্রাযুক্তঃ, অতেজোময়ঃ—অজ্ঞানোপবৃংহ-ণত্বে, 'কামময়ঃ', 'অকামময়ঃ'—নিষ্কামত্বে, 'ক্রোধময়ঃ', 'অক্রোধময়ঃ'—নিক্রোধত্বে, 'ধর্ম্মময়ঃ', 'অধর্ম্মময়ঃ'—অধর্ম্মনিরতত্বে, 'সর্ব্বময়ঃ' 'যৎ' যস্মাৎ সর্ব্বময়ঃ 'তৎ' তস্মাৎ 'ইদম্ময়ঃ' 'অদোময়ঃ' ইতি এতৎ সিদ্ধাতি। প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষসমস্তবিষয়যুক্তত্বমস্য। 'যথাকারী' 'যথাচারী' 'তথা স' 'ভবতি' সাধুকারী 'সাধুঃ' ভবতি, 'পাপকারী' পাপঃ ভবতি, 'পুণ্যেন' কর্ম্মণা 'পুণ্যঃ' ভবতি, 'পাপেন' কর্ম্মণা 'পাপঃ'। অয়মেবার্থঃ সংক্ষেপেণ মতান্তরোক্ত্যোচ্যতে—অথ খলু অপরে আহুঃ—'অয়ং' 'পুরুষঃ' 'কামময়ঃ' ইতি। 'স' পুরুষঃ 'যথাকামঃ' ভবতি 'তৎক্রতুঃ' তাদৃগধ্যবসায়বান্ 'ভবতি', 'যৎক্রতুঃ' যাদৃগধ্যবসায়বান্ 'ভবতি' 'তৎ' কর্ম্ম কুরুতে, 'যৎ' কর্ম্ম 'কুরুতে' স 'তৎ' 'অভিসম্পদ্যতে' তৎফলবান্ ভবতি।

'তৎ' তস্মিন 'অর্থে' এষ শ্লোকো 'ভবতি'। 'অস্য' পরেতস্য 'যত্র' মনঃ নিষক্তং আসক্তিযুক্তং, সক্তঃ সন্ 'আসক্তিযুক্তঃ' 'সন্' তৎ এব 'কর্ম্মণা' 'সহ' 'এতি' প্রাপ্নোতি। কথমিদং জ্ঞায়তে?—'মনো লিঙ্গম'—লিঙ্গ্যতে অবগম্যতে যেন তৎ লিঙ্গং, মানসবৃত্তিরেব তদ্দর্শয়তি, তথাহি ভাগবতে—

মনএব মনুষ্যস্য পূর্ব্বরূপাণি শংসতি।
ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ॥ (৪ ২৯।৬৬) ইতি।

অত্র মাধ্যন্দিনীয়পাঠে "তদেব সৎ তৎ সহ কর্ম্মণৈতি" ইতি। অস্যার্থ আসক্ত্যনুসারতো মনএব তদ্রূপত্বং প্রাপ্নোতীতি জ্ঞেয়ম্ (১১।৩)। ইহ যৎকিঞ্চ অয়ং করোতি তস্য কর্ম্মণঃ অন্তম্ অবসানং প্রাপ্য তস্মাৎ লোকাৎ ভোগভূমেঃ 'অস্মৈ লোকায়' কর্ম্মভূময়ে' 'কর্ম্মণে' কর্ম্মসম্পাদনার্থম্ এতি। উক্তঞ্চ মহাভারতে বনপর্ব্বণি,

ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ফলভূমিরসৌ মতা॥ (২৬০।৩৫)।

বিনিয়োগোঽস্য সকামবৈদিকানুষ্ঠানেষ্বিতি দর্শয়তি—'ইতি নু কাময়মানঃ—'পুনরাবৃত্ত্যধীনঃ'—'গতিং' লভত ইতি শেষঃ। 'অথ' অনন্তরম্ 'অকাময়মানঃ'—পুনরাবৃত্ত্যতীতঃ—'যাং গতিং' 'লভতে' সোচ্যত ইতি শেষঃ। 'যঃ অকামঃ'—ব্রহ্মযোগং বিনা অন্যকামনাপরিশূন্যঃ, সুতরাং 'নিষ্কামঃ'—নির্গতাঃ কামাঃ 'যতঃ', ন হি কামশূন্যো জীবীভবিতুমর্হতি কামময়ত্বাত্তস্য, অত উচ্যতে—'আপ্তকামঃ' আপ্তঃ প্রাপ্তঃ যাভিলষিতব্রহ্মরূপঃ কামঃ কামনাবিষয়ো যেন এবমপি যতো ব্রহ্মণোঽন্যত্বাৎ কামান্তঃ-পাতএব তস্য, ন—'আত্মকামঃ'—আত্মনঃ পুনরাত্মত্বং ব্রহ্মণৈব, সুতরাং 'ব্রহ্মকামত্বে' 'তস্যাত্ম-কামত্বমেব'। 'এবম্ভূতঃ' 'যঃ' ন তস্য 'প্রাণাঃ' 'উৎক্রামন্তি' 'লোকলোকান্তরলাভায়', কিন্তুহি 'ব্রহ্ম' 'এব' 'সন্' ব্রহ্মভূতঃ 'ব্রহ্ম অপ্যেতি' ব্রহ্মণোঽভিন্নভাবেন স্থিতিং করোতি। ইহৈব স ব্রহ্মণি তিষ্ঠতি দেহান্তেঽপি।

'তৎ' তস্মিন্ 'অর্থে' 'এষ শ্লোকঃ' ভবতি। 'অস্য' 'হৃদি' 'যে কামাঃ' 'শ্রিতাঃ' 'সর্ব্বে' 'তে' 'যদা' 'প্রমুচ্যন্তে' বিশীর্য্যন্তে, 'অথ' তদা 'মর্ত্ত্যঃ' 'অমৃতঃ' 'মুক্তঃ' ভবতি। 'অত্র' অস্মিন্ জীবনে এব 'ব্রহ্ম'

সমশ্নুতে প্রতিপদ্যতে ব্রহ্মসম্পন্নো ভবতি। 'তৎ' তত্র দৃষ্টান্তঃ—'যথা অহিনির্ল্ব য়নী সর্পনির্মোকঃ' 'প্রত্যস্তা' প্রতিক্ষিপ্তা তদাকারেণ ভাসমানা 'শয়ীত' বর্ত্তেত, 'এবম্ এব' 'ইদং' 'শরীরং' 'শেতে' বর্ত্ততে। যদ্যেবং কথং তদাপ্যস্য চেষ্টা দৃশ্যতে তত্রাহ—'অথ অয়ম্' 'অশরীরঃ' শরীরাভিমানশূন্যঃ 'অমৃতঃ' মুক্তঃ, 'ব্রহ্ম এব' 'অস্য' প্রাণঃ, 'ব্রহ্ম এব' 'অস্য তেজঃ'। ব্রহ্মপ্রেরণয়ৈব তস্য সর্ব্ববিধা চেষ্টা ভবতি, ন পুনর্দেহেন্দ্রিয়প্রেরণয়া অতএবাস্মিন্ ব্রাহ্মণে "প্রাণস্য প্রাণমুতচক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদিনা (৪। ১৫) ঔপনিষদবিদ্যায়া মূলং শ্রুতম্। "অন্নস্যান্নম্" ইতি মাধ্যন্দিনীয়পাঠোঽস্য ন্যূনতাং পরিহরতি যথা "আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনান্তর্যামিব্রাহ্মণে। জনকো বৈদেহ বিদেহাধিপতিঃ পুনঃ আহ—'সোঽহং' 'জনকঃ' 'ভগবতে' 'সহস্রং' 'দদামি' ইতি।

'তৎ' তত্র 'এতে শ্লোকাঃ' ভবন্তি।—'অণুঃ' সূক্ষ্মঃ, 'বিততঃ' বিস্তীর্ণঃ, 'পুরাণঃ' 'চিরন্তনঃ' 'পন্থাঃ' 'মাং' স্পৃষ্টঃ—'তেন' পথা নিত্যসম্বন্ধোঽহমিতি 'ময়ানুভূতঃ'। 'ন কেবলমনুভূতঃ' 'কিন্তু' ময়া 'স্বয়মেব' 'অনুবিত্তঃ' লব্ধসাক্ষাত্তৎসম্পর্কীয়জ্ঞানঃ, নৈষা কেবলা মমানুভূতিঃ কিন্তুন্যে—'তেন পথা' 'ধীরাঃ' 'ব্রহ্মবিদঃ' 'বিমুক্তাঃ' সন্তঃ 'ঊর্দ্ধ্বাঃ' শরীরপাতাদূর্দ্ধম্, 'ইতঃ' 'স্বর্গং লোকং' ব্রহ্মলোকম্ 'অপিয়ন্তি' অপিগচ্ছন্তি।

তস্মিন্ পথি আদিত্যসম্পর্কাৎ 'কেবলং শুক্লং', 'কেবলং নীলং', 'কেবলং' 'পিঙ্গলং', 'কেবলং' 'লোহিতং' চ (১১। ২১) আহুঃ স্বস্বদর্শনানুসারাৎ। 'এষ পন্থাঃ' 'ব্রহ্মণা' ব্রাহ্মণেন ব্রহ্মযোগসম্পন্নেন —'হ' ঐতিহ্যে—'অনুবিত্তঃ' লব্ধসাক্ষাত্তৎসম্পর্কীয়জ্ঞানঃ 'ব্রহ্মবিৎ' ব্রহ্মজ্ঞঃ 'পুণ্যকৃৎ' (১০। ২১) তপোনিরতঃ, 'তৈজসঃ' চ—তেজোব্রহ্মেত্যস্যোপাসকঃ—'তেন' পথা 'এতি' সদ্গতিং প্রাপ্নোতি।

অন্ধংতম ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ (১। ১)।

'অবিদ্বাংসঃ' অজ্ঞাঃ, 'অবুধাঃ' বোধরহিতাঃ আত্মজ্ঞানশূন্যাঃ 'যে জনাঃ' 'তে প্রেত্য' অন্ধেন তমসা আবৃতাঃ 'অনন্দা' নাম আনন্দরহিতাঃ ইতি বিশ্রুতাঃ 'যে লোকাঃ' 'সন্তি' তান্ 'অভিগচ্ছন্তি'।

অয়ং পুরুষঃ 'অস্মি' ইতি (২। ২) চেৎ আত্মানং বিজানীয়াৎ 'কিম্ ইচ্ছন্' 'অভিলষন্' 'কস্য' কামায় প্রয়োজনায় 'শরীরম্' 'অনু' সংজ্বরেৎ তৎসন্তাপেন সন্তাপী ভবেৎ?

'যস্য' ব্রহ্মজ্ঞস্য 'অস্মিন্ সন্দেহে' সন্দেহবিষয়ে 'গহনে' 'বিষমে' প্রবিষ্টঃ 'আত্মা' অনুবিত্তঃ 'লব্ধসাক্ষাজ্জ্ঞানঃ' প্রতিবুদ্ধঃ 'জাগরিতঃ', 'তস্য' ব্রহ্মজ্ঞস্য 'স আত্মা' 'বিশ্বকৃৎ'—"অনেন জীবেনাত্মনা" (১২। ১) ইতি নিখিলনামরূপব্যাকরণহেতুতয়া, 'স হি' 'সর্ব্বস্য' 'কর্ত্তা'—ভগবদধীনতয়ামুক্তসামর্থ্যাৎ; 'লোকঃ' উৎকৃষ্টগতিস্থানং 'তস্য' আত্মনঃ। কথম্? 'স তু স্বয়ং 'লোকঃ' 'এব'—চিন্ময়ত্বাৎ লোকস্য।

'ইহ' জীবনে 'এব' 'সন্তঃ' বয়ং 'তৎ' ব্রহ্ম 'বিদ্মঃ' বিজানীমঃ, 'ন চেৎ' 'বিদ্মঃ' অবেদিঃ 'অজ্ঞানী' 'স্যাম্'। কিন্তেন স্যাৎ? 'মহতী' 'বিনষ্টিঃ' ক্ষতিঃ। কোবা লাভঃ ক্ষতির্বা? 'এতৎ' ব্রহ্ম 'যে' বিদুঃ 'তে অমৃতাঃ' মুক্তাঃ ভবন্তি, 'অথ' ইতরে অজ্ঞানিনঃ 'দুঃখম্' 'এব' 'অপিয়ন্তি' প্রাপ্নুবন্তি।

যে সময়ে আত্মা বলশূন্য হইয়া পড়ে এবং মোহপ্রাপ্ত হয় সে সময়ে ইন্দ্রিয় সকল আত্মার সমীপবর্ত্তী হয়, আত্মার রূপাদি সকলের প্রকাশক তেজমাত্রা লইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে সে সময়ে চাক্ষুষ পুরুষ আদিত্য সহকারে এক হইয়া যান, তখন আর রূপের কোন জ্ঞান থাকে না, পার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা বলে এ ব্যক্তি আর দেখিতে পায় না, যখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়

সহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা বলে এ আর ঘ্রাণ লয় না। যখন রসনাসহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ পুরুষেরা বলে এ আর রস গ্রহণ করে না। যখন বাগিন্দ্রিয় সহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ্য পুরুষেরা বলে এ আর কথা বলে না। যখন মনসহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ পুরুষেরা বলে এ আর চিন্তা করে না। যখন ত্বগিন্দ্রিয়েরসহ এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ্য পুরুষেরা বলে এ আর স্পর্শ করে না। যখন বুদ্ধিসহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ পুরুষেরা বলে এ আর জানিতে পারে না। এই সময়ে হৃদয়ের নাড়ী জ্যোতিঃসম্পন্ন হয়, সেই জ্যোতি দিয়া আত্মা নিষ্ক্রমণ করে। আত্মা উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ তাহার পশ্চাতে উৎক্রমণ করে। আত্মা বিজ্ঞানময়, সুতরাং সে বিজ্ঞানকে লইয়াই নিষ্ক্রমণ করে। বিদ্যা, কর্ম্ম এবং পূর্ব্ব প্রজ্ঞা তাহাকে সম্যক্ আপনার অনুরূপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই তৃণজলৌকা যেমন তৃণের অন্তভাগে গমন করিয়া অন্য আশ্রয় আশ্রয়-করে এবং সেখানেই আপনাকে উপসংহৃত করে, তেমনি এই আত্মা এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য আশ্রয়কে আশ্রয়করত সেখানে আপনাকে উপসংহৃত করে। তাই যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণখণ্ড লইয়া অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ (প্রস্তুত) করে, তেমনি এই আত্মা এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া পৈত্র্য বা গন্ধর্ব্ব, বা দৈব বা প্রাজাপত্য, বা ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ভূতগণের অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ (গ্রহণ) করে।

"সেই এই আত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বময়—বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়, তৎ-যৎ-এতৎ এবং ইহাময় এবং উহাময়। সুতরাং যে যেমন আচরণ করিয়াছে সে তেমনি হয়, সাধু কর্ম্মকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপ হয়, পুণ্যকর্ম্মে পুণ্য হয়, পাপকর্ম্মে পাপ হয়। পুরুষকে কামময় বলা হইয়া থাকে। তাহার কামনা যেমন সে তেমনি ক্রিয়াশীল হয়। সে যেমন ক্রিয়াশীল হয় তেমনি ক্রিয়া করে। যে ক্রিয়া করে সে তাই হয়।

"উক্ত অর্থে এই শ্লোক :—[আত্মা] যে কর্ম্মসহকারে পরলোকে আগমন করে তাহার লক্ষণ মন, কেন না যাহাতে ইহার মন নিরতিশয় আসক্ত তাহাতেই সে আসক্ত হয়। ইহলোকে যে কোন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মের অন্ত পাইয়া সে লোক হইতে পুনরায় এই লোকে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আইসে। যে ব্যক্তির কামনা আছে [তাহার সম্বন্ধে এই নিয়ম]। অনন্তর যে ব্যক্তির কামনা নাই সেই ব্যক্তি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম। তাঁহার প্রাণ সকল উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

"উক্ত মর্ম্মে এই শ্লোক—ইঁহার হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত হইয়া আছে সে সকল যখন খসিয়া পড়ে, তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয়, এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। তাই মৃত সর্পের নির্ম্মোক বল্মীকে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন শয়ান থাকে তেমনি এই [মৃত] শরীর শয়ান থাকে আর ব্রহ্মই এই অশরীর অমরণশীল প্রাণের প্রাণ হন, তেজের তেজ হন।

তদ্বিষয়ে এই শ্লোকগুলি আছে :—বিস্তৃত এবং পুরাতন সূক্ষ্ম পথ আমাকে স্পর্শ করিয়া আছে ইহা আমি জানি। সেই পথে ধীর ব্রহ্মবিদ্গণ ইহলোক হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন।

সেই পথে শুক্ল নীল পিঙ্গল হরিৎ এবং লোহিত বর্ণ আছে, এই পন্থা ব্রহ্মবিদের অবগত, তাই সেই পথে পুণ্যকারী ব্রহ্মবিৎ আলোকমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা ঘোরান্ধকারে প্রবেশ করে, তদপেক্ষায় আরও অন্ধকারে প্রবেশ করে তাহারা যাহারা বিদ্যাতে অনুরক্ত। আনন্দবিহীন সেই সকল লোক ঘোরান্ধকারে নিবিষ্ট হইয়া আছে। মৃত্যুর পর তাহারা সেই সকল লোকে গমন করে যাহারা বিদ্যাহীন অজ্ঞ ব্যক্তি। 'আমি এই পুরুষ' এই বলিয়া আপনাকে যে না জানে সেই ব্যক্তি কোন্ অভিলাষে শরীরকে সন্তপ্ত করিবে? যাহার আত্মা প্রতিবুদ্ধ এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে সেই আত্মা এই সন্দিহ্যমান বিষয়ের গভীর স্থানে প্রবিষ্ট। সেই আত্মাই বিশ্বস্রষ্টা এবং সকলের কর্ত্তা। এ লোক তাঁহারই এবং তিনিই এ লোক। ইহলোকে অবস্থান করিয়া যদি আমরা তাঁহাকে জানি, তাহা হইলেই আমাদের কৃতার্থতা, যদি আমরা তাঁহাকে না জানি তাহা হইলে আমা-

দের মহান্ বিনাশ। যাহারা ইহা জানে তাহারা অমর হয়, যাহারা জানে না তাহারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

ভাব—এখানে বিজ্ঞানসিদ্ধ সূর্য্যকিরণে বর্ণসমূহের স্থিতি উল্লিখিত হইয়াছে এবং জ্ঞানী অজ্ঞানীদিগের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

৩১। যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন ঊর্দ্ধ আক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খং তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খন্তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমং তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ। বৃ, ৭। ১০। ১।

দশমন্ত ষট্‌ত্রিংশবচনসংঘে প্রোক্তানামুপাসকানাং গতিমাহ যদেতি। 'যদা' 'পুরুষঃ' উপাসকঃ 'অস্মাৎ' লোকাৎ 'প্রৈতি', 'স বায়ুম্' 'আগচ্ছতি', 'বায়ুঃ' তস্মৈ 'রথচক্রস্য' 'খং' যথা তথা 'বিজিহীতে' স্বাত্মাবয়বান্ বিগময়তি 'অবকাশং' দদাতি। 'তেন' অবকাশেন 'স উর্দ্ধে' 'আক্রমতে' আরোহতি। 'স' আদিত্যম্ আগচ্ছতি 'স' আদিত্যঃ তত্র 'তস্মৈ' যথা 'লম্বরস্য' 'বাদিত্রবিশেষস্য' 'খং' 'তথা' 'বিজিহীতে' অবকাশং দদাতি। 'তেন' আকাশেন 'স' 'উর্দ্ধে' 'আক্রমতে'। 'স' চন্দ্রমসে 'আগচ্ছতি'। 'স' চন্দ্রমাঃ তত্র 'তস্মৈ যথা' 'দুন্দুভেঃ' 'খং' তথা 'বিজিহীতে' অবকাশং দদাতি। 'তেন' অবকাশেন 'স' উর্দ্ধে 'আক্রমতে'। 'স অশোকম্' 'অহিমং' হিমবর্জ্জিতং 'লোকম্' আগচ্ছতি। 'তস্মিন্' শাশ্বতীঃ 'সমাঃ' নিত্যকালং বসতি।

যখন এই পুরুষ ইহলোক হইতে গমন করে, তখন প্রথমতঃ বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়। সেই বায়ু রথচক্রের আকাশের মত শূন্য স্থান দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিতে তাহাকে অবকাশ দান করে। সে প্রথমতঃ ঐ স্থান দিয়া গমন করত আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়। দুন্দুভির শূন্য স্থানের ন্যায় স্থান দিয়া চন্দ্রলোকে গমন করে। সেখানে হিমবর্জ্জিত শোকশূন্য লোকে গমন করিয়া নিত্যকাল বাস করে।

ভাব—আত্মা ইহলোক হইতে গমন করিয়া প্রথমতঃ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইতে আদিত্য এবং আদিত্য হইতে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নিত্যকাল ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করে।

৩২। অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥
ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥

শ্বে, ৫। ১৩। ১৪।

ভগবজ্জ্ঞানেন মুক্তিমাহ অনাদ্যেতি। 'কলিলস্য' সংসারগহনস্য 'মধ্যে' 'অনাদ্যনন্তম্' আদ্যন্ত-বিরহিতং 'বিশ্বস্য' 'স্রষ্টারম্', অনেকরূপং বিবিধভাবেন প্রকাশমানং, 'বিশ্বস্য একং' পরিবেষ্টিতারং 'দেবং' জ্ঞাত্বা 'সর্ব্বপাশৈঃ' 'মুচ্যতে'।

'ভাবগ্রাহ্যং' ভাবেন অনুরাগেণ বিশুদ্ধান্তঃকরণেন বা গ্রাহ্যম্, 'অনীড়াখ্যম্' অশরীরাখ্যং নিরবয়বং, 'ভাবাভাবকরং' ভাবঞ্চ অভাবং চ করোতীতি ভাবাভাবকরং 'তং' 'স্থিতিসংহারকারণং', 'শিবং' মঙ্গলময়ং, 'কলানাং' প্রাণাদীনাং ষোড়শানাং 'সর্গকরং' সর্জ্জকং 'দেবং' 'যে' 'বিদুঃ', তে 'তনুং' শরীরং স্বরূপাবস্থাননিগ্রকরীম্ অভিমানাত্মিকাং 'জহুঃ' পরিত্যজেয়ুঃ।

এই সংসারগহনমধ্যে অনাদি অনন্ত, বিবিধভাবে প্রকাশমান বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টয়িতা দেবতাকে জানিয়া জীব সকল প্রকার পাশ হইতে মুক্ত হয়।

অনুরাগ দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই অশরীর ভাব এবং অভাবের কারণ মঙ্গলময় প্রাণাদির স্রষ্টা দেবতাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা স্বরূপাবস্থায় স্থিতির বিরোধী এই তনুকে পরিত্যাগ করেন।

ভাব—ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই মুক্তির কারণ।

৩৩। যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদাদেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ শ্বে, ৬। ২০।

আকাশো হি ব্রহ্মলিঙ্গম্। 'তং' যদি ন তত্ত্বাবেন গৃহ্নন্তি জনাঃ 'কিন্তর্হি' 'স্থূলাবরণরূপেণ', 'তদা' ন ভবেৎ স তস্য দুঃখাপহরণায়েত্যাহ যদেতি। 'যদা' 'মানবাঃ' 'আকাশং' 'চর্ম্মবৎ' 'বেষ্টয়িষ্যন্তি' তদা 'দেবম্' অবিজ্ঞায় 'দুঃখস্য' 'অন্তঃ' বিনাশঃ ভবিষ্যতি কিমিতিশেষঃ। ভবিষ্যতীতি শিরশ্চালনেনোচ্চার্য্যম্। "এষ আকাশ আনন্দঃ" ইতি শ্রুতম্। পরাপরাত্মশক্ত্যালিঙ্গিতপরাত্মা সমন্তাৎ কাশত আনন্দতয়েতি আকাশ আনন্দঃ।

যখন মনুষ্যগণ এই আকাশ চর্ম্মবৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে করে তখন তাহারা সেই পরমদেবকে জানিবে কি প্রকারে? সুতরাং তাহারা তাঁহাকে জানিতে পায় না এবং তাহাদের দুঃখের অন্ত হয় না।

ভাব আকাশ শূন্য নহে ব্রহ্মসত্তা। অতএব তাহাকে শূন্যজ্ঞান না করিয়া ব্রহ্ম-সত্তাতে স্থিতিই সকল দুঃখ অন্তের কারণ।

গতি দুই প্রকার। পুনরাবর্ত্তিনী অপুনরাবর্ত্তিনী। অপুনরাবর্ত্তনসাধক গতি উপনিষৎসিদ্ধ। সেইটী মুখ্য, তাই সেইটী বিস্তারপূর্ব্বক প্রদর্শন করত অন্যটীর উল্লেখ কেবল উহার হেতুভূত বৈদিক অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য। অপুনরাবর্ত্তিনী গতি দুই প্রকার। ভগবদৈশ্বর্য্য সম্ভোগ এবং ভগবৎসম্ভোগ। ভগবৎসম্ভোগ কেহ কেহ বহু মনে করেন না। তাঁহারা ভেদকর নামরূপাদি সমুদায় পরিহার করিয়া সর্ব্বাতীত ব্রহ্মেতে কেবল অবিভাগে স্থিতি অনুমোদন করেন না, কিন্তু লয়েরই অনুমোদন করেন। যে সকল স্থলে তাদৃশ গতি উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেখানেও প্রাপ্য পাপকাদি সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং আমরা বলি সে সকল স্থলে অত্যন্ত লয় বলা হয় নাই, স্বরূপৈক্যই বলা হইয়াছে। যেমন (১২) দ্বাদশে উক্ত হইয়াছে, "জীব নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া পরাৎপর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়" "যে ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়" এরূপ বলাতে মুক্তের পরমপুরুষ প্রাপ্তি এবং তাঁহার জ্ঞান লাভে তৎস্বরূপতা উপস্থিত হইতেছে, বিলোপ হইতেছে না। যদি বল এখানে সমুদ্রে নদী সকলের অস্তগমন দৃষ্টান্ত ন্যস্ত হইয়াছে, ইহাতে উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ দেখাইতেছে। মুক্ত-সম্বন্ধে যদি সেরূপ না হয় তাহা হইলে দৃষ্টান্তহানি উপস্থিত হয়। এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইতেছে, সমুদ্র জলময়। জলময় নদী সকল জলময় সমুদ্রে প্রবেশ করাতে স্বরূপে ঐক্য হইতেছে, বিনাশ হইতেছে না। কেন না জলসমূহের ভিতরে তাহারা জল হইয়া স্থিতি করিতেছে, সুতরাং স্বরূপের ঐক্য হইতেছে। তটাদি উপাধিযোগে যে ভিন্নতা ছিল, তাহারই তিরোধান হইয়াছে। যদি নদী সকলের অবিনাশ স্বীকার কর তাহা হইলে মুক্ত জীবসকলেরও জীবচৈতন্য তোমায় স্বীকার করিতে হইবে এবং জীবচৈতন্য থাকিলেই তাহার ভোক্তৃত্ব পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। 'জীব ব্রহ্মই হন' যেস্থলে এরূপ একতা উল্লিখিত হইয়াছে সে স্থলে একই ব্রহ্ম 'ভোক্তা ভোগ্য এবং প্রেরয়িতা, এই ত্রিবিধ ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকেন।' এই শ্রুতির নিয়োগ দুষ্পরিহর। 'ইহার কুলে অব্রহ্মবিৎ পুত্র জন্মে না' ইহা যেখানে উল্লিখিত হইয়াছে সেখানে শুকাদিবৎ ব্রহ্মবিদ্ পুত্রপ্রাপ্তি বুঝাইতেছে। যোগে অবিভক্ত ভাবে স্থিতিবশতঃ ইঁহাদিগের অশরীরত্ব বলা কিছু অযুক্ত নহে। (১৩) ত্রয়োদশে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়তা লাভ করিতেছে। 'অদৃশ্য পরব্রহ্মেতে স্থিতিবশতঃ ভয়শূন্যতা উপস্থিত হয়, যদি সে অবস্থায় অল্পমাত্র ভেদ উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে ভয় উপস্থিত হয়' এ কথা বলাতে মুক্তের ঈশ্বরেতে স্থিতিতেও কর্ত্তৃত্বের বিলোপ হইতেছে না ইহাই

দেখাইতেছে। (২৮) অষ্টাবিংশে নিষ্কাম জীবগণের গতি উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে কেবল জীবের ব্রহ্মভূতত্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে অভিমানশূন্যতাবশত অশরীরত্ব পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, কেন না সেখানে জীবের প্রাণচেষ্টাদি সমুদায় ব্রহ্মপ্রেরণাতেই হইয়া থাকে এবং তাহাদের সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সম্যক্ ঐক্য যেখানে বর্ণিত হইয়াছে সেখানেও দৃষ্টিশক্তি আদির অবিলুপ্তত্ব স্বয়ং শ্রুতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন (৬৩পৃ,) সে সকলের বিষয়ান্তরের সহিত সম্বন্ধ না থাকাতে ভগবৎস্বরূপসম্ভোগই তাৎপর্য্য। সেই সম্ভোগকালে বিদ্যমান জীবের নিখিল দোষমলবিরহিতত্ব প্রতিভাত হয়। (১১) একাদশে সেইটী স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন (১৷৩৷৪২) সুষুপ্তি এবং উৎক্রান্তি অবস্থাতেও অর্থতঃ জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদই জানিতে হইবে। "কেন না তখনও পরস্পরের সম্বন্ধসূচক ভেদ শ্রুতি আপনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, বৃহদারণ্যকের সুষুপ্তি প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে, 'প্রিয় স্ত্রী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে যেমন বাহ্যবিষয় কিছু জানা যায় না, তেমনি আন্তরিক বিষয়ও কিছু জানা যায় না; সেইরূপ এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য বিষয়ও কিছু জানেন না আন্তরিক বিষয়ও কিছু জানেন না।" উৎক্রান্তি অধিকারে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারাক্রান্ত শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলে, তেমনি শরীরস্থ আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার আলিঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া শব্দবিশেষ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে কালে এইটী হয় তখন পুরুষের উর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়। এই দুই বাক্যে সুষুপ্তি এবং উৎক্রান্তি কালে জীব এবং ব্রহ্মে স্পষ্ট রূপভেদ উক্ত হইয়াছে। এখানে উৎক্রান্তি শব্দে জীবের দেহত্যাগ মাত্র বুঝায়, সুতরাং এই সকলেতে মোক্ষাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। মোক্ষাবস্থাতে শ্রুতি বলিতেছেন, 'সর্ব্ববিধ কলঙ্কশূন্য হইয়া জীব পরম সাম্য লাভ করে' এই সাম্যশব্দের মধ্যে জীব ব্রহ্মের ভেদ বুঝাইতেছে। "ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে লাভ করে' এ বাক্যতেও জীব ব্রহ্মের ভেদ ভেদসূচক; কেন না ইহাতে দেহাদির অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবের ব্রহ্মভাবই বুঝাইতেছে। প্রলয়াবস্থাতেও 'যাঁহার দিকে গমন করে এবং যাঁহাতে প্রবেশ করে,' শ্রুতি এই কথা বলাতে কোষ এবং খড়্গের ন্যায় প্রবেষ্টা এবং প্রবেষ্টব্য এইরূপ ভেদ বুঝা যাইতেছে।

"এরূপ হইলেও সুষুপ্তিতে একীভাব এবং তুরীয় ব্রহ্মের চিন্মাত্র অবশেষ থাকাতে মাণ্ডুক্যাদি সকল শ্রুতিতে উহাই সিদ্ধ হইতেছে, যদি এরূপ বলা যায় তাহা হইলেও বৃহদারণ্যক বাক্যেতে জীব ব্রহ্মের অবিভাগ যখন প্রকাশ পাইতেছে, তখন সর্ব্বত্র সকল শ্রুতিবাক্যেরই ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন সুষুপ্তিতে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে একত্র হইয়া ভোগ করা উল্লেখ করাতে জীব ব্রহ্মে স্পষ্ট বিভাগের অভাব হওয়াতে শ্রুতি অবিভাগ লক্ষণ একীভাব বলিতেছেন। সুষুপ্তিতে জীবের ভোগপ্রবণতা জন্য চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধবশতঃ সূক্ষ্মবিভাগ বুঝাইতেছে। তুরীয়াবস্থাতে চিত্তের অত্যন্ত বিলয় হওয়াতে জীবেরও

অত্যন্ত বিলয় হইতেছে। ঈশ্বরোপাধির ক্রিয়া নিত্য প্রবৃত্ত থাকিলেও প্রসুপ্তাবস্থায় ব্রহ্ম-চৈতন্যে সর্ব্ববিষয়াভাব প্রকাশ পাওয়াতে তুরীয় ও মহাপ্রলয়াবস্থাতেও উহার বিচ্যুতি হয় না, এই দেখিয়া ব্রহ্মকে চিন্মাত্র অবশেষ শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সুষুপ্ত এবং তুরীয়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভেদ শিষ্যগণের কথন বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। 'অবিভাগো বচনাৎ' (৪।২।১৬) এই সূত্রে' স্বয়ং আচার্য্যই ইহা বলিয়াছেন।

এ সকল যাহা বলা হইয়াছে তাহা ভগবৎসম্ভোগরূপ গতির অন্তর্ভূত। ভগবদ্ ঐশ্বর্য্যসম্ভোগরূপ গতি উপনিষদে বহুল পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম পরাপর প্রকৃতিসংযুক্ত, এজন্য ব্রহ্মকে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে। অপরা প্রকৃতি যখন অবিভক্ত হইয়া পরা প্রকৃতির সঙ্গে অবস্থান করে তখন স্বরূপ রসসম্ভোগ উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় অপরা প্রকৃতি বিলুপ্ত হন না কিন্তু পরা প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং তাঁহাকে স্বেচ্ছায় ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অপরা প্রকৃতি ভগবানের ঐশ্বর্য্য, অধ্যাত্ম অধিদৈব রূপে সমুদায় উহার অন্তর্ভূত। উপাসনা ঐ দুই অবলম্বন করিয়া বিহিত হইয়াছে। সেই দুইটী জয় করাই উপাসনার ফল। উপাসনা এবং উপাসনার ফল প্রেরয়িতাকে অনাদর করিয়া কথন সিদ্ধ হয় না, সুতরাং কোথাও তাঁহার উল্লেখ না থাকিলেও সেখানে প্রেরয়িতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। গতিপ্রদর্শনই সমুদায় গতি-বল্লীর তাৎপর্য্য, এজন্য প্রথমতঃ গতির মূল ন্যস্ত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান পরাত্মজ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে এজন্যই উহার শ্রেষ্ঠতা। সমুদায় ভূতসকলের মধ্যে পরমাত্মদর্শন বিনা ভূতগণের প্রতি অপরাধ তিরোহিত হয় না এবং তাহাদিগকে জয়ও করিতে পারা যায় না, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ভূতসকলের মধ্যে পরমাত্মদর্শনের জন্য সাধন করিতে হইবে। পরমাত্মদর্শনই যখন লক্ষ্য তখন তাহা সিদ্ধ হইলে ভূতগণের সহিত সম্বন্ধরক্ষার জন্য এত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন কি? এ কথা বলিলে তাহার উত্তর এই, যদি ভূতগণ সহ পরমাত্মার চিরসম্বন্ধ না হইত, তাহা হইলে ভূতগণ দ্বারা বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিত। অপরা প্রকৃতি ভগবানের ঐশ্বর্য্য, সুতরাং উহা ভগবদ্দর্শনে অন্তরায় না হইয়া ভগবানে চিত্ত আবদ্ধ হইবার হেতু হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'জীব সমুদায় কামনার বিষয় ব্রহ্ম সহ এক হইয়া ভোগ করে।' এইটী (১৪।১৫।১৬) চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ এবং ষোড়শে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবদৈশ্বর্য্য সম্ভোগে অভিলাষ বিদ্যমান থাকে, তাই বেদান্তের সর্ব্বত্র অভিলাষের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। এ অভিলাষ কখন ভগবানের ইচ্ছাবিরোধী নহে, যদি বিরোধী হইত তাহা হইলে দৌর্ব্বল্যবশতঃ কথন সঙ্কল্পানুরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিত না। (৯।১০) নবম এবং দশমে যে সত্যানুসারিত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, উহাতে চিত্তের বল উপস্থিত হয়, অন্তকরণ বিশুদ্ধ, সঙ্কল্প প্রভাবশালী এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্য আয়ত্তীভূত হয়। উপনিষদুক্ত অভিলাষ ভগবদিচ্ছাসঙ্গত সত্য, সুতরাং সেই অভিলাষ

দ্বারাই পিতৃলোকাদির সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে (২১)। পিতৃলোকাদিসমুচিত ভোগেতে চিত্ত কলুষিত হয় না, কেন না তাহাতে ভগবদ্ভক্তির বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ হইয়া আনন্দ উপস্থিত হয়। যদি এরূপই হয় তাহা হইলে (৬) ষষ্ঠে সরজস্ক এবং বিরজস্ক এরূপ ভেদ কেন দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে রজ ক্রিয়াশালিত্ব, মালিন্য নহে, কেন না সত্য তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মালিন্য তিরোহিত হইয়াছে। যদি ক্রিয়াশালিত্ব না থাকিত তাহা হইলে প্রচ্ছন্ন লোক সকল কখন অভিব্যক্ত হইত না। মালিন্যবিরহিত হওয়াতে এখানকার ক্রিয়াশালিত্ব স্বয়ং পরমাত্মার এবং তিনিই সাধকের নিকট সকল প্রকাশ করেন।

উদ্গীথোপাসনা এবং সামোপাসনাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমাত্মার উপাসনা হয় না, তাই দেবলোক মনুষ্যলোক প্রাপ্তিই উহার ফল। ফলদাতানিরপেক্ষ হইয়া কখন ফল উপস্থিত হয় না, তাই উল্লিখিত হইয়াছে "আদিত্যমধ্যে যে এই হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হয় (৩।৭)" "এবং চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়" (৩।৮)" এই কথা বলিয়া শ্রুতি পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান উল্লেখ করিয়াছেন, এখানেও অভিলাষানুসারে উপাসক দেবলোক মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন (১৭) উক্ত হইয়াছে। লোকসকলের ইয়ত্তা নাই, সুতরাং অনন্তের উপাসকগণের লোক এবং জীবন উভয়ই অনন্ত ও উচ্চ হইতে উচ্চ। (১৮) অষ্টাদশে এইটী বর্ণিত হইয়াছে (১৮।১৯।২০।২১) অর্চ্চিরাদি গতি, অনাবৃত্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি উল্লিখিত হইয়াছে। দেহ হইতে জীব যখন উৎক্রমণ করে, সেই সময়ে প্রথমতঃ (অর্চ্চি) অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ অবলম্বন করিয়াই উৎক্রমণ করে। আদিত্যমণ্ডল হইতে কিরণ প্রসৃত হইয়া হৃদ্গত নাড়ী সমুদায়েতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে, সুতরাং রাত্রিতেও কিরণের অভাব হয় না, মনের ক্ষিপ্রগতিতে উক্ত কিরণ আদিত্যে আগমন করে; সেখানে মূর্দ্ধন্য নাড়ী দিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন এবং অজ্ঞানীরা অন্য নাড়ী দিয়া বিনিঃসৃত হয় বলিয়া তাহাদের গতি অবরুদ্ধ হয়।

অর্চ্চি হইতে অহ, অহ হইতে শুক্ল পক্ষ, শুক্ল পক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয় মাস, এই ছয় মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হয়। এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখানে কেন ক্ষিপ্রগতিতে একেবারে আদিত্য প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে? দৃশ্যমান আদিত্যমণ্ডলের উর্দ্ধে দেবলোক, তাহার অধোতে মনুষ্যলোক, যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে তাহারা সেই মণ্ডলের উর্দ্ধে গমন করে। সংবৎসরের পরে যে আদিত্য উল্লিখিত হইয়াছে, উহা আদিত্যলোক। সেখানে দিবারাত্রির পরিবর্ত্তন নাই, কেন না সে স্থান সর্ব্বদা জ্যোতিঃপূর্ণ, এই জন্য তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "যজমানের সহকারে স্বর্গে আরোহণ করিলেন, এবং পরমাকাশে সূর্য্যে গমন করিলেন।" এ লোকেতে অহোরাত্র নাই। যাহারা আদিত্য মণ্ডলের দ্বার হইতে প্রত্যাখ্যাত হয় তাহারা জ্ঞানহীন। সেই প্রত্যা-

খ্যাত স্থান হইতে ধূম, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়ণ ছয়মাস, সেই ছয়মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানিগণের গতি মধ্যে আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে গমন করে বুঝিতে হইবে। এখানে অজ্ঞানিগণের চন্দ্রমা হইতে নিবৃত্তি হয়। "চন্দ্রমাই স্বর্গের দ্বার' এরূপ উক্ত হওয়াতে সেখান হইতে নিবৃত্তি ব্রহ্মলোক প্রবেশ হইল না বুঝাইতেছে। ব্রহ্মলোকে গমন হইলে আর সেখান হইতে পুনরাগমন হয় না। যেখানে ব্রহ্মলোকে গমন নাই, সেখানে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়। অর্চ্চিরাদির গতি বিষয়ে আধুনিকগণের সিদ্ধান্ত কি তাহা মূলে উক্ত হইয়াছে। যোগাচার্য্য মতে শুক্ল এবং কৃষ্ণ গতি প্রদর্শনার্থ শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ উল্লিখিত হইয়াছে। দেব এবং পিতৃগণ সম্পর্কীয় অহোরাত্রি প্রভৃতি শতপথ ব্রাহ্মণাদি হইতে জানিতে হইবে। পঞ্চাগ্নি দর্শন অরণ্যে বাস তপ ব্রহ্মচর্য্য এই গুলি প্রথমটীর এবং অগ্নিহোত্র বৈদিক কর্ম্ম বাপি তড়াগ আরামাদির স্থাপন দ্বিতীয়টীর গতির কারণ বুঝিতে হইবে। (৭) সপ্তমে সেইটী নির্দ্দেশ করিয়া (৮) অষ্টমে গতির হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-লোকে জীব এবং ব্রহ্মের ছায়া এবং আতপের ন্যায় স্থিতি স্বরূপে অবস্থান বশতঃ হইয়া থাকে। (৪) চতুর্থে এইটী উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত জ্ঞানানুরূপ তনু গ্রহণ হইয়া থাকে। তনু গ্রহণ চিন্ময় হইলেও তনুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। (২৮) অষ্টাবিংশে এইটীই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টাবিংশসহ দ্বাবিংশের সম্মিলনে পরলোকতত্ত্ব এইরূপ প্রতিভাত হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জীবাধিষ্ঠানে কেবল ক্রিয়াবান্ নহে, কিন্তু তাহা হইতে উদ্ভূত। এই জন্য অন্যত্র উহারা জীবের শক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৬৩পৃ)। এখানে তেজোবয়ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, উহা শক্তির অপর নাম। প্রয়াণকালে উহাদের জীবের সহিত একীভাব হয় এবং তাহাতেই স্থিতি করে, ভোগকালে মনোরূপে অভিব্যক্ত হয়। মনের দ্বারা সেই সব ভোগের বিষয় দেখিয়া সে আনন্দিত হয়। প্রয়াণকালেই জীব বিদ্যা কর্ম্ম এবং প্রজ্ঞা সহকারে গমন করে। সুতরাং ভোগও তদনুরূপ হয়। যেখানে ছায়া এবং আতপের ন্যায় জীব ব্রহ্মের একত্র বাস উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে ভোগ মনের দ্বারা। যেখানে জীব-ব্রহ্মের একীভাব উল্লিখিত হইয়াছে সেখানে পরমাত্মার প্রেরণাতেই সর্ব্ববিধ চেষ্টা উপস্থিত হয়। যাহারা মুমুক্ষু নহে, কেবল পার্থিব কামনাতেই আসক্ত, অথবা সন্তানকামী তাহাদের সেই সেই ভোগ সাধনের যে যে অনুষ্ঠান, সেই সকল করিবার জন্য মন তদনুরূপ শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। পৃথিবীকে কর্ম্মভূমি এবং চন্দ্রমাকে ভোগভূমি বলাতে চন্দ্রমা হইতে পৃথিবীতে আসা এবং পৃথিবী হইতে চন্দ্রমাতে যাওয়া কর্ম্মানুষ্ঠান এবং ভোগের নিমিত্ত ইহাই উপনিষৎসিদ্ধ। পৃথিবী মনুষ্যলোক, চন্দ্রমা দেবলোক। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণে ইহাদের যেমন অসংখ্যেয়ত্ব দৃষ্ট

হয় তেমনি উপনিষদেও। সুতরাং "লোক সকলের প্রতি তাহারা উত্থান করে" উপনিষদে যে এইটী উল্লিখিত হইয়াছে উহা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের নিমিত্ত এবং সেই সকল লোক যে বহু তাহাও ঐ কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। "যাহারা ইহলোকে উৎকৃষ্ট আচরণ করিয়াছে তাহারা শীঘ্রই উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়।" "অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া জল বর্ষণ করে" ইত্যাদি উক্তি মনুষ্যলোকের অসংখ্যেয়ত্ববশতঃ। "যাহা ইহলোকে হয় তাহা পরলোকে তদনুরূপ হয়। মৃত্যুর পর সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় যে ব্যক্তি এখানে ভিন্ন ভাবে দর্শন করে।" এই প্রতিজ্ঞানুসারে, জীব যে সকল লোকে গমন করে, সেখানে পূর্ব্বানুরূপ সমুদায় বিষয় আছে দেখিতে পায়, এইটী প্রদর্শনের নিমিত্ত। শ্রুতিবিষয়েতে যদি কোথাও পৃথিবীর অনুরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে সংশয় উপস্থিত হইবার কোন কারণ নাই, এই বেদান্তবাক্যেতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। বর্ষণ করে এই শব্দের পর 'ইহ' শব্দ থাকাতে ইহলোক বুঝাইতেছে। এজন্যই বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে "বৃষ্টির পর পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়।" বর্ষণের পর কোন কোন স্থানে পরলোকস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে, এই যে বর্ণিত আছে উহা মুক্তগণ স্বেচ্ছায় রূপপরিগ্রহ করিতে পারেন এই যে বেদান্তের সিদ্ধান্ত, সেটি সেই সিদ্ধান্তানুরূপ মনে করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি আধিকারী পুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎকারে ভগবৎসাক্ষাৎকার হইল মনে করেন, তাঁহাদিগকে এইটী অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আধিকারী পুরুষগণের পরমাত্মনিরপেক্ষ রূপপরিগ্রহ কখন হয় না। সেই সকল আধিকারী মুক্তপুরুষগণের আধিপত্য যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া হইয়াছে। কেন না জীবমাত্র প্রাজ্ঞ পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত না হইয়া কোথাও অবস্থান করে না ইহাই বেদান্তবাদিগণের মত। তাঁহারা কেন কখন কখন সাক্ষাৎকার দান করেন এ প্রশ্ন উপস্থিত করিলে, তাহার উত্তর এই তাঁহারা পরমাত্মার প্রেরণাতেই ওরূপ করিয়া থাকেন। ইহা বলাতে তাঁহাদের সকল বিষয়েতেই পরমাত্ম-সাপেক্ষত্বই দৃঢ় হইতেছে। সেই মুক্ত পুরুষগণ ব্রহ্মসহ অবিভক্ত ভাবে স্থিতি করেন, এজন্যই ব্রহ্মানুভবের সহিত তাঁহাদিগের আবির্ভাব অনুভব হয় এইটী বিশেষ। "সেই পুরুষ মনুষ্য নহেন" (১১। ১০) এটিতে বিদ্যুদ্ঘটিত তনু হওয়াতে রূপবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছে। "পুরুষ মানস" এই কথা বলাতে সেই রূপবত্তাই বুঝাইতেছে। অধুনাতন তাড়িত প্রবাহের যোগে অতি সুদূরদেশে প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেটি এই মুক্তপুরুষগণের বৈদ্যুত-রূপপরিগ্রহের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। পরলোকে যাঁহারা প্রস্থান করিয়াছেন তাঁহাদের লোকলোকান্তরে ভ্রমণ এইরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পুত্রৈষণাদি পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষনিরতগণ ব্রহ্মেতেই মনোনিবেশ করিয়া অবস্থিত যদিও এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, সংহিতা

সময়োচিত পুত্রৈষণাদি যথাবৎ বেদান্তে পরিগৃহীত হইয়াছে। কেন না বেদান্তের সময়ে লক্ষ্য একেবারে ভিন্ন হইয়াছে। (২৪) চতুর্ব্বিংশে লোকত্রয় জয়সাধন উক্ত হইয়াছে। যথা,—পুত্র দ্বারা মনুষ্যলোক, অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পিতৃলোক এবং বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয় করিতে হইবে। বেদান্তে পুত্রের বেদরূপিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বেদবিস্তারের বিচ্ছেদ না হয় এজন্য বৈদিক সময়ে পুত্রাকাঙ্ক্ষা ছিল। পিতার অপরিসমাপ্ত কার্য্য পুত্র দ্বারা সমাপন হইয়া মনুষ্যলোক জয় সিদ্ধ হইত। প্রয়াতা পিতার প্রাণ পুত্রে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিব্যাদি হইতে সেই সকলে পুনঃপ্রবেশ কালে দেবশক্তিসম্পন্ন হইয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিত, সর্ব্বভূত তাঁহাকে রক্ষা করিত। অপরসকলের দুঃখের সহিত তাঁহার সংশ্লেষ হইত না কিন্তু পুণ্যের সহিত তাঁহার সংশ্লেষ হইত, এইরূপে তাঁহার মনুষ্যলোক জয় হইত। (২৫) পঞ্চবিংশে যজ্ঞসাধন দ্বারা ত্রিলোক জয় উক্ত হইয়াছে, তাহাতে সংহিতাসিদ্ধ পদ্ধতি অতিক্রম করা হয় নাই, এইরূপ অন্যত্রও। মূলে বিদ্যাবল্লীতে যাহা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা অবশিষ্ট সকলের বিশেষ ব্যাখ্যা হইয়াছে সুতরাং আর অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

জীবের পুংস্ত্ব স্ত্রীত্ব নপুংসকত্ব আত্মগত নহে, দেহগত; জীবাত্মবল্লীতে উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই দেহান্তরিত আত্মার পুংস্ত্বাদিভেদ নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু গুণগত বৈষম্য বারণ হয় নাই। সেগুলি একাত্মতা সিদ্ধ হইলে তীরোহিত হয়। কর্ম্ম দ্বারা যে দেহের রূপাদির ভেদ উপস্থিত হয় তাহা এখানেই নিত্যপ্রত্যক্ষ। দুর্জ্জাতীয়-দিগেরও সদাচার দ্বারা দেহ যে উচ্চবংশীয়ের অনুরূপ হয়, এবং উচ্চবংশীয়গণের অসদাচার দ্বারা নীচজাতীয়দের ন্যায় দেহের হীনতা উপস্থিত হয়, ইহা উহাই দেখাই-তেছে। জন্মকালে যে সকল গুণাদি দ্বারা আবৃত হইয়া দেহী ভূমিষ্ঠ হয়, ক্রিয়াগুণ দ্বারা তাহাদিগের স্ফূর্ত্তি এবং নব নব গুণের যোগ এইরূপেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 'যাহা এখানে তাহাই পরলোকে' এই যে শ্রৌত ন্যায় আছে, পরলোকেও তাহার সেইরূপ নিয়োগ বুঝিতে হইবে।

ইতি গতিবল্লী একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

তত্ত্ববল্লী।

একাদশটী বল্লীতে যাহা যাহা বলা হইয়াছে সে সমুদায় এই বল্লীতে একসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া তত্ত্ব উদ্ভাবন করে। সুতরাং এই অধ্যায়ে সমন্বয় পরিসমাপ্তি হইতেছে। এক মূল হইতে সমুদায়ের উদ্ভব, সুতরাং উদ্ভূত সকলের স্বতন্ত্র সত্তা নাই; তথাপি স্বতন্ত্র রূপেই সে সকল পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এরূপ পরিগ্রহ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, এ কথা বলা যাইতে পারে না; কেন না তাহা হইলে সর্ব্বোচ্ছেদ উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে বেদান্তের সিদ্ধান্ত কি এই বল্লীতে বেদান্তবাক্যেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। অতএব আখ্যায়িকার ছলে প্রথমতঃ তাহাই বলিতে আরম্ভ করা হইল।

১। শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তওঁহ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সোম্যাহস্মৎকুলীনোহননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি।

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংওঁশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায়, তওঁহ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোহস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ।

যেনাশ্রুতওঁ শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি।

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতওঁ স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতওঁ স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্ এবওঁ সোম্য স আদেশোভবতীতি।

ন বৈ নূনং ভগবন্তস্তএতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেব মেতদ্‌ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥

ছা, ৬।৮।১।১—৭।

'হ' ঐতিহ্যে। অরুণেরপত্যম 'আরুণেয়ঃ' 'শ্বেতকেতুঃ' 'আস' বভূব। 'তং পুনঃ' 'পিতা' আরুণিঃ 'উবাচ'—হে 'শ্বেতকেতো' 'ব্রহ্মচর্য্যং' 'বস'। হে 'সোম্য', 'অস্মৎকুলীনঃ' অস্মাকং কুলে সমুৎপন্নঃ 'অননূচ্য' অনধীত্য 'ব্রহ্মবন্ধুঃ'—ব্রাহ্মণানাম্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ—'ইব' 'ভবতি' 'ইতি'।

'স পুনঃ' 'দ্বাদশবর্ষঃ' তদ্বয়স্কঃ সন্ 'উপেত্য' গুরুকুলে যাবৎ 'চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ' বভূব তাবৎ 'সর্ব্বান্' 'বেদান্' 'অধীত্য' 'মহামনাঃ'—মহৎ গম্ভীরং মনঃ অস্য ইতি গাম্ভীর্য্যেণ তাদৃশমাত্মানং দর্শয়মানঃ—'অনূচানমানী' অধ্যয়নাভিমানযুক্তঃ 'স্তব্ধঃ' অবিনীতঃ 'এয়ায়' গৃহম্ আগতবান্। 'তং' শ্বেতকেতুং 'হ' পিতা 'উবাচ'—হে 'শ্বেতকেতো', হে 'সোম্য', 'যৎ নু' 'ইদং' 'মহামনা' 'অনূচানমানী' 'স্তব্ধঃ' 'অসি', 'উৎ' অপি 'তম' 'আদেশম' আচার্য্যম্ 'অপ্রাক্ষ্যঃ' পৃষ্টবান্ অসি ;

'যেন' 'আদেশেন' 'অশ্রুতং' 'শ্রুতং', 'অমতং'—অতর্কিতং 'মতং'—তর্কিতম, 'অবিজ্ঞাতং' 'বিজ্ঞাতং' ভবতি ? ইতি। শ্বেতকেতুরাহ—হে 'ভগবঃ' ভগবন্, 'কথং' 'নু' 'স' আদেশ 'ভবতি' ? ইতি।

পিতাহ—হে 'সোম্য', 'যথা' 'একেন' 'মৃৎপিণ্ডেন' কারণেন 'সর্ব্বং' 'মৃণ্ময়ং' মৃদ্বিকারজাতং কার্য্যং 'বিজ্ঞাতং' 'স্যাৎ' ; এবং স আদেশো ভবতীতি পরেণান্বয়ঃ। তত্র হেতুঃ—'বাচারম্ভণং'—বাচা আরভ্যতে উত্থাপ্যতে (৮।১৪) উপাদানাদুদ্ভূয়তে যৎ তৎ 'নামধেয়ং' নাম—রূপেণাভিব্যক্তং ঘট-শরাবাদি—'বিকারঃ' কার্য্যম্, 'মৃত্তিকা' 'ইতি' 'এব' নামধেয়ং 'সত্যং'—সন্মূলকম্ অবান্তরকারণং বিকারজাতব্যাপিত্বাৎ। "নামরূপে সত্যম্" (৮। ১৪) ইত্যুক্তত্বাৎ, "তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম" (৩ ১৯) ইতি চ ব্রহ্মণি তয়োঃ সত্ত্বাৎ কার্য্যাণ্যবান্তরকারণানি চ নানৃতানি তৎসত্তয়া তেষাং সত্তাবত্ত্বাৎ, কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বাচ্চ (২। ১। ১৪)। ঘটশরাবাদ্যাকারাঃ মানবকল্পনাসম্ভূতা অতএব তেঽনৃতা ইতি ন বক্তুং-শক্যতে, প্রকৃতৌ তেষামদৃষ্টে তদনুকৃতিরেব কুতঃ স্যাৎ। জগতি বিবিধনামরূপসন্নিবেশো যথা সাক্ষাৎপরমাত্মনোদ্ভূয়তে, মানবকৃতে তস্মিন্ তথৈব তৎপ্রেরণায়াঃ সাম্রাজ্যম্। ঘটশরাবাদি নামধেয়ং বাচাঽঽরভ্যত ইতি কথমুক্তমিতি জিজ্ঞাসায়াং—বাক্‌সামান্যতয়া ঘটশরাবাদ্যাকারা নাম-ধেয়ানি মানসে তিষ্ঠন্তি, তএবোপাদানযোগেন বহিঃ সন্নিবেশ্যন্ত ইত্যুত্তরম্। মৃত্তিকাহিরণ্যাদ্যবান্তর-কারণান্যুপাদানসংজ্ঞকানি নামরূপতয়া পরে ব্রহ্মণি তিষ্ঠন্তি, তান্যেব জীবাত্মনি তেন প্রত্যবভাসিতানি বৈচিত্র্যমাতন্বন্তি। তদ্বৈচিত্র্যানুসরণেনাবান্তরকারণানাং ঘটশরাবাদিরূপেণোদ্ভাবনং জীবেন নাম-রূপয়োঃ সত্যত্বাৎ সত্যমেব। স্বয়ং শ্রুতিরেব সিদ্ধান্তমিমং প্রতিপাদয়িষ্যতি। কিমিদং নাম রূপঞ্চ যদ্‌ব্রহ্মণি সৃষ্ট্যাদৌ তিষ্ঠতি। সর্ব্বানুভূবোঽনুভবো যোঽসৌ জীবহৃদি বাচোপলভ্যমানস্তদ্যোগেন তে বহিঃ প্রকটীভবতঃ।

হে 'সোম্য', 'যথা' 'একেন' 'লোহমণিনা' সুবর্ণপিণ্ডেন—"লোহোহস্ত্রী শস্ত্রকে লৌহে জোঙ্গকে সর্ব্বতৈজসে" "সর্ব্বং স্যাৎ তৈজসং লৌহম্" ইতি বর্ণরজতাদিবাচকতয়া সুবর্ণং কৃষ্ণায়সস্য পশ্চাদুল্লেখাৎ—'সর্ব্বং লোহময়ং' সুবর্ণবিকারজাতং 'কার্য্যং' 'বিজ্ঞাতং' স্যাৎ। সমানমন্যৎ।

হে 'সোম্য', 'যথা' 'একেন' 'নখনিকৃন্তনেন'—তদুপলক্ষিতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেন কারণেন—সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং কৃষ্ণায়সবিকারজাতং কার্য্যং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, সমানমন্যৎ। হে সোম্য, এবং স আদেশঃ উপদেশঃ ভবতি ইতি।

শ্বেতকেতুরাহ—ন বৈ নূনং তে ভগবন্তঃ—মম আচার্য্যাঃ—এতৎ অবেদিষুঃ। যদি হি এতৎ তে অবেদিষ্যন্ কথং মে মহ্যং ন অবক্ষ্যন্ ইতি। ভগবান্ ত্বম্ এবং দৃষ্টান্তানুরূপেণ এতৎ ব্রবীতু ইতি। পিতা উবাচ—হে সোম্য, তথা অস্তু ইতি।

অরুণের অপত্য আরুণেয় শ্বেতকেতু ছিলেন, তাঁহাকে. তাঁহার পিতা আরুণি বলিলেন, হে শ্বেতকেতু, ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান কর। হে সোম্য, আমাদের কুলে উৎপন্ন হইয়া কেহ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধু হয় নাই।

শ্বেতকেতু দ্বাদশ বর্ষ বয়সে গুরুকুলে গমন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক বিদ্যাভিমানী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতা বলিলেন, হে সোম্য, শ্বেতকেতু, তোমাকে পণ্ডিতাভিমানী অবিনীত দেখিতেছি, তুমি কি তোমার আচার্য্যকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যদ্দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অতর্কিত বিষয় তর্কিত হয়, অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়? শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্, সে উপদেশ কি?

পিতা বলিলেন, হে সোম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমুদায় মৃণ্ময় বস্তু জানিতে পারা যায়, এইরূপ সেই. উপদেশ বুঝিতে হইবে। কারণ বাক্য দ্বারা যাহা উপস্থিত করা হয় তাহা নাম, ঐ নাম রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়; রূপের দ্বারা যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহা কার্য্য, মৃত্তিকা এই নামটী সত্য, কেন না তাহা হইতেই সমুদায় রূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

হে সোম্য, যেমন একটি সুবর্ণপিণ্ডের দ্বারা সমুদায় সুবর্ণ জানিতে পারা যায় এবং একটি (নখনিকৃন্তন) নরুণ দ্বারা যেমন সমুদায় লৌহকে জানা যায়, তেমনি নাম—বিকার, এবং বস্তু সত্য। হে সোম্য, এইটী উপদেশ জানিতে হইবে।

হে ভগবন্, যদি আচার্য্য এ বিষয়টী জানিতেন তবে তিনি বলিতেন, অতএব আপনি এ বিষয়ে আমায় উপদেশ দিন। পিতা বলিলেন,

হে সোম্য, এই সকল ভূতের তিনটি বীজ আছে, জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং

ভাব—এসকল মানবকল্পনাসম্ভূত নহে। ব্রহ্মকে সর্ব্বানুভূ বলা হইয়াছে, অতএব সকল বস্তুর অনুভব তাঁহা হইতেই জীবেতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

২। তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি।

সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকমকরোদ্যথা নু খলু সোম্যেতাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি। ১—৪।

যদগ্নেরোহিতগুং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্ল' তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

যদাদিত্যস্য রোহিতগুং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

যচ্চন্দ্রমসো রোহিতগুং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

যদ্বিদ্যুতো রোহিতগুং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্বিদ্যুতোবিদ্যুত্ত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণিরূপাণীত্যেব সত্যম্।

এতদ্ধস্ম বৈ তদ্বিদ্বাগুস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ।

যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ যদু

শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ।

যদ্ববিজ্ঞাতমেবাভূদিত্যেতাষামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি। ১—৭।

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ।

তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্।

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।১—৪।

দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি তৎ সর্পির্ভবতি।

এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি তন্মনো ভবতি।

অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি সা বাগ্‌ভবতি।

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।১—৫।

ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাঽশীঃ কামমপঃ পিবাঽঽপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি।

স হ পঞ্চদশাহানি নাঽঽশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজূংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি।

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ

খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবꣳ সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাত্তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশান ;

অথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি। স হাঽশাথ হৈনমুপসসাদ তꣳহ যং কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্ব্বꣳ হ প্রতিপেদে তꣳ হোবাচ।

যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরূপসমাধায় প্রাজ্বলয়েৎ। তেন ততোঽপি বহু দহেৎ।

এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ সান্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালীৎ তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ꣳ হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজিজ্ঞাবিতি বিজিজ্ঞাবিতি। ১—৬।

উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি তস্মাদেনꣳ স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বꣳ হ্যপীতো ভবতি।

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনꣳ হি সোম্য মনইতি।

অশনাপিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎপুরুষোঽশিশিষতি নামাপএব তদশিতং নয়ন্তে তদ্যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেঽশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতꣳ সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি।

তস্য ক্ব মূলꣳ স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

অথ যত্রৈতৎপুরুষঃ পিপাসতি নাম তেজএব তৎ পীতং নয়তে তদ্যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদন্যেতি তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতঞ্ সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি।

তস্য ক মূলঞ্স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্য সোম্য পুরুষস্য প্রযতো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।

স য এষোঽণিমা এতদাত্ম্যমিদঞ্সর্ব্বং তৎ সত্যঞ্ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ১—৭।

যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাঞ্ রসান্ সমবহারমেকতাঞ্ রসং গময়ন্তি।

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি।

ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিঞ্হো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দঞ্শো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদঞ্ সর্ব্বং তৎ সত্যঞ্ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ১—৪।

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিয়ন্তি সমুদ্রএব ভবন্তি তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি।

এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহইতি ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ১—৩।

অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি।

অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যত্যেবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ।

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে ইতি স যএষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ১—৩।

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমাধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি কিঞ্চন ন ভগব ইতি।

তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি।

শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ১—৩।

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স হ তথা

চকার তথ্ হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ যথা বিলীনমেবাঙ্গ।

অস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভিপ্রাস্যৈনদথ মোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে তথ্ হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যথ্ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ১—৩।

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্ বা উদঙ্ বা অধরাঙ্ বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ।

তস্য যথাভিনহনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাৎ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদথ্ সর্ব্বং তৎ সত্যথ্ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ১—৩।

পুরুষথ্ সোম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি।

অথ যদাস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদথ্ সর্ব্বং তৎ সত্যথ্ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ১—৩।

পুরুষং সোম্যোতো হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপাহার্ষীৎ স্তেয়মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্লাতি স দহ্যতেঽথ হন্যতে।

অথ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্লাতি স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে।

স যথা তত্র না দাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্য বিজিজ্ঞাবিতি বিজিজ্ঞাবিতি ১—৭। ছা, ৬। ৮। ৩—১৬।

তেজোবন্নানাং ত্রয়াণাং সৃষ্টিপ্রদর্শনানন্তরং (৮।৯) জীবসম্বন্ধপ্রদর্শনায় ত্রীণ্যেব বীজানি প্রণিনামাহ তেষামিতি। তেষাং প্রসিদ্ধানাং গতিপ্রকরণে নির্দ্দিষ্টানাম্ এষাং প্রত্যক্ষাণাং ভূতানাং প্রাণিনাং তেজোঽবন্নবৎ ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি—অণ্ডজং, জীবজম্, উদ্ভিজ্জম্ ইতি। পক্ষ্যাদয়ঃ অণ্ডাৎ, পশ্বাদয়ঃ জীবাৎ, বৃক্ষাদয়ঃ উদ্ভিদঃ স্থাবরাৎ। বীজানীত্যুক্তেম্ তাত্ম্যমিদং যৎ পক্ষ্যাদিষু সর্ব্বেষু বীজকোষোবিদ্যতে। তত্রোৎপত্তিপ্রকারসাম্যেঽপি বহিঃপ্রকাশকালেঽণ্ডরূপেণ জীবরূপেণ ভূভেদরূপেণ চাবির্ভবন্তি তে, অতস্তেষাং তত্তজ্জত্বম্।

সা ইয়ং দেবতা সদাখ্যা ঐক্ষত পর্য্যালোচয়ত, হন্ত—বাক্যালঙ্কারে—অহম্—'অদাত্মানমবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি'—অনেন জীবেন আত্মনা স্বাত্মস্থেন ইমাঃ তেজোবন্নরূপাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ—কর্ম্ম—অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি বিস্পষ্টমাকরবাণি। তেজোবন্নানাং তদা শক্তিত্রয়াসীৎ স্থিতিঃ, সুতরাং তেজোবন্নানাং নামরূপাভিব্যক্তির্জীবচৈতন্যেন সহ প্রবিষ্টা পরাত্মদেবতয়া বদতি শ্রুতিঃ স্বাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাৎ বিক্রিয়াধীনপরাপরাত্মশক্তিযোগাৎ। তেজোবন্নরূপা হ্যপরা, জীবঃ পরা। পরাপরাত্মশক্তিরিতি জ্ঞেয়া তৎপ্রকৃতিতয়া প্রসিদ্ধা।

তাসাং তেজোঽবন্নদেবতানাম একৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং—"একৈকাং দেবতাং দ্বিধা দ্বিধা বিভজ্য পুনরেকৈকং ভাগং দ্বিধা দ্বিধা কৃত্বা তদিতরভাগয়োর্নিক্ষিপ্য ত্রিবৃৎকরণম্"—ইতি নিয়মস্তু কাল্পনিকঃ কুত্র কুত্রচিৎ কেষাঞ্চিদ্ভূতানামাধিক্যদর্শনাৎ—'করবাণি' ইতি 'সা' 'ইয়ং' 'দেবতা' 'অনেন' 'জীবেন' 'আত্মনা' 'ইমাঃ তিস্রঃ' 'দেবতাঃ'—কর্ম্ম—'অনুপ্রবিশ্য' 'ব্যাকরোৎ' বিস্পষ্টীকৃতবতী।

'তাসাম্' একৈকাং দেবতাং 'ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং' সা অকরোৎ। হে 'সোম্য', 'যথা' 'তু' 'খলু' 'ইমাঃ' 'তিস্রঃ' 'দেবতাঃ' 'একৈকা' 'ত্রিবৃৎ' 'ত্রিবৃৎ' ভবতি তৎ 'মে'—নিগদতো মম—'বিজানীহি' বিস্পষ্টমবধারয়। ত্রিবৃৎকরণং শ্রুতিসিদ্ধং ন তু পঞ্চীকরণমত এবাহ বিজ্ঞানভিক্ষুঃ—"যত্তু পঞ্চীকৃতভূতেভ্যো ব্রহ্মাণ্ডাদিসৃষ্টিরিতি প্রলপনমাধুনিকানাং তদপ্রামাণিকম্। মহাভূতেভ্যোঽপঞ্চীকৃতেভ্য এব তদুৎপত্তি সম্ভবাৎ শ্রুতিস্মৃত্যভাবাচ্চেতি ধ্যেয়ম্।' যাপি তৈঃ পঞ্চীকরণে ব্যবস্থা কল্পিতা অর্দ্ধমেকস্য ভূতস্য অপরার্দ্ধং চ সপ্তভাগেষু তচ্চতুষ্টয়মন্যেভ্যোবং মিলিতং মিশ্রিতং পঞ্চীকৃতং ভবতীতি সাপ্যপ্রামাণিকী

ঘ্যভিচরিষ্য' চ সুবর্ণাদৌ তৈজসে তৈলাদৌ চ পার্থিবে পৃথিবীজলাদীনামিতরভূতাপেক্ষয়াঽধিকা-দর্শনাদিতি দিক্ (২। ৪। ২০)।" ইতি।

'অগ্নেঃ' 'যৎ' 'রোহিতং' লোহিতং 'রূপং' 'তৎ' 'তেজসঃ' 'রূপং', 'যৎ' 'শুক্লং' 'রূপং' 'তৎ' 'অপাং' 'রূপম্', 'যৎ' 'কৃষ্ণং' 'রূপং' 'তৎ' 'অন্নস্য' 'রূপম্'। রূপেণৈবাগ্নেরগ্নিত্বং, তস্য রূপস্য চাভিব্যক্তিস্তেজো-ঽবন্নাৎ, সুতরাম্—অগ্নেঃ অগ্নিত্বং—তেজোঽবন্নাদিভ্যঃ স্বতন্ত্রাস্তিত্বম্—অপাগাৎ অপগতম্। 'বাচা' আরভ্যতে 'অগ্নি'রিতি 'নামধেয়ং' 'যৎ' 'তৎ' 'বিকারঃ' 'কার্য্যং' ত্রীণি রূপাণি লোহিতাদীনি ইত্যেব অভিব্যক্তং রূপং 'সত্যং' সম্যুলকম্। তেজঃ প্রভৃতিষু লোহিতাদিকং রূপং বিদ্যতে, তস্য সন্নিবেশ-বিশেষোঽগ্নিরিত্যাখ্যায়তে। এতদাখ্যানং যদপি ন মিথ্যা তথাপি রূপং বিনা তস্য সামান্যাকা-কারেণ বিদ্যমানতাঽহনীৎ ; রূপযোগাদেবাগ্নিরিতি বিশেষাখ্যা। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" (৮। ১৫); "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢাম্" (১২। ১১); "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (৬। ১১) ইত্যাদি (২। ১। ৩০) শ্রুতত্বাৎ "তদৈক্ষত" ইত্যত্র জ্ঞানক্রিয়া "তত্তেজোঽসৃজত" (৮। ৯) ইত্যত্র বলক্রিয়া। কথম্ "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (৮। ৬) ইতি? আত্মশক্তিপ্রকাশাৎ সৃষ্টেঃ। তেজো হি বলক্রিয়েত্যাধুনিকানামপ্যত্র সম্মতিরস্তি। তেজস আপঃ, অদ্ভ্যোঽন্নং ব্রীহিযবাদীতি বচনং প্রত্যক্ষ-মূলকম্। সর্ব্বত্রৈবাঽন্নাম্না লোহিতশুক্লকৃষ্ণায়াঃ প্রকৃতেরভিব্যক্তিঃ; সম্যগেকমিত্যুক্তিস্তু তচ্ছক্তিতয়া। সৃষ্টিপ্রক্রমে কুত্রাপ্যাকাশঃ কুত্রাপি প্রাণঃ কুত্রাপি তেজঃ কুত্রাপ্যন্ন ইত্যনিয়তক্রমদর্শনাৎ "ক্রমস্যানিয়তত্বাৎ" (৬৯২পৃ) ইতি যদুক্তং তত্রানিয়তত্বে কিং বীজং তচ্চিন্তনীয়ম্। "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" (৩। ১৯) ইত্যত্র নীরূপত্বাদ্ব্রহ্মণ আকাশত্বং নির্দ্দিষ্টং তদৈব রূপবিধারিকা-ভাবচ্ছক্তেঃ, সুতরাং তস্যাঃ প্রথমাভিব্যক্তের্ব্রহ্মণোঽবিভক্তত্বসূচনায় "আত্মন আকাশঃ" (৮। ৪) ইত্যুক্তিঃ, "আকাশাদ্বায়ুঃ" ইত্যত্র প্রাণস্য "এতস্মাজ্জায়তেপ্রাণো মনঃ" (৮। ৩) ইত্যাদ্যনুরূপস্য। এবমদ্ভুতক্রিয়াশক্তেঃ 'তেজঃ'; ততোঽপ্যদ্ভুতত্বে" অতঃ—তেজসোঽবৃত্তবনস্য পূর্ব্বরূপম্। আধুনিকা অপ্যেবং গতেস্তেজসস্তেজসো রশ্মিতাড়িতাদীনাং ক্রমোদ্ভেদং বর্ণয়ন্তি।

যদাদিত্যস্যেত্যাদি সমানম্।

যচ্চন্দ্রমস ইত্যাদি সমানম্।

যদ্বিদ্যুত ইত্যাদি সমানম্।

তৎ এতৎ—একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি বচনং—'বিদ্বাংসঃ' বিদিতবন্তঃ 'পূর্ব্বে' 'প্রাচীনাঃ' 'মহাশালাঃ' মহাশ্রোত্রিয়াঃ 'আহুঃ' 'স্ম' কিল—অদ্য ইদানীং নঃ অস্মাকং কুলে কশ্চন 'অশ্রুতম্' 'অমতম্' 'অবিজ্ঞাতং' 'ন' 'উদাহরিষ্যতি'—একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ—ইতি। কথমেবমুক্তবন্তঃ? 'হি' যস্মাৎ 'এভ্যঃ' দৃষ্টান্তেভ্যঃ—'একবিজ্ঞানেন' 'সর্ব্ববিজ্ঞান'—'বিদাংচক্রুঃ' জ্ঞাতবন্তঃ।

কতিপয়েভ্যো দৃষ্টান্তেভ্যঃ কথং সর্ব্বং শ্রুতং মতং বিজ্ঞাতমভূদিতি দর্শয়তি—'রোহিতম্' 'ইব' 'অভূৎ' 'ইতি' যৎ 'তৎ' 'তেজসঃ' 'রূপম্' ইতি তৎ তে 'বিদাঞ্চক্রুঃ'; 'শুক্লম্' 'ইব' 'অভূৎ' ইতি যৎ 'তৎ' 'অপাং রূপম্' ইতি তে বিদাঞ্চক্রুঃ, 'কৃষ্ণম্' 'ইব' 'অভূৎ' ইতি যৎ 'তৎ' 'অন্নস্য' 'রূপম্' ইতি তে 'বিদাঞ্চক্রুঃ'।

'যৎ' পুনঃ 'অবিজ্ঞাতম্' 'এব' 'অভূৎ' ইতি 'তৎ' এতাসাম্ 'এব' 'দেবতানাং' তেজোঽবন্নানাং 'সমাসঃ' সমুদায়ঃ ইতি 'তে' 'বিদাং চক্রুঃ'। হে 'সোম্য', 'যথা তু' খলু 'ইমাঃ' 'তিস্রঃ' দেবতাঃ 'পুরুষং' 'প্রাপ্য' 'একৈকা' ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ ভবতি, তৎ 'মে' মম—বক্তঃ—'বিজানীহি' বিস্পষ্টমবধারয়।

'অশিতং' 'ভুক্তম্' 'অন্ন' 'ত্রেধা' 'বিধীয়তে'। 'তস্য' অন্নস্য 'যঃ স্থবিষ্ঠঃ' স্থূলতমঃ ধাতুঃ বস্তু অংশঃ, তৎ 'পুরীষং' ভবতি, 'যো মধ্যমঃ' 'ধাতুঃ' তৎ 'মাংসং' 'ভবতি,' 'যঃ অণিষ্ঠঃ' অণুতমঃ সূক্ষ্মতমঃ 'ধাতুঃ' তৎ 'মনঃ' ভবতি। অত্র ভাষ্যকার আহ—'অন্নোপচিতত্বাৎ মনসো ভৌতিকত্বমেব। ন বৈশেষিকতন্ত্রোক্তং লক্ষণং নিত্যং নিরবয়বঞ্চেতি গৃহ্যতে। যদপি 'মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ' ইতি বক্ষ্যতি তদপি ন নিত্যত্বাপেক্ষয়া কিন্তর্হি সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ব্যাপকত্বাপেক্ষয়া। যচ্চান্যেন্দ্রিয়াপেক্ষয়া নিত্যত্বং তদপ্যাপেক্ষিকমেবেতি বক্ষ্যামঃ 'সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' ইতি শ্রুতেঃ" ইতি। দৈহিকধাতূনামুপচয়েনাপচয়েন চ বাঙ্‌মনঃপ্রাণানাং সামর্থ্যোপচয়াপচয়ৌ ভবত ইতি ন তেষামনিত্যত্বং কিন্ত্বাত্মনবরুদ্ধক্রিয়ত্বমেব দর্শয়তি। প্রয়াণকালেঽপোবমেব ভবত্যথাপি তৈঃ সহ জীবাত্মনো গতি-রুপনিষদ্ব্যাক্তা। তেজোঽবন্নানাং সূক্ষ্মতমাবস্থা শক্তিমাত্রতয়াঽবগন্তব্যা, অতএব হি "ন দ্রষ্টুর্দৃষ্টে-র্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" (৬৭পৃ) ইত্যাদ্যুক্তম্। এবমেবহি বৈশেষিকতন্ত্রোক্তং লক্ষণং সমঞ্জসং ভবতি। "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম" ইতি শ্রুতিস্তু শক্তিশক্তিমতোরভেদেনৈব সিদ্ধ্যতি। প্রকৃতৌ সর্ব্বত্র জ্ঞানবলক্রিয়া বিদ্যন্তে, জীবে তৎসংক্রমণেন তস্য জ্ঞানবলযোরুপচয়োঽসংক্রমণে পুনরপচয় ইতি ন কোঽপি বিরোধঃ। অন্নাম্মনসো বলোপচয়াপচয়ো তদেব দর্শয়তঃ। তেজোঽবন্নানাং দেবত্বোক্তেরিদ-মেব মূলম্। এবমন্যত্র। অত্রেদং তত্ত্বং বিশেষতো বিবেক্তব্যম্ বাঙ্‌মনঃপ্রাণৈর্জীবস্য কৃৎস্নত্বং (৮।১২) তে পুনস্তস্যান্নানি তন্ময়শ্চ সঃ (৭।১১); মনসা পুনস্তস্য বিশেষেণৈকত্বঞ্চ (৭।১০) সুতরাং তেজোবন্নেষু জীবাত্মপ্রবেশস্তৎসূক্ষ্মতমাংশৈশ্চ তস্যৈকত্বঞ্চ সিদ্ধ্যতি। বিভজনাৎ প্রাক্ তেষামাত্মস্থা-স্বনশ্চ পরাত্মস্থবিভাগেন স্থিতিরাসীৎ (৮।১১।১২) (৩।৫)। বিভজনঞ্চ তেষাং মাণ্ডুক্যোপ-নিষৎকথিতয়া প্রক্রিয়য়োপরিষ্টাদধ্যায়প্রপূর্ত্ত্যবসানে ব্যাখ্যাতয়া বেদিতব্যম্। তত্র যে সর্ব্বানুভূবঃ কলাণামনুভবা উচ্যন্তে ত এব স্থূলসূক্ষ্মবিষয়াণামুক্তাবয়িতারঃ। জ্ঞানবলাত্মকপরানুভবমূলকত্বাত্তেষাং স্থূলেভ্যোঽন্নাদিভ্যো সূক্ষ্মাণাং মনঃপ্রাণাদীনাং বিভজনমত্র ন তেষাং জেয়ত্বং দর্শয়তি।

'আপঃ পীতাঃ' 'ত্রেধা' 'বিধীয়ন্তে'। 'তাসাম্' অপাং যঃ 'স্থবিষ্ঠঃ' 'ধাতুঃ' 'তৎ' 'মূত্রং' ভবতি, 'যঃ মধ্যমঃ' 'ধাতুঃ' 'তৎ' 'লোহিতং' শোণিতং 'ভবতি'. 'যঃ অণিষ্ঠঃ' 'ধাতুঃ' 'স' 'প্রাণঃ' ভবতি।

'তেজঃ'—তৈলঘৃতাদি—'অশিতং' 'ত্রেধা' বিধীয়তে। 'তস্য' তেজসঃ যঃ 'স্থবিষ্ঠঃ' ধাতুঃ 'তৎ' 'অস্থি' ভবতি, যঃ 'মধ্যমঃ' 'ধাতুঃ' স 'মজ্জা'—নাস্তঃ পুংসি—অস্থ্যন্তর্গতস্নেহঃ ভবতি, 'যঃ অণিষ্ঠঃ' 'ধাতুঃ' 'সা বাক্' ভবতি।

হে 'সোম্য', 'অন্নময়ং' 'হি' 'মনঃ' 'আপোময়ঃ' 'প্রাণঃ', 'তেজোময়ী' 'বাক্' ইতি। শ্বেতকেতুরাহ—'ভূয়এব' 'মা' মাং 'বিজ্ঞাপয়তু' ভগবান্ ইতি। হে সোম্য, তথা অস্তু ইতি পুনঃ পিতা উবাচ।

বস্তুস্তবরুদ্ধশক্তিরুন্মুক্তা প্রভূতবলমাবিষ্করোতীতি প্রত্যক্ষগম্যম, তদ্যথা, কুড়বপরিমিতধনিজাঙ্গারা-দুন্মুক্তং বলং তৎপরিমিতদশলক্ষগুণিতগুরুভারমুদ্বহতি ভূমেরূর্দ্ধং পাদান্তরপ্রমাণম্। মানসশক্তেঃ প্রাণশক্তের্বাক্‌শক্তেশ্চ প্রভূতবলমন্নাদিভ্য উদ্ভূয়তে কথং তদেব দর্শয়তি দধ্ন ইতি। হে 'সোম্য', 'মথ্যমানস্য' 'দধ্নঃ' 'যঃ' 'অণিমা' স 'ঊর্দ্ধঃ' ঊর্দ্ধগতঃ 'সমুদীষতি' সম্যগূর্দ্ধগচ্ছতি, তৎ 'সর্পিঃ' ভবতি।

এবম্ এব খলু, হে সোম্য, অশ্যমানস্য ভুজ্যমানস্য অন্নস্য যঃ অণিমা—"এষোঽণুরাত্মা" "স য এষোঽণিমা" ইত্যাদ্যুক্ত্যনুসরণেনোদ্ভূতং বলম্—'স ঊর্দ্ধঃ' 'সমুদীষতি' 'তৎ' 'মনঃ' ভবতি।

হে 'সোম্য', 'পীয়মানানাম্' 'অপাং' 'যঃ' 'অণিমা' স 'ঊর্দ্ধঃ' 'সমুদীষতি', 'স প্রাণঃ' ভবতি।

হে 'সোম্য', 'অশ্যমানস্য' 'তেজসঃ' ঘৃতাদেঃ 'যঃ' 'অণিমা' 'স ঊর্দ্ধঃ' 'সমুদীষতি', 'সা' 'বাক্' ভবতি।

হে সোম্য, অন্নময়ং হি মনঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

হে 'সোম্য', 'পুরুষঃ'—'ষোড়শকলঃ'—জীববিশিষ্টঃ কার্য্যকারণসংঘাতলক্ষণঃ। 'পঞ্চদশ' 'অহানি' 'মাশীঃ' মা ভুঙ্ক্ষ্ব; 'কামম্' 'অপঃ' পিব। আপোময়ঃ প্রাণঃ সুতরাং পিবতঃ জনস্য প্রাণঃ ন বিচ্ছেৎস্যতে ইতি। সমাধিস্থা অন্নাশনং বিনাপি জীবন্তীতি পশ্যন্ ভাষ্যকার আহ—"ধ্যানাহারাশ্চ কেচিৎ অন্নস্য সর্ব্বাত্মকত্বাৎ।" ইতি।

'স' শ্বেতকেতুঃ পুনঃ 'পঞ্চদশ' 'অহানি' 'ন' 'আশ' ন বুভুজে। 'অথ' তদনন্তরং 'এনং' পিতরম্ 'উপসসাদ', আহ চ—ভো 'পিতঃ', 'কিং' 'ব্রবীমি' ইতি। পিতাহ—হে 'সোম্য', 'ঋচঃ' 'যজূংষি' 'সামানি' ইতি। 'স' শ্বেতকেতুঃ পুনঃ 'উবাচ'—ভো পিতঃ, ন 'মা' মাং প্রতি ঋগাদীনি প্রতিভান্তি।

'তং' শ্বেতকেতুং 'পিতা' 'উবাচ'—হে 'সোম্য', 'যথা মহতঃ' 'অভ্যাহিতস্য' 'উপচিতস্য' 'অগ্নেঃ' 'খদ্যোতমাত্রঃ' খদ্যোতপরিমাণঃ 'একঃ' 'অঙ্গারঃ' 'পরিশিষ্টঃ' স্যাৎ, 'তেন' খদ্যোতপ্রমাণেনাঙ্গারেণ 'ততোঽপি 'একস্মাদঙ্গারাদ'পি 'বহু' 'ন' 'দহেৎ'; 'এবং' 'সোম্য', 'তে' তব 'ষোড়শানাং' 'কলানাং' 'একা' 'কলা' 'অতিশিষ্টা' 'স্যাৎ', 'তয়া' 'একয়া' 'কলয়া' 'এতর্হি' ইদানীং 'বেদান্' ন অনুভবসি। 'অশান' ভুঙ্ক্ষ্ব।

অথ ভোজনানন্তরং মে মম—গদতঃ—বিজ্ঞাস্যসি প্রতিপৎস্যসে ইতি। স শ্বেতকেতুঃ পুনঃ আশ বুভুজে। অথ অনন্তরম্, এনং পিতরং স উপসসাদ। তং শ্বেতকেতুং পিতা যৎ কিঞ্চ পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্ সর্ব্বং পুনঃ স প্রতিপেদে। তং শ্বেতকেতুং পিতা উবাচ;—

হে সোম্য, যথা মহতঃ অভ্যাহিতস্য অগ্নেঃ খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টম্ একম্ অঙ্গারং তৃণৈঃ উপসমাধায় উপচিত্য প্রাজ্বলয়েৎ, তেন প্রজ্বলিতেনৈকেনাঙ্গারেণ ততোঽপি একস্মাদপি বহু দহেৎ।

এবং হে 'সোম্য', 'তে' তব 'ষোড়শানাং' 'কলানাম্' 'একা' কলা 'অতিশিষ্টা' 'অভূৎ', 'সা' একা কলা 'অন্নেন' 'উপসমাহিতা' 'উপচিতা' 'প্রাজ্বালীৎ' সুপ্রজ্বলিতবতী, 'সুতরাং' 'তয়া' 'শিষ্টয়া' 'কলয়া' 'এতর্হি' ইদানীং 'বেদান্' 'অনুভবসি'। কথম্? 'হি' 'যস্মাৎ', হে 'সোম্য', 'অন্নময়ং' 'হি' 'মনঃ', 'আপোময়ঃ' 'প্রাণঃ', 'তেজোময়ী' 'বাক্' ইতি। অথঃ পিতুঃ 'তৎ' উক্তং স 'শ্বেতকেতুঃ' 'বিজজ্ঞৌ' বিজ্ঞাতবান্। স্থিরত্বায়াসত্রিবৃৎকরণপ্রকরণসমাপ্ত্যর্থঃ।

সমূলকত্বপ্রতিপাদনায় সর্ব্বস্য পুনরাখ্যায়িকারভ্যতে উদ্দালক ইতি। উদ্দালকঃ আরুণিঃ কিল পুত্রং শ্বেতকেতুম্ উবাচ—হে সোম্য, স্বপ্নান্তং স্বপ্নস্য স্বাপস্য—স্বস্বরূপতোক্তেঃ—সুষুপ্তেঃ অন্তং স্বরূপম্—"অন্তং স্বরূপে নাশে না" ইতি—মে মম গদতঃ—বিজানীহি বিস্পষ্টমবধারয়। যত্র যস্মিন্ কালে এতৎপুরুষঃ এষ পুরুষঃ জীবঃ স্বপিতি নাম—নামপ্রসিদ্ধে—স্বাপং ভজতে নাম, তদা, হে সোম্য, সতা সম্পন্নো ভবতি, তস্মাৎ এনং পুরুষং স্বপিতি ইতি জনাঃ আচক্ষতে বদন্তি। কথম্? হি যস্মাৎ স্বম্ অপি ইতঃ স্বস্বরূপতাম্ এব গতঃ ভবতি।

মনসঃ প্রাণতাদাত্ম্যেন সুষুপ্তিং দর্শয়তি—স যথা শকুনিঃ পক্ষী সূত্রেণ ব্যাধপ্রহিতেন প্রবদ্ধঃ পাশিতঃ দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ আশ্রয়ম্ অলব্ধ্বা অপ্রাপ্য প্রাশম্ এব উপশ্রয়তে, এবম্ এব খলু, হে সোম্য, তন্মনঃ তস্য পুরুষস্য মনঃ দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা

প্রাণম্ এব উপশ্রয়ন্তে। কথম্? হি যস্মাৎ, হে সোম্য, প্রাণবন্ধনং প্রাণঃ এব বন্ধনম্ অবষ্টম্ভঃ যস্য তাদৃক্ মনঃ। দেহে যাবৎ প্রাণস্য স্থিতিস্তাবৎ তস্য তত্র স্থিতিদর্শনাৎ। সন্মূলকত্বাৎ প্রাণস্য প্রাণতাদাত্ম্যেন সতা সম্পন্নতা।

হে সোম্য, মে মম—গদতঃ—অশনাপিপাসে অশিতুং পাতুম্ ইচ্ছে ত্বং বিজানীহি ইতি। যত্র যস্মিন্ সময়ে পুরুষঃ অশিশিষতি নাম—অশিতুম্ ইচ্ছতি নাম—তৎ তদা আপঃ এব অশিতম্ অন্নং নয়ন্তে—রসরূপেণ বিপরিণময্য দেহস্য সর্ব্বত্র প্রেরয়ন্তি, অতএব তাসাং তন্নেত্রীত্বম্। তৎ তত্র—গবাদিনেতৃত্বে, যথা গোনায়ঃ গোপালঃ, অশ্বনায়ঃ অশ্বপালঃ, পুরুষনায়ঃ রাজা সেনাপতির্ব্বা ইতি, এবং তৎ তত্র—অন্ননেত্রীত্বে, অশনায়াঃ ইতি—বিসর্জ্জনীয়লোপেন অশনায়েতি—অপঃ আচক্ষতে বদন্তি। তত্র—এবমন্নস্য দেহগতত্বে—এতৎ শুঙ্গং শুঙ্গঃ কার্য্যং অঙ্কুরঃ ইতি যাবৎ—দেহোপচিতিসাধক-মাংসাঙ্কুরঃ—উৎপতিতম্ উদ্ভূতং ভবতি। হে সোম্য বিজানীহি ন ইদং শুঙ্গোৎপতনম্ অমূলং নির্ম্মূলং মূলহীনং ভবিষ্যতি ইতি।

অস্য ক্ব মূলং স্যাদিত্যাকাঙ্ক্ষানিবৃত্তয়ে পিতা স্বয়মাহ—অন্নাৎ অন্যত্র তস্য শুঙ্গস্য ক্ব মূলং স্যাৎ। এবমেব এবম্প্রকারেণৈব, হে সোম্য, অন্নেন শুঙ্গেন তত্তুত্তয়বিবেকেন অপঃ মূলং তৎকারণম্ অন্বিচ্ছ প্রতিপদ্যস্ব। অদ্ভিঃ শুঙ্গেন তত্তুত্তয়বিবেকেন, হে সোম্য, তেজঃ মূলং তৎকারণম্ অন্বিচ্ছ তেজসা শুঙ্গেন তত্তুত্তয়বিবেকেন, হে সোম্য, সৎ মূলং তৎ কারণম্ অন্বিচ্ছ। হে সোম্য, ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সন্মূলাঃ সৎকারণাঃ, সদায়তনাঃ সদাশ্রয়াঃ, সৎপ্রতিষ্ঠাঃ সৎপর্য্যবসানাঃ।

অথ যত্র যস্মিন্ সময়ে এতৎপুরুষঃ এষ পুরুষঃ জীবঃ পিপাসতি নাম, তৎ তদা তেজঃ শরীরোষ্মা পীতং পানীয়ং নয়তে—স্থূলপরিণামং মূত্রস্বেদাকারেণ বহির্নিঃসৃত্য মধ্যমপরিণামং শোণিতং সমগ্রদেহে প্রেরয়তি। তৎ তত্র—গবাদিনেতৃত্বে—যথা গোনায়ঃ, অশ্বনায়ঃ, পুরুষনায়ঃ ইতি, এবং তৎ তত্র—পানীয়নেতৃত্বে—তেজঃ উদন্যেতি—উদকং নয়তীতি—উদন্যম্ ইতি—বিভক্তিলোপশ্ছান্দসোঽহতি গুণাভাবশ্চ; নয়নব্যাপারে পূরয়িতব্যত্বস্যাবশ্যভাবিত্বাদুদকশব্দস্যোদাদেশঃ (পা, ৬। ৩। ৫৯)। তত্র—এবং শোণিতস্য সমগ্রদেহব্যাপিত্বে—এতৎ এব শুঙ্গম্ উৎপতিতং—শোণিতেন ক্ষয়াপনয়াৎ। হে সোম্য, বিজানীহি ন ইদম্ অমূলং ভবিষ্যতি ইতি।

অদ্ভ্যঃ অন্যত্র তস্য ক্ব মূলং স্যাৎ? হে সোম্য, অদ্ভিঃ শুঙ্গেন উভয়বিবেকেন ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। হে সোম্য, যথা নু খলু ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ পুরুষং জীবং প্রাপ্য একৈকা ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ ভবতি তৎ পুরস্তাৎ এব উক্তম্ ভবতি। হে সোম্য, প্রযতঃ ম্রিয়মাণস্য পুরুষস্য বাক্ মনসি, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি দেহোষ্মণি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং সদাখ্যায়াং সম্পদ্যতে উপসংহ্রিয়তে। "শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জদ্‌যাতি যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি" (৬৯পৃ) ইত্যুক্তত্বাৎ পরেণানিজিতস্য জীবস্য তেজোঽনুপ্রবিষ্টত্বাৎ নাসৌ স্বাতন্ত্র্যেণাত্র গৃহীতঃ। অতএব হি গতিষষ্ঠ্যাং রশ্ম্যবলম্বনেনোৎ-ক্রমণং বর্ণিতম্।

স য এষ সদাখ্যঃ—অনুপলভ্যমানত্বাৎ—অণিমা। ইদং সর্ব্বং জগৎ ঐতদাত্ম্যম্—এষ সদাখ্যঃ অণিমা আত্মা স্বরূপং যস্য তস্য ভাবঃ—সামানাধিকরণ্যেন এতৎস্বরূপকং সৎস্বরূপকং সন্মূলম্। তৎ সদাখ্যং কারণং সত্যং নিত্যবিদ্যমানং স আত্মা—সর্ব্বান্তর্যামী। ন কেবলমিদং জগৎ তৎস্বরূপকং তদধীনসত্তাকং কিন্তু হি—হে শ্বেতকেতো, ত্বং জীবঃ তৎ—ঐতদাত্ম্যেন সৎ—অসি। "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি প্রতিজ্ঞানাৎ তস্য তচ্ছক্তিত্বং তচ্ছক্তিত্বেনাজত্বমপি। তাদাত্ম্যমত্র ভেদানর্হত্বাৎ।

"সোঽহমস্মীতি" অহং জীবঃ (৮।১১), "অহং ব্রহ্মাস্মীতি" (৮। ১২) অহং ব্রহ্মেতি বেদান্তপ্রতিপত্তিঃ। 'সোঽহমস্মি' (২ : ২) ইত্যত্র তচ্ছব্দেন পরমপুরুষঃ প্রকরণেঽস্মিংস্তু সৎ—সত্যস্বরূপং ব্রহ্ম—অহং-শব্দেন জীবঃ অস্মিন্ পুনস্তৎপ্রতিনিধিঃ ত্বংশব্দঃ পরামৃশ্যতে স্বরূপৈক্যপ্রদর্শনায়। এবং সর্ব্বত্র। শ্বেতকেতুরাহ ভূয়এব মা মাং ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি। পিতা—হে সোম্য তথা অস্তু ইতি।

সর্ব্বং সতা সম্পন্নমপি কথং ন তজ্জ্ঞায়তে তদুপপাদয়তি বিবিধদৃষ্টান্তমুখেন যথেতি। হে সৌম্য, মধুকৃতঃ মধুকরাঃ মধু নিস্তিষ্ঠন্তি নিষ্পাদয়ন্তি। নানাত্যয়ানাম্—অত্যয়ঃ অতিগমনম্ একস্মাদন্যো ভিন্নতয়া গুণাদিভিরতিক্রমণং—নানা অত্যয়ানাং বিবিধজাতীয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারং—ণমুল্ সমাহৃত্য রসম্ একতাং গময়ন্তি প্রাপয়ন্তি মধুত্বেন।

তে রসাঃ যথা তত্র—বিবিধরসসম্মেলনোত্থমধুনি—অমুষ্য বৃক্ষস্য রসঃ অস্মি ইতি বিবেকং পার্থক্য-বোধং ন লভন্তে, এবম্ এব, হে সৌম্য, ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য—সুষুপ্তৌ মরণে লয়ে বা—একীভূয় সতি সম্পদ্যামহে একীভবামঃ ইতি ন বিদুঃ ন জানন্তি।

ব্যাঘ্রঃ বা, সিংহঃ বা, বৃকঃ বা, বরাহঃ বা, কীটঃ বা, পতঙ্গঃ বা, দংশঃ বা, মশকঃ বা, তে ইহ—সত্তায়াএকীভবনাবস্থায়াং—যৎ যৎ ভবন্তি, তৎ - সুষুপ্ত্যাদেঃ—আ আগময্য ভবন্তি—মনোভাবানুরূপং তত্তদ্রূপেণ পরিণামাৎ।

স য এষ ইত্যাদি সমানম্।

হে সৌম্য, ইমাঃ নদ্যঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বাং দিশং প্রতি প্রাচ্যঃ প্রাগঞ্চনাঃ স্যন্দন্তে স্রবন্তি, পশ্চাৎ প্রতীচীং দিশং প্রতি প্রতীচ্যঃ প্রত্যগঞ্চনাঃ স্যন্দন্তে। তাঃ নদ্যঃ সমুদ্রাৎ—সমুদ্রোত্থিতবাষ্পরাশিঃ মেঘাকারেণ পরিণতঃ পর্ব্বতাদৌ বর্ষতি, ততো নদ্যাকারেণ সমুদ্রীয়াঃ—আপঃ—সমুদ্রম্ এব অপিয়ন্তি, সমুদ্রঃ এব ভবন্তি। তাঃ নদ্যঃ যথা তত্র সমুদ্রে ইয়ম্ অহম্ অস্মি ইয়ম্ অহম্ অস্মি ইতি ন বিদুঃ।

এবম্ এব খলু, হে সৌম্য, ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতঃ আগময্য সতঃ আগচ্ছামহে ইতি ন বিদুঃ। তে ইহ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

স য এষ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

হে সৌম্য, অস্য মহতঃ বৃক্ষস্য মূলে যঃ অভ্যাহন্যাৎ পরশ্বাদিনা, জীবন্ স্রবেৎ, যঃ মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ জীবন স্রবেৎ, যঃ অগ্রে শীর্ষদেশে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ। স এষ বৃক্ষঃ জীবেন আত্মনা অনুপ্রভূতঃ অনুব্যাপ্তঃ পেপীয়মানঃ মূলৈঃ রসান্ অতিশয়েন পিবন্ মোদমানঃ প্রফুল্লঃ তিষ্ঠতি।

অস্য বৃক্ষস্য যদা একাং শাখাং জীবঃ জহাতি, অথ তদা সা শাখা শুষ্যতি, যদা দ্বিতীয়াং শাখাং জহাতি, অথ তদা সা দ্বিতীয়া শাখা শুষ্যতি, যদা তৃতীয়াং শাখাং জহাতি, অথ তদা তৃতীয়া শাখা শুষ্যতি, যদা সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যতি। এবম্ এব খলু হে সৌম্য, বিদ্ধি ইতি পিতা উবাচ।

ইদং সর্ব্বং কিল জীবোপেতম্ এব ম্রিয়তে, জীবঃ ন ম্রিয়তে। স য এষ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অত্র জীবোপেতত্বমেব প্রথয়তি, ন সদুপেতত্বমিতি। "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইত্যত্র যথা প্রাজ্ঞে-নাত্মনাঽধ্যারূঢ়ত্বাৎ ন স্বাতন্ত্র্যেণ জীবনিবচনং, তথৈবাত্র প্রাজ্ঞস্যেতি বিজ্ঞেয়ম্। পৃথিব্যাদি সর্ব্বং জীবানুপ্রবেশাত্তদুপেতং, জীবশ্চ তচ্চ পরস্যাং দেবতায়াং তিষ্ঠতইত্যৌপনিষদসিদ্ধান্তঃ (৩। ৫)।

পিতা—অতঃ—মহতো ন্যগ্রোধবৃক্ষাৎ—ন্যগ্রোধফলম্ আহর ইতি। পুত্রঃ—হে ভগবঃ ভগবন্, ইদম্ ফলম্ ইতি। পিতা—ভিন্ধি ইতি। হে ভগবঃ ভগবন্, ভিন্নম্ ইতি। পিতা—কিম্ অত্র পশ্যসি ইতি। পুত্রঃ—হে ভগবঃ ভগবন্, অণ্ব্যঃ ইব অণুসদৃশ্যঃ ইব ইমে ধানাঃ—স্ত্রী ভূম্নি ধানাঃ

সম্ভবঃ" সম্ভূবৎ সূক্ষ্মত্বাৎ—বটবীজানি ইতি। পিতা—অঙ্গ হে পুত্র, আসাম্ একাং ভিন্ধি। পুত্রঃ—হে ভগবঃ ভগবন্, ভিন্না—একা বহুধাকৃতাঽপ্যনুপলভ্যমানত্বয়া পাষাণাবাতেন—ইতি। পিতা—কিম্ অত্র পশ্যসি ইতি। পুত্রঃ—হে ভগবঃ ভগবন্, ন কিঞ্চন ইতি।

তং পুত্রং পুনঃ পিতা উবাচ—হে সৌম্য, যম্ এতম্ অণিমানং ন নিভালয়সে ন পশ্যসি, এবং—দৃষ্টাগোচরত্বেন—হে সৌম্য, এতস্য বৈ অণিম্নঃ কার্য্যভূতঃ এব মহান্ন্যগ্রোধঃ তিষ্ঠতি।

হে সৌম্য, শ্রদ্ধৎস্ব—"সত এবাণিম্নঃ স্থূলং নামরূপাদিমৎ কার্য্যং জগদুৎপন্নমিতি"—সত্যং ধারয়।

স য এব ইত্যাদি সমানম্।

অনুপলভ্যমানস্য সতঃ প্রকারান্তরেণ ভবত্যুপলব্ধিরিতি তত্র দৃষ্টান্তঃ—এতৎ লবণম্ উদকে অবধারয় নিক্ষিপ্য অথ অনন্তরং মা মাং প্রাতঃ উপসীদথাঃ উপগচ্ছেথাঃ ইতি। স শ্বেতকেতুঃ পুনঃ তথা চকার। তং শ্বেতকেতুং পিতা উবাচ—দোষা রজন্যাং লবণম্ উদকে অবাধাঃ নিক্ষিপ্তবান্ অসি। অঙ্গ হে পুত্র, তৎ আহর ইতি। অবমৃশ্য—চক্ষুষা করেণ চ পরামৃশ্য—তৎ লবণং ন বিবেদ বিজ্ঞাতবান্ যথা, তথা, অঙ্গ হে পুত্র, বিলীনম্ এব সৎ।

অধুনোপলব্ধয়ে প্রকারান্তরং দর্শয়তি—অস্য বিলীনলবণোদকস্য অন্তাৎ উপরিভাগাৎ আচাম অদ্ধি ইতি। পিতা—কথম্ ইতি। পুত্রঃ—লবণম্ ইতি। মধ্যাৎ আচাম ইতি। পিতা—কথম্ ইতি? পুত্রঃ—লবণম্। অন্তাৎ অধোদেশাৎ আচাম ইতি। পিতা—কথম্ ইতি। পুত্রঃ—লবণম্ ইতি। এবং লবণম্ অভিপ্রাস্য পরিত্যজ্য অথ অনন্তরং মা মাম্ উপসীদথাঃ উপগচ্ছেথাঃ ইতি। তৎ লবণং পুনঃ তথা চকার পিত্রাজ্ঞানুসারতঃ পরিত্যক্তবান্। তৎ পরিত্যক্তং লবণং শশ্বৎ নিত্যং বর্ত্ততে—ইত্যুক্তবন্তং—তং শ্বেতকেতুং পিতা উবাচ—অত্র এব কিল, হে সৌম্য, সৎ, ন নিভালয়সে ন পশ্যসি—অত্র এব কিল ইতি।

স য এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

হে সৌম্য, যথা অভিনদ্ধাক্ষং বদ্ধচক্ষুষং পুরুষং গন্ধারেভ্যঃ জনপদেভ্যঃ আনীয়, তং ততঃ পূর্ব্বাপেক্ষয়া অতিজনে—অতিগতাঃ জনাঃ যস্মাৎ তাদৃশে—জনশূন্যপ্রদেশে বিসৃজেৎ তস্করঃ। স পুরুষঃ যথা তত্র জনশূন্যদেশে দিগ্‌ভ্রমবশাৎ প্রধ্মায়ীত বিক্রোশেৎ—প্রাঙ্ পূর্ব্বদিক্ বা, উদঙ্ উত্তরদিক্ বা, অধরাঙ্ দক্ষিণদিক্ বা, প্রত্যক্ পশ্চিমদিক্ বা, অভিনদ্ধাক্ষঃ আনীতঃ অহম্ অভিনদ্ধাক্ষঃ বিসৃষ্টঃ পরিত্যক্তঃ অহম্।

তস্য পুরুষস্য—কশ্চিৎ কারুণিকঃ—যথা অভিনহনং বন্ধনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াৎ—এতাং দিশং গন্ধারাঃ, এতাং দিশং ব্রজ ইতি। স পণ্ডিতঃ মেধাবী, সুতরাং তন্নির্দ্দর্শনানুসরণেন গ্রামাৎ গ্রামং পৃচ্ছন্ গন্ধারম্ এব উপসম্পদ্যেত প্রাপ্নুয়াৎ, এবম্ এব ইহ আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ জানাতি। কিং জানাতি? তস্য আচার্য্যবতঃ পুরুষস্য তাবৎ এব চিরং বিলম্বঃ যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে—পুরুষব্যত্যয়েন—বিমোক্ষ্যতে পাপবন্ধনাৎ, অথ পাপবন্ধনমোচনানন্তরং সম্পৎস্যে—সতা সম্পৎস্যতে ইতি।

য এষ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

কথং সম্পৎস্যতে তদুচ্যতে—হে সৌম্য, উপতাপিনং জরাদ্যুপতাপযুক্তং পুরুষং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে—জানাসি মাম্, ইতি জানাসি মাম্ ইতি। তস্য উপতাপযুক্তস্য যাবৎ ন বাক্ মনসি, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যতে তাবৎ জানাতি।

অথ অনন্তরং যদা অস্য বাক্ মনসি, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যতে অথ তদা ন জানাতি

স য এষ ইত্যাদি সমানম্।

বন্ধমোক্ষস্য কারণং চৌরসাধুদৃষ্টান্তেনোপপাদ্য সত্যস্য গুহ্মত্বেন তদাত্মকত্বং সর্ব্বস্য দর্শয়তি পুরুষমিতি। হে সৌম্য, পুরুষম্ উত হস্তগৃহীতং বদ্ধহস্তম্ আনয়ন্তি রাজপুরুষাঃ। কথং তমেব মানয়ন্তি? অয়ম্ অপাহার্ষীৎ স্তেয়ম্ অকার্ষীৎ। অস্মৈ—চৌর্য্যমস্বীকুর্ব্বতে—হে রাজপুরুষাঃ, পরশুং তপত—অগ্নৌ অরুণং কুরুত ইতি। স যদি তস্য চৌর্য্যস্য কর্ত্তা ভবতি, ততঃ চৌর্য্যাস্বীকারাৎ আত্মানম্ অনৃতম্ অসত্যসন্ধং কুরুতে। অনৃতাভিসন্ধঃ স অনৃতেন আত্মানং অন্তর্দ্ধায় ব্যবহিতং কৃত্বা তপ্তং পরশুং গৃহ্লাতি স দহ্যতে—অনৃতব্যবহিতহস্ততলত্বাৎ, অথ তদনন্তরং হন্যতে রাজপুরুষৈঃ।

অথ যদি তস্য চৌর্য্যস্য অকর্ত্তা ভবতি, ততঃ সত্যবচনাৎ এব আত্মানং সত্যং সত্যসন্ধং কুরুতে। সত্যাভিসন্ধঃ স সত্যেন—"সত্যেন বায়ুরাবাতি" ইতি বায়ুপ্রবাহোত্তাবকেন—আত্মানম্ অন্তর্দ্ধায় ব্যবহিতং কৃত্বা তপ্তং পরশুং প্রতিগৃহ্লাতি, স ন দহ্যতে সত্যব্যবহিতহস্ততলত্বাৎ, অথ মুচ্যতে রাজ-পুরুষৈঃ। অন্তর্নিরুদ্ধাত্মনো দেহস্য তপ্তাঙ্গারস্য চান্তঃসঞ্চরদ্বায়ুপ্রবাহশৈত্যেন দাহং বারয়ন্তীত্যাধুনিকৈরপি পরীক্ষালব্ধম্।

স সত্যাভিসন্ধঃ পুরুষঃ যথা তত্র তপ্তপরশুপরীক্ষায়াং—না দাহেন ন দগ্ধো ভবেৎ, তথা সন্তাপক-সংসারপরীক্ষায়াং সত্যানুসরণশীলঃ। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অস্য—পিতুর্গদিতং—তং সদ্বিজ্ঞানং শ্বেতকেতুঃ বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবান্ ইতি। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

তেজ জল ও অন্ন এ তিনের সৃষ্টিপ্রদর্শনানন্তর জীবের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ প্রাণিগণের তিনটি বীজের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ ভূতসকলের যেমন তেজ জল ও অন্ন, তেমনি প্রাণিগণের অণ্ডজ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই তিনটী বীজ। পক্ষী সকল অণ্ড হইতে, পশু সকল জীব হইতে ও বৃক্ষ সকল মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বীজ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পক্ষী আদি সকলের বীজকোষ আছে, সেই বীজকোষেতে বীজগুলি আকার ধারণ করিয়া যখন বাহিরে প্রকাশ পায় তখন বীজগুলি অণ্ডরূপে জীবরূপে এবং উদ্ভিদ রূপে পরিণত হয়।

সেই সদাখ্য দেবতা পর্য্যালোচনা করিলেন, আমি আছি, এই জীবসহকারে তেজ, অন্ন ও জলরূপ তিন দেবতাতে প্রবেশ করিয়া নামরূপ বিস্পষ্ট করিব। তেজ জল ও অন্ন তখন শক্তিরূপে অবস্থিত ছিল। সুতরাং তন্মধ্যে জীবচৈতন্য প্রবেশ করাতে নামরূপের অভিব্যক্তি হইল। ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকারী, সুতরাং জীবচৈতন্য সহকারে প্রবেশ করিয়া যে রূপান্তরতা হইল, উহা ব্রহ্মের রূপান্তরতা নহে, জীবের। তেজ জল ও অন্ন এই তিনটীকে অপরাপ্রকৃতি এবং জীবকে

পরাপ্রকৃতি বলে। এ দুই পরাত্মারই শক্তি, সুতরাং পরমাত্মার শক্তি বলিয়া তাঁহারই প্রকৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তেজ জল ও অন্ন এই তিনটীকে তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ। যাঁহারা পঞ্চভাগে বিভাগ হওয়া বলেন, তাঁহাদের সে কথা কাল্পনিক। কেন না ভাগের মধ্যে কোথাও কোথাও আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন সুবর্ণাদিতে তৈজস ভাগের আধিক্য, এই রূপ তৈলাদিতে মৃত্তিকা জলাদির ভাগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

অগ্নিতে যে লোহিত রূপ দেখা যায় উহা তেজের, যাহা শুক্লবর্ণ দেখা যায় উহা জলের ও যাহা কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায় উহা অন্নের। এই তিন রূপেই অগ্নির অগ্নিত্ব। সুতরাং তেজ, জল ও অন্ন এই তিনেরই রূপ অগ্নিতে প্রকাশ পায়। অতএব তেজ, জল ও অন্ন ব্যতিরেকে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং অগ্নি এই যে নামটী সেইটী কার্য্য, এবং লোহিতাদি যে তিনটী রূপ ইহাই সত্যমূলক।

আদিত্যের যে লোহিত বর্ণ তাহা উহার তেজের রূপ, উহার শুক্ল-বর্ণ জলের রূপ এবং কৃষ্ণবর্ণ তাহার অন্নের রূপ—আর এই বর্ণত্রিতয় স্বতন্ত্র করিলে সূর্য্যের আর সূর্য্যত্ব থাকে না। সুতরাং আদিত্য বলি-লেই এই তিনটীর কার্য্যভূত সত্যমূলক আদিত্যনামধেয় বস্তুর অভিব্যক্তি বুঝাইতেছে।

ঐরূপ চন্দ্রের লোহিতবর্ণ তাহার তেজের, শুক্লবর্ণ জলের এবং কৃষ্ণ-বর্ণ অন্নের রূপ। এ তিন ত্যাগ করিলে আর চন্দ্র বলিয়া কিছু থাকে না। সুতরাং চন্দ্র বলিলে এই বর্ণত্রিতয়ের কার্য্যভূত সত্যমূলক চন্দ্র-নামের বস্তুরই অভিব্যক্তি বুঝাইতেছে।

বিদ্যুতের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। লোহিতবর্ণ তেজের, শুক্লবর্ণ জলের এবং কৃষ্ণবর্ণ অন্নের রূপ। সুতরাং বিদ্যুৎ বলিলে এই বর্ণ ত্রিত-য়ের কার্য্যভূত সত্যমূলক বিদ্যুতই বুঝাইতেছে।

ইহার একটী দৃষ্টান্ত জানিলেই সমুদয়ের বিষয় অবগত হওয়া যায়। যেহেতু প্রাচীন জ্ঞানিগণ মহামহোপাধ্যায় বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া-ছেন, আমাদের বংশে অজ্ঞানী কেহ হইবে না, কেন না উদাহরণ দৃষ্টে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে একটী দৃষ্টান্ত জানিলেই সমুদয় জানা হইল।

তাহার দৃষ্টান্ত যথা – লোহিতবর্ণ জানিলেই তেজের রূপ, শুক্লবর্ণ জানিলেই জলের রূপ এবং কৃষ্ণবর্ণ জানিলেই তাঁহারা অন্নের রূপ জানিতেন। অল্প কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কি প্রকারে সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

যেহেতু এই তেজ, জল ও অন্নের যাহা কিছু অবিজ্ঞাত ছিল তাহার সমুদয়ই তাঁহারা জানিয়াছিলেন। হে সোম্য এই ত্রিবিধ বস্তু সৎপুরুষকে অবলম্বন করিয়া একএকটী স্বতন্ত্র ত্রিবিধ আকার ধারণ করে, ইহা তুমি আমা হইতে পরিষ্কাররূপে অবগত হও।

ভুক্ত অন্ন তিনটী আকার প্রাপ্ত হয়। অন্নের স্থূলাংশ পুরীষে পরিণত হয়, মধ্যমাংশ মাংসে, আর সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়। (এখানে ভাষ্যকার বলিতেছেন—"অন্ন গ্রহণে উৎপন্ন বলিয়া মনের ভৌতিকত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার বৈশেষিক তন্ত্রোক্ত নিরবয়ব নিত্যলক্ষণ এখানে দেখান হয় নাই। উহা পরে অন্যত্র দেখান হইবে।" শ্রুতিবাক্যে আছে সেই সৎস্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয়। শরীরস্থ ধাতুর হ্রাস বৃদ্ধিতে বাক্, প্রাণ ও মনের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধিই বুঝাইতেছে, তাহাদের অনিত্যতা বুঝাইতেছে না। কিন্তু আপনাতে অবরুদ্ধ সেই এক জ্ঞানশক্তির কার্য্য এতদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। তেজ, জল ও অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ মন, প্রাণ ও বাকে পরিণত হয় ইহা দেখাতে দ্রষ্টা আত্মার অবিনাশিত্ব ভুলিয়া যান নাই। তাহাতেই আত্মার বৈশেষিক তন্ত্রোক্ত লক্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই জ্ঞানশক্তির কার্য্য চলিতেছে। বীজের মধ্যে তাহার সংক্রমণ দ্বারা জীবের জ্ঞানবল বৃদ্ধি এবং অসংক্রমে পুনরায় তাহার হ্রাস, ইহাতে জ্ঞানশক্তির কার্য্যে বিরোধ নাই। অন্ন হইতে মানসিক শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে)।

জল পান করিলে তাহার স্থূলাংশ মূত্রে, মধ্যমাংশ শোণিতে এবং সূক্ষ্মাংশ প্রাণে পরিণত হয়।

তেজ অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদি গ্রহণ করিলে তাহার স্থূলাংশ অস্থিতে মধ্যমাংশ মজ্জাতে এবং সূক্ষ্মাংশ বাকে পরিণত হয়।

মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়। তখন শ্বেতকেতু

প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন কোন পক্ষী ব্যাধ কর্ত্তৃক সূত্রাবদ্ধ থাকিলে সে উড়িয়া উড়িয়া নানা দিকে গিয়াও আশ্রয় প্রাপ্ত না হওয়াতে স্বীয় আশ্রয়ভূত পাশমধ্যেই স্থিতি করে, তদ্রূপ মনুষ্যের মন নানা দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্যত্র আশ্রয় প্রাপ্ত না হওয়াতে প্রাণের ভিতরই আশ্রয় গ্রহণ করে। কেন না হে সৌম্য! মন প্রাণরূপ রজ্জুদ্বারাই আবদ্ধ। যেহেতু শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণই তাহাতে মনও অবস্থিতি করিয়া থাকে। প্রাণ সন্মূলক।

ভোজন ও পানের বিষয় হে সৌম্য, তুমি এক্ষণে শ্রবণ কর। কোন মনুষ্য যখন ক্ষুধাতুর হইয়া আহার করিতে ইচ্ছা করে, তৎকালে ভুক্ত অন্ন জলের আকার ধারণ করিয়া শরীরস্থ রস দ্বারা শরীরের সর্ব্বাংশে নীত হইয়া থাকে। যেরূপ গোরক্ষক গরুর পালের, অশ্বরক্ষক অশ্ব পালের, আর জনগণের নেতা—রাজা বা সেনাপতি মানবমণ্ডলীর নেতৃত্ব করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভুক্ত অন্ন সম্বন্ধে জলের নেতৃত্ব জানিতে হইবে। এই দেহগত অন্নই তীক্ষ্ণাগ্র শূঁয়ার (মাংসাঙ্কুর) আকার ধারণ করিয়া থাকে। হে সৌম্য, শূঁয়া (মাংসাঙ্কুর) সকলের কোনও মূল নাই তাহা মনে করিবে না।

এক্ষণে ইহার মূল কি পিতা উদ্দালক স্বয়ংই তাহা বলিতেছেন। হে সৌম্য, অন্নবিনা এই শূঁয়া (মাংসাঙ্কুর) সকলের স্বতন্ত্র মূল আর কি হইতে পারে? এই প্রকারে হে সৌম্য! তুমি শূঁয়া (মাংসাঙ্কুর) সকল হইতে দেখিবে যে অন্নের মূলে জল এবং জলের মূলে তেজ এবং তেজের মূলে সৎশক্তি। হে সৌম্য এই সমগ্র প্রজা সৎশক্তিমূলক, সৎ-শক্তির আশ্রয়ভূত এবং সৎশক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত।

মনুষ্য যখন জলপান পিপাসু হইয়া পানীয় গ্রহণ করে তখন তাহার শরীরস্থ তেজ অর্থাৎ উষ্ণতা সেই পানীয় গ্রহণ করিয়া তাহার স্থূলাংশ মূত্ররূপে বাহির করিয়া দেয় এবং মধ্যমাংশ শোণিতরূপে সর্ব্বশরীরে লইয়া যায়। এখানে, গোনায়ক অশ্বনায়ক ও জননায়কের মত তেজই নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক পীত পানীয়াংশ সর্ব্বাঙ্গে পরিচালন করে তাহাতেই সর্ব্বাঙ্গে শূঁয়া (মাংসাঙ্কুর) উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে সৌম্য ইহা মূল-শূন্য নহে কিন্তু ইহা তুমি সৎশক্তিমূলক জান।

হে সৌম্য, জল ব্যতিরেকে তাহার মূল কোথায়? জল ও শুঁয়া (মাংসাঙ্কুর) এতদুভয়ের মূল দেখ তেজ। তেজ ও শুঁয়ার (মাংসাঙ্কুরের) মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখ এক সৎশক্তি। হে সৌম্য, সমুদয় প্রজা সৎশক্তিমূলক, সৎশক্তির আশ্রয়ভূত এবং সৎশক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। যেরূপ হে সৌম্য, এই তিস্র (ত্রিবিধ) দেবতা (অন্ন, জল ও তেজের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া একাকীই ত্রিবিধ ত্রিবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকে, এই কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ম্রিয়মাণ ব্যক্তির বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, (দেহের উষ্ণত্বে) এবং তেজ সৎস্বরূপা দেবতাতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

সেই যে এই সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ দর্শনস্পর্শনাদির অলভ্য অণিমা তাহাই সদাখ্যাবিশিষ্ট আত্মা। এই নিখিল জগৎ সত্যমূলক। তুমি নিজেও হে শ্বেতকেতো! সেই সত্যেতে অবস্থিতি করিতেছ। শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্, আপনি পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। পিতা আরুণি বলিলেন, তাহাই হউক, সৌম্য। সেই সদাখ্য আত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে নিত্য বিরাজিত আছেন। কেবল নিখিল জগৎ সেই সত্যমূলক ও সত্যের অধীন তাহাই নহে, কিন্তু হে শ্বেতকেতো তুমি নিজেও এই সদাখ্যাবিশিষ্ট আত্মার যোগেই সত্যরূপে অস্তিত্বলাভ করিয়া ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইতেছ। এস্থলে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে এই সদাখ্য আত্মাই জীব, জ্ঞানে ইহা পরিজ্ঞাত হওয়াতে জীবের আত্মশক্তি এবং এই আত্মশক্তিত্ব হেতুই তাহার অজত্ব। এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করা হয় নাই, যেহেতু উভয়ই এক স্বভাবসম্পন্ন। ইহাতেই সোহংবাদ আসিয়াছে আমি জীব, আমিই ব্রহ্ম এইত বেদান্তের নিষ্পত্তি। সেই তিনিই আমি—এস্থলে তিনি শব্দে পরম পুরুষ সৎপুরুষকে বুঝাইতেছে। এই প্রকরণে সৎ বলাতে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে এবং অহং বলাতে জীবকে বুঝাইতেছে। পুনরায় সেই জীবের প্রতিনিধিস্বরূপ তুমি শব্দ প্রয়োগ করিয়া জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত একতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। সর্ব্বস্থলেই তত্ত্বমসি এই পদের অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপগত একতা প্রদর্শনের জন্য বলা হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। সৎস্বরূপে স্থিতি করিয়াও কিরূপে

তাহার সম্বন্ধে অজ্ঞানতা সমুৎপন্ন হয় এক্ষণে বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

হে সৌম্য, মধুকরগণ মধু সংগ্রহ করিয়া মৌচাকে সঞ্চিত করে। নানা জাতীয় বৃক্ষের পুষ্প হইতে রস গ্রহণ পূর্ব্বক বিভিন্ন রসের একতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মধুর মধ্যে যেরূপ কোন একটী রস আপনাকে আমি অমুক বৃক্ষজাত ও অমুক বৃক্ষ হইতে সমানীত এরূপ জানিতে পারে না, তদ্রূপ হে সৌম্য, এই নিখিল প্রজা সৎসম্পন্ন হইয়া একীভুত হয় এবং একীভুত হইলে আর তাহাদের ভেদজ্ঞান থাকে না। সুষুপ্তির অবস্থায় অথবা মৃত্যুর অবস্থায় জীবসকল যখন সত্যস্বরূপে অবস্থিত হয় তখন তাহার পূর্ব্বাবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান বিলোপ হয়।

সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ, মশা—ইহার যাহা কিছু মনের ভাবানুসারে সুষুপ্তির পূর্ব্বাবস্থা; সুষুপ্তির অবস্থাতে সত্যেতে একীভূত হওয়া হেতু ঐ সকল ভাব আর থাকে না।

আর সেই যে এই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণিমা সদৃশ আত্মা তাহাই সত্য। সেই আত্মাই তুমি হে শ্বেতকেতো। শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্ পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আরুণি বলিলেন—সৌম্য তাহাই হউক।

এই নদী সকল, হে সৌম্য, পূর্ব্বদিক্, পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতেছে। পুনরায় সমুদ্রজল বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘাকারে পরিণত হইতেছে, আবার সেই মেঘ বৃষ্টিতে পরিণত হইয়া পর্ব্বতাদিতে বর্ষিত হইতেছে এবং বর্ষিত জল নদ্যাকারে সমুদ্রে পড়িয়া সমুদ্রের জল রূপে পরিগণিত হইতেছে। সমুদ্রে পরিণত নদী যেমন জানে না যে আমি পূর্ব্ববাহিনী বা আমি পশ্চিমবাহিনী, তদ্রূপ হে সৌম্য! এই সত্যেতে পরিণত প্রজাগণ অবগত নহে যে তাহারা সত্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা এখানে ব্যাঘ্রই হউক, সিংহই হউক, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ, মশকই হউক, যখন যাহা হইবার তাহারা তাহাই হইতেছে।

আর সেই যে এই অণিমাসদৃশ সূক্ষ্ম আত্মা তাহাই সত্য। সেই আত্মা তুমি হে শ্বেতকেতো। শ্বেতকেতু বলিলেন—পুনরায় ভগবন্

আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। পিতা আরুণি বলিলেন, সৌম্য—তাহাই হউক।

হে সৌম্য, এই বৃহৎ বৃক্ষের কি মূলে, কি মধ্যভাগে, কি অগ্রভাগে যেখানেই কুঠার দ্বারা আঘাত করা যায় সেখান হইতেই রস বিনির্গত হইয়া বৃক্ষের যে জীবন আছে তাহার পরিচয় প্রদান করে। এই বৃক্ষ মূল দ্বারা রস গ্রহণপূর্ব্বক এইরূপ প্রফুল্লভাবে অবস্থিতি করিতেছ।

ইহার একটী শাখা মনুষ্য ছেদন করিলে তাহা শুকাইয়া যায়। দ্বিতীয় শাখা ছেদন করিলে সেই দ্বিতীয় শাখা শুকায় এবং তৃতীয় শাখা ছেদন করিলে সেই তৃতীয় শাখা শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ সমুদয় শাখাই ছেদন করিলে তাহা শুকাইয়া নষ্ট হয়।

হে সৌম্য, তুমি সমুদয়ই এইপ্রকার জানিবে।

জীব হইতে স্বতন্ত্র হইলেই তৎসংযুক্ত সমুদয় মৃত হয়। জীব কখনও মরে না। সেই অণিমাসদৃশ সূক্ষ্ম আত্মাই সৎ জানিবে। সেই সদ্ আত্মামূলক তুমি শ্বেতকেতো! শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্! পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়। আরুণি বলিলেন, তাহাই হউক সৌম্য।

পিতা আরুণি বলিলেন, 'হে শ্বেতকেতো, বটের একটী ফল আনয়ন কর'। পুত্র শ্বেতকেতু ফল আনিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—'ভগবন্, এই বটফল আনিয়াছি'। পিতা বলিলেন,—'ফলটী ভগ্ন কর'। পুত্র—'এই ভাঙ্গিলাম'। পিতা—"ইহার মধ্যে কি দেখিতেছ?" পুত্র—'ফলের ভিতরে ছাতুর মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ দেখিতেছি'। পিতা—'এ সূক্ষ্ম অংশগুলির একটী লইয়া নিষ্পেষণ কর'। পুত্র—'ভগবন্ নিষ্পেষণ করিলাম'। পিতা—'এখন কি দেখিতেছ'? পুত্র—'ভগবন্, এখন কিছুই দেখি না'।

পিতা আরুণি পুনরায় পুত্রকে বলিলেন, হে সৌম্য, এখন বটফলের সূক্ষ্মাংশ সকল আর চক্ষুর গোচর হইতেছে না। অথচ নিশ্চয়ই মহা বটবৃক্ষ চক্ষুর অগোচর পরমাণু মধ্যে স্থিতি করিতেছে।

হে সৌম্য, এক্ষণে সত্যরূপে তুমি উপলব্ধি কর যে, এই স্থূল জগৎ অণুসদৃশ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সত্য বস্তুই আত্মা। আর

সেই 'আত্মা'মূলক তুমি শ্বেতকেতো! পুত্র শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্ পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আরুণি বলিলেন, তাহাই হউক সৌম্য।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও বস্তুর যে উপলব্ধি হয় তাহাই এক্ষণে প্রদর্শন করিতেছেন।

জলের মধ্যে এই লবণ নিক্ষেপ করিয়া কল্য প্রাতঃকালে আমার নিকটে পুনরায় আসিবে। শ্বেতকেতু সেইরূপ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শ্বেতকেতু পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, কল্য যে জলে লবণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে হে পুত্র, সেই জল আনয়ন কর। জল আনা হইলে বলিলেন, চক্ষু দিয়া দেখ এবং হস্ত দ্বারা জল মর্দ্দন কর, দেখিবে সেই লবণ নাই। কেন না হে পুত্র, লবণ জলে বিলীন হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এক্ষণে উপলব্ধির জন্য বিশেষ রূপে প্রদর্শন করিতেছেন।

এক্ষণে লবণমিশ্রিত জল উপরি ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ পান কর। পিতা—পান করিয়া কেমন বোধ করিতেছ? পুত্র—সব লবণময় জানিতেছি। মধ্যভাগ হইতে পান কর দেখি? পিতা—পান করিয়া কেমন বিবেচনা করিতেছ? পুত্র—লবণময়। জলের নিম্নভাগ হইতে কিঞ্চিৎ পান কর দেখি? পিতা—কেমন স্বাদ পাও? পুত্র—লবণময়। এক্ষণে লবণ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন কর। পুত্র শ্বেতকেতু পিতার আজ্ঞানুসারে লবণ পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকট উপবিষ্ট হইলে তিনি বলিলেন, হে সৌম্য, এখানে জানিতেছ লবণ আছে অথচ তাহা চক্ষুর গোচর নহে। এইরূপ জানিবে এই নিখিল জগতের সমুদয়ই সৎস্বরূপ আত্মামূলক। তুমিও সেই আত্মামূলক শ্বেতকেতো! শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্, পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আরুণি বলিলেন তাহাই হউক সৌম্য।

হে সৌম্য! যেমন কোন ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় বদ্ধ করিয়া দিয়া যদি তাহাকে গন্ধার দেশ হইতে আনয়ন করা হয় এবং কোনও জনশূন্য প্রদেশে পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে সে কেমন দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়া, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ আমি কিছুই বুঝি না, কেন না বদ্ধ

চক্ষু হইয়া এই নির্জ্জন স্থানে আনীত ও পরিত্যক্ত হইয়াছি, ইহাই সে জানে।

আর যদি কোনও দয়াবান্ ব্যক্তি তাহার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বলে গন্ধার দেশ এই দিকে, এই দিকে গমন কর, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান এবং স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন থাকে তবে গ্রামে গ্রামে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই দিকে গমনপূর্ব্বক গন্ধার দেশ প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপ এই সংসারে আচার্য্যবান্ পুরুষ (অর্থাৎ বিশ্বাসপূর্ব্বক আচার্য্যের উপদেশ যে অনুসরণ করে) যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা জানেন। সেই আচার্য্য হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করেন যাবৎ না পাপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সৎস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হন।

সেই যে এই অণিমাসদৃশ সূক্ষ্ম পরমাত্মা তাহাই সৎ; সমুদয় সন্মূলক; তুমিও সেই সত্যমূলক হে শ্বেতকেতো! হে ভগবন্, পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়। তাহাই হউক সৌম্য।

কি প্রকারে পাপবন্ধন পরিমোচিত হইয়া সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এক্ষণে তাহা বলিতেছেন।

মনুষ্য জ্বরাদি রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষাবস্থাপন্ন হইলে আত্মীয়গণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলে, 'আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ' ইত্যাদি। সেই মুমূর্ষ ব্যক্তি যাবৎ তাহার বাক্শক্তি মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরমদেবতাতে গিয়া উপস্থিত না হয় তাবৎ চিনিতে পারে।

অনন্তর যখন তাহার বাক্শক্তি মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরমদেবতাতে গিয়া উপস্থিত হয় তখন আর সে ব্যক্তি কাহাকেও চিনিতে পারে না।

সেই যে এই অণিমাসদৃশ সূক্ষ্ম আত্মা সেই আত্মাই সৎ। সেই সদাখ্য আত্মামূলক তুমি নিজেও হে শ্বেতকেতো। শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্, পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। ইত্যাদি।

এক্ষণে চোর ও সাধুর দৃষ্টান্ত দ্বারা সমুদয়ই যে সূক্ষ্ম সন্মূলক তাহা দেখাইয়া জীবের বন্ধন ও মুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

হে সৌম্য, রাজপুরুষেরা চৌর্য্যপরাধে যখন কোন ব্যক্তিকে হাতে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আনে তখন সেই ব্যক্তি চুরি অস্বীকার করিতেছে বলিয়া পরশু অগ্নিতে দিয়া লাল করিতে আদেশ করে। সে যদি সত্য চুরি করিয়া থাকে এবং অস্বীকার করিয়া আপনাকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে, তাহা হইলে তপ্ত পরশু স্পর্শ মাত্র হস্ত দগ্ধ হয় এবং রাজপুরুষেরাও তখন তাহাকে অপরাধী জানিয়া বধ করে।

আর সে যদি চুরি না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে সত্য বাক্য কথন দ্বারা আপনাকে সত্যেতে অন্তর্হিত করিয়া হস্তে তপ্ত পরশু ধারণ করিলেও তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না এবং তখন রাজপুরুষগণ তাহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া মুক্তি দান করে।

সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন তপ্ত পরশু ধারণ করিয়াও দগ্ধীভূত হয় না, তদ্রূপ সত্যানুসরণশীল মনুষ্য সন্তাপকারী সংসারপরীক্ষাতে যেমন তেমনই থাকেন। তুমি হে শ্বেতকেতো, সেই সদাখ্য আত্মমূলক। পিতা আরুণি হইতে শ্বেতকেতু এই সদ্বিজ্ঞান লাভ করিলেন।

ভাব—এই অধ্যায়ে সেই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম সদাখ্য আত্মরূপী পরমদেবতাই যে সকলের মূল কারণ তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সদাখ্য কারণ সত্য, নিত্যবিদ্যমান এবং তিনিই আত্মা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। কেবল এই জগৎই যে স্বরূপতঃ সেই সন্মূলক ও তাঁহার ভিতরে সত্যরূপে প্রতীয়মান তাহা নহে, কিন্তু জীব নিজেও এই সংস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সত্যরূপে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। এই জীব যে সেই পরমাত্মার শক্তিতেই আছে, সেই জ্ঞান পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট না হওয়াতেই বেদান্ত এই নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইয়াছিল যে, জীব ও আত্মা উভয়ে এক, কোনও ভেদ নাই। সেই যে "আমি আছি' সেই জীব। "আমি ব্রহ্মই আছি"। আমি ব্রহ্ম। "সেই তিনিই আমি", এখানে তদ্ শব্দে সদাখ্য পরম পুরুষ—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। আর "আমি' শব্দে জীবকে বুঝাইতেছে। আর যেখানে যেখানে "তুমিই সেই" (তত্ত্বমসি) বলা হইয়াছে, তাহা জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ ঐক্য আছে বলিয়া বলা হইয়াছে। জীবব্রহ্মের একত্ব প্রদর্শন জন্য ঐরূপ বলা হয় নাই।

মনুষ্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অগ্নিও তাহাকে দগ্ধ করে না। এ বিষয়টী বিশেষরূপে পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অবস্থাবিশেষে অগ্নির উপরে থাকিয়াও বস্তু অগ্নিদগ্ধ হয় না *।

---

* Appendix I.

৩। য আত্মাহপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ।

তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতীন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোহসুরাণাং তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ।

তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুস্তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি তৌ হোচতুর্য আত্মাহপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চলোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছন্তাববাস্মমিতি।

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেত্যথ যোহয়ং ভগবোহপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্ব্বেষেতেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ।

উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তন্মে প্রব্রূতমিতি তৌ হোদশরাবেহবেক্ষাঞ্চক্রাতে তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি তৌ হোচতুঃ সর্ব্বমেবেদমাবাং ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্যআনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি।

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেহবেক্ষেথামিতি তৌ হ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেহবেক্ষাঞ্চক্রাতে তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি।

তৌ হোচতুর্যথৈবেদমাবাং ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরি-

ক্ষতাবিত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ।

তৌ হান্বীক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচ অনুপলভ্যাত্মানমননুবিদ্য ব্রজতোয়তরে এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বা অসুরা বা তে পরাভবিষ্যন্তীতি স হ শান্তহৃদয়এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নোতীমঞ্চামুঞ্চেতি।

তস্মাদপ্যদ্যেহাঽদদানমশ্রদ্দধানময়জমানমাহুরাসুরোবতেত্যাসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্ব্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে। ১—৪।

অথ হেন্দ্রোঽপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ যথৈব খল্বয়মস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি।

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ সার্দ্ধং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ যথৈব খল্বয়ং ভগবোঽস্মিংশ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি।

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতত্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাঽপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ। ১—৩।

য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি ইত্যারভ্য অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি। (৩।৫[৪৬পৃ])।

ছা, ৮। ১০। ৭—১২। ১।

আত্মতত্ত্বং প্রত্তৌ ব্যাখ্যাস্যিকাঙ্ক্ষলেন য আত্মেতি। যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা পাপমালিন্যরহিতঃ, বিজরঃ বিগতজরঃ, বিমৃত্যুঃ বিগতমৃত্যুঃ, বিশোকঃ বিগতশোকঃ, বিজিঘৎসঃ বিগতাশনেচ্ছুঃ, অপিপাসঃ অপানেচ্ছুঃ, সত্যকামঃ - সত্যাঃ অবিতথাঃ কামাঃ যস্য সোঽয়ম্, সত্যসঙ্কল্পঃ—সত্যাঃ অবিতথাঃ সঙ্কল্পাঃ যস্য সোঽয়ম্ (৩। ১৮). স অন্বেষ্টব্যঃ অন্বেষণীয়ঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ বিশেষেণ জিজ্ঞাসনীয়ঃ। কথম্ ? যঃ তম্ আত্মানম্ অনুবিদ্য অন্বিষ্য বিজানাতি স্বসংবেদ্যম্ আপাদয়তি, স সর্ব্বান্ চ লোকান্ সর্ব্বান্ চ কামান্ আপ্নোতি ইতি হ—ঐতিহ্যে—প্রজাপতিঃ উবাচ।

তৎ প্রজাপতিবচনং পুনঃ উভয়ে দেবাসুরাঃ অনুবুবুধিরে অনুবুদ্ধবন্তঃ। তে দেবাসুরাঃ উচুঃ। হন্ত—বাক্যারম্ভে, তম্ আত্মানম্ অন্বিচ্ছামঃ অন্বিষ্যামঃ যম্ আত্মানম্ অন্বিষ্য সর্ব্বান্ চ লোকান্ আপ্নোতি, সর্ব্বান্ চ কামান্ ইতি। দেবানাম্ ইন্দ্রঃ এব, অসুরাণাং বিরোচনঃ অভিপ্রবব্রাজ। তৌ ইন্দ্রবিরোচনৌ পুনঃ অসংবিদানৌ ঈর্ষাপরিহারমকুর্ব্বাণৌ এব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুঃ আগতবন্তৌ।

তৌ ইন্দ্রবিরোচনৌ পুনঃ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যম্ উষতুঃ উষিতবন্তৌ। প্রজাপতিঃ পুনঃ তৌ উবাচ—কিম্ ইচ্ছন্তৌ অবাস্তম্ উষিতবন্তৌ। তৌ পুনঃ উচতুঃ উক্তবন্তৌ—'য আত্মা' ইত্যাদি ভগবতঃ বচঃ বেদয়ন্তে শিষ্টাঃ, অতঃ তম্ আত্মানম্ ইচ্ছন্তৌ অবাস্তম্ উষিতবন্তৌ ইতি।

তৌ পুনঃ প্রজাপতিঃ উবাচ—অক্ষিণি যঃ এষ পুরুষঃ দৃশ্যতে যোগিভিঃ এষ আত্মা ইতি হ উবাচ উক্তবান্ অস্মি এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম ইতি। অথ প্রজাপতিবচনানন্তরং ছায়ারূপং পুরুষং মত্বা তৌ উক্তবন্তৌ—হে ভগবঃ ভগবন্, যোঽয়ম্ অপ্সু পরিখ্যায়তে প্রসিদ্ধঃ গোচরঃ ভবতি, যঃ চ অয়ম্ আদর্শে স্বচ্ছপদার্থে, কতমঃ এষ ইতি। প্রজাপতিরুবাচ এষ উ এব এষু স্বচ্ছপদার্থেষু এতেষু সর্ব্বেষু স্বচ্ছাস্বচ্ছপদার্থেষু পরিখ্যায়তে ইতি। সর্ব্বাত্মজ্ঞানোদ্বোধনায় বচনমেতৎ প্রজাপতেঃ ন তু ভ্রান্ত্যোৎপাদনায়।

উদশরাবে উদকপূর্ণশরাবে আত্মানম্ অবেক্ষ্য আত্মনঃ যৎ ন বিজানীথঃ তৎ মে মহ্যং প্রব্রূতম্ ইতি। তৌ ইন্দ্রবিরোচনৌ উদশরাবে অবেক্ষাংচক্রাতে ঈক্ষণং কৃতবন্তৌ তৌ ইন্দ্রবিরোচনৌ প্রজাপতিঃ উবাচ কিং পশ্যথঃ ইতি। তৌ পুনঃ উচতুঃ উক্তবন্তৌ, হে ভগবঃ ভগবন্, আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ ইদং সর্ব্বং প্রতিরূপং প্রতিবিম্বম্ এব আত্মানং পশ্যাবঃ।

তয়োরজ্ঞানতাং পশ্যন্নাগন্তুকেভ্যোঽলঙ্কারাদিভ্যস্তত্ত্বজ্ঞানোদ্বোধনায়—তৌ পুনঃ প্রজাপতিঃ উবাচ—সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ সুপরিষ্কৃতৌ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষেথাম্ অবেক্ষেয়াথাম্ ইতি। তৌ পুনঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষাঞ্চক্রাতে। তৌ পুনঃ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিং পশ্যথঃ ইতি।

তৌ পুনঃ উচতুঃ উক্তবন্তৌ—হে ভগবঃ ভগবন্, যথা আবাং সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ স্বঃ ভবাবঃ, ইদং প্রতিরূপম্ এবম্ এব। হে ভগবঃ ভগবন্, ইমৌ প্রতিবিম্বৌ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ইতি। এষ আত্মা ইতি পুনঃ উবাচ প্রজাপতিঃ। এতৎ অমৃতম্ অভয়ং ব্রহ্ম ইতি। অত্র 'ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ' ইতি দর্শনেন প্রজাপতের্ম্মৃষাবাদিত্বস্য নিরসনং ভবতি। তৌ পুনঃ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ গতবন্তৌ।

দর্শনস্যাস্য সত্যত্বেঽপি যথাবদ্বস্তুযথারণমৃতে নৈতত্তত্ত্বজ্ঞানায় প্রভবতি। ন তৌ যথাবদ্বস্তুযথারিতবন্তাবিতি—প্রজাপতিঃ পুনঃ অবীক্ষ্য বিচার্য্য উবাচ স্বাত্মানং নিবেদয়ামাস—তৌ পুনঃ আত্মানম্ অনুপলভ্য সাক্ষাদুপলব্ধিবিষয়ম্ অকৃত্বা, অননুবিদ্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদ্যনুসারেণ

অন্বেষণবিষয়ম্ অকৃত্বা ব্রজতঃ। দেবাঃ বা অসুরাঃ বা যতরে অন্যে যে এতদুপনিষদঃ—এষা উপনিষৎ যেষাং—তাদৃশ-নিশ্চয়বন্তঃ ভবিষ্যন্তি. তে পরাভবিষ্যন্তি পরাভবং প্রাপ্স্যন্তি। স বিরোচনঃ পুনঃ শান্তহৃদয় এব অসুরান্ জগাম গতবান্ প্রাপ্তবান্। তেভ্যঃ অসুরেভ্যঃ এতাম্ উপনিষদং প্রোবাচ—আত্মা এব দেহ এব ইহ মহয্যঃ পূজনীয়ঃ আত্মা দেহঃ পরিচর্য্যঃ পরিচরণীয়ঃ সেবনীয়ঃ, ইহ আত্মানম্ এব মহয়ন্ পূজয়ন্, আত্মানং পরিচরন্ ইমং চ অমুং চ উভৌ লোকৌ আপ্নোতি ইতি।

তস্মাৎ কারণাৎ অদ্য ইদানীম্ অপি ইহ অদদানং দানমকুর্ব্বাণম্, অশ্রদ্দধানং শ্রদ্ধারহিতম্, অযজমানম্ অযজনস্বভাবং, বত হন্ত আসুরঃ ইতি আহুঃ শিষ্টাঃ। এষা হি অসুরাণাম্ উপনিষৎ—ভিক্ষয়া স্বজনবর্গাণাং সন্নিধৌ যাচ্ঞয়া আহৃতেন বসনেন অলঙ্কারেণ প্রেতস্য শরীরং সংস্কুর্ব্বন্তি ইতি। কথমেবং কুর্ব্বন্তি? এতেন হি তে অমুং লোকং জেষ্যন্তঃ ইতি মন্যন্তে।

অথ পুনঃ ইন্দ্রঃ দেবান্ অপ্রাপ্য এব তেষাং সন্নিধৌ অগত্বা এব এতৎ ভয়ং দদর্শ। যথা এব অয়ং ছায়াপুরুষঃ অস্মিন্ শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতঃ ভবতি, সুবসনে সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ, এবম্ এব অয়ম্ অস্মিন্ শরীরে অন্ধে সতি অন্ধঃ ভবতি, স্রামে শিজ্ঘাণকাদিস্রাবিণি স্রামঃ শিজ্ঘাণকস্রাবী, পরিবৃক্ণে ছিন্নহস্তে ছিন্নপাদে বা পরিবৃক্ণঃ ছিন্নহস্তঃ ছিন্নপাদঃ বা ভবতি। অস্য এব শরীরস্য নাশম্ অনু এব নশ্যতি। অহম্ ইন্দ্রঃ ন অত্র ভোগ্যং ফলং পশ্যামি ইতি।

স ইন্দ্রঃ সমিৎপাণিঃ পুনঃ এয়ায় আগতবান্। তম্ ইন্দ্রম্ পুনঃ প্রজাপতি উবাচ—মঘবন্ শান্তহৃদয়ঃ সন্ বিরোচনেন সার্দ্ধং সহ প্রাব্রাজীঃ ইতঃ অগমঃ যৎ, তৎ কিম্ ইচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ আগতবান্ অসি। স ইন্দ্রঃ পুনঃ উবাচ—'যথৈব খল্বয়ম্' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

প্রজাপতি পুনঃ উবাচ—হে মঘবন্, এবম্ এব এষ ছায়াত্মা ইতি। এতম্ আত্মপদার্থং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি। অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি বস ব্রহ্মচর্য্যম্ ইতি। স ইন্দ্রঃ অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস ব্রহ্মচর্য্যম্। তস্মৈ ইন্দ্রায় প্রজাপতিঃ পুনঃ উবাচ। শিষ্টো বচনসংঘাতঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতঃ (৫৫। ৫৬পৃ)। অত্রেদং বিবেচ্যম্ :—

অপহতপাপ্মত্বাদিকং ব্রহ্মস্বরূপেণৈক্যং দর্শয়তি। বিনা হি স্বরূপৈক্যং জীবব্রহ্মণোরবিভক্তত্বৈকত্র স্থিতির্ন জাতু সম্ভবতি। অতএব "বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি" (১০। ৩৫) ইত্যুক্তম্। আত্মা হি স্বরূপতঃ শুদ্ধঃ, শরীরসম্পর্কাৎ তস্মিন্ প্রকৃতিগুণসংস্পর্শো জায়তে, তেন চ তস্য মালিন্যম্। সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ প্রিয়ঞ্চাপ্রিয়ঞ্চ সতি প্রকৃত্যুৎপন্নে শরীরে ন পুনস্তং জহাতি। অতএব শরীরসম্বন্ধবর্জ্জিতমাত্মানং যথা গৃহ্ণীয়াৎ সাধকস্তথৈবাত্র প্রজাপতেরুক্তির্নিবদ্ধা। প্রথমন্তাবৎ দেহস্যোপাধিমাত্রত্বং দর্শয়িতুং তৎপ্রতিবিম্বদর্শনে নিয়োজিতৌ শিষ্যৌ প্রজাপতিনা। অক্ষিগতপুরুষে পরমাত্মদৃষ্টির্যোগিনাং সাধনশৈলী (৩। ৮। ১৬)। তামেবোদ্দিশ্যৈবং প্রচোদিতৌ তেন। দেহমেব তাবগ্রহীষ্টাং ন ত্বাত্মানম্। ততঃ প্রকৃষ্টবসনভূষণাদিভিরলঙ্কৃতং তং দেহং দ্রষ্টুং প্রয়োজিতৌ তৌ। বসনাদিবৎ দেহোঽপ্যয়মাচ্ছাদনমলঙ্করণং বা তস্যেতি তেন তয়োর্বোধ এব উৎপদ্যেতেতি প্রজাপতেরুক্তিপ্রায়ঃ। তদানীন্তনানামাচার্য্যাণামাদৌ সত্যগ্রহণসামর্থ্যোদ্বোধনায়ৈব প্রয়াস আসীদ্বুদ্ধে পুনঃ সাক্ষাদুপদেশঃ। অবুদ্ধে তদুপদেশ উষরে বপনবৎ বিফল ইতি "অশ্রদ্দধানায় ন দেয়া" সত্যধারণাক্ষমায় বিদ্যা নোপদেশ্যেতি নিয়মএব তেষাংগুরূস্থতবন্তঃ। অতো বিরোচনস্যাজ্ঞানাবস্থায়াং জ্ঞানাভিমানিতা ন প্রজাপতিনা নিরুদ্ধা। ইন্দ্রস্তু পুনঃ শরীরস্যান্ধত্বাদিকং নাশঞ্চ পশ্যন্ তত্র মনোভিনিবেশস্য নিষ্ফলত্বং বিজ্ঞাতবান্। স্বপ্নপুরুষেঽপি বধাদিভ্রান্তিদর্শনাৎ ততোঽপি বিরক্তঃ সঃ। সুপ্তপুরুষে যথা নিদ্রস্য তথাহমস্মীত্যাত্মজ্ঞানং বিনষ্টং ভবতি। তত্র সাক্ষাদাত্মজ্ঞানাভাবাৎ তদবলম্বনস্যম্বন্-

জ্ঞানমেব। সুতরাং ততোঽপি বিরতে তস্মিন্ দেহসম্বন্ধজনিতং যৎ কিঞ্চ তৎ পরিহার তদতীতমাত্মান-মেবোপদিদেশ স তম্। মুক্তাববিভক্ততয়া স্থিতিঃ পরাত্মনা কিং জীবস্যাহমহমস্মীতি জ্ঞানবিশেষণীতি প্রশ্নঃ। তথা সত্যাত্মবিনাশভয়মেবোপতিষ্ঠেদিন্দ্রস্যেব। 'যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (১২। ৪) ইত্যত্র 'কেন প্রকাশান্তরেণ বিজ্ঞাতারং লোকে প্রকাশয়েৎ" ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুকৃতোঽর্থ এব সমীচীনঃ পাতঞ্জলভাষ্যোঽভিব্যক্তিতব্যাসাভিপ্রা-য়ানুসারিত্বাৎ। তথাহি "ন চ পুরুষপ্রত্যয়েন বুদ্ধিসত্ত্বাত্মনা পুরুষো দৃশ্যতে, পুরুষ এব প্রত্যয়ং স্বাত্মাবলম্বনং পশ্যতি, তথাহ্যুক্তং 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' ইতি" ইতি। অন্যথা 'যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন বৈ তন্ন পশ্যতি" (৬৩পৃ) ইত্যাদিষু 'পশ্যন্' 'জিঘ্রন্' 'রসয়ন্' ইত্যাদি বিবচনং ন সিদ্ধ্যতি। তত্র পরাত্মন্যেব দর্শনাদীনাং চরিতার্থতা ন তু বিষয়জাতে। অতএব মুক্তাবপি 'অয়-মহমস্মি' ইতি জ্ঞানস্য প্রমোষো নাস্তি। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ স্বরূপোপলব্ধেরুপকারী (পাত ২।২৩)। রজস্তমোমলরাহিত্যাজ্জন্যপুরুষশুদ্ধিসারূপ্যেণ দৃশ্যস্বরূপোপলব্ধেরনন্তরং যদাত্মস্বরূপোপলব্ধির্ভবতি (পাত ৩। ৫৫) তদাত্মস্বরূপপরাত্মস্বরূপয়োরৈক্যবশাৎ যদপ্যভিন্নতয়া স্থিতির্ভবতি, ন তদভিন্নতা পরাত্মস্বরূপসম্ভোগং প্রতিবধ্নাতি চিদেকরসত্বাৎ বিভক্ততয়া বিষয়দর্শনপ্রতিনিবৃত্তাবপি দৃক্শক্ত্যাদেরবি-লোপাৎ স্বাত্মসম্ভোগপরাত্মসম্ভোগয়োরবিসংবাদিত্বাচ্চ। স্বকার্য্যসাধনায়াদিপুরুষস্য পাপদহনং (৮। ১১) তস্মিংশ্চ পরাত্মপ্রতিবিদ্ধবিষয়েষু প্রবৃত্তৌ পাপত্বং (৯। ৮) রজস্তমোমলরূপেণাসুরভাবে-নেন্দ্রিয়বিকারেণ পাপজননং স্বরূপপ্রাপ্তৌ তদ্বিনাশশ্চ (৯। ৪) ত্যাদেস্তত্ত্বং যদুক্তমত্র তদেব। পাপস্য মৃত্যুরূপত্বং (৯। ৮) শক্তিহরত্বাৎ। রজস্তমঃ স্মার্ত্তং ন তু বৈদিকমিতি ন মন্তব্যম্, অথর্ব্বণি "রজস্তমো মা উপগাঃ" (৮। ২। ১) "পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্" (১০। ৮। ৪৩), শ্বেতাশ্বতরে "গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিয়োজয়েদ্যঃ" (৬। ১০) ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। গুণানাং তত্ত্বং গীতাসমন্বয়ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্।

এক্ষণে আখ্যায়িকাচ্ছলে আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন।

যে আত্মা পাপমলিনতা পরিশূন্য, জরা রহিত, মৃত্যুরহিত, বিগত-শোক, ক্ষুৎপিপাসা বিরহিত, সত্যকাম এবং সত্যসংকল্প, সেই আত্মাই অন্বেষণের বস্তু, তাঁহার সম্বন্ধীয় তত্ত্বই বিশেষভাবে জানিবার বিষয়। যেহেতু, প্রজাপতি বলিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি অন্বেষণপূর্ব্বক এই আত্মাকে অবগত হয় সে সর্ব্বলোক ও সমুদায় প্রার্থয়িতব্য বস্তু প্রাপ্ত হয়।

দেবতা ও অসুরগণ প্রজাপতির এই বাক্যানুসারে বলিলেন:—অহো, যে আত্মার অন্বেষণে সকল লোক ও সকল কামনার বস্তু লাভ হয় আমরা তাহারই (আত্মার) অন্বেষণ করিব। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্য হইতে বিরোচন এই উভয়ে প্রজাপতির নিকটে গমন করিলেন। তাঁহারা ঈর্ষাপরিশূন্য ও সমিৎপাণি হইয়া উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র বিরোচন উভয়েই দ্বাত্রিংশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য বাস করিলেন। তখন

প্রজাপতি বলিলেন, 'তোমরা কি অভিপ্রায়ে এখানে বাস করিতেছ ? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, ভগবন্ আপনি যে বলিয়াছেন যে আত্মা পাপ-পরিশূন্য, জরামৃত্যুরহিত, শোকবিরহিত, ক্ষুৎপিপাসাবিহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মারই অন্বেষণ করিবে, সেই আত্মার বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিবে এবং সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া যাঁহারা অবগত হয়েন তাঁহারা সকল লোক ও সকল কামনার বস্তু লাভ করেন, পণ্ডিতেরা আপনার বাক্য হইতেই সেই আত্মাকে অবগত হইয়া থাকেন, আমরা উভয়ে সেই আত্মাকে জানিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া এখানে বাস করিতেছি।

প্রজাপতি ইন্দ্রবিরোচনকে বলিলেন—এই সম্মুখস্থ পুরুষ যেমন চক্ষু দ্বারা পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তদ্রূপ এই আত্মা যোগিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন। এই আত্মাই অমৃত অভয়, এই আত্মাই ব্রহ্ম। প্রজাপতির বাক্য শেষ হইলে, তাঁহারা সেই পুরুষকে ছায়ারূপী মনে করিয়া প্রজাপতিকে বলিলেন, ভগবন্ এই যিনি জলে পরিদৃশ্যমান হন এবং স্বচ্ছ পদার্থে যে প্রতিরূপ দৃশ্য হয়, ইনি কে ? প্রজাপতি বলিলেন, ইনি স্বচ্ছাস্বচ্ছ সর্ব্ব পদার্থেই পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন।

(প্রজাপতির এই প্রশ্ন সর্ব্বত্র আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য করা হয় নাই)।

প্রজাপতি বলিলেন, শরাবে জল রাখিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর, যদি তদ্দ্বারা আত্মবোধ না জন্মে তাহা হইলে আমাকে বলিবে। ইন্দ্র ও বিরোচন তখন শরাবে জল রাখিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রজাপতি তখন বলিলেন—কি দেখিতেছ ? তাঁহারা বলিলেন, ভগবন্, শরীরের নখলোমাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের প্রতিরূপ দেখিতেছি।

(প্রজাপতি তাঁহাদের অজ্ঞানতা দেখিয়া, বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক আসিলে সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইতে পারে, এই মনে করিলেন)।

প্রজাপতি বলিলেন—ভাল বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় শরাবস্থ জলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। তাঁহারা তখন উত্তম বসন ভূষণে সমলঙ্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়া শরাবস্থ জল নিরীক্ষণ করি-

লেন। তখন প্রজাপতি তাঁহাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দেখিতেছ ?

তাঁহারা বলিলেন—হে ভগবন্, আমরা যখন বসনযুক্ত, ভূষণালঙ্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়া শরাবস্থ জলে নিরীক্ষণ করিলাম, প্রতিবিম্বও তদ্রূপ হইল। এই প্রতিবিম্ব পরিষ্কৃত, উত্তম বসনপরিহিত ও ভূষণে সমলঙ্কৃত। প্রজাপতি বলিলেন, আত্মা এইরূপ। এই আত্মাই অমৃত, অভয়, এই আত্মাই ব্রহ্ম। (এস্থলে ব্রহ্মের ত্রিবিধ রূপ দর্শন হেতু প্রজাপতির মৃষাবাদিতা নিরসন হইতেছে)। ইন্দ্র বিরোচন তখন শান্তচিত্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

(এই দর্শনের ভিতর সত্য থাকিলেও তদবধারণের অভাবে ইহা তত্ত্বজ্ঞানলাভের সহায় হইতেছে না)।

প্রজাপতি তখন আপনাপনি বিচার করিয়া বলিলেন—এই ইন্দ্র বিরোচন যথাবৎ বস্তুর অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি না করিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। দেবতারা হউক বা অসুরেরা হউক বা অন্যেরাই হউক, যাহারা ইহা আপনাদের (উপনিষদ্) ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিবে, তাহারাই পরাভূত হইবে।

সেই বিরোচন শান্তচিত্তে অসুরগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। অসুরদিগকে এই বেদান্তশাস্ত্র বলিলেন—আত্মা অর্থাৎ দেহই পূজনীয়। আত্মা অর্থাৎ দেহেরই পরিচর্য্যা করিবে। ইহলোকে আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে পূজা করিয়া, তাহার সেবা করিয়া, ইহপরলোকে গতি লাভ হয়।

এজন্য অদ্য পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা দানবিহীন, শ্রদ্ধাবিহীন, যজনক্রিয়াদিবিহীন লোকদিগকে 'আসুর' বলিয়া থাকেন। অসুরগণের ধর্ম্মশাস্ত্র এই:—ভিক্ষাপূর্ব্বক স্বজনবর্গের নিকট হইতে সমানীত বসন ও অলঙ্কার দ্বারা প্রেতশরীরের সংস্কার করিবে। কেন এরূপ করিবে? এতদ্দ্বারা পরলোকে জয় লাভ হয়, ইহাই তাহারা মনে করে।

ইন্দ্র দেবতাদিগের নিকটে না গিয়া পথেই এই ভয় দেখিলেন। যেরূপ এই শরাবস্থ ছায়া পুরুষ এই শরীর অলঙ্কৃত হইলে অলঙ্কৃত,

উত্তম বসন পরিহিত হইলে উত্তম বসন পরিহিত, পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই শরীর অন্ধ হইলে এই ছায়াপুরুষও অন্ধ হয়, শরীর শ্লেষ্মস্রাবী হইলে শ্লেষ্মাস্রাবী হয়, শরীর ছিন্ন হস্তপদ হইলে ছায়াপুরুষও তদ্রূপ হয়। শরীর নাশে এই ছায়াপুরুষও নষ্ট হয়। আমি (ইন্দ্র) এখানে প্রার্থনীয় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

তখন ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি বলিলেন, মঘবন্ (ইন্দ্র) তুমি বিরোচনের সহিত শান্তচিত্তে চলিয়া গিয়াছিলে, কি অভিপ্রায়ে পুনরায় সমাগত হইলে? ইন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, যেমন এই শরীর সাধ্বলঙ্কৃত হইলে ছায়াপুরুষ সাধ্বলঙ্কৃত হয়, শরীর উত্তম বসনপরিহিত হইলে উহা উত্তম বসনপরিহিত দেখায়, শরীর পরিষ্কৃত হইলে উহাও পরিষ্কৃত দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীর অন্ধে উহা অন্ধ, শরীর শ্লেষ্মাস্রাবী হইলে উহাও শ্লেষ্মাস্রাবী, শরীর হস্তপদপরিচ্ছিন্ন হইলে উহাও ছিন্নহস্তপদ হয়, তদ্রূপ শরীর নাশে ছায়াপুরুষও নষ্ট হয়, সুতরাং আমি এখানে প্রার্থয়িতব্য কিছুই দেখি না।

প্রজাপতি বলিলেন—মঘবন্, এই ছায়া-আত্মা, এইরূপই বটে। তোমাকে পুনরায় আত্মার স্বরূপ আমি ব্যাখ্যা করিব, তুমি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস কর।

যিনি স্বপ্নে (স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ ভোগ্য বিষয় দ্বারা) গৌরবান্বিত হইয়া বিচরণ করেন ইনি আত্মা। শরীরের দোষে এই আত্মা দূষিত হয় না।

ভাব - আত্মা দূষিত হয় না বলাতে জীবের সহিত পরমাত্মার স্বরূপতঃ একতা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপৈক্য না থাকিলে জীব ও ব্রহ্মের একত্র স্থিতি সম্ভব হয় না। এজন্য ব্রাহ্মণ, নিষ্পাপ, বিরজঃ ও বিচিকিৎস বলা হইয়াছে। আত্মা স্বভাবতঃ নিষ্পাপ। শরীরসম্পর্ক হেতু তাহাতে প্রাকৃতিক গুণ স্পর্শ হইয়া থাকে এবং তাহাতেই আত্মা মলিন দৃষ্ট হয়। শরীর সম্বন্ধবিবর্জ্জিত করিলে এই আত্মাকে যেরূপ শুদ্ধ দেখা যায় প্রজাপতির উক্তিতে তাহাই বলা হইয়াছে। প্রজাপতি প্রথমতঃ দেহ যে উপাধিমাত্র তাহা দেখাইবার জন্য ইন্দ্র বিরোচনকে শরাবজলে দেহের প্রতিবিম্ব দর্শনে নিয়োজিত করিলেন। যোগিগণের ইহা সাধনশৈলী (সঙ্কেত) যে তাঁহারা অক্ষিগত পুরুষের ছায়া প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারা পরমাত্মার দর্শনে শিষ্যগণকে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। প্রজাপতি ইহা লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্র বিরোচনকে ঐরূপ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা

উত্তরে দেহকেই গ্রহণ করিলেন, আত্মাকে লক্ষ্য করিলেন না। তৎপর সুন্দর বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া সেই দেহকে দেখিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দেহ অলঙ্কৃত হইলে বা বসনাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, দেহের এবং তাহার আচ্ছাদনের ও ভূষণের প্রভেদ বুঝিতে পারা যাইবে, প্রজাপতির ইহাই অভিপ্রায়। কেন না সেই সময়ে আচার্য্যগণ শিষ্যের মধ্যে সত্যগ্রহণের সামর্থ্যই অগ্রে উদ্বুদ্ধ করিতে যত্ন করিতেন এবং তৎপরে সাক্ষাৎ উপদেশ দিতেন। শিষ্যের মন উপদেশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ না হইলে উষর ভূমিতে বীজবপন তুল্য হয়। আর সত্যাবধারণাক্ষমকে উপদেশ দিবে না, পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ এই নিয়মেরই অনুসরণ করিতেন। এজন্য বিরোচনকে প্রজাপতি অজ্ঞান অবস্থায় জ্ঞানাভিমানী দেখিয়াও নিরোধ করিলেন না। ইন্দ্র শরীরের অন্ধতাদি ও বিনাশ দর্শন করিয়া সেখানে মনোভিনিবেশের নিষ্ফলতা জানিলেন। স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ মৃত হয় এই ভ্রান্তিনিবন্ধন তিনি তাহা হইতে বিরত হইলেন। কেন না সুপ্ত আত্মা "এই আমি আছি" এভাবে আপনাকে জানিতেছে না এবং ভূতকেও জানিতেছে না, এতো বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে। এ আত্মায় আমি কোন ফল দেখি না। তখন প্রজাপতি ইন্দ্রকে দেহের অতীত আত্মার বিষয় উপদেশ করিলেন। মুক্তির অবস্থায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অবিচ্ছিন্নভাবে স্থিতি কি না, এবং তদবস্থায় জীবাত্মার 'আমি আছি' এই জ্ঞানের বিলোপ ঘটে কি না, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে। ইন্দ্র ভয় করিতেছিলেন, সত্য আত্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তিনি বলিলেন, যে আত্মা দ্বারাই সকল জানা যায়, সেই আত্মার বিনাশে কি প্রকারে জ্ঞান লাভ হইতে পারে? এস্থলে বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত অর্থই সমীচীন মনে হয়। তিনি পাতঞ্জল ভাষ্যে অভিব্যঞ্জিত ব্যাসের অভিমত অনুসরণ করিয়া বলেন, "কাহার প্রকাশে সেই বিজ্ঞাতা আত্মা এই লোকে প্রকাশিত হয়?" যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদাভেদ দর্শন করে না, সে যে তাহা দেখিয়াও দেখে না। এই ভেদ না থাকিলে, "দেখে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে" ইত্যাদি বাক্য আর সিদ্ধ হয় না। কেন না যেখানে দর্শনাদি দ্বারা পরমাত্মার চরিতার্থতা, সেখানে বাহিরের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ কোথায়? অতএব মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিতি করিলেও 'আমি আছি' এই জ্ঞানের কোনরূপ বিলোপ উপস্থিত হইতেছে না। পাতঞ্জল বলেন, দ্রষ্টা ও দৃষ্টের যোগ স্বরূপ উপলব্ধি পক্ষে বিশেষ উপকারী। রজঃ ও তমগুণের মালিন্যশূন্য হইলে জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, ইহা পাতঞ্জলেরও মত। তখন আত্মস্বরূপ ও পরমাত্ম-স্বরূপের ঐক্যবশত অভিন্ন ভাবে স্থিতি হয়। সেই অভিন্নতা জীবাত্মার পক্ষে পরমাত্মার সহবাসজনিত ভূমানন্দ সম্ভোগে প্রতিবন্ধক হয় না, কেন না উভয়েই চিৎস্বরূপ; জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক্, বিষয় হইতে নিবৃত্তিবশতঃ তাহার দৃষ্টিশক্তির বিলোপ হয় না। যেহেতু আপনার আত্মাতে সম্ভোগ আর পরমাত্মাতে সম্ভোগ এতদুভয়ের

বিভিন্নতা সম্বন্ধে কাহার দুই মত নাই: সেই আদিপুরুষ নিয়োজিত কার্য্যসাধনের জন্যই মনে পাপদহন উপস্থিত হয়। পরমাত্মার নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইলেই পাপ হয়। রজঃ ও তমোগুণের মালিন্যহেতু জীবাত্মা অসুর ভাবাপন্ন হওয়াতে পাপ উৎপন্ন হয়। সেই মালিন্য দূর হইলে পরমাত্মার সহিত তাহার স্বরূপ ঐক্য হয়, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। পাপই শক্তিহর মৃত্যু। রজঃ ও তমোগুণ স্মার্ত্তগণের, বৈদিকগণের মত নহে, এরূপ মনে করা ঠিক নহে। যেহেতু অথর্ব্ববেদে আছে, রজঃ ও তমোগুণে প্রবেশ করিবে না। শ্বেতাশ্বতরেও গুণত্রয়ের উল্লেখ দেখা যায়।

৪। মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাস্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ম্ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো। যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতংস্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি।

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি

ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ ভূতানি পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াৎ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্রএকায়নমেবং সর্ব্বেষাম্ স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাঞ্চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মনএকায়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাম্ হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একা-

য়নমেবꣳ সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবꣳ সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবꣳ সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘনএব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যলং বা অরে ইদং বিজ্ঞানায়।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরꣳ শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কꣳ শৃণুয়াৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। বৃ, ৪। ৪। ১—১৪। ৬। ৫। ১—১৫।

যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ীসংবাদেনাত্মতত্ত্বং পরিস্ফুটতয়া বিবৃণোতি মৈত্রেয়ীতি। মৈত্রেয়ি ইতি সম্বোধ্য যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—অরে অয়ি মৈত্রেয়ি, অস্মাৎ স্থানাৎ বর্ত্তমানায়াঃ ভূমে গার্হস্থ্যাৎ উদ্যাস্তন্ ঊর্দ্ধং যাস্তন্ প্রব্রজিষ্যন্, হন্ত—অনুকম্পায়াম্—অনয়া কাত্যায়ন্যা তে অন্তং বিচ্ছেদং করবাণি ইতি। ষষ্ঠে উত্তরমৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে স্ফুটতরেয়মাখ্যায়িকা, যথা

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্‌বৃত্তমুপাকরিষ্যন্। ১। মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি। ২।

সা মৈত্রেয়ী পুনঃ উবাচ—হে ভগবঃ ভগবন্ যৎ যদি ইয়ং সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, কথং কিং তেন অমৃতা স্যাম্ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ—ন ইতি। যথা উপকরণবতাং ধনাদিসাধনবতাং জীবিতং জীবনং স্যাৎ তে তব জীবিতং তথা এব স্যাৎ, বিত্তেন অমৃতত্বস্য তু আশা ন অস্তি।

সা মৈত্রেয়ী পুনঃ উবাচ—যেন অহম্ অমৃতা ন স্যাম্, অহং তেন কিং কুর্য্যাম্। যৎ অমৃতত্বসাধনং ভগবান্ বেদ তৎ অমৃতত্বসাধনং মে মহ্যং ব্রূহি ইতি।

স যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—হন্ত সন্তোষে, অরে অয়ি নঃ অস্মাকং প্রিয়া সতী প্রিয়ং ভাষসে।

এহি আগচ্ছ, আস্ব উপবিশ। তে তুভ্যং ব্যাখ্যাস্যামি। ব্যাচক্ষাণস্য ব্যাখ্যানং কুর্ব্বতঃ তু মে অস্য নিদিধ্যাসস্ব বাক্যানি অর্থতো নিশ্চয়েন ধ্যাতুম্ ইচ্ছ ইতি।

স যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—অরে অয়ি মৈত্রেয়ি, পত্যুঃ কামায় প্রয়োজনায় অভিলষিতায় প্রিয়ত্বায়েতি যাবৎ ন বৈ পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি, তু কিন্তু আত্মনঃ কামায় প্রয়োজনায় অভিলষিতায় প্রিয়ত্বায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া; ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ, ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং; ন বা অরে ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং; ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং; ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ; ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ; ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং; কিন্তু আত্মনঃ কামায় ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। ষষ্ঠে "ন বা অরে দেবানাং কামায়" ইত্যনন্তরং

ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ইত্যধিকম্। সুতরাং "দেবাস্তং পরাদুঃ" ইত্যনন্তরং "বেদাস্তং পরাদুঃ" ইতি। আত্মনা পরিত্যক্তানাং তেষাং দেহত্বেন বিদ্যমানত্বেঽপি স্বরতমগ্ন্যাদৌ নিঃক্ষেপপ্রবৃত্তির্বিজ্ঞবর্গাণাং তত্র তত্রাত্মনঃ প্রিয়ত্বমেব ব্যনক্তি। যদ্যেবং কিমত্রাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকরণায় কর্ত্তব্যম্—অরে অয়ি মৈত্রেয়ি, আত্মা দ্রষ্টব্যঃ দর্শনবিষয়মাপাদয়িতব্যঃ, শ্রোতব্যঃ শ্রবণবিষয়ীকর্ত্তব্যঃ আচার্য্যাচ্চ আগমতশ্চ। মন্তব্যঃ মননবিষয়ীকর্ত্তব্যঃ পরিচিন্তনেন; ততো নিদিধ্যাসিতব্যঃ নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ মনোনিবেশবিষয়ীকর্ত্তব্যঃ।

অত্রাত্মা পরমাত্মা জীবো বেতি বিবেক্তব্যম্। 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা" (১০ ৩০) ইত্যত্রোপাস্যতয়া গ্রহণাদাত্মা পরমাত্মা। ইহ পুনঃ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিনা তদ্দর্শনাদিভিঃ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাদত্রাপি পরমাত্মৈব ভবিতুমর্হতি। ব্যাসপাদেন যোগসূত্রোক্তপুরুষবিজ্ঞানবিষয়ে "বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ" ইতি শ্রুতিরুদাহৃতা। সিদ্ধান্তি কতোঽয়ং জীবাত্মেতি। পরন্তু পরা প্রকৃতির্জীবঃ নিখিলং জগদ্ব্যাপ্য স্থিতঃ, সুতরাং তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ন সুদূরপরাহতম্। পতঞ্জলের্যোগো জীবস্য স্বরূপাবস্থানপর্য্যবসায়ী; বেদান্তসিদ্ধস্তু পুনর্ব্রহ্মৈকপর্য্যবসায়ী। অতএবাত্র পৃথিব্যাদিকমারভ্য জীবাত্মপর্য্যন্তং নিখিলস্যান্তর্যামিণ আত্মশরীরতয়া পর্য্যবসানাদাত্মশব্দে তৎপর্য্যবসায়িত্বম্। সুতরাং পরাত্মনএবাত্র মুখ্যপ্রিয়ত্বং তৎস্বরূপৈক্যোন জীবাত্মন ইতি তত্ত্বম্। পরেতস্তু পরাত্মালিঙ্গিতত্বেনৈবোৎক্রান্তিন' তু স্বাতন্ত্র্যেণ (৬৪পৃ)। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগে রজস্তমোমলবিরহিতজীবাত্মস্বরূপোপলব্ধিঃ পরমাত্মস্বরূপোপলব্ধের্হেতুঃ। অতএবোত্তরপর এবাত্রাত্মশব্দঃ। 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' ইত্যত্র বিজ্ঞাতা পুরুষ ইতি সিদ্ধান্তেঽপি তস্য বিজ্ঞাতৃত্বং পরমাত্মসাপেক্ষমিতি বেদান্তসিদ্ধান্তস্য ন কাপি হানিঃ পাতঞ্জলসূত্রভাষ্যোণ। (১। ৪। ১৯—২২)।

ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ তং জনং পরাদাৎ পরাদধ্যাৎ পরাকুর্য্যাৎ অকুর্য্যাৎ যঃ আত্মনঃ অন্যত্র আত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ অনাত্মত্বেন—নায়মাত্মা কিন্তু রক্তমাংসাদিসংঘাত ইতি—ব্রহ্ম বেদ। ক্ষত্রং তং অকুর্য্যাৎ, লোকা দেবা ভূতানি তং অকুর্য্যুঃ, সর্ব্বং তং অকুর্য্যাৎ যঃ আত্মনঃ অন্যত্র তৎ তান্ তানি চ বেদ। কথমেবং অকুর্য্যাৎ? যৎ যস্মাৎ অয়ম্ আত্মা ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বম্। আত্মশব্দস্য পরমাত্মপর্য্যবসানে—পরমাত্মা আত্মনঃ আত্মা।

সর্ব্বত্রাত্মগ্রহণোপায়ং দর্শয়তি—স আত্মা তথা গৃহীতঃ স্যাৎ যথা শব্দঃ গৃহীতো ভবতি। ন হি দুন্দুভ্যাদিনিরপেক্ষান্ বাহ্যান্ শব্দান্ কোঽপি গ্রহীতুং শক্নোতি, তদুত্থিতান্ শব্দানেব তৎসংযোগেন শব্দত্বেন গ্রহীতুং সমর্থো ভবতি। আত্মাপি তথা পতিজায়াদিযোগেনৈব স্বমভিব্যনক্তি, তত্র তত্র

চাগ্রথেন স গৃহীতো ভবতি। এতত্তত্বপ্রকাশকাদৃষ্টান্তাঃ যথা হন্যমানস্য দুন্দুভেঃ বাহ্যান্ তদন-পেক্ষান্ শব্দান্ ন গ্রহণায় ন গ্রহীতুং শক্নুয়াৎ, কিন্তু দুন্দুভেঃ গ্রহণেন তদ্যোগেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য দুন্দুভিতাড়নস্য শব্দঃ গৃহীতঃ ভবতি, তথা স আত্মা।

এবং শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য, বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ইত্যুক্তরং ব্যাখ্যাতম্।

স আত্মা তথা ঋগাদেরন্তাবরিতা যথাগ্নিঃ ধূমানাম্। এতদেব কথয়তি—যথা অভ্যাহিতাৎ আর্দ্রৈন্ধাগ্নেঃ আর্দ্রেন্ধনেন ইন্ধাৎ অগ্নেঃ পৃথগ্‌ভূত্বা ধূমাঃ বিনিশ্চরন্তি, এবং বা, অরে অয়ি মৈত্রেয়ি, অস্য প্রকৃতস্য মহতঃ অনবচ্ছিন্নস্য ভূতস্য পরমার্থস্য চিদ্বস্তুনঃ পরমাত্মনঃ নিশ্বসিতং বিনা প্রযত্নোদ্ভূতং যৎ এতৎ—সামান্যে নপুংসকৈকবচনম্—ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ আথর্ব্বণঃ, ইতিহাসঃ, পুরাণং, বিদ্যা দেববিদ্যাদয়ঃ (৩। ৭), উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি। এতানি সর্ব্বাণি এতস্য এব পরাত্মনঃ নিশ্বসিতানি। ষষ্ঠে "ব্যাখ্যানান্যানি" ইত্যা-দ্যানন্তরম্,

ইষ্টংহুতমশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্যৈব

ইত্যাদিকম্।

স আত্মা তথা একায়নং যথা সর্ব্বাসাম্ অপাং সমুদ্রঃ একায়নম্। এবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বক্ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বা একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রম্ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মনঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়ম্ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তৌ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাম্ আনন্দানাম্ উপস্থঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাম্ অধ্বনাং পাদৌ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাক্ একায়নম্।

স আত্মা তথা যথা সৈন্ধবখিল্যঃ সৈন্ধব এব খিল্যঃ—খিলএব খিল্যঃ অপ্রহতঃ অনাকৃষ্টভূমিঃ, তৎসাদৃশ্যাৎ অচূর্ণীকৃতসৈন্ধবখণ্ডঃ—উদকে জলে প্রাস্তঃ নিক্ষিপ্তঃ উদকম্ এব অনু বিলীয়তে, ন পুনঃ অস্য সৈন্ধবখিলস্য উদ্‌গ্রহণায়—ইব অনর্থকঃ—উদ্ধরণায় স্যাৎ সমর্থঃ। তু কিন্তু যতঃ যতঃ উদকম্ আদদীত স্বাদয়েৎ লবণম্ এব। এবং বা অরে অয়ি মৈত্রেয়ি, ইদম্ অনন্তম্, অপারম্ মহৎ ভূতং চিদ্বস্তু বিজ্ঞানঘন এব—সিন্ধোরুত্থিতং সৈন্ধবং লবণং যথা তথা—এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়—বিজ্ঞানঘনত্বেন গোচরীভূয়—উদকে নিক্ষিপ্তং সৈন্ধবং যথা তথা—তানি ভূতানি এব অনু বিনশ্যতি—ণশ অদর্শনে—অদৃশ্যো ভবতি—সুষুপ্তৌ যথেতি ভাবঃ; প্রেত্য ন সংজ্ঞা—দেবদত্তঃ যজ্ঞদত্তঃ পতিঃ জায়েত্যাদি—বিশেষনাম অস্তি ইতি অরে অয়ি মৈত্রেয়ি, ব্রবীমি ইতি পুনঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ। কো বা পুনঃ প্রজ্ঞানঘনঃ? বিষয়জ্ঞানানুগতো বিষয়ী ষষ্ঠে পুনরিয়ং বিস্পষ্টোক্তিঃ,—

স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সা পুনঃ মৈত্রেয়ী উবাচ, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি অত্র এব ভগবান্ মা মাম্ অমূমুহৎ মোহাচ্ছন্নাং কৃতবান্। ষষ্ঠে পুনঃ.

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তমাপীপিপৎ ন বা অহমিমং বিজানামীতি।

স যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুন উবাচ—ন বা অরে অহং মোহং মোহনং বাক্যং ব্রবীমি, অরে অয়ি মৈত্রেয়ি, ইদং বচনং বৈ বিজ্ঞানায় সাক্ষাজ্‌জ্ঞানায় অলং পর্য্যাপ্তম্। ভূতানাং প্রজ্ঞানঘনস্য চ তিরোধানে শুদ্ধ-

চৈতন্যং শুদ্ধচৈতন্যং পরা চাপরা চ প্রকৃতিরিতি পৌরাণিকানামবশিষ্যতে, অতএব হি মাণ্ডুক্যে পরস্য ততো ভেদপ্রদর্শনায় প্রজ্ঞানঘনানন্তরং 'ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্' (৩। ৫ [৬৩পৃ]) ইত্যুক্তিঃ। প্রজ্ঞানিজিতঃ প্রজ্ঞোনিত্যমবিভক্ততয়া স্থিতোঽপি ভূতসংসর্গাৎ তদংশ ইব প্রতিভাতীতি শাখান্তরে তস্মিন্নংশো দাসঃ কিতব ইত্যাদি ব্যপদেশঃ (২। ৩। ৪৩)। দেবদত্তাদিসংজ্ঞাপি তস্মিন্নেব। অতএব 'দৈবেন চক্ষুষা মনসা...পশ্যন্' ইত্যাদি দৃশ্যতে। দৈবেন ভূতসংঘটিতেন (১১। ২৪)। ন সংজ্ঞাস্তীতি বচনেন বিনাশিত্বমুচ্ছেদাধীনত্বং ন তেনাভিপ্রেতং যৎ তদ্বিস্পষ্টমুক্তং বক্ষ্যে—

স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা।

সংজ্ঞাহীনত্বেঽপ্যাত্মনঃ সাক্ষাজ্জ্ঞানায় কথং তৎ পর্য্যাপ্তং তদ্দর্শয়তি—যত্র হি দ্বৈতং মিতরম্ ইব ভবতি—ইবশব্দোঽত্র "সর্ব্ব পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে পৃথিবী পৃথিবীমাত্রা চ" 'বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (৩ ৫)" "যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি" ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ— অবিভাগদ্যোতকঃ—তৎ তত্র ইতরঃ একঃ ইতরম্ অন্যং পশ্যতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরং জিঘ্রতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরং শৃণোতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরম্ অভিবদতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরং মনুতে মননবিষয়ং করোতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরং বিজানাতি। যত্র পুনঃ অস্য ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ— প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মস্বরূপে বিলয়েন সচ্চিদানন্দমাত্রত্বেন পর্য্যবসানাৎ তচ্ছক্তিতয়া তদভিন্নত্বেন চ দর্শনাৎ— তৎ তত্র কেন আত্মাতিরিক্তেন কম্ আত্মাতিরিক্তং জিঘ্রেৎ, তৎ তত্র কেন আত্মাতিরিক্তেন কম্ আত্মাতিরিক্তং পশ্যেৎ, তৎ তত্র কেন আত্মাতিরিক্তেন কম্ আত্মাতিরিক্তং শৃণুয়াৎ, তৎ তত্র কেন আত্মাতিরিক্তেন কম্ আত্মাতিরিক্তং অভিবদেৎ, তৎ তত্র কেন আত্মাতিরিক্তেন কম্ আত্মাতিরিক্তং মন্বীত, তৎ তত্র কেন আত্মাতিরিক্তেন কম্ আত্মাতিরিক্তং বিজানীয়াৎ যেন আত্মনা অন্তর্যামিণা ইদং সর্ব্বং বেদ তম্ আত্মানম্ অন্তর্যামিণং কেন প্রকাশান্তরেণ বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারং—যেন সর্ব্বং বিজানাতি স স্বয়ং সর্ব্ববিজ্ঞানময়ঃ, অন্যথা জীবে তত্তজ্জ্ঞানোৎপাদনং ন জাতু সম্ভবতি; "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (৩। ২১) ইত্যেষা শ্রুতিস্তদেব প্রতিপাদয়তি—কেন প্রকাশান্তরেণ বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারমিতি চেৎ পাতঞ্জলভাষ্যানুরোধাৎ পুরুষত্বেন গৃহ্যতে তদ্বিজ্ঞানোৎপাদকস্য পরমাত্মনস্তে- নৈবাত্র গ্রহণং স্যাৎ। ষষ্ঠে উত্তরমৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যস্যাগ্রে

স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন হি ব্যথতে ন রিষ্যতি

ইত্যধিকম্। ব্যাখ্যাতঞ্চৈতৎ পূর্ব্বম্ (৩। ২৩)। উপসংহারে পুনঃ

ইত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার।

বিজহার প্রবব্রাজ।

তৃতীয়ে জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে (৬১পৃ) যত্তত্ত্বমুক্তং তস্যাত্র নিয়োগোঽস্য ব্রাহ্মণস্য গূঢ়ার্থমুদ্ঘাটয়তি। তত্র পশ্যন্ জিঘ্রন্ রসয়ন্ বদন্ শৃণ্বন্ মন্বানঃ স্পৃশন্ বিজানন্—ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন স্পৃশতি ন বিজানাতি ইতি যদুক্তং, তত্র কারণং পরমাত্মা- লিঙ্গনেন তেনৈকীভূয় তং বিনাঽন্যৎ কিঞ্চন ন দর্শনাদিবিষয়ং করোতি ব্রহ্মবিৎ; যচ্চ দর্শনাদিবিষয়ং করোতি তৎ "তজ্জলানিতি" (২৬৯।৭০পৃ) ইতি শ্রৌতন্যায়েন পরমাত্মক্রিয়াত্বেন। "এষ ম আত্মা (৬ ৪) ইতি চ বচনেনাত্মানমপি পরমাত্মান্তর্ভূততয়া গৃহ্নন্ তেনাবিভক্তঃ "দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্ব্বো- ঽস্মীতি মন্যতে সঃ।" অহমত্র পরমাত্মালিঙ্গিতো জীবঃ সর্ব্বস্মিন্ দর্শনাদিবিষয়ে "অহমাত্মানমিদং সর্ব্বং

করোমি" ইতি পরাত্মভাবভাবিতাত্মা। "এযোঽস্য পরম আনন্দঃ" ইত্যানন্দাক্তৌ মগ্নত্বাৎ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্," ইত্যোযাবস্থা ব্রহ্ম বদ্ব্যপতিষ্ঠতে।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ (গী, ৫। ৮। ৯)

ইতি যদুক্তং কর্ম্মসন্ন্যাসযোগমাশ্রিত্য তদেবাত্রোক্তং পরমাত্মযোগমবলম্ব্য।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে বিশেষ পরিস্ফুট করিয়া আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। রাজর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নাম মৈত্রেয়ী ও অপরার নাম কাত্যায়নী। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। রাজর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণে উদ্যত হইয়া মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—হে মৈত্রেয়ি, আমি তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে আমার যাবতীয় ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছি।

তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবী আমার হয়, তবে তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, না। ধনবান্‌দিগের জীবন যেরূপ, ধন দ্বারা তোমার জীবন তদ্রূপ হইবে। ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।

মৈত্রেয়ী পুনরায় বলিলেন, যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবন্ আপনি অমৃতত্ব লাভের যে উপায় জানেন, আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাই বলিতে আজ্ঞা হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেই জন্য তুমি প্রিয় বাক্য সকল বলিতেছ। তিনি আরও বলিলেন, এস মৈত্রেয়ি, আমার নিকটে উপবেশন কর। আমি তোমাকে অমৃতত্ব লাভের উপায় প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। আমি যাহা প্রকাশ করিয়া বলি, তাহার প্রকৃত অর্থ মনোযোগ সহকারে স্বীয় অন্তরে ধারণ করিতে যত্নবতী হও।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি, পতির জন্য পতিকে প্রিয় জ্ঞানে কামনা করিলে পতি প্রিয় হয়েন না। কিন্তু পরমাত্মার জন্য,

অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রিয় জ্ঞানে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পতি প্রিয় হয়েন। জায়ার জন্য জায়াকে কামনা করিলে জায়া (স্ত্রী) প্রিয়া হয়েন না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য জায়া কামনা করিলে জায়া প্রিয় হয়েন। পুত্রের জন্য পুত্র কামনা করিলে পুত্রগণ প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য পুত্র কামনা করিলেই পুত্রগণ প্রিয় হইয়া থাকে। বিত্তের জন্য বিত্ত কামনা করিলে বিত্ত প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য বিত্ত কামনা করিলেই বিত্ত প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণের জন্য ব্রাহ্মণ কামনা করিলে ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়েন না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য ব্রাহ্মণ কামনা করিলে ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়েন। ক্ষত্রিয়ের জন্য ক্ষত্রিয় কামনা করিলে ক্ষত্রিয় প্রিয় হন না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য ক্ষত্রিয় কামনা করিলে ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়েন। ত্রিলোকের জন্য ত্রিলোক কামনা করিলে ত্রিলোক প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য ত্রিলোক কামনা করিলে ত্রিলোক প্রিয় হয়। দেবতার জন্য দেবতা কামনা করিলে দেবতা প্রিয় হন না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য দেবতা কামনা করিলে দেবতা প্রিয় হয়েন। ভূতসকলের জন্য ভূত কামনা করিলে ভূতসকল প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য ভূত কামনা করিলে ভূতসকল প্রিয় হয়। এইরূপ অপর যে কোন বস্তুই হউক না কেন, সেই সকলের জন্য তাহাদের কামনা করিলে, সেই সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য যাহা কিছু কামনা করা যায় তাহাই প্রিয় হয়। হে মৈত্রেয়ি, এই পরমাত্মাই দর্শনীয়, শ্রবণীয়, চিন্তনীয়, অন্তরে ধ্যায়নীয়; কেন না এই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে মনন করিয়া জীব তাঁহাকে অবগত হইলে, জীবের যাহা কিছু জানিবার বিষয় আছে তৎসমুদয়ই জানা যায়।

সেই ব্রাহ্মণ পরিত্যজ্য, যে ব্রাহ্মণ আত্মা ভিন্ন অপর কিছু—অর্থাৎ আত্মস্বরূপ ব্যতিরিক্ত—অনাত্মা—আত্মা নয় সুধু রক্তমাংস মাত্র। সেই ক্ষত্রিয় পরিত্যজ্য যে আত্মা ভিন্ন অপর কিছু। সেই লোক পরিত্যজ্য যে লোক আত্মা নয়। সেই দেবতা পরিত্যজ্য যে দেবতা আত্মা নহে। সেই ভূতসকল পরিত্যজ্য যাহা পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছু। সে সকলই পরিত্যজ্য যাহা যাহা পরমাত্মা নহে। এই পরমাত্মাই ব্রাহ্মণ, এই

পরমাত্মাই ক্ষত্রিয়, এই পরমাত্মাই ত্রিলোক, এই পরমাত্মাই দেবগণ, এই পরমাত্মাই ভূতগণ, এই পরমাত্মাই সমুদয় যাহা কিছু আছে।

সকল বস্তুর মধ্যে আত্মাকে কি প্রকারে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। যেমন বাহ্য প্রকৃতিমধ্যে শব্দ গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ সেই পরমাত্মাকে গ্রহণ করিবে। যথা--দুন্দুভি ধ্বনি হইলে দুন্দুভিধ্বনি ছাড়া কোনও বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা হয় না। আহত দুন্দুভির শব্দই গ্রহণ করা হইয়া থাকে—অর্থাৎ দুন্দুভি বাদ্যযন্ত্রযোগে বাদ্য হইতেছে ইহাই প্রতীতি জন্মে। সেইরূপ পরমাত্মা পতি পত্নী যোগে আপনিই স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন, পতি ও পত্নী মধ্যে পরমাত্মাই গ্রহণীয়। কেন না দুন্দুভিধ্বনি হইলে আর কোন শব্দ না বুঝিয়া আহত দুন্দুভিধ্বনিই সকলে বুঝিয়া থাকে।

সেই আত্মা যথা—শঙ্খধ্বনি হইলে বাদিত শঙ্খশব্দ ব্যতিরেকে বাহিরের অপর কোনও শব্দ গৃহীত হয় না।

সেইরূপ যেমন বীণা বাদিত হইলে, বীণার শব্দ ব্যতিরেকে বাহিরের আর কোনও শব্দ বীণাশব্দ বলিয়া গ্রহণ করা হয় না তদ্রূপ।

কোনও আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করিলে যেমন তাহা হইতে ধূমা বাহির হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তদ্রূপ হে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিবধ দেববিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্রসকল, ব্যাখ্যান সকল ও অনুব্যাখ্যান সকল এই নিত্য পরমাত্মার নিঃশ্বাস হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

হে মৈত্রেয়ি! এই পরমাত্মাকেই সকলের একমাত্র আশ্রয় বা আধার জানিবে। যেমন সমুদ্র সমুদয় জলের একমাত্র আধার; যেমন ত্বক্ যাবতীয় স্পর্শজ্ঞানলাভের একমাত্র আধার; যেমন জিহ্বা সমুদয় রস আস্বাদনের একমাত্র আধার; যেমন নাসিকা সর্ব্বপ্রকার ঘ্রাণ গ্রহণের একমাত্র আধার; যেমন চক্ষু সর্ব্ববিধ রূপদর্শনের একমাত্র আধার; যেমন কর্ণ সর্ব্বপ্রকার শব্দ গ্রহণের একমাত্র আধার; যেমন মন সর্ব্বপ্রকার সংকল্পের একমাত্র আধার; যেমন হৃদয় সর্ব্ববিধ বিদ্যার (জ্ঞানের) একমাত্র আধার; যেমন উপস্থ সর্ব্বানন্দের আধার; যেমন হস্ত সকল কর্ম্মের আধার; যেমন পায়ু (গুহ্যদেশ) মলনির্গমনের এক-

মাত্র আধার; যেমন পাদদ্বয় সর্ব্বপথে বিচরণের একমাত্র আধার; আর যেমন সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানপ্রকাশের বাকৃই একমাত্র আধার, তদ্রূপ।

যেমন অচূর্ণীকৃত কঠিন লবণখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে এবং উহা জলের সহিত মিলিত বা জলে লীন হইয়া গেলে, আর স্বতন্ত্র. লবণখণ্ড গ্রহণ করা যায় না, অথচ সেই জলের যে কোন অংশ হইতে জল তুলিয়া আস্বাদন করিলে জল লবণাক্ত অনুভূত হয়, অর্থাৎ লবণের জ্ঞান অনায়াসে উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ এই মহা সত্য অনন্ত অপার চৈতন্যময় পরমাত্মাকে নামরূপ প্রাপ্ত তাবৎ সৃষ্টির মধ্যে অনুভব করা যায়। সেই বিজ্ঞানঘন পরমাত্মা এই ভূতসকলের মধ্য হইতে গোচরীভূত হইয়াও জলে বিলীন লবণের ন্যায় অদৃশ্য আছেন। আর হে মৈত্রেয়ি! পরলোকে নামরূপ উপাধি—অর্থাৎ দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, পতি, জায়া ইত্যাদি সংজ্ঞা থাকে না।

মৈত্রেয়ী বলিলেন, ভগবন্, পরলোকে যে (আত্মা দেহমুক্ত হইলে) নামরূপধারী সংজ্ঞা থাকে না বলিতেছেন, ইহাতে আমি মোহাচ্ছন্ন হইতেছি অর্থাৎ আমি এ কথার কোনও তাৎপর্য্য বুঝিতেছি না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! এ কথা মোহ উৎপাদনের জন্য নহে। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভের জন্য এ বাক্য যথেষ্ট বটে।

যেহেতু জ্ঞানময় বিজ্ঞাতা জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষে সংপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দ্বৈতভাবাপন্নবশতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া থাকে। যথা এই দ্বৈতভাবাপন্ন পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে দর্শন করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে আঘ্রাণ করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে শ্রবণ করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে আহ্বান করে ও তাঁহার সহিত আলাপ করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে মনোমধ্যে চিন্তা করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে জানে। হে মৈত্রেয়ি! যদি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জীবাত্মা পুরুষ ও পরমাত্মা পুরুষ এক ব্যক্তি হইবে তাহা হইলে কে কাহাকে আঘ্রাণ করে, কে কাহাকে দর্শন করে, কে কাহাকে শ্রবণ করে, কে কাহার সহিত আলাপ করে, কে কাহাকে মনের দ্বারা

চিন্তা করে, আর কে কাহাকে জানে ? সেই সর্ব্ববিজ্ঞাতা, সর্ব্বান্তর্য্যামি পরম পুরুষকে কি দিয়া জানিবে ? যে জ্ঞানময় জীবাত্মা পুরুষ জানিবার অধিকারী সে না থাকিলে (সে মরিয়া গেলে) আর কাহার এবং কোথায় জানিবার অধিকার থাকে ?

ভাব—এখানে যে মূলে আত্মা বলা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা কি জীবাত্মা তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন। "এই আত্মাকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিবে', "এই আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্যান্য সকল বস্তু হইতে প্রিয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং আত্মা শব্দে এখানে পরমাত্মাকেই জানিতে হইবে। আর "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দর্শনীয়' ইত্যাদি বাক্যানুসারে দর্শন দ্বারা যাবতীয় দর্শনীয় বস্তুর জ্ঞানলাভপূর্ব্বক আত্মাকে দর্শন করিবে, এই কথা বলাতে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। পূজ্যপাদ ব্যাসোক্ত যোগসূত্রে পুরুষ বিজ্ঞান বিষয়ে যে শ্রুতিবাক্যের উদাহরণ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা এই—"সেই সর্ব্ববিজ্ঞাতা পুরুষকে কি উপায়ে জানিবে ?" সুতরাং জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। জীবাত্মা না থাকিলে কে জানিবে, কে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে ? জীবাত্মা পরমাত্মার প্রকৃতি। এই জীবপ্রকৃতি জগতের সর্ব্বত্রই আছে, সুতরাং ইহাকে জানিয় সমুদয় জানা কঠিন ব্যাপার কিছুই নহে।

পতঞ্জলোক্ত যোগ জীবাত্মার স্বরূপ অবস্থানে পর্য্যবসিত। যথা, পাতঞ্জলদর্শনে—সমাধিপাদে আছে ঃ—

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়া ভাবশ্চ।

যে তাবৎ অন্তরায়াঃ ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বর প্রণিধানান্নভবন্তি, স্বরূপ দর্শনমপ্যস্য ভবতি। যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলোঽনুপসর্গঃ, তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী, যঃ পুরুষ এব অধিগচ্ছতি।

ঈশ্বরে মন স্থির হইলে আর কোনও অন্তরায় থাকে না, এবং তখন জীবের পরমাত্মার স্বরূপ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। সেই সময়ের জন্য জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষের ন্যায় শুদ্ধতা, প্রসন্নতা, বিকারহীনতা প্রাপ্ত হইয়া তদ্‌জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে।

যোগভঙ্গ হইলে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহাই এতৎসম্বন্ধে পরিষ্কার প্রমাণ। যোগাবস্থাতে জীব অনুভব করে, পরমাত্মা তাহার অস্তিত্ব, চৈতন্য, প্রীতি, আনন্দ সকলই। এই জন্যই পতঞ্জলোক্ত যোগ জীবাত্মার স্বরূপে পর্য্যবসিত বলা হইয়াছে। আর বেদান্তসিদ্ধ যোগ জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপ ঐক্যে পর্য্যবসিত। অর্থাৎ এই যোগের অবস্থায় পরমাত্মার স্বরূপাবির্ভাবে জীবাত্মা পরমাত্মাকেই মাত্র লক্ষ্য করিয়া থাকে—তখন কেবল এক আত্মাই সার সত্য জ্ঞানমনন্ত আনন্দ অমৃত দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। এস্থলে আরও একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা পতঞ্জলের ও বেদান্তের যোগ পরিস্ফুট

করিতে যত্ন করিতেছি। যেমন আকাশস্থ চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, তাহার নিজের কোন আলো নাই; চন্দ্র সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই পতঞ্জলের ভাব। আবার সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও গ্রহ নক্ষত্রগণ সূর্য্যালোকে পরিদৃশ্যমান হয় না। বেদান্ত তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

এখানে পৃথিব্যাদি স্থূল পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবাত্মা পর্য্যন্ত সমুদায়ই পরমাত্মার আত্মশরীর বা প্রকৃতি। সুতরাং আত্মা শব্দের পর্য্যবসান বলাতে তৎসমুদয়েরই পর্য্যবসান সূচিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাত্মাই এখানে মুখ্য প্রিয় বস্তু, তাঁহার সহিত স্বরূপৈক্যে জীবাত্মা তদ্ভাবাপন্ন, ইহা বলা হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির আত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া পরলোকে গমন করে, স্বতন্ত্র হইয়া যায় না। দ্রষ্টা আর দৃশ্যের সংযোগে রজঃ ও তমোজনিত মলিনতা বিরহিত হওয়াতে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধিতেই জীবাত্মার নিজের স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব আত্মা শব্দে জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ই। "বিজ্ঞাতা ব্যতিরেকে কি উপায়ে জানিবে" এই বিজ্ঞাতা পুরুষই আত্মা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াতে, পাতঞ্জলসূত্র ভাষ্যানুসারে, জীবাত্মা পুরুষের বিজ্ঞাতৃত্ব যে পরমাত্মাসাপেক্ষ সেই বেদান্তসিদ্ধান্তেরও কোন দোষ ঘটিতেছে না।

এস্থলে দেখিতে হইবে যে, রাজর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে পরমাত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। পরমাত্মা ভিন্ন কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ত্রিলোক, দেবতা, ভূতসকল এবং আর আর সকলই পরমাত্মার বর্ত্তমানতাসাপেক্ষ, সুতরাং পরমাত্মাকে ছাড়িয়া তৎসমুদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে পরমাত্মার স্বরূপ গ্রহণের আর কি উপায় হইতে পারে? সুতরাং এই সমুদয়ই আত্মা বলাতে কোনও দোষ ঘটিতেছে না। কেন না তদ্দ্বারা আত্মার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। পরমাত্মা নির্ব্বিকার, নিরবলম্ব। সৃষ্ট বস্তু পরমাত্মা যোগেই নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে না, সে কিরূপে তাঁহাকে দেখিবে?

পরমাত্মাযোগে প্রত্যেক বস্তুই নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকের মধ্যে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিলে, ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে নিনাদিত বিভিন্ন শব্দের ন্যায় পরমাত্মারই বিভিন্ন অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি মোহ উৎপাদনের জন্য একথা বলি নাই, তোমার যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান যাহাতে লাভ হয় তজ্জন্যই বলিয়াছি। ভূতগণের প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বুদ্ধির তিরোহিত হইলে, শুদ্ধ চৈতন্য নষ্ট হয় না। শুদ্ধচৈতন্য প্রকৃতি দ্বিবিধ—যথা, পরা ও অপরা। এজন্য মাণ্ডুক্যে পরা প্রকৃতির প্রভেদ প্রদর্শনার্থ বলা হইয়াছে;—প্রজ্ঞানঘন তিরোধানে প্রজ্ঞার তিরোধান হয় না। ভূতসকল প্রজ্ঞালিঙ্গিত। প্রজ্ঞা ভূতসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিতি করিলেও ভূতসংসর্গে তাহার অংশের মত প্রকাশ পায়। তাহা-

তেই দেবদত্তাদি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "দৈবচক্ষে দর্শন করে" ইত্যাদি বাক্যেরও সেই জন্য প্রয়োগ দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য, 'সংজ্ঞা থাকে না' বলিলেন; তাঁহার এ বাক্যের অভিপ্রায় ইহা নয় যে, আত্মা (জীব) বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না তৎপরেই (ষষ্ঠে) বলিয়াছেন, "অয়েহয়মাত্মাহনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা" অর্থাৎ এই আত্মা (জীব) অবিনাশী ধর্ম্ম (গুণ) বিশিষ্ট।

সংজ্ঞা (দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি) না থাকিলেও পরমাত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই দ্বৈতাদ্বৈত ভাব দর্শন করেন না, তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন না। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি কেবল পরমাত্মাই দর্শন করেন। তাহার কারণ এই ;—যোগের অবস্থায় জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হওয়াতে কেবল সচ্চিদানন্দ মাত্র থাকেন—অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব বিলোপ না হইয়া সচ্চিদানন্দের শক্তি সহ অভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞাতা পুরুষ বলাতে পরমাত্মা জীবাত্মা উভয়কেই বুঝাইতে পারে। কেন না সেই পূর্ণজ্ঞান পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগে জীবাত্মাও জ্ঞানবান্, জ্ঞানময় হইয়া থাকে, অন্যথা জীবে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবে না। আর পাতঞ্জল ভাষ্যানুসারে বিজ্ঞাতা পুরুষকে জীবাত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলে তখনও ইহাই বুঝিতে হয় যে, পরমাত্মা পুরুষের গুণেই তাহার (জীবাত্মা পুরুষের) বিজ্ঞাতৃত্ব জন্মিয়াছে। "বিজ্ঞাতা না থাকিলে কে জানে" একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরোহবল্লীতে জনক যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে এ বিষয় বলা হইয়াছে যে, এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মাযোগেই দর্শন করে, আঘ্রাণ করে ইত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরমাত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত থাকাতে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর কোন কিছু তাঁহার দর্শনাদির বিষয়ীভূত করেন না। এ বিষয় ভগবদ্বল্লীতে (২৭৯পৃঃ) ৪ পেরাগ্রাফে বিশেষ দ্রষ্টব্য। সেখানে "তজ্জলানিতি অর্থাৎ এই সমুদয় যাহা কিছু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তদ্‌যোগে অবস্থিত আছে এবং তদ্‌যোগেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে" ইত্যাদি।

৫। অথ হৈনং জারৎকারব আর্ত্তভাগঃ প্রপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রাহা ইতি অষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রাহা ইতি যে তেহষ্টৌ গ্রহাঃ কতমে তে।

প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোহপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতোহপানেন হি গন্ধং জিঘ্রতি।

বাগ্বৈ গ্রহঃ স নাম্নাতিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি।

জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি রসান্ বিজানাতি।

চক্ষুর্বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি।

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স শব্দেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ শ্রোত্রেণ হি শব্দাঞ্ছৃণোতি।

মনো বৈ গ্রহঃ স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি কামান্ কাময়তে।

হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কর্ম্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি।

ত্বগ্বৈ গ্রহঃ স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতস্ত্বচা হি স্পর্শান্ বেদয়ত ইত্যেতেহষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রাহাঃ। বৃ, ৫।২।১—৯।

অবিভাগাদ্বিভাগ উপতিষ্ঠতে সুতরাং বিভাগেনোপেক্ষণীয় ইতীন্দ্রিয়াণাং তদ্বিষয়াণাঞ্চ বারহিস্তু-ম্বেহপি কথং সম্বন্ধো ভবতি তৎ প্রদর্শ্যতে অথেতি। অথ পুনঃ এনং জনকসভাগতং যাজ্ঞবল্ক্যং জারৎকারবঃ জরৎকারুগোত্রঃ আর্ত্তভাগঃ ঋতভাগস্যাপত্যং পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্। হে যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সম্বোধ্য স উবাচ—কতি গ্রহাঃ কতি অতিগ্রাহাঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—অষ্টৌ গ্রহাঃ অষ্টৌ অতিগ্রাহাঃ ইতি। আর্ত্তভাগ উবাচ—যে তে অষ্টৌ গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রাহাঃ কতমে তে ইতি।

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—প্রাণঃ ঘ্রাণং বৈ গ্রহঃ—গৃহ্লাতি গন্ধাদীনিতি গ্রহঃ। স গ্রহঃ অপানেন নাসা-বিবরং বিশতা শ্বাসেন অতিগ্রাহেণ—অতিক্রম্য গ্রাহয়ত্যাত্মানম্ অতিগ্রাহঃ তেন; কিমতিক্রম্য? বিষয়েন্দ্রিয়য়োরন্তরা ব্যবধানম্—গৃহীতঃ আয়ত্তীকৃতঃ। কথং জ্ঞায়তে তেনায়ত্তীকৃত ইতি?—হি যস্মাৎ স প্রাণঃ ঘ্রাণং গন্ধান্ জিঘ্রতি। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ঞ্চ পুষ্পাদিনিষ্ঠঃ গন্ধশ্চ উভৌ ব্যবহিতৌ তিষ্ঠতঃ, বায়ুনা গন্ধবাহিনা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ায়ত্তীকরণেন তিরোধাপিতং তদ্ব্যবধানম্।

বাক্ বাগিন্দ্রিয়ং বৈ গ্রহঃ। স গ্রহঃ নাম্না অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ। কথং জ্ঞায়তে তেনায়ত্তীকৃতইতি? হি যস্মাৎ বাচা নামানি অভিবদতি বস্তুনিষ্ঠং হি নাম, তস্মাদ্বাগিন্দ্রিয়াৎ তস্য ব্যবধানম্। ব্যবহারত-স্তন্নাম বাগিন্দ্রিয়ং স্বায়ত্তীকরোতি, সুতরাং ততস্তস্যাভিব্যক্তিঃ।

জিহ্বা রসনেন্দ্রিয়ং বৈ গ্রহঃ। স গ্রহঃ রসেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ। কথং জ্ঞায়তে তেনায়ত্তীকৃত ইতি? হি যস্মাৎ জিহ্বয়া রসান্ বিজানাতি। অত্র বস্তুনিষ্ঠরসঃ রসরূপয়া লালয়া বিদ্রাবিতঃ রসনাং সংস্পৃশ্যাত্মানং গ্রাহয়তি।

চক্ষুঃ বৈ গ্রহঃ। স গ্রহঃ রূপেণ অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ। কথং জ্ঞায়তে তেনায়ত্তীকৃত ইতি? হি যস্মাৎ চক্ষুষা রূপাণি পশ্যতি। রূপং হি লোহিতকৃষ্ণাদিবর্ণঘটিতম্ (১২।২)। তৎ পুনর্দর্শনার্থ-মাদিত্যনিষ্ঠং (১১।২১; ১২।৮)। সুতরামত্র সূর্য্যরশ্মিনা তিরোধাপিতং ব্যবধানমিতি বিজ্ঞেয়ম্। রূপশব্দেনৈবৈতৎ তত্ত্বং বেদান্তবিদো বুদ্ধিস্থং ভবতীতি নেদং স্পষ্টমুক্তম্।

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ। স গ্রহঃ শব্দেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ। কথং জ্ঞায়তএতৎ? হি যস্মাৎ শ্রোত্রেণ শব্দান্ শৃণোতি। বস্তুসমুত্থিতধ্বনিরেব শব্দঃ (১২।৪) সুতরাং ব্যবহিতঃ। স চ তত্তদাতাকাশাদেবোৎপদ্যতে; "আকাশাদ্বায়ুঃ" (৮।৪) ইতি তদুৎপন্নেন বায়ুনা স শ্রোত্রসকাশং নীয়তে। উৎপন্নস্ত শব্দস্ত শ্রোত্রস্পর্শপ্রযোক্তো ন পুনর্ব্যবধানাপনোদনক্রমঃ।

মনো বৈ গ্রহঃ। স গ্রহঃ কামেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ কথং জ্ঞায়তএতৎ? হি যস্মাৎ মনসা কামান্ কাময়তে। কামো যদ্যপ্যাত্মনিষ্ঠস্তথাপি বস্তুনিষ্ঠরূপাদিভিরন্তোযোধস্তৈর্ব্যবধানঞ্চ।

হস্তৌ বৈ গ্রহঃ। স গ্রহঃ কর্ম্মণা অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ। কথং জ্ঞায়তে? হি যস্মাৎ হস্তাভ্যাং কর্ম্ম করোতি হস্তয়োশ্চ কর্ম্মণশ্চ ক্রিয়াব্যাপ্যবিষয়জাতেন ব্যবধানম্।

ত্বক্ বৈ গ্রহঃ। স গ্রহঃ স্পর্শেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ। কথং জ্ঞায়তে? হি কস্মাৎ ত্বচা স্পর্শান্ বেদয়তে। বস্তুনিষ্ঠশৈত্যাদি ব্যবহিতমেব। ইতি এতে অষ্টৌ গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রাহাঃ।

এক্ষণে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করিতে না পারিলেও ইন্দ্রিয়াদি যোগে তাহার যে স্বাতন্ত্র্য ঘটে তাহাও যে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না, তাহাই বলিতেছেন।

অনন্তর জরৎকারুগোত্রজাত ঋতভাগের পুত্র, জনকরাজসভাগত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবন্, গ্রহ এবং অতিগ্রাহ কয়টী? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অষ্ট গ্রহ এবং অষ্ট অতিগ্রাহ। আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসিলেন, অষ্ট গ্রহ এবং অষ্ট অতিগ্রাহ কি কি?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধাদি গ্রহণ করে বলিয়া গ্রহ, আর অপান দ্বারা অর্থাৎ নাসাবিবরপ্রবিষ্ট শ্বাসবায়ু দ্বারা সেই ঘ্রাণ গ্রহণ করা যায় বলিয়া ঐ অপান বায়ু অতিগ্রাহ। নাসারন্ধ্র ও পুষ্পাদির গন্ধ পরস্পর দূরে স্থিত সত্ত্বেও বায়ু দ্বারা সমানীত পুষ্পগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গোচর হইল।

বাগিন্দ্রিয় গ্রহ। সেই বাগিন্দ্রিয় নাম সংজ্ঞারূপ অতিগ্রাহ দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকে অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর নাম নির্দ্দেশ হওয়াতে বস্তুজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

জিহ্বা গ্রহ এবং রস অতিগ্রাহ। জিহ্বাগ্রে বস্তু রাখিলে জিহ্বা হইতে রস অর্থাৎ লালা নির্গত হইয়া বস্তু দ্রব হয় ও তখন তাহার স্পর্শ মাত্র আস্বাদন জ্ঞান জন্মে।

চক্ষু গ্রহ আর রূপ অতিগ্রাহ। চক্ষু রূপের দ্বারা অর্থাৎ বস্তুর সূর্য্যরশ্মিবিঘটিত লোহিতকৃষ্ণাদি বর্ণ দ্বারা তাহাদের ব্যবধান দূর হইলে দর্শনজ্ঞান জন্মে।

শ্রোত্র গ্রহ এবং শব্দ অতিগ্রাহ। দূরে শব্দ হয়। সেই শব্দ আকাশ-পথে বায়ুকর্তৃক আনীত হইয়া শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে শব্দজ্ঞান জন্মে।

মন গ্রহ আর কাম অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা অতিগ্রাহ। মনের দ্বারাই কাম্যবস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। যদিও কামনা মনের মধ্যেই জন্মিয়া থাকে, তথাপি বস্তুনিষ্ঠ রূপ দ্বারাই তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

হস্ত গ্রহ এবং কর্ম্ম অতিগ্রাহ। হস্ত দ্বারাই কর্ম্ম করা যায়। সুতরাং হস্তদ্বয় ও কর্ম্ম ইহাদের ব্যবধান নাই।

ত্বক্ গ্রহ এবং স্পর্শ অতিগ্রাহ। স্পর্শ দ্বারাই ত্বক্ বস্তুর শৈত্য, উষ্ণত্বাদি অনুভব করে। এই আটটী গ্রহ ও আটটী অতিগ্রাহ জানিবে।

ভাব—পরমাত্মার সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও যে এই জীবাত্মাই ইন্দ্রিয়যোগে আঘ্রাণ লয়, কথা বলে, আস্বাদন করে, দর্শন করে, শ্রবণ করে, চিন্তা করে, কর্ম্ম করে, স্পর্শ করে ইহাই এস্থলে প্রদর্শন করা হইয়াছে।

৬। অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদꣳ সর্ব্বমপ্স্বোতঞ্চ প্রোতঞ্চ কস্মিন্নু খল্বাপ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি গন্ধর্ব্ব-লোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু গন্ধর্ব্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যা-দিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতা-শ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতা-শ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতা-শ্চেতি প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্দ্ধা ব্যাপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাতিপ্রাক্ষীরিতি ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপররাম। বৃ, ৫। ৬। ১।

বেদান্তসিদ্ধলোকতত্ত্বং বিবৃণোতি অথেতি। অথ পুনঃ এনং জনকসভাগতং যাজ্ঞবল্ক্যং বাচক্নবী বচক্নোর্দুহিতা গার্গী পপ্রচ্ছ পৃষ্টবতী। যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সম্বোধ্য সা উবাচ—যৎ যদি ইদং সর্ব্বম্ অপ্সু—সূক্ষ্মবাষ্পাকারেণাবস্থিতাসু—ওতং চ প্রোতং চ, কস্মিন্ নু খলু আপঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—হে গার্গি, বায়ৌ। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু বায়ুঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, অন্তরিক্ষলোকেষু ইতি। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু অন্তরিক্ষলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি গন্ধর্ব্বলোকেষু ইতি। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু গন্ধর্ব্বলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, আদিত্যলোকেষু ইতি। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু আদিত্যলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, চন্দ্রলোকেষু ইতি—তদালোকেনালোকিতা বহবশ্চন্দ্রমসস্তং পরিবেষ্টা ভ্রমন্তীতি তথোক্তম্। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু চন্দ্রলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, নক্ষত্রলোকেষু। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু নক্ষত্রলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, দেবলোকেষু ইতি। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু দেবলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ইন্দ্রলোকেষু ইতি। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু ইন্দ্রলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, প্রজাপতিলোকেষু ইতি। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু প্রজাপতিলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, ব্রহ্মলোকেষু ইতি—লোকলোকান্তরব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বান্ লোকানাত্মন্তর্ভু'য় বিদ্যমানত্বাৎ বহুবচনম্। গার্গী—কস্মিন্ নু খলু ব্রহ্মলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি। স যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—হে গার্গি, মা অতিপ্রাক্ষীঃ ন্যায়াগমসিদ্ধান্তমতিক্রম্য মা প্রশ্নং কার্ষীঃ। মা তে তব মূর্দ্ধা শিরঃ ব্যপপ্তৎ যথা ন পতেৎ। অনতিপ্রশ্ন্যাং—ন্যায়াগমমতিক্রম্য যঃ প্রশ্নঃ সোঽতিপ্রশ্নঃ, ন অতিপ্রশ্নমর্হতীতি অনতিপ্রশ্ন্যা তাং দেবতাং পরাত্মদেবতাং ব্রহ্মলোকাধিষ্ঠাত্রীং ব্রহ্মলোকস্বরূপাং চ অতিপৃচ্ছসি, মা গার্গি, অতিপ্রাক্ষীঃ ইতি। ততঃ তদনন্তরং বাচক্নবী গার্গী উপররাম নিবৃত্তা বভূব।

এক্ষণে বেদান্তসিদ্ধ লোকতত্ত্বের বর্ণনা করা হইতেছে।

অনন্তর জনকসভাগত যাজ্ঞবল্ক্যকে বচক্নুদুহিতা গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যদি ইহাই সত্য হইল যে, জগৎ প্রপঞ্চ সূক্ষ্ম বাষ্পাকারবিশিষ্ট জলে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে; তবে বাষ্পাকারবিশিষ্ট জল কোথায় ওতপ্রোত অবস্থিত? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, হে গার্গি! ঐ জল বায়ুতে অবস্থিত আছে। গার্গী বলিলেন, ভগবন্! বায়ু কোন্ বস্তুর উপর ওতপ্রোত অবস্থিত আছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! বায়ু অন্তরীক্ষ লোকের উপরে আছে। গার্গী বলিলেন, অন্তরীক্ষ লোক কাহার উপর ওতপ্রোত অবস্থিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অন্তরীক্ষ লোক গন্ধর্ব্বলোকে অবস্থিত। গার্গী—গন্ধর্ব্বলোক কোথায় ওতপ্রোত অবস্থিত? যাজ্ঞবল্ক্য—আদিত্য লোকে। গার্গী—আদিত্যলোক কোথায় অবস্থিত? যাজ্ঞবল্ক্য—চন্দ্রলোকে। গার্গী—চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত অবস্থিত? যাজ্ঞবল্ক্য—নক্ষত্রলোকে।

গার্গী—নক্ষত্রলোক কাহার উপর ওতপ্রোত স্থিতি করে? যাজ্ঞবল্ক্য—দেবলোকে। গার্গী—দেবলোক কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে? যাজ্ঞবল্ক্য—ইন্দ্রলোকে। গার্গী—ইন্দ্রলোক কাহার উপর ওতপ্রোত? যাজ্ঞবল্ক্য—প্রজাপতিলোকে। গার্গী—প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে? যাজ্ঞবল্ক্য—ব্রহ্মলোকে। গার্গী—ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত স্থিতি করে? যাজ্ঞবল্ক্য—হে গার্গি! ন্যায়ানুগত সিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন করিও না, যেন তোমার মস্তক পতিত না হয়। ব্রহ্মলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনতিপ্রশ্ন্যা, অর্থাৎ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও প্রশ্ন হইতে পারে না। তাঁহার সম্বন্ধে ন্যায়ানুগতসিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়া কোন প্রশ্ন করিও না। তখন বচক্নুদুহিতা গার্গী বিরত হইলেন।

ভাব—এই অধ্যায়ে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই যাবতীয় লোক (সৃষ্টি) নিগূঢ় সূত্রে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে এবং সমুদায় সূত্রের মূলসূত্র পরব্রহ্ম, নিত্য, সনাতন স্বয়ম্ভু ও অনাদি। তিনি দুর্জ্ঞেয় এবং বাগাদির অবিষয়। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার মানুষের নাই। এজন্য তাঁহাকে অনতিপ্রশ্ন্যা দেবতা বলা হইয়াছে।

৭। অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তোহহন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্‌-ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি পৃচ্ছ গার্গীতি।

সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহোবোগ্র-পুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপতিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বাং দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতি পৃচ্ছ গার্গীতি।

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি।

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা-

পৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি।

সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোঽপরস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি।

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদো-তঞ্চ প্রোতঞ্চেতি।

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা-পৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদো-তঞ্চ প্রোতঞ্চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।

স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি ইত্যাদি (৪। ৮৪)। বৃ, ৫। ৮। ১—৭।

লোকবিষয়কপ্রশ্নখ্যাপনানন্তরং তত্র যন্মূলং তত্ত্বং তদেব বিবৃণোতি অথ হেতি। অথ পুনঃ বাচক্নবী গার্গী উবাচ সভাগতান্ ব্রাহ্মণান্ সম্বোধ্য—হে ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ, হন্ত—বাক্যারম্ভে—অহম্ ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং দ্বৌ প্রশ্নৌ পৃচ্ছামি, মে মম তৌ প্রশ্নৌ বক্ষ্যতি চেৎ, ন বৈ জাতু যুষ্মাকং কশ্চিৎ ব্রহ্মোদ্যং ব্রহ্মবদনং প্রতি ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং জেতা—লুট্—ইতি। ব্রাহ্মণা উচুঃ—হে গার্গি, পৃচ্ছ।

সা গার্গী পুনঃ উবাচ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যথা কাশ্যঃ—কাশীষু ভবঃ—বা, বৈদেহঃ—বিদেহানাং রাজা বা উগ্রপুত্রঃ শূরান্বয়ঃ উজ্জ্যম্ অবতারিতজ্যাকং ধনুঃ অধিজ্যম্ আরোপিতজ্যাকং কৃত্বা সপত্নাতি-ব্যাধিনৌ শত্রুপীড়াকরৌ বাণবন্তৌ তীক্ষ্ণফলকযুক্তৌ শরৌ হস্তে কৃত্বা উপতিষ্ঠেৎ সমাগতঃ আত্মানং দর্শয়েৎ, এবম্ এব অহং ত্বাং দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যাম্ উপোদস্থাং সমীপতঃ উত্থিতবতী অস্মি। তৌ প্রশ্নৌ মে মম ব্রূহি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, পৃচ্ছ ইতি।

সা গার্গী পুনঃ উবাচ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ দিবঃ ঊর্দ্ধম্ উপরি, যৎ পৃথিব্যাঃ অর্ব্বাক্ অধঃ, যৎ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা মধ্যে, যৎ ভূতম্ অতীতং চ, ভবৎ বর্ত্তমানং চ, ভবিষ্যৎ চ ইতি আচক্ষতে কথয়ন্তি, তৎ কস্মিন্ চ ওতং চ প্রোতং চ ইতি।

স যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—হে গার্গি, যৎ দিবঃ ঊর্দ্ধং, যৎ পৃথিব্যাঃ অর্ব্বাক্, যৎ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা, যৎ ভূতং চ ভবৎ চ ভবিষ্যৎ চ আচক্ষতে, আকাশে তৎ ওতং চ প্রোতং চ ইতি।

সা গার্গী উবাচ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ ত্বং মে মম এতং প্রশ্নং ব্যবচঃ উক্তবান্ অসি, তে তুভ্যং নমঃ অস্তু। অপরস্মৈ প্রশ্নায় ধারয়স্ব আত্মানং দৃঢ়ীকুরু। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, পৃচ্ছ ইতি।

সা গার্গী পুনঃ উবাচ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ দিবঃ ঊর্দ্ধং, যৎ পৃথিব্যা অর্ব্বাক্, যৎ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা, যৎ ভূতং চ, ভবৎ চ, ভবিষ্যৎ চ ইত্যাদি প্রশ্নং পুনরুল্লিখ্য—

স হোবাচ যদূর্দ্ধং, গার্গি, দিব ইতি প্রশ্নোত্তরং দৃঢ়ীকৃত্য সা পপ্রচ্ছ—কস্মিন্ নু খলু আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ইতি।

স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ইত্যাদ্যাঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতাঃ (৪ । ১৪)।

লোকবিষয়ক প্রশ্ন কীর্ত্তন করিয়া তাহার মূলতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন।

বচক্নুদুহিতা গার্গী—জনকসভাগত ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—হে সভাস্থ মাননীয় ব্রাহ্মণগণ! আমি এই যাজ্ঞবল্ক্যকে দুটী প্রশ্ন করিতেছি; তিনি তাহার উত্তর দিতে পারিলে আপনাদের মধ্যে কেহ এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের উপর জেতা হইবেন না।" পণ্ডিত-মণ্ডলী বলিলেন, হে গার্গি! প্রশ্ন কর।

তখন গার্গী পুনরায় বলিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যেরূপ কাশীরাজ বা বিদেহরাজ বা কোন বীরতনয় শত্রুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জ্যামুক্ত ধনুতে জ্যা আরোপ পূর্ব্বক শত্রুপীড়াজনক সুতীক্ষ্ণ ফলকযুক্ত শরদ্বয় হস্তে তুলিয়া শত্রুর প্রতি আপনাকে প্রদর্শন করে, তদ্রূপ আমি এই প্রশ্নদ্বয় লইয়া আপনার সমীপে সমুপস্থিতা আছি। প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর আপনি বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে গার্গি! প্রশ্নদ্বয় বল।

গার্গী বলিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য! বুঝিলাম ঊর্দ্ধে দ্যুলোক (স্বর্গ) অধোভাগে ভূলোক; দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আছে বলা হইয়া থাকে। (প্রশ্ন এই) এই দ্যুলোক ভূলোক এবং ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লোক কাহার উপর ওতপ্রোত ভাবে স্থিতি করে?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—হে গার্গি! ঊর্দ্ধে দ্যুলোক ও অধোভাগে ভূলোক, ইহার মধ্যে তুমি যে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যল্লোক আছে শুনিয়াছ, এ সকলই আকাশে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে।

তখন গার্গী বলিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য! আপনি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার করি। স্থিরভাবে মন দৃঢ় করিয়া অপর প্রশ্ন অবধান করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে গার্গি বল।

(গার্গী প্রথম প্রশ্নেরই পুনরুল্লেখ করিয়া বলিলেন)—হে যাজ্ঞবল্ক্য! ঊর্দ্ধস্থ দ্যুলোক অধোভাগস্থ ভূলোক, এই দ্যুলোক ভূলোকের মধ্যভাগে অবস্থিত ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যলোক তৎতাবৎ যাহার উপরে ওত-প্রোত স্থিতি করিতেছে (ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া বলিলেন) তত্ত্বে আকাশ কাহার উপর আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—হে গার্গি! ঊর্দ্ধে যে দ্যুলোক, অধোভাগে যে ভূলোক এবং দ্যুলোক ভূলোকের মধ্যে অবস্থিত ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য লোক, এ সমুদয়ই আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে বলা হইয়াছে; তুমি প্রশ্ন করিতেছ এই আকাশ কোথায় ওতপ্রোত অবস্থিত?

হে গার্গি, সেই অবিনাশী পুরুষকে অবলম্বন করিয়া এই আকাশ ও লোকসকল আছে, যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা অভিবাদন করেন এবং যিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন ইত্যাদি পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—(২০৭পৃষ্ঠায় গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে ইহা দ্রষ্টব্য)।

ভাব—এই অধ্যায়ে সর্ব্বলোকের মূল ও অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইবার জন্য প্রশ্ন হইতেছে। উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা (যাহা পূর্ব্বে ২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) করিতেছেন।

৮। পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণংস বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ।

কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণংস বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ।

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বাস্যাত্মনঃ পরায়ণংস বৈ বেদিতা স্যাদ্যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি সত্যমিতি হোবাচ।

আকাশএব যস্যায়তনং শ্রোত্রং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ

তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণণ্ড্ স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষণ্ড্ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ণ্ড্ শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি দিশ ইতি হোবাচ।

তমএব যস্যায়তনণ্ড্ হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণণ্ড্ স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষণ্ড্ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এব বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি মৃত্যুরিতি হোবাচ।

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণণ্ড্ স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষণ্ড্ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়-মাদর্শে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যসুরিতি হোবাচ।

আপএব যস্যায়তনণ্ড্ হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণণ্ড্ স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষণ্ড্ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মপ্সু পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি বরুণ ইতি হোবাচ।

রেতএব যস্যায়তনণ্ড্ হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণণ্ড্ স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞ-বল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষণ্ড্ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি প্রজাপতি-রিতি হোবাচ।

শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্ত্বাণ্ড্স্বিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়-ণমক্রতা ইতি৩।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যো যদিদং কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্ম-

ণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্মবিদ্বানিতি দিশো বেদ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি যা দিশো বেত্থ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ।

কিংদেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষীতি কস্মিন্নু চক্ষুঃ প্রতিতিষ্ঠিতমিতি রূপেম্বিতি চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি কস্মিন্নু রূপাণি প্রতিতিষ্ঠিতানীতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

কিংদেবতোঽস্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি যমদেবত ইতি স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি যজ্ঞ ইতি কস্মিন্নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি দক্ষিণায়ামিতি কস্মিন্নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি শ্রদ্ধায়ামিতি যদাহ্যেব শ্রদ্ধত্তেঽথ দক্ষিণাং দদাতি শ্রদ্ধায়াংহ্যেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

কিংদেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীতি বরুণদেবত ইতি স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপস্বিতি কস্মিন্নাপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি রেতসীতি কস্মিন্নু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি তস্মাদপি প্রতিরূপং জাতমাহুর্হৃদয়াদিব স্বপ্তো হৃদয়াদিব নির্ম্মিত ইতি হৃদয়ে হ্যেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

কিংদেবতোঽস্যামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোমদেবত ইতি স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি দীক্ষায়ামিতি কস্মিন্নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি সত্য ইতি তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ সত্যং বদেতি সত্যে হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

কিংদেবতোঽস্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি সোঽগ্নিঃ

কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বাচীতি কস্মিন্নু বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি কস্মিন্নু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি।

অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মন্মন্যাসৈ যদ্ধ্যে-তদন্যত্রাস্মৎ স্যাচ্ছ্বানো বৈনদদ্যুর্বয়াংসি বৈনদ্বিমথ্নীরন্নিতি।

কস্মিন্নু ত্বং চাত্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি প্রাণ ইতি কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি কস্মিন্ন্বপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যান ইতি কস্মিন্নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি কস্মিন্নুদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি সমানইতি স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্জতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি।

এতান্যষ্টাবায়তনান্যষ্টৌ লোকা অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ স যস্তান্ পুরুষান্নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামত্তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি তঞ্চেন্মে ন বিবক্ষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। তংহ ন মেনে শাকল্যস্তস্য হ মূর্দ্ধা বিপপাতাপি হাস্য পরিমোষিণোঽস্থীন্যপজহ্রুর-ন্যন্মন্যমানাঃ।

অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু সর্ব্বে বা মা পৃচ্ছত যো বঃ কাময়তে তং বঃ পৃচ্ছামি সর্ব্বান্ বা বঃ পৃচ্ছামীতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ।

তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ—

যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা।
তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ॥
ত্বচএবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।
তস্মাত্তদাতৃণ্ণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ॥
মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটংস্নাব তৎ স্থিরম্।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা॥
যদ্বৃক্ষো বৃক্ণোরোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি॥

রেতস ইতি মা বোচত জীবতস্তৎ প্রজায়তে।
ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ ॥
যৎ সমূলমাবৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনরাভবেৎ।
মর্ত্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥
জাত এব ন জায়তে কোন্বেবং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্।
তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি। বৃ, ৫। ৯। ১০—১৮।

দেবতানির্ব্বচনানন্তরং (৯। ১১) প্রাগস্য পরোক্ষব্রহ্মণোঽষ্টধা ভেদমুপদিশ্য বিশেষেণাস্ততত্ত্বং বিবরিতুং পুনরেব শাকল্যঃ প্রশ্নমুখাপয়তি পৃথিবীতি। যস্য পুরুষস্য পৃথিবী এব আয়তনম্ আশ্রয়ঃ শরীরম্, অগ্নিঃ লোকঃ—লোকয়ত্যনেনেতি—দর্শনং প্রকাশসাধর্ম্ম্যাৎ ; মনঃ জ্যোতিঃ সর্ব্ববস্তুবোধকত্বাৎ ; তং পুরুষং যো বৈ বিদ্যাৎ জানীয়াৎ, স বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ আধ্যাত্মিকস্য কার্য্যকারণসংঘাতস্য পরমম্ অয়নম্ আশ্রয়ং—কর্ম্ম (পা. ২। ৩। ৬৯)—বেদিতা স্যাৎ। হে যাজ্ঞবল্ক্য, তং সর্ব্বাত্মনঃ পরায়ণং পুরুষম্ অহম্ বেদ বৈ, য ত্বম্ আত্থ কথয়সি। যাজ্ঞবল্ক্যস্তন্মনোগতং ভাবং বিজ্ঞায়াহ—যঃ এবায়ং শারীর পুরুষঃ—শরীরে ভবঃ মাতৃশোণিতজত্বঙ্মাংসরুধিরাখ্যঃ—স এষঃ। হে শাকল্য, বদ এব—কিমত্র বিশেষং পৃচ্ছনীয়ং তে তৎ বদ। শাকল্যঃ—কা তস্য শরীরস্য দেবতা? যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—অমৃতম্ অন্নরসঃ ইতি। "যো ভুক্তস্যান্নস্য রসো মাতৃজস্য লোহিতস্য নিষ্পত্তের্হেতুস্তস্মাদ্ধ্যন্নরসাল্লোহিতং নিষ্পদ্যতে স্ত্রিয়াশ্রিতং ততশ্চ লোহিতময়ং শরীরং বীজাশ্রয়ম্" ইতি ভাষ্যকারঃ।

কামঃ স্ত্রীব্যতিকরাভিলাষঃ যস্য আয়তনং শরীরং, হৃদয়ং লোকঃ—দর্শনং জ্ঞানসাধনত্বাৎ, মনঃ জ্যোতিঃ তং পুরুষং যো বৈ বিদ্যাৎ, সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং স বেদিতা স্যাৎ, হে যাজ্ঞবল্ক্য, তং সর্ব্বস্যায়তনং পুরুষম্ অহং বেদ বৈ, যং ত্বম্ আত্থ। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—যঃ এব অয়ং কামময়ঃ পুরুষঃ স এষঃ। হে শাকল্য, বদ এব। শাকল্যঃ—তস্য কা দেবতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—স্ত্রিয়ঃ ইতি।—স্ত্রীতো হি কামস্য দীপ্তির্জায়তে।

রূপাণি এব যস্য আয়তনং, চক্ষুঃ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি। য এব অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ, স এষ—সর্ব্বেষাং রূপাণাং প্রকাশকত্বাৎ রূপৈরারব্ধতনুঃ সঃ। হে শাকল্য বদ এব। শাকল্যঃ—কা তস্য দেবতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—সত্যম্ ইতি সত্যং চক্ষুঃ, ততস্তদুৎপত্তিশ্রবণাৎ।

আকাশঃ এব যস্য আয়তনং, শ্রোত্রং লোকঃ, মনো জ্যোতিঃ ইত্যাদি যঃ এব অয়ং শ্রৌত্রঃ শ্রোত্রে ভবঃ,—প্রাতিশ্রুৎকঃ—প্রতিশ্রবণং প্রতিবিষয়শ্রবণং তস্মিন্ বেলায়াং বিশেষেণাধিষ্ঠিতঃ—পুরুষঃ স এষঃ—হে শাকল্য, বদ এব। শাকল্যঃ—তস্য কা দেবতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—দিশ ইতি। তাভ্যো নিষ্পত্তেঃ।

তমঃ অন্ধকারঃ এব যস্য আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি। যঃ এব অয়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এষঃ। হে শাকল্য, বদ এব। শাকল্যঃ—তস্য কা দেবতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—মৃত্যুঃ ইতি—অশনায়য়া পরিলক্ষিতো হিরণ্যগর্ভঃ (৮। ১০)।

রূপাণি এব যস্য আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি। যঃ এব অয়ম্ আদর্শে

খড়্গাদৌ পুরুষঃ প্রতিবিম্বাখ্যঃ স এষঃ। হে শাকল্য, বদ এব। শাকল্যঃ—তস্য কা দেবতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—অসুঃ প্রাণ ইতি।—প্রাণাৎ রূপস্য নিষ্পত্তেঃ।

আপঃ এব যস্য আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি। যঃ এব অয়ম্ অপ্সু পুরুষঃ স এষঃ। হে শাকল্য, বদ এব। শাকল্যঃ—তস্য কা দেবতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ—বরুণঃ ইতি।

রেতঃ এব যস্য আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি। যঃ এব অয়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষঃ। হে শাকল্য, বদ এব। শাকল্যঃ—তস্য কা দেবতা ইতি? যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—প্রজাপতিঃ। "প্রজাপতিঃ পিতোচ্যতে, পিতৃতোহি পুত্রস্যোৎপত্তিঃ" ইতি ভাষ্যকারঃ। "অস্থিমজ্জাশুক্রাণি পিতুর্জাতানি" ইতি বৈদ্যকমাশ্রিত্য ভেনোক্তমিদম্।

শাকল্য ইতি সম্বোধ্য পুনঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ—ইমে ব্রাহ্মণাঃ সভাগতাঃ ত্বাং—স্বিৎ-বিতর্কে—অঙ্গারাবক্ষয়ণম্—অঙ্গারা অবক্ষিয়ন্তে স্থাপ্যন্তে যস্মিন্ কটাহাদৌ তৎ—অঙ্গারাণামাশ্রয়ম্ অক্রত কৃতবন্তঃ। জ্বলদঙ্গারসদৃশোঽহম্. ময়া বাদে নিয়োজ্য ত্বাং মরণোন্মুখং কৃতবন্তস্তে ইতি ভাবঃ।

শাকল্যঃ হে যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সম্বোধ্য পুনঃ উবাচ—যৎ ইদং কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণান্ অত্যবাদীঃ অতিক্রম্য উক্তবান্ অসি, কিং ত্বং ব্রহ্মবিদ্বান্ ইতি? যাজ্ঞবল্ক্য আত্মব্রহ্মবিত্বং জ্ঞাপয়িতুমাহ—সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেদ জানে ইতি। শাকল্যঃ—যৎ যদি সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেত্থ জানাসি—

প্রাচ্যাং দিশি কিংদেবতঃ—কা দেবতা অস্য তব—ত্বম্ অসি ইতি—আত্মপ্রতিষ্ঠত্বাদ্দেবতায়াস্তথা প্রশ্ন উত্তরঞ্চ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—আদিত্যদেবতঃ অস্মি। শাকল্যঃ—স আদিত্যঃ—আত্মপ্রতিষ্ঠিতঃ—কস্মিন্ প্রতিতিষ্ঠতে ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—চক্ষুষি ইতি। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—রূপেষু ইতি। কথম্? হি যস্মাৎ চক্ষুষা রূপাণি পশ্যতি। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—হৃদয়ে ইতি। কথম্? হি যস্মাৎ হৃদয়েন রূপাণি জানাতি হৃদয়ে এব হি রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি ইতি। রূপারব্ধতনোরাদিত্যস্য রশ্মিশ্চক্ষুষা গৃহীতঃ হৃদয়েন বিশেষবিশেষ্যাকারেণ ভিদ্যমানস্তত্রৈব রূপত্বেন প্রতিতিষ্ঠতি, তত্ত্বমেতদুক্তমত্র। শাকল্যঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এবম্ এতৎ।

শাকল্যঃ—অস্যাং দক্ষিণস্যাং দিশি কিংদেবতঃ অসি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যমদেবতঃ অস্মি ইতি। শাকল্যঃ—স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যজ্ঞে ইতি যজ্ঞানুসারিশাস্তৃত্বাৎ তস্য। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—দক্ষিণায়াম্ ইতি।—দক্ষিণয়া যজ্ঞস্য সিদ্ধত্বাৎ। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—শ্রদ্ধায়াম্ ইতি—শ্রদ্ধয়া তস্য সফলত্বাৎ। তদেব স্পষ্টং কথয়তি—যদা হি এব শ্রদ্ধত্তে তদা দক্ষিণাং দদাতি, শ্রদ্ধায়াং হি দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতা ইতি। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—হৃদয়ে ইতি। কথম্? হি যস্মাৎ হৃদয়েন শ্রদ্ধা জানাতি—তদ্বৃত্তিত্বাৎ, হৃদয়ে এব হি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ইতি। শাকল্যঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এবম্ এব এতৎ।

শাকল্যঃ—অস্যাং প্রতীচ্যাং দিশি কিংদেবতঃ অসি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—বরুণদেবতঃ অস্মি ইতি। শাকল্যঃ—স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অপ্সু ইতি। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু আপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—রেতসি ইতি। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—হৃদয়ে ইতি—অন্যত্রাপ্যাধুনিকৈর্মুর্দ্ধন্যস্য স্থানং নির্ণীতং তথাপি হর্ষাধিক্যাদস্যোপচয়দর্শনাৎ হৃদয়প্রতিষ্ঠত্বমস্য বক্তুং সুকরম্। শারীরস্থানে পুনরস্য সর্ব্বদেহগত্বং

তদ্বথা—"যথা পয়সি সর্পিস্তু গূঢ়শ্চেক্ষুরসো যথা। এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্" ইতি, সুতরামস্য হৃদয়প্রতিষ্ঠত্বং হর্ষোপচয়ত্বাদেব। কথং হৃদয়েঽস্য প্রতিষ্ঠোক্তা তৎকারণং স্বয়ং শ্রুতির্বক্তি—তস্মাৎ হৃদয়াধিষ্ঠানকারণাৎ প্রতিরূপং জাতং পুত্রং জনা আহুঃ—হৃদয়াৎ ইব সৃপ্তঃ নিঃসৃতঃ হৃদয়াৎ ইব নির্ম্মিতঃ, হি অতএব হৃদয়ে এব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি ইতি। শাকল্যঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইদম্ এবম্ এব।

শাকল্যঃ—অস্যাম্ উদীচ্যাং দিশি কিংদেবতঃ অসি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—সোমদেবতঃ অস্মি ইতি। শাকল্যঃ—স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—দীক্ষায়াম্ ইতি। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—তৎ কারণং দর্শয়তি—তস্মাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠত্বকারণাৎ দীক্ষিতম্ আহুঃ ঋত্বিজঃ সত্যং বদ ইতি, হি যস্মাৎ সত্যে এব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা ইতি। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি, যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুন উবাচ—হৃদয়ে ইতি। হি অতএব হৃদয়েন সত্যং জানাতি, হৃদয়ে এব হি সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি। শাকল্যঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য এবম্ এব এতৎ।

শাকল্যঃ—অস্যাং ধ্রুবায়াম্ ঊর্দ্ধ্বায়াং দিশি—"মেরোঃ সমন্ততো বসতামব্যভিচারাদূর্দ্ধ্বা দিগ্ ধ্রুবেত্যুচ্যতে"—কিংদেবতঃ অসি ত্বমিতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অগ্নিদেবতঃ অস্মি ইতি। শাকল্যঃ—স অগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। যাজ্ঞবল্কঃ—বাচি ইতি। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু বাক্ প্রতিষ্ঠিতা ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হৃদয়ে ইতি। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি ;—

যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ অহল্লিক ইতি শাকল্যং নামান্তরেণ সম্বোধ্য উবাচ—যত্র যস্মিন্ কালে এতৎ হৃদয়ম্ অস্মৎ অন্যত্র—অস্মত্তঃ দেশান্তরে—মন্যাসৈ মন্যসে—শোভতে তদৈব প্রশ্ন ইতি ভাবঃ। কথম্ ? হি যস্মাৎ যদি এতৎ হৃদয়ম্ অস্মৎ অন্যত্র স্যাৎ শ্বানঃ কুক্কুরাঃ বা এনৎ শরীরং অদ্যুঃ খাদেয়ুঃ, বয়াংসি বা গৃধ্রাদয়ঃ এনৎ বিমথ্নীরন্ বিলোড়েয়ুঃ বিকর্ষেরন্ ইতি। "শরীরস্যাপি নামরূপকর্ম্মাত্মকত্বাদ্ধৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতত্বম্" ইতি ভাষ্যকারঃ।

শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু ত্বং চ আত্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্থঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রাণে—প্রাণবৃত্তৌ—ইতি। শাকল্যঃ কস্মিন্ নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অপানে ইতি—'সাপি প্রাণবৃত্তিঃ প্রাণেব প্রেয়াদপানবৃত্ত্যা চেন্ন নিগৃহ্যতে।" শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু অপানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ব্যানে ইতি। 'সাপাপানবৃত্তিরধএব যায়াৎ প্রাণবৃত্তিঃ প্রাণেব, মধ্যস্থয়া চেদ্ব্যানবৃত্ত্যা ন নিগৃহ্যতে।" শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ—উদানে ইতি। "সর্ব্বাস্তিস্রোঽপি বৃত্তয় উদানে কীলস্থানীয়ে চেন্ন নিবদ্ধা বিষগ্ ভবেয়ুঃ"। শাকল্যঃ—কস্মিন্ নু উদানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—সমানে ইতি। 'হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিদেশতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥" ইতি স্মরণাৎ নাভের্মূলদেশত্বাৎ তত্রোদ্ভূতান্নরসত্বাৎ চ সর্ব্বাঃ প্রাণবৃত্তয়স্তস্মিন্ পোষণং লব্ধ্বা স্বস্বক্রিয়ান্যূনাধিক্যং চ পরিহায় সমত্বং ভজন্তে ; অতস্তদাশ্রয়ত্বং সর্ব্বাসাম্। প্রাণো হি মুখনাসাভ্যামন্তঃ প্রবেশয়তি ; অপানঃ শকৃন্মূত্রাদীন্যধঃ প্রেরয়তি ; ব্যানঃ সর্ব্বশরীরে রসং বাহয়তি, স্বেদশোণিতক্ চ প্রবর্ত্তয়তি, গত্যুৎক্ষেপণনিমেষোন্মেষণাদিচেষ্টাঃ সাধয়তি ; উদানো ভাষণগীতাদি নির্ব্বাহয়তি ; সমান আমাশয়পক্বাশয়চরোঽন্নং পচতি। এবং ক্রিয়াভেদাৎ তাসাং নামভেদঃ। "সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মা (৩।২৩)" ইত্যত্র যথা সর্ব্বাত্মত্বমুপদিষ্টং তথৈবাত্র ; ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রৈব।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—এতানি অষ্টৌ আয়তনানি "পৃথিব্যেব যস্যায়তনম্" ইত্যেবমাদীনি, অষ্টৌ লোকাঃ—অগ্নিলোকাদয়ঃ, অষ্টৌ দেবাঃ—"অমৃতমিতি হোবাচ" ইত্যেবমাদয়ঃ, অষ্টৌ পুরুষাঃ—"শারীরঃ পুরুষঃ"

ইত্যাদয়ঃ। স যঃ তান্ পৃথিব্যাদ্যায়তনসহিতান্ অষ্টৌ পুরুষান্ নিরুহ্য নিশ্চয়েন উহ্য সমস্যিত্বা—অষ্টচতুষ্কভেদেন লোকস্থিতিমুপপাদ্য—প্রত্যুহ্য—দিগাদিক্রমেণ আত্মনি তান্ উপসংহৃত্য—অত্যক্রামৎ হৃদয়াদ্যুপাধিধর্ম্মম্ অতিক্রান্তবান্; তম্ ঔপনিষদম্ উপনিষৎসম্যং পুরুষং পৃচ্ছামি। তং পুরুষং চেৎ মে মহ্যং ন বিবক্ষ্যসি বিস্পষ্টং ন কথয়িষ্যসি, তে তব মূর্দ্ধা বিপতিষ্যতি ইতি শাকল্যঃ তম্ উপনিষদং পুরুষং ন মেনে ন জ্ঞাতবান্। সুতরাম্ অভিশাপেন তস্য শাকল্যস্য পুনঃ মূর্দ্ধা বিপপাত, অপি পুনঃ—কিঞ্চ—অস্য অস্থীনি সংকারার্থং শিষ্যৈর্নীয়মানানি পরিমোষিণঃ তস্করাঃ অপজহ্রুঃ অপহৃতবন্তঃ। কথমস্থীন্যপহৃতবন্তস্তে ইতি তৎকারণং কথয়তি—অন্যৎ—স্বর্ণ অস্থীনি কিন্তর্হি ধনং—মন্যমানাঃ। ব্রহ্মবিদি বিনীতেন ভবিতব্যমিত্যাচারোল্লঙ্ঘনস্য ফলপ্রদর্শনায় মূর্দ্ধপতনাদ্যুক্তিঃ।

অথ অনন্তরং পুনঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ—হে ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ—যঃ বঃ যুষ্মাকং মধ্যে কাময়তে অভিলষতি মাং প্রষ্টুং স মা মাং পৃচ্ছতু, সর্ব্বে বা মা মাং সন্তুয় পৃচ্ছত। যঃ বঃ কাময়তে—যাজ্ঞবল্ক্যঃ পৃচ্ছতু ইতি—তং বঃ অহং পৃচ্ছামি, সর্ব্বান্ বা বঃ যুষ্মান্ মিলিতান্—অহং পৃচ্ছামি। তে পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ ম দধৃষুঃ ন প্রগল্ভাঃ বভূবুঃ।

তান ব্রাহ্মণান্ অপ্রগল্ভান্ এতৈঃ শ্লোকৈঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পপ্রচ্ছ—যথা বনস্পতিঃ মহান্ বৃক্ষঃ, তথা এব পুরুষঃ অমৃষা সত্যম্। তস্য পুরুষস্য যথা লোমানি, তথা বৃক্ষস্য পর্ণানি পত্রাণি; অস্য পুরুষস্য বহিঃ ত্বক্, বৃক্ষস্য উৎপাটিকা নীরসত্বক্। অস্য পুরুষস্য ত্বচঃ চর্ম্মণঃ রুধিরং প্রসন্দি—স্যন্দতে, বৃক্ষস্য ত্বচঃ উৎপটঃ নির্যাসঃ। আহতাৎ বৃক্ষাৎ রসঃ ইব, আতৃন্নাৎ আহতাৎ তস্মাৎ পুরুষাৎ তৎ শোণিতং প্রৈতি। অস্য পুরুষস্য মাংসানি, বৃক্ষস্য শকরাণি শকলানি আর্দ্রা ত্বক্। বৃক্ষস্য কিনাটং কাষ্ঠসংলগ্নং বল্কলং পুরুষস্য স্নাব—নান্তোহয়ং পুংসি অত্র ক্লীবে—স্নায়ুঃ। তৎ স্নাব কাষ্ঠসম বল্কলবৎ স্থিরং দৃঢম্। অন্তরতঃ স্নায়োরভ্যন্তরে পুরুষস্য অস্থীনি, বৃক্ষস্য দারূণি। পুরুষস্য মজ্জা বৃক্ষস্য মজ্জোপমা কৃতা তৎসাদৃশ্যাৎ। এবং সাদৃশ্যং প্রদর্শ্য বৈসাদৃশ্যং দর্শয়তি—যৎ যদি বৃক্ণঃ ছিন্নঃ বৃক্ষঃ নবতরঃ সন্ পুনঃ মূলাৎ রোহতি মর্ত্ত্যঃ মনুষ্যঃ স্বিৎ—বিতর্কে—মৃত্যুনা বৃক্ণঃ ছিন্নঃ, কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি—ইতি প্রশ্নঃ। রেতসঃ প্ররোহতি ইতি, হে ব্রাহ্মণাঃ, মা বোচত নৈবং বক্তুমর্হত। কথম্? তৎ রেতঃ জীবতঃ—ন মৃতাৎ—প্রজায়তে। বৃক্ষঃ পুনঃ ধানারুহঃ বীজরুহঃ—ইব—অনর্থকঃ। বৃক্ষঃ প্রেত্য মৃত্বা অঞ্জসা সাক্ষাৎসম্বন্ধেন সম্ভবঃ ভবেৎ ধানাতঃ, ন তথা পুরুষঃ। যৎ যদি বৃক্ষস্য আমূলং ধানাদিসহিতম্ আবৃহেয়ুঃ উৎপাটয়েয়ুঃ, ন পুনঃ আভবেৎ ন উৎপদ্যেত। মৃত্যুনা যদি মর্ত্ত্যঃ বৃক্ণঃ স্বিৎ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি ইতি পুনঃ প্রশ্নঃ। স পুরুষঃ জাতঃ এব নিত্যবিদ্যমানএব প্রথমজত্বাৎ, ন জায়তে ন মৃতঃ পুনঃ জায়তে, কো নু এবং পুরুষং পুনঃ জনয়েৎ। ব্রাহ্মণানাং মূকীভাবে কুতোহস্যাগমনং তৎ স্বয়মেব বিবৃণোতি—তিষ্ঠমানস্য নিত্যং ব্রহ্মণি বিদ্যমানস্য, তদ্বিদঃ তস্মিন্ বিদ্যমান ইতি জানবতঃ, রাতির্দাতুঃ—রাতেঃ—ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা—ধনস্য দাতুঃ—'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' ইতি ন্যায়েন—স্বসম্পদ্বিতরণশীলস্য (১১। ১৫) পুরুষস্য পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম। ব্রহ্মৈব তস্য মূলং নান্যৎ কিঞ্চন ইতি ভাবঃ। প্রজ্ঞানঘনেন প্রাজ্ঞেনানন্দময়েনালিঙ্গিতস্য জীবস্য বিজ্ঞানস্বরূপাৎ বিজ্ঞানময়ত্বেন সৃষ্টিমুখে প্রথমজত্বং বিভজনাৎ, অতএব "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইত্যুক্তিঃ। প্রকরণমিদমষ্টাবায়তনাস্যষ্টৌ লোকাঃ, অষ্টৌ দেবাঃ, জীবশক্তেঃ প্রবেশাৎ তত্তন্নিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ, সর্ব্বানেতানাত্মনি প্রথমজে পুনরুপসংহৃত্যাপগতহৃদয়াদ্যুপাধিধর্ম্মং পরাত্মনি তিষ্ঠন্তং পুরুষং জ্ঞানগোচরমকারয়ৎ।

পূর্ব্বে ৪৪৬ পৃষ্ঠায় (৯। ১১) শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নোত্তরে দেবতা-নির্ব্বাচনান্তর প্রাণের (প্রাণকে পরোক্ষ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে) যে অষ্ট প্রকার ভেদ, তদ্বিষয়ে উপদেশ হইলে শাকল্য পুনরায় আত্মতত্ত্ব বিশেষ রূপে বর্ণন করিবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই পৃথিবী যে পুরুষের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়, অগ্নি যাহার লোক অর্থাৎ প্রকাশার্থ চক্ষু, মন যাহার বস্তুবোধক জ্যোতি, সেই পুরুষকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি সর্ব্বাত্মা পুরুষকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কার্য্যকারণ সমূহের পরমাশ্রয়কে জানেন। হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি সেই সর্ব্বাত্মা পরমাশ্রয় পুরুষকে অবগত হইয়াছ বলিতেছ। (তখন) যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—হে শাকল্য, এ সেই শারীর পুরুষ অর্থাৎ মাতৃশোণিত জাত ত্বগ্‌ মাংস রুধির সঞ্জাত পুরুষ; এ সম্বন্ধে তোমার কোনও বিশেষ প্রশ্ন থাকিলে করিতে পার। শাকল্য প্রশ্ন করিলেন—তবে সেই শরীরের দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই দেবতা অমৃত অর্থাৎ অন্নরস। (ভাষ্যকার) বলেন মাতৃজ রক্তের সহিত মিশিয়া অন্নরস লোহিত বর্ণ হয়)।

শাকল্য।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, কাম অর্থাৎ স্ত্রী সংসর্গাভিলাষ যাহার আয়তন (শরীর), হৃদয় যাহার চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানসাধনার্থ চক্ষু, মন যাহার জ্যোতি, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি সেই সর্ব্বাত্মা পরমাশ্রয়কে জানেন। তুমি বলিতেছ যে সেই সর্ব্বাত্মা পরমাশ্রয়কে তুমি জানিয়াছ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে শাকল্য, ইনি সেই কামময় পুরুষ। তৎসম্বন্ধে তোমার কোনও প্রশ্ন থাকিলে করিতে পার। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, স্ত্রীজাতি তাহার দেবতা, অর্থাৎ স্ত্রীজাতি হইতেই কামোদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

শাকল্য—শুক্লাদি রূপই যাহার আয়তন, চক্ষু যাহার দর্শন, আর মন যাহার জ্যোতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনিই সেই সর্ব্বাত্মা পরমাশ্রয় পুরুষকে জানেন। হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি সেই সর্ব্বাত্মা পরমাশ্রয় পুরুষকে জান বলিতেছ। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এ সেই আদিত্য পুরুষ। (অর্থাৎ আদিত্যই সমুদয় রূপের প্রকাশক এজন্য রূপকেই

তাহার শরীর বলা হইয়াছে)। হে শাকল্য, তুমি তাহার সম্বন্ধে কি জানিতে চাও বল? শাকল্য প্রশ্ন করিলেন—তাহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সত্য (চক্ষু) তাহার দেবতা, চক্ষুই সূর্য্যকে জানায়।

শাকল্য—আকাশই যাহার শরীর, শ্রবণই চক্ষু এবং মন যাহার জ্যোতি, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, তিনি সেই সর্ব্বাত্মা পরমাশ্রয় পুরুষকে জানেন। তুমি তাঁহাকে জান বলিতেছ ইত্যাদি—তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এ সেই শ্রবণে স্থিত প্রাতিশ্রুৎক পুরুষ (প্রতি শ্রবণ কালে এই পুরুষ বর্ত্তমান)। হে শাকল্য, এই পুরুষের দেবতা দিক্। যেহেতু দিক্ হইতেই শ্রবণকার্য্য সম্পন্ন হয়।

শাকল্য। অন্ধকার যাহার শরীর, হৃদয় যাহার লোক (চক্ষু), মনই যাহার জ্যোতি, তাহাকে যিনি জানেন ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য—এ সেই ছায়াময় পুরুষ। তৎসম্বন্ধে তোমার কি প্রশ্ন বল? শাকল্য—ইহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য—তাহার দেবতা মৃত্যু। বুভুক্ষাদ্বারাই মৃত্যু পরিলক্ষিত হয়। (৩৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

শাকল্য—(দর্পণাদিতে) রূপ যাহার শরীর, চক্ষু যাহার দর্শন, মন যাহার (বস্তুবোধক) জ্যোতি, ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য—এ সেই আদর্শে (দর্পণে) প্রতিবিম্বিত পুরুষ। শাকল্য—তাহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য—এই পুরুষের দেবতা (অসু) প্রাণ। প্রাণ হইতেই রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শাকল্য। অপ্—অর্থাৎ জল যাহার শরীর, হৃদয় দর্শন, মন জ্যোতি ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য—এ সেই জলময় পুরুষ। শাকল্য—তাহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য—ইহার দেবতা বরুণ।

শাকল্য।—রেত—যাহার শরীর, হৃদয় চক্ষু এবং মন যাহার জ্যোতি ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য—এ সেই পুত্রময় পুরুষ। শাকল্য—তাহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য—বলিলেন তাহার দেবতা প্রজাপতি। প্রজাপতিকেই পিতা বলা হয়—পিতা হইতেই পুত্রের উৎপত্তি। (বৈদ্যক শাস্ত্রানুসারে পিতার অস্থিমজ্জা শুক্রাদি হইতেই পুত্রোৎপত্তি)।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে শাকল্য!

এই উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ, ভয়ে আমার সহিত তোমাকে বাদে নিযুক্ত করিয়া তোমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ কটাহে স্থাপন পূর্ব্বক মরণোন্মুখ করিয়াছেন।

শাকল্য পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি কি ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী, যে তুমি এই উপস্থিত কুরুপাঞ্চাল ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এরূপ বলিতেছ? তখন তিনি যে ব্রহ্মবিৎ বলিয়া সর্ব্বতত্ত্ববিৎ তাহা জ্ঞাপনার্থ, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আমি জানি— এই দিক্ সকল সদেবা ও সপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ এই দিক্ সকলের দেবতা এবং তাঁহাদের আশ্রয় স্থান আমি অবগত আছি। শাকল্য বলিলেন, দিক্ সকলের দেবতা ও তাঁহাদের আশ্রয় স্থান যদি তুমি জান, তবে জিজ্ঞাসা করি :—

শাকল্য।--পূর্ব্বদিকে (তুমি) তোমার কোন্ দেবতা? যাজ্ঞবল্ক্য— (উত্তর) আদিত্য দেবতা। শাকল্য (প্রশ্ন) সেই আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য—(উত্তর) চক্ষুতে। শাকল্য— (প্রশ্ন) চক্ষু কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে? যাজ্ঞবল্ক্য— (উত্তর) রূপেতে। যেহেতুক চক্ষু দ্বারাই রূপ দেখা যায়।

শাকল্য।—দক্ষিণদিকে (তুমি) তোমার কি দেবতা? (উত্তর) যাজ্ঞবল্ক্য।—দক্ষিণদিকের দেবতা যম। শাকল্য—যম কোথায় আছে? যাজ্ঞবল্ক্য।—যজ্ঞে। (কেননা যম ধর্ম্মরাজ, এবং যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারাই ধর্ম্মকার্য্য সংসিদ্ধ হয় এবং তদনুসারে যম শাসন করিয়া থাকেন)। শাকল্য।—যজ্ঞ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য।—দক্ষিণাতে। দক্ষিণা দ্বারাই যজ্ঞ সিদ্ধ হইয়া থাকে। শাকল্য।—দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য।—শ্রদ্ধাতে। শ্রদ্ধা থাকিলেই মনুষ্য দক্ষিণা দিয়া থাকে। শাকল্য।—শ্রদ্ধা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য।—হৃদয়ে। হৃদয় দ্বারা শ্রদ্ধা জানা যায়। তখন শাকল্য বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহা ঠিক এইরূপই বটে।

শাকল্য।—হে যাজ্ঞবল্ক্য এই পশ্চিমদিকে (তুমি) তোমার কোন্ দেবতা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন পশ্চিমদিগের দেবতা বরুণ। শাকল্য।— বরুণ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য।—বরুণ জলে প্রতিষ্ঠিত। শাকল্য।

—জল কোথায় প্রতিষ্ঠিত। যাজ্ঞবল্‌ক্য।—রেতে। শাকল্য।—রেত কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—রেত প্রতিষ্ঠিত হৃদয়ে। পিতৃ-হৃদয় নিসৃত রেত হইতেই পিতার অনুরূপ পুত্র জন্মিয়া থাকে। অতএব হৃদয়েই রেত প্রতিষ্ঠিত। শাকল্য বলিলেন হে যাজ্ঞবল্‌ক্য, যাহা যাহা বলিলে তাহা ঠিক এইরূপই বটে।

শাকল্য বলিলেন এই উত্তরদিকে (তুমি) তোমার কোন্ দেবতা ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—উত্তরদিকের দেবতা সোম।—সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—সোম দীক্ষাতে প্রতিষ্ঠিত। শাকল্য।—দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; কেননা ঋত্বিক্‌গণ দীক্ষিত ব্যক্তিকে বলেন সত্যবল। শাকল্য।—সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, কেন না হৃদয় দ্বারাই সত্য জানা যায়। শাকল্য।—হে যাজ্ঞবল্‌ক্য ! তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহা ঠিক এই রূপই বটে।

শাকল্য—মেরুপ্রদেশে (তুমি) তোমার কোন্ দেবতা ? যাজ্ঞবল্‌ক্য—অগ্নি। শাকল্য।—অগ্নি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—অগ্নি প্রতিষ্ঠিত বাকে। শাকল্য।—বাক্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য—হৃদয়ে বাক্ প্রতিষ্ঠিত। শাকল্য।—হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞবল্‌ক্য তখন বলিলেন হে অহল্লিক (শাকল্যের নামান্তর) এই বর্ত্তমান সময়ে আমার হৃদয় অনত্র আছে বলিয়া যদি তুমি মনে কর, তাহা হইলে তোমার এই প্রশ্ন (হৃদয় কোথায় আছে ?) শোভা পায়। আর যদি হৃদয় আমাতে (দেহে) না থাকিয়া অন্যত্রই স্থিতি করিবে তাহা হইলে কুক্কুরগণ কেন তাহা (দেহ) ভক্ষণ করিতেছে না এবং গৃধ্রগণই বা কেন তাহা (চঞ্চুপুটে) আকর্ষণ করিতেছে না ?

শাকল্য জিজ্ঞাসিলেন—তুমি ও তোমার আত্মা এখন কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—প্রাণে। শাকল্য—প্রাণ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—অপানে (অধোগামী বায়ুতে)। শাকল্য।—অপান কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—ব্যানে (সর্ব্বশরীরব্যাপী বায়ুতে)। শাকল্য ব্যান কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—উদানে (ঊর্দ্ধগামী বায়ুতে) শাকল্য।—উদান কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্‌ক্য।—সমানে (নাভি-

মূলোত্থিত বায়ুতে)। হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুহ্যে অপান বায়ু, সর্ব্বশরীরে ব্যান বায়ু, কণ্ঠে উদান বায়ু, আর নাভিমূল সমুত্থিত সমান বায়ু। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে ইহাদের নাম। প্রাণবায়ু মুখ মধ্যে গৃহীত অন্নাদি উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করে। অপান বায়ু মল মূত্রাদি এককালে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিয়া থাকে। ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে রস বহন করে, ঘর্ম্ম-শোণিত প্রবর্ত্তন করে এবং গতি, উর্দ্ধে ক্ষেপণ, নিমেষ উন্মেষাদি চেষ্টা সম্পাদন করিয়া থাকে। উদান বাক্য উচ্চারণ ও সঙ্গীতাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সমান আমাশয় ও পক্বাশয়গত অন্ন পরিপাক করে। হে শাকল্য এই আত্মা ইহা নহে, উহা নহে অথবা অন্য কোনও পদার্থও নহে, এই আত্মা অগৃহ্য (গ্রহণাযোগ্য) কোন কিছু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; অশীর্য্য—শীর্ণতা (ক্ষয়) প্রাপ্ত হয় না; অসঙ্গ অর্থাৎ কোনও কিছুর সহিত সংযুক্ত হয় না; অসিত অর্থাৎ কোন ব্যথানুভব করে না এবং বিনাশও প্রাপ্ত হয় না। (এ সকল জনক যাজ্ঞবল্‌ক্য সংবাদে, আরোহবল্লীতে সম্যক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।)

যাজ্ঞবল্‌ক্য বলিলেন—হে শাকল্য, এই মদুক্ত পৃথিব্যাদী অষ্ট আয়তন, অগ্ন্যাদি অষ্ট লোক অষ্ট দেবতা ও অষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি এই পৃথিব্যাদি শরীর-বিশিষ্ট অষ্ট পুরুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় অষ্টদিকের পুরুষ-গণকে দিগাদিক্রমে আত্মাতে উপসংহার অর্থাৎ একীভূত করিতে পারেন, তিনিই নিরুপাধি ধর্ম্ম হন (অর্থাৎ শরীর মধ্যে আত্মা আছে বলিয়াই তাহার নামরূপাদি ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হইতেছে, পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিলে শরীর সত্ত্বেও জীব নিরুপাধি ধর্ম্ম লাভ করে)। সেই উপ-নিষদ্‌গম্য পুরুষের বিষয় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি যদি সেই পুরুষের বিষয় আমাকে পরিষ্কার রূপে বলিতে না পার তাহা হইলে আমার অভিশাপে তোমার মস্তক পতিত হইবে। শাকল্য সেই উপনিষদ্‌গম্য পুরুষকে অবগত না থাকাতে তখন অভিশাপক্রমে তাঁহার মস্তক খসিয়া পড়িয়া গেল। অপিচ শিষ্যগণ তাঁহাকে সৎকারার্থ লইয়া গেলে শাকল্যের শরীরাস্থিসকল মূল্যবান্ ধন মনে করিয়া চৌরগণ অপহরণ করিল।

অনন্তর যাজ্ঞবল্‌ক্য সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন

হে পণ্ডিতমণ্ডলি! আপনাদের মধ্যে কোন এক জন বা আপনারা সকলে মিলিয়া আমাকে কোন প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন। অথবা আমি আপনাদের একজনকে বা সকলকে প্রশ্ন করিতে পারি। যাহা আপনাদের অভিরুচি। তখন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই উত্তর করিতে সাহসী হইলেন না।

ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে সাহসশূন্য ও নিরুত্তর দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য শ্লোকাকারে তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন। যথা ঃ—

যেরূপ বিশাল বৃক্ষ, তদ্রূপ এই পুরুষ সত্য। ইহার লোম সকল বৃক্ষের পত্রের সদৃশ। এই পুরুষের ত্বক্ বৃক্ষের বল্কলের ন্যায়। এই পুরুষের ত্বক্ হইতে রুধির নির্গত হয়, বৃক্ষের বল্কল হইতে নির্য্যাস বাহির হইয়া থাকে। আঘাত করিলে বৃক্ষ হইতে রস এবং পুরুষ হইতে শোণিত নিস্থত হয়। পুরুষের মাংস বৃক্ষের বল্কলের রসাল অংশের মত দৃঢ়। এই পুরুষের অস্থি সকল বৃক্ষেব কাষ্ঠ সদৃশ। তাহাদের অস্থি-মজ্জা বৃক্ষের শাঁস সদৃশ। এই পর্য্যন্ত পুরুষের ও বৃক্ষের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যদি বৃক্ষ ছিন্ন হয় তবে মূল হইতে নূতন বৃক্ষের উদ্ভব হইয়া থাকে। আর মরণশীল মনুষ্য যখন মরে তখন কোন্ মূল হইতে পুনরায় তাহার উৎপত্তি হয়? (এই প্রশ্ন)। হে ব্রাহ্মণগণ! রেত হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি, এমন কথা বলিও না; কেন না জীবিত ব্যক্তি হইতেই রেত জন্মিয়া থাকে. মৃত ব্যক্তি হইতে জন্মে না। বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, সেজন্য বৃক্ষ ছেদন করিলে মূল হইতে তাহার পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে; যদি সমূলে বৃক্ষ তুলিয়া নষ্ট করা যায় তাহা হইলে আব বৃক্ষ জন্মে না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, মরণশীল মনুষ্য, মৃত্যুতে যদি একেবারে মরিয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় কোথা হইতে তাহার পুনরুৎপত্তি সম্ভবে?

যে জাত অর্থাৎ জন্মিয়াছে সেই পুনরায় জন্মে। যে জন্মে নাই অর্থাৎ যিনি নিত্যই আছেন, তাঁহার মৃত্যুও নাই জন্মও নাই। জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চয়ই আছে। জগতের মূলাধার সেই অমৃত পুরুষকে কে জন্মাইবে। ব্রাহ্মণগণ এসকল কথা, অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন, সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন।

তিনি বলিলেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্গণের পরম সম্পদ্ ও পরমাশ্রয় বিজ্ঞানঘন, এই আনন্দময় নিত্য বর্ত্তমান ব্রহ্ম জগতের মূলাধার। বিজ্ঞানময় জীবাত্মা পুরুষ তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

ভাব—প্রাণই পরোক্ষ ব্রহ্ম এজন্য ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ বলা হইয়া থাকে। এই প্রাণের অষ্ট প্রকার ভেদ ব্যাখ্যা করিয়া আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ দিবার জন্য শাকল্য পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। তদনুসারে যাজ্ঞবল্ক্য ক্রমে (১) শারীর পুরুষ, (২) কামময় পুরুষ, (৩) আদিত্য পুরুষ, (৪) প্রাতিশ্রুৎক পুরুষ, (৫) ছায়াময় পুরুষ, (৬) আদর্শ পুরুষ, (৭) জলময় পুরুষ, (৮) ও পুত্রময় পুরুষ ব্যাখ্যা করিয়া সেই সকলের দেবতা (১) অন্ন (অমৃত), (২) নারীজাতি, (৩) সত্য, (৪) দিক্, (৫) মৃত্যু, (৬) প্রাণ, (৭) জল ও (৮) প্রজাপতি ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপর পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরাদি ক্রমে দিক্ সকলের দেবতা ব্যাখ্যা করিলে, শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি" ও তোমার আত্মা কোথায়? তখন প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমানাদি পঞ্চ প্রাণের ব্যাখ্যা করিয়া কিরূপে ক্রমে পৃথিব্যাদি অষ্ট শরীর, অগ্ন্যাদি অষ্ট লোক, অষ্ট দেবতা ও অষ্ট পুরুষে প্রবেশ করিয়া সেই সকলের ক্রিয়া মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া পুনরায় দিগাদিক্রমে সমুদয় আত্মাতে উপসংহৃত অর্থাৎ একীভূত করিয়া উপাধি ধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক উপনিষদ্ উক্ত পরম পুরুষকে সম্যক্ অবগত হইতে হয় তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন। এস্থলে বিয়োগ এবং সংযোগ ক্রমে (analysis and synthsis) কিরূপে জীবব্রহ্মের যোগানুভূতি লাভ হয় তাহাই প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য। শাকল্য এই সকল শ্রবণে ব্রহ্মজ্ঞ হইলেন কি না তাহাও পরীক্ষা করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অতি বিনীত ভাবে ও শ্রদ্ধাসহকারে প্রশ্নোত্থাপন ও তাহার মীমাংসা শ্রবণ না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না এবং তাহা না হইলে আত্মজ্ঞান বিহীন মূর্খগণের যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাই প্রদর্শন জন্য বলা হইয়াছে যে, অভিশাপক্রমে শাকল্যের মস্তক পড়িয়া গেল, কেন না জ্ঞানাভিমানবশতঃ তদীয় হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল না। অপিচ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে মনুষ্য মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, (নচেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ) ইহা প্রদর্শন করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"। যাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন, ইহাই এতদর্থে প্রমাণিত হইয়াছে, (তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ—অথর্ব্ববেদ)। অতঃপর বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়া জগতের মূল কারণ বিজ্ঞানানন্দঘন পুরুষ, তাহার অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৯। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়েদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনংং হি তদিতি ॥

ব্রহ্মযোগানুগৃহীতা বুদ্ধিরনায়াসেন নিখিলং তত্ত্বমায়ত্তীকরোতি, অন্যথা বহুশাস্ত্রাভ্যাসেনাপি ন তৎস্ফূর্ত্তির্জায়তে। এতদেব কথয়তি শ্রুতিস্তমেবেতি। তং পরাত্মানম্ এব (৪।১৫) বিজ্ঞায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধেন জ্ঞাত্বা ধীরঃ প্রজ্ঞাবান্ ব্রাহ্মণঃ প্রজ্ঞাং জিজ্ঞাসানিবৃত্তিকরীং কুর্ব্বীত। বহূন্ শব্দান্ যোগবিচ্ছেদকরান্ ন অনুধ্যায়েৎ ন অনুচিন্তয়েৎ। কথম্? তৎ অনুচিন্তনং বাচঃ বিগ্লাপনং বিশেষেণ গ্লানিকরং—তত্ত্বপ্রকাশপ্রাতিকুল্যাৎ বৃথা শ্রমমাত্রং স্যাদিতি ভাবঃ।

ব্রহ্মকৃপাগুণে যিনি ব্রহ্মযোগ লাভ করেন, তিনি অনায়াসেই সর্ব্ব তত্ত্ব লাভ করেন। অন্যথা বহু শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রাভ্যাস করিলেও অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় না। এক্ষণে শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া ধীরেরা, জিজ্ঞাসা নিবৃত্তিকরী প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হন। (কেননা "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে, ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে সমুদয় সংশয় বিদূরিত হয় সুতরাং আর জিজ্ঞাসার বিষয় কিছু থাকে না)। তাঁহারা যোগ বিচ্ছেদকারী বহুশব্দের অনুধ্যান ও অনুচিন্তাও করেন না, কেন না তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রকাশের প্রতিকূলতা জন্মে বলিয়া বহুশব্দ তাঁহাদের মনের গ্লানিকর হইয়া থাকে।

ভাব—স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আপনার কৃপাগুণে জীবের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিলে জীবের ভয় ভাবনা ও সমুদয় সংশয় দূর হয়। তখন জীবাত্মা পুরুষ বুঝিতে পারেন যে, বহু শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রাভ্যাস ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূলই হইয়া থাকে। সুতরাং বহুশব্দ প্রয়োগ মনের গ্লানিকর হয়। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অল্পাক্ষরে ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞাপকাত্মক মন্ত্র ব্যবহার করেন। যেমন "সত্যং শিবং সুন্দরম্" অথবা "সৎ, চিৎ, আনন্দং", ওঁ হরি ওঁ। ইত্যাদি।

১০। সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ।

বৃহ, ৬।৬।৩।

আচার্য্যপরম্পরাক্রমো হি বংশঃ। তৎকীর্ত্তনমুপনিষদি দৃশ্যতে। ঈশ্বরানুগৃহীতবুদ্ধৌ স্বয়ং বেদঃ প্রতিভাতীতি প্রদর্শনায় 'সনারোঃ সনারুঃ, সনাতনাৎ সনাতনঃ, সনগাৎ সনগঃ, পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী, ব্রহ্মণঃ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু' ইতি চরমাংশো বংশকীর্ত্তনস্য পরিগৃহীতোঽত্র। পরমেষ্ঠী বিরাট্, ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভঃ। ঈশ্বরানুগৃহীতা বুদ্ধিরেব হিরণ্যগর্ভঃ। অতএবাহ টীকাকৃৎ—"স্বয়ং প্রতিভাতবেদো হিরণ্যগর্ভো নাচার্য্যান্তরমপেক্ষতে। ঈশ্বরানুগৃহীতস্য বুদ্ধাবাবির্ভূতাদ্বেদাদেব বিদ্যালাভসম্ভবাৎ" ইতি। এষ বংশানুক্রমঃ :—

অথ বংশঃ। পৌতিমাষ্যো গৌপবনাৎ গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাৎ গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাৎ শাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ।

আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্চানভিম্লাতাৎ চানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাতো গৌতমাদ্গৌতমঃ সৈতবপ্রাচীনযোগ্যাভ্যাং সৈতবপ্রাচীনযোগ্যৌ পরাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজো ভারদ্বাজাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমো ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজঃ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো বৈজবাপায়নাদ্বৈজবাপায়নঃ কৌশিকায়নঃ কৌশিকায়নিঃ।

ঘৃতকৌশিকাদ্ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারাশর্য্যায়ণঃ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণঃ ত্রৈবণেঃ ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমাদ্গৌতমো বাৎস্যাৎ বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাৎ গালবো বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাৎ বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতোবাভ্রবাৎ বৎসনপাৎ বাভ্রবঃ পথঃসৌভরাৎ পন্থাঃ-সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরসঃ আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রাৎ বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্ব্বণাদ্দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽথর্ব্বণো দৈবাদথর্ব্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনাৎ মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তের্বিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠি ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ।

বৃহ, ৪। ৬। ১—৩।

অত্র প্রথমান্তঃ শিষ্যঃ পঞ্চম্যন্ত আচার্য্যঃ। চরমাধ্যায়েঽস্মিন্ স্ত্রীপ্রাধান্যাৎ গুণবান্ পুত্রো ভবতীতি স্ত্রীবিশেষণেনৈব পুত্রবিশেষণাদাচার্য্যপরম্পরা কীর্ত্ত্যতে। তদ্যথা,

অথ বংশঃ। পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রো গৌতমীপুত্রাৎ গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাৎ ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্রাদৌপস্বস্তীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎ কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রঃ কাণ্বীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রঃ।

আত্রেয়ীপুত্রাদাত্রেয়ীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্গৌতমীপুত্রঃ ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বাৎসীপুত্রাদ্বাৎসীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্র আর্ত্তভাগীপুত্রাদার্ত্তভাগীপুত্রঃ শৌঙ্গীপুত্রাচ্ছৌঙ্গীপুত্রঃ সাংকৃতীপুত্রাৎ সাংকৃতীপুত্র আলম্বায়নীপুত্রাদালম্বায়নীপুত্র আলম্বীপুত্রাদালম্বীপুত্রো জায়ন্তীপুত্রাজ্জায়ন্তীপুত্রো মাণ্ডূকায়নীপুত্রান্মাণ্ডূকায়নীপুত্রো মাণ্ডূকীপুত্রান্মাণ্ডূকীপুত্রঃ শাণ্ডিলীপুত্রাচ্ছাণ্ডিলীপুত্রো রাথীতরীপুত্রাদ্রাথীতরীপুত্রো ভালুকীপুত্রাদ্ভালুকীপুত্রঃ ক্রৌঞ্চিকীপুত্রাভ্যাং ক্রৌঞ্চিকীপুত্রৌ বৈদভৃতীপুত্রাদ্বৈদভৃতীপুত্রঃ কার্শকেয়ীপুত্রাৎকার্শকেয়ীপুত্রঃ প্রাচীনযোগীপুত্রাৎ প্রাচীনযোগীপুত্রঃ সাংজীবীপুত্রাৎসাংজীবীপুত্রঃ প্রাশ্নীপুত্রাদাসুরিবাসিনঃ প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণাদাসুরায়ণ আসুরেরাসুরিঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যাদ্যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকাদুদ্দালকোঽরুণাদরুণ উপবেশেরুপবেশিঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্বাজশ্রবসো বাজশ্রবা জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবান্ বাধ্যোগোঽসিতাদ্বার্ষগণাদসিতো বার্ষগণো হরিতাৎকশ্যপাদ্ধরিতঃ কশ্যপঃ শিল্পাৎকশ্যপাচ্ছিল্পঃ কশ্যপঃ কশ্যপান্নৈধ্রুবেঃ কশ্যপো নৈধ্রুবির্বাচো বাগম্ভিণ্যা অম্ভিণ্যাঽঽদিত্যাদাদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাঽঽখ্যায়ন্তে।

সমানমাঽঽসাংজীবীপুত্রাৎসাংজীবীপুত্রো মাণ্ডূকায়নের্মাণ্ডূকায়নির্মাণ্ডব্যান্মাণ্ডব্যঃ কৌৎসাৎকৌৎসো মাহিত্থের্মাহিত্থির্বামকক্ষায়ণাদ্বামকক্ষায়ণঃশাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্যজ্ঞবচসো রাজস্তম্বায়নাদ্যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়নস্তুরাৎকাবষেয়াত্তুরঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ। বৃহ, ৮। ৫। ১—৪।

আচার্য্যপরম্পরায় বংশ হইয়াছে। উপনিষদে এই বংশাবলীর ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরকৃপাবতরণে মানব অন্তরে বেদ প্রতিভাত হয়। তাহা প্রদর্শন জন্য বলিতেছেন ঃ—সনারু হইতে সনারু; সনাতন হইতে সনাতন; সনগ হইতে সনগ; পরমেষ্ঠী হইতে পরমেষ্ঠী; ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। বংশাবলী কীর্ত্তনের শেষাংশ এখানে গৃহীত হইয়াছে। পরমেষ্ঠী বিরাট্। ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভে ঈশ্বরকৃপাবতরণ করিয়াছিল। এজন্য টীকাকার বলিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভ অপর কোন আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বর কৃপায় বেদ (ব্রহ্মজ্ঞান) তাঁহার অন্তরে স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, গুরূপদেশ বিনাও ঈশ্বরকৃপায় বেদবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর বংশ বলিতেছেন ঃ—গোপবন হইতে পৌতিমাষ্য। পৌতিমাষ্য হইতে গোপবন। গোপবন হইতে পৌতিমাষ্য। কৌশিক হইতে গোপবন। কৌণ্ডিন্য হইতে কৌশিক। শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য। কৌশিক ও গৌতম হইতে গৌতম।

আগ্নিবেশ্য হইতে আগ্নিবেশ্য। শাণ্ডিল্য এবং আনভিম্লাত হইতে আনভিম্লাত। আনভিম্লাত হইতে আনভিম্লাত। আনভিম্লাত হইতে আনভিম্লাত। গৌতম হইতে গৌতম। সৈবত ও প্রাচীনযোগ্য এই উভয় হইতে সৈবত ও প্রাচীনযোগ্য। পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য। ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ। ভারদ্বাজ ও গৌতম হইতে গৌতম। ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ। পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য। বৈজবাপায়ন হইতে বৈজবাপায়ন, কৌশিকায়ন ও কৌশিকায়নি।

ঘৃতকৌশিক হইতে ঘৃতকৌশিক। পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ। পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য। জাতুকর্ণ্য হইতে জাতুকর্ণ্য। আসুরায়ণ এবং যাস্ক হইতে আসুরায়ণ। ত্রৈবেণি হইতে ত্রৈবেণি। ঔপজন্ধনি হইতে ঔপজন্ধনি। আসুরি হইতে আসুরি। ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ। আত্রেয় হইতে আত্রেয়। মাণ্টি হইতে মাণ্টি। গৌতম হইতে গৌতম। বাৎস্য হইতে বাৎস্য। শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য। কৌশোর্য্য ও কাপ্য হইতে কৌশোর্য্য এবং কাপ্য।

কুমারহারিত হইতে কুমারহারিত। গালব হইতে গালব। বিদর্ভী-কৌণ্ডিন্য হইতে বিদর্ভীকৌণ্ডিন্য। বাভ্রব হইতে বৎসনপাত। বৎসন-পাত হইতে বাভ্রব। পথঃসৌভর হইতে পন্থাসৌভর। অযাস্য ও আঙ্গিরস হইতে অযাস্য ও আঙ্গিরস। আভূতিত্বাষ্ট্র হইতে আভুতি-ত্বাষ্ট্র। বিশ্বরূপত্বাষ্ট্র হইতে বিশ্বরূপত্বাষ্ট্র। অশ্বিনীদ্বয় হইতে অশ্বিনী-দ্বয় ও দধী। অথর্ব্ব ও দধী হইতে অথর্ব্ব। দৈব হইতে অথর্ব্ব ও দৈবী। মৃত্যু ও প্রাধ্বংসন হইতে মৃত্যু। প্রধ্বংসন হইতে প্রাধ্বংসন। একঋষি হইতে একঋষি, বিপ্রচিত্তি হইতে বিপ্রচিত্তি। ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টি। সনারু হইতে সনারু। সনাতন হইতে সনাতন। সনগ হইতে সনগ। পরমেষ্ঠি হইতে পরমেষ্ঠি। ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম (ব্রহ্মা) স্বয়ম্ভু ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

আচার্য্যগণের ও শিষ্যগণের বিশেষ ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। পত্নী গুণবতী হইলে গুণবান্ পুত্র জন্মিয়া থাকে। অতএব পত্নীগণের বিশেষত্বানুসারে পুত্রগণের বিশেষত্ব আচার্য্য-পরম্পরা পরিকীর্ত্তিত হই-য়াছে। যথা ঃ—কাত্যায়নী পুত্রের শিষ্য পৌতিমাষী পুত্র। গৌতমী পুত্রের শিষ্য কাত্যায়নী পুত্র। ভারদ্বাজের পুত্রের শিষ্য গৌতমী পুত্র। পারাশরী পুত্রের শিষ্য ভারদ্বাজ পুত্র। ঔপস্বস্তী পুত্রের শিষ্য পারাশরী পুত্র। ঔপস্বস্তী পারাশরী পুত্রের শিষ্য। পারাশরী পুত্র কাত্যায়নী পুত্রের শিষ্য। কাত্যায়নীপুত্র কৌশিকীপুত্রের শিষ্য। কৌশিকী পুত্র আলম্বীপুত্রের ও বৈয়াঘ্রপদীপুত্রের শিষ্য। বৈয়াঘ্রপদীপুত্র কাণ্বী পুত্রের শিষ্য। কাপীপুত্রের শিষ্য কাপীপুত্র।

আত্রেয়ীপুত্রের শিষ্য আত্রেয়ীপুত্র। গৌতমীপুত্রের শিষ্য গৌতমী-পুত্র। ভারদ্বাজীপুত্রের শিষ্য ভারদ্বাজীপুত্র। পারাশরীপুত্রের শিষ্য পারাশরীপুত্র। বাৎসীপুত্রের শিষ্য বাৎসীপুত্র। পারাশরী পুত্রের শিষ্য পারাশরী পুত্র। বার্ক্কারুণী পুত্রের শিষ্য বার্ক্কারুণী পুত্র। বার্ক্কা-রুণী পুত্রের শিষ্য বার্ক্কারুণী পুত্র। আর্ত্তভাগী পুত্রের শিষ্য আর্ত্তভাগী পুত্র। শৌঙ্গী পুত্রের শিষ্য শৌঙ্গী পুত্র। সাংকৃতী পুত্রের শিষ্য সাংকৃতী পুত্র। আলম্বায়নী পুত্রের শিষ্য আলম্বায়নী পুত্র। জায়ন্তী পুত্রের শিষ্য জায়ন্তী পুত্র। মাণ্ডূকায়নী পুত্রের শিষ্য মাণ্ডূকায়নী পুত্র।

মাণ্ডূকী পুত্রের শিষ্য মাণ্ডূকী পুত্র। শাণ্ডিলী পুত্রের শিষ্য শাণ্ডিলী পুত্র। রাথিতরী পুত্রের শিষ্য রাথিতরী পুত্র। ভালুকী পুত্রের শিষ্য ভালুকী পুত্র। দুই কৌঞ্চিকী পুত্রের শিষ্য কৌঞ্চিকী পুত্রদ্বয়। বৈদভৃতি পুত্রের শিষ্য বৈদভৃতি পুত্র। কার্শকেয়ী পুত্রের শিষ্য কার্শকেয়ী পুত্র। প্রাচীনযোগী পুত্রের শিষ্য প্রাচীনযোগী পুত্র। সাংজীবী পুত্রের শিষ্য সাংজীবী পুত্র। আসুরবাসিনী প্রাশ্নী পুত্রের শিষ্য প্রাশ্নী পুত্র। আসুরায়ণের শিষ্য আসুরায়ণ। আসুরির শিষ্য আসুরি।

যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য। উদ্দালকের শিষ্য উদ্দালক। অরুণের শিষ্য অরুণ। উপবেশির শিষ্য উপবেশি। কুশ্রির শিষ্য কুশ্রি। বাজশ্রবার শিষ্য বাজশ্রবা। জিহ্বাবান্ বাধ্যগের শিষ্য জিহ্বাবান্ বাধ্যগ। অসিতবার্ষগণের শিষ্য অসিতবার্ষগণ। হরিতকশ্যপের শিষ্য হরিতকশ্যপ। শিল্পকশ্যপের শিষ্য শিল্পকশ্যপ। কশ্যপনৈধ্রুবির শিষ্য কশ্যপোনৈধ্রুবি। বাকের শিষ্য বাক্। অম্ভিণীর শিষ্য আদিত্য। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্ব্বেদে এই বংশ কীর্ত্তন করিলেন।

সমানম আসাংজীবীর পুত্র হইতে সাংজীবী পুত্র। মাণ্ডূকায়নি হইতে মাণ্ডূকায়নি। মাণ্ডব্যের শিষ্য মাণ্ডব্য। কৌৎস হইতে কৌৎস। মাহিত্থি হইতে মাহিত্থি। বামকক্ষায়ণ হইতে বামকক্ষায়ণ। শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য। বাৎস্য হইতে বাৎস্য। কুশ্রি হইতে কুশ্রি। যজ্ঞবচরাজস্তম্বায়ন হইতে যজ্ঞবচরাজস্তম্বায়ন। তুরাকাবষেয়ের শিষ্য তুরাকাবষেয়। প্রজাপতির শিষ্য প্রজাপতি। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মের শিষ্য ব্রহ্ম (ব্রহ্মা) ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

ভাব। স্বয়ম্ভু ও সপ্রকাশ ব্রহ্ম কৃপাপরবশ হইয়া ব্রহ্মার অন্তরে স্বয়ং বেদরূপে অবতীর্ণ হন। সুতরাং ব্রহ্মার গুরু স্বয়ং পরমেশ্বর। ক্রমে ব্রহ্মা হইতে শিষ্যানুক্রমে বেদবিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়া শিষ্যগণ গুরুগণের নামানুসারে নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ সেই শিষ্যগণের নামানুসারে তাঁহাদের বংশ বলিয়া অদ্যাপি খ্যাতি লাভ করিতেছেন।

১১। ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা

জীবাম কেন ক চ সংপ্রতিষ্ঠিতাঃ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্‌ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ ॥

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।

অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবা-
জ্জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজাবেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেবএকঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।

স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং প্রণবেন দেহে ॥

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ ব্রহ্মোপনিষৎপরম্ ॥

তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ ॥ শ্বে, ১। ১—১৬।

বেদান্ততত্ত্বসংগ্রহভূতোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে 'ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি' ইতি নিবচনেন। তত্রাদৌ প্রশ্নমুখেন ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কারণান্তরং নিরসিতুমাহ—কিং ব্রহ্ম কারণম্? কুতঃ বয়ং জাতাঃ স্মঃ? জাতাঃ সন্তঃ কেন জীবাম জীবনধারণং করবাম? ক চ বয়ং সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ—অন্তে স্থিতিং কুর্ম্মঃ? হে ব্রহ্মবিদঃ, কেন ব্যবস্থাং—স্তুতেঃ শঃ—বিবিধব্যবসায়ম্ অধিষ্ঠিতাঃ অধিকৃত্য স্থাপিতাঃ বয়ং সুখেতরেষু সুখদুঃখেষু বর্ত্তামহে।

এবং প্রশ্নমুত্থাপ্য ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কারণান্তরং নিরস্যতি কালইতি। কালঃ—সর্ব্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ, স্বভাবঃ—পদার্থানাং প্রতিনিয়তা শক্তিঃ, নিয়তিঃ—অবিষমপুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম, যদৃচ্ছা—আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ, ভূতানি—আকাশাদীনি, যোনিঃ—প্রকৃতিঃ, পুরুষঃ—জীবঃ ইতি—চিন্ত্যা চিন্ত্যং নিরূপণীয়ম্। তেষামকারণত্বং নিরূপয়তি—এষাং কালাদীনাং ন তু সংযোগঃ কার্য্যোৎপাদনে মিলিতভাবঃ। কথম্? আত্মভাবাৎ—জীবচৈতন্যাধিষ্ঠানবশাৎ স সংযোগো ভবতি। যদ্যেবম্ আত্মৈব ভবতু কারণম্? তদপি ন জীবব্রহ্মৈক্যনাপর ইত্যুক্তেত্র'াস্তিং দর্শয়তি স্বয়ং শ্রুতিঃ,—সুখদুঃখহেতোঃ সুখদুঃখাধীনত্বাৎ আত্মাপি অনীশঃ অস্বতন্ত্রঃ।

এবং কারণান্তরনিরসনানন্তরং ধ্যানযোগেন ব্রহ্মবিদো নিখিলশক্তিপ্রস্রবণং পরমাত্মানমেব সাক্ষাৎকারণত্বেনাপশ্যন্নিত্যাহ তইতি। ধ্যানযোগানুগতাঃ তে ব্রহ্মবিদঃ স্বগুণৈঃ স্বস্বগুণৈঃ ত্রব্যাশ্রিতপৃথিব্যাদ্যৈশ্বর্য্যৈঃ নিগূঢ়াং প্রচ্ছন্নাং দেবাত্মশক্তিং দেবস্য পরাত্মনঃ আত্মশক্তিং নিজাং শক্তিং চিচ্ছক্তিম্ অপশ্যন্। কোঽসৌ দেবঃ যস্যেয়মাত্মশক্তিঃ? যঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ কালাত্মযুক্তানি নিখিলানি তানি স্বভাবাদীনি কারণানি অধিতিষ্ঠতি।

তং চক্রত্বেন বর্ণয়তি তমিতি। যঃ একঃ নিখিলানি কারণানি অধিতিষ্ঠতি তম্ একং নেমিং ত্রিবৃতং ত্রিভিঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রকৃতিগুণৈঃ বৃতং; ষোড়শান্তং—পঞ্চভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি ইতি ষোড়শবিকারঃ অন্তঃ অবসানং যস্য, অথবা প্রশ্নোপনিষদুক্তষোড়শকলাঃ (৫। ৭) অবসানং যস্য;

শতার্দ্ধারং—পঞ্চাশৎ অরাঃ যস্ত—"পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ। অষ্টাবিংশতিভেদাতুষ্টির্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ॥" ইতি সাংখ্যকারিকোক্তাঃ পঞ্চবিপর্য্যয়ভেদা অষ্টাবিংশতিভেদা চাশক্তির্নবধা তুষ্টিরষ্টধা সিদ্ধিরিতি পঞ্চাশৎ, বিশেষস্তু কারিকায়াস্তদ্ব্যাখ্যায়াশ্চ জ্ঞাতব্যঃ (সাং ৩। ৩৭—৪০সূ); বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ—দশেন্দ্রিয়াণি তেষাঞ্চ বিষয়াঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ প্রত্যরাঃ অরাণাং দার্ঢ্যায় কিলকাঃ তৈঃ; ষড়ভিঃ ষট্‌সংখ্যকৈঃ অষ্টকৈঃ (১) ভূম্যাদি প্রকৃত্যষ্টকম্, (২) ত্বগাদি ধাত্বষ্টকম্ (৩) অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাষ্টকম্ (৪) ধর্ম্মজ্ঞানাদি ভাবাষ্টকম্ (৫) ব্রহ্মপ্রজাপত্যাদি দেবাষ্টকম্ (৬) দয়াদিগুণাষ্টকং তৈঃ—যুক্তম্; বিশ্বরূপৈকপাশং বিশ্বরূপঃ নানারূপঃ পুত্রান্নাদিভেদাৎ একঃ কাম এব পাশো যস্ত; ত্রিমার্গভেদং—ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানমার্গভেদা যস্ত; দ্বিনিমিত্তৈকমোহং—দ্বয়োঃ পাপপুণ্যয়োঃ নিমিত্তম্ একঃ মোহঃ অনাত্মসু আত্মাভিমানঃ যস্ত; এবম্ভূতং ব্রহ্মচক্রং অধীমঃ ইতি পরেণান্বয়ঃ।

পুনশ্চ তং নদীত্বেন বর্ণয়তি—পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্—পঞ্চস্রোতাংসি চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অম্বুস্থানানি যস্ত; পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং—পঞ্চযোনিভিঃ কারণভূতৈঃ পঞ্চভূতৈঃ উগ্রাং ভীষণাং বক্রাং চ; পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং—পাণ্যাদীনি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি উর্ম্ময়ঃ যস্তাঃ; পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাং—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়জন্যবোধানাম্ আদিকারণং মনো যস্তাঃ, পঞ্চাবর্ত্তাং—পঞ্চ শব্দাদিবিষয়াঃ আবর্ত্তাঃ যস্তাঃ; পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং—গর্ভদুঃখজন্মদুঃখ জরাদুঃখ-ব্যাধিদুঃখ-মরণদুঃখানি প্রবাহবেগাঃ যস্তাঃ; পঞ্চাশদ্ভেদাং,—বিপর্য্যয়াদয়ঃ পঞ্চাশৎ ভেদাঃ যস্তাঃ· পঞ্চপর্ব্বাম্—অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ পর্ব্বাণি যস্তাঃ তাং নদীম্ অধীমঃ অধিগচ্ছামঃ স্বায়ত্তীকুর্ম্মঃ।

এবং ব্রহ্মচক্রে ব্রহ্মস্রোতস্তাং বর্ত্তমানানাং জীবানাং কথং বা চক্রভ্রমিতো মুক্তির্ভবতি তদাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাজীবে সর্ব্বেষাম্ আজীবঃ আজীবনং যস্মিন্, সর্ব্বসংস্থে—সর্ব্বেষাং সংস্থা সম্যক্ স্থিতিঃ যস্মিন্, বৃহন্তে সর্ব্বান্তর্ভাবকে অস্মিন্ ব্রহ্মচক্রে হংসঃ জীবঃ আত্মানং স্বং প্রেরিতারং প্রেরয়িতারং চ পৃথক্—অন্যোঽহম্ অন্যোঽসৌ ইতি স্বরূপপার্থক্যং—মত্বা তৎপ্রেরণাবমাননাৎ ভ্রাম্যতে পরিবর্ত্ততে বিবিধাবস্থাধীনো ভবতি। ততঃ বিবিধবিপরিবর্ত্তনানন্তরং তেন প্রেরয়িত্রা জুষ্টঃ সেবিতঃ অনুগৃহীতঃ অমৃতত্বম্ এতি প্রাপ্নোতি। দুঃখতাপকরবিবিধপরিবর্ত্তনেনাপগতমলঃ পরাত্মানুগ্রহভাক্ ভবতি ততোঽস্য বিমুক্তিঃ।

উদ্গীতমিতি। এতৎ সর্ব্বান্তর্ভাবকং ব্রহ্ম তু পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্ উদ্গীতম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণি তুরীয়ে ত্রয়ং—ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতা ইতি, সুতরাং তৎ সুপ্রতিষ্ঠা শোভনপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য নিশ্চলতয়া স্থিতিস্থানম্। কথম্? অক্ষরং স্বয়মবিচ্যুতস্বভাবম্। ব্রহ্মবিদঃ অন্তরং সর্ব্বান্তরাত্মানম্—"অবসরমধ্যেঽন্তরাত্মনি চ" ইত্যমরঃ—বিদিত্বা অত্র ব্রহ্মণি পরমে লীনাঃ অপৃথগ্‌ভাবেনাবস্থিতাঃ সুতরাং তৎপরাঃ তদেকপরায়ণাঃ সন্তঃ যোনিমুক্তাঃ—যোনিঃ প্রকৃতিঃ তৎকার্য্যজাতঞ্চ ততো মুক্তাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ স্থিতাঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠাঃ—ভবন্তি।

সংযুক্তমিতি। ক্ষরং বিনাশি—তিরোধানস্বভাবত্বাৎ, অক্ষরং অবিনাশি—নিত্যবিদ্যমানত্বাৎ, ব্যক্তাব্যক্তং—ব্যক্তং বিকারজাতম্ অব্যক্তং কারণং—সংযুক্তং পরস্পরমিলিতং এৎ বিশ্বং নিখিলম্। তদেতন্নিখিলম্ ঈশঃ সর্ব্বশক্তিমান ভরতে বিভর্ত্তি। অনীশঃ অল্পশক্তিঃ চ আত্মা জীবঃ ভোক্তৃভাবাৎ বধ্যতে ভোগস্পৃহয়া বদ্ধো ভবতি। দেবং পরেশং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ সর্ব্ববিধবন্ধনৈঃ মুচ্যতে।

এবং জগজ্জীবপরব্রহ্মমুক্তিতত্ত্বং সংক্ষেপেণোক্ত্বা সুস্পষ্টমভিদধাতি জ্ঞাজ্ঞাবিতি। জ্ঞাজ্ঞৌ—জ্ঞঃ ঈশঃ অজ্ঞঃ জীবঃ তৌ—যৌ ঈশানীশৌ শক্তাশক্তৌ অজৌ জন্মরহিতৌ; ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা—

ভোক্তুঃ জীবস্য ভোগযোগ্যবিষয়যুক্তা—অজা জন্মরহিতা প্রকৃতিঃ হি একা—বিবিধরূপেণ প্রকাশমানা-পীশ্বরশক্তিত্বেন কেবলা—এতৎ ত্রয়ং ব্রহ্মং ব্রহ্ম—"তস্মিংস্ত্রয়ম্" ইত্যুক্তত্বাৎ একস্মিন্নেব পরব্রহ্মণি ভোক্তৃভোগ্যপ্রেরয়িতৃরূপেণ বিভজনং, ভোক্তৃভোগ্যয়োস্তচ্ছক্তিতয়া প্রেরয়িতুস্তদাত্মতয়া তুরীয়াদবিভাগঃ, "তৎ সর্ব্বমভবৎ" (৮। ১২) ইতি তৎসত্তয়া সত্তাবত্ত্বাৎ স্বরূপতস্তৈকম্, স্বরূপস্ত ব্রহ্মানুরূপ-মন্তর্ভাবকত্বং, নিয়ন্তরি জগজ্জীবানাং, জীবশক্তৌ "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" (গী ৭। ৫) ইতি নিখিলস্য জগতঃ, জগদ্রূপায়াং প্রকৃতিশক্তৌ ভূতনিচয়ানাং তদুৎপন্নানাঞ্চান্তর্ভূততয়া স্থিতিঃ; অতএব চ ত্রয়াণাং ব্রহ্মত্বম্ (৮। ১৪)—যদা বিন্দতে লভতে অবিভাগং ভজতে, তদা বিশ্বরূপঃ—জগজ্জীব-নিয়ন্তৃত্বেন বিবিধরূপেণ প্রকাশমানঃ—অনন্তঃ সর্ব্বান্তর্ভাবকতয়া পরিপূর্ণস্বভাবঃ আত্মা হি অকর্ত্তা—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (৮। ৬) ইতি বিভজনস্য ন কর্ত্তা।

এতদেব স্ফুটতয়া বিবৃণোতি। ক্ষরং—প্রধানম্, অমৃতাক্ষরং—অমৃতঞ্চ তৎ অক্ষরঞ্চ - হরঃ ঈশ্বরঃ অজ্ঞানাদিহরণাৎ, ক্ষরাত্মানৌ প্রধানপুরুষৌ—কর্ম্ম—একঃ দেবঃ ঈশতে ঈষ্টে। তস্য দেবস্য অভি-ধ্যানাৎ, যোজনাৎ সর্ব্বত্র সত্তামাত্রাণাং সত্তাভূততয়া সংযোজনাৎ, ভূয়শ্চ অসকৃৎ তত্ত্বভাবাৎ সর্ব্বস্য তৎসত্তয়া সত্তাবত্ত্বদর্শনাৎ, অন্তে তত্ত্বসাক্ষাৎকারপরিপাকে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ—বিশ্বমায়ায়াঃ সৃষ্টিকৌশল-রূপায়া ভেদবুদ্ধেঃ নিবৃত্তিঃ কার্য্যোপরতিরবিভক্ততয়া প্রকাশমানত্বাৎ।

জ্ঞাত্বেতি। দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশাপহানিঃ—সর্ব্বেষাং পাশানাং বন্ধনানাং হানিঃ ছেদঃ, ক্ষীণৈঃ ক্ষয়প্রাপ্তৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ ক্লেশৈঃ জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ জননমরণদুঃখনাশঃ, তস্য দেবস্য অভিধ্যানাৎ দেহভেদে দেহভঙ্গে বিশ্বৈশ্বর্য্যং প্রভবাপায়াদিনিখিলৈশ্বর্য্যলক্ষণং তৃতীয়ং জীবপরিস্ফুরণঃ স্থানং জ্ঞাত্বেতি শেষ, কেবলঃ নিরস্তসমস্তৈশ্বর্য্যাভিধ্যানঃ আপ্তকামঃ পূর্ণনিখিলাভিলাষঃ ভবতি।

এতদিতি। এতৎ পরং ব্রহ্ম স্থানত্রয়েঽস্য প্রকাশমানত্বেঽপি নিত্যম্ এব আত্মসংস্থম্ আত্মনি সম্যক্ স্থিতং জ্ঞেয়ম্ একাত্মপ্রত্যয়ত্বাৎ; অতঃপরং তস্যাত্মসংস্থতত্ত্বজ্ঞানানন্তরং কিংচিৎ ন বেদিতব্যম্ অস্তি, তুরীয়ে সর্ব্বজ্ঞানস্য পর্য্যবসনাৎ। ভোক্তা ভোক্তারং জীবং, ভোগ্যং জগৎ, প্রেরিতারং নিয়ন্তারং মত্বা মননবিষয়ং কৃত্বা সর্ব্বম্ এতৎ ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং—প্রকারাত্রয়ঃ প্রকারি ত্বেকং তুরীয়ম্—ব্রহ্মং প্রোক্তম্। বিনা হি মননাৎ ত্রিবিধপ্রকাশস্য মূলতস্তৈকত্বং ন জাতু প্রতিভাতি স্বভাবতো বিভক্ততয়া প্রতিভাসমানত্বাৎ। এক এব আত্মা বিশ্বে ভোগ্যাত্মতয়া, মানসে ভোক্ত্রাত্মতয়া, জীবে নিয়ন্ত্রাত্মতয়া প্রকাশমানঃ, অতএবৈকস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্থানত্রয়ে বিদ্যমানত্বাৎ ত্রয়ং ব্রহ্মেত্যুক্তিঃ তদন্তরা তৎসত্তয়া ত্রিতয়স্য সত্তাবত্ত্বাৎ। বিপরীতমিদং যদবিকারী চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ভোগ্যাত্মতয়া ভোক্ত্রাত্মতয়া নিয়ন্ত্রাত্মতয়াত্মানং প্রকাশিতবানথচ নিত্যাত্মসংস্থ এব সঃ। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" (৬। ৪) ইত্যত্র ভোগ্যাত্মতয়া, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যত্র ভোক্ত্রাত্মতয়া, "এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে" ইত্যত্র নিয়ন্ত্রাত্মতয়া প্রকাশস্য মূলমন্বেষ্টব্যং, "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি-স্ববিকারিত্বস্য চ, সর্ব্বান্তর্ভাবকং তুরীয়স্য "এতদ্ব্রহ্ম" ইত্যত্র। মধুব্রাহ্মণে পুনস্তত্ত্বমিদং পরিস্ফুটম্। উপাসনাসিদ্ধ্যর্থমুপাসকদৃষ্ট্যাবপৃথক্ত্বেঽপি পৃথক্ত্বয়া প্রতিভাতীতি নৈতদ্বিপরীতং যদি তত্ত্বমিদং জাতু দৃষ্টিতো নাপসরতি। "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদ্যুক্তিঃ দৃষ্টিবৈগুণ্যবারণায়েতি মন্তব্যম্। এবং "রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ (৫। ৬) ইত্যত্র বহিঃশব্দঃ।

বহ্নেরিতি। যোনিগতস্য অরণিগতস্য বহ্নেঃ মূর্ত্তিঃ যথা মথনাৎ প্রাক্ ন দৃশ্যতে, ন এব চ—নির্ব্বাণপ্রাপ্তেমূর্ত্তিমত্ত্বাভাবাৎ—তস্য বহ্নেঃ লিঙ্গনাশঃ সূক্ষ্মতনোরত্যন্তাভাবঃ। কথং জায়তে ন তস্য সূক্ষ্মতনোরভাবইতি ? স এব নির্ব্বাণপ্রাপ্তঃ ভূয় এব পুনরেব ইন্ধনযোনিগৃহ্যঃ ইন্ধনেন কারণেন

গূঢ়ঃ দৃষ্টিগোচরবিষয়ঃ। তৎ উভয়ং বা—তদ্দ্বয়মিব—দেহে অরণিস্থানীয়ে প্রণবেন উত্তরারণিস্থানীয়েন আত্মা বহ্নিস্থানীয়ঃ গূঢ় ইতি শেষঃ।

এতদেব সুস্পষ্টং প্রথয়তি স্বদেহমিতি। স্বদেহম্ অরণিং প্রণবং চ উত্তরারণিং কৃত্বা ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ—ধ্যানরূপস্য নির্ম্মথনস্য অভ্যাসাৎ নিগূঢ়বং নিগূঢ়াগ্নিবৎ দেবং দ্যোতনস্বভাবং পরমাত্মানং পশ্যেৎ সাক্ষাৎকুর্য্যাৎ।

তিলেষিতি। তিলেষু তৈলং, দধিনি সর্পিঃ ঘৃতম্ ইব, স্রোতঃসু অন্তঃসলিলপ্রবাহেষু আপঃ, অরণীষু অগ্নিঃ মথনাদিনা গৃহ্যতে। এবম্ আত্মনি দেহে অসৌ দেবঃ গৃহ্যতে। কেন গৃহ্যতে? যঃ সত্যেন—ভূতহিতার্থবচনেন, তপসা—ইন্দ্রিয়মনসামৈকাগ্র্যলক্ষণেন—এনং দেবম্ অনুপশ্যতি।

কথমেনমনুপশ্যতীত্যপেক্ষয়াহ সর্ব্বব্যাপিনমিতি। সর্ব্বব্যাপিনং সর্ব্বস্মিন্ জগজ্জীবাদৌ ব্যাপিনং ব্যাপ্য অবস্থিতম্, আত্মানম্ অন্তর্যামিণং, ক্ষীরে সর্পিঃ ইব অর্পিতং সারতয়া নিত্যসম্বদ্ধম্, আত্মবিদ্যাতপোমূলম্—"ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ" (ঋক্ ৩ম, ৬২সূ, ১০ঋক্) "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" (গীতা ১০। ১০) ইতি—আত্মবিদ্যায়াঃ তপসশ্চ মূলং কারণম্—তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম—তুরীয়ং সর্ব্বাতীতং সর্ব্বান্তর্ভাবকম্, উপনিষৎপরং উপনিষৎসু পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্—উপনিষন্নমস্মিন্ পরং শ্রেয় ইতি ভাষ্যকারঃ—দ্বির্ব্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্।

এই অধ্যায়ে বেদান্ততত্ত্বসংগ্রহ আরম্ভ হইতেছে, এবং 'ওঁ ব্রহ্মবাদিগণ বলেন' এই বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রথমেই প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জগদুৎপত্তির অন্য কারণ কি হইতে পারে? ব্রহ্মই কি কারণ? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি? জন্মিয়া আমরা এতাবৎকাল কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছি? আমরা পরে কোথায় গিয়া অবস্থিতি করিব? হে ব্রহ্মজ্ঞগণ! বল, কাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে বিবিধ অবস্থাতে অবস্থাপিত হইয়া আমরা (এই সংসারে) সুখদুঃখভাগী হই?

এই সকল প্রশ্ন দ্বারাই ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত যে জগতের অন্য কারণ নাই ও হইতে পারে না, তাহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিতেছেন। কাল—(অর্থাৎ সর্ব্বভূতের পরিণামের হেতু,) স্বভাব—(অর্থাৎ পদার্থসমূহের প্রতিনিয়তা শক্তি), নিয়তি—(অর্থাৎ অবিষম পুণ্যপাপ লক্ষণযুক্ত কর্ম্ম), যদৃচ্ছা—(অর্থাৎ আকস্মিক প্রাপ্ত বিষয়), ভূতসকল—(অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌-তেজাদি), যোনি—(অর্থাৎ প্রকৃতি), পুরুষ—(অর্থাৎ জীব, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ), এই সকলই কি সৃষ্টির কারণ তাহা চিন্তা করিবার বিষয়? যদি এসকলের কোনও কারণ না থাকে, তাহা হইলে এই কালাদির সংযোগে ও সম্মিলনে যে কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও সম্ভবে না। কেন না সংযোগকারী ব্যতিরেকে কিরূপে এই সংযোগ সঙ্ঘটিত হইতে

পারে ? যদি বল যে জীবচৈতন্যই এই সংযোগের কারণ ; তাহা কখনও বলিতে পার না, যেহেতুক জীব ঈশ্বর নয়, কেন না সে সুখ-দুঃখের অধীন।

এই প্রকারে ব্রহ্মব্যতিরেকে যে জগদুৎপত্তির অন্য কারণ নাই তাহার মীমাংসা করিয়া "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে ধ্যানযোগে নিখিল শক্তির আধার পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ কারণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন তাহাই বলিতেছেন। ধ্যানযোগের অনুসরণকারী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা বস্তুসকলের স্বকীয় বিভূতি দ্বারা (অর্থাৎ দ্রব্যাশ্রিত, পৃথিবী আদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা) নিগূঢ় —(অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত) দেবাত্মশক্তি (অর্থাৎ ঈশ্বরের চৈতন্য শক্তি) পরিষ্কার দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহার এইরূপ আত্মশক্তি সেই দেবতা কে ? তিনি পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়রূপে কালাত্মযুক্ত নিখিল স্বভাবের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ?

সেই এক এবং অদ্বিতীয় চিৎশক্তি রথচক্রের ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। সেই এক যিনি নিখিল কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনি ত্রিবৃত,—(অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ প্রকৃতিগুণে আবৃত —আচ্ছন্ন), ষোড়শান্ত, (অর্থাৎ পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়েতে পর্য্যবসিত ; অথবা প্রশ্নোপনিষদুক্ত ষোড়শকলাবসিত, ৫ম অধ্যায় ৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য), পঞ্চাশৎ অরবিশিষ্ট, (৫০ অর, যথা :—পঞ্চ বিপর্য্যয় ভেদ, অষ্টাবিংশতি অশক্তি, নয়টী তুষ্টি, আর অষ্টাবিধ সিদ্ধি ; সাংখ্যকারিকাতে উক্ত এই পঞ্চাশৎ অর ; সবিশেষ সাংখ্যকারিকাতে দ্রষ্টব্য ৩। ৩৭—৪০ সূত্র)। বিংশতি প্রতি-অর বিশিষ্ট,—(অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়ীভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কথন, আদান—বস্তুগ্রহণ, বিহরণ—বস্তু স্থানান্তর করণ, উৎসর্গ—ত্যাগ, এবং আনন্দ), ষট্‌সংখ্যক অষ্টগুণ বিশিষ্ট, (যথা, (১) ভূম্যাদি অষ্ট প্রকৃতি ; (২) ত্বগাদি অষ্ট ধাতু ; (৩) অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য ; (৪) ধর্ম্মজ্ঞানাদি অষ্ট ভাব ; (৫) ব্রহ্মা প্রজাপতি আদি অষ্ট দেবতা ; (৬) দয়াদি অষ্ট গুণ) বিশ্বরূপ —(বিশ্বরূপ—নানারূপ—পুত্রান্নাদি ভেদ হেতু এক কাম অর্থাৎ যাহার ইচ্ছাই পাশস্বরূপ কার্য্য করে), ত্রিমার্গভেদ অর্থাৎ (যাহার ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানমার্গভেদ), দ্বিনিমিত্তৈক মোহ, অর্থাৎ (পাপ ও পুণ্য এই

উভয়ের জন্য যাহার মোহ অর্থাৎ অনাত্মাতে আত্মাভিমান)। এইরূপ ব্রহ্মচক্র আমরা অবগত হই।

পুনরায় ব্রহ্মকে নদীর ন্যায় বর্ণনা করিতেছেন। যথা—তিনি পঞ্চ স্রোতাম্বু—(অর্থাৎ চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়স্থিত—হৃষিকেশ) পঞ্চ যোনি-উগ্রবক্রা, (অর্থাৎ পঞ্চভূতের কারণভূত বলিয়া ভীষণ এবং বক্র), পঞ্চ প্রাণোর্ম্মি, (অর্থাৎ হস্তাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহার ঊর্ম্মি) পঞ্চ বুদ্ধ্যাদি মূলা, (অর্থাৎ যাহার পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়জনিত বোধের আদি কারণ মন আছে) পঞ্চাবর্ত্তা, (অর্থাৎ যাহাতে পঞ্চ শব্দাদির বিষয়রূপ আবর্ত্ত আছে) পঞ্চ দুঃখৌঘবেগা, (অর্থাৎ ১ গর্ভ দুঃখ, ২ জন্ম দুঃখ, ৩ জরা দুঃখ, ৪ ব্যাধি দুঃখ, ৫ মরণ দুঃখরূপ প্রবাহ বিশিষ্টা) বিপর্য্যয়াদি পঞ্চাশৎ ভেদবিশিষ্টা, পঞ্চ পর্ব্বা (অর্থাৎ ১ অবিদ্যা, ২ অস্মিতা—অহঙ্কার, ৩ রাগ, ৪ দ্বেষ, ৫ অমনোযোগ—এই পঞ্চ পর্ব্ব অর্থাৎ ক্লেশযুক্তা)। সেই নদী আমরা অবগত হই।

এই রূপ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান ও ব্রহ্মস্রোতে নীয়মান জীবের কি প্রকারে মুক্তি লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বাজীব (অর্থাৎ উৎপত্তি কাল হইতে তিনি সর্ব্বজীবের জীবন), সর্ব্বসংস্থ (সমুদয় তাঁহাতে অবস্থিত) এবং সর্ব্বান্তর্ভাবক, এই ব্রহ্মচক্রে হংস (জীব) আপনাকে ও আপনার প্রেরয়িতাকে পৃথক্‌রূপে (অর্থাৎ আমি এই জীব এক স্বতন্ত্র বস্তু বা ব্যক্তি আর আমার প্রেরয়িতা—আশ্রয় প্রতিপালক ও রক্ষক—আমা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি) স্বরূপের পার্থক্য মনে করিয়া—তাঁহার প্রেরণার অবমাননাবশতঃ ভ্রাম্যমান ও বিবিধ পরিবর্ত্তিত অবস্থার অধীন হয়। তৎপর বিবিধ বিপরিবর্ত্তনের অন্তে, সেই প্রেরয়িতা কর্ত্তৃক সেবিত ও অনুগৃহীত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ দুঃখ ও সন্তাপজনিত বিবিধ পরিবর্ত্তনের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া জীব পরমাত্মার অনুগ্রহভাগী হয় এবং তখন তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

এই সর্ব্বান্তর্ভাবক পরমব্রহ্মই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে কীর্ত্তনীয়। সেই তুরীয় ব্রহ্ম, ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা সুতরাং নিশ্চল ভাবে সৃষ্ট তাবৎ বস্তুর স্থিতিস্থল। কি প্রকারে স্থিতিস্থল ? যেহেতুক তিনি অক্ষর,

অর্থাৎ স্বয়ং অচ্যুত স্বভাব। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ—সর্ব্বান্তরাত্মাকে অবগত হইয়া এই পরমব্রহ্মে লীন (অর্থাৎ অপৃথগ্‌ভাবে স্থিত) হইয়া, সুতরাং তৎপর, (অর্থাৎ এক ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া) যোনিমুক্ত হন। যোনিমুক্ত অর্থাৎ যোনি—প্রকৃতি, তৎকার্য্যজাত যে অবস্থা তাহা হইতে মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্থিতিপূর্ব্বক ব্রহ্মের সারোপ্য প্রাপ্ত হন।

সেই সর্ব্ব-শক্তিমান ঈশ্বর, ক্ষর (নশ্বর) এবং অক্ষর (অবিনশ্বর) ব্যক্ত (বিকারজাত) এবং অব্যক্ত (কারণ) রূপে পরস্পর মিলিত এই বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অল্প শক্তি আত্মা অর্থাৎ জীব ভোক্তৃ-ভাবে অর্থাৎ ভোগস্পৃহা দ্বারা মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়; আর পরব্রহ্মকে অবগত হইয়া সর্ব্ববন্ধন বিমুক্ত হয়।

এইরূপে জগৎ, জীব, পরব্রহ্ম ও মুক্তিতত্ত্ব সংক্ষেপে সুস্পষ্টরূপে প্রদান করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আর অজ্ঞ জীব এই দুইজন; উভয়েই ঈশানীশ অর্থাৎ শক্ত (সবল) অশক্ত (দুর্ব্বল), উভয়েই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত; জীব ভোগকারী এবং তাহার ভোগযোগ্যবিষয়যুক্তা প্রকৃতি ও অজা অর্থাৎ জন্মরহিতা এবং সেই প্রকৃতি একই প্রকৃতি (কেন না কেবল ঈশ্বর-শক্তির দ্বারা উহা বিবিধরূপে প্রকাশমান); এক পরব্রহ্মেই ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই ত্রিবিধ বিভাগ। এই ত্রিবিধ বিভাগকে যখন অবিভক্তরূপে জানা যায়, তখন ব্রহ্মই যে জগৎ জীব ও নিয়ন্তা এই ত্রিবিধরূপে প্রকাশমান, অনন্ত অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্ভাবক বিধায় পরিপূর্ণ স্বভাব এবং নিজে বিভাগের অকর্ত্তা (যেহেতুক ইহা তাঁহার স্বভাব) তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন।—

ক্ষর (বিনাশশীল) প্রধান, অমৃতাক্ষর ঈশ্বর হর অর্থাৎ সকল অজ্ঞানতা হরণকারী। প্রধান এবং আত্মা (পুরুষ) এই উভয়ের উপর প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর একদেবতা। সেই একদেবের ধ্যানে, এবং তিনি যে সর্ব্ব বস্তুর অস্তিত্বের মূলে অবস্থিত তৎসংযোজনে, পুনরায় বারম্বার তাঁহাকে সেই-রূপে বর্ত্তমান দর্শনে পশ্চাৎ যখন তাঁহার সাক্ষাৎকার পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তখন জীবের বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়। (বিশ্বরূপ মায়ার নিবৃত্তি অর্থাৎ সৃষ্টির বিচিত্র নির্ম্মাণ শক্তির অন্যথা বোধ শেষ হয়)।

সেই দেবতা অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জানিয়া জীব সর্ব্বপ্রকার বন্ধন বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাজনিত ক্লেশ ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ তাহার নষ্ট হয়; সেই দেবতার ধ্যান করিতে করিতে যখন (প্রকৃতির নিয়মানুসারে) তাহার দেহ ভঙ্গ হয় তখন সে নিখিল ঐশ্বর্য্য লক্ষণযুক্ত, সুতরাং, তাহার গ্রহণীয় তৃতীয় স্থান অবগত হইয়া কেবল (অর্থাৎ এক-নিষ্ঠ অবস্থা,—সমুদয় বাসনা কামনার পরিসমাপ্তিরূপ অবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণাভিলাষ হয়।

এই পরব্রহ্ম, জগৎ, জীব ও নিয়ন্তা রূপে এই স্থানত্রয়ে প্রকাশমান থাকিলেও, তিনি প্রতিনিয়ত আত্মপ্রত্যয়-দ্বারা (বিশ্বাসে) আত্মস্বরূপে (আপনার হৃদয়ে স্থিত রূপে) জ্ঞাতব্য। এইরূপে ব্রহ্মকে আত্মস্থ দেখিলে আর জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না। ভোক্তা (জীব) ভোগ্য (জগৎ) আর প্রেরয়িতা (নিয়ন্তা ঈশ্বর) এই তিনটীকে চিন্তন মনন দ্বারা জানিবে; ইঁহারা ত্রিবিধরূপে অর্থাৎ তিন প্রকারে প্রকাশমান হইলেও, প্রকারি অর্থাৎ প্রকাশক যে এক তুরীয় ব্রহ্ম তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (স্বভাবতঃ তিন প্রকারে প্রকাশ বিধায়, মনন ব্যতিরেকে ত্রিবিধ প্রকাশের মূলে যে একত্ব তাহা সহজে মনে প্রতিভাত হয় না)।

অরণির অর্থাৎ কাষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ অগ্নি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ অগ্নি সুক্ষ্ম শরীরধারীরূপে তাহাতে আছে, নির্ব্বাপিত হয় নাই; দ্বিতীয় কাষ্ঠ খণ্ডের সহিত পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণ দ্বারা সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। দেহ এবং প্রণব এই উভয় এইরূপ জানিবে। (পুনঃ পুনঃ প্রণব উচ্চারণ দ্বারা দেহ হইতে অদৃশ্য অগ্নির ন্যায় পরমাত্মা পরিদৃশ্যমান হয়)।

উহাই সুস্পষ্ট বলিতেছেন। নিজের দেহ প্রথম কাষ্ঠখণ্ড; আর প্রণব দ্বিতীয় কাষ্ঠখণ্ড। ধ্যানাভ্যাসরূপ সংঘর্ষণ দ্বারা কাষ্ঠস্থিত অদৃশ্য অগ্নিকে দৃশ্যমান করিয়া লইবার মত দেহে নিগূঢ়ভাবে স্থিত পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবেক।

সেই পরম দেবতা তিলে তৈলের ন্যায় বলিতেছেন। যেরূপ তিলে তৈল, দধিতে ঘৃত, অন্তঃসলিলা (অর্থাৎ ফল্গু) নদীতে জল, কাষ্ঠে অগ্নি, মন্থন দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত

হওয়া যায়। (কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?) যিনি হৃদয়ে সত্যাবলম্বন করেন এবং অনুতপ্ত হইয়া তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হয়েন, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করেন।

তাঁহাকে যে সর্ব্বব্যাপী রূপে দেখিতে হইবে তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। দুগ্ধস্থিত সর্পির ন্যায় সেই সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা। তিনি আত্মবিদ্যার অর্থাৎ আমাদের আত্মজ্ঞানের ও তপস্যার মূল এবং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম।

ভাব—ব্রহ্মবাদিগণ কেন ব্রহ্মকে জগৎসৃষ্টির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রথম শ্লোকে তাহাই প্রশ্নাকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই প্রশ্ন করিতেছেন, ব্রহ্ম কিরূপ সৃষ্টির কারণ? (১) আমরা কোথা হইতে জন্মিলাম? (২) কিরূপে এবং কাহার দ্বারা সংস্থাপিত হইয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি? (৩) পরে আমরা কোথায় গিয়া অবস্থিতি করিব? (৪) আমাদিগকে সুখের এবং দুঃখের অবস্থায় কে ফেলে? এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া ব্রহ্ম ব্যতিরেকে যে জগতের অন্য কারণ নাই তাহাই বলিতেছেন।

কাল, স্বভাব, নিয়তি, আকস্মিক ভাবে প্রাপ্তি, পঞ্চভূত এবং জীব, ইহার কোনটীই কি সৃষ্টির মূল কারণ? তাহাদের সংযোগ কারণ হইতে পারে না, কেন না তাহাদের নিজের কোনও শক্তি নাই। সংযোগ দ্বারাই সংযোগকারী অভিব্যক্ত হইতেছে। আর জীবাত্মাকেও কারণ বলিতে পার না, কেন না তাহার উপর আর এক জন কর্ত্তা না থাকিলে কে তাহার সুখদুঃখ বিধান করে? এস্থলে জীব আপনি আপনার সুখদুঃখ সম্পাদন করে না, আর এক জন তাহার উপরে আছেন, যিনি জীবের সুখ দুঃখ বিধান করিতেছেন, এই বলিয়া জীব ব্রহ্ম (জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ) এই অদ্বৈতবাদ সমূলে খণ্ডন করিয়াছেন।

শুধু সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না; তদ্দ্বারা ব্রহ্মকে কেবল সৃষ্টির অন্তরালে শক্তিরূপে কারণরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থীকে ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্ম যে ভৌতিক শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়ী শক্তিপ্রভাবে দীপ্যমান রহিয়াছেন ধীরেরা তাহা দর্শন করেন এবং তাঁহাকে কালাদি সকলের মূলে এক অদ্বিতীয় কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখেন। এখানে "ধ্যানযোগে তাঁহাকে দেখেন" এই কথাতেই প্রশ্নান্তর মীমাংসিত হইয়াছে। কেন না যিনি তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন, তাঁহার নিকটই তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। (যমেবৈষ বৃণুতে তেনলভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্)।

আরও (নাশান্ত মানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ) প্রশান্তচিত্ত না হইলে কেবল জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কঠ, ২।২৩।২৪।

ব্রহ্মকে চক্রের ন্যায় (কার্য্যকারণাত্মক) বলিতেছেন, আমরা তাঁহাকে অবগত হই। সেই ব্রহ্মচক্র যথা:—তাহার একটীমাত্র পরিধি—যাহা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। এই পরিধি পরিবেষ্টন করিয়া সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ রহিয়াছে অর্থাৎ সত্ব, রজ, তমগুণে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই চক্র, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ-ভূত এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও এক অন্তরিন্দ্রিয় মন এই ষোলটীতে পরি-সমাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন ইহা ছাড়া আর ত কিছুই নাই। (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ)। ৫০টী অর এই চক্রে আছে—তাহা এই—পঞ্চ বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, অষ্টাবিংশতি অশক্তি, নয়টী তুষ্টি এবং অষ্ট সিদ্ধি। (পঞ্চ বিপর্য্যয় যথা:—তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, অথবা সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অনভিনিবেশ; অষ্টাবিংশতি অশক্তি—অক্ষমতা, সাংখ্যকার ইহাকে বুদ্ধিবধ বলিয়াছেন, যথা—বুদ্ধির অসামর্থ্যরূপ বধের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় বধকে অশক্তি বলে। তুষ্টি ও সিদ্ধির বৈপরীত্য বশতঃ বুদ্ধির বধ অর্থাৎ স্বকার্য্যে অসামর্থ্য সপ্তদশ প্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধিবধের কারণ বলিয়া একাদশ ইন্দ্রিয়ের বধ গ্রহণ করা হইয়াছে। একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয় বধ, যথা:— ১ বধিরতা, ২ কুষ্ঠ, ৩ অন্ধতা, ৪ জড়তা (জিহ্বার) ৫ ঘ্রাণশক্তির অভাব, ৬ মুকতা, ৭ কৌণ্য বা গ্রহণশক্তির অভাব, ৮ পঙ্গুতা, ৯ ক্লীবতা, ১০ মলত্যাগে অশক্তি, এবং ১১ বোধশক্তির (মনের) অভাব; এই একাদশ অশক্তি; ইন্দ্রিয় বধে বুদ্ধিরও স্বরূপতঃ অশক্তি ঘটিয়া থাকে, সুতরাং নয়টী তুষ্টি লাভে ক্ষমতা ও অষ্ট সিদ্ধি সাধনে তাহার ক্ষমতা থাকে না। সমুদায়ে এই আটাইশটী অশক্তি বলা হইল। ৯ তুষ্টি যথা:— আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য; বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার—উপার্জ্জন, রক্ষা, ক্ষয়, উপভোগ ও হিংসা। অষ্ট সিদ্ধি যথা:—১ম গৌণ— ১ অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ, ২ তদর্থ বোধ, ৩ পঠিত বিষয়ে মনন, ৪ তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য সমপাঠী-দিগের সহিত আলাপ, ৫ বিবেকজ্ঞানের পরিশুদ্ধি; ২য় মুখ্য—প্রমোদ, মুদিত ও মোদ-মান।— সবিশেষ সাংখ্যসূত্রে দ্রষ্টব্য। অতঃপর ৪৮টী প্রতি অর বা কিলকের কথা বলিতেছেন ১ম অষ্ট প্রকৃতি, ২য় অষ্ট ধাতু, ৩য় অষ্ট ঐশ্বর্য্য, ৪র্থ অষ্ট ভাব, ৫ম অষ্ট দেবতা, ৬ষ্ঠ অষ্ট গুণ, মোট ৪৮ সংখ্যা। (ভূম্যাদি অষ্ট প্রকৃতি যথা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। ত্বগাদি অষ্ট ধাতু—ত্বক্, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িতা। ধর্ম্মজ্ঞানাদি অষ্ট ভাব—বেদান্তি মতে—

সঙ্কল্পসংশয়ভ্রান্তিস্পৃতিসাদৃশ্য নিশ্চয়াঃ।
উহনোহনধ্যবসায়শ্চ তথান্যেহনুভবা অপি ॥"

অর্থাৎ ১ সঙ্কল্প, ২ সংশয়, ৩ ভ্রান্তি, ৪ স্পৃতি [বাঁচিবার ইচ্ছা], ৫ সাদৃশ্য নিশ্চয়, ৬ উহন [অনুমান], ৭ অনধ্যবসায়, ৮ অনুভূতি। সাংখ্যমতে যথা—সাংখ্য মতসিদ্ধেষু ধর্ম্মাধর্ম্মাদিষু বুদ্ধিধর্ম্মেষু [সাং কাং] "ভাবৈরধিবাসিতং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানাজ্ঞানবৈরাগ্যাবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যাণি ভাবাঃ তদন্বিতাবুদ্ধিঃ।" অর্থাৎ ১ ধর্ম্ম, ২ অধর্ম্ম, ৩ জ্ঞান, ৪ অজ্ঞান, ৫ বৈরাগ্য, ৬ অবৈরাগ্য, ৭ ঐশ্বর্য্য, ৮ অনৈশ্বর্য্য এই অষ্ট প্রকার বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞানাদি এই অষ্ট ভাব। ব্রহ্মাপ্রজাপতি আদি অষ্ট দেবতা যথাঃ ১ ব্রহ্মা, ২ বিষ্ণু, ৩ রুদ্র, ৪ আদিত্য, ৫ ইন্দ্র, ৬ সোম, ৭ অগ্নি, ৮ বাক্। দয়াদি অষ্ট গুণ—(যথা, ১ দয়া, ২ ক্ষমা, ৩ অনসূয়া, ৪ শৌচ, ৫ অনায়াস, ৬ মঙ্গল, ৭ অকার্পণ্য এবং ৮ অস্পৃহা।) এই ৪৮ প্রতি অর গুলি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশং অরকে আরও দৃঢ়ীভূত করে। আর কামরূপীপাশ জীবকে, পুত্রার্থী, অন্নার্থী করিয়া বহুবিধ বন্ধনে সম্বদ্ধ করে। আর এই চক্রে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান, এই তিনটী পথ আছে; আর পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও জীব পাপকর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে জানে না। মোহমুদ্গরবলে আত্মজ্ঞানবিহীন মূর্খেরাই নরকে ক্লেশ ভোগ করে।

অতঃপর ব্রহ্মকে নদীর ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার পঞ্চ স্রোত। পঞ্চভূত উহার উৎস, সুতরাং ভীষণ এবং বক্র। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহাদের মধ্যে উর্ম্মি অর্থাৎ ঢেউ হইয়া রহিয়াছে। অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রধান ইন্দ্রিয় মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের কার্য্য অনুভব করিয়া থাকে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি পঞ্চ আবর্ত্তস্বরূপ হইয়া বিপজ্জনক হইয়া আছে। জীবের গর্ভাদি পঞ্চ দুঃখ এই নদীস্রোতের বেগরূপে প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্চাশং ভেদ অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান কি কি তাহা শঙ্করও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। তিনি পঞ্চ ক্লেশ বলিয়াছেন, উহাদের পঞ্চাশং সংখ্যা কিপ্রকারে হইল তাহা বলেন নাই। ভট্ট মোক্ষমূলর এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, পূর্ব্ব শ্লোকে ব্রহ্মচক্রে ৫০টী অর বলা হইয়াছে, ৫০টী ভেদও তাহাই, সুতরাং শঙ্কর তদুল্লেখ পুনর্ব্বার অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণিত নদীকে আমরা কার্য্য-কারণাত্মক ব্রহ্মরূপে অবগত হই। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাঁহার কার্য্য যুগপৎ জানি।

এক্ষণে ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ জীবের মুক্তি কি প্রকারে লাভ হয়? একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রেরিত জীব ও তাহার প্রেরয়িতা ঈশ্বর পরস্পর পৃথক্ হইলেও উহাদের স্বরূপ ঐক্য আছে। জীব যত দিন এই একতা অনুভব না করে, সে ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ হয়, দুঃখতাপরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া তাহাকে যাইতে হয়। যখন অনুতপ্ত হইয়া সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় তখন তাঁহার অনুগ্রহে অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে।

তুরীয় ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই তিনই আছে। অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিনই সুপ্রতিষ্ঠিত ও অক্ষর, যেহেতুক তাহারা যাহা তাহাই থাকে, তাহাদের স্বভাবের বিচ্যুতি ঘটে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার অভ্যন্তরে যিনি আছেন তাঁহাকে জানিয়া অপৃথভাবে (স্বরূপ ঐক্যবশতঃ) স্থিতি করেন এবং এক ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া তদীয় স্বরূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থাতে জীবের জ্ঞানচৈতন্যের হানি হয় না। জীবের জ্ঞানচৈতন্যের হানি না হওয়াতে জীব ব্রহ্মসহবাসে ভূমানন্দ বিমলানন্দ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার কোনও ভয় থাকে না। স্বয়ং শ্রুতি বলেন—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

ঈশ্বর, নশ্বর অবিনশ্বর এবং ব্যক্ত অব্যক্ত উভয়ই ধারণ করিয়া আছেন। দুর্ব্বল জীব ভোক্তা; অজ্ঞানতাবশতঃ আমি কর্ত্তা এই মনে করিয়া মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়, আর স্বয়ং দীপ্যমান ব্রহ্মকে জানিলে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত হয়। (ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্যকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। মু, উ, ২।১।৩। সেই পরাৎপর ব্রহ্মকে দর্শন করিলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূর হয় এবং সমুদয় কর্ম্ম ক্ষয় হয়।)

ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই তিনই পরব্রহ্মে, এবং এক আদি ঈশ্বর শক্তি দ্বারা প্রকাশমান। ইহার কোনটিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করা যায় না, কেননা পৃথক করিতে গেলেই আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই তিনই ব্রহ্মের স্বভাব; সুতরাং অজ্ঞ দুর্ব্বল জীব আর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর উভয়ই অজ। ভট্ট মোক্ষমূলর ইহা অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন "(১) ঈশ্বর পরমপুরুষ, স্রষ্টা; (২) জীবাত্মা পুরুষ বা মানবাত্মা; আর (৩) সৃষ্টিকারিণী শক্তি; এই তিনই পরব্রহ্মে অবস্থিত'। (বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বাদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। সেই অনন্ত পরব্রহ্ম বিশ্বরূপী সুতরাং নিজে অকর্ত্তা—অর্থাৎ পূর্ণ স্বভাবশতঃ আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত। শ্রুতি বলেন—তিনিই সব হইলেন—"তৎসর্ব্বমভবৎ"। গীতা বলেন যাঁহা দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে—"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"—৭।৫

প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব), এই উভয়ের উপর কর্ত্তা ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই জীবের অজ্ঞানতা দূর করিয়া থাকেন। তাঁহার ধ্যানে সৃষ্টির বিচিত্র নির্ম্মাণ শক্তি সম্বন্ধে জীবের যে অন্যথা বোধ হয় তাহা শেষ হয়।

দেব শব্দের ধাতু গত অর্থ দীপ্যমান অর্থাৎ যিনি আপনিই প্রকাশমান। সেই স্বপ্রকাশ দেবতা পরমেশ্বরকে জানিয়া জীব পাপ মুক্ত, অজ্ঞানতা জনিত ক্লেশ মুক্ত এবং জন্মাদি দুঃখ পরিশূন্য হয়। এবং তাঁহার সহিত জ্ঞানে ও পূর্ণ ইচ্ছা সহকারে যোগযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়োজিত স্বীয় গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া সেই কেবলাবস্থা লাভ করে, যে অবস্থাতে তাহার কামনা বাসনা চিন্তা ও মননাদির অন্য বিষয় থাকে না। সুতরাং

সে পূর্ণকাম হয়। এজন্য বলা হইয়াছে—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ সংশিতব্রতাঃ" —অর্থাৎ সেই স্থান যেখানে গেলে আর যোগীরা ফিরিয়া আসেননা। "ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতকে জানিয়া তাবং অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।" কঠ, ৪।২।

যিনি চিরকাল আপনাতে আপনি আছেন, তাঁহাকে জানিয়া আর কিছুই জানিবার থাকে না। যেহেতুক তিনি পূর্ণানন্দ। অমৃত পান করিলে আর জলের পিপাসা থাকে না। আবার তিনি অনন্ত সুতরাং জীব তাঁহাতেই আরও অধিকতররূপে অনুরক্ত হয়, জ্ঞাতব্য ও প্রার্থয়িতব্য অন্য কিছুই থাকে না। ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশ একজনেরই এবং তিনিই ব্রহ্ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মনন ব্যতিরেকে এই ত্রিবিধ প্রকাশ পরিগ্রহ করা যায় না, কেন না তাহারা অবিভক্তরূপে প্রতিভাসিত। এক পরমাত্মাই বিশ্বে ভোগ্যরূপে, মনে ভোক্তারূপে এবং জীবে নিয়ন্তারূপে প্রকাশমান। এই স্থানত্রিতয়ে ব্রহ্ম বর্ত্তমান বলিয়া তিনটীকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এ উক্তি বিপরীত বলিয়া মনে হইতে পারে। কেন না, নিত্য অবিকারী চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা নিজেই ভোগ্য, নিজেই ভোক্তা এবং নিজেই নিয়ন্তারূপে প্রকাশিত অথচ নিত্য আপনাতে আপনি অবস্থিত, এ উক্তি কি প্রকার? ইহার উত্তর এই:-"তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" (ভগবদ্‌বল্লী ৬। ৪ দ্রষ্টব্য) এখানে তিনি ভোগ্য; "মনোময়, প্রাণ এবং শরীরের প্রকাশক, সত্যসঙ্কল্প" এখানে ভোক্তারূপে; তিনি "এই আমার আত্মা অন্তর্হৃদয়ে" এখানে নিয়ন্তারূপে প্রকাশিত। এই এই ভাবে তাঁহার ত্রিবিধ প্রকাশ দ্রষ্টব্য। "পৃথিবী অপেক্ষা তিনি বড়" এখানে তাঁহার তুরীয় ব্রহ্মত্ব। আর মধুব্রাহ্মণে আরও পরিস্ফুট করিয়া দেখান হইয়াছে। উপাসনা সিদ্ধির জন্য উপাসকের দৃষ্টিতে ত্রিবিধ প্রকাশ অপৃথক্‌ভাবে স্থিত থাকিলেও পৃথক্‌রূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে বিপরীত ভাব কিছুই নাই।

কাষ্ঠে অগ্নি আছে কিন্তু একখণ্ড কাষ্ঠের সহিত অপর একখণ্ড ঘর্ষণ না করিলে তাহার ভিতরের অগ্নি দৃশ্যমান হয় না। জীবের অন্তরেই সত্য ঈশ্বর নিত্যকাল বাস করিতেছেন, জীব শ্রদ্ধাসহকারে বারম্বার ওঁ সত্যং বলিয়া তাঁহাকে পরিদৃশ্যমান দেখিবার জন্য ইচ্ছা করিলেই তিনি প্রকাশিত হন।

জীব নিজে প্রথম কাষ্ঠখণ্ড, ঈশ্বরবাচক শব্দ ওঁ হরি, গড, খোদা, জিহোবা দ্বিতীয় কাষ্ঠখণ্ড সদৃশ; পরমাত্মা অদৃশ্যমান অগ্নি সদৃশ। তাঁহার সত্যনাম উচ্চারণে মননে ও ধ্যানে ব্রহ্মাগ্নি পরিদৃশ্যমান হয়েন।

সত্যপরায়ণ ব্যক্তি স্বীয় দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার অনুসন্ধান করিলে, আলোড়ন দ্বারা যেরূপ তিল হইতে তৈল, দধি হইতে মাখন, অন্তঃসলিলা (ফল্গু) নদী হইতে জল এবং কাষ্ঠ খণ্ড হইতে অগ্নি বাহির হইয়া থাকে তদ্রূপ আপনার ভিতর হইতে এই প্রকাশমান পরম দেবতা পরিদৃশ্যমান হন।

দুগ্ধে অবস্থিত ঘৃতের ন্যায় উপনিষদুক্ত সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাতীত, সর্ব্বান্তর্ভাবক, সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম আত্মজ্ঞান ও অনুতাপ দ্বারা লভনীয়। আত্মজ্ঞান লাভের উপায় প্রথম শ্লোকেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যথা, কিরূপে আমরা জন্মিয়াছি? জন্মিয়া কোথায় কাহাদ্বারা নিয়োজিত হইয়া স্থিতি করিতেছি? কোথায় যাইব? আমাদের সুখ দুঃখের কারণ কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর আপনার অন্তরেই প্রাপ্ত হওয়া চাই। এই আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান। ঋগ্বেদে আছে—"ধিয়োযো নঃ প্রচোদয়াৎ" যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। গীতা—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মা মুপযান্তি তে" অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে (উপাসকদিগকে) সেই বুদ্ধি, শুভ বুদ্ধি, বিবেক বুদ্ধি বা অনুরাগ প্রদান করি যদ্দারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

১২। ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
যইৎ তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে ॥
ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥

শ্বে ৪। ৮—১০।

পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারং বিনা বেদাদীনাং বিফলত্বমাহ ঋচ ইতি। যস্মিন্ ব্যোমন্ আকাশকল্পে পরমে অক্ষরে ঋচঃ তৎপ্রতিপাদ্যাঃ বিশ্বে দেবাঃ অধিনিষেদুঃ আশ্রিতাঃ তিষ্ঠন্তি, যঃ তৎ অক্ষরং ন বেদ, স ঋচা কিং করিষ্যতি। যে ইৎ পুনঃ তৎ অক্ষরং বিদুঃ, তে ইমে সমাসতে আত্মস্বরূপতয়া তিষ্ঠন্তি (ঋক্ ১ম, ১৬৪সূ, ৩৯ ঋক্)।

তস্মাদক্ষরাৎ সর্ব্বং প্রভবতীত্যাহ ছন্দাংসীতি। ছন্দাংসি বেদাঃ, যজ্ঞাঃ যূপসম্বন্ধবিরহিতাঃ বিহিতক্রিয়াঃ বেদপাঠাদয়ঃ, ক্রতবঃ স্বর্গসাধকক্রিয়াঃ, ব্রতানি চান্দ্রায়ণাদীনি, যৎ ভূতং ভব্যং চকারাৎ বর্ত্তমানং বেদাঃ তদ্বদন্তি কথয়ন্তি, এতৎ বিশ্বং নিখিলং যস্মাৎ অক্ষরাৎ অন্তর্নিহিতনিখিলাৎ মায়ী মায়াধিষ্ঠাতা সৃজতি আবিষ্করোতি, তস্মিন্ অক্ষরে এব অন্যঃ জীবঃ মায়য়া ভগবচ্ছক্ত্যা সংনিরুদ্ধঃ উপাধ্যবচ্ছিন্নঃ।

মায়েয়ং ন কুহকঃ কিন্তর্হি ভগবচ্ছক্তিরিত্যাহ মায়ামিতি। মায়াং তু প্রকৃতিং মায়িনং তু মহেশ্বরং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ, তস্য মহেশ্বরস্য অবয়বভূতৈঃ—তদবয়বত্বমাপন্নৈঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ, চিচ্ছক্তিশকলভূতৈঃ পুরুষৈরিতি শ্রীকণ্ঠঃ—ইদং সর্ব্বং জগৎ তু ব্যাপ্তম্।

ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিলে বেদাদি পাঠ বৃথা :—যাঁহাতে সমুদায় দেবগণ অধিবাস করিতেছেন, সেই আকাশস্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মে ঋক্ সকল স্থিতি করে। যে ব্যক্তি পরব্রহ্মকে না জানিল সে শুধু ঋক্ দ্বারা কি করিবে? যাহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়েন।

সেই অক্ষর পুরুষ হইতেই সমুদয় হইয়াছে।—সমগ্র বেদ, যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপ, স্বর্গার্থে ভাবৎ উৎসর্গ, যাবতীয় ব্রতানুষ্ঠান, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে অবস্থিত তাবৎ বস্তু এবং আর আর যাহা কিছু আছে বলিয়া বেদ বলেন, তৎসমুদয় সেই অক্ষর পুরুষ আপনার মায়া (প্রকৃতি) অবলম্বনপূর্ব্বক সৃজন করিয়াছেন। জীব (পুরুষ) তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারাই সম্যক্ আবদ্ধ আছে।

মায়া কুহক নহে, ভগবৎশক্তি, তাহা বলিতেছেন। মায়াকে তাঁহার প্রকৃতি এবং স্বয়ং মহেশ্বরকেই মায়ী জানিবে। সেই মহেশ্বরের অবয়বস্বরূপ ঐশ্বর্য্য দ্বারা সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত।

ভাব—ঋচ ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরের এই শ্লোক ঋক্‌বেদ হইতে গৃহীত। (ঋক্ ১ম, ১৬৪সূ, ৩৯ঋক্)। ভট্ট মোক্ষমুলর বলেন, এই শ্লোক কিরূপে এখানে আসিয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তিনি শঙ্করের ভাষ্যই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলেন অক্ষর শব্দে পরমাত্মা। শ্লোকের অর্থও সরল। যে মনুষ্য সেই অক্ষর পুরুষে অবস্থিত ঋগ্বেদোক্ত দেবগণের বিষয় জানিল অথচ অক্ষর পুরুষকে জানিল না, তাহার ঋগ্বেদ পাঠে কি ফল? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা আত্মস্বরূপে স্থিতি করেন। মোক্ষমুলর বলেন, আত্মস্বরূপে স্থিতি করেন অর্থাৎ শান্তি লাভ করেন।

মায়া শব্দে দেবাত্মশক্তি বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ যে শক্তিপ্রভাবে সৃষ্টির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ভট্ট মোক্ষমুলরও বলেন :—

Máyá means making, or art, but as all making or creating, so far as the Supreme Self is concerned, is phenomenal only or mere illusion, *maya* conveys at the same time the sense of illusion. In the same manner *mayin* is the maker, the artist, but also the magician or juggler. What seems intended by our verse is that from the *akshara*, which corresponds to Brahman, all proceeds, whatever exists or seems to exist, but that the actual Creator or the author of all emanations is *Isa*, the Lord, who as Creator, is acting through *maya* or devatmasakti (দেবাত্মশক্তি)। Possibly,

however, *anya* (অন্য) the other, may be meant for the individual Purush (পুরুষ)। সুতরাং যে মায়ী অর্থাৎ দেবাত্মশক্তিসম্পন্ন অবিনাশী পরমাত্মা পুরুষ আপনার শক্তিপ্রভাবে বেদ, যজ্ঞ, উৎসর্গ, ব্রতানুষ্ঠান, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাদি বেদোক্ত সমুদয় ও এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই পরম পুরুষের মায়া শক্তি দ্বারাই জীবাত্মা পুরুষ উপাধিবিশিষ্ট। অতএব মায়াকে পরমেশ্বরের প্রকৃতি অর্থাৎ নির্ম্মাণকৌশল (art) জানিবে। আর মায়ী অর্থাৎ নির্ম্মাণকর্ত্তাকে মহেশ্বর জানিবে। সমুদয় জগৎ তাঁহার ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত জানিবে। তাঁহার 'অবয়বভূত' এই শব্দের অর্থ শ্রীকণ্ঠ বলেন—"চিচ্ছক্তির অংশ-ভূত।" তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। কঠ, ৫। ১৫। অর্থাৎ সমুদয় জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদয় তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে। সূর্য্যের প্রকাশে যেরূপ সূর্য্যকে জানা যায় এবং জগতের তাবৎ পদার্থেরও পরিষ্কার জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশে তাঁহাকে জানা যায় এবং সৃষ্টির নির্ম্মাণকৌশল অবগত হইয়া সমুদয় জগৎ যে তাঁহাদ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। গীতা বলেন:—সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ গীতা ৬। ২৯। যোগী ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মাতে সমুদয় প্রাণীকে সন্দর্শন করেন।

২১। তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্॥

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বেত ৬। ২১—২৩।

"বেদোঽসীতি" (১০। ৪০) শ্রুতের্জীবমাত্রস্য বেদপ্রভবত্বং যদ্যপি স্বাভাবিকং তথাপি তেষু কেষু-চিদস্ফুটতয়া কেষুচিৎ প্রকটতয়াঽসৌ বিরাজতে। এবং তস্য বিরাজমানতায়াঃ কারণং দর্শয়তি শ্বেতাশ্বতরঃ স্বদৃষ্টান্তেন তপইতি। তপঃপ্রভাবাৎ মননাদিসামর্থ্যাৎ দেবপ্রসাদাৎ জ্ঞানস্বরূপস্য অনু-গ্রহাৎ চ বিদ্বান্ শ্বেতাশ্বতরঃ পরমং পবিত্রম্ ঋষিসংঘজুষ্টং ঋষিসমূহসেবিতং ব্রহ্ম বেদং অত্যাশ্রমিভ্যঃ আশ্রমধর্ম্মবিরক্তেভ্যঃ প্রোবাচ।

তদ্ব্রহ্ম কস্মৈ দাতব্যং তদাহ বেদান্তে ইতি। পুরাকালে আদিপুরুষায় প্রচোদিতম্ উপদিষ্টং বেদান্তে পরমং গুহ্যং তৎ ব্রহ্ম ন অপ্রশান্তায় ন চঞ্চলচিত্তায়, ন অপুত্রায়, ন বা পুনঃ অশিষ্যায় দাতব্যম্।

কথং বাহয়ং নিয়মঃ কৃতস্তৎকারণমাহ যস্যেতি। হি যস্মাৎ যস্য দেবে পরম পুরুষে পরা বিষয়ানুরাগাব্যবধানা ভক্তিঃ, যথা দেবে তথা গুরৌ উপদেষ্টরি পরা ভক্তিঃ, এতে কথিতাঃ অর্থাঃ তস্য মহাত্মনঃ সমীপে প্রকাশন্তে, বিনা হি ভক্তিং ন জাতু গূঢোহর্থঃ প্রতিভাতি—অনুরাগনির্ম্মলে হৃদয়ে তস্য স্বতঃ প্রতিভাসমানত্বাৎ। দ্বিরভ্যাসোহধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরেই স্ফূর্ত্তি পায়। তবে কাহার কাহারও মধ্যে সেই স্ফূর্ত্তি অধিক আর কাহার কাহারও মধ্যে অল্প। এক্ষণে শ্বেতাশ্বতর স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। যথা :—তপস্যা প্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে অর্থাৎ ঈশ্বরানুগ্রহে, ব্রহ্মজ্ঞ শ্বেতাশ্বতর, ঋষিগণ-সেবিত পরম পবিত্র ব্রহ্মকে সর্ব্বাশ্রমত্যাগী (সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বি) দিগের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই ব্রহ্মতত্ত্ব কোন্ ব্যক্তির নিকট প্রকাশযোগ্য তাহাই বলিতেছেন :—বেদান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব পরম গুহ্য তত্ত্ব। এই পরম গুহ্য তত্ত্ব পুরাকালে আদি পুরুষ ব্রহ্মাকে উপদেশ করা হইয়াছিল। এ তত্ত্ব চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির নিকট, এবং পুত্র ও শিষ্য ব্যতিরেকে অপর কাহারও নিকট, প্রকাশ করিবে না।

কেন এরূপ নিয়ম, তাহার কারণ বলিতেছেন :—যাহার দেবে অর্থাৎ পরব্রহ্মে পরা ভক্তি জন্মিয়াছে, এবং যেরূপ ঈশ্বরের প্রতি তদ্রূপ গুরুর (অর্থাৎ উপদেষ্টার) প্রতি পরা ভক্তি জন্মিয়াছে, এরূপ মহাত্মা ব্যক্তির নিকট কথিত ব্রহ্মতত্ত্বের নিগূঢ়ার্থ উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে।

ভাব।—ভাগবত বলেন—

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন চ॥
দেহবাগ্‌ বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ॥

অনল যেরূপ বেণুগুল্ম দগ্ধ করে, তদ্রূপ ধীরেরা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তপ, ব্রহ্মচর্য্য, শান্তি, ইন্দ্রিয়দমন, ত্যাগ, সত্য, শুদ্ধতা, আত্মসংযম ও নিয়ম দ্বারা শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক মহৎপাপ পরিত্যাগ করেন। মোটামুটী ভাবে বলিতে এ সমুদয়ই তপস্যার

অন্তর্গত, কেন না এসকল মানুষের নিজের করণীয়। এরূপ তপস্যাদি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক মানুষের (পুরুষকারের) দিক দিয়া যাহা কিছু করিবার আছে তৎসমুদয় সম্পাদন করিতে করিতে অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার হীনতা দর্শনপূর্ব্বক ঈশ্বরের করুণার ভিখারী হন, তাঁহারা ব্রহ্মকৃপাগুণে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও তদীয় পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। তিনি প্রসন্ন হইয়া আত্ম প্রকাশ না করিলে কাহারও অন্তরে প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মে না। আর যাহারা অত্যাশ্রমী অর্থাৎ অন্যান্য আশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এমত ব্যক্তিগণের নিকটই ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এবং ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার এই রীতিই অবলম্বন করা হইত। তবে রাজর্ষি জনককে কি প্রকারে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইল? এরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কেন না জনক গৃহস্থাশ্রমস্থিত এবং মিথিলা দেশের রাজা। ইহার উত্তর এই যে জনক বাহিরে আশ্রমত্যাগী না হইলেও তাঁহার হৃদয় সংসারাশক্তিপরিশূন্য হইয়া সন্ন্যাস সম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং অত্যাশ্রমী বলাতে সংসার আসক্তি পরিশূন্যদিগকেই বুঝাইতেছে। জনকের অন্য নাম, বিদেহ, অর্থাৎ যিনি দেহ-সম্বন্ধ পরিশূন্য হইয়াছেন। এস্থলে 'বিদেহ কৈবল্য' মুক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাঁহারা দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া কৈবল্য লাভ করেন তাঁহাদিগকে 'জীবন্মুক্ত' অর্থাৎ 'বিদেহ কৈবল্য' বলা হইয়া থাকে। "নতস্য প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি শ্রুতিঃ। তাঁহার প্রাণ আর ফিরিয়া অপর কোন বিষয়ে আসক্ত হয় না, এখানে অর্থাৎ দেহ বর্ত্তমানেই ব্রহ্মে সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করে। কেবল ব্রহ্মতত্ত্বলাভ পিপাসু ব্যক্তিই যে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। কৃষক যে প্রকার ভূমি কর্ষণ করিয়া বৃষ্টির জন্য আকাশের পানে তাকাইয়া প্রতীক্ষা করে তদ্রূপ পুরুষ আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্ম কৃপার জন্য প্রতীক্ষা করিলে তিনি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রসন্ন হন ও আপনাকে জীবাত্মা পুরুষের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাকে ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পন্ন করেন।

এই ব্রহ্মতত্ত্ব অতি নিগূঢ় তত্ত্ব। ইহা সকলের নিকট প্রকাশ করিবেনা। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন শূকরের নিকট মুক্তা ছড়াইবে না। কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করাই নিয়ম। ঊষর ভূমিতে বীজ বপন ব্যর্থ হইয়া থাকে। একথা আরও বলা হইয়াছে যে 'যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন স্থির হয় নাই সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না'। এই জন্য এখানে বলা হইয়াছে চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির নিকট নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিবে না। কেননা কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত চঞ্চলচিত্তে নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণ করিবার সামর্থ্য কোথায়? অনবরত ঘূর্ণায়মান

চক্রের উপরে যে প্রকার কোন বৃহৎ বস্তুও স্থাপন করিলে তাহা সেখানে থাকে না দূরে অপসারিত হয় সেইরূপ সংসার চক্রে বিঘূর্ণিত চিত্তে সর্ষপ কণা সদৃশ অতি নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে? সুতরাং চঞ্চলচিত্তের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ নিষেধ করিয়াছেন। আর যিনি পুত্র নহেন বা শিষ্য নহেন তাঁহাদের নিকটও নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব বলিবে না। শিষ্যের লক্ষণ পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুত্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিবে এ কথার ভাব এই যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় ঔরস জাত পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য অনুভব করিয়া শিক্ষা দ্বারা পুত্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের উপযুক্ত করিয়া লইবেন ও যথা সময়ে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

সুন্দররূপে কর্ষিত ও রসযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবা মাত্র সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অল্প সময়েই বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপ যে শিষ্যের হৃদয়ে দেবতার প্রতি পরমাভক্তি জন্মিয়াছে অর্থাৎ যাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের জন্য—জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, আর যেমন দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান-শিক্ষাদাতা গুরুর (উপদেষ্টার) প্রতিও শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহার নিকট নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে তাহার অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির নিকট এক গ্লাস শীতল জলের কত আদর, এবং তিনি উহা পান করিয়া কত আনন্দই না অনুভব করিয়া থাকেন। আর যাহার পিপাসা নাই তাহার নিকট বিশুদ্ধ সলিলা গঙ্গানদীরও সমাদর অল্প। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির নিকট যেমন জলের তৃষ্ণা নিবারণী শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে তদ্রূপ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক প্রকাশ পায়।

সকল তত্ত্বের যে সমন্বয় আছে, তাহা অনুভব করিয়াই বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের মতসামঞ্জস্য বিধানের জন্য এই বল্লীতে স্বভাবতঃ যত্ন করা যাইতেছে। প্রকৃতি, পুরুষ (জীব), আর পরমাত্মা; এই ত্রিবিধ তত্ত্বের অবিরোধিতা শ্রুতি সর্ব্বত্রই প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার একটীকে জানিলেই সমুদয় (তিনকে) জানা হয় বেদান্ত ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রে তদ্রূপ নয়। যাহার অস্তিত্বে প্রকৃতি পুরুষের অস্তিত্ব, বেদান্তসূত্র সেই সত্তাকে মুখ্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতি পুরুষ সেই আদি সত্তা দ্বারা আচ্ছন্ন, সুতরাং তাহাদের সত্তা পরমাত্মার সত্তাসাপেক্ষ। প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অপরাপর দর্শন দ্রষ্টব্য। এসম্বন্ধে গৌড়দেশের গৌরব বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত এই:—প্রমাণ, তাহার ফল এবং নিয়মপ্রণালী যাহা যাহা পাতঞ্জলোক্ত যোগশাস্ত্রে এবং কপিলের সাংখ্যশাস্ত্রে আছে, অবিরোধি না হইলে এবং তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র সূত্র না দিলে, সেই সকল এ দর্শনেও গ্রহণীয়। যেহেতুক নিজে

কোনও সূত্রের সংজ্ঞা না দিয়াও একজন নিজের অর্থের অবিরোধী অপরের সূত্রসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা সর্ব্বতন্ত্রেরই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে ; অন্যথা তত্ত্বনির্ণয় অসম্ভব। অতএব জ্ঞানোৎপত্তি প্রক্রিয়াতে এবং আত্মানাত্মা বিবেকে পদার্থনিরূপণাদি সম্বন্ধে মন্বাদি ঋষিগণ সাংখ্যপাতঞ্জলের সিদ্ধান্ত সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যখন আমাদের দর্শনে কোনও সূত্র প্রদান করিতেছি না, তখন তাঁহাদের সূত্রই আমাদের গ্রহণীয়। ... ... সাংখ্যপাতঞ্জলের সহিত এ দর্শনের গূঢ় সম্বন্ধবশতঃ এখানে জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে যখন কোনও বিশেষ প্রক্রিয়া দেওয়া হইল না তখন তাহা ঐ ঐ দর্শনে যেরূপ আছে তাহাই গ্রহণীয়। সাংখ্যসূত্রের এবং পাতঞ্জলোক্ত যোগসূত্রের জ্ঞানোৎপত্তি প্রক্রিয়া যথা :—"ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংযোগে মন মলিন বস্ত্রের আকার ধারণ করে। যে সকল বস্তু মনের অস্থানতা জন্মায়, তাহা পরিহার করিলে মনের নির্ম্মলতা সম্পাদিত হয়। যেরূপ পরিষ্কার বস্ত্র কুসুম্ভ সংযোগে কুসুম্ভাকার গ্রহণ করিয়া থাকে তদ্রূপ নির্ম্মল বুদ্ধি বিষয় সংযোগে বিষয়াকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই বিষয় সংযুক্ত বুদ্ধির অবস্থাকে বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তি বলা যায়। স্বপ্ন এবং ধ্যানাদির অবস্থাতে বাহ্যবিষয়ের অভাব হয় ; তখনও বিষয় তুল্য বুদ্ধির অবস্থা ঘটিয়া থাকে। স্বপ্ন ধ্যানাদির অবস্থাতে যে বুদ্ধির অবস্থা উপলব্ধ হয় তাহা কোনরূপে অস্বীকার করিবার সামর্থ্য নাই। যোগসূত্রের বৃত্তি বিভাগানুসারে সেই বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তি পাঁচ প্রকার—(১) প্রমাণ ; (২) বিপর্য্যয় ; (৩) বিকল্প (৪) নিদ্রা ; (৫) স্মৃতি। (১৬ যোগসূত্র।) [প্রমাণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা প্রমিত অর্থাৎ বিষয় সকল জ্ঞাত হওয়া যায় ; এইরূপ নিরুক্তি দ্বারা প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) করণ প্রমাণ বুঝায়। প্রমাণ অর্থে যথার্থ জ্ঞান বুঝায়। প্রমাণের এইরূপ লক্ষণ করাতে, সংশয়, বিপর্য্যয় (ভ্রম) ও স্মৃতির কারণরূপ অপ্রমাণ সকলে প্রমাণের উক্ত লক্ষণের প্রসক্তি হইল না অর্থাৎ প্রমাণ শব্দ সংশয়াদির কারণ বুঝাইল না। প্রমাণ ত্রিবিধ যথা (প্রত্যক্ষ ; (২) অনুমান ; (৩) আগম। চার্ব্বাক মতে প্রমাণ একটী (প্রত্যক্ষ) কণাদ ও বৌদ্ধ মতে দুইটী (প্রত্যক্ষ ও অনুমান,) ; সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রমাণ তিনটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,) ; একাদশী নৈয়ায়িকও প্রমাণ তিনটী বলেন ; অপর নৈয়ায়িক মতে প্রমাণ চারিটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান,) প্রভাকর মতে প্রমাণ পাঁচটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি) ভট্ট বেদান্তির মতে প্রমাণ ছয়টী (পূর্ব্বোক্ত পাঁচটীও অভাব অর্থাৎ অনুপলব্ধি,) পৌরাণিকগণের মতে প্রমাণ আটটী (পূর্ব্বোক্ত ছয়টী এবং সম্ভব ও ঐতিহ্য) এইরূপ প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে বিভিন্ন বাদিগণের মতভেদ দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ ত্রিবিধ প্রমাণই গ্রাহ্য। সাংখ্য ও পাতঞ্জল সূত্রে এ বিষয়ে মত এক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ যথা—বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে যে নিশ্চয় জ্ঞান (চিত্তবৃত্তি) হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। অনুমান—

একরূপ বস্তু দর্শনে যে সেই জাতীয় বস্তুরই জ্ঞান তাহা অনুমান। আগম—আপ্ত। আপ্ত শব্দে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ শূন্য পুরুষও বুঝায়, উঁহাদের উক্তিকে আপ্তশ্রুতি বলে। সাংখ্য মতে সর্ব্বত্রই চিত্তবৃত্তি প্রমাণ। উহার প্রামাণ্য গ্রহণের জন্য অন্যের আশ্রয় লইতে হয় না। সাংখ্য বেদান্ত ও মীমাংসা মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ জ্ঞানান্তরের প্রকাশ্য নহে। (২) বিপর্য্যয়—মিথ্যা জ্ঞান। (৩) বিকল্প—সন্দেহ। (৪) নিদ্রা—অভাব প্রত্যয়াবলম্বনাবৃত্তিকে নিদ্রা বলা যায়। (৫) স্মৃতি—অনুভূত বিষয়ের অসংপ্রমেষ অর্থাৎ অবিক্ষিপ্ত ভাব।] বৃত্তি সেই অবস্থা, যে অবস্থাতে পুরুষ কর্ত্তৃক অনুভূত পদার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ফল তাহা হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিতি করে। যেমন রথারূঢ় ব্যক্তি কোনও গ্রামে উপস্থিত হইলে, তাহার পক্ষে রথই গ্রামসম্বন্ধীয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ হয়। সেই বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া চেতনেই প্রতিবিম্বিতা হইয়া থাকে। এজন্য যোগসূত্রে আছে, বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র, (১। ৪ যোগসূত্র) অর্থাৎ পক্ষান্তরে জাগ্রত অবস্থায় পুরুষ যে শান্ত ঘোর এবং মূঢ়াবস্থা দ্বারা আবিষ্ট দেখা যায়, সে সকল পুরুষের অভিন্ন বৃত্তি বলা হয়। সূর্য্যকান্ত মণির নিকটে জবা কুসুম রাখিলে যেমন ঐ মণি জবার বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধি বিষয়ের সন্নিধানে বিষয়াকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থাতেই পুরুষ আমি শান্ত, আমি দুঃখিত, আমি মূঢ়, আপনাকে এরূপ মনে করিয়া থাকে। স্ফটিকস্তম্ভের নিকটে স্থাপিত কুসুম্ভরক্তবস্ত্রের বর্ণ যেরূপ স্তম্ভে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষের (জীবের) জ্ঞানচৈতন্যে তাহার বিষয়োপরক্ত বুদ্ধিবৃত্তি স্বয়ং প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যেই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। যোগসূত্রে আছে "চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধি সংবেদনং" (৪। ২২)। জীবের ভোগকারিণী শক্তির শেষ নাই, এবং সেই শক্তি অপ্রতিসংক্রমা—অনন্যসঞ্চারিণী বুদ্ধিতে সংস্থাপিত হইলে অর্থাৎ আনন্দময় নিত্য চৈতন্যের সত্তা দ্বারা প্রতিবিম্বিতা হইলে তাহার যে চৈতন্যোপগ্রহ স্বরূপতা লাভ হয়, তাহাকে অবিশিষ্টা জ্ঞানবৃত্তি বলা যায়। (অবিশিষ্টা জ্ঞানবৃত্তি অর্থাৎ যাহার তুলনা পার পাওয়া যায় না, এজন্য বলা হইতেছে "ন পাতালং নচ বিবরং গিরীণাং নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্ গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে ইতি। পণ্ডিতগণ যে ব্রহ্ম শাশ্বত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি অবগত হয়েন তাহা পাতালে, বিবরে, অন্ধকারে, সাগরগর্ভে বা অন্য কোনও স্থানে পাওয়া যায় না।) বুদ্ধি যখন যাহার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহারই আকার তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় ইহা বুঝিতে যখন পারা গেল, তখন ইহা এক্ষণে অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে যে, সেই বুদ্ধি যে সময়ে অপ্রতিসংক্রমা হয় অর্থাৎ অন্য কোনও বিষয় সঞ্চারিণী না থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার প্রসঙ্গশূন্য হয়, তখন চিত্তের স্বীয় উপাধি বুদ্ধি সংবেদন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যথা:—

তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তা প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥

সরসিবক্ষে তটস্থ তরুরাজির প্রতিবিম্ব যেরূপ প্রতিফলিত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিশাল চিত্তদর্পণে এই সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু সমূহের দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। চেতনে প্রতিবিম্বিত বলিয়া কেহ কেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও তাহাতে দৃশ্যমান বস্তু-জ্ঞান মরুভূমিতে মায়ামরীচিকা সমুৎপন্ন মিথ্যা জলের ন্যায় মরীচিকাবৎ মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেননা চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরের নিত্যবর্ত্তমানতা সংযোগে তাবৎ বস্তু পরিদৃশ্যমান হইতেছে ? তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া যথার্থতঃ বস্তুজ্ঞান কখন কোনও উপায়ে লাভ হইতে পারে না। আমাদের উক্তি এই যে বুদ্ধিবৃত্তি কখন বিষয় সন্নিহিত হইলে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয় আবার কখন স্বতন্ত্রভাবেও অবস্থিতি করে। যেমন কোনও বস্তু চক্ষুর নিকটবর্ত্তী হইলে, চক্ষু তাহার রূপই গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু কখন তাহার রস গ্রহণ করে না, তদ্রূপ জীবাত্মা যাহাতেই সংযুক্ত হউক না কেন আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকেই (জ্ঞান) সাক্ষাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে অপর কিছু গ্রহণ করে না। সেই বুদ্ধিবৃত্তি (জ্ঞান) অনভিব্যক্ত অর্থের, সুতরাং তদ্দ্বারা অর্থই মাত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সেই বুদ্ধিবৃত্তি কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার অবস্থাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে সুতরাং তাহার সহিত আর কিছুই সংযুক্ত থাকে না। অতএব বুদ্ধিবৃত্তিরই চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইবার সামর্থ্য আছে অপর কিছুরই সেই সামর্থ্য নাই, ইহাই নিষ্পত্তি। কেন না বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জীবচৈতন্যেই অজ্ঞাতসত্তাভাব (আমি কোথা হইতে উৎপন্ন হইলাম এই ভাব) অনুভব হইয়া থাকে অন্যেরা তাহা অনুভব করে না। এই নিমিত্ত অর্থানুরাগ বৃত্তির স্ফুরণ জন্য তাহার প্রতিবিম্ব চেতনেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। × × × × × × × বেদান্তি মতে বুদ্ধি ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরে প্রতিবিম্বিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের উপর আরোপিত হয় বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই নিয়মানুসারে এক চৈতন্যেই প্রাকৃতিক জগৎ আরোপিত হইয়া থাকে বলিয়া কেহ কেহ যে মনে করেন এক চৈতন্যই সত্য আর যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বস্তু তৎসমুদায় মরীচিকাসদৃশ নিতান্ত তুচ্ছ, তাহাদের সেরূপ মীমাংসা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আধুনিক বিবর্ত্তবাদীগণও এই ভ্রমে নিপতিত। তথাপি জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রতিবিম্বিত প্রতীয়মান হয় বলিয়া চৈতন্যে প্রতিবিম্বিতের বাধা সত্বেও কোন বাধা হয় না। যেহেতুক সাংখ্যে দৃষ্ট হয়—"সদসৎ খ্যাতির্ব্বাধাবাধাৎ (৫।৫৬) ইতি। সদসৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ। কেননা প্রকৃতি পুরুষের অব্যক্ত কারণ নিত্য অক্ষর সৎ। জগৎ স্বরূপতঃ সৎরূপে প্রতীয়মান হইলেও সৎস্বরূপের সঙ্গেই উহা সদ্রূপে পরিদৃশ্যমান অন্যথা অসৎ। এই অর্থে সদসৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ। এতদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব স্বরূপকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ (অতি সহজ ও স্বাভাবিক) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যেমন ঘট-

ঘটাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান নানাকারে উদ্‌ভাসিত হয় তদ্রূপ বিবেকানুসারে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও ঘটিয়া থাকে। দর্পণে স্বীয় মুখের প্রতিবিম্বদর্শনে যেরূপ দর্পণতত্ত্বের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যথা—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ (১৩) ইতি যোগ-সূত্রাৎ—দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিতি। বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির ক্রিয়া যেরূপ অব-ধারিত হয়, আত্মা সম্বন্ধেও তদ্রূপ জ্ঞানোৎপত্তির ক্রিয়ার নিয়ম সেইরূপই বুঝিতে হইবে, কেননা একরূপ ভাব গ্রহণই সর্ব্বথা সমুচিত। শাস্ত্রাদি দ্বারা যোগ ধর্ম্মানুষ্ঠানে, অথবা তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধির তমো দূর হইলে, নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান জন্মে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'আমি ব্রহ্ম' আছি, ইত্যাদিরূপা যে বুদ্ধি তাহাই তাহার প্রমাণ। সেই বুদ্ধি চেতনেই প্রতিবিম্বিত হইয়া উদ্‌ভাসিত হয়; জীবাত্মা পুরুষের আত্মজ্ঞান তাহাতেই জন্মে। ঘটাদি জ্ঞান হইতে আত্মজ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে আত্মজ্ঞান লাভ হইলে অভিমান থাকে না। ঘটাদি সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান তাহা মিথ্যাজ্ঞান হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহা যায় না।" ইতি

এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের ব্যাখ্যাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া, আমাদের সমন্বয় সাধনের যত্নের ক্রমোল্লঙ্ঘন করি নাই। অতঃতঃ ইহাই আমাদের ধারণা। প্রথমতঃ তত্ত্ব সকলের সত্যত্ব বিচার্য্য। বিষয় এবং বিষয়ীর সত্যত্ব সর্বত্রই আছে জানা যায়। "ভগবান বাদরায়ণ কোনও সূত্রে সংসারের জ্ঞান, অজ্ঞান পরিকল্পিত তত্ত্ব বলেন নাই, প্রত্যুত স্বপ্ন সৃষ্টির নিরাকরণের দ্বারা জাগ্রত সৃষ্টিরই সত্যত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।" (৩।১৭৬পৃঃ) শ্রীমৎ স্বপ্নেশ্বর সূত্র-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা সমগ্র বেদান্ত বিষয়ে প্রযোজ্য। "ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ" (১১।২৩)। এই সকল কামনার বিষয় সত্য অথচ অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন, তাই যখন ইহারা অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর ইহারা দর্শনের বিষয় থাকে না (১১অ—৭১৯পৃঃ)। এখানে অনৃত শব্দ দ্বারা যে মিথ্যাজ্ঞান পরি-কল্পনা করা হয় নাই তাহা পূর্ব্বাপর বাক্য সকলের পর্য্যালোচনা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। কামনা সকলের সত্যতা নিবন্ধন তাহাদের স্বরূপ তিরোহিত হইলেও তাহারা হৃদয়াকাশে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করে। এইজন্য সাংখ্যকার "সদসংখ্যাতির্বাধাবাধাৎ," বলিয়াছেন। সাংখ্যকার ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছেন সুতরাং সাংখ্য প্রক্রিয়া শ্রুতি-মূলিকা বলা যায় না। কিন্তু সাংখ্যকার যখন শ্রুতিবাক্য সকল প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তখন আমরাও সাংখ্যকারের উক্তি গ্রহণ করিতে পারি। একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে শ্রুতির প্রত্যক্ষ বিষয় সকল অনুমান হইতেই উপজীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রুতির অনুমোদিত সাংখ্য প্রক্রিয়া বেদান্তের নিজের প্রক্রিয়া-রূপে সুধীগণকর্তৃক নির্ব্বিবাদে অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য। বেদান্তে কোথাও এই প্রক্রিয়ার প্রতিবাদ দৃষ্ট হয় না। যেখানে ব্রহ্মতত্ত্ব বিনা অন্য তত্ত্ব অস্বীকৃত হই-

য়াছে এরূপ উপলব্ধি হয়, সেখানে তত্ত্বত্রিতয়ের অবিভক্তত্ব এবং তাহাদের স্বরূপের অবিলুপ্তত্ব শ্রুতি স্বয়ংই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন ; যথা :—"যদ্বৈ তন্নপশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্নপশ্যতি"—যিনি তাহা দেখেন না দেখিয়াও তাহা দেখেন না। দ্রষ্টা ও দৃষ্টের কাহারও বিলোপ হয় না, কেন না উভয়েই অবিনাশী। এই দ্রষ্টা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া (অর্থাৎ স্বতন্ত্র থাকিয়া) দর্শন করে না। পূর্ব্বে আরোহবল্লীতে বিষয় ও বিষয়ীর যে অবিভক্ত অবস্থা এবং শক্তির অবিলুপ্তত্ব (অর্থাৎ কাহারও শক্তির বিলোপ ঘটে না) তাহা প্রদর্শন করা গিয়াছে। "সলিল একোদ্রষ্টাহদ্বৈতো ভবতি এষ ব্রহ্মলোকঃ" অর্থাৎ 'সলিলবৎ স্বচ্ছ সেই এক অদ্বিতীয় সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরই ব্রহ্মলোক'—এতদ্দ্বারা বিষয় ও বিষয়ীর অবিভক্তত্ব অর্থাৎ প্রজ্ঞা দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে জীব যে ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হয় অথচ তদ্দ্বারা তাহার স্বীয় অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে না, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার জন্য উহার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে "এষাস্য পরমাগতিঃ ইত্যাদি ; অর্থাৎ এই পরমাত্মাই জীবাত্মার পরমা গতি, এই পরমাত্মাই তাহার পরমা সম্পদ্ এই পরমাত্মাই তাহার পরম লোক এবং পরমাত্মাই তাহার পরম আনন্দ"। এতদ্দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, একত্ব সত্ত্বেও দ্বৈতভাব থাকে, আবার অস্তিত্বের অবিলোপ সত্ত্বেও একত্ব সম্পন্ন হয়। বেদান্তপ্রোক্ত যে অবিভক্তত্ব, সাংখ্যপ্রক্রিয়া তাহারই অনুমোদিত, সুতরাং যে সাধনার্থীরা বেদান্তের অবিভক্তত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সাংখ্যপ্রক্রিয়াতে তাহা জানিতে পারিবেন। ব্রহ্মমনন দ্বারা অন্য বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিলে আর আর সকল যে অসত্য এবং এক ব্রহ্মই যে সত্য তাহাই সাক্ষাৎকারের বিষয় হয়, এই যোগপ্রক্রিয়া সকলেরই আদরণীয়। দ্রষ্টা ও দৃষ্টের যে বিলোপ ঘটে না এই বাক্যে বিষয়ের তো নয়ই, বিষয়ীরও যে শক্তির বিলোপ হয় না, তাহাই কি পরিষ্কার রূপে প্রদর্শিত হয় নাই ? তাহা হইলে এইটীই দাঁড়াইতেছে, এই অবস্থায় পরস্পর অবিলুপ্তশক্তি সত্ত্বেও "পশ্যন্ বৈ তন্নপশ্যতি" 'দেখিয়াও তাহা দেখে না,' এতদ্দ্বারা শক্তিমাত্রে পর্য্যবসিত (কিন্তু বিকারজাত নহে) বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ অবিভক্তভাবে তত্ত্বত্রিতয় একত্বে অবস্থিত হওয়াতে তাহাদের স্বরূপের অনুপহানি উপলব্ধ হইয়া থাকে। স্বরূপ এখানে নিরুপাধি জ্ঞান ও বল, সুতরাং উহা অবিভাগবিরোধী নহে। অবিভাগী হওয়াতেই উহা পারমার্থিক, সুতরাং যোগাবস্থায় সর্ব্বত্রই স্বরূপৈক্য পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে ; আর ব্যবহারিক অবস্থায় এক ব্রহ্মেরই ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরয়িতা এই ত্রিবিধ বিভাগ (১৮৯পৃঃ)। ব্যাকার, ব্যবহার শব্দেরই যে নামান্তর (differentiation), তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি এরূপ মনে কর একটী জানিলেই সমুদয় জানা হয়, এই যে প্রতিজ্ঞা, এস্থলে তাহার হানি হইতেছে, সে কথা নিতান্ত সামান্য ; কেন না ব্রহ্মের পরা, অপরা এবং অনন্যা শক্তি, তাহাদের যে একত্বের হানি ঘটে না তাহা এই

অবস্থায় উপনীত হইলেই অবশ্য উপলব্ধির বিষয় হয়। এই নিমিত্তই বেদান্ত-ভাষ্যভূত গীতোপনিষৎ বলিয়াছেন, "এতদ্যোনীনি ভূতানি (৭ অ, ৬ শ্লো, গীতা) অর্থাৎ ভূতসকল ইঁহা হইতেই উৎপন্ন। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ ঐ গীতাবাক্যকেই অনুসরণ করিতেছে বলিয়া আমরা বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ব্যাখ্যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়াছি। তাহার প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যানে অন্যান্য ভাষ্যকারগণ শ্রুতির যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যে আমাদের এই বেদান্তসমন্বয়ের বিষয় নহে তাহা অনায়াসেই প্রতীত হইবে। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ"—'আত্মাকে রথী এবং শরীর তাহার রথ বলিয়া জান'—এস্থলে রথরূপত্ব শরীরের, অব্যক্তের নহে। আর সেখানে যে "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয়-নিচয় শ্রেষ্ঠ" এই বচনে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বই প্রদর্শন করা হইয়াছে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন, সংযম অবলম্বনকারিগণের ক্রমিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে। গীতোপনিষদেও এই শ্রুতির নিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। "আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন, শরীররূপক-বিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ"। (বেদান্তসূত্র ১।৪।১) ইহার ব্যাখ্যাতেও ঐ অর্থই নিষ্পন্ন হয়। প্রধান অনুমানগম্য হইলেও কোন কোন শাখার মতে (কঠ শাখার) যদিও তাহা জগৎকারণ বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নয়। কেন না—"শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ"—অর্থাৎ সেখানে তাহা শরীর সম্বন্ধীয় রূপক বর্ণনার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে। শরীরত্বে শক্তিত্ব আছে বলিয়া শরীরের রূপক বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ শরীরই যেখানে রূপকরূপে বিন্যস্ত তাহার যে স্থূলপ্রসবধর্ম্মিত্ব আছে তাহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এরূপ বর্ণনা। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাং" ইত্যাদি (৮।১৫) অর্থাৎ লোহিত শুক্ল কৃষ্ণবর্ণ একটী অজা বহু প্রজা সৃজন করিতেছেন এবং আপনি যেমন তেমনি আছেন, আর একটী অজ তাঁহাকে ভোগ করত তাঁহাতেই আসক্ত হইয়া আছেন। অপর একটী অজ ভুক্তভোগা ইহাকে পরিহার করিতেছেন"। [শ্বেত—৪।৫] এখানে "প্রজাসৃজমানাং" 'প্রজা সৃজন করিতেছেন' ইহার উল্লেখ করাতে অজার নিরপেক্ষ প্রজাসৃষ্টি প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তাহা নহে। কেননা উপমান উপমেয়ের অভেদরূপ দ্বারা রূপকচ্ছলে 'অজা যেমন বহু সন্তান প্রসব করে, তেমনি অজারূপা প্রকৃতি বহু প্রজা সৃজন করিতেছেন" ইহার উল্লেখ করাতে [রূপক-দ্বারা] সমগ্র প্রকৃতিরই শরীরত্ব সাধিত হইতেছে; কিন্তু কারণ ব্রহ্মের তাদৃশ শরীরত্ব কোথাও দৃষ্ট হয় না; আর তাহা হইলে স্বরূপ প্রচ্ছন্ন দ্বারা ব্রহ্মের কারণত্বের হানি জন্মে। অতএব সৃষ্টি প্রকরণে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে আত্মারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, শ্রুতি ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই। যথাঃ—

"অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃশ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃপ্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৮৩।

"ইনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তাঁহার অগ্নি ইহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, দিক্‌সকল শ্রোত্র, বিবৃতবেদ বাক্, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব হৃদয়, পদদ্বয়ের নিমিত্ত পৃথিবী।" এখানে রূপক সত্ত্বেও "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" এই উল্লেখ দ্বারা তাঁহার আত্মত্ব অপনোদন করা হয় নাই। এস্থলে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রকৃতিরূপা অজা, অজের সংসর্গে যেমন প্রজাপ্রসবধর্ম্মিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি জন্মরহিত অজের পরমাত্মারূপে স্থিতি হেতু, সৃষ্টি যে তাঁহারই, তাহাই সূচিত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রুতিও তাহাই দেখাইতেছেন। যথা—"জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ"—অর্থাৎ অন্য একটী অজ, ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করে। ভুক্তভোগা অর্থাৎ প্রতিপালিত বা উদ্ভাসিত বিষয় যার; তাহা হইলে বিষয়ের অর্থাৎ তৎসমুৎপন্ন প্রকাশ পরমাত্মারই। "জহাত্যেনাং" ইহাকে ত্যাগ করেন, এই বাক্যের দ্বারা প্রকৃতিনিরপেক্ষ যে তাঁহার নিয়ন্তৃরূপে বিদ্যমানতা, তাহাই প্রমাণিত করে। ছগলত্বরূপ কল্পনা করিয়াই প্রকৃতি যে অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এই অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক তেজ, অপ্, অন্নরূপ বিভিন্ন অবস্থাব্যঞ্জক লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ ইহাই বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। পরমাত্মাতে অজানিরপেক্ষতা বচনে তাঁহার জন্মরহিতত্বই মুখ্যার্থ। ছগলত্বঘটিত যে ব্যঙ্গার্থ, "ভুক্তভোগা" এই বচনের ভিন্নার্থ পরমাত্মার স্বরূপাপহানিজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। দর্শয়তি—"প্রদর্শন করে" এই বলাতে সূত্রকারেরও যে এই অভিপ্রায় তাহাই সূচিত হইতেছে। "পরাত্মৈব তৎপ্রকৃতিস্তদ্যোনিস্তদ্বীজমিতি বেদান্তকৃতান্তঃ" ইতি; অর্থাৎ ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত যে, পরমাত্মাই তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার যোনি এবং তাঁহার বীজ [১৭১পৃষ্ঠা] পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা যদি উক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরতর না হয়, তাহা হইলে, "পরমাত্মা প্রকৃতি, পরমাত্মা হইতেই প্রকৃতি" ইত্যাদি বচনে প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র তাহার বাধা উপস্থিত হয়। বিবিধ ভাষ্যকারগণেরও এই সকল বচন দ্বারা যে অবিরোধ এবং তাহাই যে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলা হইল, সুধীগণ বিশেষ করিয়া তাহা বিবেচনা করিবেন। "নাপক্কং" এই নিষেধ বাক্যবলে পূর্ব্বের অবিভক্ত অবস্থা এবং পুনরায় এখানকার বিভক্ত অবস্থা সম্বন্ধের নিবচন সুধীগণ নিজেরাই অবধারণ করিবেন।

তত্ত্ব সকলের এই সিদ্ধান্ত বেদান্ত প্রতিপাদিত, সুতরাং বেদান্তই প্রমাণ।

যথা :—

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তুব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।

অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বালীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥" ১২।১১।

অর্থাৎ এই সর্ব্বান্তর্ভাবক পরব্রহ্মই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে কীর্ত্তনীয়। সেই তুরীয় ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা, সুতরাং নিশ্চলভাবে সৃষ্ট তাবৎ বস্তুর স্থিতিস্থল। কি প্রকারে স্থিতিস্থল? যেহেতুক তিনি অক্ষর, অর্থাৎ স্বয়ং অচ্যুতস্বভাব। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্বান্তরাত্মাকে অবগত হইয়া এই পরম ব্রহ্মে লীন (অপৃথগ্‌ভাবে স্থিত) হইয়া,

সুতরাং তৎপর ("এক ব্রহ্মপরায়ণ) হইয়া যোনিমুক্ত হন। যোনিমুক্ত অর্থাৎ যোনি — প্রকৃতি, তৎকার্য্যজাত যে অবস্থা তাহা হইতে মুক্ত হইয়া, স্বতন্ত্রভাবে স্থিতি পূর্ব্বক ব্রহ্মের "স্বরূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন।" যে তত্ত্ব এখানে (শ্বেতাশ্বতরে) একটী শ্লোকে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে, সমুদয় মাণ্ডুক্যোপনিষদে তাহা অতিশয় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত আছে। সেখানে ভোগ্য, ভোক্তা, প্রেরয়িতা ও পরব্রহ্ম, আত্মার এই চতুষ্পাৎ বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যদি এখানে ত্রিপাদ্ মায়িক সুতরাং অলীক, কেবল এক তুরীয়ই সত্য, তাহা হইলে তুরীয়েরও অপামাণ্য উপস্থিত হয়। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে তুরীয় যদি অবস্থাত্রিতয়ের বিলক্ষণ অর্থাৎ অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে তুরীয়ের প্রতিপত্তির (প্রমাণের) উপায়াভাবে শাস্ত্রোপদেশ নিরর্থক হয় এবং সকল শূন্যে পরিণত হইয়া যায়। যদি বল, মায়িক, অলীক ও ইন্দ্রজালবৎ এই অবস্থাত্রিতয় দ্বারাই তাহাদের কারণস্বরূপে ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, এবং তাঁহাকে জানিলে এই তিনের সর্পবৎ মিথ্যাত্ব, এবং পুনরায় কেবল তুরীয়েরই রজ্জুবৎ সত্যত্ব, ইহা বলিলে কোন দোষ ঘটে না ; তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, এই মায়া কে, যে তুরীয়ের এই প্রকার জ্ঞানলাভে উপকার করে ? আর এই মায়া যাহার উপকার করে সেই বা কে ? ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন উপস্থিত হয় যদ্দ্বারা কোনও মীমাংসাতে পৌঁছা যায় না। ভাষ্যকার বলিতেছেন "পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা, অর্থবতী হি সা। নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিদ্ধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। (১।৪।৩ ভা) সৃষ্টির প্রাগবস্থা জগতের ঈশ্বরাধীন অবস্থা ছিল, স্বাতন্ত্র্যাবস্থা ছিল না, আমরা এই মীমাংসাতেই উপনীত হইয়াছি। সকলের পক্ষেই এই মীমাংসাতে উপনীত হওয়া প্রয়োজনীয়, কেন না ইহারই অর্থ আছে, ইহা ব্যতীত চলে না। তাহা না হইলে পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্বই সিদ্ধ হয় না ; এবং শক্তিশূন্য ঈশ্বর নিতান্ত অযৌক্তিক। যেহেতুক "কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যং" (২।১।১৮) কারণের আত্মভূতা শক্তি এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য ; "যথাচ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষুকালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষুকালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি"। (২।১।১৬ ভা) যেরূপ কারণরূপী ব্রহ্ম ত্রিকালেই সত্য, কখনও তাহার ব্যতিক্রম হয় না, তদ্রূপ ইঁহার কার্য্যরূপ জগৎ তাহাও সত্য তাহারও ব্যতিক্রম হয় না"। "ব্রহ্মস্বরূপো হি প্রপঞ্চঃ"। (৩।২।২১ ভা)—ব্রহ্মেরস্বরূপ লইয়াই প্রপঞ্চ। "উপলভ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ। শ্রুতৌতাবৎ 'অনেন জীবেনাত্মনা' ইতি সর্গমুখে শরীরমাত্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেনাভিলপন্নানাদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি। আদিমত্ত্বেতু ততঃ প্রাগনবধারিতঃ প্রাণঃ স কথং প্রাণধারণনিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গমুখেঽভিলপ্যেত"। (২।১।৩৬ ভা)। শ্রুতিস্মৃতিতেও সংসারের অনাদিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতিতে 'এই জীব ও আত্মা দ্বারাই সৃষ্টি' এই বচনে

জীব শব্দের দ্বারা প্রাণধারণ নিমিত্ত সৃষ্টিমুখে শারীর আত্মার উল্লেখ করাতে জগৎ যে অনাদি তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সেই আদিম অবস্থার প্রাক্কালে প্রাণাবধারিত হয় নাই, সুতরাং উহা কখনও প্রাণধারণের নিমিত্ত সৃষ্টিমুখে জীবশব্দবাচ্য হইতে পারেনা। "সর্ব্বঞ্চ নামরূপাদি সদাত্মনৈব সত্যং বিকারজাতং স্বতন্ত্রন্তমেব ... ... তথা জীবোঽপি। (ছা, ভা,) নামরূপাদি সমুদয়ই সৎস্বরূপ আত্মার দ্বারাই সত্য. উহা যে, স্বতঃ বিকারজাত একথা মিথ্যা ... ... ঐরূপ জীবও বিকার-জাত কিছু নহে, কিন্তু সদাত্মার দ্বারাই জীবরূপে প্রতিষ্ঠিত"। ভাষ্যকারের ন্যায় এই সকল, সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বেদান্তে সর্ব্বত্রই এই দেখা যায় যে বিভক্ত (বিচ্ছিন্ন) অবস্থা হইতে অবিভক্ত অবস্থাতে আরোহণ। বিভক্ত অবস্থা ব্যবহারিক, স্বতন্ত্র অবস্থা। আর অবিভক্ত অবস্থা পারমার্থিক. অস্বতন্ত্র অবস্থা; যাঁহারা, ইহার এক অবস্থার অসত্ত্ব ও অপর অবস্থার সত্ত্ব মনে করেন তাঁহারা বেদান্তানুমোদিত সাংখ্য প্রক্রিয়া "সদসৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ" একথা ভুলিয়া গিয়া তাহার বিপরীত পথাবলম্বন করেন। 'এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল' (৮।৬—৩৪৬ পৃঃ)। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মাই এই (দৃশ্যমান) জগৎ ছিলেন; আর কিছুই ক্রিয়াশীল ছিল না।" (৮।৭—৩৫২ পৃঃ) "হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন"। (৮।৯—৩৬২ পৃঃ)। "(সৃষ্টির) পূর্ব্বে ব্রহ্মই এই জগৎ ছিলেন"। (৮।১২—৩৭৯ পৃঃ) ইত্যাদি বচনে ইদং শব্দে বিভক্ত স্বতন্ত্র জগৎকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বিভক্ত অবস্থা হইতে "ব্রহ্ম সদসৎ অবিভক্ত" এই অবস্থাতে সমারোহণ। এই অবিভক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে বিভক্ত জগৎ ও জীব অনায়াসেই উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা নিম্নোদ্ধৃত বাক্য সকল হইতে পরিষ্কাররূপেই প্রতিভাত হয়।

"যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্ম রহিত, রূপরহিত, চক্ষুঃ শ্রোত্র বিহীন, সেই হস্ত পদ শূন্য, জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্মস্বভাব, হ্রাসরহিত, সর্ব্বভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন।"

"ঊর্ণনাভি যেরূপ আপনিই সূত্র নির্ম্মাণ করে এবং গ্রহণ করে, যেরূপ পৃথিবীতে ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, যেরূপ পুরুষের কেশলোম সকল জন্মে তদ্রূপ এই অক্ষর পুরুষ হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়।"

"তাঁহা হইতেই স্বতন্ত্র (দৃশ্যমান) জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি স্বয়ংই আপনাকে উৎপন্ন করিলেন।"

"তিনি আলোচনা করিলেন লোকসকল সৃজন করি, তিনি লোক সকল সৃজন করিলেন।"

"তিনি আলোচনা করিলেন প্রজা উৎপাদনের জন্য আমি বহু হইব।"

"আমি ব্রহ্ম আছি এইরূপে তিনি আপনাকে জানিলেন, তাই তিনি সকল হইলেন।" ইত্যাদি বাক্যে অগ্রে দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে সমারোহণ, পরে অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে অবতরণ; এই প্রক্রিয়া প্রতিদিন জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থাতে উপলব্ধ হয়। শ্রুতি এই প্রত্যক্ষ ব্যাপার অবলম্বন করিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ-রহস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। জাগ্রত অবস্থাতে আকাশ, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি বিষয়ের সহিত প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত জ্ঞানাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধহেতু বাহ্যজ্ঞান লাভ হইতেছে। স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল বিষয়ই বাসনার আকারে প্রকাশিত হইয়া সূক্ষ্ম জ্ঞানাকারে প্রাণাদিতে ভাসমান দেখা যায়; অতএব উহাই অন্তঃপ্রজ্ঞত্ব। সুপ্তির অবস্থাতে অন্তর ও বহির্বিষয়ক ইন্দ্রিয়গণের জ্ঞানাকারে একীভূত অবস্থা হয়, সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে এই ত্রিবিধ অবস্থায় ঐ ত্রিবিধ উপাধি-সম্বন্ধ হেতু, সুখানুভব লক্ষণযুক্ত প্রজ্ঞানঘনত্ব এক জীবাত্মারই। আর বহির্বিষয়ক জ্ঞানের যাবতীয় লক্ষণপরিশূন্য নিরুপাধিক পরমাত্মার মঙ্গলভাব, সমুদায় জগৎ আপনার অভ্যন্তরে অভিনিবিষ্ট করিয়া সর্ব্বদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোক) "তোমার কল্যাণতমরূপ আমি দেখিতে পাই," 'আমি' এই বচনই একথার প্রমাণ। যদি বল যে এই ত্রিবিধ অবস্থা অবিভক্তভাবে শিবস্বরূপ তুরীয়ে অবস্থিতি করে সুতরাং তাহাদের ত্রিপাদে বিভক্তাবস্থায় বিলোপ ঘটে; কিন্তু তাহা কখনও হইতে পারে না। কেন না তাহা হইলে কিরূপে তদবস্থা হইতে পুনরায় প্রজ্ঞানঘনরূপে প্রকাশ সম্ভব হইতে পারে? তিনি (পরমাত্মা) আত্মারূপে প্রেরক হইয়া যদি তাহা করেন তবেই তাহা সম্ভব হয়। "তিনি স্বয়ং আপনাকে উৎপন্ন করিলেন," "তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন," "জগৎ পর্য্যালোচনা করিলেন," "আমি ব্রহ্ম আছি এইরূপে আপনাকে অবগত ছিলেন" ইত্যাদি বচনে শ্রুতি তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। অবিভক্ত অবস্থাতেও আত্মরূপে স্থিতি হেতু পরমাত্মা তাঁহার প্রেরকত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ত্যাগ করেন না, এ কথা যদি সত্য হইল, তবে উল্লিখিত রূপ অবিভাগ পরিকল্পনার প্রয়োজন কি? তিনি বৃহৎ, তিনি অনন্ত, সুতরাং তাঁহাতে ব্যক্তাব্যক্ত ভাবের অবিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী এবং যুগপৎ তাঁহাতে সর্ব্বাতীতত্ব ও সর্ব্বগতত্ব এবং তাহাতেই বিভাগ অবিভাগ পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। যাহা যাহা পরমাত্মার অন্তর্ভূত না থাকে তাহা কিন্তু কখনও কোন কিছু নিয়মিত করিতে সক্ষম হয় না, ইহা দ্বারাই পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি যদি এক হইলেন তবে তাঁহার বহিঃপ্রজ্ঞত্বাদি বিভাগ কিরূপে সম্ভবে? জাগ্রতাবস্থায় জীব যখন বহির্ব্বিষয়ে চিত্তাদি নিয়োগ করে, তখন এই পরমাত্মা প্রেরয়িতারূপে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান তাহাতে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। সুতরাং বহিঃপ্রজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়া তদ্‌জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিভাগ করিয়া থাকেন। স্বপ্নবস্থায় এবং সুষুপ্তির অবস্থাতেও এইরূপ জানিতে হইবে। সুষুপ্তির অবস্থা "একীভূত প্রজ্ঞানঘন," ইহা ভাষ্যসম্মত বচন। অর্থে কোন-

রূপ পার্থক্য নাই বলিয়া, মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকার ব্যাখ্যানে "একীভূত প্রজ্ঞানঘন" এই পাঠ দর্শন করিয়া শ্রীমদ্ ভাস্করানন্দ স্বামী "প্রজ্ঞানঘন" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই পাঠ এখানেও পরিগৃহীত হইয়াছে। কেননা তাহা হইলে "তুরীয়ে প্রোক্ত 'প্রজ্ঞানঘন নাই'" এই বচনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এই প্রজ্ঞানঘন (জ্ঞানময় পুরুষ) জীবই কোটি কোটি নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, আনন্দময় কখনও পাপে লিপ্ত হন না, কেননা তাঁহার শান্ত ও শিবস্বরূপ তাঁহা হইতে কখন স্খলিত হয় না। "প্রজ্ঞানঘন এবং আনন্দময়" এই বচনে জীব, আনন্দময় পরমাত্মার দিকে উন্মুখতাবশতঃ তাঁহার আনন্দে অভিভূত হইয়া যে অস্বতন্ত্রভাবে আনন্দে স্থিতি করে 'এব' শব্দে তাহাই সূচিত হইতেছে। এখানেও "সদসদ্বাধা সত্ত্বেও বাধা হয় না" এই নিয়মের প্রভুত্ব দেখা যায়। যেহেতুক জীবের সর্ব্বদর্শনসামর্থ্য নাই অথচ সে পরমাত্মার সহিত যুগপৎ স্থিতি করে। বলা বাহুল্য যে কেবল ভগবৎ কৃপাতেই জীবের যুগপৎ এই ত্রিতয়কে পরিগ্রহ করা সম্ভব হয়। সম্ভব হয় জ্ঞানে মাত্র, কেন না তদবস্থাতে তিন একাকার হইয়া যায়; কিন্তু সম্ভোগে তদ্রূপ নহে। কেন না সম্ভোগ কালে পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন রসানুভবই সেখানে স্বাভাবিক।

ত্রিতয়ের এবং তুরীয়ের সাক্ষাৎকার বিষয়ে পরমোপকারিণী শ্রুতি পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সাধকদিগের হিতার্থে বৈদান্তিক সম্প্রদায় সকলের বিরোধ মীমাংসার জন্য সেই পন্থার আলোচনা করিতেছি। সেই পন্থা বাহ্যজগতে, অন্তর্জগতে, শরীর পুরুষে [জীবাত্মাতে] এবং তুরীয়ের আপনাতে প্রকাশানুসারে সাক্ষাৎকারভেদে চারিভাগে বিভক্ত।

প্রথমপক্ষ।

"একমাত্র অগ্নি যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন, এবং তাহার বাহিরেও আছেন।

"একমাত্র বায়ু যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন।

"সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষু হইয়া চক্ষুর বাহ্য দোষে লিপ্ত নহেন, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা লোক দুঃখের অতীত বলিয়া উহাতে লিপ্ত হন না।

"একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা আত্মবশে অবস্থিত এবং যিনি এক ই রূপকে বহু প্রকার করেন, যেসকল ধীরব্যক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ, অপরের নাই।

"নিত্যগণের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন, এক হইয়া যিনি বহুপ্রাণীর অভিলষিত বিধান করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদের শাশ্বত সুখ হয়, অপরের নহে।" [৫।৬—২২৫পৃঃ]

এই সকল শ্রুতিবচন পথ প্রদর্শন করিয়াছে। এখানেও সাধনার্থীকে, দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে এবং অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে অধিরোহণ ও অবতরণ ক্রম অবগত হইতে হয়। "রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন", এখানে বাহিরের রূপ হইতে সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা পরমাত্মার রূপ—তাঁহার অনুরূপ নিয়মন স্বরূপ প্রথমতঃ পর্য্যালোচনা করিয়া নির্ণয় পূর্ব্বক তৎপর তদনুরূপ তাহার নিয়মন স্বরূপ হইতে বাহ্য রূপের আবির্ভাব পরিচিন্তিত হইয়াছে। তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, সূর্য্যের সূর্য্য ইত্যাদি বচনে নিয়াম্য [যাহা নিয়মিত হয় অর্থাৎ কার্য্য] ও নিয়ন্তার নিত্য সম্বন্ধ অনুভব করিয়া প্রথমে নিয়াম্যের (কার্য্যের) দর্শন হইয়া থাকে, আর তাহার নিয়ামক পরমাত্মার দর্শনাদি তাহার সঙ্গেই নিত্য অনুস্যূত থাকা হেতু একের উল্লেখেই সমুদায় বলা হইয়াছে; কেন না বেদান্তে সর্ব্বত্রই এই রীতির প্রসিদ্ধ উপদেশ আছে। এইরূপ উপদেশ যে আরও অন্যান্য স্থানে আছে তাহাও দেখা যায়। বেদান্তের বাক্য প্রয়োগের রীতি অনুসারেই আকাশাদির উল্লেখ দ্বারা বাক্যবাক্যে আকাশের নিয়ন্তার উল্লেখ না করিলেও তাঁহার নিয়ন্তাকেই বুঝাইয়া থাকে। "প্রাণের প্রাণ" এই উক্তি দ্বারা সেই রীতি আরও বিস্পষ্ট করা হইয়াছে। এইরূপে যে বস্তুতে নিয়মন-কার্য্যের অনুরূপ বলিয়া নিয়ন্তার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে সেখানে কেবল তিনি যে আত্মাতে অবরুদ্ধ নহেন তাহা প্রদর্শনার্থই "একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন" বলিয়া, বহিঃশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাণাদিতে তাঁহাকে প্রাণাদিরূপে অনুভব করিলে তিনি সাধকের প্রাণেই নিরবশেষ হয়েন না, কেন না সাধকের অন্তরে পরমাত্মা যে মহতোমহীয়ান্ এবং অনন্ত সে ভাবটীও নিত্যকালই জাগ্রত ভাবে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন। যে বস্তুতে এই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, এই পরমাত্মা যে সেই বস্তুর দোষে লিপ্ত নহেন, তাহা সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গ্রহণ দ্বারাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। (যথ —সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষু হইয়াও চক্ষুর বাহ্যদোষে লিপ্ত নহেন, ইত্যাদি।) তিনি এক থাকিয়াও বহু প্রকারে রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। যাঁহারা প্রথম পাদোপযোগী শ্রুতিনিচয় তাবৎ বেদান্ত বাক্যার্থ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে ভোগ্য, ভোক্তা এবং প্রেরয়িতা এই তিনই নিত্যকাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তিনের মধ্যে এক স্বতন্ত্র (স্বাধীন), অপর দুটী পরতন্ত্র (অর্থাৎ তাহার অধীন) এই বিশেষ। নিয়ন্তার অপেক্ষা দ্বারাই অভেদ শ্রুতি।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার মতের সম্প্রদায়ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে পরা প্রকৃতি পরমাত্মার অধীন।

"জীব এবং ঈশ্বরের প্রভেদ অসত্য নহে। ১।২।১২।"

"এতদুভয় এক, একথা বলা ঠিক নয়। ১।৩।৫।"

"ঈশ্বর যে অন্তর্যামী, তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই 'সোঽহং' বলা হইয়াছে। (কেন না অন্তর্য্যামিত্বেই ঈশ্বরের সহিত জীবের পার্থক্য, নতুবা উভয়ে এক)। ১।২।১৩।"

"জীব নিত্য, উপাধি যোগে তাহার উৎপত্তি বলা হইয়া থাকে। ২।৩।১৯।"

"(জীব) বিভক্ত বলিয়াই তাহার বিকারিত্ব খাটে, বিকারপ্রাপ্তকেই লোকে এই জগতে বিভক্ত (স্বতন্ত্র) রূপে দর্শন করিয়া থাকে।—

"এক অবিভক্ত পরম পুরুষকেই বিষ্ণু বলা হয়। প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিনটী বিভাগ। (২।৩।৭)

"অতএব জীব ভিন্ন। ২।৩।২৮।"

"আরও এই যে জ্ঞানানন্দাদি ব্রহ্মের গুণই এই জীবের গুণ; জীবের জ্ঞান ও আনন্দ, ব্রহ্মের জ্ঞান ও আনন্দ হইতে অভেদ; সুতরাং উহাই তাহার (জীবের) সার-সর্ব্বস্ব। ব্রহ্ম সর্ব্বগুণাত্মক, সুতরাং সর্ব্বান্তরাত্মা; এজন্যই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলা হয় —তাঁহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহা দ্বারাই নিয়মিত। ২।৩।২৯।"

"জীবও কর্ত্তা। ২।৩।৩৩।"

"যেমন জ্ঞানবিষয়ে জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে অথচ সে আমি জানিতেছি, বলে, কর্ম্মেও তাহার কর্ত্তৃত্ব তদ্রূপই, কেন না, তাহার শক্তি অতি অল্প। ২।৩।৩৭।৩৮।"

"জীব তাহার সেই কর্ত্তৃত্বশক্তি পরমাত্মা হইতেই প্রাপ্ত হয়। ২।৩।৪১।"

"জীবের প্রবৃত্তি (ইচ্ছাশক্তি) পরমাত্মার অনুজ্ঞাতেই; তাহার বন্ধনিবৃত্তিও পরমাত্মা হইতে সম্পন্ন হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২।৩।৪৮।"

"পরমাত্মা জীবের ইন্দ্রিয়যোগেই কার্য্য করিয়া থাকেন। ২।৪।১৬।"

"পরমাত্মা অনাদি ও নিত্য, সুতরাং জীবের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধের শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ২।৪।১৭।"

"পরমাত্মা যাহা ভোগ করেন মুক্ত জীবগণও তাহাই সম্ভোগ করেন। ৪।৪।৪।"

"মুক্তগণ শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও তাহা (শরীর) প্রকাশপূর্ব্বক পুণ্য সুখ সম্ভোগ করেন, কিন্তু তাঁহারা দুঃখাদি ভোগ করেন না। ৪।৪।১৫।"

"মুক্ত আত্মা কামনার তাবৎ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছেন—ইহাই বলা হয়। মুক্ত আত্মা সৃষ্টবস্তু সকলের সংশ্রবে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৪।৪।১৭।"

"মুক্তগণের বিকারাবর্ত্তি অবস্থা হয় না। (৪।৪।২০)।"

(বিকারাবর্ত্তি অবস্থা—বিকার হেতু পুনঃ পুনঃ পতনাবস্থা)

"মুক্তাবস্থাতে আনন্দাদির হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সর্ব্বদা এক ভাবেই তখন স্থিতি হয়। ৪।৪।২১।"

অপরা প্রকৃতি কিন্তু সর্ব্বপ্রকারেই পরাধীন ;—

"চ শব্দ দ্বারা প্রকৃতির সত্ত্বাদি (দ্রব্য, কর্ম্ম ও কাল) বলা হইয়াছে। ২।২।৫।"

"প্রকৃতিশব্দে (দ্রব্য, কর্ম্ম ও কাল) উহাই বলা হয়। ১ ৪।২৫।"

"পরমাত্মা প্রকৃতিশব্দেও বাচ্য ১।৪।২৪।"

তাহার কারণও দেওয়া হইয়াছে, যেহেতুক "প্রকৃষ্টরূপে করেন বলিয়াই প্রকৃতি," এই বাক্যযোগে। তিনি প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে পরিবর্ত্তন সংঘটনপূর্ব্বক নিয়ামকরূপে তাহাতে অবস্থিতি করতঃ আপনাকে বহুধা করেন। ১।৪।২৭" ইত্যাদি।*

পুনরায় নিয়ন্তা সম্বন্ধে :—

"তিনি যে অধিদেবতারূপে (বাসুদেবরূপে) স্থিতি করেন বলা হইয়াছে সে বলা এই জন্য যে, তিনি অন্তর্য্যামিরূপে (সর্ব্বান্তভাবকরূপে) স্থিতি করিয়া সমুদয় নিয়মিত করিতেছেন। ১। ২। ১৮।"

"তাঁহার যে বহুত্বের কথা বলা হইয়াছে সেই বহুত্ব তিনি স্বয়ং অধিকারী থাকিয়াই সম্পাদন করিয়া থাকেন। ১।৩।১৩।"

"সৃষ্টিব্যাপারে স্বতন্ত্র ও বহুসাধনা দৃষ্ট হয় কিন্তু সেই সকল ব্রহ্ম নহেন তাঁহার স্বরূপ সামর্থ্য হইতেই ঐ সকল সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ২।১।১৫।"

"সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মের পরিশ্রম অথবা চিন্তাদি প্রয়োজন হয় না, কারণ তাঁহার শক্তি অনন্ত। ২।১।২৩।"

"পরমাত্মার বিচিত্র শক্তি, কিন্তু অপর কাহারও (জীব ও প্রকৃতির) সেরূপ বিচিত্র শক্তি নাই। ২।১।২৯।"

"কেবল শক্তির বৈচিত্র্য তাঁহাতে আছে তাহা নহে,কিন্তু তিনি সর্ব্বশক্তিও।২।১।৩১।"

"ভগবান্ যদাত্মক তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। যদি বল ভগবান্ কোন্ রূপাত্মক? তিনি জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক, এবং শক্তি-আত্মক। ২।২।৪১।"

"পরমাত্মা কোনও স্থানে আবদ্ধ নহেন, সুতরাং স্থানাপেক্ষা দ্বারা তাঁহার রূপের ভিন্নতা ঘটে না। ৩।২।১১।"

"তিনিই প্রকৃত্যাদির প্রবর্ত্তক, সুতরাং তাহাপেক্ষা উত্তম, অতএব ব্রহ্মের রূপ নাই। ৩।২।১৪।"

"রূপের বৈলক্ষণ্য জন্যে ইহাই বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মরূপ বিজ্ঞানানন্দ মাত্র। ৩।২।১৬।"

"কর্ম্ম পরাত্মার প্রবর্ত্তক নহে, পরাত্মাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ৩।২।৪২।"

"বেদোক্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং দোষপরিশূন্য পরমাত্মাই উপাস্য। ৩।৩।৬।"

"ধ্যানের নিমিত্তই তাঁহার গুণ উক্ত হইয়াছে। ৩।৩।১৫।"

"আত্মারই উপাসনা করিবে ইহাই সর্ব্বত্র প্রমাণ। ৩।৩।১৬।"

"আত্মা শব্দে সমুদয় গুণেরই সমন্বয় বুঝায়। ৩৩১৮।"

"সত্যাদি গুণ সেই পরমদেবতারই স্বরূপভূত। ৩।৩।৩৯।"

"সত্য, জ্ঞান এবং পরমানন্দরূপ আত্মা। এই ভাবেই নিত্যকাল তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। ৩,৩ ৮৮।"

রূপ থাকা হেতু স্থূল বস্তু চিৎ নহে; স্থূল বস্তু ও চিৎ ব্রহ্মের অত্যন্ত বিভিন্নতা। তাহার অভিব্যক্তির নিমিত্তই জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যদর্শন মুখ্য।

দ্বিতীয় পক্ষ—

এই পৃথিবী সমুদয় ভূতের মধু (উপকারী), সকল ভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্যামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তোজোময় অমৃতময় পুরুষ (জীব), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু (প্রিয়)। এই জীবই (একত্বে) সেই অন্তর্যামী। (জীব সহ এক হইয়া স্থিত) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল। ইত্যাদি। "এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূ (সর্ব্ব বিষয়ের অনুভবিতা)। এইটী (বেদান্তের) অনুশাসন।" (১৫০পৃঃ)

এখানে পৃথিব্যাদি সকলেরই মধুত্ব উক্ত হইয়াছে, কেন না তাহারা পরস্পর পরস্পরের উপকারী। এই উপকারিতা অন্তর্যামীর প্রেরণাদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং যে সাধক তাঁহার ধ্যানপরায়ণ, তিনি ভক্তির সহিত নিরন্তর গুণচিন্তন ও অনুধ্যান করিয়া তদ্দ্বারা যে পরম মঙ্গল লাভ হয় তাহা দর্শনপূর্ব্বক সেই ধ্যানযোগে তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন। এইরূপে সাধকের একত্ব লাভ হইলে সাধক সর্ব্বাস্বর্ভাবক পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ পূর্ব্বক তদনুভবানুভবিতা হইয়া (তাঁহার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিয়া), ব্রহ্মসম্পন্ন হয়েন। এখানেও যে এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূ (সকল বিষয়ের অনুভবিতা) তাহা উল্লিখিত বাক্যানুসারে দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে এবং অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে অধিরোহণ ও অবরোহণ ক্রম, চিন্তন ও অনুগুণতা দ্বারা অবলম্বনীয় (অনুগুণতা—সাদৃশ্য—অনুরূপতা)। এ কথা সকলেই জানেন যে পৃথিব্যাদির যে মধুত্ব ও উপকারিত্ব তাহা অনুধ্যান বিনা অন্তরে প্রতিভাত হয় না। যেখানে পৃথিব্যাদি হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুখ উৎপন্ন হইতেছে দেখা যায়, সেখানে তাহা নির্ণয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য গভীর অনুধ্যানের প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু দৃশ্যমান দুঃখ সমূহের পরিণাম দুঃখ না হইয়া তাহাদের পরিণাম যে মঙ্গল, ইহাই মনোমধ্যে চিন্তার উৎপাদন করিয়া থাকে। এই চিন্তা হইতে, সর্ব্বত্র পাপ হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ তাহার ভিতরেও এক কল্যাণই যে বর্ত্তমান তাহার উপলব্ধি হয়। এই কল্যাণউপলব্ধি হইতে সেই কল্যাণের প্রবর্ত্তয়িতা যে স্বয়ং কল্যাণগুণসম্পন্ন, তাহা অবধারণ করিয়া তাঁহার অনুভূতি ও কল্যাণানুভূতি, চিন্তা দ্বারাই প্রত্যক্ষীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং চিন্তা দ্বারা যে

উপলব্ধি, তাহাও দৃশ্যসদৃশ। এই দৃশ্যসদৃশ কল্যাণের প্রত্যক্ষীকরণ হইতে তাহার নিয়ন্তার যে অদৃশ্য কল্যাণগুণ তাহা প্রত্যক্ষীভূত হওয়াতে, সমুদয় কল্যাণের প্রেরয়িতা যেরূপ কর্তৃত্ব হেতু তাবৎ কল্যাণ অনুভব করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভোক্তা জীবও কল্যাণ-প্রেরয়িতার প্রেরণা দ্বারা সেই সকল কল্যাণ অনুভব করিয়া থাকে। ইহাই অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে অবতরণ। এই প্রেরণার অনুসরণেই জীবের কৃতার্থতা। যে সকল বেদান্তবাদী এই প্রকারে নিয়ন্তার কল্যাণ গুণ ধ্যান করেন তাঁহারা জীব ও পরমাত্মার একত্বের পক্ষপাতী হইয়াও মুক্তির অবস্থায় তাহাই অনুভব করিতে করিতে তাঁহাতে অবস্থিত হয়েন। এইটী অবধারণ করাই দ্বিতীয় পক্ষাশ্রিতগণের বিশেষত্ব।

শ্রীমদ্রামানুজ।

শ্রীমদ্রামানুজ এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং দেখা যায় সম্প্রদায়ও প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পরাত্মা প্রকারী, জীব তাঁহার প্রকারভূত। যথা :—

জীব :—

"জীব যখন ঈশ্বরের মহিমা দর্শন করে এবং তাঁহাকে নিখিল জগতের নিয়ন্তা-রূপে দর্শন করে তখন সে বীতশোক হয়। (১।৩।৪)"

"সৃষ্টির প্রাক্‌কালে জীবের নামরূপ ছিল না, ব্রহ্মশরীরে উহা অপৃথক্‌রূপে ছিল। তাহার সেই সূক্ষ্মরূপে স্থিতির অবস্থায় কোন সংজ্ঞা দেওয়া অযোগ্য। (২।১।৩৫)"

"আত্মা জন্মে না। ২।৩।১৮।"

"জীবাত্মা জ্ঞানমাত্র নহে, জ্ঞাতা। ২।৩।১৯।"

"ইহা সর্ব্বগত নহে। ২।৩।২০।"

"আত্মাই কর্ত্তা, তাহার গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি কর্ত্তা নহে। ২।৩।৩"

"পরাত্মা হইতে, তাঁহারই কর্তৃত্বে জীবের কর্তৃত্ব ঘটে। ২।৩।৪০।"

"প্রত্যুত জীব যেরূপ, পরমাত্মা ঠিক সেরূপ নহেন। নিশ্চয়ই যেরূপ প্রভা হইতে প্রভাব বিভিন্ন, তদ্রূপ প্রভাস্থানীয় অংশভূত জীবাত্মা হইতে প্রভাবস্থানীয় অংশী পরমাত্মা বিভিন্ন, বুঝিতে হইবে। (জীবাত্মা পরমাত্মারই স্বীয়অংশজাত)। ২।৩।৪৫।"

"শ্রুতি বলিয়াছেন পরমাত্মার সঙ্কল্প হইতেই জীবের বন্ধ ও মোক্ষ ঘটে। ৩।২।৪।"

শ্রুতি ও স্মৃতি বলেন 'জীব ব্রহ্মের সহিত স্থিতি করিয়া অভিলষিত তাবৎ কামনার বিষয় (ভোগ করে)। এই ব্রহ্ম সহ একত্র জ্ঞাতসারে স্থিতির অবস্থায় জীব ব্রহ্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন তাহার ব্রহ্মের তুল্য শুদ্ধতা লাভ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রকারী ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীব যে সজ্ঞানে তদীয় গুণানুভব করিয়া থাকে উক্ত শ্রুতিবাক্য তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। ৪।৪।৪।"

"যেহেতুক মুক্ত অবস্থায় জীব সত্যসঙ্কল্প হয়, সুতরাং তখন তাহার অনন্যাধিপতিত্ব ঘটে। ৪।৪।৯।"

"জীব মুক্ত অবস্থাতেও লীলাতে নিযুক্ত ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট পিতৃলোকগণের সহিত মিলিত হইয়া লীলারস আস্বাদন করে। ৪।৪।১৭।

"অমুক্ত (বদ্ধ) অবস্থায় কর্ম্মদ্বারা জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে ; সুতরাং তদবস্থায় জীব অপর দেহে মুক্তভাবে আপনাকে প্রসারিত করিয়া তাহার সহিত আপনার ঐক্য সম্পাদনে সক্ষম হয় না। কিন্তু মুক্ত জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে না, সুতরাং উহা যথেচ্ছ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অপর সকলকে আপনার করিয়া লয়। ৪।৪ ১৫।"

"কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্টি ও জগন্নিয়মন প্রসঙ্গে মুক্তজীবের কোনও সংশ্রব থাকে না। ৪।৪।১৭।"

"মুক্তাবস্থায় জীবের সর্ব্বপ্রকার বিকারপরিশূন্যতা লাভ হয় ; সমুদয় হেয় এবং বিরুদ্ধ অবস্থা মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ দৃষ্ট হয় ; পরব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য (তৎস্বরূপতা) লাভ হয় এবং তাঁহার সকল কল্যাণ গুণ অনুভব করিয়া নিরতিশয় আনন্দ ভোগ হইয়া থাকে। এবং তাঁহার বিভূতির অন্তর্ভূত থাকিয়া বিকারাবর্ত্তি লোকেরও ভোগ্যত্ব অবাধে তাহার থাকে। (বিকারাবর্ত্তি লোক—বিকার হেতু পুনঃ পুনঃ যে লোকে পতন)। ৪।৪।.৯।"

প্রকৃতি :—

'মায়া' শব্দ সৃষ্টির বিচিত্রতা লক্ষণ ব্যঞ্জক। "প্রকৃতিকে" মায়া শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে এজন্য, যে উহা সৃষ্টির বিচিত্রতা প্রদর্শন করে।

"পরম পুরুষেরই সেই ভাব (মায়া) এজন্য মায়িত্ব তাঁহারই বলা হইয়াছে। জীব অজ্ঞ সুতরাং সেই মায়া দ্বারা আবদ্ধ এ অর্থে নয়। (অনুক্র)"

"প্রলয়কালেও অচিদ্‌বস্তু অতি সূক্ষ্মভাবে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাত্মক হইয়া স্থিতি করে এরূপ স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং জগৎকারণ পরব্রহ্মের প্রকারভূত অতি সূক্ষ্ম অচিদ্‌-বস্তুও নিত্য। (১।৪।২৩)।"

"কারণ অবস্থাতে আত্মভাবে (স্বস্বভাবে) অবস্থিত পরমাত্মাই, কার্য্যরূপে বিক্রিয়-মাণ দ্রব্যের সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাই বলা হইয়াছে।... ... ... পরমাত্মা আত্মশরীরভূত চিদচিৎ উভয়ের নিয়ন্তা। সুতরাং এতদুভয়ের (প্রকৃতি ও জীব) অপূর্ণতা ও বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। (১ ৪।২৭)।"

পরাত্মা :—

"পরাত্মা পরব্রহ্ম।... ... ... সর্ব্বপ্রকার দোষ পরিশূন্য এবং কল্যাণগুণাকর-গুণোপেত। (৩।২।১১)।"

"কর্ম্মপাশ হেতু, জীবের কর্ম্মানুসারে, কর্ম্মানুগুণ্য (কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদ) বস্তুর

সহিত সম্বন্ধবশতঃ তাহার অধীনতা। পরব্রহ্ম স্বাধীন। তাঁহার জীব ও প্রকৃতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহা তাঁহার বিচিত্র নিয়মনরূপ লীলারসের নিমিত্ত হইয়া থাকে। (৩।২।১২)।"

"সত্য জ্ঞান অনন্ত" ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের প্রকাশের স্বরূপতা মাত্র প্রতিপাদন করে। (৩।২।১৬)।"

"প্রেম ভক্তি-যোগে ঐকান্তিক স্বরূপ চিন্তাতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অন্য অবস্থায় হয় না। (৩।২।২৩)।"

"সূক্ষ্ম চিদচিদ্ বস্তুবিশিষ্ট কারণভূত যে ব্রহ্ম তিনিই স্থূল চিদচিদ্ বিশিষ্ট কার্য্যভূত ব্রহ্ম; এই নিমিত্তই কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব। কারণভূত ব্রহ্মকে জানিলেই কার্য্যও জানা হয়। (৩।৩।২৯)।"

"ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তনে সেই সকল গুণেরই চিন্তা করিবেক যে সকল গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মস্বভাবের যথার্থ বিশেষত্ব ধারণ করা যায় না। (যথা—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ইত্যাদি) (৩।৩।৩৪)।"

"'এই ব্রহ্মই আমার আত্মা' এই ভাবেই উপাসক তাঁহার উপাস্যকে দেখিয়া উপাসনা করিবেন।" (৪।১।৩)।

"উপাসনার উদ্যোগকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল মধ্যে যে সময় তাহাই সর্ব্বত্র উপাসনা কাল বলা হইয়াছে দেখা যায়। (৪।১।১২)।"

"ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যে জীবের পূর্ব্বকৃত পাপ নষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতেও তাহার পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। (৪।১।১৩)।"

এই পক্ষাশ্রিতগণের মতে নামরূপ বিশিষ্ট কার্য্যভূত স্থূল চিদচিৎ, রূপবিহীন কারণভূত সূক্ষ্ম চিদচিতে সমাধানপূর্ব্বক, চিদচিদ্ ব্রহ্মে তাঁহার কল্যাণৈকতানতা দর্শনই প্রধান।

তৃতীয় পক্ষ।

"ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথগ্‌ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া, অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম। শান্তভাবে এই সর্ব্বস্বরূপের উপাসনা করিবে। নিশ্চয় পুরুষ কর্ম্মময়। ইহলোকে পুরুষ যাদৃশকর্ম্মা হয়, এখান হইতে গমন করিয়া তাদৃশ হইয়া থাকে। সুতরাং সে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ২।১১। (২১ পৃঃ) ছা—৩।১৪।১।

"এই আমার আত্মামনোময়, প্রাণ শরীর, আলোকরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশস্বরূপ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সকলই ইহার আয়ত্ত, ইনি অবাকী, সর্ব্বানপেক্ষ।

"এই আমার আত্মা, হৃদয়ের অভ্যন্তরে ব্রীহিঅপেক্ষা, যবাপেক্ষা, সর্ষপাপেক্ষা শ্যামাকাপেক্ষা, শ্যামাকতণ্ডুলাপেক্ষা সূক্ষ্মতর। এই আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে পৃথিবী অপেক্ষা, অন্তরীক্ষাপেক্ষা, দ্যুলোকাপেক্ষা, অন্যান্য লোকাপেক্ষা, বৃহত্তর।

"ইনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সকলই ইঁহার আয়ত্ত, ইনি অবাকী, সর্ব্বানপেক্ষ। এই আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে, ইনি ব্রহ্ম। ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহলোক হইতে গমনপূর্ব্বক ইঁহারই অভিমুখে জন্মগ্রহণ করিব এইরূপ যাঁহার জ্ঞান তাঁহার সে জ্ঞান সত্য হইবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই, শাণ্ডিল্য এই কথা বলিয়াছেন। ৬।৪ (২২২—৫৩ পৃঃ)। ছা ৩।৫।১৪।২—৪।"

এখানে পুনরায় দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে, সমুদয় ব্রহ্মে বিলীন করিয়া দিয়া, তাঁহার সহিত অবিভক্তভাব-প্রাপ্ত সাধক, দর্শন শ্রবণ স্পর্শন, মনন রসাস্বাদনাদি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াও এক ব্রহ্মরসতাপন্নহেতু তাঁহার সুস্পষ্ট মহত্ত্বাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া, কেবল সেই ব্রহ্ম-রস অনুভব করিতে করিতে বিচরণ করেন; তখন তাঁহার (সাধকের) বাঙ্‌নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয় না; কেননা তিনি অন্য বিষয় নিরপেক্ষ, শান্ত, এবং দ্বেষ ঈর্ষাদি বিরহিত হয়েন। দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে, এবং অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে গমনের যে নিয়ম, তাহা এখানেও অবলম্বনীয়। পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বয় জাগ্রত স্বপ্নের অনুরূপ অবস্থার কথাই বলিয়াছেন; সুষুপ্তির অবস্থার কথা বলেন নাই। কেন না সুষুপ্তির অবস্থাপ্রাপ্তের কথাই যদি বলিতেন, তাহা হইলে সে অবস্থায় দর্শন শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি হয় এ কথা বলিতেন না। সুষুপ্ত্যবস্থায় প্রবৃত্তি কোথা হইতে সম্ভবে? দর্শনাদিতে যে 'প্রবৃত্ত' বলিয়াছেন সেও 'অপ্রবৃত্তবৎ'; যেহেতুক সেই সেই প্রবর্ত্তনাতে তাহার আপনার ক্রিয়া নাই; কিন্তু তখন ব্রহ্মের ক্রিয়া অনুভব হেতু, ক্রিয়ার রসত্ব নিবন্ধন, এবং রসস্বরূপের আলিঙ্গনে মুগ্ধতা হেতু, সকল অবস্থাতে সেই একরস অনুভব ব্যতিরেকে অন্য কিছুই তাহাতে (সাধকে) থাকে না। "ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্ ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া", এখানে মূলে অন্ পদের ক্রিয়া বাচিতা হেতু ব্রহ্মের যাহা ক্রিয়া নিশ্চয় তাহাই সুকৃত (পুণ্য)। তিনিই রস (আনন্দ)। রসস্বরূপে নিমগ্ন সাধকগণের সম্বন্ধে "আনন্দ না পাইলে কেবা চেষ্টা করিত কেবা প্রাণধারণ করিত" (৪।১২) এই প্রমাণানুসারে, জীবের সাধন নিবৃত্তি (অনধ্যবসায়) কখনও উপস্থিত হয় না। তাহার স্বরূপে (স্বভাবে) বিনা কারণেই যে ক্রিয়ার উদ্ভাবকত্ব আছে, শিশুগণের উদ্যমশালীত্বই তাহার নিদর্শন।

শ্রীমৎ শ্রীকণ্ঠ মতে "মুক্তগণ, ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সমান রসীভূত (আনন্দময়) হইয়া, প্রপঞ্চদর্শিত্ব প্রাপ্ত হন।" (১।৩।৯)। তৃতীয় পক্ষাশ্রিতগণের যে এই রূপ অনুভব তাহা শ্রীকণ্ঠোক্তি প্রকাশ করে। সুতরাং তন্মতাবলম্বী তৃতীয় পক্ষের মত বিবেচনা করিতে হইলে শ্রীকণ্ঠের রচিত ভাষ্য হইতে উদাহরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য। কিন্তু আধুনিকগণ, পরমাত্মার সহিত যোগে এক হইয়া, মহোত্সবের আবিষ্কার করিয়াও, সেই কার্য্যে আপন আপন কর্ত্তৃত্ব দর্শন করেন না—তাঁহারা পরব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব আর কোথায় দেখিবেন। সুতরাং এই যোগের অবস্থায় রসনিমগ্ন অবস্থারই প্রাধান্য।

শ্রীমৎ শ্রীকণ্ঠ।

সাধারণ ভাবে শ্রীমদ্ রামানুজের সহিত ইঁহার মতসাম্য থাকিলেও, মুক্তি বিষয়ে অত্যন্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই স্থানেই ইঁহাদের বিভিন্ন পন্থা। এ প্রভেদ সামান্য নয়। এ মতে জীবিতাবস্থাতেও "বেদান্ত বিজ্ঞান লাভ করিয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত জীবের, মনুষ্যদেহাদি বিষয়ক কল্পিত অহং ভাবের দ্বারা সঙ্কুচিতাবস্থা বিদূরিত হইলে, আমিই এই তাবৎ বিশ্ব" এই ভাব প্রাপ্তিই মুক্তাবস্থা বুঝিতে হয়। শ্রীমৎ শ্রীকণ্ঠমতে :—

জীব :—

"ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় না।" (২।৩।১৮)"

"সংসারে তাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান, কিন্তু মুক্তিলাভ হইলে পূর্ণজ্ঞান (তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব)। (২।৩।১৯)"

"বিভুত্ব লাভ হইলে তাহার পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ ক্লেশ ঘটিবে না। (২।৩।২০)"

"ব্যাপ্তি দ্বারা মুক্ত জীবের যে বিশ্বভুবনের অভিভাবিত্ব ঘটে বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু মলা-পরিশূন্য, দূরীভূত-প্রকটিত-শক্তি এবং ঈশ্বর জ্যোতিতে ব্যাপ্ত জীবের অবস্থা। (২।৩।২১)"

"জীবাত্মাও কর্ত্তা। (২।৩।৩৩)"

"জীবের কর্ত্তৃত্ব তাহার স্বায়ত্ত নহে, পরমেশ্বরের আয়ত্তাধীন। (২।৩।৪০)"

"ব্রহ্মের অংশত্বেই তাহাতে নাম সংজ্ঞা যুক্ত। যেমন অগ্নি পরিব্যাপ্ত কাষ্ঠাদির অগ্নি সংজ্ঞা দ্বারা অগ্নি এবং কাষ্ঠের নামের প্রভেদ, তদ্রূপ জীব ব্রহ্মের অংশভূত হইয়াও তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করে। (২।৩।৪২)"

"পুরুষ, মায়া পরমেশ্বরের অবয়বের লেশ (ক্ষুদ্রাংশ)। (২।৩।৪৩)"

"পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই জীবের বন্ধ মোক্ষ ঘটে। (৩।২।৪)"

"মুক্তজীব স্বভাবতই চিদানন্দঘনস্বরূপ; তাহার যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টগুণ তাহা আবির্ভূত হয় (অর্থাৎ পূর্ব্বে থাকে না পরে লাভ হইয়া থাকে। (৪।৪।১)"

"পাপ বিমুক্ত হইয়া স্বাভাবিক চিদানন্দঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাদুর্ভূত হইলে, মুক্ত আত্মা ব্রহ্মসদৃশ গুণস্বরূপ হয়। (৪।৪।৩)"

"মুক্ত আত্মা (জীব) ব্রহ্মের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়াতে অস্বতন্ত্রভাবে স্বস্বরূপ অনুভব করিয়া থাকে। (৪।৪।৪)"

"চৈতন্যরূপেই (মুক্ত জীব) স্বপ্রকাশ ও অপহত পাপ্মত্বাদি যোগে ব্রহ্মসদৃশ কল্যাণগুণবিশিষ্ট মুক্তস্বরূপ। (৪।৪।৭)"

"শিবসদৃশ মুক্তজীবের সর্ব্বজ্ঞত্ব, অনাদিবোধরূপত্ব, নিত্যতৃপ্তত্ব, স্বতন্ত্রত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, অলুপ্তশক্তিকত্ব, এবং অনন্তশক্তিত্ব ইত্যাদি। (৪।৪।৯)"

"স্বপ্নাবস্থায় যেমন পুরুষ শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদি নিরপেক্ষ হইয়াও কেবল মনের দ্বারাই ঈশ্বর-সম্পাদিত বিষয় সকল ভোগ করে, সেইরূপ জীব মুক্ত অবস্থাতেও আত্ম-ভূত মনের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের রস ভোগ করিয়া থাকে। (৪।৪।১৩)"

"মুক্ত আত্মাকর্তৃক এই বিশ্ব ব্রহ্মাকার পরিদৃশ্যমান হয়।... ... ... জীবৎ-অবস্থাতেই মুক্ত আত্মার ব্রহ্মের তুল্য আনন্দ হয়। (৪।৪।১৪)"

"মুক্তগণের বিভুত্ব। (৪।৪।১৫)"

"পরমেশ্বর-সদৃশ হইলেও মুক্তজীবের জগৎ সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে কিছু করিবার থাকে না; তাহার স্বীয় ভোগ্যবস্তুতে স্বতন্ত্রভাবে স্থিতি হয়। (৪।৪।১৭)"

"মুক্তগণের ব্রহ্মানন্দানুভবরূপ ব্যাপার ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে প্রবেশ সম্ভব নহে। (৪।৪।১৯)"

"ভোগ বিষয়েই কেবল তাহার ব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্য। (৪।৪।২১)" *

শক্তি :—

"সকল চিদচিৎ প্রপঞ্চ মহাবিভূতিরূপা, মহাসংবিদানন্দ সত্তা, দেশকালভেদপরি-শূন্যা স্বাভাবিকী এই পরমাশক্তি শিবের স্বরূপ এবং গুণ। এই শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সর্ব্বকারণত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বোপাস্যত্ব, সর্ব্বানুগ্রাহকত্ব, সর্ব্বপুরুষার্থহেতুত্বাদি এবং সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয় না। ... ... 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," এই যে চিদচিৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মশরীর বলা হয়, তাহা প্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বহেতু। দ্বেষাদি পরিশূন্য হইয়া শান্তভাবে ব্রহ্মই উপাস্য (১।২।১)"

"'মায়াকে প্রকৃতি জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী জানিবে। তাঁহার অবয়বভূত হইয়াই এই জগতের সমুদয় আছে।' এই বাক্যানুসারে মায়াদ্বারাই সকলের প্রকৃতিত্ব এবং বিশিষ্টত্ব; মহেশ্বরের অবয়বভূত অংশভূত, চিচ্ছক্তির অংশভূত, এবং ভোক্তৃত্ব অবস্থায় পুরুষসংজ্ঞাপ্রাপ্ত জীব কর্তৃকই সকল জগদ্ব্যাপ্তি অনুভূত হয়। (১।৪।২৭)*

ঈশ্বর :—

"ব্রহ্মই জড়াজড় প্রপঞ্চের প্রেরক; এতদ্দ্বারাই তাঁহার স্বতন্ত্রত্ব সিদ্ধ। সকল বিষয়ের সহিত স্বাতন্ত্র্য দ্বারাই ব্রহ্মের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। স্বভাবতই তিনি শক্তিসম্পন্ন এবং কোনও অবস্থাতে তাঁহার শক্তির বিলোপ হয় না। ... ... অনন্ত শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের জনক এবং শাসক রূপে আছেন। অনন্ত শক্তিমান্ বলিয়া ব্রহ্মের অভিন্ন-প্রপঞ্চ-সমবায়িকারণত্ব সিদ্ধ হয়। (১।১।২)"

"স্থূল সূক্ষ্ম চিদচিৎ প্রপঞ্চরূপ শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরই কার্য্যাকারণরূপ সৎপদের বিষয়। ('হে সৌম্য! এই জগৎ অগ্রে সৎই ছিল')। (১।১।৫)"

"মর্ত্তশরীরীর কেশনখাদি উৎপত্তির ন্যায় মায়ী পরমেশ্বর হইতে সকল চেতনাচেতন

প্রকৃতিপুরুষের অভিব্যক্তি হয়। চিদচিদ্বিশিষ্ট পরমেশ্বর অবস্থাভেদহেতু কারণ এবং কার্য্য। (১।৪।২৭)"

"জীব এবং ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য এবং অস্বাতন্ত্র্য স্বতঃসিদ্ধ। জীব যখন শরীরে অবস্থিতি করে পরমেশ্বর তখনও তাহার সহিত অস্বতন্ত্রভাবে থাকেন। কিন্তু জীবের শরীর-সম্বন্ধ-সামান্য-দ্বারা ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যের কোনও বিভাগ প্রাপ্তি হয় না। (২।১।১৪)"

"যদি সচ্চিদ্রূপে শিবকর্তৃক জগৎ ব্যাপ্ত না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার সত্তা এবং স্ফূর্ত্তি দ্বারা যে বস্তু সকলের মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতে দেখা যায়, সে সকল বস্তু অবস্তু হইয়া যায়। অতএব মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটাদির ন্যায় তাঁহার কার্য্য, তিনি যে কারণরূপী শিব তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত এবং তাঁহা হইতে অনন্যভূত অর্থাৎ অস্বতন্ত্র। (২।১।১৬)"

"পূর্ব্বে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) আপনা হইতে অভিন্ন, নামরূপ দ্বারা বিভাগের অযোগ্য সূক্ষ্ম চিদচিদ্রূপ শক্তিগর্ভ এক শিবই কেবল থাকেন। তিনি বিবিধ স্বভাববিশিষ্টা সেই শিবশক্তিকে পুনরায় পূর্ব্বদশা-বিরোধি-স্থূলত্বযুক্ত এবং নামরূপ দ্বারা বিভাগযোগ্য, চিদচিদ্রূপে বাহিরে বিস্তার করেন। এখানে শক্তিমান্ শিবের সঙ্কোচাবস্থা প্রলয় এবং বিকাশাবস্থা সৃষ্টি। (২।১।১৮)"

"পরমকারণ পরব্রহ্ম শিব হইতে কার্য্য অভিন্ন। (২।১।১৯)"

"চেতনাচেতনপ্রপঞ্চ বিশ্ব পরমেশ্বরের কার্য্য, সুতরাং তাঁহা হইতে অভিন্ন। কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তি, অতএব চেতনাচেতনপ্রপঞ্চ বিশ্ব অপেক্ষা তিনি অধিক। (২।১।২৩)"

"সকল অবস্থাতে সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে স্থিতি করেন বলিয়া পরমেশ্বরে কোনও দোষ-কলঙ্ক-স্পর্শ হয় না। যেহেতুক শ্রুতিতে সর্ব্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ যে, ঈশ্বর নিষ্কলঙ্ক এবং নিরতিশয় মঙ্গলকর; এই দুইটী তাঁহার বিশেষত্ব। (৩।২।১১)"

"জ্ঞান দ্বারা ধ্যানরূপ সম্যক্ আরাধনাতে ব্রহ্মস্বরূপ গ্রহণ করা যায় (প্রাপ্ত হওয়া যায়)। (৩।২।২০)"

"এই প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মসম্বন্ধজনিত ব্যাপ্তিপ্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার অন্য চিন্তার নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মমনন হইয়া থাকে। (৩।৩।৩৪)"

"(সোঽশ্নুতে সর্ব্বকামান্ সহব্রহ্মণা—ব্রহ্মের সহিত কামনার তাবৎ বিষয় ভোগ করে) এস্থলে সহ্ শব্দের ব্যবহার ব্রহ্মের সহিত যুগপৎ আনন্দভোগই অভিপ্রায়। (৩।৩।৪৩)"

"শিবাখ্য পরব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক হইলেও "আমি ব্রহ্ম" এই ভাবেই তাঁহার উপাসনা বিধেয়। (৪।১।৩)"

"আত্মাতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ-দর্শন হইতে তাঁহার প্রকাশের কারণভূত যে ব্রহ্ম-

ভাবনা, তাহা উপাসকগণের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিরন্তর কর্ত্তব্য; কখনও তাহার বিরাম হইবে না। (৪।১।২)"

"উপাসকগণের পূর্ব্বকৃত পাপ বিনষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতেও পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা দূর হয়। (৪।১।১৩)"

এই পক্ষাশ্রিতগণের মতে ব্রহ্মের সহিত স্বস্বরূপ অভিন্নভাবে অনুভূতিই প্রধান।

চতুর্থ পক্ষ।

(সৃষ্টির) পূর্ব্বে ব্রহ্মই এই জগৎ ছিলেন। তিনি আপনাকেই জানিতেন "আমি আছি"। (৮।৮২)। (৫৭৯পৃঃ)।

চতুর্থ পক্ষের এইটীই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয় যে, সকল বিশেষ জ্ঞান বিলোপ করাই আবশ্যক, না তাহা থাকা সত্বে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভে অন্তরায় উপস্থিত ঘটে। "চিদচিৎপ্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্টত্ব ব্রহ্মের স্বাভাবিক, এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব কখনও সিদ্ধ হয় না।" পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্করের এই বচনদ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রত্যাখ্যাপন অনেকে কেবল ভাল মনে করিয়াছেন তাহা নহে, ব্রহ্মের বিশেষত্ব 'বিকার-সংসৃষ্ট' ইহার প্রতিপাদনকারিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, আর সবিশেষ ব্রহ্ম অপর ব্রহ্ম, ব্রহ্মে এই দ্বিবিধ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। আত্মাতে ও পরমাত্মাতে কোন প্রভেদ আছে কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। শ্রীমদ্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন প্রভেদ আছে।—"বেদ, দ্বিবিধ রূপে স্থিতি, বলিয়াছেন—"ইহার তাবৎ মহিমা এবং তাবৎ মহিমা হইতে জ্যেষ্ঠ (বড়) তাঁহার পুরুষ রূপ। সর্ব্বভূত ইঁহার একপাদ, আর দ্যুলোকে অমৃতরূপে ত্রিপাদ, এই তাঁহার দ্বিবিধ আদিরূপ।" আমরা বলিতেছি এরূপ নহে। কেন বলিতেছি? যেহেতুক এই শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের বিভূতিভূত সমুদয়কে নীচে রাখিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বাতীতত্ব প্রথিত করিতেছেন। বেদান্তভাষ্যভূতা গীতা বলেন, ব্রহ্ম আপনার সর্ব্বাতীতত্ব পরিহার করিয়া কখনও জীবে বা জগতে জীবরূপে বা জগদ্রূপে আপনাকে প্রকটন করেন না। যথা:—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ৪।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। ৫।

গীতা ৯অ. ৪। ৫ শ্লো।

"অব্যক্তমূর্ত্তিতে আমি সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদয় ভূত স্থিতি করিতেছে। আমি ভূতগণে স্থিতি করিতেছি না, ভূতগণ আমাতে স্থিতি করিতেছে না-এই আমার ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর। আমি ভূতগণকে ধারণ করি, আমি ভূতস্থ নহি, আমার আত্মা ভূতগণের প্রতিপালক।"

তিনি নিত্য একরূপেই অবস্থিত, সুতরাং কখনও তাঁহার দ্বিরূপতা সিদ্ধ হয় না। যদি সিদ্ধ হয় বল তাহা হইলে "অদ্বৈতং" 'অদ্বিতীয়' এই যে তাঁহার স্বরূপনিষ্ঠ বিশেষণ তাহা ব্যর্থ হয়। বিভক্তত্ব বিকারত্বের হেতু, সুতরাং তিনি "শান্তং" এই যে বিশেষ স্বরূপ তাহাও কেবল বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যাহাতে বিভক্তত্ব আছে, সুতরাং বিকারত্ব আছে তাহার কখনও শিবত্বসম্ভব হয় না; তদবস্থায় তিনি শিবত্ব ও অশিবত্ব মিশ্রিত, ইহা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যদি বল কেন? আমাদের উত্তর এই, এ অবস্থায়, জীবের যে প্রকার সমদৃষ্টিতে সকল দেখিবার ক্ষমতা নাই, ব্রহ্মতেও তদ্রূপ সমদৃষ্টির অসামর্থ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। আর তাহা হইলে এতদ্রূপ তুরীয় ব্রহ্মে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" বিশেষণগুলি বিফল হয়। এ প্রশ্নের সমাধান সূত্রকার স্বয়ংই করিয়াছেন। "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি (৩।২।১১)—সগুণ নির্গুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম বুঝা যায় এরূপ চিহ্নের অনেক কথা আছে সত্য; কিন্তু তিনি উপাধি দ্বারাও উভয়রূপী নহেন। সমুদয় শ্রুতিতে সর্ব্বদা একরস ব্রহ্মের উপদেশ দেখা যায়।" (বেদান্তদর্শন)। পরবর্ত্তী কালে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সবিশেষ-নির্ব্বিশেষবাদিব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে বিরোধ অতিশয় ঘনীভূত পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহাদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সত্য তত্ত্ব আচ্ছাদিত হয় নাই। একপক্ষ নির্ব্বিশেষত্ব অপর পক্ষ সবিশেষত্ব এই দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিচার করাতে প্রত্যেক পক্ষের অবলম্বিত সত্য যে অখণ্ড, তাহাই সর্ব্বপক্ষসমন্বয়নিরতগণের নিকট প্রোজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই:—'ন স্থানতোঽপি' অর্থাৎ উপাধি দ্বারাও তিনি উভয়রূপী নহেন—কেবল যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত উপাধি দ্বারাই ব্রহ্ম তদ্রূপী হন না তাহা নহে, 'সর্ব্বত্র' সমুদয় বেদান্তবাক্যেই পরব্রহ্মের এই 'উভয় লিঙ্গ' (দ্বিবিধ চিহ্ন)—একটী হেয় এবং অপরটী উৎকৃষ্ট—ইহা প্রদর্শনের জন্য রহিয়াছে। 'জাগরিত স্থান বহিঃপ্রজ্ঞ', 'স্বপ্ন স্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ', 'সুষুপ্ত স্থান প্রজ্ঞানঘন' ইহা অবধারণ করিয়া, যে অবস্থাতে বহিঃপ্রজ্ঞ নয়, অন্তঃপ্রজ্ঞ নয়, প্রজ্ঞানঘনও নয়, অর্থাৎ যে অবস্থায়, সেই অবস্থার সহিত সম্বন্ধজনিত পরমাত্মার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না, সেই অবস্থাতে তাঁহার প্রজ্ঞা অপ্রজ্ঞার কোনও একটী প্রকাশ পায় না বলিয়া তদবস্থাকে 'ন প্রজ্ঞ' 'ন অপ্রজ্ঞ' বলা হইয়াছে, সুতরাং তদ্দ্বারাই সবিশেষবাদিগণের সিদ্ধান্তের হেয়ত্ব প্রমাণিত হইতেছে। শান্ত, শিব, অদ্বৈত প্রভৃতি স্বরূপগুলি উপাদেয়। তিনি কেবল এক আত্মারূপেই ঐ জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে স্থিতি করেন তাহা প্রদর্শন করিতেছে। পরবর্ত্তী সূত্রও তদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে সূত্র এই:—"ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ (৩।২।১২।) শ্রুতিতে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ থাকিলেও ব্রহ্মের সবিশেষ অঙ্গীকার্য্য নহে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অতদ্বচন অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে।" এই

হেয়ত্বের উপাদান যে অবস্থাতে, তাহা প্রদর্শন দ্বারাই পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয়। প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধবশতঃ এই যে বহিঃপ্রজ্ঞত্বরূপ ভেদ পরব্রহ্মে উপলব্ধ হয় এ ভেদ তাঁহাতে নাই। তিনি আত্মারূপে জীবে স্থিতি করেন এবং সেই ভাবে জীবের বাহ্যজ্ঞান, অন্তর্জ্ঞান ও প্রজ্ঞানঘনত্ব উদ্ভব করিয়া সেই সেই কার্য্যে কারণরূপে অবস্থিতি করেন এবং আপনাকে প্রকটরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই সেই নামে প্রসিদ্ধ হন; যথা তিনি প্রাণের প্রাণ আদিত্যের আদিত্য ইত্যাদি রূপে। প্রজ্ঞা (জ্ঞান) পরা প্রকৃতির কার্য্য অপ্রজ্ঞা (অজ্ঞান) অপরা প্রকৃতির কার্য্য; ইহা সত্ত্বেও তাঁহার কার্য্য সকল তাঁহার আত্মভূত এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারই পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি হইতে তাঁহার প্রভেদ সাধিত হইয়াছে। 'যোগার্থীকে প্রপঞ্চের উপশম করিতে হইবে' এই অনুসারে প্রপঞ্চের সম্বন্ধ পরিহার দ্বারা "তোমার যে কল্যাণতমরূপ তাহা আমি দেখি" (২।১) এইদিক্ দিয়া গমন করিলে সেখানে পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বেদান্ত অপেক্ষা পুরাতন ঋক্ অবলম্বন করিয়া উহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে আছে 'এই প্রকারে প্রপঞ্চসম্বন্ধ-বিরহিত হইলে প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়েন'। (৩.২১)। ভাষ্যকারও সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (৩।১ পৃঃ)। "ইনিই দশ, সহস্র, বহু ও অনন্তরূপে হইয়াছেন; এই ব্রহ্মই অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, ইনিই আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূ।" এই বচন, হেয় ও উপাদেয়, এতদুভয়রূপ প্রদর্শনকারী উভয়লিঙ্গ প্রস্ফুট-রূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এখানে 'অপূর্ব্বাদি' ও 'সর্ব্বানুভূ' ক্রমান্বয়ে তাঁহার হেয় ও উপাদেয় স্বরূপবাচক। ব্রহ্মনিরূপক তাবৎ বেদান্তবচনেই এইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা:—

"তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।"

ঈশোপনিষৎ। ৭—৩১।

এখানে কায়াদির হেয়ত্ব এবং শুদ্ধত্বাদির উৎকৃষ্টত্ব পরিষ্কার। এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা-কালে গৌড়দেশের গৌরবভূত শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষু আক্ষেপ করিয়া এই বলিয়াছেন:—"এতদ্দ্বারা আধুনিকগণ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পরমেশ্বরের লীলাবিগ্রহ কল্পনা করিয়াছেন। কেননা 'অরূপবৎ' (রূপবিহীন) এই যদি তাঁহাদের ধারণা হইত তাহা হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির রূপকল্পনা অসম্ভব হইত।" বেদান্তসূত্রে পুনঃ আত্মা বিনা অপর কাহারও উপাস্যত্ব উপস্থাপিত হয় নাই। ভাষ্যকারগণেরও আত্মাই যে উপাস্য তাহাই অভিপ্রায়। তাহার দৃষ্টান্ত এই:—"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহ-য়ন্তি চ। (৪।১।৩)—আত্মারূপেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞাত হওয়া যায় এবং আত্মারূপেই তাঁহাকে স্বীকার করা হইয়া থাকে। জাবাল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে

আত্মা বলিয়াছেন।" তাষ্যকার শঙ্করও বলিয়াছেন:—"আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ তথাহি পরমেশ্বরপ্রক্রিয়ায়াং জাবালা আত্মত্বেনৈবৈনমুপগচ্ছন্তি 'ত্বং বা অহমস্মি ভগবোদেবতে অহং বৈ ত্বমসি দেবতে, ইতি। তথান্যেঽপি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যেবমাদয় আত্মত্বোপগমা দ্রষ্টব্যাঃ। গ্রাহয়ন্তি চাত্মত্বে নৈবেশ্বরং বেদান্তবাক্যানি 'এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ' 'এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ' 'তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি' ইত্যেবমাদীনি।" ইতি। "আত্মারূপেই পরমেশ্বরকে স্বীকার করিবেক। জাবালশ্রুতির পরমেশ্বরপ্রস্তাবে আছে 'হে ভগবতি! হে দেবতে! তুমিই আমি অথবা আমিই তুমি'। শ্রুত্যন্তরেও দেখা যায়—'আমি ব্রহ্ম'। এই সকল বেদান্তবাক্যও পরমেশ্বরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—'এই ব্রহ্ম তোমার আত্মা, ইনিই সর্ব্বান্তর' 'ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্য্যামী ও অমৃত'। 'তাহাই সত্য, তিনি আত্মা', সেই সৎপদার্থ তুমি হে শ্বেতকেতো' ইত্যাদি।"

যদি বল "তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন" ইত্যাদি বচনানুসারে অচেতন ধর্ম্মবশতঃ "তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, এবং তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না" ইহা দ্বারা ভোক্তা ও ভোগ্যের যেমন হেয়ত্ব বলিতেছ, তদ্রূপ "যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ" (৩।১) ইত্যাদি বচনানুসারে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ হইলেও প্রপঞ্চের সম্বন্ধবশতঃ যে জ্ঞত্ব ও বিত্ত্ব উদ্ভাবন করেন তজ্জন্যই মাণ্ডুক্যে 'প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন,' এই চিদচিত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতে গেলে 'সর্ব্বকর্ম্মা,' 'সর্ব্বকাম,' 'সর্ব্বগন্ধ,' 'সর্ব্বরস' ইত্যাদি বিশেষত্ববাচকগুলি গ্রহণের অযোগ্য হয়। আর তাহা হইলে যে সকল উপাদান হেয়ত্ব প্রদর্শন করিতেছে তাহাই রহিয়া গেল। মাণ্ডুক্যে উক্ত হইয়াছে বহিঃপ্রজ্ঞাদি চিদচিতের অন্তর্ভূত বলিয়াই 'প্রজ্ঞ নন' 'অপ্রজ্ঞ নন' অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্য আত্মার প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। কেননা প্রজ্ঞের অর্থাৎ চেতনধর্ম্মবিশিষ্টের, অপ্রজ্ঞের অচেতনধর্ম্মবিশিষ্টের হেয়ত্ব বলিয়াই উহা বলা হইয়াছে। ভোক্তৃত্বের চেতনধর্ম্ম আর ভোগ্যের অচেতনধর্ম্ম। প্রজ্ঞানঘনের জীবাংশে হেয়ত্ব, কিন্তু ঈশ্বরাংশে হেয়ত্ব নহে, যেহেতুক উহা সর্ব্বেশ্বর হইতে। অতএব "এই ভূতসকল আনন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিবচনানুসারে, চৈতন্যময় পরমাত্মাতে, সর্ব্বকারণ আনন্দময়ের উপাদেয়ত্ব সূচিত হইতেছে। কেবল যে প্রজ্ঞানঘনের আনন্দময়ত্ব উল্লেখ নাই দেখা যাইতেছে তাহা নহে, জীবও স্বয়ং আনন্দময় নহে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে; যেহেতুক জীবের যে আনন্দময়ত্ব তাহা পরমাত্মা হইতে তাহাতে সংক্রমণ হয় বলিয়া। "আনন্দ নিত্য ক্রিয়াশীল" ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি কিন্তু ক্রিয়াশীল নহে; উহা ব্রহ্মস্বরূপবাচক, যথা (সৃষ্টির পূর্ব্বে) "ব্রহ্মই এই জগৎ ছিলেন, তিনি আপনাকেই জানিতেন "আমি ব্রহ্ম আছি" ব্রহ্মের এই আত্মজ্ঞানবত্তাহেতু তাঁহাতে সকল জ্ঞানই আছে—"তৈ বদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" (৩.১৯)—নামরূপ

যাঁহার মধ্যে আছে তিনি ব্রহ্ম। এই নাম ও রূপ যাঁহাতে সূক্ষ্মাকারে স্থিতি করিতে ছিল, সেই চিন্মাত্রস্থিতি হইতে 'সমুদয় উৎপন্ন হইল' (৮।১২), ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। যাঁহা হইতে সর্ব্বকর্ম্ম, যাঁহা হইতে সমুদয় কামনা, যাঁহা হইতে সর্ব্বগন্ধ, যাঁহা হইতে সর্ব্বরস ইত্যাদি—এখানে যেরূপ উদ্ভাব্যের (যাহা উদ্ভাবিত হয়) হেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের উদ্ভাবকের উপাদেয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় তদ্রূপ জাগ্রৎস্থানে, স্বপ্নস্থানে এবং সুষুপ্তিস্থানে যে যে প্রজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষা সেই সকলের উৎপাদক পরমাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। "যেখানে ব্যাখ্যান হইতে বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মে না সন্দেহ প্রযুক্ত তাহা অলক্ষণ সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য" এই রীতি এখানেও অনুসরণীয়। এস্থলে পুনর্ব্বার ইহাই দেখা যায় যে, "তিনি 'সত্যসঙ্কল্প', 'আকাশাত্মা,'— অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ. ইত্যাদি উপাদেয়ত্বই অগ্রে প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৎপর "তিনিই সমুদয় হইলেন" (৯।১২) এই হেয়-উপাদেয়-প্রদর্শন-নিয়মানুসারে কর্ত্তৃত্বাংশে 'তৎ' (তিনি) অব্যাকৃত নামরূপব্রহ্ম (নামরূপে অপ্রকাশিতাবস্থা); কার্য্যাংশে ব্যাকৃত অর্থাৎ সমুদয় ব্রহ্মকর্ত্তৃক পূর্ণ (আলিঙ্গিত); ইহাই বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। "দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি তৎকালে প্রবুদ্ধ হইলেন তিনি তিনি (ব্রহ্ম) হইলেন। ঋষিগণের মধ্যেও সেইরূপ, মনুষ্যগণের মধ্যেও সেইরূপ। (৮।১২)"। ইহার অর্থ এই যে নামরূপে ব্যাকৃত (প্রকাশিত) বিষয় সকল বাহিরে বিভক্তভাবে স্থিতি করিতেছে, স্থূলদৃষ্টিতে ইহা ভাসমান হইয়া থাকে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে যখন প্রত্যক্ষ করা যায় যে ঐ সকল বিষয় ব্রহ্মের সহিত অবিভক্তভাবে আছে তখন 'আমি মনু ছিলাম' 'আমি সূর্য্য ছিলাম' এতদ্রূপ প্রতিবোধ (বিতর্ক) উপস্থিত হইয়া থাকে। এ রহস্য সাধকদিগের নিকট পরিজ্ঞাত। জীব যখন পরমাত্মাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে আপনার স্থিতি অনুভব করে, তখন তাহার এরূপ স্থিতি যে জীবতত্ত্বরূপে অনাদিসিদ্ধ এ জ্ঞান তাহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। (১২।১৫)। "এই জ্ঞান হয় বলিয়াই জীব, আমি আপনি অনুপ্রবেশ করিয়া আপনাকে নামরূপ দিয়া প্রকাশ করিব" এরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব নামরূপে প্রকাশ করা মাত্র কার্য্যেই তাহার সম্বন্ধ; সুতরাং এ সম্বন্ধ তাহার আত্মপ্রত্যয়ে আসিয়া উদ্ভাসিত হয়। এই প্রতীতিবশতই 'আমি মনু ছিলাম,' ইত্যাদি বাক্যসকল যে সকল উপদেষ্টৃগণ অন্তর্যামী পরমাত্মার সহিত একত্ব-লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছিল, শাস্ত্রে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় সেইস্থানে কর্ত্তৃত্বাংশে 'আমি' পরমাত্মা, আর কার্য্যাংশে পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত মনু প্রভৃতি জীবাত্মা সূচিত হইয়াছে। আধুনিকগণ পরমাত্মাতে জীব অভিন্নভাবে স্থিত, ইহা স্বীকার করিলেও সূক্ষ্মভাবে যে জীব ও পরমাত্মার বিভিন্নভাবে স্থিতি, তাহা কখনও বিস্মৃত হন না; এ নিমিত্ত পূর্ব্বগত (পরলোকগত) জীব সকলের

পরমাত্মাতে শক্তির আকারে একত্ব অনুভব করেন। কেননা পূর্ব্বগত জীবগণ অসত্ত্ব স্বীকার করিলে স্বীয় স্বীয় বর্ত্তমান সত্ত্বও সম্ভবে না, ইহাই আধুনিকগণের বিশ্বাস। ব্রহ্মের অনুরূপ কর্তৃত্ব জীবের নাই; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে জীব 'আমি আছি' এরূপ বলিতে সমর্থ নহে। তজ্জন্যই যখন ব্রহ্মস্বরূপ জীবে আবির্ভূত হয় তদবস্থার ব্যাহৃতি 'সোঽহমস্মি'। (৮১১)। ব্রহ্ম আপনি বলিতেছেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। তাঁহার কর্তৃত্ব মূলক এই বাক্য অবিশ্রান্তই হইতেছে। স্বীয় আত্মাতে ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবানুভূতি দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের মুখে এই বাণী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাধনে প্রবৃত্ত হন, সেই সাধনকালে তাঁহারা, বেদান্তানুমোদিত সাংখ্যোল্লিখিত তিরোধানের নিয়মানুসারে স্বীয় আত্মাকে তিরোধান (অস্বীকার) করিয়া পরব্রহ্মের সন্নিধানে স্থিতিপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিগমন করিতে যত্নশীল হইয়া থাকেন। এই প্রণালী অবলম্বনে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রবণ আধুনিকগণ অংশত অনুমোদন ও অংশত অননুমোদন করিয়া থাকেন: জীবাংশে এরূপ বলা হেয়, সুতরাং অননুমোদনীয়; ব্রহ্মের কর্তৃত্বাংশে ইহা উপাদেয়, সুতরাং অনুমোদনীয়। সর্ব্বানুভূ পরব্রহ্ম হইতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বাণী জীবে সংক্রামিত হয়। সুতরাং জীবহৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব হইলে তাঁহার 'আমি আছি' (অহং ব্রহ্মাস্মি) বাণী শ্রবণ বেদান্তদর্শন সঙ্গত। এতদ্দ্বারা পরব্রহ্মের অপরোক্ষ দর্শনই সুদৃঢ় হইতেছে সর্ব্বাবস্থায় কর্তৃত্বাংশে (জীবাংশে নহে) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই যে অনুভব গোচর হয় তদ্দ্বারাই চতুর্থ পক্ষের উক্তির স্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীমচ্ছঙ্কর।

তাঁহার মতে "সকলেরই আমি আছি এই আত্মজ্ঞান হইতে, ব্রহ্ম আমার আত্মা এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সকলে যদি আপনার অস্তিত্বে প্রত্যয় না করিত তাহা হইলে আমিও নাই ইহাই প্রমাণিত হইত। আমি আছি এই জ্ঞান যদি না থাকিত তাহা হইলে সকলেই বিশ্বাস করিত আমি নাই। আত্মাই ব্রহ্ম।" ইত্যাদি। সেই আত্মা শরীরবিনাশে যখন দৈহিক-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হয়, তখন সে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। তাহার লক্ষণ এই:—শরীরবিনাশে আত্মা সর্ব্বতঃখবিমুক্ত হইয়া 'এক চৈতন্যাত্মক আমি আছি' এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ আত্মানুভূতি-লাভ হইলে আর কোনও কার্য্য করিবার প্রয়োজন থাকে না।" ইত্যাদি। বস্তুতঃ (যোগযুক্ত) আত্মা যখন পরমাত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়, তখন তাহার অহং ভাব (আমি স্বতন্ত্র ব্যক্তি) বিলুপ্ত হইয়া যায়; তখন সে পরমাত্মস্বরূপে সংস্থিত হওয়াতে আমি ব্রহ্ম এইভাব সিদ্ধ হয় এবং তৎকালে অকর্ত্তা ও ভোক্তার সন্নিধানবশতঃ সকল প্রকার ক্রিয়াতে তাহার অকর্তৃত্ব উপস্থিত হয়। সকলের এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা নাই এই নিমিত্ত শঙ্কর স্বপ্রণীত ভাষ্যে বলিয়াছেন, এই জগতের যে ত্রৈকালিক (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান) বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয় তাহা অবিদ্যা সম্ভূত।

তাঁহার ভাষ্যে এইরূপ আছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তদীয় ভাষ্য গ্রহণ পক্ষে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহার মতে জীবের উৎপত্তি যথা:—

"নামোপাধিযোগে উহার উৎপত্তি, আর নামোপাধির প্রলয়ে তাহারও লয়। উপাধি বিলয়ে আত্মা বিলয় হয় না। * * * * যেহেতুক ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জীব ও পরমাত্মার যে বিভিন্ন লক্ষণ (লক্ষণ ভেদ) তাহা উভয়ের উপাধি নিমিত্তই হইয়াছে। (২।৩।১৭)"

"এই আত্মা নিত্য চৈতন্য। অতএব যখন আত্মা উৎপন্ন হয় না বলা হইতেছে, তাহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে পরব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই উপাধি সম্পর্ক হেতু জীবভাবে স্থিতি করেন। (২।৩।১৮)"

"এতদ্দ্বারা জীবের অণুত্বই সিদ্ধ হয়, অন্য কিছু হয় না। (২।৩।২০)"

"জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব আছে, এতৎপক্ষ প্রাপ্তিতে বলা যায়, আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব সম্ভবে না। কারণ আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্বে মোক্ষাভাব প্রাপ্তি দোষ আছে। * * * * * বিবেকীগণের দৃষ্টিতে পরমাত্মা ব্যতিরেকে কর্ত্তা বা ভোক্তারূপে স্বতন্ত্র জীব থাকে না। আত্মা সমুদয় ব্যাপারে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অপেক্ষা দ্বারা কর্ত্তা হন কিন্তু স্বীয় স্বরূপে অকর্ত্তাই থাকেন। (২।৩।৪০)"

"অবিদ্যাবস্থায় কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাধিবাস, সর্ব্বসাক্ষী ও চেতয়িতা পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে কার্য্য-করণ সংঘাত অবিবেকী (কার্য্য—দেহ, করণ—ইন্দ্রিয়, সংঘাত—মিলিত—তাহাদের সমষ্টি। অবিবেক—তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান না থাকা অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া) সুতরাং অজ্ঞান তিমিরান্ধ জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি লক্ষণেই সংসার সিদ্ধ হইয়া থাকে; আর পরমেশ্বরের কৃপাগুণে বিজ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) উদয় হইলে তদ্দ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হইয়া থাকে। (২।৩।৪১)"

"জীব পরাধীন (ঈশ্বরাধীন) কর্ত্তা হইলেও জীব করে ও ঈশ্বর করান। (২।৩।৪২)"

"জীবের ও ঈশ্বরের চৈতন্য অবিশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই। যেমন অগ্নির ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে বিশেষ বা ভেদ নাই। অতএব ভেদ ও অভেদ অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব ব্রহ্মের অংশাংশিভাব প্রতীত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে অন্য হেতুতেও জীবের অংশত্ব নিশ্চিত হয়। (২।৩।৪৩)"

"তবে কি জীব এবং ঈশ্বরের সমধর্ম্মিত্ব নাই? নাই একথা বলা যায় না। আছে। থাকা সত্ত্বেও অবিদ্যা দ্বারা তাহা তিরোহিত—আচ্ছাদিত (সুতরাং অনভিব্যক্ত) আছে। সেই আবরণ তিরোহিত হইলে (নষ্ট হইলে) তাহার দেবগুণ (ঈশ্বরত্ব) প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। দর্শন শক্তি শূন্য (অন্ধ) ব্যক্তি যেরূপ ঔষধ সেবন করিয়া ঔষধের প্রভাবে দর্শনশক্তি সম্পন্ন হয় তদ্রূপ ধ্যানাসক্ত ব্যক্তি একান্ত যত্নশীল থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকার মুক্ত হয় এবং ঈশ্বর প্রসাদে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। এইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তিতেই

ঈশ্বরের সমধর্ম্মিত্ব আবির্ভূত হয়। কিন্তু ইহা আপনা আপনি সকল মনুষ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। (৩।২।৫)"

"যাহা আপনার কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনারোপিতরূপ তাহারই আবির্ভাব হয়, আগন্তুক অন্য কিছু আবির্ভূত হয় না। (৪।৪।১)"

"মুক্তব্যক্তি পরমাত্মার সহিত অবিভক্ত (একীভূত) ভাবে অবস্থিতি করেন। (৪।৪।৪)"

"মুক্তগণ এক সংকল্প দ্বারাই যাবতীয় প্রয়োজন লাভে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। (৪।৪।৮)"

"মুক্তগণ অবন্ধ্য (সফল) সংকল্প সুতরাং তাঁহারা অনন্যাধিপতি হন। (৪।৪।৯)"

"শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় অবিদ্যমানেও মুক্তগণ উপলব্ধি দ্বারা কামনার বস্তু (যথা পিত্রাদি) প্রাপ্ত হন। (৪।৪।১৩)"

"মুক্তাত্মা যখন সাংকল্পিক শরীর প্রাপ্ত হন তখন জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যমান (শরীরী জীবের) পিত্রাদি অভিলাষী হওয়ার ন্যায় মুক্তাবস্থাতেও বিদ্যমান পিত্রাদি অভিলাষী হন। (৪।৪।১৪)"

"একটী প্রদীপ হইতে যেরূপ বিকার শক্তিযোগে অনেক প্রদীপ হইয়া থাকে, সেইরূপ মুক্তজ্ঞানী এক হইলেও ঐশ্বর্য্যবলে অনেক শরীর সৃজন করিয়া তাহাতে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। (৪।৪।১৫)"

"জগতের সৃষ্টি প্রতিপালনাদি ব্যাপারে মুক্ত ব্যক্তির কোনও সংস্রব হয় না। কিন্তু অণিমাদি (অষ্টবিধ) ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপার একমাত্র নিত্যসিদ্ধ (পূর্ণস্বরূপ) ঈশ্বরের। (৪।৪।১৭)"

"(অধিকারিগণের) ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি নিত্যসিদ্ধ (পূর্ণস্বরূপ) ঈশ্বরের অধীনে ও তাঁহার অধীনতা স্বীকারে সিদ্ধ হয়। (৪।৪।১৮)"

"(তাঁহাদের) ভোগ মাত্রই অনাদিসিদ্ধ, নিত্য ঈশ্বরের সহিত সমান, ক্ষমতা সমান নহে। (৪।৪।২১)"

মায়া ঃ—

জগৎ উৎপত্তির সেই বীজশক্তি অবিদ্যাত্মিকা অতএব অব্যক্ত শব্দের নির্দ্দেশ্য। (অব্যক্ত—অপ্রকাশিত)। সেই শক্তি পরমেশ্বরের আশ্রিত। তাহা মায়াময়ী, এবং মহাসুষুপ্তির অবস্থা। এতদবস্থায় সংসারী জীব, স্বরূপ প্রতিবোধ (জ্ঞান) পরিশূন্য হইয়া শয়ান থাকে। ঈদৃশ অব্যক্ত শক্তি কখন 'আকাশ' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা ঃ—হে গার্গি ! এই অক্ষরে আকাশ ওতপ্রোত ভাবে স্থিতি করিতেছে। ইতিশ্রুতি। কখন 'অক্ষর' বলা হইয়াছে। যথা ঃ—'পর', অক্ষর হইতেও 'পর' ইতি শ্রুতি। কখন ঐ বীজ-শক্তিকে 'মায়া' বলা হইয়াছে যথা ঃ—"মায়াকে প্রকৃতি জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর জানিবে" ইত্যাদি বাক্যে সেই মায়া অব্যক্তা (অপ্রকাশিতা) সুতরাং তাহা সৎ কি অসৎ ইহা নির্ণয় করা যায় না। (১।৪।৩)"

"যেমন মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) কোনও কালে স্বীয় প্রসারিত মায়ায় আবদ্ধ হয় না, কেন না সে জানে যে তাহার মায়া তাহার আপনার সৃষ্ট-বস্তু সুতরাং অবস্তু ; তদ্রূপ পরমাত্মা ও সংসার মায়ায় স্পৃষ্ট হন না। যেরূপ স্বপ্নদর্শনকারী ব্যক্তি স্বাপ্নিক মায়ায় সংস্পৃষ্ট হয় না, এবং তাহার কারণও এই যে উহা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির অবস্থায় থাকে না, তদ্রূপ অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এক অব্যভিচারী চিদাত্মা অবস্থার ব্যভিচারে কখনও লিপ্ত হন না। পরমাত্মার এই মায়া, শারীর পুরুষের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাত্রয়ের আভাস প্রকাশ মাত্র। সে প্রকাশ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়। (২।১।৯)"

ঈশ্বর :—

"ঈশ্বর কি শরীরে বাস করেন ? এ প্রশ্নের মীমাংসা এই :—ঈশ্বর শরীরে বাস করেন সত্য কিন্তু তিনি শারীর (জীব) হন না,—অর্থাৎ শরীরে আবদ্ধ নহেন। (১।২।৩)"

"জীব এবং অন্তর্য্যামীর যে ভেদ তাহা বাস্তবিক পক্ষে ভেদ নহে ; কেননা এ প্রভেদ অবিদ্যাজনিত, শরীরইন্দ্রিয়াদি উপাধি নিমিত্ত। প্রত্যগাত্মা এক ; দুই প্রত্যগাত্মা অসম্ভব। এই দ্বিত্ব, উপাধিকৃত ; সুতরাং একেরই। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। (১।২।২০)"

"যদি বল কূটস্থ ব্রহ্মবাদিগণের মতে একত্বই ঐকান্তিক অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এক বই দুই নাই ; সুতরাং নিয়ম্য ও নিয়ন্তা এ দুই এর কিছুই নাই ; নিয়ম্য-নিয়ন্তা না থাকায় 'ঈশ্বরই জগতের কারণ' এ প্রতিজ্ঞা থাকে না। আমরা বলি এরূপ বলিতে পার না। কেননা অবিদ্যাত্মক নামরূপ-বীজের বিকাশ সর্ব্বজ্ঞত্ব ও কর্ত্তৃত্ব সাপেক্ষ। 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে' ইত্যাদি বাক্য সকলের দ্বারা জানা যায়, নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি-লয় হইয়া থাকে। অচেতন প্রধান অথবা অপর (পরমাণু) কিছু হইতে এ সকল হয় না। অপর কিছু হইতে যে হয় না তাহা জন্মাদ্যস্যযতঃ (সেই অখণ্ড নিত্য চিদ্বস্তু ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি-স্থিতি লয়) এই সূত্রে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা এস্থলে স্থির আছে। তাহার বিরুদ্ধ কিছু বলা হয় নাই। আত্মার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব যখন বলা হইতেছে তখন বিরুদ্ধ কিছু বলা হয় নাই একথা কি প্রকারে বলিতে পার ? এমন প্রশ্ন যদি কর, তবে শোন, কিরূপে বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূত এই অবিদ্যাকল্পিত নামরূপই সংসার প্রপঞ্চের বীজ। ইহা সৎ অথবা অসৎ শব্দ বাচ্য নহে। ইহা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের মায়া-শক্তি ও প্রকৃতি নামে শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এই অবিদ্যাকল্পিত অনির্ব্বাচ্য নামরূপ হইতে ভিন্ন। এ বিষয়ে শ্রুতি বলেন "আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক। যিনি নামরূপ হইতে ভিন্ন অথচ নামরূপের নির্ব্বাহক তিনিই ব্রহ্ম।" "তিনি আলোচনা করিলেন, আমি নামরূপের বিকাশ করিব।" "সেই ধীর (ঈশ্বর) সমুদয় রূপের কল্পনা ও

তৎসকলের নাম প্রদানপূর্ব্বক সে সকল নামধারণ করতঃ বর্ত্তমান আছেন।" "যিনি একমাত্র বীজকে বহুপ্রকার করিয়াছেন," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য। আকাশ যে প্রকার ঘটকরকাদি উপাধি দ্বারা উপহিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর অবিদ্যাকৃত নামরূপ-উপাধি-উপহিত। ঈশ্বর ঘটাকাশ সদৃশ আত্মভূত অবিদ্যা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপ-কৃত শরীর-ইন্দ্রিয়যোগে উপাধিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মা জীবসকলের নিয়মিত ব্যবহারে পরিচালক। উক্ত প্রকার অবিদ্যাত্মক উপাধি পরিচ্ছেদ (ভেদ) থাকা জন্যই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, ও সর্ব্বশক্তিত্ব; কিন্তু পরমার্থ দর্শনে এক অদ্বিতীয়। তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে উপাধি বিলোপ হয়। উপাধি বিলোপে পরমার্থ দর্শন হইয়া থাকে। তখন পরমাত্মার নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্বের ও সর্বজ্ঞত্বের কোনও ভেদ-ব্যবহার উপপন্ন হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন 'যে অবস্থায় জীব অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না, তখন সে ভূমা (ব্রহ্ম) হয়।' 'যে অবস্থায় সকল তাহার আত্মা হয় (অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দর্শন হয় না) তখন কে কাহাকে দেখে?' ইত্যাদি। এই পরমার্থতা লাভের (তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের) অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক ভেদ দূর হয়, বেদান্তশাস্ত্র একথা বলিয়াছেন। * * * * সূত্রকার ব্যাসও বলিয়াছেন যে পরমার্থ অভিপ্রায়ে অভেদ (এক)। আর ব্যবহার অভিপ্রায়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম সমুদ্রস্থানীয়, এবং কার্য্য প্রপঞ্চের প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহার পরিণাম প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন যেহেতুক (তাঁহার মতে) উহা সগুণ ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী। ইতি (২।১।১৭)"

"যে অবস্থায় তত্ত্বমসি (তিনিই তুমি) এরূপ অভেদ নির্দ্দেশ দ্বারা অভেদ (একত্ব) জ্ঞানলাভ হয়, তদবস্থায় জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব অপগত হয়। যেহেতুক যাহা কিছু ভেদ ব্যবহার সকলই মিথ্যা জ্ঞানবিজৃম্ভিত। সুতরাং সম্যক্ জ্ঞানে তাহা বাধিত (নষ্ট) হয়। (২।১।২২)"

ব্রহ্ম ঃ—

"দ্বিবিধরূপে ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়। (একটী সগুণ, অপরটী নির্গুণ)। তন্মধ্যে একটী রূপ—নামরূপ বিকারভেদ হেতু উপাধিবিশিষ্ট, অন্যরূপ তাহার বিপরীত, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত। * * * * একই আত্মা (পরমাত্মা) স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। কূটস্থ পরমাত্মা নিত্যকালই একরূপ। কিন্তু তাঁহার এরূপ নিত্যত্ব সত্ত্বেও সাধকচিত্তের বিশেষ বিশেষ অবস্থানুসারে তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তির উত্তরোত্তর (ক্রমশঃ) প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে, এইরূপ কথিত হইয়াছে' * * * * বেদান্ত এরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন যে এইরূপে এক ব্রহ্মই সমুদয় উপাধি-সম্বন্ধ-সংস্পৃষ্টরূপে উপাস্য এবং সমুদয় উপাধি-সম্বন্ধ-নিরপেক্ষরূপে জ্ঞেয়। (১।১।১১)"

"'শুদ্ধ ব্রহ্ম' বিষয়ক শ্রুতি যথা :—'তিনি অপ্রাণ, অমন, শুভ্র।' (তাঁহার প্রাণ নাই, মন নাই, তিনি শুভ্র অর্থাৎ গুণাতীত)। আর 'সগুণ' ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রুতি, যথা :— তিনি 'মনোময়, প্রাণ শরীর' ইত্যাদি। (১।১।২)"

এই চতুর্থ পক্ষ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে শ্রীমচ্ছঙ্করের সহিত অন্যান্য আচার্য্যগণের বিরোধ-মীমাংসায় যত্ন প্রয়োজন। তাঁহার সহিত অপর আচার্য্যগণের বিরোধ আছে কি বিরোধ নাই ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে বিরোধ আছে তাহা দৃশ্যতঃ পক্ষে বিরোধ, পরমার্থ পক্ষে বিরোধ নহে। আমরা এরূপ কেন বলিতেছি ? বলি এইজন্য যে তত্ত্বের অবিভাগ ও বিভাগ (অভেদ এবং ভেদ) বিষয়ে সমুদয় আচার্য্যগণের এক মত। অবিভাগের বিভাগ কিরূপে হইল, এ রহস্যোদ্ভেদ সম্বন্ধে মত বিরোধ অতি সামান্য। যেহেতুক কারণ পরব্রহ্মের বিচিত্র শক্তি স্বীকার করা ব্যতিরেকে কেহ অপর কিছু বলিতে পারেন না ; কেন না কারণের শক্তি না থাকিলে কারণ আর কারণ থাকে না ; কারণ প্রত্যক্ষ। যোগ মার্গ প্রদর্শন করাই শ্রীমচ্ছঙ্করের নির্ব্বন্ধ ; সুতরাং তিনি অবিভাগের পক্ষপাতী। এজন্য যখন সমুদয়ই আত্মা হয় (অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দর্শন হয় না) তখন আর কে কাহাকে দেখে' এই জাতীয় বেদান্ত বচন সকলই তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। বেদান্ত প্রত্যক্ষ-প্রধান শাস্ত্র, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারের অনুমান পরিহার করিয়া, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থা ত্রয় এবং তাহার অতীব চতুর্থ অবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি এই রহস্যের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জাগ্রতবস্থায় জগৎ প্রত্যক্ষ হয়। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়যোগে মানসপটে তাহা শক্তির আকারে প্রতিভাত হয়। সুষুপ্তির অবস্থাতে ঐসকল জ্ঞান একীভূত হইয়া প্রজ্ঞানঘনরূপে পরমাত্মাতে বিলুপ্ত প্রায় স্থিতি করে, তখন কেবল চৈতন্যে আনন্দ-ভোগত্ব মাত্র থাকে। যখন তাহাও অনুভূত হয় না তখন পরমাত্মার সহিত অবিভাগ (একত্ব) প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থাপন্নত্ব বিবেচনা করিয়াই শ্রীমচ্ছঙ্কর 'সমুদয় ভূত ইহার পাদমাত্র, দ্যুলোকে ইহার ত্রিপাদ অমৃত (৩।১১)' 'সর্ব্বভূত অনৃতাচ্ছাদিত, (১১২৩)' ইহা নিশ্চয়পূর্ব্বক, সমুদয় জগৎ অসত্যে পরিণত করিয়া এক শুদ্ধ ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্য বেদান্তের তদুপযোগী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর যে সমুদয় মিথ্যাভূত করিলেন, তাহা বেদান্তানুমোদিত সাঙ্খ্য প্রক্রিয়া বিরোধী নহে, কেন না 'সেরূপ [প্রপঞ্চের] লয়সাধন পুরুষ মাত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে (২।৩৭ পৃঃ) (বে, সূ, ৩।২।২১)", তাঁহার এই উক্তি দ্বারাই উহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, প্রাজ্ঞের অপর নাম ঈশ্বর সুতরাং এ দুইএর অবিভাগেই স্থিতি। অন্যান্য আচার্য্যগণের নিকট এরূপ উক্তি উদ্বেগকরী হইলেও উহা আমাদের মনে কোনও উদ্বেগ জন্মায় না। যেহেতুক নিয়ম্য জীব পরমাত্মাতে অবিভক্তরূপে স্থিতি করে বলিয়া পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব জীবে অবিভক্তরূপেই থাকে। (৪।৪।৪ বে, সূ, দেখ)। সকল প্রকারের অমিলন বিলয় প্রাপ্ত হইলে এবং সর্ব্বসম্পন্নতা লাভ

হইলে নিয়ম্য-বিষয়ের-অভাব হয়, তখন জীব স্বয়ংই নিয়ন্তার নামান্তরত্ব শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিরাজ করে। এই অবস্থাতে জীব-চৈতন্য-বিলুপ্ত হয় না, অথচ পরমাত্ম চৈতন্যে সে সজ্ঞানে অবস্থিতি করে। তখন সাধকগণ আত্মস্বরূপ অনুসন্ধান করিতেই দেখিতে পান যে "ব্রহ্ম স্বয়ং বলিতেছেন আমি আছি (অহং ব্রহ্মাস্মি)'। যোগবাশিষ্ঠ বলেন 'অজস্র মুচ্চরন্তং স্বং—যিনি অবিশ্রান্ত "আমি আছি বলিতেছেন (১৮।২৬)।" এতদবস্থায় ঈশ্বরাভিমুখী জীবগণ তাঁহাতে প্রবুদ্ধ হইয়া (চৈতন্য লাভ করিয়া) তাঁহার কল্যাণতমরূপ দর্শন করতঃ প্রত্যেকেই 'সোঽহং আমি তিনিই' এই যে ব্রহ্মের অন্তর্ভূত সমগ্র সম্পদের ভোক্তৃত্বসূচক অনুভূতি তাহা জ্ঞানযোগে সুখে পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিয়া থাকেন। এই অনুভব সর্ব্বান্তর্ভাবক পরব্রহ্মের সত্য কল্যাণানুভূতি উপলব্ধি করিতে সামর্থ্য দান করে। এই অবস্থাতে বিবিধ অভিলষিত বিষয় সম্পদরূপে অন্তরে ভাসমান হয় এবং সূক্ষ্ম বিষয় সকল কল্যাণানুভবরূপে অন্তরে প্রাদুর্ভূত হয় ; ভাসমান ও প্রাদুর্ভূত হইয়া নাম-প্রধান রাজ্য হইতে রূপ-প্রধান রাজ্যে লইয়া গিয়া বিচিত্র শক্তি প্রভাবে উৎপন্ন-বিবিধ-বিষয় প্রদর্শন করে। এইরূপে ক্রমশঃ রূপপ্রধান রাজ্য হইতে উত্তরোত্তর লইয়া গিয়া সম্যক্‌নামরূপহীন রাজ্যে উপস্থিত করে। সেই নাম রূপহীন রাজ্য জীবসকল অহরহঃ জাগ্রাদাদি ও তাহার অতীত অবস্থাতে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সাঙ্খ্যাদি অনুমান প্রধান শাস্ত্রসকল যেরূপে সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা এই প্রক্রিয়া অধিকতর সম্মানিত, যেহেতুক ইহা প্রত্যক্ষমূলক ; এবং এই প্রক্রিয়া বেদান্তোক্ত এবং বেদান্ত-পরিগৃহীত। এখানে সমগ্র বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের বিরোধ মীমাংসিত হইয়াছে, যেহেতুক তাঁহাদের বিরোধ যেখানে নাই, তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। এখানেই উল্লিখিত পক্ষ চতুষ্টয়ের সমঞ্জস। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে জীব এ অবস্থায় পরমাত্মার সহিত যোগে শান্ত এবং অস্বতন্ত্র (অবিভক্ত) ভাবে অবস্থিতি করিয়া এবং তাঁহাকে সর্ব্বানুভূরূপে দর্শন করিতে করিতে উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে বাহিরের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই পক্ষচতুষ্টয়ের অবিসংবাদিরূপে একত্র স্থিতি।

সুধীগণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের যে মত তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের মত-সংমিশ্রণে উৎপন্ন। শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষুর যে মত তাহা তৎকৃত ভাষ্যের পরিশিষ্টে জ্ঞাতব্য। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। যথা :—"এখানে ব্রহ্মমীমাংসার তরলিত অর্থ সংক্ষেপে বলা হইতেছে। ঊর্ণনাভি যেরূপ তন্তু নির্ম্মাণ করে তদ্রূপ চেতন বিশেষ, [অর্থাৎ চিত্তশক্তিই যাহার বিশেষভাব] সর্ব্বেশ্বর নিত্যজ্ঞানেচ্ছানাম্নী স্বীয় মায়া-শক্তিবশে প্রকৃতি পুরুষাদি শক্তির পরস্পর সংযোগে মহাদাদির (জীবের) সৃষ্টি করেন ; কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনার অন্তঃস্থিত ঔপাধিক জীবের ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয়দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না।* সৃষ্টির পর তিনি স্বয়ংই

অন্তর্য্যামিরূপে তাবৎ সৃষ্ট বস্তু ধারণ করেন, তাহা ওতপ্রোতভাবে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং রাজা যেরূপ অনুগত সেবকের পুরস্কার এবং অপরাধীর দণ্ড দিয়া থাকেন, তদ্রূপ কর্ম্মফল বিধান করেন। পুনরায় প্রলয়কালে আপনাতে সমুদয় সৃষ্টি লয় করিয়া একমাত্র সত্তারূপে অবশিষ্ট থাকেন। তরঙ্গ বুদ্‌বুদ্ যেরূপ বিলীন হইয়া সমুদ্রে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রজালের মায়া সদৃশ এই ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবী তাহার প্রয়োজন শেষ হইলে মহা-সমুদ্ররূপ সেই সত্যে স্থিতি করে। অতএব সেই সৎ হইতে স্বতন্ত্র কিছুই থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি"। ঐন্দ্রজালিক মায়া-সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর বিকারজাত সমুদয় সমুদ্রে তরঙ্গ বুদ্‌বুদের মত যাঁহাতে শব্দমাত্র; সূর্য্যকিরণ যেমন সূর্য্যেরই অংশ, তদ্রূপ সকল জীব যাঁহার অংশ; যাঁহার সত্তার অধীনেই প্রকৃতি এবং তাহার গুণ ও জীবাদি স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, যেমন স্বপ্নে বস্তুর প্রকৃততত্ত্বে স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব না থাকিলেও বস্তু দেখা যায়; যিনি স্বতঃ মায়া, তাহার গুণ এবং জীবাদি হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন, ও জীবের লক্ষণবিশিষ্ট নহেন কিন্তু চিন্মাত্র এবং জীবের দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে না; সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আত্মাই বস্ত্রের সূত্রের ন্যায় কার্য্য-কারণ সংঘাতে উৎপন্ন জীব। এই আত্মার ব্যতিরেকে ভোক্তা জীব প্রাণাদিসত্ত্বেও জড়তাদ্বারা অনাত্মা হয়। সমুদয় বেদান্তের মহাবাক্যার্থভূত সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মকে শমদমাদি সাধনসম্পন্ন পণ্ডিতগণ 'ইনি আমার আত্মা', 'তিনিই আমি' এইরূপে জ্ঞান দ্বারা আত্মাতে মায়া, ও জীবের সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক অবিদ্যাজনিত কামনার অনুসারি কর্ম্ম এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীতেই সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। শ্রুতিও বলেন 'তাহার প্রাণ উর্দ্ধলোকে গমন করে না। যে সকল মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞানতাবশতঃ তদ্ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করে, যাহাদের মধ্যে দেবভাব অধিক, যাহারা স্ব স্ব ভাবে নিষ্ঠাসম্পন্ন, তাহারা বিরুদ্ধভাবগুলি পরিত্যাগের উপায় অবলম্বন দ্বারা, ব্রহ্ম হইতে সমাগত জ্ঞানালোক গ্রহণপূর্ব্বক এই মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্মাণ্ডের অতীত কারণ-ব্রহ্মে মায়াশবলে (বীজশক্তিতে) গমনকরতঃ হিরণ্যগর্ভাদিরূপ প্রাপ্ত হন এবং ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে লীলাবতাররূপে পুনঃ পুনঃ সংসারে আবির্ভূত হইয়া ইহলোকেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদিকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিলে, অথবা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে মান্য করিলে, জ্ঞানী ব্যক্তি বিরোধীভাব সকল পরিত্যাগের উপায় অবলম্বনে জীবলোক বা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া তাহাই ভোগ করিতে থাকেন এবং দ্বিপরার্দ্ধ কালান্তে জ্ঞানে পরিপক্ক হইয়া ব্রহ্মাদির সহিত মুক্তিলাভ করেন।(" দ্বিপরার্দ্ধ—ব্রহ্মার পরমায়ুঃ) সাঙ্খ্যসূত্রে আছে "বিবেকী ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি (পুনর্জ্জন্ম) হয় না। (১।৮৩)" যদি তাহাই হইত তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্যে অধিকারী হইয়া ব্রহ্মাদিরূপে তাহার আবির্ভাব হইত। সাংখ্যের যে সূত্রে একথার উল্লেখ থাকিলেও পুনরায় তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

"এই বেদান্তশাস্ত্র জীবতত্ত্ব নিরূপক নহে। যেহেতুক "অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" এই সূত্রদ্বারা আরম্ভেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বেই ইহার উপসংহার করা হইয়াছে।

'উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নিশ্চয়ে॥'

যথা উপক্রমণিকা তথোপসংহার,
অভ্যাস সতত, অভিনব ফল আর,
অর্থযুক্ত বাক্যসহ উপপত্তি চয়,
এসকল করে গ্রন্থ-তাৎপর্য্য নির্ণয়॥

এরূপ গ্রন্থতাৎপর্য্য সর্ব্বসম্মত। বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণেই শেষ করা হইয়াছে। সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রে জীবতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সেই নিরূপণ অব্যর্থ বলা যায় না, কেন না, পূর্ব্ব মীমাংসাতে যেরূপ কর্ম্ম নিরূপণ দ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে, সাঙ্খ্যেও তাহাই করা হইয়াছে। সুতরাং মীমাংসিত বিষয়ের পুনরায় আলোচনা করাতে বিষয়ের নূতনত্ব নাই। কিন্তু এ গ্রন্থে ব্রহ্ম হইতে জীব অপৃতন্ত্র এই ভাবে জীব নিরূপণ করাতে সব নিষ্ফল, এ কথা বলা ঠিক নয়। কেন না জীবতত্ত্ব নিরূপণ ইহার উদ্দেশ্য নয়। তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে তাহার মুখ্যার্থ বোধের নিমিত্ত "অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" না হইয়া 'জীবব্রহ্মের ঐক্য জিজ্ঞাসা' এইরূপ প্রতিজ্ঞা-সূত্র গৃহীত হওয়াই সম্ভব হইত। পুনরায় আর একটী কথা এই, যদি কোনও সূত্রে অখণ্ডতা পরিস্ফুট উপলব্ধ হয়, তাহাও কথঞ্চিৎ কল্পিত, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নাই, কেন না, শ্রুত্যর্থ পরিত্যাগ করিলে মুমুক্ষুগণ শ্রদ্ধা করেন না।

অজাত, অকৃত যিনি সকলের মূল,
এক অদ্বিতীয় কিন্তু আপনি অমূল,
হেন কেবা আছে তাঁর না লয় শরণ।
বেদান্তেতে দ্বেষবান কে কোথা এমন॥
বেদান্তের সূত্রগুলি করিয়ে চিন্তন,
সর্ব্বপক্ষ অবিরোধ পেয়ে সুধীগণ,
যতেক মতের ভেদ নিরসন করি,
এ বেদান্তের সমন্বয় দেখুন বিচারি॥

ইতি তত্ত্ববল্লী দ্বাদশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

১৩০ পৃষ্ঠায় ২৭শের অগ্রে।

জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে, তত্র চ কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুঃ। তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃ স্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি। স হ গবাং সহস্রমবরুরোধ দশ দশ পাদা একৈকস্যাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূবুঃ। ১

তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতামিতি। তে চ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচ—এতাঃ, সোম্য, উদজ, সামশ্রবা৩ ইতি তা হোদাচকার। তে হ ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ—কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রবীতেতি। অথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতাশ্বলো বভূব, স হৈনং পপ্রচ্ছ—ত্বং নু খলু নো, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসী৩ ইতি। স হোবাচ—নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মঃ, গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি। তং হ তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতাশ্বলঃ।

বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার গৃহে কুরু এবং পাঞ্চাল দেশীয় বহু পণ্ডিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। জনকের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবেদজ্ঞ কে?

রাজর্ষি জনক দশ দশ স্বর্ণখণ্ডমণ্ডিত শৃঙ্গবিশিষ্ট সহস্র গাভী দানের জন্য বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং তৎকালে ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছিল—ভগবন্তঃ! আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি এই সকল গো গ্রহণ করুন। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই ধৃষ্টতাবোধে সেই গো গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য "আমি ব্রহ্মজ্ঞ" আপনাকে এরূপ জানাইয়া শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে সোম্য! এই গো সকল আমার গৃহে লইয়া যাও।' শিষ্য 'যে আজ্ঞা সামশ্রবা' * বলিয়া গো লইয়া গেলেন। সেই পণ্ডিতমণ্ডলী

* ভট্ট মোক্ষমূলর বলেন, সামশ্রবা বলাতে যাজ্ঞবল্ক্য যে চতুর্ব্বেদী ছিলেন তাহাই প্রমাণিত

তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন কি সাহসে ইনি আপনাকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিতেছেন। জনকের পুরোহিত ছিলেন অশ্বল। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য" তুমি কি আমাদের মধ্যে সত্যসত্যই ব্রহ্মিষ্ঠ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আমি ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি। আমি গো সকল পাইতে ইচ্ছা করি। তৎপর জনকের পুরোহিত অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

হইতেছে; যেহেতুক ঋগ্বেদ হইতে সাম গৃহীত হইয়াছে এবং অথর্ব্ববেদ অপর ত্রিবেদের অন্তর্ভূত; যাজ্ঞবল্ক্য যে শুধু যজুর্ব্বেদী ইহা ভাষ্যকারের অনুমান।

APPENDIX I. (৭৮২পৃঃ)

" The Fire Walk," by Andrew Lang (vol. xv, p. 2.)

This gives instances of an alleged capacity on the part of certain persons under certain circumstances of resistance to the normal effects of fire on the human organism. The phenomenon, if genuine, is not exactly telekinetic, but may rather be regarded as an extended form of motor automatism. Some mediums, especially D. D. Home, are said to have had the same power.

Appendices to chapter IX,
Human Personality, by F. W. H. Myers
Vol. II, Page 555.

উপনিষৎ-সূচিপত্র।

অর্থাৎ

"কোথায় কোন্ উপনিষৎ হইতে শ্লোক গৃহীত হইল তাহার পৃষ্ঠা ও সংখ্যানির্ণয়।

"ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডুক্য-তিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ঞ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকস্তথা।"
"......শ্বেতাশ্বঃ......"

ঈশ।

কেন।

কঠ।

প্রশ্ন।

মুণ্ডক।

মাণ্ডুক্য।

তিত্তিরি।

ঐতরেয়।

ছান্দোগ্য।

বৃহদারণ্যক।

শ্বেতাশ্বতর।